গিরিশ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত

এবং 'গৈরিশ ছন্দ' ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

'গিরিশ রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। পূর্ব-বিজ্ঞাপিত বিষয়গুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি ও 'প্রতিধ্বনি' কাব্য এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। পরবর্তী খণ্ডে এগুলি স্থান পাবে।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে নানা কারণে বিলম্ব হল। এর জন্য আমরা দুঃখিত। মুদ্রণে ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও খণ্ডটির মূল্য পূর্বঘোষণা অনুযায়ী কুড়ি টাকা রাখা হল।

সূচীপত্র

নাটক:

আগমনী ১
দক্ষযজ্ঞ ৫
সীতার বিবাহ ৪৩
রাবণবধ ৬৯
অভিমন্যুবধ ৯৭
ব্রজবিহার ১২৭
মণিহরণ ১৩৩
মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ) ১৪৭
করমেতি বাঈ ১৮৭
বুদ্ধদেব চরিত ২৪১
মীর কাসিম ২৮১
চৈতন্য-লীলা ৩৭৫
ভ্রান্তি ৪১১
অশ্রুধারা ৪৮৫
দেলদার ৪৯১
মায়াতরু ৫১৯
মুকুল মুঞ্জরা ৫২৯
শান্তি ৫৮১
আয়না ৫৮৭
পাঁচ ক'নে ৬১৭
সভ্যতার পান্ডা ৬৪৫
হীরার ফুল ৬৬৫

উপন্যাস:

ঝালোয়ার-দুহিতা ৬৭১
লীলা ৭০৫

যৌবনে গিরিশচন্দ্র

পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র

আগমনী

[গীতিনাট্য]

(আনুমানিক ১২৮৬ সালে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

মঙ্গলাচরণ

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল

প্রমথ-পুঞ্জবিহারী বামাচারী।
চন্দ্রচূড় মূড় ধূর্জ্জটি ভোলা।
জলদজাল-জটা জাহ্নবী লোলা॥
যোগাসন জগজন শুভকারী।
ডম্বরু কর হর বিভূতি ছাদন।
ঈশান ভীষণ, বিষাণ-বাদন,
গৌরীপ্রিয় মতি-গতি-মনোহারী।
কপাল-মাল ত্রিশূলধারী॥

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হিমালয়

গিরিরাজ নিদ্রিত ও মেনকা সুপ্তোত্থিতা

মেনকা। ওমা গৌরি! গৌরি—আঁ, এ কি স্বপ্ন! হায়! আমি এ দুঃস্বপ্ন কেন দেখ্‌লাম! মহারাজ উঠ, উঠ, বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি; মহারাজ! উঠ—

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়াঠেকা

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শশ্মানবাসী
অসিত-বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী।
যোগিনী-দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি॥

গিরি। মহিষি! এত উতলা হোচ্চ কেন? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তুমি সম্বৎসর উমাকে দেখ নি, তাই তোমার মন এত ব্যাকুল হয়েছে; মনের চাঞ্চল্য এই দুঃস্বপ্নের কারণ। দেখ, কন্যা যখন পরকে দিয়েছি, তখন তার উপর অধিকার কি? মহিষি! রোদন সম্বরণ কর, তুমি জান ত কুস্বপ্ন দেখ্‌লে শুভ হয়।

মেনকা। মহারাজ! তুমি ত কখন তনয়া গর্ভে ধর নি, তোমায় ত কখন উমা আমার বিধুমুখে মা বলে ডাকে নি। মহারাজ! মিনতি কচ্চি, উঠ, একবার কৈলাসভবনে গিয়ে আমার উমাকে দেখে এস।

গিরি। মহিষি! অধীরা হও না; দেখ রজনী গভীরা, প্রকৃতি তিমির-বসনে আবৃতা; এ সময়ে সেই যোগিনী-পরিবেষ্টিতা ভয়ঙ্করী কৈলাস-পুরীতে কেমন করে গমন করি? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা

কেন ব্যাকুল রাণি! কালি এনে দেব নয়নতারা
পোহাইলে নিশীথিনী, কৈলাসে যাইব রাণি,
ধৈর্য্য ধর, নিবার নয়ন-ধারা॥

মেনকা। মহারাজ! তুমি পাষাণ, নতুবা এ দুঃস্বপ্নের কথা শুনে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছ। লতিকার ক্রোড় হ'তে প্রফুল্ল কুসুমটিকে যখন ছিন্ন করে লয়ে যায়, লতা নীরবে রোদন করে, লতার হৃদয় নাই, তবু রোদন করে; ফুলটিকে আদর কর্‌বে জানে, তবু রোদন করে। আমার এই ফুলটিকে হস্তিপদতলে দিয়াছি; আমি রমণী, আমি রোদন কচ্চি কেন? মহারাজ! আমি রোদন কচ্চি কেন?—আহা! মার চাঁদ-বদন সম্বৎসর দেখি নি—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা

পাষাণ হৃদয় তব, আমি হে পাষাণী।
হেন কেবা প্রাণ ধরে বিসর্জ্জি নন্দিনী॥
দিয়ে ভাঙ্গড়ের করে, তত্ত্ব নাহি সম্বৎসরে,
আছে মা ভিখারী-ঘরে, হয়ে ভিখারিণী॥

গিরি। মহিষি! ধৈর্য্য ধর, তুমি গৃহকার্য্যে থাক, আমি কৈলাসে গিয়ে উমাকে এনে দিচ্ছি।

মেনকা। আমার উমা আস্‌বে শুনে—

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়াঠেকা

প্রমোদিনী বিহঙ্গিনী, গায় বন-বিমোহিনী,
হাসে ঊষা বিনোদিনী, জড়িত রতনে।
বিভোর গাইছে অলি, হাসিছে কমলকলি,
সরোবরে ঢলি ঢলি, সুমন্দ-পবনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাস উপবন—হরগৌরী আসীন

নন্দী ও ভৃঙ্গী

ভৃঙ্গী। তুই কাল গাঁজা সেজেছিলি, আমি আজ সাজ্‌ব।

নন্দী। তুই সে দিন সিদ্ধি ঘুঁটেচিস্‌, আমি কিছু বলিছি?

ভৃঙ্গী। আরে বেটা, তুই নেশাটা ভাংটার ভেতর কেন আসিস্‌? চেহারা দেখ্‌লে বিশ মণ সিদ্ধির নেশা একেবারে কেটে যায়। তুই ত্রিশূল হাতে করে গিয়ে দাঁড়া।

নন্দী। তোর যে চেহারার খৎ, তবু যদি তোর গাল বাঁকা না হ'ত; তোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মুখ দেখ্‌বার যো নাই, তোর চেহারা দেখ্‌লে ভয় পায় বলে, বাবা তোকে ভক্তকে আন্‌তে পাঠায় না।—গাঁজা সাজতে এসেছেন!—গাঁজার বুটী চিনিস্‌?

ভৃঙ্গী। তোর এ'ড়ে ধরা হাত,—ওতে কি সিদ্ধি ঘোঁটা যায়? তোর এক ঘোঁটনেই সিদ্ধির চাষ মরে যায়। নেশাটা ফেসাটার কারখানা, একটু তোয়াজি হাত চাই।

নন্দী। চুপ কর, পূর্ব্বদিক থেকে কথা কচ্চেন, পশ্চিমে থু থু বৃষ্টি হচ্চে; চুপ্‌।

রাগিণী শ্রী—তাল ঝাঁপতাল

প্রবলা, অচলা, বিশ্ববিমোহিনী, সৃজন-কারিণী,
সৃজন-নাশিনী, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী।
গিরিশ-ধ্যান, গিরিশ-প্রাণ, গিরিশ-জায়া-
যোগ-যুক্তি, শক্তি-মুক্তি-দায়িনী॥

গৌরী। আশুতোষ!—

গীত

রাগিণী পাহাড়ী—তাল যৎ

কেন ব্যাকুল মন, আশুতোষ হে।
মিনতি চরণে জনক-ভবনে।
জননীর দরশনে করিব গমন।

মহাদেব। নগনন্দিনি! আমি কি তোমার কোন অপরাধ ক'রেছি? তুমি জনক-ভবনে যাবে শুন্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়। একবার তুমি জনক-ভবনে গিয়ে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে-ছিলে, আর তোমায় যেতে দেব না।

গৌরী। আশুতোষ! দুখিনী জননীকে এক বৎসর দেখিনি।

মহাদেব। দেবি, বিশ্ব-বিমোহিনি! এ তোমার কোন্‌ মায়া? আমি সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্ব-সংসারে আমার অবিদিত কিছুই নাই, কিন্তু যোগিনি, যোগরূপিণি! যুগে যুগে যোগাসনে ধ্যান ক'রে তোমার অন্ত পাইনি। কোন্‌ ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের আবশ্যক, কোন্‌ যজ্ঞ বিনাশের প্রয়োজন, কোন্‌ মূর্ত্তি-ধারণের আবশ্যক? আবার কি দশমহাবিদ্যারূপের প্রয়োজন? যদি হয় তো দেবি! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আর প্রদর্শন ক'র না; আদ্যাশক্তি! জনক-ভবনে যাবার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ? ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনি! কার অনুমতি ল'য়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব ক'রেছিলে? কার অনুমতি ল'য়ে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মচারী ক'রেছ? কার অনুমতি ল'য়ে শিবকে শ্মশানবাসী ক'রে-ছিলে? মায়াবিনি! মায়াজাল বিস্তার ক'রে আমাকে প্রতারণা ক'র না।

গৌরী। ভূতনাথ! নীলকণ্ঠ! দাসীকে এত বিনয় কেন?

মহাদেব। ভগবতি! পিত্রালয়ে যাবে যাও, কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যেও না। চল আমরা গিরিপুরে উভয়েই যাই।

গৌরী। আশুতোষ! দাসীরও সেই মিনতি।

যোগিনীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা

গাঁথিব মালা ধুতুরা ফুলে।
মেলে কি না মেলে হাড়মালে॥

প্রমথগণ,—

হর হর হর হর দিগম্বর,
শ্মশান-বিহর বিষাণ-কর,
রজত-ভূধর জিনি কলেবর,
গরজে গভীর ফণী-কুলে॥

যোগিনীগণ,—
বামা বিমোহিনী, চম্পক-বরণী,
চরণে দিব জবা তুলে।

মহাদেব। ভগবতি! একান্তই কি গিরি-পুরে যেতে হবে?

গৌরী। নাথ! অনুমতি ত দিয়েছ।

নন্দী ও ভৃঙ্গী। ওরে মামার বাড়ী যেতে হবে রে।

গীত

রাগিণী কামদ—তাল ধামাল

চল চল মোরা যাই গিরিপুরে।
আনন্দে মাতিয়ে, ভ্রমিব নাচিয়ে,
সুখ-সলিলে ভাসি গাইব মন পুরে,
অবিরত বিভোরে॥

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয়—গিরিরাজপুরী

গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ

গিরি। গীত

রাগিণী সর্‌ফর্‌দা বাহার—তাল একতালা

আমার উমা এল রে দেখ গো রাণী নয়ন ভ'রে।
দশভুজ ধরি, আহা মরি মরি,
বিহরে সিংহোপরে॥
কিবা হেমোজ্জ্বলবরণে,
লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
কিবা রক্তোৎপল আভা,
হেমজড়িত বিজলী-প্রভা,
মরি ঢল ঢল ঢল,
সুধা চল চল বিমল মধুর অধরে॥

মেনকা। মহারাজ! উমা আমার কৈ? উমা আমার ত দশভুজা নয়? তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য হ'লো?

উমার প্রবেশ

উমা। মা মা, আমি ত দশভুজা নই, আমিই তোমার উমা।

মেনকা। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

ও মা কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলে
উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে
ম'রে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই
নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে ব'ল্‌ব উমা আমার
ঘরে নাই॥

গৌরী। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

তুমি ত মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই,
ভোলা জানে না মা আমা বই॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাকতে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয় গো পাছে,
সদাই মনে ভাবি ওই॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাব্‌তে গেলে,
ও মা ভাসি নয়নজলে,
এক্‌লা পা'ছে যায় গো চলে,
আপন হারা এমন কই॥

প্রমথ ও যোগিনীগণ-বেষ্টিত মহাদেবের প্রবেশ ও শিব-অঙ্কে মেনকার উমা প্রদান

সকলে। হর হর বম্ বম্।

যোগিনীগণ। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল খেমটা

যুগল মিলনে মন হরে, হের সবে আঁখি ভ'রে।
রজত তরুবরে, হেমলতিকা, হাসি বেড়িল
সাদরে॥
ধূসর নীরদে খেলিছে দামিনী,
মোহন-মাধুরী সুধা ক্ষরে॥

যবনিকা পতন

দক্ষযজ্ঞ

[পৌরাণিক নাটক]

(৬ই শ্রাবণ, ১২৯০ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

দক্ষ, মন্ত্রী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

প্রসূতি, ভৃগু-পত্নী, সতী, তপস্বিনী, চেড়ী ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব

মহামায়া। বর নে রে; পূর্ণ মনস্কাম তোর।
তপস্বিনী। মা, মা আমার!
কোথা ছিলে ভুলে মোরে?
মহামায়া। বর নে—সদয়া তোরে আমি।
তপস্বিনী। মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি, মা আমার;
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি'।
মহামায়া। আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী।
শুন তপস্বিনি,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে;—
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে;
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে
এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে
জীব নাহি রবে ধরা-মাঝে;
আনন্দ-উৎসব—
বহু রূপে করিব আনন্দ লীলা।
শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই।
তপস্বিনী। মা, মা, অপার করুণা তব!
মহামায়া। এবে কার্য্য বাকী তোর।
তপস্বিনী। মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার।
মহামায়া। বৎসে! শিব-পূজা শিখাইবি মোরে;
হেন কার্য্য-ভার আমার বাঞ্ছিত সদা।
তপস্বিনী। মা, মা, তোরে পূজা কি শিখাব?
মহামায়া। মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,
দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি',
তুমি মোরে করিবে চেতন।
তপস্বিনী। মাতা, কোথা দক্ষ-গৃহ?
মহামায়া। দেখ, নাহি একার্ণব আর;
স্তম্ভিত লহর-মালা,
শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায়;
মায়ার প্রভাবে
ভৃঙ্গ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে;
রাজ্য এবে, যথা ছিল একাকার।
দিব্য আঁখি করিনু প্রদান,
উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,
চতুর্ম্মুখ-অগোচর যাহা।
পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে,
পাইবি সুন্দর কান্তি রবি-শশী জিনি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালে!
মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা-স্থাপনের ভার;
দক্ষ নাম দক্ষ জানি' দিল।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন?
বার বার কত প্রজাপতি
কত মত করিল নির্ণয়,
কিন্তু কোন মতে

না হইল প্রজার স্থাপন।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে?

চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।
দক্ষ। (স্বগত) একতা বন্ধন;
কিন্তু কোন সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে?
একতার মূল প্রয়োজন।
চেড়ী। প্রভু, চাহে রাজ্ঞী চরণ-দর্শন।
দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে!—
প্রয়োজন বিনা,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে উঠে কথা, মায়ার বন্ধন।—
অনুমান, অনুমান—
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে!—
মায়া—মায়া!
কিবা মায়া, কহ, কে বা জানে?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে,
এ সংসারে মায়া নয় কিবা?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে।
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না রহে নর?
চেড়ী। দেব!
দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা--
[চেড়ীর প্রস্থান।
মায়ার বন্ধন,
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা!--
কিবা সাধারণ নরে,
হিত-চিন্তা সাধারণ সবাকার
নিজ হিত-হেতু—
ডরে নরে রহিতে সংসারে,
যে সংসারে মৃত্যু-ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙ্গিল!
দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি!

সতীর প্রবেশ

সতী। মা, আর ত শোব না;
একা রেখে এলে তুমি!
পিতা, পিতা—
দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর,—
আর ক'টি আছে ছেলে?
প্রসূতি। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু;
আয়, মা আমার!
দক্ষ। কি হ'য়েছে, রাণী?
প্রসূতি। নাথ, আজি গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে
মা ব'লে আইল ধেয়ে;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ চুমিনু যতনে,
কোলে ল'য়ে বসিনু তরুর তলে—
দক্ষ। কি হ'য়েছে মা আমার?
সতী। শুয়েছিনু মা'র কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।
প্রসূতি। নাথ, না শুনিলে কেমনে বুঝিবে?
কোলে ল'য়ে সুধাইনু সতীরে আমার,
"কত পুত্র আছে তোর?"
উঠি' দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা:
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর!
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব লোটে পায়;
করযোড়ে তিনলোকে
"মা" ব'লে ডাকিছে;
হাস্যময়ী করুণা প্রতিমা,
কৃপাকণা সবারে দানিছে:
আনন্দে নাচিছে সবে!
"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু, প্রভু!
"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ;
পাশে শুয়ে মা আমার!
কেন হেন সতীরে হেরিনু, প্রভু?
দক্ষ। মহিষি, কি অসুস্থ শরীর তব?

প্রসূতি। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে?
জীবিত যে জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে,
অকল্যাণ হয় তার।
দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ-যজ্ঞ—
যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর, রাণি!
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা, কি সুন্দর বায়ু!
নিদ্রা মম আসে চ'খে।
কোথা ছিনু?—
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।
প্রসূতি। স্বপ্ন নহে নাথ, করি নিবেদন।
দক্ষ। জেনো স্থির, স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে রাণি?
আজি নিশা-অবসানে হেরি—
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
অর্পি ভোলানাথ-করে।
সতী। ভোলানাথ? কে সে, পিতা?
দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা!
সতী। সকলই কি যায় ভুলে?
যদি কেহ কহে কটু,—
তাও যায় ভুলে?
দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—
সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে?
দক্ষ। হুঁ।
(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ?
সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায়; কে খাওয়ায় অন্ন-পানি?
দক্ষ। রাণি! তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,
যাগ-যজ্ঞ আয়োজন,
কিম্বা
সতীর কল্যাণে অন্য যেবা প্রয়োজন,
সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।
কিন্তু জেনো স্থির,
স্বপ্ন মাত্র অন্য কিছু নয়।
সতী। পিতা, কেবা দেয় অন্ন-পানি?
দক্ষ। ভূতে।
সতি, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে;
উপকথা ক'বি,
ঘুম পাড়াইবি তুই।
যাও গৃহে।
(স্বগত) মন্ত্রিগণে কি যুক্তি দানিবে?
বিরলে করিব স্থির।

[প্রস্থান।

সতী। ও মা, ভূত কি, মা?
ভূতে কেন দেয় অন্ন-পানি?
প্রসূতি। বল দেখি মা আমার,
কত অন্ন করিলি রন্ধন?
সতী। কি কব গো কত অন্ন করিনু রন্ধন,
কত জনে দিনু, মাতা!
কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।
প্রসূতি। আয় কোলে, ঘুমা', মা আমার।
সতী। বল না, মা, কোথা ভোলানাথ?

তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
ভৃগুপত্নী ব'লেছেন যাঁর কথা।
সতী। হাঁ মা, ভোলা কে, মা?
তপস্বিনী। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা ভোলার তরে,
শিবপূজা কি শিখাব তোরে!
প্রসূতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী!
নলিনী-নিন্দিত-কায়া,
নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা!
(প্রকাশ্যে) গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
শুনিলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,
তব অঙ্গের সৌরভে
মহারোগী পাইল পরিত্রাণ;—
তনয়ারে অর্পি তব পায়।
দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতার!
সতি, নে মা পদধূলি।
(সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ)
তপস্বিনী। (স্বগত) শিব, শিব, শিব!
(প্রকাশ্যে) শংকা ত্যজ রাজরাণি;
কল্যাণী তনয়া তব;
অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।
প্রসূতি। ভগবতি! তব মধুময় বাণী
অমৃত দানিল প্রাণে।

ক্ষম, মা, আমারে—
কেন, মা গো
বিভূতি মাখিলি কিশোর-কায়?
তপস্বিনী। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি!
প্রসবি জননী,
পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে;
অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
মা'র তরে আমি উদাসিনী,
কোথায় জননী?
মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
মাতৃমন্ত্র সাধি,
দেব-দেবী নাহি করি উপাসনা।
মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পুরে তার;
কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পুরায় মনস্কাম মম।
প্রসূতি। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি,
অপূর্ব্ব কাহিনী তব!
তপস্বিনী। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে;
কার্য্য কিবা আদেশ', মহিষি!
প্রসূতি। হেন কার্য্য কর, ভগবতি,
হয় যাহে সতীর কল্যাণ।
যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পুরী
কয় দিন রহি' এই স্থানে।
তপস্বিনী। রব তব আদেশে, মহিষি!
প্রসূতি। সতি, আয় মা আমার;
ভগবতি, কৃপা করি আসুন সংহতি।
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ আসীন

দক্ষ। এত দিনে পারিনু বুঝিতে
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—
শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু।
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধি-ভ্রম!
আজ দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।
প্রাতে স্বপ্নে অর্পি দুহিতায় হরে,
গোধূলিতে কন্যায় দেবী হেরে রাণী,
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন,
অর্পি কন্যা ভাঙ্গড়ের করে।
অনাচর-নিবারণ, শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন;
মৃত্যু-নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে;
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে—
কি সুখে রহিবে জীব?
লয়কর্ত্তা শিব;
লয় নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা।

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। নাথ!
এখন' কি হয় নাই নিদ্রার সময়?
দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি,
সতীর না মিলে বর।
হেম হার নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি-দিন তাই ভাবি মনে।
পুনঃ ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে রহিব বল!
সতী মম নয়নের নিধি,
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।
সর্ব্বসুলক্ষণা সতী,
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ—
পাবে সতিনীর জ্বালা।
প্রসূতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।
দক্ষ। কোথা বর?
তিন পুরে কিবা মম অগোচর?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কন্যা করি' দান
কুল-মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে!
অকলঙ্ক শশিকলা সম

কন্যা বাড়ে দিন দিন,
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।
প্রসূতি। সতীর যে বর, সামান্য সে নয় কভু।
দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার—উপযুক্ত পাত্রে দান।
প্রসূতি। প্রভু, কোন্ কন্যা ক'রেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে?
সতী তব সর্ব্বস্ব রতন,
আদরে তোমার না পারি বারিতে তারে।
দক্ষ। শুন প্রিয়ে, রহস্য নূতন,
ব্রহ্মা কন, ভাঙ্গড়ে অর্পিতে;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাঙ্গড়ের গৃহে—
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে!
প্রসূতি। ভাঙ্গড় কে, প্রভু?
দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,
শুভ্রকান্তি বলদ-বাহন!
প্রসূতি। মহাদেব?
দক্ষ। মহাদেব!
চতুর্ম্মুখ শিখায়েছে নাম তবে।
প্রসূতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি;—
লোকে কহে, মহাদেব।
দক্ষ। অনাচারী লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে—
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ায় অধিকার তব;
মতামত সুধাই তোমায়,
পিশাচে কি দিব দুহিতায়?
প্রসূতি। প্রভু, কি হেতু উতলা?
বাড়িল রজনী, শ্রম দূর কর আজি।
দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে হরের সনে।
না জানি কি
জোটাজোট আছে তাঁর মনে!
প্রসূতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত।
কি জানি কি ঘটে নাথ,
দৈবের প্রবাহে।
দক্ষ। দৈবের প্রবাহ?
তবে কেন মোরে অনুরোধ?
শুন, দেবি,
কোথায় ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন?
আজি যদি অন্য পাত্রে করি আমি দান,
কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অন্যমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।
প্রসূতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত, প্রভু;
উতলার কার্য্য ইহা নহে।
দক্ষ। শুন, যেবা ক'রেছি মনন,—
স্বয়ম্বরা করিব সতীরে;
যারে অভিরুচি,
তারে মাল্য করিবে অর্পণ।
প্রসূতি। যদি বলে, মহাদেবে?—
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা!
দক্ষ। কি? আমার অঙ্গজা,
কুৎসিত প্রকৃতি কভু তারে না সম্ভবে,—
আছে তার পুরীষ-কুসুম-জ্ঞান।
প্রসূতি। প্রভু, উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।
দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা-মাঝে সম্বন্ধ-স্থাপনা ভার
মোরে দিয়াছেন ধাতা।
ভাব কি, মহিষি,
কন্যার সম্বন্ধে হ'বে মতিভ্রম মোর?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাছি' ল'বে বর,
লিপিপূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর-পদ,
ফেলিব অতল জলে,—
পিতা হ'য়ে না পারিব।
স্বয়ম্বরে কি তব অমত?
প্রসূতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি প্রভু?
বাস অন্তঃপুরে, কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্য মত কেমনে করিবে দাসী?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে,
কর নাথ, যে বা ভাল হয়।
স্বয়ম্বরে ধাতার কি মত?

দক্ষ। সুধি রাণি, তব মতামত,
তাঁর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভালমন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।
প্রসূতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম;
মম মত অপেক্ষা কি আর?
দক্ষ। ভাল, তব অভিমত
আজই করি আয়োজন।
[দক্ষের প্রস্থান।
প্রসূতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে।
মম সতীর বিবাহে,
পিতা পুত্রে কেন হয় কথান্তর?
কেন রাজা সহসা উতলা?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে,—
বিরিঞ্চির অভিমত বর।
[প্রসূতির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ বিল্বমূল

তপস্বিনী আসীনা

তপস্বিনী। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত;
হের, বিস্মৃতি-কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব!
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিনজন?
হের, হের,
তব ভাতি সম তরুণ তপন হের,
ফোটে শশী নবীন জীবনে,
ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ!
দেখ, দেখ নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে!
হের, তরঙ্গ বিশাল;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা।
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি;
কে রে বামা হর-উরু পরে?
ডরে না পবন চলে!
আহা এলোকেশী—
দোলে রাঙা পা দু'খানি!
আহা, রজত মৃণাল-করে
বামারে কে আদরে রে ধ'রে
কায় কায়? মুখপানে চায়,
না ফিরে নয়ন আর!
ছি! ছি! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের!
এ কি, ঘোর আবরণ!
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই!

সতীর প্রবেশ

সতী। একাকিনী হেথা তুমি তপস্বিনী?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল;
ভোলা কে গো, তাই ভাবি মনে;
সুধালে, জননী উত্তর না দেন মোরে।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কে বা?
তপস্বিনী। ভোলা প্রেতপতি;
পিশাচ-সংহতি নিয়ত শ্মশানে ভ্রমে;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কায়;
ফণী-আভরণ, ধরণী শয়ন,
বলদ-বাহন ভোলা,
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি?
সতী। শুন তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী?
হয় সাধ মনে, আনি তারে,—
করি তারে গৃহবাসী।
তপস্বিনী। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী;
দিবানিশি ভাঙ্গ-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কন,
অনশনে একা রহে বসি।
সতী। আহা তাই ভোলানাথ নাম,
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।
কালি যবে দেখিনু তোমারে,

গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।
তপস্বিনী। ও গো, তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগ-যুগান্তর।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে।
সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি?
রহিবে কি হেথা চিরদিন?
তপস্বিনী। অন্য আশ নাহি কিছু মনে।
সতী। কভু অপরাধ নাহি ল'বে?
ভালবাসি যোগিনি, তোমারে।
তপস্বিনী। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে।
সতী। সখী তুমি হবে মোর?
সখি, কখন না র'ব আমি—
তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।
তপস্বিনী। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্ব্বত্র বিরাজমান।
সতী। কই তবে, কই ভোলানাথ?
ভাগ্য মানি, তুমি তপস্বিনী,
কেমনে দেখিলে তাঁরে?
সখি, আমি কভু না দেখিব।
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে?
সখি, আর না কাঁদিব,
কেন বা কাঁদিব?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশানবাসী?
তপস্বিনী। কোথা আর আছে তাঁর স্থান?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস;
হীন জনে স্নেহ অতি তাঁর;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।
সতী। সখি,
আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে?
হীন জনে স্নেহ তাঁর!

তপস্বিনী। এস সখি,
বিল্বমূলে বসি দুই জনে,
করি সুখে শিব-গুণ-গান,—
শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয়।
পরাণ ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব,
ভুলে যাব যত দুখ দেছ আগে।

উভয়ের জানু পাতিয়া করযোড়ে গীত

আশা-যোগীয়া—একতালা

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কা'র প্রেমে হে উদাসী?
র'য়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কেবা জানে?
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি?

বিল্বমূলে সতীর মাল্য প্রদান
মহাদেবের আবির্ভাব

তপস্বিনী। সখি!
ওই তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায়!

তপস্বিনী। গীত

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওলো রাখিস ধ'রে।
বড় সেয়ানা খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না,
আগে দিও না প্রাণ, তোরে করি মানা;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এমনি করে॥

মহাদেব। সতি, তোর মালা গলে মোর;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন!

মহাদেব কর্ত্তৃক সতীর গলায় মাল্য প্রদান

সতী। সখি, সখি, কোথা তুমি?
মহাদেব। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি, আমি;

প্রাণেশ্বরি, চাও ফিরে চাও,
হৃদয় জুড়াও;
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে।
সতী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।
মহাদেব। ভোলা আমি তোর ধ্যানে সতি!
[মহাদেবের অন্তর্ধান।
সতী। কই সই, কোথা গেল দিগম্বর?
তপস্বিনী। স্বয়ম্বরে পাবে সতি, হরে;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ।
সতী। পদ্মমুখি!
আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম।
সখি, স্বয়ম্বর কিবা?

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা?
কোথা তোরে খুঁজিয়ে না পাই।
সতী। মা গো, কারে বলে স্বয়ম্বর?
প্রসূতি। বিয়ে হবে তোর।
(স্বগত) স্বয়ম্বর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ম্বরা;
কি ব'লে বুঝাব নৃপে?
সতী। বিয়ে কি, মা?
প্রসূতি। দেবি,
নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে।
উন্মত্ত ভূপতি,
চান স্বয়ম্বরা করিবারে তনয়ারে।
কন্যা, বিয়ে কিবা নাহি জানে!
মা গো, সাধ হয়, যাই মা বসতি ত্যজি'।
আজি স্বয়ম্বর-দিন; আসিতেছে দেবগণে।
তপস্বিনী। নাহি ভাব, রাজরাণি;
দৈবের প্রবাহে কন্যা বাছি লবে বর।
সতি, বর তোর হবে আজি;
সভামাঝে যার গলে দিবি পুষ্পমালা,
সেই তোর হবে বর।
সতী। বর কি গো সখি, দিগম্বর?
তপস্বিনী। যার ঘরে চিরদিন রবি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দিবি তার গলে।
সতী। মালা দিব?
দেখ, দেখ গো জননি,
মহেশ্বরে দি'ছি মালা;
আর মালা দিব কার গলে?
হর বিনা কার ঘরে রব?
প্রসূতি। সতি, গৃহে যাও, মা আমার;
কথা ক'ব তপস্বিনী সনে।
সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে?
প্রসূতি। দেবি, উপায় না দেখি আর।
শুন, তপস্বিনি,
যে হেতু এ স্বয়ম্বর আয়োজন;—
কালি সভাতলে বিরিঞ্চি আইল,
রাজারে কহিল কন্যা দিতে মহাদেবে।
কি কব মা, অদৃষ্টের গুণ,—
শিবদ্বেষী মহারাজ,
কহে, মহা অনাচারী হর,
স্বয়ম্বর করে আয়োজন
বিধিবাক্য করিতে খণ্ডন,
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিল দক্ষপতি।
হায়! বিধি-লীলা কে বুঝিতে পারে?
কন্যা মোর উন্মত্ত হরের তরে,
বালিকা ব্যাকুলা পতি-আশে!
মা গো, কাঁপে কায় তনয়ার দশা ভাবি।
রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
সতী সনে তখনি পাঠাবে বনে!
যদি পতি-পদে থাকে মোর মতি,
মোর গর্ভে সতী—
মহেশ্বর বিনা,
বরমাল্য নাহি দিবে অন্যজনে;
ক্রোধে রাজা সতীরে ত্যজিবে।
সতীর মূর্চ্ছা
এ কি! এ কি! সতি! সতি!
তপস্বিনি, দেখ গো কি হ'লো!
তপস্বিনী। (কর্ণমূলে) উঠ সতি,
ডাকে তোর দিগম্বর।
সতী। (বিভোর অবস্থায়) কোথা হর?
মা গো,
গিয়েছিনু—গিয়েছিনু তনু ত্যজি
ধবল-শিখর, শিব-নিন্দা নাহি তথা।
প্রসূতি। দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর?
তপস্বিনী। সকলি হইবে শুভ
ভেব না মহিষি!
ভেব না কন্যার তরে;
গৃহে চল কন্যা সাজাইতে।

প্রসূতি। দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ;
পুণ্যবলে পেয়েছি তোমার দেখা।
তপস্বিনী। এস, সখি, আজি স্বয়ম্বর দিন—
আজি পাবি দিগম্বরে।
[সতী ও তপস্বিনীর প্রস্থান।
প্রসূতি। 'সখি!' কে এ তপস্বিনী?
ভৃগুপত্নী কহিল অশেষ গুণ।
হেরি ছবি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
কথা করে সুধা বিতরণ।
শুনিয়াছি, সতীর বিবাহে
মায়া আসিবেন ভবে;
এই কি সে মহামায়া তপস্বিনী বেশে!
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এলো বামা!
হায়! শুভ হয়, তবে বুঝে মন।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর সভা

ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, মন্ত্রী ও দেবগণ আসীন

নারদ। সতী নামে রাজার কনিষ্ঠা সুতা,
স্বয়ম্বরা হবে আজি;
বর-মাল্য যার গলে দিবে,
কন্যা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ।
সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
নিজ পতি বাছি লবে সতী।
দক্ষ। শুন, শুন, সভাস্থ সকলে,
কন্যা মম অতুলনা ধরামাঝে,
যার গলে বর-মাল্য দিবে,
জামাতা সে হবে মোর।
হের, হেমাঙ্গিনী চম্পকবরণী,
সভামাঝে নন্দিনী আসিছে।
ব্রহ্মা। দেখ চেয়ে দেখ দেবগণে,
কিরূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে!

সতীর প্রবেশ

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি,
কৃপাময়ী করুণা বিস্তারি,
আধ হাসি, আদরে সন্তানে!
হের মহামায়া সদয়া আপনি,—
অবনী রাখিতে, শিবে বিমোহিতে,
জীবে দিতে পরিত্রাণ,
দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী।
স্বয়ম্বরে ডাক রে "মা" ব'লে।
সকলে। জয় জয় জগতজননী!
দক্ষ। আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার!
বিরিঞ্চির বুঝহ বিচার।
এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত!
দুখের কুমারী,—
"মা" ব'লে ডাকিছে তিনলোক!
পদ্মযোনি, সত্য মায়া উদয় সংসারে,
নহে,
কি প্রভাবে ভুলাইলে এ দেবমণ্ডলে?
বুঝিয়াছি বাসনা তোমার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে।
ভুলাইতে ছলে এ দেবমণ্ডলে,
কহ কন্যা "ক্ষীরোদবাসিনী"।
সত্য মানি তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে;
কিন্তু তব না পুরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দিছি হরে;
জেনো স্থির, শিব হেতু নহে কন্যা মোর।
শুন পুনঃ সভাস্থ সকলে,—
যার গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক হীন, হোক নীচাচার,
কদাকার কিম্বা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।
কে জননী ক্ষীরোদবাসিনী?
দেখ চেয়ে দুহিতা আমার।
বিরিঞ্চির বোলে
মাতৃভাব উদয় যাহার,
স্বয়ম্বরে তার নাহি প্রয়োজন।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান
যারে তোর লয় প্রাণ।
নাহি ভয়, যে হয় সে হয়,
আদরে রাখিব দক্ষপুরে।
সতী। পিতা, কোথা তুমি?
হের, হেরি শূন্য সব—
বিনা ভোলানাথ মোর।
কোথা হর—কোথা দিগম্বর?
বরমাল্য পর গলে,
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে,

বিল্বমূলে দিয়েছি হে একবার,
ধর হার, লহ হৃদয় আমার।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ?
মালা ধর, হর, প্রাণেশ্বর!

মালা দান ও মালার শূন্যে অন্তর্দ্ধান

দক্ষ। নহে দিবা—নিশ্চয় রজনী!
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামিছে।

মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

মহাদেবের সতীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান

গীত

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" ব'লে॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, ওরে দেখ রে চেয়ে;
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে॥

মহাদেব। সতি, সতি, পর এ ধুতুরা-হার।
ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিনলোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননীরূপে।
দক্ষ। লিপি পূর্ণ হইল, ধাতা, তব।
ভাল হ'ল, মিটিল জঞ্জাল;—
প্রজা রক্ষা হবে ভবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকী কি বা?
ব্রহ্মা। বৎস,
তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,
আছ তুমি মায়া-বলে,
বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যা-রূপে ঘরে,—
তপ-ফলে পাইলে কুমারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী,
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়.
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।
দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কয় দিন।
ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত!
দক্ষ। ধাতা!
সঙ্ঘটন সকলি তোমার,
কিন্তু তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য ফলিবে আমার।
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা. আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।
হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
পণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

[দক্ষের প্রস্থান।

প্রমথগণের গীত

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আয়, জবা আনি, নইলে কি দিব পায়?
সোণা সাজে না রে মা'র রাঙ্গা পায়!
দেখ রে বাবার যেমন, তেম্নি মায়ের চরণ,
তেম্নি রাঙ্গা, তেম্নি মনের মতন;
আয় রে "মা" ব'লে চরণে লুটাবি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও প্রসূতি

দক্ষ। রাণি,
আজি হ'তে সতী নামে কন্যা নাহি তব;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু।
প্রসূতি। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জ্জনা.
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু?
সতী মম অন্তরের সার।
দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা,—
দক্ষগৃহে সতী নাম কেহ নাহি করে আর।
প্রসূতি। নাথ, সতী অতি দুখিনী আমার
কেন তারে হও বাম?
দক্ষ। ইচ্ছা মম।
কেন? কেন বাম?—

জিজ্ঞাসিতে—
কে দিয়েছে অধিকার, রাণি?
আমি—স্বামী, রাজা, মান্য মম।
প্রসূতি। প্রভু, প্রভু, ব'ধ না দাসীরে।
দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ভে ধ'রে সতীরে তোমার
ক'রেছিলে কত ভাণ?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপনে,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী!
পরিচয় তা'রি,
দেবসভামাঝে বিদ্যমান!
ছি, ছি,
ভাঙ্গড়ে করিল অপমান!
[দক্ষের প্রস্থান।
প্রসূতি। হা সতি! হা মা আমার!
মা গো, তুমি জনম-দুখিনী!
ও মা, মা আমার,—
আহা! আহা! কি হ'ল—কি হ'ল?
মূর্চ্ছা

সতী-ছায়ার আবির্ভাব

সতী-ছায়া। কেন কাঁদ মা আমার?
নহি ত দুখিনী আমি,—
রাজরাজেশ্বরী।
[অদৃশ্য হওন।
প্রসূতি। মা, মা, কোথা যাও?
এ কি স্বপ্ন?
হা দগ্ধ হৃদয়!
হা সতী মা আমার!—
ও মা, মার প্রাণে নাহি সহে আর।
দেখা দে মা জনম দুখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দ্দয়?
যাই পুনঃ,
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে;
ও মা! সতী বিনা কেমনে জীবিত রব!

তপস্বিনীর প্রবেশ

দেবি, প্রণমি চরণে তব।
ও গো সর্ব্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে।
ও গো কঠিন নৃপতি।
বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি মাকে!
গলা ধ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে,
গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে।
ও গো, আনিব আবার ব'লে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার;
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে র'ব?
তপস্বিনী। রাণি, ঘটিতেছে মতিভ্রম মম,—
আচম্বিতে কেন জ্বলে নির্ব্বাণ অনল?
প্রসূতি। ওগো,
ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা;—
ভাল মন্দ বলিল কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে রাজা চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ!
ও মা, মা'র প্রাণে কত সহে?
সতী চিরদুখিনী আমার!
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে;
দোঁহে মিলি বুঝাইব।
তপস্বিনী। রাণি, না হও উতলা,
প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে
আনিতে সতীরে তব।
প্রসূতি। কি কব গো ভগবতি?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে,
যদি সতী নাম আনি মুখে।
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে?
তপস্বিনী। শুন রাণি,
সতী বিনা উপায় না হবে।
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে;—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর;
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে।
যেন মহাপ্রলয় উদয়;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড়মালা গলে,—
'শিব শিব' মহারব মুখে;
ধায় মহাপ্লাবন গর্জ্জিয়ে
ক্ষীরোদ-সাগর হ'তে!
শঙ্কায় শিহরি—
ধ্যান ভঙ্গ হইল মোর!
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব।
হের যোগাযোগ,—

প্রজাপতি হইল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,
তাই কহি সতীরে আনিতে।
প্রসূতি। ভগবতি!
মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু।
কি কহিলে?
উন্মাদিনী সতী মা আমার?
ওগো মা'র প্রাণে কত সহে?
তপস্বিনী। রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে।
প্রসূতি। দেবি, পতি আজ্ঞা নাহি মম,
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে।
তপস্বিনী। সন্দ মনে হয় সবিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ;
নহে অকস্মাৎ উদ্দীপন দ্বেষ কিবা হেতু?

ভৃগু-পত্নীর প্রবেশ

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ'ল,
তপস্বিনী দেবী হেথা!
রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থূল হইল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ।
প্রসূতি। কেন, কেন? কি হইল সখি?
ভৃগু-পত্নী। মন্ত্রণা করিয়া
মুনি বৃহস্পতি সনে,
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইল মিলি যজ্ঞভাগ-হেতু;—
প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ,
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল।
প্রসূতি। বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম?
ভোলামন ভোলানাথ।
তপস্বিনী। রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ,
ত্রিভুবনে হেন শক্তি কার
মহারুদ্র নমস্কার সহে?
প্রসূতি। তার পর?
ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে;
শিব গেল কৈলাস-আলয়ে;
নন্দী কটু কহিল রাজায়,
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল।
প্রসূতি। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
হা সতি!
হা মা আমার!
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর?
ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা;
বুঝাও রাজায়,
বিবাদ না করে শিব সনে।
প্রসূতি। কি বুঝাব আর?
নাহি জান দক্ষরাজে সখি,
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে!
ভৃগু-পত্নী। বার্ত্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি!
নন্দী দেছে অভিশাপ
ছাগমুণ্ড হবে বলি;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি,
শিবপূজা উপায় কেবল।
প্রসূতি। হা সতি! হা সতি! মা আমার!
হা বিধাতা! এত লিখেছিলে ভালে?
অবলায় অকূল সলিলে ভাসাইলে!
তপস্বিনী। তাই কহি রাণি,
সতী বিনা উপায় না দেখি।
প্রসূতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির;
স্বামী-বাক্য কেমনে করিব হেলা?
যদি তাহে দোষী হই পায়?
ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—
তাহে কিবা দোষ রাণি?
প্রসূতি। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল;—
অভিমানে তনয়ারে ত্যজেছেন রাজা;
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা!
ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিনজনে বুঝাই রাজায়।
প্রসূতি। একে আর হবে তায়;
অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে;
পুরোহিত তিনি,—
করিব বিধান উপদেশ মত তাঁর।
ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
ব'লেছেন মুনি মোরে।
প্রসূতি। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে?
তপস্বিনী। শিবপূজা উপায় কেবল;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও মন্ত্রী

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান!
করী-পদে অর্পিলাম সুবর্ণচম্পক।
নাহি জানি,
কি মোহিনী জানে সে ভাঙড়—
কন্যা মম বশ তার!
হা ধিক মোরে—
সভামাঝে নন্দী কহে কুবচন!
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে.
ভূতনাথ জামাতা আমার!
এত অহংকার?
কোন্ গুণে দেবদেব নাম?
ভাল, দিব প্রতিফল।
মন্ত্রী। দক্ষরাজ! শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল!
দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,
আজ্ঞা মম করহ পালন,—
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর;
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে।

অদূরে নারদের গীত

বেহাগ—চৌতাল

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদগঞ্জন॥
পঙ্কজ-আঁখি পীতাম্বর,
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন॥

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ!

নারদের প্রবেশ

নারদ। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব?
দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল;
হেয় নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে;—
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার?
মাদক সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে?
নারদ। মহারাজ,
ক্ষমুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি।
দক্ষ। তনয়া আমার?
মতিভ্রম হ'তেছে তোমার;—
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যেবা মনন আমার;—
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,—
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু;
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।
মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত?
দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব,—
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস-আলয়ে
প্রণমিতে জামাতার পায়?
কিম্বা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে, যুক্তি তব?
মন্ত্রী। মহারাজ, হিত কথা কহে মন্ত্রিগণে।
দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার;
প্রজাপতি আমি,—
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব;
যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব?
যদি ঘ'টে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর;
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি;
শিব নাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।
মন্ত্রী। প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া।
দক্ষ। এত চিন্তা কেন মন্ত্রি তব?
মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যার,—
শিব মঙ্গল-আলয়,
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।
দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার;—
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন?

যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে।
হেন মনে লয় কি তোমার,
শিব আসি হবে বিঘ্নকারী?
তিনলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে,
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
তিনলোক প্রজা মম।
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে;
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর।
হীন—অতি হীন!
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।
হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব?
নারদ। ভাবিতেছি, মহাযজ্ঞ সমারোহ।
দক্ষ। মহাকার্য্য বিনা মহা ফল না সম্ভবে।
নারদ। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কেবা হবে?
দক্ষ। না রাখিব মহাদেব নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার,—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
লয়কর্ত্তা শিব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে।
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন
অনন্ত এ স্থান,
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
ভার তব দেবর্ষি নারদ,—
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব;
না যাও কৈলাসপুরী।
নারদ। শিবহীন যজ্ঞ কথা কহিব সকলে?
দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতি বশত যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।
নারদ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম;
বিদায় এক্ষণে আমি।
[নারদের প্রস্থান।
দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার?
কেন এই সংহার-নিয়ম?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার!
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়—
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,—
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ।
ওহো! অপমানে দহে প্রাণ।

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী?—
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার,
অন্য কার্য্য আছে বহুতর;—
কি কারণ পুনঃ আগমন?
ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরানু আমি।
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে।
প্রজার শাসন রাজার অবশ্য ক্রিয়া;
প্রজাপতি মান্য চিরদিন—
প্রাচীন নিয়ম তব;
সে নিয়ম করিব পালন।
ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান;
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।
রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।
দক্ষ। বুঝিলাম,
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত;
কিম্বা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল,

হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি,
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ?
সৃষ্টি স্থিতি, অহংজ্ঞানে উন্নতি-সাধন।
ব্রহ্মা। লয় নিবারণ?
হেন যুক্তি কে দিল তোমারে?
লয় বিনা উন্নতি না হয়;
অধোগতি উন্নতি বিহনে,—
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,—
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসবিল তিন জনে,
আমি, বিষ্ণু, হর;
"তপ, তপ, তপ" হইল আকাশবাণী;
তিন জনে
মুদিত-নয়নে বসিলাম ধ্যানে,
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ—
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল;
চতুর্ম্মুখ হইল আমার—
চারি দিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ-নিবারণ হেতু;
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে,—
করিল আসন তায়;
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগদ্‌গুরু মহাদেব;
সনাতন পুরুষ-প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।
দক্ষ। যোগ্য যদি নহি
পিতা প্রজার বর্দ্ধনে—
কেন দিলে প্রজাপতি নাম?
এবে প্রজাবৃদ্ধি ভার মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি;
অন্য যোনি ভেদাভেদ
প্রেতযোনি সনে—
এই মাত্র বাসনা আমার।
ব্রহ্মা। হর, হর, হর! প্রেতযোনি মহাদেব!
দক্ষ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান,
শিবপূজা যোগ্য স্থান নয়।
ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ।
ধর উপদেশ,
বিহিত করহ ত্বরা;
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমার।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি:—
জ্বলে বহ্নি মহার্ণব মাঝে,
লয়কালে জ্বলে এ বাড়বানল!
দক্ষ। জড় প্রকৃতির ডর
তব বিধিমতে, ধাতা!
তব প্রথামতে ভাঙ্গড়ে দেবত্ব দান!
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নি জ্বলে,—
ভয় কিবা তাহে, চতুর্ম্মুখ?
জড় চেতন অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ-সলিল!
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার।
নারদ। না, না, ভাবি,—
মহানল প্রজ্বলিত হবে তপোবলে।
ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।
দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা!
ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম।
দক্ষ। পিতঃ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।
জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—
দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি;—
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছারকার,
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ সলিলে,
বজ্র পুরন্দর-অস্ত্রাগারে;
চক্র বিষ্ণু-করে,—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহংজ্ঞানী জনে?
ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তি বলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি:—
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।
দক্ষ। মহাশক্তি আমার অঙ্গজা?

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা;—
মিলি তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হইল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল,
নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি সম্মিলন বিনা
সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয়।

দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা?

ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।

দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা;—
যজ্ঞকার্য্যে র'য়েছি ব্যাপৃত,
কন্যাপূজা বিধি ল'ব পরে।—
যাও, আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ!
ভগবান্,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে;
ভাঙ্গড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন!

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনি,
না জানি গো কিবা মনে আছে তোর!
অকৃতি সন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি আপনি এসেছ সতি!
শক্তিরূপা, হ'তেছি চঞ্চল;
অশিব লক্ষণ,
হেরি, মাতা, চারিদিকে;
কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি,
প্রবল ঘটনা-স্রোত করিব বারণ?
মম বিধি অতিক্রমি' ধায়;
উপায়, মা, করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস!
সতীদেহ-ত্যাগ প্রয়োজন।
সতীত্ব বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দলীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী,—
প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।

নারদ। ভগবান্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি?

ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে;—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

তপস্বিনী, প্রসূতি ও ভৃগু-পত্নী আসীনা

প্রসূতি।— গীত

সাহানা বাহার—যৎ

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুলা অকূলমাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গা পায়॥
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে;
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায়॥

তপস্বিনী। রাণি, দু'টি শিবপূজা
বাকী আর;
পূজা-অন্তে,—
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে;
একমনে পুনঃ কর পূজা।

প্রসূতি। মা গো, নাচে কেন দক্ষিণ নয়ন!

তপস্বিনী। নাহি ভয়,
শত-অষ্ট শিবপূজা-ফলে—
কোন বিঘ্ন নাহি হবে;
পূজা কর এক মনে।

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব!
কাপুরুষ দৈবের অধীন;
যোগবলে দৈব করি জয়।
সতী মৃতকন্যা মোর;—
সতী হারাইব,
পদ্মযোনি দেখাইল ভয়;
সে মমতা ক'রেছি ছেদন।
অপমান অঙ্গজা হইতে,—
অঙ্গক্লেদ সতী মম।
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম;—
আদ্যাশক্তি ভাঙ্গড়ের ঘরে!

পল মম বহে যুগসম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।
[দক্ষের প্রস্থান।

প্রসূতি।— গীত

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।
রজত ভূধর, নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্নফণা, জাহ্নবী কলকল
জটা-জলদজালমাঝে॥

দক্ষের পুনঃ প্রবেশ

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে!
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছে আজি?
এ কি রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি!
তপস্বিনী। দেবি, সর্ব্বনাশ!—মহারাজ!
দক্ষ। রাণি,
তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার?
তপস্বিনী। মহারাজ!
দক্ষ। তপস্বিনি, রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি, পুরোহিত-জায়া!
রাণি, শিব-মন্ত্রে দীক্ষা কত দিন?
প্রসূতি। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।
দক্ষ। তাই,
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান!
প্রসূতি। অপরাধ ক্ষমা কর, প্রভু!
দক্ষ। ক্ষমা? সাধ্যাতীত মম।
যজ্ঞকার্য্য সস্ত্রীক উচিত:—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।
প্রসূতি। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।
দক্ষ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহ তুমি।
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব
জঞ্জাল করিতে দূর?
অথবা দেখিবে, মম পদে সে কার্য্য সাধন?
সকলে। শিব, শিব, শিব!

দক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সর্ব্বদা না রহে, রাণি!
[শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনী ও
তৎপশ্চাৎ ভৃগু-পত্নীর প্রস্থান।
তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল।
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে;
আজি হ'তে বন্দী তুমি,—
রাজ-আজ্ঞা ক'রেছ হেলন।
প্রসূতি। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।
দক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,
অভিমান ত্যজেছ কেমনে?
অতি হীন তুমি,
নহে, ভাঙড়-ঘরণী
তব গর্ব্বে কি হেতু জন্মিল?
প্রসূতি। মান, অহঙ্কার—
সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু!
তুমি স্বামী, আমি ছায়া মাত্র তব!
দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা;
বাক্য—যথা কার্য্যের অভাব!
প্রসূতি। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ।

চরণ ধারণ

দক্ষ। প্রসূতি,
রাজ-অঙ্গে কর নাহি কর দান,
আজ্ঞা পাল, চল নিজ গৃহে।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পুরী

মহাদেব ও সতী

সতী। কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে "ধন্য ধন্য কলিযুগ"?
ক্ষুদ্র নর, অন্নগত প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে;
রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব-মাঝে;
কেন কহ, বিশ্বনাথ, "ধন্য কলিযুগ"?
মহাদেব। বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা
তব কত!—
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে,

বিকল অন্তর তব;—
নাহি জানি তবে,
যবে 'মা' বলে তোমারে
ডাকিবে কলির নর,
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি!
ধন্য যুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম
লভিবে কীটাণু-নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে,—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়;
কোলে তুলে লবে তারে, সতি!

সতী। বর তবে দেহ ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে।

মহাদেব। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি বিরোধিতে?

সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘশ্বাস কি হেতু ত্যজিলে?

মহাদেব। সতি, না জানি কি আছে, তব মনে;
তুরীয় তোমার লীলা!
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে,
হৃদপদ্মে তব রূপ;—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
হৃদপদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী!
কহ, হৈমবতি,
কোন দোষে দোষী দাস?
কেন হৃদপদ্ম শূন্য জ্ঞান হয়?
হের, বক্ষ বাহি বহে ধারা;
তারা, হারাব কি তোরে আমি?
কারণবাসিনি, তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

সতী। বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।

মহাদেব। বিষপানে রহিল চেতন—
কৃপায় তোমার, দেবি!
এবে ভাঙে হই অচেতন—
কৃপার অভাব তব।

সতী। দাসী আমি, তব পদাশ্রিতা।
কেন, নাথ, লজ্জা দেহ?
শিব, শিব, শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ,
শিবময় দু'নয়ন;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান;
প্রভু, তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর!
হেন বুঝি মনে, দাসীরে ঠেলিবে পায়;
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে,
ব্যথা বড় পাব তাহে।

মহাদেব। সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

সতী। বল নাথ,
ব্যথা নাহি দিবে মোরে আর?
হেন কথা আর না কহিবে?

মহাদেব। সতি,
ব্যথা দিব তোরে?
ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে।
তোমা বিনা অচেতন জড় আমি।

সতী। প্রভু, হ'ল তব যোগের সময়;
যাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু।

মহাদেব। হে যোগাদ্যা,
যোগ-যাগ সকলই আমার তুমি।

[সতীর প্রস্থান।

নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ

কাফি কানেড়া—কাওয়ালী

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটাজাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়-মাল॥
আধ ভালে অলকা সাজে,
আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
নবজলধর, আধ কলেবর,
আধ শুভ্র রজত-শিখর,
পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘ ছাল॥

নারদ। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে;—
মন্ত্রমতি দক্ষ প্রজাপতি,
চিরদ্বেষী তব,—
যজ্ঞের সঙ্কল্প তার শিবত্ব বিনাশ;
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে, প্রভু!
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি
নিমন্ত্রণ দিতে তিনপুরে,
কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে!
শুনিনু আকাশবাণী,—
ঘটনার ফলে দক্ষ-যজ্ঞ প্রয়োজন;

কিন্তু ত্রিলোচন, তবু নহে সুস্থ প্রাণ,
শিব-অপমান যাহে, কেমনে করিব?
মহাদেব। হে নারদ, পালহ আকাশ-বাণী।
দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার;
উচিত তোমার পালিতে আদেশ তা'র।
চিতা* মাখি, নিবাস শ্মশান,—
মান অপমান কিবা মোর?
গরল অশন—ভুজঙ্গ ভূষণ,
যজ্ঞ-ভাগে কিবা কাজ?
নাচি প্রেত সনে,—
যজ্ঞাসনে বসিতে না রাখি সাধ।
প্রেমে মত্ত থাকি মহাধ্যানে;
বিশ্বকার্য্য জঞ্জাল কেবল!
বসি ধ্যানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,—
শিবত্ব যদ্যপি যায়।
নারদ। হয়, প্রভু, পরাণ আকুল;
হুলস্থুল কি হবে না জানি!
শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব?
মহাদেব। কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব—
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে
কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার বার,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে;
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ;—
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ আয়োজন।
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।
নারদ। ভূতনাথ, শিব অপমানে
অশিব ফলিবে ফল।
ভাবি, দেবদেব,
বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন,—
না পুরিল ধাতার বাসনা।
ভাবি মনে, সৃষ্টি-কার্য্যে নাহি রব আর;—
শিব-দ্বেষী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে?
মহাদেব। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি!
রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার,
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার;—
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম;
সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে—
কার্য্য করে অনন্ত আকার;
অহঙ্কারে ভাবে "আমি করি"।
ত্যজ অহঙ্কার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত;
ফলাফল দেখি কিবা প্রয়োজন?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তারে সমর্পণ।
নারদ। ভাবি প্রভু,
শিবহীন-যজ্ঞ আবাহনে
কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু?
আমিও বা যাইব কেমনে?
কায়মনোবাক্যে কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন,
কোথায় নিস্তার তা'র?
না জানি কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর!
কোন মতে শঙ্কা প্রভু, ঘোচে না আমার।
আশুতোষ, হে অন্তর্যামি,
অন্তর বুঝহ মোর।
মহাদেব। শুন, ঋষি, আমি 'আমি' নই আর,—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায়,—
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুকায় প্রাণ;
নাহি জানি কি আছে সতীর মনে!
শিব নহি, শব আমি সতী বিনা।
নারদ। প্রভু, ক্ষমুন অধীনে—
মতিভ্রম ঘটে মোর।
মহাদেব। কার্য্যে যাও, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব মোরে।
কি বুঝিবে মম প্রাণ বিকল কি ভাবে?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয়,—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী
জন্মিলা তনয়ারূপে ঘরে!
তিনলোকে হেন শক্তি কা'র—
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তার?
আমি শিব যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি;
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার;—
প্রেমে, নহে অহঙ্কারে, প্রজা রবে ভবে।
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,—

* চিতাভস্ম?

সে ভ্রান্তি ঘুচিবে—
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।
নারদ। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ ল'য়ে!
মহাদেব। কোথা, সতীর নিকটে?
নাহি দেহ সমাচার,—
মনে পাবে ব্যথা, সতী সুলোচনা মোর!
সতী যদি যজ্ঞ-কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,—
না মানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি ভাঙপানে,
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি—
ছিলাম সন্ন্যাসী—এবে গৃহবাসী;
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে!
শুন, তপোধন,—
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর;
হেরি শূন্যাকার,
মম দৃষ্টি অধিক না ধায়,
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর,—
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে।
চাই সতী,—যায় বিশ্ব যাক্;
নাহি দেয় নাহি দি'ক যজ্ঞভাগ,—
ধুতুরায় উদর পুরা'ব,
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব,
বাঘ-ছালে—
আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি';—
মানা করি, সংবাদ দিও না তারে।
নারদ। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দাসে:—
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।
মহাদেব। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার!
তপ, জপ বিফল সকলই,—
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি:
তবু প্রাণ চায়—হীন জন প্রায়,
কার্য্যফল বারিবারে!—
সতি, সতি,—
তুই রে সর্ব্বস্ব মোর!

সতীর প্রবেশ

সতী। ডাকিলে কি ভূতনাথ?
মহাদেব। না না, হইয়াছে যোগের সময়—
যাব আমি যোগাসনে।
সতী। হে নারদ,
এতদিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুখিনী তনয়া ব'লে?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর!
বসি এই বিজন প্রদেশে,
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—
একাকিনী থাকি সদা;
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক জননী স্মরি,
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই?
নারদ। মাতা, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাদেব। সতি, গৃহকার্য্য হ'য়েছে তোমার?
সতী। কহ সত্য, নারদ, আমারে,—
দক্ষপুরে কুশল সকলই?
নারদ। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।
সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে?—
মার্জ্জনা কি ক'রেছেন পিতা মোরে?
মহাদেব। সতি, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙড়ে?
সতী। পিতা মম নহে ত তেমন;
বড় কৃপা তাঁর মম প্রতি।
সুধাই নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ?
এস, ঋষি, অন্তঃপুরে,
শুনিব সকল কথা।
নারদ। মাতা, আছে কার্য্য,
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।
সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন?
নারদ। না না, নহে কোন বিশেষ কারণ।
সতী। এস তবে অন্তঃপুরে।
নারদ। মাতা, যেতে হবে বহুদূরে।
সতী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ,—
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী,—
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে?
বল সত্য, পিতার কি মানা?
কন্যাদান অপমান ঘোচে নি কি তাঁর?

নারদ। না, না, এ কি কথা?

সতী। সত্য কহ,—
নহে, দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধা'ব পিতায়,
কিবা হেন দোষী তাঁর পায়,—
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি?
স্বয়ম্বরে বাছিয়া লইনু পতি,—
নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে:
করি মানা, কর না বঞ্চনা।

নারদ। কিবা নাহি জান, মাতা,
অন্তর্যামী তুমি!
কহিতে না যুয়ায় বচন মম।
ভোলানাথ, পড়িনু সংকটে!

সতী। এস,
প্রভু কি করেন মানা কহিতে বারতা?
এস, ঋষি,
অন্যথা না কর বাক্য মোর।

[সতী ও নারদের প্রস্থান।

মহাদেব। কার্য্য-কারণের সূত্র
কে করিবে ছেদ?
কালে—
কত হ'ল, কত গেল দক্ষ প্রজাপতি:—
সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়
চিরদিন হয়,
ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।
তপ—তপ—তপ—
কত সৃষ্টি স্থাপন সময়
তপ কৈনু তিন জনে;
কতই দেখিনু—কতই শিখিনু,—
তবু মায়া না টুটিল।
এই শিব এই পুনঃ শব,—
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব!—
এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে?
কারণে ফলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল:
চাহি কার্য্য করিতে বারণ!
মহাশক্তি-মায়া কেবা করে দূর?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুখ!—
সতি, সতি,—
বেঁধে ডুরি মজালি আমারে!
সন্ন্যাসীরে কেন রে করিলি গৃহী?

[প্রস্থান।

নারদ ও সতীর প্রবেশ

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে:—
কোথা মহাদেব!

নারদ। মা গো,
যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে,
ব'লেছি তোমারে:—
ডরে কাঁপে কায় দেবি,
কি করেন দিগম্বর শুনি!

সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার?
কর উপকার—
নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে!—
আসিব প্রভুরে কহি।
কিম্বা যাও, নিমন্ত্রণ দাও তিনলোকে:
যাব আমি নন্দীরে লইয়ে।

নারদ। মা গো, মানা করি, কর' না বাসনা
পিত্রালয়ে করিতে গমন;
অহংকারে দক্ষ যদি করে অপমান?

সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী—
মান অপমান কিবা মম?
যাঁর মানে মানী আমি,
তাঁর মান টুটিবে ভুবনমাঝে,—
মানে কিবা কার্য্য মোর?
রহি একা বিজন শিখরে!
নাহি প্রতিবাসী, দাসদাসী, পুরজন,
বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ—
খেদ তাহে নাহি করি,
হেরি ত্রিপুরারি আপনা পাসরি।
পতি-প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর!
তাঁর অপমান,—
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।
আহা,
অবিরোধী ভূতনাথ—
নাচে গায় প্রমথের সনে,
অভিমান নাহি মনে,
আশুতোষ নাহি জানে রোষ,—
শত দোষ করিলে চরণে।
"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে—
মহাসুখে কোল দেয় তারে:

তুষ্ট তারে রুষ্ট কহে যেই,—
জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর!
স্বয়ম্বরে বরিলাম আমি,
শিবের কি দোষ তাহে?
হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম।
আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,—
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে!
কি সুখে এ জীবন ধরিব?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু!

[প্রস্থান।

নারদ। মা গো, রেখো পায় দীন জনে;—
বহ্নি জ্বলে কারণ-সলিলে!

[নারদের প্রস্থান।

নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। কহ নন্দি, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি?
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি শিহরি!
হের, স্তম্ভিত কৈলাসপুরী;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ,
বব বম্ নাহি বলে গালে ভোলা,
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন!
ডরে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলু কুলু ধ্বনি;
ফণিগণে নাহি ত্যজে শ্বাস;
বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুক্কায়িত!—
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন পানে;
প্রণমি চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে,—
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা;
'ভৃঙ্গী' বলি ডাকিল না মোরে।
ভাই, কাঁদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল।

নন্দী। কহি শুন, দেখিনু যা আজি,—
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
জনেক যোগিনী সনে কথা কন মাতা।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,—
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু!
"মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী?
দক্ষালয়ে কেন রেখে এলি?"
ব্যগ্র হ'য়ে বুঝাইলা মাতা,—
"অল্পদিন—অল্পদিন বাছা,
যাব আমি মেনকার ঘরে,—
নিত্য পূজে মেনকা আমায়,
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী,
কৈলাসে আনিব তোরে।"
ক্ষিপ্ত প্রায়—
মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু,
পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,
"মা, তোমারে যাইতে না দিব।"
হাসি মাতা,
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
"কেন নন্দি, কোথা যাব আমি?"
দেখি চেয়ে নাহি সে যোগিনী,
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু,
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে 'যাইব';
বল ভৃঙ্গি, কেমনে রহিব মোরা?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান?

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি
করিব সে শক্তি গুণ-গান,—
নাচিতে নাচিতে বাবা আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না যুয়ায়,—
হুতাশে শুকায় প্রাণ!—

ভৃঙ্গী। চল্ তবে যাই ভাই, মায়ের সদনে;
কেঁদে বলি "যেও না জননি"!
চল্, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে;
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই।

ভৃঙ্গী। ভাঙ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

[উভয়ের প্রস্থান।

মহাদেব ও সতীর পুনঃ প্রবেশ

সতী। পিত্রালয়ে যাব, ভোলানাথ,
দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ প্রভু, আসিবার দিনে—
গলে ধ'রে কত মোর কেঁদেছে জননী,
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে;

আমারে না হেরে,
দু'নয়নে শত ধারা বহে;
মা আমারে কত ভালবাসে!
ভাবি দিন, যাব মা'রে দেখিবারে;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে,
ত্রাসে নাহি সরে ভাষ,
দেখ, আশুতোষ,
কত দিন আছি এ কৈলাসে!
মহাদেব। এ কি কথা কহ, সতি?
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে,
আভাষে বুঝিনু,
সমারোহ মম অপমান হেতু,—
শুনি, তপে তুষ্ট হরি—
চক্র ধরি রাখিবেন যজ্ঞ তা'র;
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী,
হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে?
অপমান হবে;
নহে—পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।
সতী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে,
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু?
নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি,
নহি ভিখারিণী—
রাজরাণী কেবা মম সম?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।
যাব জনকভবন,
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা?
বিনা আবাহনে কিবা বাধে?
মহাদেব। পতিপ্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার!
অহংকারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে।
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর,
করি মানা, যেও না, যেও না,
কেন হরে কাঁদাইবি?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে!
নাহি যোগ যাগ, নাহি তপ ধ্যান—
ধ্যান জ্ঞান সকলই আমার তুমি,
শূন্য ত্রিসংসার, তুমি হ'লে অদর্শন।
সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে,
সুধাব জনকে কিবা তব অপরা…!
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর,
কেন মোরে অনাদর?
কেন তিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে,
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে,
যাব,—প্রভু, না কর নিষেধ।
মহাদেব। সতি,
কেবা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি,
ভাল হ'ল ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হ'বে যাইতে যজ্ঞভাগ ল'তে আর!
ভাল হ'ল ঘুচিল বিশ্বের ভার,
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ যাগ সকলি ছাড়িব,
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হ'বে আর।
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী, আমি রাজা,
লীলায় আনন্দে রব।
সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,
ভাঙপানে মন তব।
হোক মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি।
দিবানিশি রবে মম পাশে—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে?
দেখেছি, দেখেছি,—
র'য়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।
যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন,
ভাব কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে;
কুতূহলে নৃত্য হ'বে—হবে ভাঙ পান।
মহাদেব। সতি, অন্যমন—নাহি কি কারণ?
কেন তবে বল তুমি দক্ষালয়ে যাবে?

সতী। প্রভু, ক্ষতি কিবা নাহি জানি।
চিরদিন আলস্য তোমার,
নারী হ'য়ে দিতে যদি পারি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব তায়?
মহাদেব। সতি, নিত্য সুধাই তোমায়,
ছাড়িবে না কভু মোরে?
নিত্য কহ 'ছাড়িব না'।
তবু মন নাহি বুঝে,
আজি ছেড়ে যেতে চাও—
কেন পাগলে কাঁদাও?
গেলে তুমি আসিবে না আর।
সতী। কেন নাথ!
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে:
অন্য কেন ভাব, প্রভু!
যাই নাথ, ক'র না নিষেধ।
মহাদেব। যাবে যদি, কি হেতু সুধাও মোরে?
কর যেবা অভিরুচি।
সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,
বল, "যাও যজ্ঞালয়ে"।
মহাদেব। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে, যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে;
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবি প্রাণ।
সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হ'তে:
নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান,
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি?
সতী নাম কেন দিল মাতা?
পতিভক্তি এই কি আমার?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে:
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে—
ত্রিসংসার মিলি হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।
মহাদেব। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।
সতী। কহি সত্য,
অন্ন-জল ত্যজিব কৈলাসে।
মহাদেব। অন্ন-পানি খাও বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।
সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে
আজি।
যাব, হাসিমুখে করহ বিদায়।

মহাদেব। হাসি মুখ রাখ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও,
আমি নাহি যাইতে কহিব।
সতী। নাথ,
ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।
মহাদেব। ইচ্ছা যাও, মোরে না সুধাও।
চ'লে যাই, হ'ল আসি ধ্যানের সময়।
[গমনোদ্যত।

সতীর অন্তর্ধান এবং
কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা,
লোল-জিহ্বা রুধির-মগনা,
গলিত-রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত,
মহামুণ্ড করে, রক্ত-স্রোত ঝরে,
খড়্গ ধরে, ভাসে রক্তধারে;
রক্তোৎপল দ্বিভুজ দক্ষিণে!
বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না,
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে!
কোথা যাব—কোথায় পলাব?

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত
তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ত্রাহি, ত্রাহি!
কে রে নব-নীরদবরণী?
ঊর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা,
পঞ্চ অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে,
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা,
মুণ্ড খড়্গ খর্প্পর কমল সাজে!
রাখ পায় সভয় মহেশ!
কোথা যাব—কেমনে পলাব?

অপরদিকে পলায়নোদ্যত
ষোড়শী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

পঞ্চ প্রেত পরে কে বামা বিহরে?
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, শশিচূড়া,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুর ধনুঃশর,
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি!

ভিন্নদিকে পলায়নোদ্যত
ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

অম্বুজ-আসনা, ত্রিনয়না,
রত্নরাজী বিভূষণা:
রক্তবর্ণা,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুর বরাভয়!

কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব—কেমনে পলাব?

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত
ভৈরবী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

অক্ষমালা পুঁথি বরাভয়,
শোভিত মৃণাল চারিভুজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দল দল দোলে—
মণিময় হার সনে!
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী?
রাখ গো পাগল ভোলায়।

অপরদিকে পলায়নোদ্যত
ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে;
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায়;
চন্দ্র-সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে—
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে!
কে রে ভীমা রক্তোৎপলকায়,
বিপরীত রতি দলি পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে?

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত
ধূমাবতী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ঘোর ধূমাবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার-বদনা, পতিহীনা,
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা,
কুলা করে, কাঁপে অন্য কর!
ত্রাহি, ত্রাহি—
রক্ষা কর দিগম্বরে!

অপরদিকে পলায়নোদ্যত
বগলা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন-সিংহাসনে,
পীতবস্ত্রা পীতবর্ণা কে রে বামা?
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি অসুরে মুদ্গরে বধ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর।

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত
মাতঙ্গী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

রক্ত-পদ্ম-শ্যামা,
কর-পদ্মে খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুর শোভে;
বিধুমৌলী ত্রিনেত্রা,
অনল ক্ষরে তাহে!
রাখ হরে রাঙ্গা পায়।

অপরদিকে পলায়নোদ্যত
মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

স্বর্ণবর্ণা নলিনী-আসনা;
পদ্মদ্বয় বরাভয়-কর;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্তকরী,
চারিদিকে রত্ন ঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে,
অপাঙ্গে নেহার বামা!

মহালক্ষ্মী। যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও মহেশ্বর?

মহাদেব। সতি, সতি!
কবে তোরে করিয়াছি অযতন?

[মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

এ কি! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী?

সতীর প্রবেশ

সতি, সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ?
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর;
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব?
মহামায়া আপনি করিছে ছল!
সতি, নিষেধ না করি আর,
যাও পিত্রালয়ে;
কিন্তু ভুল' না—ভুল' না ভাঙ্গড়েরে।
তব অদর্শনে,
খ্যাপা তোর আকুল হইবে।
কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মম;
তোমা বিনা শব আমি।

সতী। নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি?
কেন ভাব, ভোলানাথ!
তব পদাশ্রিতা চিরদিন!

মহাদেব। আর ভুলা'ও না—আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয়-জ্ঞান!
সতি, একান্ত কি ছেড়ে যাবি?

সতী। হাসিমুখে আদেশ, মহেশ!

মহাদেব। এস প্রিয়ে,—মনে রেখ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি!—

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব!
মহাদেব। ওরে, সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে,—
আন রথ সাজাইয়ে।
নন্দী। বাবা, পায়ে ধরি, যাইতে দিও না:
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস নে গো ভূতগণে ফেলে।

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। নন্দি, পায়ে ধর, ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্ নে কখন'!
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দেবে?
নন্দী। ও মা, কোথা যাবি?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
ব'লেছিস্ যোগিনীরে,—
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ও মা,
হ'ও না নিদয়া কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনা
আঁধার কৈলাসে কে রবে, জননি, বল?
বাবা আকুল হইবে, কে তারে বুঝাবে?
কেন গো নিঠুর হ'লি?
ও মা, "মা" ব'লে ডাকিব কারে বল্?
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল?
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চাবে?
সতী। কেন নন্দি, কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ?
খাদ্যদ্রব্য কত—
এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।
ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে:
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছলা।
মা, মা, ক'র না গো কৈলাস আঁধার!
সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে, তাই যাই;
তোরা সব যাবি।
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি,—
কি হেতু কাঁদিস্ আর?
আন রথ।

[নন্দীর প্রস্থান।

ভৃঙ্গি, বাছা কেঁদ না ক' আর।
ভৃঙ্গী। বাবা যাবে?
সতী। যাবে।
ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে?
মহাদেব। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়,—
বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে!
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি!
হৃদ্‌পদ্মে টলেছে আসন তোর;
বল কোন্ দোষে দোষী?
কেন ছেড়ে যাবে,
কেন হে ভাসাবে মোরে?
ভাবি মনে,
ক্ষুদ্র কীট হ'য়ে থাকি তোরে ল'য়ে—
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি, তোর আনন্দ-মুরতি
নয়নের ভাতি মোর;
সে আলো নিভাবে কেন বল?
আর কি কৈলাসপুরে রব,
আর কি সংসার পানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে?
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। সাজায়ে এনেছি রথ।
ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ,—
বাবা কাঁদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।
সতী। নাথ, হাসি মুখে বল "এস"।
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি?
ত্রিপুরারি!
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনা।
মহাদেব। নন্দি, যা রে সাবধানে,—
এনে দিস্ ভিখারীর নিধি।
শিবহীন যজ্ঞ দক্ষপুরে;
সতী মানা না মানিবে,
যজ্ঞস্থলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে?
যদি কেহ কুভাষে আমায়,
রুষ্ট তুমি নাহি হ'ও তায়,
তুষ্ট ক'রো মিষ্ট ভাষে।
নন্দি, বাক্য ধর, বিবাদ না ক'র,
সতীরে এন রে ঘরে।

দক্ষ কত কবে কুবচন,—
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস রথে ক'রে।
নন্দি, কি বলিব আর,—
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে প্রাণেশ্বরি!
ভুল না ভোলারে। (শিরশ্চুম্বন)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ

দক্ষ। অপমান পূর্ণ মাত্রা হবে প্রতিশোধ!
আরে রে অবোধ, আরে রে ভাঙড়,—
শূল ল'য়ে কর ভারিভুরি!
ভাব—সংহারের ভার তব?
সে দম্ভ ঘুচিবে,—
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর,
বিঘ্ন কে করিবে?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞ-রক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিন লোক পক্ষ মম, যজ্ঞে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হেয় প্রাণ, এখন' সতীরে পড়ে মনে!
আগে যজ্ঞ হ'ক্ সমাধান,—
কন্যার মমতা যদি না পারি ছেদিতে,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর!
দেখ বুদ্ধি-ভ্রম,
যজ্ঞ করি মৃত্যু-নিবারণ হেতু,
মৃত্যু-চিন্তা করি পুনঃ আপনার!
অনাচার-নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে;
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,—
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার!

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ!
আসিতেছে যজ্ঞ-স্থানে নিমন্ত্রিতগণে।
দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান।

[দূতের প্রস্থান।

কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থান।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি, হে চক্রপাণি,
কি কহিব কত কৃপা তব,
মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।
বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞ-রক্ষা করিব তোমার,—
বাক্য মম হবে না অন্যথা।
কিন্তু,
প্রজার স্থাপনা যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ?
শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।
দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর!
যজ্ঞ-রক্ষা আপনি করিবে;
তাহে যদি অমত তোমার,
অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,
যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা;—
কর, দেব, যথা রুচি তব।
বিষ্ণু। যজ্ঞ-রক্ষা অবশ্য করিব,—
বাক্য মম হবে না খণ্ডন;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি,—
প্রজার বর্দ্ধন,
কিবা শিব-অপমান মনোগত তব;
এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।
দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি?
হইয়াছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে;
ফিরিতে না পারি আর।
যজ্ঞ-ফলে প্রজা রক্ষা যদি নাহি হয়,

অনাচার-নিবারণ হইবে নিশ্চয়;
শিব-ভয় না রহিবে লোকে।
হ'য়েছে সময়—যেতে হবে যজ্ঞস্থলে।
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন যজ্ঞ-অংশ হেতু।

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে;
মহাপ্রলয় ঘটিবে,
না হইবে নিবারণ,
চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,
হর-হরি দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ?
দ্বন্দ্ব কার সনে!
হর-হরি এক আত্মা জেন চিরদিন।
দক্ষ-যজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—
শিব-দ্বেষী মূঢ় যেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন—
রক্ষিতে সে দুরাচারে;
তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার!
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,
পূজা দিবে মঙ্গল-আলয় শিবে,—
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।
যজ্ঞ ছারখার,
অমঙ্গল একত্রে সংহার,
অহঙ্কার বিগলিত,
দক্ষ-যজ্ঞে মহা প্রয়োজন।
হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার,—
শিব-দ্বেষী প্রজাপতি।
ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয়;
চল যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।

ব্রহ্মা। মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি।

বিষ্ণু। কার ভার পদ্মযোনি!
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথ-চক্র গভীর গরজে—
আসিছেন মহামায়া।
চল যজ্ঞ-স্থানে,
দেখিব নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মায়ে;
সফল জনম তার।
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত!
মায়ের চরণ-তলে যাচিনু অভয়,
আশ্বাস দিলেন মাতা।
অভয়া না অভয় দানিলে,
শিবহীন যজ্ঞে হব কেমনে উদয়!
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।

ব্রহ্মা। হবে যেবা জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে।
তনু ত্যাগ করিবেন মাতা,
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।

বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কিবা তব?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভৃগু-পত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ

ভৃগু-পত্নী। এস, এস—দেখ গো প্রসূতি!
সতী তোর সেজে এল।
মরি, মরি, কিবা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী!
কিবা অলঙ্কার,
যেখানে যা সাজে, দিয়েছে জামাই তোর,—
রূপে করে দক্ষপুরী আলো!

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। কই সতী, কই সতী মা আমার!
ও গো, স্বর্ণলতা কালি হ'য়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার!
ও মা, মা আমার!
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালি,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে;
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ও মা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি?

আমি দুখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে?
শুনি চতুর্মুখ-মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ও মা, তুমি যে হও সে হও,
দশ মাস ধ'রেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা।
সতী। ও মা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা
তাই ত গো হ'ল দেখা!
ওগো, সাধে কি হ'য়েছি কালি!
ও মা, দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,
শুনিনু নারদ-মুখে;
ভেবে কালি হ'য়েছি জননি!
ও মা, অবিরোধী পতি মোর,
সংসার-বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হ'য়েছে ভিখারী,—
এই কি মা অপরাধ তাঁর?
সমুদ্র-মন্থনে,
সুধা সনে রতন উঠিল কত,
বাঁটি নিল দেবগণে মিলি,
দিগম্বর গরলের ভাগী।
পিতার আদেশে,
যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হতমান,
তবু তাহে তিল নাহি গণে;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে।
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ;
ধিক্ প্রাণ, হেন পতি মানহীন!
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,—
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়,
যজ্ঞ ভাগ দিতে বল হরে।
প্রসূতি। হায় সতি, অভাগিনী আমি!
রাজা নাহি শুনিবে বচন,
বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে;
বধিবে আমায়, যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর,
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত;
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,
ও মা, বড় অভাগিনী আমি।
সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।
প্রসূতি। মানা করি যাস্‌নে গো সতি,
তোরে হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ;
কত কটু কবে,
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই।
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান ক'রেছে প্রাণ!
সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়—
মায়া মনে হবে তাঁর;
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ।
প্রসূতি। ও মা, একে আর হবে তায়;
ও গো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।
সতী। কেন ভাব মা আমার,—
বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা, নারিবেন মোরে;
যাব যজ্ঞে, মানা নাহি কর।
প্রসূতি। ওগো, বুঝেছি বুঝেছি—
ভেঙেছে কপাল মোর!
বজ্রসম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে;
পতিপ্রাণা পতি-নিন্দা শুনি—
অভাগীরে ফাঁকি দিবি।
সতী। মা গো,
কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি?
যাব যজ্ঞে—কহিব জনকে,
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন?
ও মা, ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা?
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞ-ভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি।
প্রসূতি। ও মা, ও মা,
আমি ত গো নহি অপরাধী,—
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে?
সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমায়,—

যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতি-নিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ও মা, পতি-নিন্দা কেন স'ব?

প্রসূতি। ও মা, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে,—
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা!
সতি!
চাঁদমুখে আর কি রে মা ব'লে ডাকিবি?
ক্ষুধা পেলে ধেয়ে কি আসিবি—
অঞ্চল ধরিবি মোর?
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে!
কি হবে গো—
কি হবে গো, মা আমার!

সতী। বাধা মোরে দিও না, জননি,
পতি-ভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে?
দে মা, বিদায় আমায়।

প্রসূতি। সতি সতি, মা আমার!
ও মা, তোরে কি ব'লে বিদায় দিব?
যাবি যদি, জনমের মত—
"মা" ব'লে মা ডাক মোরে।

সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার!

[সতীর প্রস্থান।

প্রসূতি। বল গো কি হবে মোর?

ভৃগু-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে,
তা হবে রাণি,
কি হবে কাঁদিলে আর?
হায়! জঞ্জাল বাধিবে—
ব'লেছিল মুনি মোরে।
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞে কিবা হয়।

প্রসূতি। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞস্থল

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ; নারদ, দধীচি ইত্যাদি ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত

দধীচি। রাজা!
হেন যজ্ঞ সমারোহ দেখি নাই কভু।
সুলভ দুর্লভ সুসাধ্য অসাধ্য যাহা,
আয়োজন হ'য়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত,
কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান?
মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি?
শিব অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞভাগ তাঁর;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি!

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।
ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ,
এই ত সম্বল তার?
সুধাই তোমায়,—
'শিব' নাম কে দিয়েছে তার?
অমঙ্গল কেতু সে ভাঙড়,—
মৃত্যু হ'তে অমঙ্গল কিবা?
লয়-কর্ত্তা, অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম,—
ভ্রান্ত জীব না করে বিচার,—
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে,—
এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হর।
শুন মুনি, যজ্ঞের যে প্রয়োজন,—
মহাদেব—ভিখারী ভাঙড়,
হেন সংস্কার—
ত্রিসংসারে আর না রাখিব;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।

মৃত্যু হেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয়;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ,—
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব! শিব! শিব!
এ কি! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব! শিব! শিব!
শিব-নাম না আনিব মুখে?
প্রজাপতি, শিবের প্রসাদে,
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি,
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ!
কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ
শিব-নাম লইতে নিষেধ কর?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে:—
কে আছ রে, দণ্ড দেহ দুরাচারে।

রক্ষীর প্রবেশ

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব?
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিব-নাম আনি বা না আনি মুখে।
শিব! শিব! শিব!
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কিবা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে?
যথা শিব-অপমান,
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন;
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিব পূজা।
নহে যদি চন্দ্র-সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেন স্থির, যজ্ঞ তব যাবে রসাতল।
অনাদি সে পুরুষপ্রবর,
শক্তি যাঁর প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।

দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কর রে দূর।

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিব-পূজা;
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব! শিব! শিব!
দিগম্বর! করহ মার্জ্জনা,
তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে।
শুন শুন, যজ্ঞে যে বা আছ উপস্থিত,
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে—রুদ্র-রোষে না পাবে নিস্তার।
[দধীচির প্রস্থান।

দক্ষ। আদেশ' হে, সভাস্থিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।
যদি কেহ থাকে এ সভায়,
শিব-নিন্দা ফোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তার;
কিন্তু কেহ নাহি কর' ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙড়!
আছে সংস্কার,
মহারুদ্র ভূতের প্রধান,—
ভ্রান্তি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা যার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হ'তে!
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।
যজ্ঞে বসি, আদেশ' হে হরি,
আদেশ' বিধাতা!

সতী ও তৎপশ্চাৎ নন্দীর প্রবেশ

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিধু!—
ওরে, আছে কি রে পতি-অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ?

সতী। পিতা!—
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎ-গুরু মহাদেব।
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা?
দক্ষ। কন্যা তুমি নহ আর মম।
ছিল দিন, কন্যা ব'লে ডাকিতাম তোরে;
কিন্তু নীচ-রুচি, নীচ তুই,—
পিশাচিনী এবে।
কি আস্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার, কহ জগৎ-গুরু শিব!
যা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।
সতী। পিতা, শিব গুরু শতবার ক'ব।
তুমি প্রজাপতি—
সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হ'য়ে পতি-নিন্দা শিখায়ো না মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিয়াছি হরে,—
দণ্ড দেহ—যেবা তব মনে লয়,
কিন্তু কেন হরে কর অপমান?
দক্ষ। অপমান—মান আছে যার!
ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী?
আরে আরে, কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু।
মান-অপমান-কথা কি তুই জানিবি!
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চির দিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন,—
তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি।
কন্যা ব'লে পরিচয় দিস্ পুনঃ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালি দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙড়,—
যদি কভু বৈধব্য ঘটে রে তোর,
অন্ন-পানি দিব তোরে,—
ততদিন না আস সম্মুখে।
সতী। পিতা, পিতা, কুবচন কহ মোরে,—
নাহি নিন্দ' হরে।
শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে, শিব-নিন্দা নাহি কর।
নন্দী। মা, মা!—
ফিরে চল্, চল্ গো কৈলাসে।
বাবা মোরে ব'লে দেছে;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।
সতী। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর;
মানা না মানিনু,
বড়মুখে আইলাম পিত্রালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,—
বিবাদ না মিটিবে রে কভু
যতদিন রবে অভাগিনী।
যা রে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপদেহ।
নিবেদন ক'র রে চরণে,
বংশ-অভিমানে কত তাঁরে কহিয়াছি কটু:
আমি নারী,
মহিমা কি বুঝিবারে পারি;
দেবদেব!
নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে।
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু:
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,
আমা বিনা হয় উচাটন,
ক'রো রে যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর, ক্ষমা কর অধীনীরে;
এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা,—
ভোলা, ভোলা, কোথা তুমি এ সময়!
তনু ত্যাগ
নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস,
কি হ'ল, কি হ'ল!
ওঠ মা, ওঠ মা,
শূন্য রথ ল'য়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব?
ও মা, নিয়ে যেতে ব'লেছিল বাবা মোরে!

ওঠ গো জননি,
শূলপাণি অধীর হ'বে গো তোর তরে!
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তারে!
হায় হায়, শত ধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে ভগবতী পরাণ ত্যজিল!
কি হ'ল, কি হ'ল,
কোথা গেল মা আমার!
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর!
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পায়!
ও মা কৃপাময়ি,
কেন আজি হ'লি গো নিঠুর?
ডাকে নন্দী তোর,—দে না মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মা গো!
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে কব মাতা,
ও গো, হর মোরে করে ধ'রে ক'য়েছিল,—
ফিরে এনে দিতে তার সতী।
আমি মূঢ়মতি,
প্রভু-আজ্ঞা নারিনু পালিতে!
আশুতোষ করিবেন রোষ,
কোলে ক'রে লুকাইবি আয়!
চল্ মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার ভোলা!
আয় মাগো আয়, বুঝাইবি তায়,
ও মা, কোথা যাব—
মা গেছে গো চ'লে!

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেত-ভূমি,
নিবার' চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ।
নহে শূল করে র'য়েছি দাঁড়ায়ে,—
শিব-নিন্দা করিলি পামর!
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখন' জীবিত!
নহে কিরে নহে কি অধম,
যজ্ঞ-ধূম উঠিত রে তোর?
শিব-হীন সভা কিরে এখন' রহিত?
ফাটে প্রাণ—বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে—আছি রে দক্ষ—দিতে প্রতিফল!
নহে—
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কি বা!
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হ'য়ে হেরিলাম শিবহীন সভা।
শোন্ দক্ষ, নাহি তোর ত্রাণ।

[নন্দীর প্রস্থান।

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষী। প্রভু, কোথা আর?
শূন্য-ভরে গেছে চ'লে যোজনেক পথ;
শূন্য রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল;
সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।
ছিল কন্যা—মমতায় তার,
এত দিন ক্ষমেছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর!
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবাব ল'য়ে সাগর-সলিলে।
সতী ম'লো, পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,—
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো! কন্যা হেতু এ হেন যন্ত্রণা,
অপমান পদে পদে।
(সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)
অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে,
না খেয়ে হ'য়েছে কালি।
কে দিল এ অলঙ্কার?
ভিক্ষা ত্যজি—
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়।
ধন্য তব যোগাযোগ বিধি!
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধাতা;
দেখি এবে যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়।

ব্রহ্মা। দেখ হরি,
থর থরি কাঁপে তিন পুরী,
মহাধূম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহ্নি-জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু!
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন,
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ?

বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা!
কহি শুন,
যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে;—
নন্দী যবে মৃত্যু-কথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা,
মহাবীর জন্মিবে তাহায়,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র তেজে,
শূল করে ত্রিসংসার পারে বিঁধিবারে;
সমরে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব মুরতি:
সাবধানে দেব-সেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসীয় চমু,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি;
কোনমতে যজ্ঞ-বিঘ্ন না দিব করিতে।

বেগে নারদের প্রবেশ

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার!
নন্দীর পশ্চাতে গেলাম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয়;—
কাঁপিছে অন্তর মোর,
অকস্মাৎ কি দেখিনু!—
ঊর্দ্ধ জটা, ভালে বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া!
শশিখণ্ড—রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ক্ষরে,
গর্জ্জে ফণী বাসুকীর ত্রাস;
জটা ছিঁড়ি ফেলিল মহেশ!—
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,
জটাজুট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ!
ভীমকায় কহিল মহেশে,—
"কি আদেশ, তাত, মোরে?
দিক-হস্তী এখনি বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র-সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ 'পরে রসাতল থোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ-নাশ হেতু—কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্তকেশ—শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ প্রভু, কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে!

বিষ্ণু। সাজ সেনা, সম্মুখীন অরি;
চল আগুবাড়ি দিব রণ,
যজ্ঞ-বিঘ্ন নাহি ঘটে।

[ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রস্থান।

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন,
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে?
বৃদ্ধ শিব—কত বল তার?
নেপথ্যে। হর! হর! হর!
দক্ষ। শুনি ভীষণ হুঙ্কার!

প্রথম দূতের প্রবেশ

১ দূত। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পালাও—পালাও, এল এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা—
না হয় গণনা, আসিতেছে রণে কত।
বিকট বদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন রাজা!
মহাতেজা বীর একজন,
পদ-ভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃদু মৃদু হাসে,
বায়ুবেগে আসে—
দেব-সেনা আক্রমণে।
দক্ষ। কে আছে রে, বধ ল'য়ে ভীরু দূতে;
আন কেহ সংগ্রাম-বারতা।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম,—
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা।
প্রাণপণে—দেব-সেনাগণ করিছে বারণ
কৈলাসীয় মহাচমু।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল-চক্র-মিলিত-গর্জ্জনে—
বিদারিত ব্যোমদেশ!

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩ দূত। বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে,
ব্রহ্মাণ্ডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে,
পলায়েছে পুরন্দর।
ম্রিয়মাণ পাশ রণে,
দণ্ড-করে ফিরেছে শমন;
ধনুহীন পবন পলায়;
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে!
[তৃতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

চতুর্থ দূতের প্রবেশ

৪ দূত। দেব, পলাও সত্বর,
চক্রধর ত্যজেছেন রণ!
অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী,—
"ফের চক্রপাণি,
মহাশক্তি হরের সহায়;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষীকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন।

যজ্ঞে আহুতি প্রদান

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহ রে আহুতি।

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ—
[দক্ষকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলি গৃহী?
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান?
শত দোষ করিলে না কহ কথা!
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে?
দেহ রে উত্তর,
ওরে, প্রাণে না সহে আমার
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতী!
আহা, মোর নিন্দা শুনে—
সতী ম'লো প্রাণে,
ওহো অযতনে কতই কেঁদেছে!
ওহো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই!
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবি মোরে!
আরে রে দুখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বরিলি,
কেন ওরে পাগলে মজালি?
নেচে গেয়ে ভ্রমিতাম ভূত-সনে।
সতি, প্রাণে সহে না রে আর,
কহ কথা, কহ একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।
ও রে, হ'য়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি!
ফিরে আর যাব না কৈলাসে,
অদ্যাবধি কাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বিরলে;
নয়নের জলে—
নিত্য ধোব বদন তোমার!
ডাক একবার, ভোলারে ভোলারে সতি,
আহা, সতী মরে ভাঙড়ের তরে।

সতী-দেহ লইয়া গমনোদ্যত

প্রসূতি ও তপস্বিনীর প্রবেশ

প্রসূতি। কোথা যাও, ফিরে চাও আশুতোষ,
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়!
হের, হর, করুণানয়নে—
দীন জনে চির কৃপা তব।
আমি দীনা, পতি-কন্যা-হীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতি-পদে মাগি পতি,
দুখিনীরে ক'র না বঞ্চনা।

সদাশিব নাম,
অবলায় হ'ও না হে বাম,
অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময়:
করুণায় অবলায় রাখ পায়।
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর।
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন!
দক্ষ কেবা নিন্দিবে তোমায়?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ওহে অগতির গতি,
কর দয়া পতিহীনা জনে।
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর!
দেখ হে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্—
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা, কর হে করুণা,
শিবময় করুণা-আধার!

তপস্বিনী। বিল্বপত্র দেহ রাঙ্গা পায়।

প্রসূতির মহাদেবের পদে বিল্বপত্র প্রদান

মহাদেব। কে—রে, বর নে রে, যাব রে সত্বর,
সতী নাই, রব না সংসারে আর।

প্রসূতিকে দেখিয়া

পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে,
মম ভাগ দিতে ব'ল বিল্বমূলে।
সতি, সতি, চল যাই:
বিশ্বকার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে।

[সতীদেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

প্রসূতি। ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর!
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে?
কোথা মা আমার,
মা ব'লে গো ডাক একবার!
ওমা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি;
অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,—
চ'লে গেলি কেন মা আমার!
শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চ'লে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা, জন্ম ল'য়ে অভাগী জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু!
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো!
দেখি বা না দেখি গো নয়নে,
শুনিতাম কাণে,
সতী মোর বেঁচে আছে:
ওগো, চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব!

তপস্বিনী। শুন রাণি, নহ তুমি
সামান্যা রমণী,
অভাগিনী নহ কভু।
তুমি ভাগ্যধরী,—
তাই গর্ভে জন্মিলা শংকরী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে
বাঁধা সতী প্রেমে তোর:
মন-সাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে—
সতি আসি মা ব'লে ডাকিবে;
যাও রাণি, মিথ্যা নহে বাণী।

[প্রসূতির প্রস্থান।

তপ। ওমা, ওমা, কত দিন আর—
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কত দিন?
দেখা দে মা,
ব'লে যা গো, প্রাণ নাহি বোঝে!

সতী-ছায়ার আবির্ভাব

সতী-ছায়া। যাই হিমালয়,
যতদিন শিব-সনে না হয় মিলন,
ভ্রম তুমি শিব-গুণ করি গান,—
শিব-ধামে ল'য়ে যাব পরে।
শোন্ পদ্মা, রাখিস রে মনে,
প্রসূতি-সদনে—
নিত্য আসি 'মা' ব'লে ডাকিব।
মায়া-ঘোরে মেনকা জঠরে

রব আমি যতদিন,
শিব-সনে বিচ্ছেদ আমার।
নাহিক আধার কেমনে আসিব;
কার্য্যহীন প্রকৃতি পুরুষ বিনা।

জ্ঞান-চক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার,
এখনো র'য়েছে বাকী,
সখীভাব শিখিবে রে শিব-গুণ-গানে।

যবনিকা পতন

সীতার বিবাহ

[পৌরাণিক নাটক]

(২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮ সাল, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

দশরথ (অযোধ্যাপতি)। সুমন্ত্র (ঐ মন্ত্রী)। জনক (মিথিলাধিপতি)। পরশুরাম (৬ষ্ঠ অবতার)। বশিষ্ঠ (দশরথ-পুরোহিত)। বিশ্বামিত্র (মুনি)। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন (দশরথের পুত্রগণ)। রাবণ (লঙ্কাধিপতি)। কালনেমি (ঐ মাতুল)। মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ধন্বন্তরী, অসুরগণ, রাজাগণ, পুরোহিত, নটবেশী চন্দ্র, সভাসদ্‌গণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, দূতগণ, নাপিত, কাঠুরিয়াদ্বয়, নাবিক, ভট্টগণ, সৈন্যগণ, প্রমথগণ, ভৃত্যগণ, নিমন্ত্রণভোজী পুরুষগণ ও বালকগণ, পুরবাসিগণ, পণ্ডিতগণ ও তৎশিষ্যগণ, দশরথের সহচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রাণী (জনক-পত্নী)। সীতা (জনক-কন্যা)। অহল্যা, রতি, নটী, লক্ষ্মী, নাবিকের স্ত্রী, গ্রাম্য রমণীগণ, দাসী, কৌশল্যাব্রাহ্মণী, পুরোহিত-পত্নী, পুরস্ত্রীগণ, নিমন্ত্রণভোজী স্ত্রীগণ ও বালিকাগণ, বেদেনী, হিজ্‌ড়াগণ ইত্যাদি।

সূচনা

কৈলাস পর্ব্বত

মহাদেব ও প্রমথগণ

গীত

পঞ্চম—তেওরা

মহাদেব। গাও গাও মিলি প্রমথমণ্ডল!
অচল সচল ঘন ঝড় দল বাদল গাও,
সবে মিলি গাও;
বববোম্‌ বববোম্‌ গাল বাজাও,
নাচত ফিরত পরমানন্দে,
পরমাপ্রকৃতি-গুণ কর ঘন কীর্ত্তন,
ত্রিগুণা সুন্দরী
শক্তি প্রেমময়ী অনন্ত প্রবল॥

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। হের ত্রিপুরারি,
আসিছেন দেবরাজ পূজিতে তোমায়,
কৃপাময় কর কৃপা বিশ্বপতি,
ভীতজন-ভয়-হর নাম তব;
কাতর বাসব দুর্জ্জয়-রাবণ-ত্রাসে।

মহাদেব। জানি জানি ওহে পদ্মযোনি,
ব্রহ্ম সনাতন—
জন্মিলা আপনি অযোধ্যায়,
মিথিলায় গোলকবাসিনী রমা,
কিবা ভয় আর?

গীত

বোলো ভোলা ভাবে ভোলা,
রাম নাম বোলো ভোলা।
শিঙ্গা ডমরু বোলো রাম নাম,
শিরোপরে কুলু কুলু,
রাম নাম বোলো সুরধুনী গঙ্গা;
পরম প্রেম-ধাম পূর্ণকাম নাম,
নীলকণ্ঠ বোলো প্রেমে বিভোল,
আনন্দে বোলো আনন্দ মেলা॥

ব্রহ্মা। কহ হে পার্ব্বতী-নাথ,
দশাস্য নিপাত হইবে কেমনে,
ঘুচিবে দেবের ত্রাস?
কৃত্তিবাস,
রক্ষ-বংশ-ধ্বংস হেতু করহ উপায়।

গীত

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল

গাও গাও সবে জানকী-মিলন।
জগজন-তারণ প্রেমে,
ভক্তি মুক্তি গতি রাম রঘুপতি

পরমা-প্রকৃতি সতী জানকী বামে,
পুলক-আলোক নিরখ নিরখ ভবে,
ঘুচিল ত্রাস পীতবাস,
ভয়হারী ধনুধারী,
হরি হরি হরি নাম,
গাও জগ-জন-ভয়-ভঞ্জন॥

ব্রহ্মা। কেমনে হইবে দেব জানকী-মিলন,
কহ ভূতপতি?

মহাদেব। রাম-সীতা অবিচ্ছেদ চিরদিন—
নহে অবিদিত তব বিধি!
জনক-সদনে আমি
প্রেরিব ভার্গবে ধনু ল'য়ে,
ধনুর্ভঙ্গে হবে রাম-সীতার মিলন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজসভা

দশরথ, সুমন্ত্র, বিশ্বামিত্র ও সভাসদ্‌গণ

দশরথ। পূর্ব্ব পুণ্য-ফলে—
লভিলাম ঋষি-দরশন অযোধ্যায় আজি!
ঋষিরাজ,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
রঘুবংশ চিরদিন তব পদাশ্রিত।

বিশ্বামিত্র। হে ভূপাল,
ভাগ্যবান্ তুমি ধরাতলে,
পুণ্যবলে পাইয়াছ রাম হেন ধনে।
বহুদিন যাগ-যজ্ঞহীন ঋষিগণে—
রাক্ষসের ডরে;
রাক্ষস-নিধন-হেতু জন্মিলা শ্রীপতি
তব পুত্র-রূপে মহীতলে।
তাড়কা-তাড়নে তাপিত ব্রাহ্মণকুল,
যজ্ঞ বিঘ্নকারী নিশাচরী
করে আসি শোণিত বর্ষণ
যজ্ঞ-ধূম হেরিলে গগনে।
তেঁই যাচি নররাজ,
দুষ্টের দমন তুমি,
তব পুত্র ল'য়ে যেতে সাথে—
রাক্ষস-উৎপাতে রাখিবারে মুনিগণে।

দশরথ। এ কি কথা কহ তপোধন!
কে করিবে রাক্ষস-নিধন?
দুগ্ধপোষ্য বালক সন্তান মম,
দাসে দেব, কেন বিড়ম্বনা?

বিশ্বামিত্র। শ্রীরামে বালক বলি না জান রাজন,
পূর্ণ সনাতন আঁধারি গোলকপুরী
অবতীর্ণ অবনী-মাঝারে
ঘুচাতে ধরার ভার;
রাক্ষস-সংহার-হেতু অবতার রাম।
ঘুচাইতে ত্রিভুবন-ত্রাস,
শ্রীনিবাস পুত্ররূপে তব,
সদাশয় না মান বিস্ময়:
দেহ মোরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,—
করি যজ্ঞ সংপূরণ,
দিব আনি নৃপমণি সন্তান তোমার।

দশরথ। হে তাপস!
কোন্ দোষে দোষী দাস ও পদ-রাজীবে,
কি হেতু ছলনা প্রভু?
কভু কি সম্ভবে,
রাক্ষস করিবে জয় বালক শ্রীরাম?
গুণধাম, দিতেছি হে চতুরঙ্গদল,
বলে ইন্দ্র-তুল্য জনে জনে,
অবহেলে পরাজিবে নিশাচরগণে।
আপনি যাইব আমি চাহ যদি মুনিবর!

বিশ্বামিত্র। অজ্ঞানতা—
কি হেতু তোমার আজি হেরি মহারাজ!
কি ছার মিছার তব চতুরঙ্গদল,
কি করিবে রক্ষঃ-রণে সবে?
ভীষণা তাড়কা!
দেবগণ সহ ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে,
না হবে শকতি তব বিমুখিতে তারে।

দশরথ। বাখানিলে আপনি হে রাক্ষসী-বিক্রম,
কেমনে সন্তানে শমনের মুখে দিব ডালি?
পুত্র-শোকে মৃত্যু আছে ভালে মুনি-শাপে—
দিন পূর্ণ হ'ল বুঝি তার।

বিশ্বামিত্র। পুনঃ পুনঃ নাহি মান
বচন আমার,
ছারখার করিব অযোধ্যাপুরী,
দেহ রাম, চাহ যদি রাজ্যের কল্যাণ।
রাখিল সম্মান মম হরিশ্চন্দ্র রাজা
আপনি বিকায়ে মম পায়!

নার তুমি দানিতে সন্তানে
দেব-কার্য্য হেতু।
দশরথ। মুনিবর, কি আর কহিব,
দেব, লহ রাজ্যধন মম,
লহ প্রাণ যদি ইচ্ছা তব,
দরিদ্রের ধন মম রাম—
শয়নে স্বপনে ক্ষণেক না হেরি,
আপন পাসরি প্রভু,
তিলেক না রহি স্থির রাম-অদর্শনে;
কেমনে বাঁধিব প্রাণ পাঠায়ে দুর্গমে?
হায় হায়! কেন হে নিদয় মুনিরাজ,
কর হে করুণা বুঝি' কাতর কিঙ্কর।
বিশ্বামিত্র। রে বর্ব্বর,
উপহাস কর মোর সনে!
দশরথ। ক্ষম অপরাধ, ঋষিরাজ,
রামচন্দ্রে দিব দেব,
আতিথ্য স্বীকার আজি কর মম পুরে।
বাড়িল রজনী,
কল্য দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।
দশরথ। উপায় কি, কহ মন্ত্রিগণ,
বিপরীত ঋষির ব্যাভার;
সূর্য্য-বংশ-শনি মুনি,
তাড়কা-নিধনে চাহে ল'য়ে যেতে রামে,
পুত্রশোকে মৃত্যু সত্য কপালে লিখন।
সুমন্ত্র। রাজ্যের মঙ্গল নহে তাপস রুষিলে।
দশরথ। আছে যুক্তি শুন মন্ত্রিবর,
ভরতে অর্পিব আমি রাম-বিনিময়ে।
সুমন্ত্র। কোন মতে কথা যদি হয় হে প্রকাশ,
সর্ব্বনাশ হইবে তাহায়।
দশরথ। সর্ব্বনাশ হবে রাম বিনা,
যা থাকে অদৃষ্টে রামে দিব না কখন।
[সকলের প্রস্থান।

দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ

১ ভৃত্য। হ্যাঁ রে ভাই,
এ ব্যাটা কি ছেলে-ধরা?
২ ভৃত্য। ওরে না রে না,
ও একটা বামুন খরা!
১ ভৃত্য। দাড়ি দেখেছিস যেন ঝোপ,
২ ভৃত্য। জটায় বেঁধেছে মাথায় টোপ।
১ ভৃত্য। ভেড়ের ভেড়ে বড়ই বাঁক্‌ড়া।
২ ভৃত্য। মেজাজ বড় কড়া,
যারে করে তাড়া,
অমনি পালায় পগার পার,
এক ছুটে গাঁ ছাড়ায়।
১ ভৃত্য। ওর নামটা কি ভাই জানিস্‌?
২ ভৃত্য। ওর নাম বেশ্যা মিস্ত্রির।
১ ভৃত্য। ক'ল্লে চিত্তির,
ব্যাটা কেন এল অযোধ্যায়?
২ ভৃত্য। যেখানে যায় চোকরাঙি দেয়,
আর যা পায় তা অমনি সাতায়।
১ ভৃত্য। আর রাখে কোথায়,
ঐ ছেঁড়া কাঁথায়?
২ ভৃত্য। কাজ নাই ভাই, স'রে যাই আয়,
যদি ফিরে এসে রাজসভায়,
রাজাকে না দেখ্‌তে পেয়ে যদি কিছু চায়।
১ ভৃত্য। সট্‌কে পড়ি,—
কোন্‌ শালা ও ভেড়ের ভেড়ের
ছাওটা মাড়ায়।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

বিশ্বামিত্র, ভরত ও শত্রুঘ্ন

বিশ্বামিত্র। গীত

জয় পীতাম্বর মুরহর,
বনফুল ভূষণ—
মোহন জগ-জন মধুর মুরলীধারী,
বঙ্কিম বনচারী!
বঙ্কিম শিখিপাখা,
নীলাঞ্জন ভুবনপাবন,
বামন মধুসূদন হে!

আছে দুই পথ যাইবারে তপোবনে,
তিন দিনে উত্তরিব এ পথে যাইলে,
তৃতীয় প্রহর মাত্র এ পথে গমনে;
কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম,
ভীষণা তাড়কা বসে কানন-মাঝারে,
নর-ঘাতী—
নরমাংস-আশে ফিরে সদা বনে,
কহ কোন্‌ পথে করিবে পয়াণ?

ভরত। তিন দিনে যাব ভালে ভালে,—
কি কাজ জঞ্জালে মুনি,
কিবা কার্য্য রাক্ষসী ঘাঁটায়ে।
বিশ্বামিত্র। হরে মুরারে!—
এই কি সে ব্রহ্ম-সনাতন,
রাক্ষস-নিধন হেতু জনম যাঁহার?
সত্য কহ কি নাম তোমার?
নহে ভস্ম করিব এখনি।
ভরত। ভ— রাম মম নাম ব'লে দেছে পিতা।
বিশ্বামিত্র। আ রে মাথা খেয়ে
ভরতে আনিনু সাথে!
প্রতারণা কৈল দশরথ,—
অধঃপথ যাইবার গঠিয়াছে সেতু।
ভরত। সত্য মুনি, ভর—না—রাম আমি।
বিশ্বামিত্র। ভ রাম ভ রাম ক'রে
জ্বালালে আমায়,
চল ফিরে চল।
ভরত। পারিব যাইতে—রোষ নাহি কর মুনি
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা আমি না যাইলে।
বিশ্বামিত্র। ভাল ফেরে পড়িলাম—
ভ্যাবা গঙ্গারাম ভরতে আনিয়া সাথে,
চল ফিরে চল রে বালাই।
ভরত। দোহাই দোহাই মুনি!—
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা ফিরে গেলে অযোধ্যায়।
বিশ্বামিত্র। থাক তবে বনপথে,
ধ'রে খাবে বাঘে।
ভরত। ব্যাঘ্রে মম নাহি ডর,
যাইতে নারিব আমি পিতৃ-সন্নিধানে,
পিতৃ-আজ্ঞা হইবে লঙ্ঘন;
কি জানি যদ্যপি তাহে রুষ্ট হন পিতা।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজা দশরথের সভা

দশরথ, শ্রীরাম ও সভাসদ্‌গণ

দূতের প্রবেশ

দূত। সর্ব্বনাশ হ'ল মহারাজ,
রাজ্য হবে ছারখার—
নিস্তার নাহিক আর কার,
ক্রোধে ফিরে আসিতেছে বিশ্বামিত্র মুনি,
ছোটে অগ্নি নয়নের কোণে,
সে অনলে মজিবে নগর।
দশরথ। অ্যাঁ—কি বল—কি বল?
শ্রীরাম। পিতা, লহ সমাচার,—
কি হেতু করেন কোপ মুনিবর,
বিনা দোষে তাপস না রোষে কভু।
মিনতি করিয়া শান্ত কর তপোধনে,
নহে ক্রোধাগুনে সকলি হইবে ক্ষয়।
দশরথ। বৎস!
অযোধ্যায় আইল মুনি লইতে তোমায়
যজ্ঞরক্ষা হেতু বনে;
ডরিনু সংকটে বৎস পাঠাইতে তোমা,
শত্রুঘ্ন-ভরতে প্রেরিনু তাঁর সাথে,
না জানি কে কহিল মুনিরে,
ক্রোধে তাই আইল সভাতলে।
শ্রীরাম। আমি শান্ত করিব ঋষিরে।

ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। আরে দুরাচার সূর্য্যবংশাধম,
শমন কি ক'রেছে স্মরণ তোরে,
সেই হেতু দেব-কার্য্যে কর হেলা!
শ্রীরাম। দয়া কর ঋষিরাজ, অবোধ বালকে,
রাম নাম মম, ব্রাহ্মণের দাস আমি
কহ দেব, কি কর্ম্ম সাধিব তব,
ক্রোধ করি বধো না আপন দাসে,
দেব-কার্য্যে দানিব এ দেহ—
সতত মানস মম;
জনম সফল মানিব হে তপোধন,
যদি দেব-প্রয়োজন
কোনমতে পারি সাধিবারে।
বিশ্বামিত্র। নবদূর্ব্বাদলশ্যামল কলেবর,
গোলোক-আলোক বালক-বেশ!
মহেশ বাঞ্ছিত রমেশ সুন্দর,
কেশব নটবর, করুণা কুরু হৃষীকেশ!
ভীষণা তাড়কা-তাপে তাপিত কানন,
দীননাথ, যজ্ঞহীন ব্রাহ্মণমণ্ডলী;
যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরী,
তেঁই আসিয়াছি লইতে আশ্রয়,
ভীত-জন-আশ্রয় হে তুমি,
রক্ষঃ-ত্রাসে রক্ষ শ্রীনিবাস!
শ্রীরাম। তব কার্য্য অবশ্য সাধিব, হে ব্রাহ্মণ,
মতি গতি চিরদিন ব্রাহ্মণ-চরণে,

পাইলে হে তব আশীর্ব্বাদ,
অবাধে জিনিতে পারি এ তিন ভুবন।
পিতা, এ বংশে মুনির বড় প্রীতি,
তাপসে করুন পূজা।
দশরথ। অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।
বিশ্বামিত্র। চিন্তা দূর কর মহারাজ,
করি অঙ্গীকার,
নির্ব্বিঘ্নে আনিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বড় ভাগ্য তব মহীপাল,
ভগবান্ আপনি সন্তান তব,
মায়ায় না চেন সনাতনে,
অকারণে কেন কর অনিষ্ট-ভাবনা,
জান না শ্রীরামে তুমি।
শ্রীরাম। পিতা,
দেবকার্য্যে উৎসাহী যে জন,
অশুভ ঘটন কভু নাহি হয় তার।
যে ব্রাহ্মণে শুষিল সাগর,
কিবা ডর তার—
যেই ব্রাহ্মণ-আশ্রিত!
অপ্রমিত বিক্রম ভুবনে
ব্রাহ্মণে যে করে সেবা,
যার বরে পিতৃদেব ভগীরথ মহাশয়
আনিলেন গঙ্গা মহীতলে।
দেহ অনুমতি,
যাব আমি যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।
লক্ষ্মণ। মুনিবর,
প্রেরিতে শ্রীরামে কাতর জনক মম,
যদি হয় অনুমতি তব,
যাই আমি যজ্ঞ-স্থানে,
এক বাণে বধিব রাক্ষসী যজ্ঞবিঘ্নকারী।
বিশ্বামিত্র। উভয়ে লইব সাথে যজ্ঞের রক্ষণে।
শ্রীরাম। থাকুক অযোধ্যা-পুরে বালক লক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্র। লক্ষ্মণের পরাক্রম না জান রাঘব,
দুই ভাই চল সাথে।
দশরথ। মুনি,
নয়নের মণি আমি অর্পি তব করে,
ফিরে দিও দরিদ্রের ধন।
[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।
হা রাম, হা অযোধ্যার সার,
সূর্য্যবংশে রাহু সম বিশ্বামিত্র মুনি!
ভরত। এত কি রে জানি আগে,—
রামচন্দ্রে ল'য়ে যাবে জানিলে তখন,
যাইতাম তাড়কার বনে।
শত্রুঘ্ন। চল ভাই পাছু পাছু যাই দুই জনে,
কি কাজ করিনু ভাই ফিরে আসি ঘরে;
কেন না লইল মুনি চারিজনে সাথে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ

বিশ্বামিত্র। এই বনে বৈসে নিশাচরী,
গিরি সম দুর্জ্জয় শরীর,
বিকটবদনা নর-চর্ম্মপরিধানা,
ঊর্দ্ধে জটা মিলে ব্যোমদেশে,
করি-শির বিদরিয়া নখে
নিত্য ভুঞ্জে সে রাক্ষসী;
শুকায় শোণিত শুনি সিংহনাদ তার।
কহ যেবা লয় তব চিতে,
যাইবে কি বনপথে তাড়কা ভেটিতে?
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
তাড়কা বধিয়ে চল যাই যজ্ঞস্থানে।
দেখ ধনুর্ব্বাণ—
ভরদ্বাজ মুনি কৈল দান,—
অস্ত্রের প্রভাবে,
কোটি নিশাচরী নাহি ডরি,
তাহে মহাতেজা তুমি তপোধন
অলঙ্ঘ্য বচন তব,
পাঠাইব যম-ঘরে ভীষণা রাক্ষসী,
তব পদধূলি ল'য়ে শিরে।
লক্ষ্মণ। এড় দাদা ব্রহ্মশির বাণ,—
ঘুচে যাক্ রাক্ষস-সঞ্চার ধরাতলে।
বিশ্বামিত্র। কিবা যুক্তি কর দুইজন
বুঝিতে না পারি আমি,
যাইতে কি বল মোরে তাড়কা ভবনে!
মম কর্ম্ম নহে হে রাঘব,
হৃৎকম্প হয় মম স্মরিলে তাহারে!
লক্ষ্মণ। কহ দেব, কোন্ স্থলে
বৈসে নিশাচরী,
রহ তুমি এই স্থানে।
বিশ্বামিত্র। হেন বুঝি মনে তব—
ব্রাহ্মণেরে দিবে রক্ষঃ-মুখে?

একক রহিব আমি,
কি জানি যদ্যপি পাছে আইসে নিশাচরী!
শ্রীরাম। বিশ্বনাশ হয় দেব ইঙ্গিতে তোমার,
কি ছার সে নিশাচরী,
চল তিনজনে যাই বনে;
মধ্যে আইস তপোধন,
আগু পাছু যাব দুইজনে।
বিশ্বামিত্র। শালবৃক্ষ সম হস্ত তার,
শূন্য হ'তে যদি মোরে লয় জটে ধরি,
সর্ব্বনাশী রোষে সে আমার নামে।
লক্ষ্মণ। তবে কিবা তব অভিপ্রায়,
কহ ঋষিরাজ?
বিশ্বামিত্র। চল যাই অন্য পথে,
যজ্ঞভঙ্গ হেতু যবে আসিবে রাক্ষসী,
যুঝিও তাহার সনে।
শ্রীরাম। সসজ্জ আসিবে সেই যজ্ঞভঙ্গ হেতু
সঙ্গে ল'য়ে সেনা বহুতর।
এবে নিশ্চিন্ত র'য়েছে নিশাচরী,
বিলম্বে কি কাজ, চল শীঘ্র বধিব তাহারে।
ভাই রে লক্ষ্মণ, অদূরে গহ্বর-মাঝে
লুকাইয়ে রাখ ঋষিরাজে,
রক্ষা হেতু রহ তাঁর পাশে,
খুঁজিয়া যাইব আমি যথা সে রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ। দাদা, তব আজ্ঞাকারী আমি,
বড় সাধ ছিল মনে বধিতে রাক্ষসী।
বিশ্বামিত্র। বৎস! সূর্য্যবংশোদ্ভব
তোমা দোঁহে,
দেখ যেন নাহি যাই রাক্ষসী-উদরে।
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
এখনি ফিরিব আমি জিনিয়া সমর,
গহ্বর-মাঝারে ল'য়ে রাখ মুনিবরে—
বৃক্ষপত্র আচ্ছাদনে,
কি জানি সংগ্রামে যবে গর্জ্জিবে ভীষণা,
ভয় পাছে পান ঋষিরাজ।
[লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।
কেমনে জানিব আমি কোথা সে বিকটা,
ঘন ঘন দিই বনে ধনুক-টঙ্কার;
শব্দ অনুসারি
অবশ্য আসিবে দুষ্টা বধিতে আমায়,
নিষ্কণ্টক করিব কানন,
ঘুচাইব ব্রাহ্মণের ত্রাস।
এত দম্ভ ধরে সে রাক্ষসী,
অযোধ্যার পাশে আসি—
ক'রেছে আশ্রয়!
ভীরু বলি ঘুষিবে সংসারে,
রাক্ষসী যদ্যপি জীয়ে মম বিদ্যমানে।
আয় আয় আয় রে তাড়কা,
শমন ডাকিছে তোরে।
[শ্রীরামের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-গহ্বর

লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। বৎস, পত্র আচ্ছাদন দেহ
মহীতলে,—
কি জানি যদ্যপি ভীমা উঠে ভূমি ফাটি!
দেখ, না মান ব্রাহ্মণ বলি,
বৈস মম বক্ষঃস্থলে তুমি,
দুই কর্ণে দেহ দু' অঙ্গুলি,
দুই হস্তে করি দুই চক্ষু আচ্ছাদন।
লক্ষ্মণ। কি ভয় তোমার দেব,
আছি আমি রক্ষা হেতু ধনুর্ব্বাণ করে,
সুমেরু বিঁধিতে পারি রাক্ষসী কি ছার!
অগ্রজ আমার গিয়াছেন রক্ষঃ-বনে,
জান না কি মুনিবর রামের বিক্রম,
তিন লোক জিনে রাম অস্ত্রের প্রভাবে।
বিশ্বামিত্র। কিন্তু যদি হেথা আসে
সে রাক্ষসী?
লক্ষ্মণ। কি কাজে র'য়েছি দেব,
ধনুঃশর করে?
বিশ্বামিত্র। শুন শুন, কিবা নড়ে বনস্থলে?
লক্ষ্মণ। শুষ্ক পত্র খসে বৃক্ষ হ'তে।
বিশ্বামিত্র। ওইরূপ শব্দ তার,
রেখ' দৃষ্টি পশ্চাতে তোমার,—
কাম-রূপী সে রাক্ষসী।
নেপথ্যে তাড়কা। স্বেচ্ছায় আসিয়া কেবা
ঘাঁটায় নাগিনী,
প্রস্তর বাঁধিয়া পায় কে পশে সাগরে,
ঝম্প কেবা দেয় বহ্নিমাঝে?
বিশ্বামিত্র। বাপু, হরিশ্চন্দ্রে আমি না
হিংসিনু,
ছিল অন্য বিশ্বামিত্র মুনি!

লক্ষ্মণ। স্থির হও ঋষিরাজ,
শুন ভীম ধনুক-টঙ্কার,
এখনি রাক্ষসী যাবে শমন-সদনে।
বিশ্বামিত্র। কভু না চাহিনু
অযোধ্যা পোড়াতে,
ক্ষমা কর লক্ষ্মণ আমায়,
যাগ-যজ্ঞ নষ্ট হোক, মজুক সংসার,
কি কাজ আমার হ'য়ে রাক্ষসী-বিরোধী!
নেপথ্যে শ্রীরাম। আরে রে রাক্ষসি,
বড়ই কঠিন তোর প্রাণ;
কিন্তু রঘুকুলে জন্ম নহে মম
যদি এই বাণে পাও পরিত্রাণ।

নেপথ্যে তাড়কার বিকট-ধ্বনি

বিশ্বামিত্র। আমি না—আমি না! (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্মণ। ধৈর্য্য ধর হে ব্রাহ্মণ,
শুন আর্ত্তনাদে পড়িল ভীষণা।
বিশ্বামিত্র। অ্যাঁ—কি বল কি বল,
নরবলি চায় নিশাচরী!
লক্ষ্মণ। কেন মতিভ্রম হ'তেছে তোমার!—
প'ড়েছে তাড়কা রণে।

শ্রীরামের প্রবেশ

শ্রীরাম। দেখ আসি ঋষিরাজ,
ত্রাস দূর তব এত দিনে,
যুড়িয়া যোজন বাট প'ড়েছে রাক্ষসী,
চল, যদি থাকে সাধ দেখিতে তাহারে।
লক্ষ্মণ। ঋষিরাজে কোন মতে
না পারি করিতে স্থির।
শ্রীরাম। দেখ চেয়ে, রণ জিনি
আসিয়াছি ফিরি।
বিশ্বামিত্র। হায় হায়,
মায়া ক'রে আসিয়াছে ভীমা!
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
কি সাধ্য রাক্ষসী পারে—
জিনিতে আমারে!
বিশ্বামিত্র। কে ও রামচন্দ্র,
যাও ফিরে অযোধ্যায় দুটি ভাই,
যথা স্থানে যাই আমি চ'লে।
শ্রীরাম। দেখ দেব, তাড়কা-শোণিত,—
নাহি ডর আর তব;
চল যাই তপোবনে,
মুনিগণে কর মিলি যজ্ঞ-আয়োজন।
বিশ্বামিত্র। সত্য তবে ম'রেছে তাড়কা?
লক্ষ্মণ। সন্দেহ করহ দূর স্বচক্ষে দেখিয়া।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম গর্ভাংক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ

বিশ্বামিত্র। ধন্য বীর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,
অনায়াসে বিনাশিলে দুর্জ্জয় তাড়কা,
ঘুচিল ধরার ত্রাস;
যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞবিঘ্ন কর এবে দূর।
তাড়কা-নন্দন নাম মারীচ রাক্ষস,
তিনকোটি নিশাচর সাথে,
যজ্ঞ-বিঘ্ন করে আসি শোণিত-বর্ষণে,
এই পথে চল হে শ্রীরাম।
গৌতম-গৃহিণী—
আছে পাষাণী হইয়া বনে পতি-শাপে,
ধরি গৌতমের বেশ
গুরুপত্নী-ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পুরন্দর;
রোষে ঋষি দিল অভিশাপ,
মানবী হইবে তব চরণ-পরশে।
এই সে পাষাণ,
দেহ পদ পাষাণ উপরে।
শ্রীরাম। মুনিবর,
ব্রাহ্মণী পাষাণরূপে আছে বনস্থলে—
কেমনে তুলিব পদ ব্রাহ্মণী-শরীরে!
বিশ্বামিত্র। নাহি জান ব্রাহ্মণী বলিয়ে,
প্রস্তরে নাহিক দোষ পদ-পরশনে।

শ্রীরামের পদস্পর্শে পাষাণে জীবন সঞ্চার ও অহল্যার উত্থান

অহল্যা। দীনবন্ধু, মহিমা-অর্ণব!—
কলঙ্কিনী পাষাণী হইয়ে,
আছিনু বিপিনবাসে,
চরণ-পরশে পবিত্রিলে, পতিতপাবন!
দীন জনে করুণা বিস্তার হেতু
জনম তোমার, রঘুমণি!
চিন্তামণি, অচিন্ত্য মহিমা তব।

কেমনে বর্ণিব—অবলা রমণী আমি,
পরাভব বিরিঞ্চি বর্ণিতে যাহা;
গুণমণি, রহে যেন তব পদে মতি।
অগতির গতি সনাতন,
নিরঞ্জন হে ভয়-ভঞ্জন!
হয় ভয়,
পাছে পদাশ্রয় হারাই হে পুনঃ।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর,
ভুল না ভুল না,
অবলা বাসনা কর পূর্ণ পরম-ঈশ্বর।
শ্রীরাম। সুন্দরি, কি ভয় তোমার আর?
সতী তুমি—কহি মুক্তকণ্ঠে আমি,
স্মরি তব নাম তরিবে মানব ভবে।
যাও নিজ গৃহে গুণবতি,
কর্ম্মফল যা ছিল ঘুচিল,
সুখে থাক সুকেশিনি, মম আশীর্ব্বাদে।
অহল্যা। পদে যেন রহে মতি চিরদিন,
অন্য গতি নাহি চাহি আর।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

দুই জন কাঠুরিয়া ও নাবিক (নেয়ে)

১ কাঠুরিয়া। আরে কথা শোন্ না নেয়ে ভেয়ে,
ও পারে যা নৌকো বেয়ে,
আস্‌ছে দুটো ছোঁড়া ধেয়ে,
বুড়ো বামুন সাথে।
২ কাঠুরিয়া। ভাল চাস্‌তো শীগ্‌গির সর,
দেশে বা হয় মন্বন্তর,
পাথর ছিল পথে প'ড়ে,
মানুষ হ'ল ছুঁতে।
১ কাঠুরিয়া। পা দিয়ে ব্যাটা যেটা ছোঁবে,
তখনি তা মানুষ হবে,
দুঃখী লোকের বাঁচ্‌বে কি আর প্রাণ।
২ কাঠুরিয়া। ঘর-দরজা থাক্‌বে না আর,
মানুষ ক'র্‌বে ক্ষেত খামার,
এই বেলা ফ্যাল্‌ সরিয়ে নৌকো খান।
নেয়ে। আরে বলিস্‌ কি রে, ফেল্‌বে ফেরে,
মানুষ করে গাছপাথরে!
একে নদীর জল গেছে ঘেঁটে,
যদি ব্যাটা পেরোয় হেঁটে,—
আরে জল যদি যায় মানুষ হ'য়ে,
তা হ'লেই হবে চর!
১ কাঠুরিয়া। মানুষ কি ভাই হবে পানি,
ব্যাটার যে ভিরকুটি কি জানি,
ঐ দেড়ে ব্যাটা ছোঁড়া দুটোর গুরু।
নেয়ে। ক'সে কড়া লাগাই ঝিঁকে,
চলুক লা এঁকে বেঁকে,
মাঝ দরিয়ায় থাক্‌বো গিয়ে,
ভয় করি না কারু।
২ কাঠুরিয়া। ঐ এল এল, পালা পালা—
[কাঠুরিয়াদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

নেয়ে। খপরদার উলিস্‌নে জলে,
জলে উল্লে কুমীরে গেলে।
বিশ্বামিত্র। এস বাপু, নৌকো নিয়ে তবে।
নেয়ে। এমন সুখের কথা আর কি কেউ কবে!
থাক্‌ বামুন তুই থাক্‌ খাড়া,
যদি জল শুকিয়ে হয় চড়া,
কোন্‌ ভেড়ের ভেড়ে নৌকা নিয়ে যাবে!
বিশ্বামিত্র। পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
যাব মোরা মিথিলায়।
নেয়ে। ওঃ—জল যেন ঢেলে দিলে গায়!
বিশ্বামিত্র। এসো ত্বরা হে নাবিক,
পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
পুণ্যবান তুমি মহীতলে,—
ভব-কর্ণধার করি পার,
অনায়াসে তরিবি রে ভবে:
বৈকুণ্ঠে করিবি বাস চিরদিন।
নেয়ে। তুমি বামুন তো আচ্ছা সেয়ান!
মানুষ কর্‌বি নৌকাখান,
আমায় কি তুই পেলি কচি খোকা?
কোন্‌ শালা তোর কথা শোনে,
মানুষ কর গে পাথর বনে,
জেনে শুনে আমি কি হই বোকা!
তোর কথাতে বৈকুণ্ঠে যাই,
নৌকো সেথা পাই কি না পাই,
নদী আছে কি আছে সেথা নালা।
সাতপুরুষে নৌকো আমার,
কার বাবার বা ধারি ধার,

পার ক'র্‌ব তোদের,—
পেলি এমনি ন্যালা খ্যালা?
লক্ষ্মণ। অহল্যা মানবী হ'ল চরণ-পরশে,
তাই ডরে অজ্ঞান নাবিক,
পাছে তরী নরদেহ ধরে।
শুন হে নাবিক,
নাহি ভয়—নৌকা তব হবে না মানব:
কর পার তিন জনে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ তোর।
নেয়ে। তোর ভোজ্‌কানিতে আমি কি রে ভুলি।
লক্ষ্মণ। এস শীঘ্র,
নহে মানব করিব জল চরণ-পরশে।
নেয়ে। অ্যাঁ উল্‌বি জলে,—
ওল্‌না ওল্‌না, এই কুমীরে খেলে—
এই কুমীরে খেলে!
লক্ষ্মণ। এখনি নাবিব জলে।
নেয়ে। ওরে বাপ্‌ কাদের ছেলে,
আজ রোজকার-পাতি হয় নি মূলে;
দাঁড়া, আগে কিছু কামাই,
তার পর যা বলিস্‌ ক'র্‌ব তাই:
(স্বগত) কোথা থেকে এল বালাই!
শ্রীরাম। আন তরী, নাহি ডর তব,—
দিব বহু ধনরত্ন, কর যদি পার,
চরণে না স্পর্শিব তরণী,—
করি অঙ্গীকার তব ঠাঁই।
নেয়ে। যদি ছুঁয়ে ফেলিস্‌ ভাই!
শ্রীরাম। সত্য কহি, ছোঁব না চরণে।
নেয়ে। (স্বগত)
এটা যেন ভালমানুষের ছেলে,
যা থাকে কপালে—পার তো করি।
আচ্ছা, এস চলে,—
পা কিন্তু দিও না জলে।
দাঁড়াও, কাঁধে ক'রে নিচ্চি তোমায় তুলে,
পা দু'টো ঝুলিয়ে দাও,
জল ছোঁও তো মাথা খাও,
ভাল, কোথায় পেলি মানুষ-করা রোগ!

তিন জনের নৌকারোহণ

হায় হায় ভাঙ্‌ল কপাল,
নৌকাখান হ'ল বেহাল,
ওরে চক্‌চকাচ্চে এ কি কাল্প ছোঁড়া?
বিশ্বামিত্র। দেখ, নৌকা তব হ'ল হেমময়
চরণ-পরশে,—
কি ভয় তোমার আর?
শ্রীরাম। রে নাবিক, রহিলাম ঋণী তোর ঠাঁই।
ভবার্ণবে আপনি হইব কর্ণধার,
তোমারে করিতে পার।
মম আশীর্ব্বাদে,
চিরদিন রহ মহাসুখে,
লক্ষ্মী ঘরে রহিবে অচলা।
নেয়ে। জ্ঞানহীন আমি অভাজন,
ভুবনপাবন, দেহ পদ মম শিরে,
ভাণ্ডাইও না অন্য পদ-দানে,—
চিন্তামণি, চিনেছি তোমায়।
[নাবিকের প্রস্থান।
শ্রীরাম। মুনিবর, কতদূর তপোবন আর,
পথে কোন নাহিক বাহন?
লক্ষ্মণ। দাদা, বল যদি,
কাঁদে তুলে লই আমি তোমা দুই জনে!
যে মন্ত্র পেয়েছি মুনি, তোমার প্রসাদে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি জানি আর।
নাহি হয় পথ-শ্রম মম,
মন্ত্রপাঠে বল মম বাড়ে শতগুণ।
শ্রীরাম। চল ভাই, যাই মন্ত্র জপিতে জপিতে!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নাবিকের কুটীর

নাবিকের স্ত্রী ও গ্রাম্যস্ত্রীগণ

১ স্ত্রী। ওলো রেখে দে তোর জাল বোনা—
মানুষ হ'য়েছে নৌকোখানা,
এসেছে দু'ট মানুষ করা ছেলে;
জল্‌ আন্‌তে ঘাটে গিয়ে,
দেখলুম লা খানা না মানুষ হ'য়ে,
তোর ভাতারের ধরেছে ক'ষে চুলে!
দেখলুম, চুলোচুলি নদীর পারে—
এ মারে তো ও মারে,
আস্‌ছে আবার ধর্‌তে তোরে তেড়ে,
ভাল চাস্‌ তো পালা গাঁ ছেড়ে।

দাসীর প্রবেশ

দাসী। ঠাকুরাণী, হের তব অট্টালিকা দূরে,
আনিয়াছি চতুর্দ্দোল ল'য়ে যেতে তোমা।

নাবিকের-স্ত্রী। গতর-খাকি ঝি,
ঠাট্টা কর্‌তে লোক পাও নি কি?
নৌকোখানা মানুষ হ'ল ভাব্‌ছি ব'সে তাই,
দাঁড়া বেটি, ধ'রে ঝুঁটি, ঝাঁটায় বিষ ঝাড়াই।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনক রাজার সভা

জনক ও সভাসদ্‌গণ

জনক। পণে বুঝি পড়িল প্রমাদ,
ধর্ম্মনাশ হ'ল এত দিনে,
না মিলিল জানকীর বর।
অঙ্গ, বঙ্গ করি নিমন্ত্রণ,
না পূরিল পণ,—
বিষম হরের ধনু,
পরাজয় ভূপতি-সমাজ যাহে।
ভৃগুরাম আনি ধনু ঘটাইল কাল,
ভীম শরাসনে চালিতে না পারে কেহ,
দেবের দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্ভবে কাহার?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক—
ভুবন বিমুখ যাহে!
স্বয়ম্বরে করি নিমন্ত্রণ—
মাসাবধি পূজি আজি ভূপতি-সমাজ,
কার্য্য না ফলিল তায়।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল শ্রীরামে আনিতে,
সেও না আসিল ফিরে।
বনপথে বৈসে রক্ষঃগণ,
পথে বা নাশিল তারা গাধির নন্দনে।

প্রথম দূতের প্রবেশ

১ দূত। আজি, দেব, পড়িল প্রমাদ,—
তপোবনে যজ্ঞ পুনঃ করে ঋষিগণে;
তিনকোটি নিশাচরে আনিয়া মারীচ,
বিকটা তাড়কা-সুত বরষিছে পাদপ-প্রস্তর,
বুঝিবা আসিবে হেথা যজ্ঞনাশ করি।
শুনিবারে লোক উপহাস,—
মুনিগণে আনিয়াছে শিশু দুইজনে
নিশাচর-সংহার কারণ;
পালাও সত্বর ঋষিরাজ,
সহে নাহি ব্যাজ,
মরিবে সবংশে রাজা রাক্ষসের কোপে।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। বড় পুণ্য ভূপতি তোমার,
যজ্ঞরক্ষা কৈল আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তিন কোটি নিশাচরে করিল সংহার,
মারীচ সাগর-পার শ্রীরামের বাণে।
এত দিনে পূর্ণ মনোরথ তব,
জানকীর যোগ্যবর রাম রঘুমণি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রাখি সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ-ঘরে,
বার্ত্তা দিতে আইনু তব পাশে।
জনক। আসিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
পবিত্র মিথিলা পুরী;
কিন্তু ভাবি তাই মনে—
কেমনে দুর্জ্জয় ধনু ভাঙ্গিবে রাঘব,
নাড়িতে অশক্ত যাহা এ তিন ভুবন।
বিশ্বামিত্র। কি হেতু এ ভ্রম আজি হেরি
রাজ-ঋষি,
চিন্তামণি নার চিনিবারে,
সামান্য মনুষ্য-প্রাণে পারে কি কখন
তিনকোটি রাক্ষস নাশিতে?
যজ্ঞ-ধূম নিরখি গগনে,
কাঁপাইয়া জল-স্থল আইল গর্জ্জিয়া
বিকট রাক্ষসী-ঠাট,
বিবিধ আয়ুধ করে 'মার মার' রবে সবে;
শিলাবৃষ্টি সম ছাইয়া গগন,
বরষিল অস্ত্র রক্ষঃ সমরপণ্ডিত;
কিন্তু অখণ্ডিত শ্রীরামের বাণ,
মতিমান্, ভাই দুই জন,
নিমিষে বারিল অস্ত্র যত;
তমাচ্ছন্ন ছিল দিশপাশ,
রাক্ষসের শরে,
গিরিশির কুজ্‌ঝটিকাবৃত যথা,
কিন্তু দীপ্তিমান্ শ্রীরামের বাণ—
ভস্মি অস্ত্ররাশি দিনমণি সম,
দীপিল বিমানে তেজোময়,
হ'ল ক্ষয় নিশাচরচমূ;
কি ভার রামের ছার ধনুক ভঞ্জন!
কর আয়োজন, আমি আনি রঘুবীরে।
জনক। মিত্র তুমি বিশ্বামিত্র মুনি,
তব গুণ বাখানিতে নারি আমি;
যাই আমি অন্তঃপুরে—
শুভ বার্ত্তা দিতে গৃহিণীরে।
যে হয় কর্ত্তব্য তুমি কর মতিমান্;

লহ দিব্য যান, ধন রত্ন আর যেবা হয়।
রাম দরশন করি তোমার প্রসাদে,
তব আশীর্ব্বাদে,
এত দিনে কন্যা মম পাইল যোগ্য বর।
বিশ্বামিত্র। শুভলগ্ন আছে কালি,
শুভকর্ম্মে বিলম্বে কি ফল?

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। মহারাজ, আসিতেছে বহু রাজাগণে—
ধনু-ভঙ্গ-আশে মিথিলায়;
লঙ্কাপতি—
আপনি আসিছে তব কন্যার প্রয়াসে।
জনক। কহ মন্ত্রিগণে,
যথাযোগ্য সমাদর করিতে সবারে।
[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।
আইল রাবণ মম কন্যার কারণে,
না জানি কি করে বা ব্যাঘাত।
বিশ্বামিত্র। আসুক রাবণ,
বিঘ্ন বিনাশন আপনি এ মিথিলায়,
নির্ব্বিঘ্নে হইবে তব কার্য্য সমাধান।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

সীতা

সীতা। লম্বোদর হর দিগম্বর;
রজত-ভূধর বর কলেবর,
ফণি-হার-বিভূষিত গঙ্গাধর,
অক্ষ-মালজাল বক্ষোপর;
আধ চাঁদ কিবা অঙ্কিত ভালে,
ত্রিনেত্র ত্র্যম্বক বববোম্ গালে;
নীলকণ্ঠ শিব হর ত্রিপুরারি,
শোভিত শঙ্কর নর-শির সারি!
নর-শির কুণ্ডল, বিষাণ করতল,
ঈশান ঈশ্বর উমাপতি,
শ্মশান-নায়ক, শিব শিব গায়ক,
কৃপাকর দেহ হর, যোগ্যপতি।
গঙ্গাজলে বিল্বদলে তুষ্ট দিগম্বর,
জয় জয় জয় পশুপতি ভোলা মহেশ্বর!
তরুণ-অরুণ চরণ-তলে, সদাই বাজায় গাল,
বলদ-চাপা ন্যাংটা খ্যাপা, গলায় হাড়ের মাল;
ভাঙ খেয়ে শিব ভাবে ভোলা, মাথায় জটা-ভার,
ভূতের মেলা নিয়ে খেলা, কণ্ঠে ফণী হার;
মাথায় বেলপাতা মুটো, ঢালি গঙ্গা-পানি,
দাও হে পতি পশুপতি, প্রভু শূলপাণি!

জনকরাণী ও কৌশল্যা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

রাণী। বুড়ো হ'লে হয় মতিভ্রম!
আনিয়াছে শিশু দুইজন
ভাঙ্গিতে হরের ধনু,
তিনলোক নারে যা নাড়িতে!
সর্ব্বনেশে সে ভার্গব ঋষি,
রেখে গেছে বিষম ধনুক;
কন্যা ল'য়ে হব দেশান্তর,
তবু কভু না দিব তাহারে।
কৌশল্যা। তাই বলি ওগো রাজরাণি,
কাণাকাণি নাহি প্রয়োজন।
যদি ভগবতী মিলাইলা বর,
শুভক্ষণে জানকী অর্পণ কর তারে;
ও মা, কি দিব রূপের সীমা,
নীলকান্তমণি জিনি কান্তি তার,
কোন্ ভাগ্যমানী ধ'রেছে জঠরে,—
'মা' ব'লে ডাকে মা, যারে,—
হেন পাত্রে কর কন্যাদান,
ক্ষার দিয়ে ভার্গবের পোড়া মুখে!
ছি ছি নাইক মরণ—
বুড়ো হ'য়ে বিয়ে বাই।
রাণী। হোক আগে ধনু-ভাঙ্গা-ভাঙ্গি,
আগে ধনু ছুঁয়ে যাক্ রাজাগুলো।
কৌশল্যা। কিন্তু যদি ভাঙ্গে কেহ?
রাণী। পোড়া দশা,
ভাগ্য মানি নাড়ে যদি কেহ!
দেখ তবে রাজার কি রীত,
আনিয়াছে নবনী পুত্তলি দুটি—
ভাঙ্গিতে ধনুক।
সীতা। ও মা, আমি পারি নাড়িতে ধনুক।
রাণী। শুন মা কি বলে সীতা,—
আজি কয় দিন কত কথা কয়,
কিবা কহে ঘুমায়ে ঘুমায়ে,

সদা অন্য মন—
ভাবি তাই অশান্ত ঝিয়ারী মম!
যথা তথা ভ্রমে একা,—
কহে শুন, ধনু পারে চালিবারে।
সীতা। ও মা, সত্য কথা কহি আমি।
রাঁধা বাড়া খেলিনু মা সঙ্গিনীর সনে,
প'ড়েছিল ধনু মধ্যস্থলে,
রাখিনু নাড়িয়ে পাশে।
রাণী। শুন পুনঃ, খেলা-পাত্রে অন্ন রাখি
আমন্ত্রণ করে রাজসভা,—
কহে সবাকারে, অন্ন দিব এই পাত্র হ'তে।
সীতা। হ্যাঁ মা, সে দিনে সঙ্গিনীগণে—
আর কত আইল ভিখারী—
দিনু অন্ন সবাকারে।
রাণী। কথার আভাসে
তরাসে কাঁপে মা কায়া!
কহে গো স্বপনে,—
"আনিলে কি গোলোক হইতে
ভূলোকে ঠেলিতে পায়!
দয়াময়, দেহ দেখা,
কত দিন রব একা আর।"
কৌশল্যা। জিজ্ঞাসিব ব্রাহ্মণে যাইয়ে,
জ্যোতিষ সে গণে বড়,
চাহ যদি কবচ লইতে,
তাও সে পারিবে দিতে।
রাণী। আয় মা জানকী,
করি মানা একেলা রহিতে।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর-সভা

জনক, সমাগত রাজাগণ, সভাসদ্‌গণ, রাবণ, কালনেমি, দূতগণ ইত্যাদি

জনক। হর-ধনু হের বিদ্যমান,—
এ বীর-মণ্ডলে,
বাহুবলে যে ভাঙ্গিবে শরাসন,
অনুপমা দুহিতা আমার—
অর্পিব তাহার করে;
নাহি জাতির নির্ণয়—
যে হয় সে হয়,
ধনুর্ভঙ্গে লভিবে জানকী;
উঠ, কেবা আছ শক্তিধর।
রাবণ। (জনান্তিকে) শুন্‌লে তো মামা,
কন্যা বড় সুন্দরী!
কালনেমি। (জনান্তিকে) এবার মন্দোদরীর
খাট্‌বে না আর জারিজুরি!
কেমন বাবা, আমি দিছি সন্ধান ব'লে।
রাবণ। (জনান্তিকে) তাড়াতাড়ি ধনুকখানা
ভেঙ্গে ফেলে—
চল যাই কন্যা ল'য়ে চ'লে।
জনক। লঙ্কাপতি, বীর-কুল-পতি তুমি।
কালনেমি। (জনান্তিকে) বাপু, ওদিকে
শুনছ কি,
ধনুক—জুড়ে তিনকাঠা জমি—
প'ড়ে আছে যেন শালগাছ।
বলি ওগো জনকরাজা,
তোমার কি আঁচ,
কন্যা নিয়ে রাখ্‌বে ঘরে!
দেখ্‌ব খানিক,
এ ধনুক কোন্ বরের বাবার বাবায় ধরে।
জনক। তেঁই কহি লঙ্কেশ্বরে,
ভাঙ্গিতে ধনুক, বিমুখ এ তিন পুরে।
কালনেমি। বাড়াবাড়ি রাখ ঠাকুর,
বুঝে নিছি সুর,
ধনুক দেখেই প্রাণ ক'রেছে গুর্ গুর্।
রাবণ। মামা, ধনুক তো দেখেছ, কি বল?
কালনেমি। আমি বলি,
ভালোয় ভালোয় লঙ্কায় চল।
রাবণ। হায় হায় বুঝি লোকটা হাস্‌লো।
কালনেমি। হাসে হাসুক, তবু ত জান্‌টা
থাক্‌লো।
রাবণ। মামা, কি করি?
কালনেমি। যা হয় কর।
রাবণ। একবার ধনুকটা না হয় ধরি।
কালনেমি। না হয় ধর,
কিন্তু যা হয় তা শীঘ্র শীঘ্র কর,
বেলাবেলি সট্‌কাতে হবে সাগর-পার।
রাবণ। বাঁ-হাতে তুলেছি আমি কৈলাস-পর্ব্বত,
ধনুকে কি এত ভার?
কালনেমি। সাম্‌নেই ত প'ড়ে আছে,
পরক দেখ না তার।
রাবণ। কি বল মামা, তুমি?

কালনেমি। আমি ততক্ষণ
সারথিকে রথ আন্‌তে বলি।
রাবণ। পার্‌ব না?
কালনেমি। কোমর বেঁধে দেখ না।
রাবণ। যা থাকে কপালে।
কালনেমি। বেটা আজ ঢলালে।
রাবণ। মামা, এ বিষম ধনুক!
কালনেমি। আমি তখনি ব'লেছিলুম,
এখন দেখ সুখ।
রাবণ। মামা, ইসারা ক'রে রথ আন্‌তে বলো।
কালনেমি। দেরি প'ড়বে, লাফিয়ে বাড়ী-
মুখো চলো।
রাবণ। মামা, আর একবার দেখ্‌ব কি?
কালনেমি। আমি একটু এগিয়ে পড়্‌ব কি?
রাবণ। আর একবার দেখি।
কালনেমি। ঠেকে শিখ্‌বে কি?
হ'য়ে যাক্‌ যা থাকে আর বাকী।
রাবণ। মামা, ধনুক নয় যেন পাহাড়।
কালনেমি। বাবা, যার শক্ত হাড়—
সে পাত্‌বে ঘাড়।
জনক। বিলম্বে কি কাজ,
তোল ধনু, লঙ্কেশ্বর!
কালনেমি। ও আবাগের বেটা,
প্রথমে নাড়ানাড়ি, টের পাও নি,
ভাল চাস্‌তো এইবেলা সর।
রাবণ। মামা, বড় ভারি ধনুক, সট্‌কে পড়।
কালনেমি। আমি তাতে দড়।
[রাবণ ও কালনেমির প্রস্থান।
সকলে। ছি ছি লঙ্কেশ্বর,
যাও কোথা ত্যজিয়ে ধনুক?
নেপথ্যে কালনেমি। যদি আক্কেল থাকে,
ওদিকে আর ফিরিও না মুখ।

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

সকলে। মরি মরি কে দুটি কুমার,
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত এক ঠাঁই!
বিশ্বামিত্র। হে রাজন্‌, রামচন্দ্রে দেখাও ধনুক,
জানকীর যোগ্য বর রাম।
সকলে। বৃদ্ধ হ'লে হয় মতিভ্রম,—
কেবা তব রাম, মুনিবর?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক?

লক্ষ্মণ। দাদা, উপহাস করে সভাস্থলে,
কি ছার এ শরাসন,—
শীঘ্র ভাঙ্গ, রঘুমণি!
শ্রীরাম। ভাই,
এখনো জনক রাজা বলে নি আমারে।
সভাস্থলে শুনি নাই আবাহন,
বিশেষতঃ শিবদাতা শিবের এ ধনু,
চালিব কেমনে—
হিতাহিত না বিচারি মনে?
গুরুজন-অনুমতি বিনা—
এ ধনু ভাঙ্গিতে নহে বিধি।

অলিন্দ-উপরে সীতা, কৌশল্যা ও জনকরাণী

কৌশল্যা। দেখ গো জনকরাণি,
নীলমণি আসিয়াছে সভাতলে
সূর্য্যকান্তমণি সাথে।
শুন মম বাণী,
এই বর ছেড়না কখন',
পণ করি ক'রো না মা, জাতিনাশ;
সঙ্গোপনে জানকীরে কর দান।
[কৌশল্যা ও রাণীর প্রস্থান।
সীতা। আহা নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম—
কে ব'সেছে সভামাঝে!
এ মাধুরী কভু কি দেখেছি আর!
মন আমার ও রাজীব পদে,
যাচে আত্ম-সমর্পণ।
দিগম্বর, দেহ বর,
দাসী যাচে তব পদে,
আপনি আসিয়া ভাঙ্গ' নিজ শরাসন।
নহে ভূত-পতি, ভূতক্ষয় ধনু তব,
কে করিবে পরাজয়—
সদয় না হ'লে সদাশিব!
উমা, গিরি-সুতা
চাহ মা তনয়া বলি!
ভগবতি, দেহ মনোমত পতি মোরে।
আমি মা ব্যাকুলা বালা তব,
ব্যাকলা যেমতি—
হ'য়েছিলে সতি, গিরি-পুরে,
হর বর বিহনে মা হররাণি,
কাত্যায়নি, কর মা করুণা!
প্রজাপতি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
যে আছ যেখানে শুভদাতা,

কৃপাদৃষ্টি কর দয়া করি,—
পুরাও মনের সাধ ভকত বৎসল!
বিশ্বামিত্র। সভাস্থলে করহ জ্ঞাপন,
কিবা পণ তব ঋষিরাজ।
জনক। জ্ঞাত আছে ভূপতিমণ্ডল,
ভাঙ্গিবে যে হরধনু,
লভিবে দুহিতা মম সীতা;
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি—
শক্তি যার ভাঙ্গিতে এ শরাসন,
বাহুবলে কর পূর্ণ পণ—
কে আছ ধীমান্,
কুল-মান রক্ষা কর মম।
সকলে। মুনিবর,
কহ তব রামচন্দ্রে ভাঙ্গিতে ধনুক।
বিশ্বামিত্র। উঠ রঘুমণি,
দেব-নরে দেখুক কৌতুক।
শ্রীরাম। ক্ষুদ্র নর আমি মুনিবর,
হর-দত্ত শরাসন ভাঙ্গিব কেমনে?
শিবদাতা মহাদেবে করিব লঙ্ঘন,
কি নিয়মে দেহ উপদেশ,
কন্যা হেতু ত্রিপুরারি কে করিবে অরি?
১ রাজা। মুনিবর, কেন রাম না উঠে তোমার?
২ রাজা। উপহাস করিবারে এ তিন ভুবনে,
আবাহন করিল জনক।
জনক। এত দিনে জানিলাম বীরহীনা মহী।
লক্ষ্মণ। দাদা, না সহে ক্ষত্রিয়-প্রাণে আর,
উচ্চ-ভাষে সভাস্থলে কহে—
বীরহীনা মহীতল;
পণে গুরু লঘু নাহি মানি,
নাহি ডরি,
বীরকার্য্যে ত্রিপুরারি যদি হন অরি।
বিশ্বামিত্র। হায় হায় মহিমা বর্ণনা,
কি করিব জ্ঞানহীন আমি।
সতী-বাক্য করিতে পালন,
রাখিতে সতীর মান,
ভগবান আপন-বিস্মৃত।
কহ চক্রধারি,
কেবা তুমি, কেবা শূলধারী,
শিব-রামে ভেদ কিবা?
প্রেমময় পূর্ণ কর কাম,
প্রেমে হরধনু কর ক্ষয়,
রাম নাম বলে—
যম-জয় হোক ধরাতলে।
শ্রীরাম। কোথা ধনু, ঋষিরাজ?
জনক। দেখ সম্মুখে তোমার।
শ্রীরাম। রুদ্রেশ্বর, করি নমস্কার,
রুদ্র-তেজ দেহ ভুজে;
বাড়াও ভক্তের মান,
নিজ ধনু কর দুইখান।
ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে ফেলিব ধনুক ভাঙ্গি,
মেদিনী না রবে স্থির,
রেখ ধরা ধনুকের হুলে।
বিশ্বামিত্র। দেখ চেয়ে যে আছ সভায়,—
ধনুর্ভঙ্গ ভার নহে রাঘবের।

রামের ধনুর্ভঙ্গ ও জয়ধ্বনি

অলিন্দোপরে রাণী ও কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কে বলে নিব্বীর মহী—
রামচন্দ্র উদয় যথায়।

সীতার মূর্চ্ছা

রাণী। ও মা ও মা, কি হ'ল কি হ'ল!
কেন মা জানকী, কেন মা এমন হলি!
সীতা। (স্বগত) ভাল ভাল চিনেছি তোমারে,
এতদিনে মনে হ'ল দাসী বলে,
জানিলে কি আসিতাম ধরা-মাঝে!
কৌশল্যা। নিয়ে চল, কাজ নাই এখানে থাকিয়ে।
বিশ্বামিত্র। হে রাজন, পণ তব হ'ল সম্পূরণ।
শুভদিন করহ নির্ণয় কন্যাদান হেতু।
যাই আমি—
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ল'য়ে সুমন্ত্র-আলয়ে।
[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।
জনক। হে ভূপ-সমাজ,
কৃপা করি আসিয়াছ সবে মিথিলায়,
লহ পূজা কয় দিন আর,
কন্যাদান মম কর সংপূরণ,
আমন্ত্রণ করি সবে;
যথাযোগ্য স্থানে ল'য়ে যাও দূতগণে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

পুরোহিত ও তৎপত্নী

পুরোহিত-পত্নী। মিন্‌সেকে আর কখন কিছু ব'ল্‌ব!
এই যে রাজমহলে হ'চ্ছে আনাগোনা,
ক'দিন বলেছি—
'একটি নথ কিনে এন না।'
তা কৈ? পোড়া কপাল! কাজ নাই মেনে—
মানে মানে—
কাটা কাণ চুল দে ঢেকে চ'ল্‌ব।
পোড়া কপাল—
আর কখন কিছু ব'ল্‌ব!

পুরোহিত। আরে কথা শোন্‌,
রোজকারপাতি ত বিলক্ষণ!
দেখ্‌ছি যে লক্ষণ—
বে' তো আর হ'চ্ছে না মূলে।
আছে কে ভরত শত্রুঘ্ন,
তাঁরা না আস্‌বে যতক্ষণ,
রাম লক্ষ্মণ ক'র্‌বেন্‌ না বিয়ে।
যদি রোজকারপাতি হয় ভারি,
নথ কি বলিস্‌? বে'কি দিতে পারি।
আর যজমান তো কেউ
দেয় না কড়া ধুয়ে।
দেখ্‌লুম ছোঁড়াটা খুব চট্‌পটে,
ধনুকখানা ধ'র্‌লে সেঁটে,
ফেল্লে ভেঙ্গে,
ধনুকভাঙ্গা আপদ গেল চুকে।
কোথাকার বেয়াড়া ছেলে,
কথাতে কি সেটা ভোলে,
ক'র্‌বে না বে', আছে দু-ভাই বে'কে।

পুরোহিত-পত্নী। ভাল, না হয় আর একবার যাওনা,
দু' কথা বুঝাও না,
বে' হ'লে ত দেবে আমায় নথ?

পুরোহিত। আরে তা' হলে আর কিছু কি চাই,
একেবারে দুঃখ ঘোচাই,—
ভারি ক'রে নথ গড়াব
লিখে দিচ্ছি খত্‌।
যাই একবার রাজসভায়,
গেছে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায়,
দেখি গে এল কি না এল দশরথ,
নিয়ে তার শত্রুঘ্ন আর ভরত।

পুরোহিত-পত্নী। আর দেখ,
বড় দেখে মুক্তো কিনে গড়িয়ে দিও নথ।
যাও তুমি রাজসভায়,
আমি জল আন্‌তে যাই।

[প্রস্থান।

পুরোহিত। ঘুচ্‌ল খানিক নথের বালাই,
ঘরের ভিতর ভ্যান্‌-ভ্যানানি,
তুল্‌তে পাই না হাই।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রবেশ

ব্রহ্মা। শুন পুরন্দর,
শশধরে পাঠাও সত্বর
মিথিলার সভাস্থলে,
নট বলি দেবে পরিচয়।
জনক-আলয়ে শশী,
বিবাহ যে দিনে,
সুরস সঙ্গীতে মোহিয়ে সভাস্থ জনে,
লগ্ন ভ্রষ্ট সুধাংশু করিবে,—
নহে রাবণ না হবে ক্ষয়,
শুভযোগ ক'রেছে নির্ণয়,
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—
মহাজ্ঞানী বিপ্রবর।
লগ্নে যদি হয় সম্প্রদান,
না হইবে আন—
রাম-সীতা হবে না বিচ্ছেদ।
জানকী-হরণ, হবে না কখন,
এ কথা জানিও স্থির।

ইন্দ্র। কহ বিধি,
যদি কুলগ্নে হে হয় সম্প্রদান,
কন্যার বয়ান পাত্র যদি নাহি হেরে?

ব্রহ্মা। সে আশঙ্কা নাহি কর তুমি,
কহি শুন পূর্ব্ব-বিবরণ,—
একদা গোলোক-মাঝে
আনন্দে আনন্দময় ত্যজি বাঁশী,
পীতাম্বর ধনু ধরি করে—
চারি অংশে বিহরিলা হরি:

দিগম্বর ভাবে হ'য়ে ভোলা—
বানরের বেশে লুটিল আসন-তলে,
আনন্দে রমেশ হাসিল ভোলার ভাবে,
হাসি হৃষীকেশ চাহিল রমার পানে!
জগন্মাতা জগতে আনন্দময়ী,
সাজিলা জানকী,
মুগ্ধ মদনমোহন মাধুরী নেহারি,
যত্ন করি বসাইলা বামে,
প্রেমে প্রশান্ত লোচনে,
প্রেমময় প্রেমময়ী
চাহিলা মহীর পানে,
রুদ্যমানা হেরিলা মেদিনী
রাবণের ডরে সতী;—
তেঁই ধরা-মাঝে বিরাজেন দোঁহে,
প্রেমময় রাম-সীতারূপে;
নয়নে নয়ন হইলে মিলন,—
গোলোকের ভাব উদয় হইবে আসি,
প্রেম-ফাঁসি বাঁধিবে দুজনে দৃঢ়-বাঁধে,
তাহে প্রেরিয়াছি আমি—
রতিরে জনক-গৃহে;
গেছে—
মদনমোহিনী ভুবনমোহিনী রূপে
সাজাইতে জানকীরে,
মোহিবারে মদনমোহন।
শুন সৈন্য-কোলাহল, আসিছে অযোধ্যাপতি,
শীঘ্রগতি করহ মন্ত্রণা,
লগ্ন-ভ্রষ্ট হেতু শশী যাক্ মিথিলায়।

[সকলের প্রস্থান।

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈন্য। যদি জানও যায়,
হত্তুকী কোন্ শালা খায়;
কোথায় ছাঁচি পান,
না, দিলে হত্তুকী কেটে।
২ সৈন্য। ও বামুন ভারি দাগাবাজ্!
১ সৈন্য। বেটার ভারি ঝাঁজ,
সৃষ্টির হত্তুকী বেটা ক'রেছে একচেটে।
২ সৈন্য। আ মলো! খাওয়ালে কি না কলা-মুলো!
১ সৈন্য। আরে ভুলো, তুই এগিয়ে এলি কেন?
২ সৈন্য। আরে রেখে দে তোর এগোন-পেছন,
হেঁটে হেঁটে পা ক'চ্ছে ঝন্-ঝন্।
১ সৈন্য। দেড়ে বেটাকে দেখে নেব—
যদি একলা পাই;
ব'ল্লে কি না বড় রসাল,
ভাব্লেম—দেবে কাঁঠাল,
তা নয় বুড়ো বার ক'ল্লে পাকা তাল;
গা শুদ্ধ ছোব্ড়া তা কি খাওয়া যায় ছাই,
দেখে নেব যদি এক্লা পাই।
২ সৈন্য। আবার চ'লেছিস্ জনক রাজার ঘরে,
তারও দাড়ি নেবেছে থরে থরে,
সে না তোফা কচি পেয়ারা খাওয়ায়?
১ সৈন্য। গোড়া থেকে যে লক্ষণ দেখ্ছি,
সবই শোভা পায়।
২ সৈন্য। আরে এত বামুনও থাকে বনে,
নিয়ে যাওয়া আছে কুটীরে টেনে,
এদিকে হাঁড়ি ঠন্ঠনে।
১ সৈন্য। এই বা কোন্ রাজার বেটা রাজা,
সব বুড়ো বামুনের কথা শোনে।
২ সৈন্য। তুই খুব ঘ্যান্-ঘেনে,
ঐ সৈন্য চল্লো ঈশান কোণে।
দেখ্ দেখি কত প'ল্লো ফের,
সাধে বলি এগুস্ নে।
১ সৈন্য। ঐ বুড়ো মুনি বেটার
পায়ে ধরুক্ ঝিনঝিনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

ভাবাবিষ্টা সীতা

রতির প্রবেশ

রতি। আহা মরি কি মাধুরী হেরি,
নয়ন ভরিল রূপে!
কমলারে কেমনে সাজাব,
কোথা রত্ন পাব,
রত্নাকর-সার রত্ন রমা।
জিনি কাদম্বিনী মুক্তবেণী,

কেশরাশি চুম্বিছে চরণতলে,
নখরনিকরে—
সুধাকর খেলে থরে থরে,
মরি হাসে শশীশ্রেণী—
শ্রীপদ নলিনীদলে.
সাদরে নলিনী ঘেরিতেছে কাদম্বিনী,
মরি অমল কমল, আঁখি ঢল ঢল,
মুখ নিরমল রঞ্জিত ঈষৎ রাগে,
অনুরাগে ভ্রমর ভ্রমিছে দলে
অন্ধ মধু আশে,
কেহ করে কেহ বা অধরে
কেহ বা চরণ-তলে.
নিরুপমা রমেশ-হৃদিবাসিনী.
পদ্মযোনি কেন বা প্রেরিল মোরে?
অন্যমনা রাজীবলোচন বিনা;
যেন স্থল-পদ্ম প্রভাতে অরুণ-আশে।
সীতা। কিবা অপরাধ ক'রেছি রাজীব-পদে,
গুণধাম, কি হেতু হইলে বাম,
দাসীরে কি ভুলিলে ধরায় আসি!
শ্যাম শশী আঁধার অন্তর,
পীতাম্বর ভুল না হে অবলায়.
দিন যায় যুগ মনে হয়,
যুগে যুগে কত বা কাঁদাবে আর।
অতল জলধিতলে ত্যজি আঁধনীরে,
পুরে নি কি বাসনা তোমার!
রতি। চেতন বিহীনা.
প্রাণ-পতি ধ্যানে রমা!
দেহ-উপবনে—
রামের চরণে নিপতিত প্রাণ-মন!
অচেতন চৈতন্যরূপিণী,
কেমনে সম্ভাষি তাঁরে,
ধীরে ধীরে গান করি বসি।

গীত

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন.
উন্মাদিনী কেন কাঁদে॥
দিন বহিল, আশা রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
দেখিয়া মোহিনু, সহিনু দহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পুজিনু,
প্রাণ গলায়ে, সুখ বিলায়ে,
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে॥

সীতা। কে তুমি রূপসি. বসি একাকিনী,
কর গান— পুনঃ তোল তান?
গীত তব সকরুণ.—
বল কার তরে প্রাণ তব ঝুরে.
কেন গাও বিষাদ-সঙ্গীত?
রতি। চিরদুখিনী কামিনী আমি.
ধনু করে পতি ফিরে
দিগ্বিজয় করি।
একাকিনী রহিবারে নারি.
পতি মাত্র সার,
কেহ নাহিক আমার,
কার কাছে কব মনোব্যথা.
যাই যথা—তথা ব'সে করি গান.—
কে তুমি সুন্দরি. পরিচয় দেহ মোরে।
সীতা। আমি সীতা।
রতি। জনক দুহিতা?
সীতা। হ্যাঁ।
রতি। শুনিয়াছি না কি বিবাহ তোমার?
সীতা। না. ধনু ভাঙ্গি রামচন্দ্র
গিয়াছেন চ'লে।
ভাল. তব কোথায় বসতি?
যদি গুণবতী—
দয়া করি রহ মিথিলায়,
সুধাব তোমায় কেন পতি তব.
যান সদা তোমা ত্যজি!
আমি রহি একাকিনী,
ভালবাসি শুনিতে কাহিনী.
ভগ্নী সম সদা সেবিব তোমারে।
রতি। কি হেতু মিনতি মোরে,—
বঞ্চি একাকিনী চিরদিন,
রব তব অনুরোধে মিথিলায়.
অমৃতভাষিণী তুমি।
সীতা। ভগ্নী বলি ডাকিব তোমারে।
রতি। না না. সখী ব'লে,
সম্ভাষিব পরস্পরে।
সীতা। ভাল সখি,
জান কি—অযোধ্যা কতদূর?
রতি। বহুদূর।
সীতা। পথে কোন আছে কি বিপদ?

রতি। না, কি হেতু সুধাও সখি,
বাসনা কি মনে তব অযোধ্যা যাইতে?
সীতা। যদি রাম ল'য়ে যান সাথে।
রতি। রাম কে?
সীতা। নাহি জান রামচন্দ্রে সখি!—
অযোধ্যার সমাচার না সুধাব আর।
বল' দেখি, কেন পতি তব
ভ্রমে দেশে দেশে?
রতি। দিগ্বিজয় করি ভ্রমে।
সীতা। দেখ, যাইতে নিষেধ ক'র'
অযোধ্যানগরে,
যদ্যপি সংগ্রাম বাধে রামচন্দ্র সনে,
তা হ'লে হইবে বিষম—
তাই সখি, করি মানা।
ভাল সখি—কি হেতু না যাও তুমি,
পতি পাছে পাছে?
রতি। সঙ্গে তিনি নাহি লন মোরে।
সীতা। দেখ সখি,
কেঁদ' ধরি পতির চরণে,—
তাহে যদি নাহি লন সাথে,
যেও অলক্ষিতে পশ্চাতে তাঁহার!
যদি ভগবতী করেন করুণা,
পাই যদি রঘুপতি পতি,
তিলেক না রব আমি তাঁহারে ছাড়িয়ে।
আহা! তুমি কত কাঁদ গো সজনি,
পতি বিনা একাকিনী।

জনক-রাণীর প্রবেশ

রাণী। ও মা, হেথা তুমি?
(রতির প্রতি) কে মা তুমি?
সীতা। মা গো সখী মম,
চল সখি, যাই ঘরে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

জনক ও সভাসদ্‌গণ

নটবেশী চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। নট-ব্যবসায়ী আমি
আসিয়াছি মিথিলায়,
অভিনয়ে তুষিবারে সভাজন।
ভ্রমি রাজ-সভাস্থলে,
অভিনয়-বলে সর্ব্বত্র সম্মান মম।
জন-মনোহর নাম, সুধার সাগর,
জন পুলকিত—প্রস্তর-হৃদয় গলে,
দৃশ্য সুবিকাশ, হৃদি তমোনাশ
উদিলে হে রঙ্গস্থলে।
কলঙ্ক আমার ভুবন প্রচার,—
ভ্রমি তারাকারা নারী সাথে,
কলঙ্কে না ডরি, জন-তমো হরি,
সুধী-পদধূলি মাথে।
যামিনী কামিনী নিয়ত সঙ্গিনী,
ভুবনমোহিনী নটী;
নিত্য অভিনয়, তার পরিচয়,
নাচি দোঁহে বেড়ি কটি।
দোঁহে ধীরি ধীরি রঙ্গস্থলে ফিরি,
নানা রস-রঙ্গে লীলা,
জন-হৃদি-মাঝে কি ভাব বিরাজে,
কুসুম-মিলিত শিলা।
ন্যায় সহ দয়া, ক্রোধ সহ মায়া,
কামে প্রেমে কত খেলা,
লীলা অবিরাম, নিত্যানন্দ-ধাম,
নিয়ত আনন্দ মেলা।
জনক। বড় ভাগ্যে পাইনু তোমারে মতিমান্,
যোগ্য সমাদর কর নটরায়,
বিশ্রাম করহ ক্ষণ।
[নটবেশী-চন্দ্রসহ একজন সভাসদের প্রস্থান।

একজন ভট্টের প্রবেশ

ভট্ট। বীর, ধীর সূর্য্যোপম দশরথ রাজা!

অলিন্দোপরি পুরস্ত্রীগণের গীত

পিলু বাঁরোয়া—কাশ্মিরী খেম্‌টা

দোর আটকা না লো, না হয় আনা গোনা।
কে আসে কি ভাবে যায় না জানা॥
ও মা কুলনারী, ছি ছি লাজে মরি,
ও লো সাম্‌নে এল, বল কম্‌নে সরি;
ও লো ছোঁয় না যেন, তোরা কর্‌লো মানা॥

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও সহচরগণের সহিত
রাজা দশরথের প্রবেশ

জনক। পবিত্র মিথিলাপুরী তব আগমনে।
দশরথ। এ কি কথা রাজর্ষি তোমার,
পবিত্র হইনু আমি তোমা দরশনে।

বিশ্বামিত্র। শিষ্টাচার আড়ম্বরে
নাহি প্রয়োজন আর,
কোলাকুলি কর দুই বৈবাহিক মিলি।
বশিষ্ঠ। বিলম্বে কি কাজ, প্রবেশ করহ পুরে,
শুভলগ্ন ভ্রষ্ট যেন নাহি হয়।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

জনক-রাণী ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ

১ পুর-স্ত্রী। ও মা এমন কি ঘটা,
আলো বা ক'টা,
আক্কেল নাই মিন্‌সে!
এর নাম কি ক'নে গয়না,
সব ঢিপ্‌সে ঢিপ্‌সে।—
২ পুর-স্ত্রী। আর এ গুলো ফঙ্গবেনে,
ফ'ুয়ে ফ'ুয়ে উড়্‌ছে।
৩ পুর-স্ত্রী। যেমন চাঁপাফুল মেয়ে,
তেমন সোনার চাঁদ বর বটে;
কিন্তু আর কিছু ভাল নয়,
গয়নাগুলো দেখে গা টা যেন পুড়্‌ছে।
৪ পুর-স্ত্রী। রাখ মেনে তোর কারিকুরি,
ও মা, এ কি সিঁতির ছিরি!
৩ পুর-স্ত্রী। যদি তোর দেশে না সেক্‌রা ছিল,
কোন্ পাঠিয়ে দিলি হেথা!
গড়িয়ে পাঠিয়ে দিতেম,
আমরা কি নিতে যেতেম,
পোড়া কপাল!
১ পুর-স্ত্রী। আগে শুভদৃষ্টি হ'য়ে যাক্,
তবে শুনিয়ে দেব দু'কথা।
৪ পুর-স্ত্রী। ও মা, ওর নাম কি ঝুম্‌কো বলে,
দেখে গা জ্বলে,—
ক'নে-কাণে এম্‌নি ভারী জিনিস সয়!
অসৈরণ সইতে নারি, তাই ব'কে মরি,
অমন হেলার জিনিস না দিলেই নয়!

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। ও গো এই নৈবিদ্দি খানায়
পড়েনি মোণ্ডা।
রাণী। নেও না, ওখানে র'য়েছে গণ্ডা গণ্ডা,
সাধে কি বলি সঙ!
পুরোহিত। আর সেই বাস্তুপুজোর কাপড় খান্?
রাণী। ঐখানে কাপড় সাজান থরে থরে,
ও মা এ কি ঢঙ!
পুরোহিত। বলি দক্ষিণেটা কি শেষকালে নেব?
রাণী। বলি দক্ষিণেটা আর কবে না দিয়েছি,
দেব গো দেব।
পুরোহিত। তাই ব'ল্‌ছি, হেথা নাই।
রাণী। দূর হোক—পারিনে ছাই।
এই রাজা মিন্‌সে করে যত বালাই।
এক্‌লা মানুষ মা ঘুরে ঘুরে মলেম,
এই সীতেকে ডাক্‌তে
পুকুর-ঘাটে গেলেম,
আবার এলেম,—
আবার ডাকাডাকি ক'চ্চে, চ'ল্লেম!
আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধ'রে গেল মা,
আর পারি নে মা,
তোরা একবার আয় না গা,
বরণ-ডালাখানা ক'র্‌বি।
[সকলের প্রস্থান।

সীতা ও রতির প্রবেশ

সীতা। অলঙ্কারে কি কাজ তাহার,
রাম যার কণ্ঠহার,
প্রাণ আমার বিকাইবে তাঁর পায়।
ভাল সখি,
কোথা তুমি শিখিলে সাজাতে?
রতি। শিখেছি পতির কাছে।
শিখিয়াছি রমণী-নয়নে
কজ্জলের ছলে রাখিতে গরল-রাশি,
প্রেম-ফাঁসি রঞ্জিত অধরে,
বেণী বিনাইয়ে ফণিনী সমান,
বাঁধিতে পুরুষ-প্রাণ।
কেবা বলবান খুলিতে বন্ধন,
কাতরে লুটায় পায়।
সীতা। কহ সখি, কি কথা তোমার,—
রামচন্দ্র লুটিবেন পায়!
এলাইয়ে দেহ মোর বেণী,

দেহ সাজাইয়ে,—
যাহে দাসী বলি লন গুণমণি।
রতি। সখি, জান না সরলা তুমি,
পুরুষ কঠিন অতি!
ঠেকেছি শিখেছি,
সঁপি প্রাণ পতি-পদতলে:
পায়ে ঠেলে দাসী তাঁর,
চ'লে যান যথা তথা,
মনোব্যথা ব'লেছি তোমায়।
সীতা। যদি পতি মোরে ঠেলেন চরণে,
রব তবু পদতলে,
আঁখি-জলে ধোবো পা দু'খানি,
মম গুণমণি কৃপা করিবেন তাহে।
শুনেছি সজনি, দয়ার সাগর রাম,
অবলায় বাম নহিবেন তিনি কভু,
দেহ বেণী ঘুচাইয়ে মোর।
রতি। এ বেণী কি ঘুচাব সজনি,
কাদম্বিনী-শ্রেণী বিনায়েছি সযতনে,
ফুলমালা বিজলি খেলিছে,
হৃদয়ের চাঁদে অবাধে বাঁধিবে তায়;
প্রাণ বিকাইয়ে পায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে রবে সুখে চিরদিন!
রূপ-ফাঁদে না বাঁধিলে সই,
পুরুষ কি রয় স্থির?
মলিনী নলিনী না সম্ভাষে মধুকর,
সুখ-সরোবর কলেবর,
লাবণ্য-সলিল তায়,
যৌবন-কমল হাসে,
মধু-আশে রহে বাঁধা মধুকর।
সীতা। সখি,
হেন মধুকরে আদরে কি ফল বল?
দিনমণি সম রাম রঘুমণি,
মলিনী নলিনী নাহি করিবেন হেলা,—
স্বামী কি ঠেলেন কভু সতীরে চরণে?
কুরূপার সতীত্ব ভূষণ।
বেশে মুগ্ধ—ব্যভিচারী যেই!
জিতেন্দ্রিয় রাম গুণধাম,
প্রেম বিনা কে পারে কিনিতে।

জনক-রাণীর প্রবেশ

রাণী। আয় মা জানকী তোরা,
অভিনয় হবে সভামাঝে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা—সম্মুখে রঙ্গমঞ্চ

জনক, দশরথ, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণ, রাজাগণ, সভাসদ্‌গণ প্রভৃতি আসীন

পণ্ডিত ও ছাত্রগণের প্রবেশ

১ পণ্ডিত। ব্রক্ষণ ব্রক্ষণ ব্যাকরণ লক্ষণ,
সবর্ণে নাক দীর্ঘ
অর্থাৎ স বর্ণেন সহ।
২ পণ্ডিত। আরে রহ রহ রহ।
আরে ভট্‌চাজ্‌, শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে—
আকরে পদ্মরাগানাং।
১ পণ্ডিত। আরে নেও না ব্রক্ষণ ব্রক্ষণ,
বিদ্যারত্নং মহাধনং।
২ পণ্ডিত। আরে বিদ্যার জাঁক ক'রো না,
যাও।
১ পণ্ডিত। এ যে দেখ্‌ছি ভারি দুর্জ্জন,
আমি বিদ্যাবাগীশ বাচস্পতি,
আমায় এসে বিদ্যার নাড়া দাও!
শ্লোক না প্রণিধান ক'রে
একটা কচ্‌কচি তুল্‌ছ;—
শাস্ত্রে ব'লছে—হস্তী হস্তা।
১ ছাত্র। ভটচাজ্জি ম'শায়, তর্ক রাখ,
বিদেয়ের ব্যবস্থা।
১ পণ্ডিত। আরে বেল্লিক, শাস্ত্র-আলাপ
হোক।
২ ছাত্র। তবে হস্তী হস্তা ব'লে
গিল্‌ছ কেন ঢোক্‌!
চূড়ামণি ম'শায়,
ঘড়াটা না হয়, আমি দাঙ্গা ক'রে নেব।
১ ছাত্র। বিদ্যাবাগীশ খুড়ো, তর্ক তো হ'ল,
এদিকে ব'ল্‌ছে ঘড়াটা নেব।
নেবে—এস—
আমিও কোন্‌ পেচ্‌পা,
গালে চড় লাগিয়ে দেব।
২ ছাত্র। আয়—পাছাড় লাগ্‌বি তো আয়।
১ ছাত্র। মারবো থোব্‌না সেঁটে কিল,
দেখি শালা কত জোর তোর গায়।
২ ছাত্র। তুমি আমায় চেন না,
আমি বিদ্যে-মুদ্গর ম'শর চেলা।
১ ছাত্র। আমি বিদ্যে গজপতির
টোলের পোড়ো,
আমায় চেন না শালা!

৩ পণ্ডিত। আরে স্থিরো ভব—স্থিরো ভব,
কলহে কি প্রয়োজন?
২ ছাত্র। আরে রেখে দাও তোমার টিকিনাড়া,
সাত সের ঘড়ার ওজন।
জনক। যথাযোগ্য বিদায় করিব জনে জনে,
না কর বিবাদ কেহ,
স্থির ভাবে দেখ ক্ষণ অভিনয়।

রঙ্গমঞ্চোপরি চন্দ্র ও নটীর প্রবেশ ও গীত

আ মরি হাসিছে কিবা সভা মনোহর!
বিরাজে রসিকব্রজ অশেষ গুণ-আকর॥
রঞ্জিত রসিক-চিত, নব-রস-বিভূষিত,
হইতেছে বিচলিত সভয় অন্তর॥

সমুদ্রমন্থন অভিনয় আরম্ভ—ধন্বন্তরির উত্থান

গীত

ব্রহ্মরূপা সুধা গরল কি নাম তোমারি?
মোহিনী মোহিনী মাধুরী নেহারি।
দম্ভে ঝম্পে ভূত কম্পে,
পীড়ন পীড়া ভীষণ,
ত্রাহি মে ত্রাহি মে—
মানব-তাপহারী॥

ব্রহ্মা। ঔষধ দানিল রত্নাকর
লোক-হিত হেতু,
নরে আমি করিনু প্রদান।
অসুর। বাঁট ব্রহ্মা, সসজ্জ র'য়েছি সবে।

লক্ষ্মীর উত্থান

গীত

কিবা কমলে গঠিত হেম মাধুরী,
বদন কমল হাসে।
হেম কমলিনী, কমলবাসিনী,
কমলা কমলে ভাসে॥
মধুর লহরী আঁখি,
প্রাণ রাখি রাঙ্গা পায়,
মন-প্রাণ মধু-আশে॥

ব্রহ্মা। নারায়ণ এ'র অধিকারী।
অসুর। কন্যা রাখ সবাকার আগে,—
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত আদি
কিছু না কহিনু তায়;
ঔষধ দানিলে নরে,
তাহে না কহিনু কথা,
কন্যা না ছাড়িব কভু।

শ্রীরাম। আমার আমার,
কার অধিকার আর—
কে হরে এ হারানিধি,
চক্রে খণ্ড খণ্ড করিব ব্রহ্মাণ্ড,
ফিরে দে রতন মম।
দশরথ। এ কি!
কেন রাম হইল এমন?
বশিষ্ঠ। কহ চক্রি, কোথা চক্র তব,
ধনুর্ধারী রাম তুমি!
(জনকের প্রতি) মহাশয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।
(স্বগত) অখণ্ড তোমার বিধি,
হে বিধাতা—
ক্ষুদ্র আমি—লঙ্ঘিব কেমনে।
দশরথ। কেন রাম হইল এমন?
বশিষ্ঠ। না হও চঞ্চল রাজা,
আছে তত্ত্ব, কহিব পশ্চাৎ:
রাজঋষি, শীঘ্র কর কন্যা সম্প্রদান।

[ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

২ ছাত্র। বলি ও বাচস্পতি খুড়ো,
চারচাট্টে মেয়ে ক'ল্লে পার,
কি ঠাওরাচ্ছ ঘড়ার?
১ ছাত্র। এ ঘড়া কে নেয় আর!
২ ছাত্র। তবে রে শালা,
এ কি নৈবিদ্দির কলা,
যে পেলি পেলি, একটা ছেড়ে দিলেম।
৩ পণ্ডিত। হায় হায় আমি বুড়ো হ'য়েছি,
গায়ে বল নাই,
আমি মারা গেলেম।

[পরস্পরের ঘড়া লইয়া দাঙ্গা,
"কোথা যাও—রেখে দাও, রঃ"
ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রস্থান।

দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ

১ ভৃত্য। কেমন হ'চ্ছিল গান,
ছোঁড়াটা ক'ল্লে ভ্যান ভ্যান্।
২ ভৃত্য। আবার সব সরাতে হবে,
এখানে ব'সে বামুন খাবে।
১ ভৃত্য। রাজার বাড়ী চাকরি,
বড়ই ঝকমারি।
২ ভৃত্য। তাই কি ছাই রাজার মত রাজা,
বল—'সোনার ডিপেয় আন ছাঁচি পান।'
না বল্লে—'আন কুশাসন খান।'

১ ভৃত্য। বল—'নে আয় নাচ্‌নাওলী'
ব'সে শুনি গান;
বাজারে বাজারে খানিক ঘুরলুম,
না হুকুম হ'লো—
'কলার পেটো কর্ খান খান'।
২ ভৃত্য। ওরে শালা, এটা ভেতোর
বাগে টান্।
১ ভৃত্য। ওরে ম্যাড়া, এটা টেনে জড়া।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

দুই জন সৈন্যের প্রবেশ

১ সৈন্য। এমন কি গান—
এতই কি তার সর্‌গরম।
২ সৈন্য। হাতীটে উঠ্‌ল বটে হাতীর মতন।
১ সৈন্য। আর দেখ্‌লি নি কাজে খতম,
যখন ঘোড়া উঠ্‌ল ঠেলে।
২ সৈন্য। গানগুলো বড় আচ্ছা নয়,
খ্যাম্‌টাতে লাগাতে হয়।
১ সৈন্য। যা বল—ঐ উঠ্‌ল ঘোড়া,
আর সব কিছুই নয়,
তুমিও যেমন!
২ সৈন্য। কিছুই নয়, গেঁজেলি কারখানা।
১ সৈন্য। ওরে আয়,
তবু খানিক হ'লো প্রাণ ঠাণ্ডা,
মোণ্ডা নে যাচ্চে গণ্ডা গণ্ডা।
২ সৈন্য। আর দেখ্‌ছিস্ নে—
বামুনগুলো খুব ষণ্ডা,
মারামারি ক'রে নেছে।
আর আমাদের দফা এবার রফা।
১ সৈন্য। সত্যি ভাই,
দেখে কলার বাস্‌নার ধুম,
কাল থেকে হয়নি আমার ঘুম।
২ সৈন্য। বামুনগুলো খুব ষণ্ডা বটে,
আহা খুব লোটে:
বেস্ বেঁটে খেঁটে
সিদে এল গেল,
ঘুর্‌লে ফির্‌লে
নাচ্‌লে কাঁদ্‌লে।
১ সৈন্য। আমাদের নয় ত,
খালি ক্ষিদেয় পেট্টাই কাঁদ্‌লে।
২ সৈন্য। পা'টাতে ধ'র্‌লো ঝিন্ ঝিনে!
১ সৈন্য। লড়াই হ'লো জিৎলুম,
লুটবো,—
না রাজার হুকুম, গর্দ্দান ধ'র্‌লে টেনে।
২ সৈন্য। ঐ লক্ষ্মণ ঠাকুর রাজা হয়,
বেরোয় দিগ্বিজয়—খুব লুটি!
১ সৈন্য। আর রাখ ভিরকুটি,
দেখেছিস্ লুচির মোট্‌টি!
আয় লুটি যা থাকে কপালে,
যাব গর্দ্দান ফেলে;
জানিস্ তো বন দে যেতে হবে ফিরে,
রাখ্ না কিছু থোলেয় ভোরে।
২ সৈন্য। কাজ নেই বাবা জমাদারের ঠেলা,
থাক্‌লেই লোভ বাড়্‌বে, চল—পালা।
১ সৈন্য। তোর যেমন ছাতি নাই,
তোর সঙ্গে থাকে কোন্ শালা।
[উভয়ের প্রস্থান।

নিমন্ত্রণভোজী পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকাগণের
খাবার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ

১ স্ত্রী। ও মিন্‌সে, এদিক দে আয় না!
১ পুরুষ। বলি ক্ষীরের তিজেল সাম্‌লা,
শালী তুল্‌লে বায়না।
১ স্ত্রী। আমি কেমন ক'রে
দয়ের মাল্‌সা সাম্‌লাচ্ছি,
খোকা কচি।
২ পুরুষ। খুড়ো বড় চ'ল্‌চ খর।
৩ পুরুষ। আরে ভেড়ো ব্যাটা,
তোদের এই খাবার বয়েস,
বিশ গণ্ডা লুচি খেয়েই ক'চ্চিস্ ধর ধর।
২ পুরুষ। মোণ্ডার ওড়াও এড়িচি,
ক্ষীর বাইশ কড়া।
৩ পুরুষ। ছোঁড়া, না খেয়েই ত—
হ'য়ে যাচ্চিস্ দড়া।
৪ পুরুষ। খুন খারাপস্তু, খুব
খাওয়ালে বাবা!
৫ পুরুষ। ভাব্‌ছি চাট্টে মেয়ে, একেবারে
সাল্লে।
১ ছেলে। বাবা, ভূতি কাপড় খারাপ ক'ল্লে।
৫ পুরুষ। সাল্লে বেটী—সাল্লে।
ভূতি। বাবা, আমি নয়—দাদা।
৫ পুরুষ। শীগ্‌গীর শীগ্‌গির চ'লে
আর গাধা।

১ স্ত্রী। পোড়ারমুখো ছেলে।
গিল্‌তে হয়—
আর দিতে হয় উগ্‌রে ফেলে,—
আমি ধুয়ে ধুয়ে রাখ্‌তেম।
ভূতি। আর আমি চিৎ হ'য়ে
বাপ্‌ বাপ্‌ ডাক্‌তেম।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ছাদনাতলা

বর-কন্যা, জনক-রাণী, পুরস্ত্রীগণ,
নাপিত ইত্যাদি

১ স্ত্রী। ওলো ঘোর না।
২ স্ত্রী। আ মর্‌, সর্‌, না।
রাণী। এক্‌লা কি সব সাম্‌লাতে পারি,
ধর না।

স্ত্রীগণের বরণকরণ ও নেপথ্যে হিজড়ার গান

গীত

ও মা ন্যাংটা জামাই আমার
আই আই আই লো
ভাঙে ঢুলু ঢুলু আঁখি, কপালে ছাই লো।
ওমা লাজের কথা, আমার স্বর্ণ লতা
দিলে খেপা বরে,
ওলো ভাবি তাই,—
একে খেপা মেয়ে তাতে খেপা বর,
কেমনে দু'জনে ক'র্‌বে ঘর;
বর দিগম্বর,
ওলো সর্‌ সর্‌ সর্‌ লো।
আই মা সরমে মরমে ভাই,
ঘোম্‌টা টেনে মেনে স'রে যাই।

নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক ত স'রে যাও।
১ স্ত্রী। পোড়ারমুখ' মিন্‌সে—গলা
দেখেছ।
নাপিত। স'রে যাও!
১ স্ত্রী। গলার মাথা খাও।
নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক ত স'রে যাও,
নইলে আমার মত হাত হবে।
১ স্ত্রী। তোর মাগ কবে তোর মাথা খাবে?
নাপিত। ভাতে হাত দিতে ছায়ে হাত দেবে।
১ স্ত্রী। যমরাজা তোকে শীগ্‌গির নেবে।
রাণী। কড়ি দে কিন্‌লেম, দড়ি দে বাঁধ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা কর তো বাপু।
১ স্ত্রী। ও মা ছি ছি, ভ্যা কর্ত্তে জান না,
তোমরা অজ রাজার নাতি।
নাপিত। ভ্যা ক'রে ডাক' ফুলিয়ে ছাতি,
এই নেও ভ্যা—

বর-কন্যার শুভদৃষ্টি

শ্রীরাম। মরি মাধুরী নেহারি পরাণ পূরিল,
হৃদি বিকাশিল আজি!
আশে হৃদিবাসে প্রাণ ব্যাকুল চাহে,
মন মোহে, সাধ—ধরি পদ হৃদিমাঝে।
সীতা। যেন নীল-কমল আঁখি,
কি বলে কি বলে,—
প্রাণ দেখাইয়া কহ আঁখি,
রেখ' নাথ চরণকমলে!
[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে।— গীত

নাগর গুণমণি কেরে,
মরি বালাই নিয়ে,
হেরি মাধুরী মদনে দহে হিয়ে!
মুখ হাসি হাসি, মরি শ্যামশশী,
প্রাণে লাগে ফাঁসী,
সাধ—সাথে ফিরি পদে বিকাইয়ে,
বনমালী নিয়ে কুলে কালি দিয়ে।

পুরোহিত তৎপশ্চাৎ তৎপত্নীর প্রবেশ

পুরোহিত। লগ্ন হ'ল পণ্ড, রাজা নয়
কুষ্মাণ্ড,
বের দিন দিলেন ঘোড়ার নাচ—
যা হোক শুভ কর্ম্ম হ'য়ে গেচে।
পুরোহিত-স্ত্রী। ওগো, আমার নথের কথা ত
মনে আছে?
পুরোহিত। দুপুর রেতে,
মাগী নথ নিয়ে ফেল্লে প্যাঁচে।
[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

বাসর-ঘর

শ্রীরাম, সীতা, রতি ও পুরস্ত্রীগণ

১ স্ত্রী। যদি হে রসিক হও তো
খুঁজে নাও,
এই ঘরেই আছে ক'নে।

শ্রীরাম। বল গো আঁধারে আমি খ‍ুঁজিব
কেমনে!

২ স্ত্রী। আঁধারে হে ডর' তুমি,
সাগরে গহ্বরে রত্ন হেতু যায় লোক;
সংসারের সার রতন তোমার,
খ‍ুজে নিতে নার' ভাই?

সীতা। (জনান্তিকে) ছি ছি আঁধারে যদ্যপি
ছোঁন পায়।

রতি। কেন ড'র তুমি সুলোচনে,
কি হেতু শিহর?
কুতূহলে সতী-পদতলে দিক্‌বাস,
শ্যামা-রাঙা-পদ আশ তাঁর।

সীতা। (মৃদুস্বরে) ছি ছি! নাথ ছুঁও না—
ছুঁও না।

রতি। সখি,
কার্য্য মম হ'ল সম্পূরণ,
বিনায়েছি বেণী গুণবতী,
প্রাণপতি হের পদতলে।

জনক-রাণীর প্রবেশ

রাণী। ও মা,
তোরা সব বর-ক'নে নে আয়,
ভোরে ভোরে বর যাবে চ'লে।
এর পর বারবেলা,
বর পাঠাব না বারবেলায়।
[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

দশরথ, জনক, বশিষ্ঠ, সভাসদ্‌গণ, ভাটগণ ও সমারোহ করিয়া লোকগণের একদিক দিয়া এবং বরবেশী রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও কন্যা-বেশী সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি, জনকরাণী, পুরস্ত্রীগণ ও যৌতুক-দ্রব্যাদিসহ বাহকগণের অন্যদিক দিয়া প্রবেশ

সকলে। জয় সীতারাম!

১ ভাট। দাতার ব্যাটা হয় তো দেয়,
ও বশিষ্ঠ,
ওর ঘরে মহা অন্নকষ্ট।

২ ভাট। আর এই কানা সুক্কুল।

বশিষ্ঠ। আঃ, তোমরা যে ক'ল্লে হুলস্থূল।

দশরথ। দেহ ঋষিরাজ,
যেবা যাহা চায় ধন,
অকাতরে কর বিতরণ,
আনন্দের দিন মম,
অপুত্রের পুত্রের বিবাহ,
নিরুৎসাহ নাহি রহে কেহ।

জনক। ছিল যা আমার রতনের সার,
সমর্পণ করিলাম চারিজনে,
রেখ' যতনে ঋষির ধন।

রাণী। ও মা,
মা ব'লে কি ভুলিলে মা এতদিনে,
দিয়ে পরে কেমনে গো রব ঘরে?

সীতা। ও মা!

জনক। নেও, শীগ্‌গির নেও,
বারবেলা প'ড়্‌লো ব'লে।

২ ভাট। ও রে, বর-ক'নে তো চ'ল্‌লো।

১ ভাট। আমি অযোধ্যায় যাব।

দশরথ। চল, ছড়াইয়ে রত্নধন পথে,
যেবা পারে লউক কুড়ায়ে।
হে বশিষ্ঠদেব,
দেখ বুঝি আসেন ভার্গব।
আসিছেন সশস্ত্র হেথায়,
শঙ্কা হয় হেরিয়ে বদন,
না জানি কি অপরাধ করেন গ্রহণ!
ক্রোধনস্বভাব অতি,
ক্ষত্রকুলান্তক নাম বিদিত জগতে।

বশিষ্ঠ। মহারাজ,
কর তুষ্ট বিনয় বচনে।

সশস্ত্র পরশুরামের প্রবেশ

দশরথ। প্রভু,
বহু কৃপা তব মম প্রতি,—
শুভদিনে পাইলাম চরণ দর্শন।
আজি শুভযাত্রা মম,
সকলি হইবে শুভ ঋষি-দরশনে।

পরশুরাম। শুনিলাম বীর্য্যবান্ তনয়
তোমার—
ভাঙিয়াছে হরধনু,
পণে জিনি লভিয়াছে জনকনন্দিনী,
অতি বীর্য্যবান তনয় তোমার,—
নহে কি রেখেছ তুমি রাম নাম তার?

মম নাম ভৃগুরাম বিদিত জগতে,
দাশরথি রাম নামে ঢাকিবে সে নাম।
বশিষ্ঠ। স্বস্তি।
দশরথ। প্রভু,
দেব নামে পুত্র নাম রাখে সর্ব্বজন,
সেই হেতু রাম নাম পুত্রের আমার।
ভৃগুরাম-দাস মম রাম।
পরশুরাম। না না, বলবান তব রাম,
কই রাম—কোন জন?
শ্রীরাম। দাস তব সম্মুখে ব্রাহ্মণ,—
আশীর্ব্বাদপ্রার্থী তব পায়।
পরশুরাম। তুমি রাম?
ভাঙ্গিয়াছ শিবদত্ত ধনু মম?
শ্রীরাম। পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি ব্রাহ্মণ-প্রসাদে।
পরশুরাম। না না, মহাবল পরাক্রান্ত তুমি,
শিবদত্ত মম ধনু না ভাবিলে মনে,
ভাঙ্গিয়াছ ধনু বাহুবলে!
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ নহে বড় কথা,
পার যদি নোয়াইতে এই ধনু মম,
বীর বলি করিব বাখান,
নহে ধনুর্ভঙ্গ-অপরাধে না পাবে নিস্তার,
পুনঃ ক্ষত্র-রক্তস্রোতে তৃপ্ত হবে ধরা!
দশরথ। প্রভু,
অজ্ঞান বালক,
অপরাধ করুন্ মার্জ্জনা।
পরশুরাম। ক্ষত্রিয় অজ্ঞান চিরদিন,
পশুসম হিতাহিত জ্ঞান-বিবর্জ্জিত,
নরহত্যা-পাপ নাহি বাধিলে দুর্জ্জনে।
বশিষ্ঠ। ঋষি তুমি,
ক্ষান্ত হও বালক বুঝিয়ে।
পরশুরাম। বৃদ্ধ শিশু নাহি ক্ষত্রিয়ের,
সবে সম অনাচার!
নহি আমি যাজক ব্রাহ্মণ,
প্রত্যাশা না রাখি কার!
শ্রীরাম। মার্জ্জনা-ভিখারী আমি—যদি অপরাধী,
কিন্তু
রুষ্টভাষ কিবা হেতু কন পুরোহিতে?
যাজন বিপ্রের ক্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের ধনুক ধারণ,
ব্রাহ্মণের ক্রিয়াভ্রষ্ট নন মুনিবর।
পরশুরাম। পিপীলিকা—উঠিয়াছে পাখা,
দেহ গুণ এ ধনুকে বুঝি তব বল।
লক্ষ্মণ। তুচ্ছ কার্য্য অস্ত্রধারী দ্বিজ!
শ্রীরামের দাস আমি,
দেহ ধনু, অবহেলে করি গুণদান।
পরশুরাম। রাজা দশরথ,
বুঝি এটী পুত্র তব?
দোঁহে বলবান্।
ভরত। আর দুই পুত্র মোরা দোঁহে।
শত্রুঘ্ন। সবে মোরা শ্রীরামের দাস।
দশরথ। এ কি সর্ব্বনাশ!
বশিষ্ঠ। ক্ষান্ত হও, মহারাজ!
পরশুরাম। কার সনে ক'স্' কথা বুঝিস্ কি মূঢ়?
লক্ষ্মণ। অস্ত্রবাহী ব্রাহ্মণের সনে।
প্রণাম চরণে,
নিজ স্থানে করুন গমন।
পরশুরাম। নিঃক্ষত্র ক'রেছি ধরা তিন সাত বার।
লক্ষ্মণ। হয় নাই সেই কালে রামের জনম।
পরশুরাম। ভাল, ভাল—
(শ্রীরামের প্রতি) তুমি রাম?
অতি বলবান্,
দেহ গুণ ধনুকে আমার।
শ্রীরাম। দিব গুণ,
দেন শর—করিব যোজন।
পরশুরাম। ভাল ভাল, এই লহ বাণ,
গুণ দিয়া কর শীঘ্র ধনুকে সন্ধান।
শ্রীরাম। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
কহ দ্বিজ, কোন স্থানে এড়িব এ শর?
বিফল হবে না মম বাণ-সংযোজন,
অমর মরিবে অস্ত্রাঘাতে—
কহ কোথা করিব সন্ধান?
পরশুরাম। এ কি! কে এ অদ্ভুত শিশু!
কেবা তুমি বালক-আকারে
দেহ মোরে পরিচয়।
অজ্ঞান অধম
চিনিতে নারিনু আমি।
শ্রীরাম। বিস্মৃত না হও মুনিবর,
আমি মাত্র নিমিত্ত ধরায়,
দেবকার্য্যে শরীর ধারণ;
কিন্তু বুঝ তত্ত্ব ঋষিরাজ,
জ্ঞানবান্ তুমি,
যেই কালে নিঃক্ষত্র করিলে,

ক্ষত্রগণ ছিল অত্যাচারী।
নিরীহ ব্রাহ্মণগণে করিত পীড়ন।
নারায়ণ দানিলেন বল তব ভুজে,
দীননাথ তিনি,
দীন ব্রাহ্মণ-রক্ষণে—
নারায়ণ-বলে বলী হৈলা সেই কালে,
ক্ষত্রিয় করিলা জয় নারায়ণ-তেজে।
কিন্তু এবে সেই তেজ নাহিক তোমার,
ব্রাহ্মণ-রক্ষক নহ- মানব-পীড়ক।
মিথিলায় পণ শুনি আইলা রাজগণ,
ধনুর্ভঙ্গে হইল উদ্বাহ;
করি উদ্বাহ সমাধা—
যাইতেছে বালক ফিরিয়ে,
ভাব বলবান্ তুমি,
সেই হেতু আসি মিথিলায়,
চাহ তুমি দমিবারে নির্দ্দোষ বালকে,
নারায়ণ-তেজ আর নাহি তব ভুজে।
এবে তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ
ধর্ম্ম নষ্ট হিংসায় তোমার;
হিংসার প্রভাবে—
বিপ্রতেজ ক্ষুন্ন তব দেহে।
কহ, কোথায় ত্যজিব শর?

পরশুরাম। নহে মম তেজ ক্ষুন্ন ওহে নারায়ণ,
পাইয়াছি সাক্ষাৎ দর্শন,
মম সম তেজীয়ান্ কেবা আর ভবে?
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ মম কর তব শরে,
নহি আর স্বর্গের প্রয়াসী,
ব্রহ্মপদ করি তুচ্ছ জ্ঞান,
পেয়েছি পরম পদ আর কিবা চাহি!
দীননাথ তুমি,
তেজোহীন দীন আমি আপনি কহিলে,
দীন জনে ত্যজিতে নারিবে।
কলঙ্ক রটিবে তব দীননাথ নামে,
এ-দীন ব্রাহ্মণে যদি ত্যজ দয়াময়!

শ্রীরাম। নহ দীন, হে প্রবীণ, অবতার তুমি,
তব দেহে নারায়ণ করিয়া আশ্রয়
করিলেন ক্ষত্রকুল ক্ষয়,
মহাপুণ্য জগতে রহিবে।
শক্তি সহ মিলি ক্ষমা অতুল শোভিবে,
পরিত্রাণ পাবে নর তব দরশনে;
যাও, দেব, নিজ স্থানে।

পরশুরাম। পূর্ণ মম কার্য্য এত দিনে—
ইষ্টলাভ মম।
প্রণমিয়ে ইষ্টদাতা শিবে
নির্জ্জনে করিব ধ্যান ইষ্টের চরণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

দশরথ। চল, চল—
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কি জানি কি ঘটে পথে।

সকলে। জয় সীতারাম!

যবনিকা পতন

রাবণবধ

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য]

(৬ই শ্রাবণ ১২৮৮ সাল, ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

"নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ-চূড়ামণি।"

*   *   *

"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

*   *   *

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
সি. এস. আই. মহোদয় শ্রীচরণেষু—

দেব!
ক্ষুদ্র যজ্ঞের ফলাফলও যজ্ঞেশ্বর হরিতে অর্পিত হয়। এ দৃশ্য-কাব্যখানি জন-পালক রাজ-করে অর্পণ করিলাম। মহাত্মন! নিজগুণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুদ্র হইলেও ভানু-করেই বিকাশ পায়। ইতি—

কলিকাতা, বাগবাজার
১২৮৮ সাল

সেবক
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

ব্রহ্মা। মহাদেব। ইন্দ্র। অগ্নি। রাম। লক্ষ্মণ। হনুমান। সুগ্রীব। অঙ্গদ। রাবণ। বিভীষণ। শুক। সারণ। মন্ত্রী, তাল, বেতাল, বানর-সৈন্যগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, রাক্ষসদূত, রাক্ষস-সৈন্যগণ, প্রমথগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

দুর্গা। কালী। সীতা। নিকষা। মন্দোদরী। সরমা। ত্রিজটা, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

রাবণ, নিকষা ও সেনানায়কগণ

নিকষা। ধর বৎস,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে, তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ, জেনেছ পুত্র-শোক,
জেনে শুনে কেন—মহাজ্ঞানী তুমি—
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে!
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজ-ধর্ম্ম করহ পালন।
দমিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যমে কুবের বরুণে,
নহে দর্পী রঘুপতি—
ত্রিভুবনপতি! কি কারণে তবে
বিবাদ তাহার সনে?
উচ্চ আশা তব, নাশিবে নরককুণ্ড,
স্বর্গের সোপান গঠিবে বাসনা মনে;
ভুলিয়াছ হেন উচ্চ আশা
মাতিয়াছ কি ছার রণে?

অধর্ম্মের জয় কভু নয়,
তাই ছার নরের সংগ্রামে
হতশ্রী এ স্বর্ণলঙ্কা!
দম দুষ্টজনে, প্রজার পালনে হও রত;
দেহ ফিরে ভিখারীরে ভিখারীর ধন।
রাবণ। মাতঃ! ক্ষমা কর মোরে।
নাশিয়াছি নিজ বুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিতে,
মহারথী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে,
মহাপাশ দেবত্রাস অতিকায়,—
সে মহীরাবণ—কাঁপিত ভুবন যার ডরে।
হ'ল সর্ব্বনাশ, এবে রাজ্য আশ
করিব কি সুখে, কহ তা জননি মোরে!
পুত্রের কল্যাণ করিতে বিধান
এসেছ জননী তুমি;
তিনলোকে, কহ মাতঃ,
লক্ষ পুত্র-শোকে কার প্রাণধৈর্য্য ধরে?
শাসন করিব দেবরাজে পুনঃ কার তেজে,
নাহি মোর ইন্দ্রজিত,
বধিয়াছে তারে দুর্জ্জয় বানর নরে!
শূন্য নিদ্রাগার, নাহি কুম্ভকর্ণ আর,
আর কি শমন ডরিবে আমায় মাতঃ!
বীরবাহু ছিন্নবাহু সাগরের তীরে।
ত্যজি মান, এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে, মাতঃ!
তিনলোক-ত্রাস দুর্জ্জয় রথীন্দ্রবৃন্দ,
ছার নর বানরের রণে
ত্যজিয়াছে কলেবর,—
প্রতিশোধ নাহি দিয়ে তার,
বুজা'ব নরককুণ্ড!
স্বর্গে সুখ কি আমার চক্ষে!
পুত্রশোকে তাপিত মা আমি,
ইন্দ্রজিত পুত্র হত! তবে কি কারণে
স্বর্গের সোপান গঠিব জননি!
গ্রহ তারা নভঃস্থল—
কম্পিত শমন পুরন্দর আদি—
হেন দর্প দিব বিসর্জ্জন ভিখারীর পায়!
যবে ধরি ধনু করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হয়েছে স্থির?
যদি যায় প্রাণ মাতঃ! কর গো কল্যাণ,
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে,
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়!
আর বুঝা'ও না—বুঝাইলে মাতঃ!
অবুঝ-সন্তান একবার হ'ব গো জননি!
যাও ফিরি নিজগৃহে—
(সৈন্যগণের প্রতি)
বাজাও দুন্দুভি,
লঙ্কাপুরে নর-বানর-সমরে,
জীবিত যে আছে যথা সাজুক সত্বরে;
দেখুক জগৎ—
কি হেতু রাক্ষসগণ ভুবন-বিজয়ী।
ঘুষুক ভুবন—
কি হেতু রাবণ আছিল দুর্জ্জয় হেন!
সাজ সাজ, আন রে পুষ্পক রথ।

[নিকষা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিকষা। লক্ষ তারা নহে এক চন্দ্র সম!—
লক্ষ পুত্র হত তোর
সেই শোকে যাও যুঝিবারে,
ধরিতে না পার প্রাণ;
লক্ষ পুত্র মাঝে তোর,
কে তোর শতাংশ ছিল গুণে!
হে বিধাতঃ! প্রাণ কি কঠিন এত!
অভাগিনী আমি রোদন করিতে নারি,
হেরি তমোময় চারিদিক!
এতদিনে জানিনু রে হায়,
কি কারণে নিকষা রাক্ষসী আমি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সজ্জা-ভূমি

মন্ত্রী ও সৈনিকগণ

মন্ত্রী। সুসজ্জিত লঙ্কাপতি আসিবে এখনি—
মাত রে উল্লাসে সবে;
বাজাও দুন্দুভি, ঘোর শৃঙ্গ ভীমরবে!
সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি!

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। জিনিয়াছি এ তিন ভুবন
তোমাদের বাহুবলে;
পুনঃ আজি রণস্থলে
দেখাও সে বীরদাপ।

শমনে দমিতে নারে কেহ;
বীর কিন্তু নাহি তারে ডরে।
তোমাদের অস্ত্রের প্রভাবে
কে কবে হ'য়েছে স্থির?
যদি নর বানর দুর্জ্জয়,
তথাপিও হে বীরেন্দ্রদল, আছে স্থল
প্রকাশিতে নিজ নিজ বাহুবল।
যদি সে দুর্জ্জয় রাম নাহি মানে পরাভব,
তোমাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে,
তোমাদের নারিবে জিনিতে।
মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে
কে কবে জিনেছে রণে?
চল ত্বরা,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা আছে পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে;
নহে পুনঃ,
ভুবনবিজয়ী দুন্দুভি নিনাদি
জয় জয় নাদে প্রবেশিব পুরে,
করি অরির শোণিতে
আত্মীয়ের প্রেতাত্মা-তর্পণ।
সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি!
রাবণ। বজ্রদন্ত!
সহ গজসেনা, পূর্ব্বদ্বারে দেহ হানা।
বিশালাক্ষ, রুদ্রমুষ্টি,
ভুবনবিজয়ী বীরদ্বয়,
যাও রে পশ্চাতে তার।
উত্তরে, সত্বরে—সহ অশ্বারোহী—
অশ্বমালী, দেহ রণ, যথা ভাঙ্গি গুল্মবন
করিয়ে গর্জ্জন কেশরী আক্রমে গজে।
লম্বোদর, খরকার! দোঁহে
হও গিয়া সহায় সমরে।
ক্ষণপ্রভামালা! রথীন্দ্র-বেষ্টিত
ঘোর সিংহনাদে আক্রম দক্ষিণ দ্বার।
বিদ্যুজ্জিহবা, বিদ্যুন্মালি!
বিদ্যুতের গতি দোঁহে ধাও পাছে।
পদাতিক দলে
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশিব আমি;
সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কিনা, দেখিব পরীক্ষা করি,
বিজয়-রাক্ষসগণে বাজাও দুন্দুভি।
সৈন্যগণ। জয় লঙ্কাপতি! বিনাশিব রাঘবে
সংগ্রামে।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। কটাক্ষে ঈক্ষণ কর, প্রাণনাথ, দাসী
প্রতি।
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে?
রাবণ। রাণী মন্দোদরি, নহে বীরাঙ্গনা-
রীতি এই—
মন্দো। নাথ, নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গনা;—
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন;
সার মাত্র তোমার চরণ সেবা।
সতী নারী আমি, অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর;
চল বিজন বিপিনে ভিখারীর বেশে—
ত্যজিও দাসীরে সেই দিন—
যদি কভু যাচ রাজ্যসুখ।
রাবণ। সতী তুমি, পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আমারে?
বহু দিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহুদিন আছি ভুলে,
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া
তুষিতে আমার মন;
দিবা নিশি, শয়নে স্বপনে
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন
ভ্রমিয়াছি আমি রণসাধে;
তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।
মন্দো। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি?
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,
পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি স্বহস্তে তোমায়,
অশ্রুবিন্দু হের নি নয়নে!
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ
অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলোকপতি,
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে স্থির?
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রামে
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ টলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি-শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ ল'য়ে কেহ না আইল ফিরে!

রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তায়,
তাই নাথ, কাঁদে পোড়া প্রাণ!
নহি বীরাঙ্গনা আমি,
"অবোধ অধীনী নারী রাবণের দাসী"
এ হ'তে অধিক পরিচয় নাহি আর মম।
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার, ইন্দ্রজিত,
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা—
তোমার চরণ সেবি।
ভুবনবিজয়ী তুমি নাথ,
তব স্বেচ্ছাধিনী আমি;
তবু কোন যাচ্ঞা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী!
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদতলে,
যাচি সাপিনী-রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি,
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে?
রাবণ। সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কিবা রাণী মন্দোদরি!
জানিয়াছি রক্ষ-বংশ ধ্বংস এত দিনে।
কিন্তু ছার প্রাণ হেতু
মান বিসর্জ্জন কদাচন করিব না।—
দর্পে লঙ্কা ত্রিভুবন-পূজ্য, দর্পে হবে ক্ষয়,
এ কথা নিশ্চয় জানি চিরদিন আমি।
নিজ শির ছেদি নিজ করে
যাচিনু অমর বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল অধীনে,
না দিল অমর বর;
ক্ষোভ নাহি তাহে—
মরিয়ে অমর আমি হ'ব, মন্দোদরি!
প্রকারে হইব মৃত্যুঞ্জয়। দেখিবেন
মৃত্যুঞ্জয় পদ্মযোনি কেশব বাসব
ভূচর খেচর জলচর আদি—
পুনঃ কহি, মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়।
সতী তুমি,
যবে অনন্ত শয়নে এ দেহ হইবে শায়ী
জুড়া'ও প্রাণের জ্বালা শুয়ে মম পাশে;
সমদর্পে জীবনে মরণে,
করিব বিহার দুই জনে!

মন্দো। হায়, অভাগিনী আমি!—
রাবণ। অভাগিনী তুমি!—
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ মম সম!
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি,
ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন,
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে!
জীবমাত্র বহে দেহভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে;
কিন্তু, হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে
ভূমণ্ডলে!
এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহ ভার,
ছার রাবণ-সংহার হেতু!
আত্মীয় স্বজন—
পড়িয়াছ যে যে কাল রণে,
অশরীরী বাক্যে সবে কর উত্তেজনা।
কভু ক'রনা ধারণা,
ভয়ে রণে ক্ষমা দিবে লঙ্কাপতি।
শুনিয়াছি—
ভৃগুরাম পরাভব রাম ভুজ-তেজে,
সে ভুবন-পূজ্য রঘুবীর
হবেন যশস্বী যুঝিয়া আমার সনে।
নেপথ্যে। জয় জয় লঙ্কাপতি!
রাবণ। শুন সিংহনাদ! বিলম্ব সহে না আর—
বিদায় এখন,—
যদি সাধ থাকে মনে,
গোলোকে পুলকে আবার মিলিব দোঁহে—
আন রথ সত্বর, সারথি!
দেখাইব বাহুবল—
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে
কোন দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর—
কিবা দর্পে যম করে ডর,
কিবা দর্পে অরুণ দুয়ারে দ্বারী,
কেন সহস্রলোচন,
সহ দেবগণ কাঁপে ডরে
শুনি রথের ঘর্ঘর ঘোর, ধনুর টঙ্কার।

হে বাহু! তুলিয়াছ কৈলাস পর্ব্বত,
আদ্যাশক্তিসহ পঞ্চানন মহাদেব
বিরাজিত যথা,—
বীর-দর্পে ধর ধনু,
যদি ছিন্ন হও রামের সমরে,
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি।

[প্রস্থান।

মন্দো। দেব দিগম্বর! দেখ চেয়ে দাসী প্রতি,
দিয়েছিলে সকলি দাসীরে,
লয়েছ সকলি ফিরে,
আছে মাত্র কপালে সিন্দুর,
রেখ মনে বিশ্বনাথ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ
ইন্দ্র ও ব্রহ্মার প্রবেশ

রাম। সফল জীবন মম,
সহস্রলোচন অতিথি কুটীরে!
পদ্মযোনি, প্রণমি চরণে,
প্রণাম ব্যতীত ভিখারীর
কি আছে জগতে তব যোগ্য, সৃষ্টির ঈশ্বর!
ব্রহ্মা। আপন-বিস্মৃত তুমি ব্রহ্ম সনাতন,
সে কারণ, ইন্দ্রের আদেশে
আসিয়াছি লঙ্কাপুরে।
সাজিছে রাবণ রণে:
যেন না হও বিস্মৃত—
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন,
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর 'জয় রাম' নাদে
উদ্ধারিতে সীতাদেবী;
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী:
ভুল না ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্ব্বাণ,
রাক্ষস-মায়ায়, মায়াময়!
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,
রেখ মনে হে অখিলপতি,
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।
রাজীবলোচন! দেখ হে ইন্দ্রের সাজ,
নহে দেবরাজ, আজ মালাকর!
নন্দন কাননে, ফুল চয়ি
নিজ হাতে গাঁথে মালা রাবণে পরাতে।
রাম। অপরাধী হে বিরিঞ্চি!
ক'র না আমায় আর,—
কি সাধ্য আমার, ক্ষুদ্র নর আমি,
তুষিব তোমারে, দেবরাজে!
দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল,
তবে যে স্বদলে আজ(ও) রয়েছি জীবিত,
সে কেবল তব আশীর্ব্বাদে;
দেবের চরণ ধ্যান বিনা
নাহি অন্য বল মম,
দুর্ব্বলের বল
কি আছে এমন আর এ সংসারে।
তব আশীর্ব্বাদে,
অবশ্য নাশিব রণে লঙ্কার অধীপে।
ওহে পদ্মযোনি কমণ্ডলু-পাণি,
নিজ কার্য্য সাধিবে আপনি,
নিমিত্ত মাত্র আমি র'ব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
ভূমণ্ডলে হেন সাধ্য কার:
হরে দেব-ভার দৈব-বল বিনা:
দেব-কার্য্য কে পারে সাধিতে
নহে যেই দেবের আশ্রিত।
সুপ্রসন্ন হও হে নলিন,
তব বরে রাবণ দুর্জ্জয়:
দেহ বর দাসে,
উদ্ধারি দুঃখিনী জনক-নন্দিনী সীতা।
ইন্দ্র। গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট শুন দয়াময়,
প্রলয় উথলে যেন;
ধর ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান রণে,
বিকম্পিত বসুন্ধরা, কর তারে স্থির।
ব্রহ্মা। এবে বিদায় হইনু প্রভু!
রাম। করুন কল্যাণ, হ'ক রণজয়ী দাস।
ব্রহ্মা। স্বস্তি!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঘুচাও বাসব-ত্রাস আজিকার রণে,
ওহে পীতবাস বৈকুণ্ঠবিহারি!

[প্রস্থান।

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। রাজীব-লোচন,
আজিকার রণে ঠেকেছি বিষম দায়!

যথা বহ্নি দহে তূলারাশি,
বাণানলে দহিছে রাক্ষস বানর দলে,
নল নীল অঙ্গদ প্রভৃতি,
বিশাল-বিক্রম বীর হনুমান
অচেতন সবে দারুণ রাবণ-শরে!
হের মম বক্ষে লক্ষ বাণ,
নয়ন মেলিতে নারি,
বধির শ্রবণ শুনি ভৈরব গর্জ্জন;
পড়িয়াছে অসংখ্য বানর
রথের ঘর্ঘর-নাদে;
চারিদিক অন্ধকার বাণে,
বিজলী সমান চমকিছে রথখান,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
না পারি লক্ষিতে যুঝে বেটা কোথা হ'তে,
সহস্র রাবণ জ্ঞান হয় রঘুপতি!
হের রঘুবীর,
প্রলয়ের তম ঘেরিয়াছে রণস্থল;
রুদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য পবন গমন,
কভু দীপ্ত
সে ঘোর তিমির বাণের অনলে,
কোটি বজ্রনাদে টঙ্কারে ধনুক রক্ষঃ
কে জানিত রাবণ দুর্জ্জয় হেন।

রাম। স্থির হও মিত্রবর,
কুম্ভকর্ণে তুমি জিনিয়াছ রণে,
কি কারণে আপন-বিস্মৃত আজি!

লক্ষ্মণ। দেহ পদধূলি, প্রভু, নাশি রক্ষঃশূরে।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ, কি কাজ অসাধ্য তব!
বধিয়াছ ইন্দ্রজিতে নিজ ভুজ-তেজে,
এবে বিষহীন ফণি দশানন;
ছিল ইন্দ্রজিত দুর্দ্দম জগতে,
দেবে ভীত মানিত সতত,
শুনি যার ধনুকটঙ্কার:
হইয়াছি সে সাগর পার তোমার সহায়ে,
এবে এ গোখুর-জলে নাহি ডরি।
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে মায়ামৃগ বধি ফিরি পঞ্চবটী বনে,
হেরি শূন্য নিকেতন,
'হা সীতা' বলিয়া হয়েছিনু অচেতন!
মনে পড়ে সীতার উদ্দেশে, কিরাতের বেশে,
নয়নসলিলে ভাসি ভ্রমণ বিপিনে!
পড়ে মনে অচেতন প্রায়,
পর্ব্বত পাষাণে, স্থাবর জঙ্গমে,
তরুগুল্মলতা আদি শুধা'য়াছি একে একে,
'কোথা মম প্রাণের পুতলী সীতা!'
পড়ে মনে পিতৃসখা জটায়ু নিধন।
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
বালির নিধন চোরাবাণে!
পড়ে মনে তারার রোদন, সাগর বন্ধন,
নাগপাশ পড়ে মনে!
পড়ে মনে ইন্দ্রজিত-শরে,
চারিম্বারে অচেতন বানর কটক!
জ্বলে হৃদি অনল সমান—
তোর বুকে শক্তিশেল!
পাইয়াছি তারে, যার তরে সহিয়াছি এত,
সেই অরি সম্মুখ সমরে;
ভাই রে লক্ষ্মণ,
প্রাণের দোসর ভাই, দেহ ভিক্ষা,
নিভাইব দুখানল রাবণ-শোণিতে!
মিত্রবর, ফিরাও কটকে,
পর্ব্বত উপরে বসি সবে দেখ সুখে,
পতঙ্গের প্রায়,
পুড়াইব শরানলে দুষ্ট দশাননে।
করিয়াছ বহু রণ-শ্রম সবে
আমার কারণে,—
মরিয়াছে অসংখ্য বানর মোর লাগি,
তোমার আশ্রয়ে জানি নাই দুঃখ লেশ,
ক্ষত্রবংশোদ্ভব আমি,
পরীক্ষিতে বাহুবল উচিত আমার।

[প্রস্থান।

বিভী। সংহার মূরতি আজি ধ'রেছেন প্রভু,
রাক্ষসকুলের অরি;
কার সাধ্য রক্ষে দশাননে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

হনুমানের প্রবেশ

হনু। রণভঙ্গ না দেহ বানর!
ফের ফের যুবরাজ,
এ কি লাজ, ধাইছে রাক্ষসদল
পাছু পাছু 'ধর ধর' রবে,
আমরা সকলে শ্রীরামের দাস,

কলঙ্ক রটিবে রাম নামে,
যদি মো-সবারে বিমুখে সমরে
ছার লঙ্কার রাক্ষস!
দেখ চাহি
বক্ষঃস্থলে মম রুধিরপ্রবাহ,
কাতর নহিক আমি,
বীরের ভূষণ অস্ত্রলেখা,
'জয় রাম' নাদে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
বিনাশিব রাঘবারি,
পড়িবে রাক্ষসকুল আমার প্রতাপে
কদলী যেমতি বাতে,
চল পুনঃ 'জয় রাম' নাদে
শমন প্রতাপে পশি রণে—

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। শাখামৃগ, এখন' সমর-সাধ—
হনু। রে মূঢ়, হের মম বজ্রের নির্ম্মিত তনু
সীতার প্রসাদে, কে কবে আহবে
পরাভবে রঘুদাসে!

রামের প্রবেশ

রাম। ক্ষান্ত হও হনুমান,
করেছ অনেক শ্রম মোর হেতু বাছাধন,
দেখাবে রাবণে মোরে
আছিল প্রতিজ্ঞা তব,
সে প্রতিজ্ঞা তুমি ক'রেছ পালন বীরবর;
এবে ঘুচাই মনের জ্বালা
স্বহস্তে কাটিয়া অরি-শির;
পুরাও বাসনা, বৎস,
ক্ষমা দেহ রণে।
রাবণ। রে মূঢ় তপস্বী ভণ্ড,
এই তোর বীরপণা!
ধারণা কি মনে তোর,
বনের বানর পরাজিবে রাবণেরে?
ভীরু তুই আছিলি পশ্চাতে!
রাম। কি কাজ হে বৃথা বাক্যব্যয়ে,
লঙ্কেশ্বর!
ভুবনবিজয়ী তুমি এই দম্ভ মনে,
দেখ এবে মানবের ভুজবল;
ছিলি লুকাইয়ে প্রাণভয়ে এত দিন,
ক্ষুদ্র জীবে পাঠায়ে সমরে;
দেখ রে দেখ রে চেয়ে দেখ রে পামর,
চেয়ে দেখ রণস্থল,
চারি দিকে আত্মীয় স্বজন তোর
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য,
আপন লাঞ্ছনা করিয়াছি কত শত
হানি অস্ত্র হীনবীর্য্য জনে।
রাবণ। হীনবীর্য্য আমার আত্মীয়!
বিধাতা বিমুখ মোর প্রতি
তাই তুই ভণ্ড জটাধারী
রয়েছ জীবিত আজি;
হয় কি স্মরণ নাগপাশের বন্ধন?
হীনবীর্য্য আত্মীয় আমার
দিয়েছিল রণে হানা!—
পড়ে কি রে মনে শক্তিশেল?
ভৃত্যের প্রসাদে
পাইয়াছ প্রাণদান বার বার;
ধিক্ তোরে! নহে এতদিনে
গৃধিনী-জঠরে থাকিত তোমার চক্ষুদ্বয়।
হীনবীর্য্য কহিস্ কাহাকে মূঢ়?
কোন রক্ষঃ-রথী
তুমি বধিয়াছ নিজ ভুজ-তেজে?
মূঢ় ভাই মোর রাজ্যলোভী বিভীষণ
মিলিয়াছে তোর সনে,
তাই তোর এত অহঙ্কার!
কিন্তু আজ, নাহিক নিস্তার মোর হাতে।
রাম। রে পতঙ্গ, পুড়ে মর শরানলে।
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র ও অপ্সরাগণ

অপ্সরাগণের গীত

রাগিণী দেশ—তাল কার্ফা

সুধা পিও পিও সখি প্রাণ ভরে,
হের ঝর ঝর মধু ঝরে।
ভাবে ঢল ঢল, চল নেচে চল,
ধর ফুলহার, পর থরে থরে।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। নাহি জানি কি সাহসে রয়েছ বাসব,
গীতনাট্য কর সবে,

সৃষ্টি নাশ হবে আজি রণে!
কোটি অক্ষৌহিণী ঠাট পড়িল সমরে
নাচে রণস্থলে কবন্ধ,
কোটি অক্ষৌহিণী কবন্ধ নিধনে—
জয় ঘণ্টা বাজে রামের ধনুকে:
সেই ঘণ্টারব—
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ সপ্তদিন আজি:
জলস্থল ব্যোমদেশ বাণে আবরিত,
নাহি চলে চন্দ্র সূর্য্য,
না পারে সহিতে ভার ধরা,
রাবণে নাশিতে বিভীষণ-উপদেশে
বিশ্ব-বিনাশক শর ধ'রেছেন রঘুবর,
মরিবে না রাবণ সে শরে,
বিফল হবে না বাণ,
বিশ্বনাশ হইবে সত্বর!
রজোগুণে তমোগুণে,
বড়ই বিষম রঘুনাথ,
মাতি রক্ষঃ-রণে
ভুলেছেন আজি সৃষ্টির পালন ভার:
হের দেখ দীপ্ত রণস্থল
প্রলয় অনলে যেন!
ধূর্জ্জটির বরে
পেয়েছে দুর্জ্জয় জাঠা দশানন,
অস্ত্র-শ্রেষ্ঠ পাশুপত হীন যার তেজে;
বধির হইল কর্ণ অস্ত্রের আরাবে,
ত্যজেছে রাবণ জাঠা,
নাহিক সংশয় হইল প্রলয়,
ত্যজেছেন রঘুনাথ শর,
নাহি জানি কি হয় কি হয়
অস্ত্র-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এবে;
পালাও সত্বর দেবরাজ,
নহে সহিত অমর
হবে ভস্মরাশি অস্ত্রানলে!
চেয়ে দেখ কোটি কোটি ভানু-তেজে
দীপিতেছে অস্ত্রদ্বয়!
নাহি পাবে নিস্তার শমন,
তমোগুণ প্রদীপ্ত অনলে!

সকলে। প্রলয়, প্রলয়—
মহাকাল সন্নিকট আজি!

[ব্রহ্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। রাখ মা তারিণী, প্রলয়-বারিণী,
ব্রহ্মসনাতনী জগত-জননী।
দিয়ে সৃষ্টিভার, কর' না সংহার,
এলোকেশী উমা উমেশ-ঘরণী॥
শ্যামা নিস্তারিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বরাভয়-করা অভয়দায়িনী।
ত্রৈলোক্য-শুভদে, তার মা বরদে,
মাতঙ্গী মোক্ষদে জগতপালিনী॥
কোটি ব্রহ্ম পায়, বিষ্ণু ব্যাপ্তি কায়,
দেব মৃত্যুঞ্জয় জঠরধারিণী।
কারণ সলিলে, নিত্য সৃষ্টি লীলে,
মৃত্যুঞ্জয়-হৃদি চির বিহারিণী॥

দৈববাণী। হর নিজ তেজ পদ্মযোনি
নহে রাবণ-নিধন
দেবের অসাধ্য জেনো স্থির,
এই মাত্র উপায় রক্ষিতে বিশ্ব।

মহাদেবের সহিত প্রমথগণের
গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওরা

দেও দেও ডিমি ডম্বরু তাল।
দেও তাল করতাল বেতাল তাল মিলি মিলি।
শক্তির সাধন, গুণ-কীর্ত্তন গান, তোল তান,
গভীর সাগর, ভূধর কম্পিত থর থর
ভব ভোম্ শিঙ্গা ঘোর বোলে,
বববোম্ বববোম্, বোমবববোম্ বোলো
গালে বোলো।

ব্রহ্মা। রক্ষ বিশ্ব, বিশ্বনাথ! পালন-কারণ
জনার্দ্দন সংহার মগন আজি।

মহা। বিরিঞ্চি, বেসো না ভয়,
এস দোঁহে করি আদ্যাশক্তি উপাসনা,
সেই শক্তি-বলে এ বাণ-অনলে,
রবে রবে সৃষ্টি,
নাহি নাহি নাহিক সংশয়।

[দেও দেও ডিমি ইত্যাদি গান
করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের এক পার্শ্ব

হনুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ইত্যাদি

হনু। হও স্থির কপিগণ,
নাহি ভয়, প্রভুর রক্ষিত মোরা সবে।

লক্ষ্মণ। নিশ্চয় রাবণ—নিধন হইবে রণে।
সুগ্রীব। কিন্তু বিশ্ব যাবে রসাতলে।
বিভী। রক্ষ রক্ষ ঠাকুর লক্ষ্মণ,
ছুটিতেছে শরানল চারিদিকে!
লক্ষ্মণ। কি ভয় হে রক্ষবর!
স্থির হও কপি সবে, অসংখ্য সমরে
সিংহনাদে হইয়াছ রক্ষজয়ী,
যুঝিছেন আপনি শ্রীরাম,
হেথায় নাহিক রণ,
তবে কি কারণে চঞ্চল কটক হেরি?
হনু। রক্ষা কর নিজ নিজ থানা কপিগণ,
ঠাকুর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ করে
রক্ষিবেন মো সবারে।
বিভী। হে প্রভু, বিশ্ব-বিনাশন শেল
তুলিয়াছে হাতে দশানন,
বিশ্ব-বিনাশিনী নিস্তারিণী পূজে
পাইয়াছে অস্ত্র রক্ষঃ।
লক্ষ্মণ। চেয়ে দেখ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ,
আপনি চামুণ্ডা দিয়াছেন খড়্গ রঘুনাথে,
খড়্গের প্রভাবে শেল ভস্মরাশি,
'জয় রাম' নাদে গর্জ্জে কপিগণ,
হের দেখ রক্ষঃ-শির পতিত ভূতলে;
জয় রাম!
এ কি! কাটা মাথা লাগে জোড়া!
কাল-চক্র শরে
অবশ্য বিনাশ হইবে দশানন;
গর্জ্জে অস্ত্র মহাকাল তেজে,
জয় রঘুপতি ভূপতিত দশানন!
বড়ই দুর্ব্বার বেটা যোঝে আর বার।
হনু। দেখুন ঠাকুর লক্ষ্মণ চেয়ে,
জ্বলে নীলানল অস্ত্রমুখে,
উভচর হয়েছে রাবণ,
জয় রঘুপতি!
এ কি, অর্দ্ধ অঙ্গ লাগে জোড়া!
সুগ্রীব। দেখ শালবৃক্ষ সম
ডান হস্ত কাটি পেড়েছেন রঘুনাথ।
বিভী। হবে না রাবণ নিধন,
দেখ হস্ত লাগিয়াছে জোড়া,
ব্রহ্মাবরে প্রকারে অমর লঙ্কেশ্বর;
পঞ্চানন আপনি আসিয়া
কুড়াইয়া হস্ত পদ শির,
মৃত্যুসঞ্জীবনী-শক্তি-তেজে দেন প্রাণ দান,
দ্বিগুণ প্রভাবে যোঝে পুনঃ দশানন।
হনু। যা থাকে অদৃষ্টে আজি
পরীক্ষিব বাহুবল, স্মরি রাম নাম.
বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে করিব রাবণ-শির চূর।
[হনুমানের প্রস্থান।
লক্ষ্মণ। স্থির হও স্থির হও, বীরবর,
বীর্য্য তব ব্যাপ্ত চরাচরে,
অকারণ কেন রণশ্রম!
হও কপিসেনা, আগুয়ান হও রণে,
হনুর সহায়ে.
চল পুনঃ মাতিব সমরে।
সকলে। পশিব সমরে পুনঃ, যায় যাবে প্রাণ।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল—অপর পার্শ্ব

রক্ষঃ-সৈন্যগণ

১ রক্ষঃ। গর্জ্জে কপিসেনা পুনঃ
পশিয়াছে রণে,
শার্দ্দূল-বিক্রমে কর আক্রমণ সবে,
যেন প্রাণ ল'য়ে—
ফিরে নাহি যায় এক কপি।
২ রক্ষঃ। হা ইন্দ্রজিত!
৩ রক্ষঃ। হা কুম্ভকর্ণ শূর
সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশানন!

রাম-সৈন্যগণের প্রবেশ

রাম-সৈন্য। জয় রাম!

উভয়দলের যুদ্ধ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

রাম ও রাবণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ

রাম। কর রে শমন দরশন—

রাবণের মূর্চ্ছা

এই মুখে হরিলি জানকী!
দিতেছি জীবন দান, ফিরে দেহ সীতা।
ভুবন-ঈশ্বর লঙ্কেশ্বর তুমি,
কিসের বিবাদ তব ভিখারীর সনে?

নাহি কোন দোষে দোষী আমি,
মম প্রাণের পুত্তলী সীতা
কেন রাখ বাঁধি অশোক কাননে?
আজ্ঞা কর অনুচরে আনিতে সীতারে,
সুখে থাক লঙ্কাপুরে আশীর্ব্বাদ করি।
রাবণ। সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে,
ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে!
নিরুপম শ্যাম-কান্তি,
শ্রীচরণে পতিতপাবনী গঙ্গা!
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলোকে চ'লে যাই!
অনাদি তুমি হে আদি সৃষ্টির কারণ,
জনার্দ্দন পালন তোমাতে
ভগবন্ করুণানিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে!
অন্তিমে হে অন্তক-অরি,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি!
দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি লয় হ'ক রাঙ্গাপদে!
পতিতপাবন তার' হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ় জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি রক্ষঃ-অরি,
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান!

লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এইবার নিস্তেজ পামর,
বধুন বধুন প্রভু।
রাম। অবোধ লক্ষ্মণ,
পরম ভকত মম লঙ্কা-অধিপতি,
হায় হেরি এ দুর্গতি তার,
বিদরে তাপস-হিয়া!
লক্ষ্মণ। কেবা ভক্ত তব দয়াময়
এখনি পুনঃ উঠিবে রাক্ষস,
ব্রহ্ম-অস্ত্রে করুন সংহার।
রাম। জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ্মণ;
বধিলে রাবণে,
বল 'রাম' নাম কেবা লবে এ জগতে আর।
ভক্ত পিতা মাতা, ভক্ত মম প্রাণ,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল কায়ে করিয়াছি অস্ত্রাঘাত,
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু:
দারুণ প্রহারে
সহিয়াছে কত লঙ্কা-অধিকারী।
ছার রাজ্য ধন, ধিক্ ধিক্ সীতা!
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,
এত দিনে রাম নাম উঠিল ধরাতে!
ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে!
ওঠ লঙ্কেশ্বর,
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।
রাবণ। (স্বগত) শুনিয়া মিনতি
রঘুপতি ক'রেছেন দয়া;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।
(প্রকাশ্যে) রে ভণ্ড তপস্বী জটাধারী রাম!
পূজিলাম ইষ্টদেবে,
ভয়ে অস্ত্র তেয়াগিয়া জানাও মাহাত্ম্য নিজ?
যদি তুই ব্রহ্মসনাতন,
বাকল বসন কেন তোর?
যদি তুই রমেশ,
পামর, কিরাতের বেশে,
দেশে দেশে কি হেতু ভ্রমিস তুই?
কপট তপস্বি,
আজি রক্ষা তোর নাহি মোর হাতে।
রাম। একান্ত কি ইচ্ছিলি মরণ?
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।
লক্ষ্মণ। ধন্য মায়াধর নিশাচর!
পরম দয়াল রাম,
ভাগ্যে দুষ্ট সরস্বতী
বসিল আসিয়া রাবণের কণ্ঠদেশে,
নহে আজি ঘটিত বিষম;
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ রঘুমণি
পশিতেন পুনঃ বনে,
নাহি হ'ত রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার না হইত কভু।
জয় রাম— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

মন্ত্রী ও সৈন্য-বেষ্টিত অচেতন রাবণ

মন্ত্রী। উঠ উঠ লঙ্কেশ্বর,
কেন সম্মুখ সমরে অচেতন আজি!
ধর পুনঃ ধনুর্ব্বাণ,
বাঁধিয়ে বানর নরে রাখ লঙ্কাপুরী,
মুছাও হে বিধবা-রোদন!

রাবণ। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্তব)
জয় দুর্গতি-নাশিনী দামিনী-হাসিনী,
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী, মুক্তকেশী।
জয় গিরীশ-নন্দিনী, গিরিশ-বন্দিনী,
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশী॥
জয় ভৈরবী ভীষণা, দেবী শবাসনা,
লক্ লক্ রসনা দিগঙ্গনা।
জয় নৃমুণ্ড-মালিনী, শিশু-শশি-ভালিনী,
ত্রিশূল-চালিনী রণাঙ্গনা॥
জয় যোগিনী-সঙ্গিনী, জয় রণ-রঙ্গিণী,
ভব-ভয়-ভঙ্গিনী ভয়ঙ্করী।
জয় ভবেশ-ভামিনী, তমোময়ী কামিনী,
যামিনী-রূপিণী শুভঙ্করী॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, দেহি পদছায়া,
রক্ষ মহামায়া দীন জনে।
জয় মৃগেন্দ্র-আসনা, পূর হৃদি-বাসনা,
পদ্মাসনা, দেহি কৃপাকণা॥

কালীর সহিত যোগিনীগণের
গান করিতে করিতে প্রবেশ

গীত

রাগিণী পাহাড়ী-পিলু—তাল খেম্‌টা

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায় মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে,
পরিয়ে দে না মাথায় দুটো॥
মা বলে ডাক্‌বো তোরে,
হাততালি দে নাচ্‌বো ঘুরে
দেখে মা নাচ্‌বি কত,
আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো॥

কালী। মাভৈঃ মাভৈঃ!
হও রণজয়ী, কি ভয় তোমার আর,
এ তিন ভুবনে আর কার প্রাণে
হবে আগুয়ান রণে তোর
রক্ষিব সমরে আমি তোরে
হবে মৃত্যুঞ্জয় রণে ক্ষয় আজি—
যদি শূলী পশেন সংগ্রামে;
ত্রৈলোক্য উপর হবি রাজ্যেশ্বর
পুনঃ রে ভকত মম;
সুখে সীতা ল'য়ে কর কেলি চিরদিন।
আছি বহুদিন রণরঙ্গ ভুলে,
আজি করিব প্রলয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
দিনু বরাভয় তোরে।
পুনঃ রণমাঝে দৈত্য-বিনাশিনী-সাজে
নাচিব রে তোমারে লইয়ে কোলে।

যোগিনী। মাভৈঃ মাভৈঃ!

রাবণকে ক্রোড়ে লইয়া কালীর উপবেশন

সকলের গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল খেম্‌টা

কেঁদেছি আপন দোষে,
বেজেছে মায়ের প্রাণে।
মা ব'লে আয় রে কোলে,
মুখ মুছায়ে কোলে টানে॥
পেয়েছি অভয়ারে,
আর কি রে ভয় করি কারে,
মা ব'লে বারে বারে,
চেয়ে রব চরণ পানে॥

রাবণ। মাভৈঃ মাভৈঃ!
চল পুনঃ রণে রক্ষঃসেনা,
রক্ষিবেন আপনি শঙ্করী।

সকলে। জয় জয় ব্রহ্মময়ী শ্যামা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব,
বিভীষণ ইত্যাদি দণ্ডায়মান

রাম। হের মিত্র, ঘোর সিংহনাদে পুনঃ,
পশিছে সমরে লঙ্কানাথ;
বাম অঙ্গ মম, কম্পে ঘন ঘন,
ধনু-মুষ্টি নহে দৃঢ়।
তিষ্ঠ সবে সাবধানে;
যা থাকে কপালে, হই অগ্রসর,
মরি কিংবা মারিব রাবণে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। এ কি! ঘোর বিজলির ছটা
উজলিছে রক্ষঃসেনা,
নৃত্যকালী হাসি সম
নিবারি আঁধার ঘোর!
টলমল ক্ষিতি, রক্ষঃদল-পদ-ভরে;
কাঁপে হিয়া দুর্ দুর্,
বুঝিবা বিপদ কোন ঘটে অকস্মাৎ।
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বিনা মেঘে
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
স্তম্ভিত প্রকৃতি, স্তম্ভিত জলধি,
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিকে;
ঘোর নাদে নিনাদিছে কেবা
কর্ণ মম বধির যে রবে;
শঙ্খের নিনাদ—রথের ঘর্ঘর—
ঘোর তূর্য্যধ্বনি দুন্দুভি আরাব—
ঘোর সিংহনাদ—অনন্ত নাগিনী-ত্রাস—
কোটি বজ্রনাদে, কোটি কোটি ধনুকটঙ্কার—
অরিঘ্ন বাণের গর্জ্জন;
শুনেছি এ সব, লক্ষ লক্ষ
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-রণে;
কিন্তু কভু হৃদিকম্প হয় নি আমার;
না জানি, কি মহাশক্তি-তেজে
তেজস্বী রাক্ষস-চমূ!
স্থির নহে প্রাণ মম ডরে।

রামের প্রবেশ

রাম। যাও ফিরে, যাও রে লক্ষ্মণ অযোধ্যায়,
সঙ্গে লও মিত্র বিভীষণে;
কিষ্কিন্ধ্যায় পলাও সুগ্রীব মিতা;
পর্ব্বত পাষাণ ত্যজি হনুমান দেহ রড়,
নাহিক নিস্তার কারো;
আপনি মা নিস্তারিণী, সংহাররূপিণী বেশে,
নাচিছেন রণমাঝে—
ডাকিনী হাকিনী সাথে!
কে পাবে উদ্ধার আজ তারার সমরে,
মৃত্যুঞ্জয় যার পদ-ভরে অচেতন!
হের দেখ,
তিমির-রূপিণী নাচিতেছে,
দুলায়ে ভীষণা, বিস্তার রসনা;
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, মহা বহ্নি ভালে!
পলাও সত্বর, আমি একেশ্বর রহি রণে,
করালবদনী-পদে অর্পিব এ পোড়া প্রাণ।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। রণ ত্যজি রঘুমণি, পলাও সত্বর,
কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি-তেজে।
[সকলের প্রস্থান।

কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ

গীত

রাগিণী বাহার—তাল যৎ

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক্ মা বলে
পুরবে মনের বাসনা।
মা ব'লে ডাক্‌লে পরে
তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,
ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না॥
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রতীর

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও অন্যান্য নায়কগণ দণ্ডায়মান

রাম। শত জন্মে শুধিতে নারিব
তব ভ্রাতৃ-প্রেম-ঋণ,
জন্মের মতন করি আলিঙ্গন তোরে;
আমা বিনা হনু, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে আর, লহ সঙ্গে তারে;
মো-সবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান, নাহি অন্য সাধ তব মনে;
আমার কারণ,
করিয়াছ বহু শ্রম বাঞ্ছাধন,
প্রাণ কাঁদে হনু, তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার!
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ!
স্বর্ণ-লঙ্কা-সিংহাসনে হেরিব তোমায়;
কিন্তু হায়! বিধাতা বিমুখ,

সাধে বাদ সাধিলেন তারা;
নাহি জানি, জননীর পায়
কোন্ অপরাধে অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল নব রাজ্য তব;
কভু মিতা ব'লে ক'র মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিহ অঙ্গদে।
নির্লজ্জ আমি,
তে'ই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সম্ভাষি তোমায়;
যে গুণ তোমার, কি সাধ্য আমার
বাখানিতে!
পিতৃ-অরির সাহায্যে
প্রাণপণে করেছ সমর।
কহিও সুগ্রীব মিতা নেতৃপতিগণে,
রহিলাম ঋণী আমি সবার নিকটে;
সবে সহাস্য বদনে, দেহ বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ!
বিভী। হে প্রভু, নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,
এ তিন ভুবনে—
নাহি স্থান রাবণের অগোচর;
শরণ ল'য়েছি পদে, কেন তবে ত্যজ দয়াময়!
লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায় আছি দাঁড়াইয়া
রঘুমণি!
নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,
পশিব সমরে প্রভু;
ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান,
স্থাবর-জঙ্গম, দেব-নর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,
এখনি দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে।
এতদিনে জানিলাম স্থির—
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি বেদ-বিধি,
নহে কেন—
দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—
কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয়?
তব শ্রীচরণ ধ্যান-জ্ঞান,
অন্য কিছু নাহি জানি,
তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর ব্যথা
দিতেছেন প্রভু হৃদে?
পাইলে তোমার পদধূলি,
নাহি ডরি কাত্যায়নী,
নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে!
হনু। ঠাকুর লক্ষ্মণ!
আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে।
নেপথ্যে। জয় লঙ্কাপতি!
লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,
নাহি সহে প্রাণে রঘুবীর!
(ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
জয় রঘুবীর,
জয় জয় বিশ্বামিত্র মুনির প্রধান!
রাম। কি কর লক্ষ্মণ ভাই!
ক্ষুদ্র নরে কভু
নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার?
নাশিবে আমারে—যার তরে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি;
নাশিবা জানকী—
শক্তিশেল হৃদে ধরেছিলে যার তরে;
বিনাশিবে পবননন্দন হনু—
বার বার, প্রাণ দান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে;
ভস্ম হবে অযোধ্যানগরী—
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ?
হের রে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,
শূলচক্র পাশ দণ্ড আদি
মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাবে;
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে!
তারার চরণে, ভক্তি-অস্ত্র বিনে,
কি পারে বিন্ধিতে আর।
হের দূরে, জ্বলে পদতলে
মৃত্যুঞ্জয় নাশিনী অনল!

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার
এখনও নাহি দেখি পূজা-আয়োজন?
রাম। কহ বিধি, কোন্ বিধিমতে,
অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে?
করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করিব উদ্বোধন, সুরথ রাজন,

যেই দিন পূজেছিলে অম্বিকা-চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অত্র যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে শুক্র ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা-অর্চ্চনা—
কি রূপে সম্ভবে বিধি?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।
ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত না হবে,—
আমি বিধি, দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন, জাগাইতে মহাশক্তি।
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা,
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,
রাজীব-অঞ্জলি তব করে।
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কর আয়োজন শীঘ্র,
বিল্বাধিবাসনে স্থাপনা করহ ঘট।
মহামায়া ক'রেছেন মায়া,
যাহার প্রভাবে, অন্ধ দশানন
সমরে না দিবে হানা।
অর্চ্চনায় হবে না ব্যাঘাত।
রাম। শুনিলে বিধান মিত্রবর,
শুনিলে লক্ষ্মণ,
শুনেছ হে পবনকুমার, দেই ভার,
ভুবনের সার, যেখানে আছে যে ফুল,
আন তুলি:
সফল জনম, কর বাছাধন,
তুলি নিজ করে, দেবীর পূজার ফুল।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

রক্ষঃ-সৈন্যগণ

১ সৈন্য। নাহি জানি কি হেতু অলস দশানন,
আজও অরিদল, বেঁড়িয়া রয়েছে লঙ্কা।
যদি কালী দিয়েছেন কূল,
কি হেতু নির্ম্মূল নাহি করি শত্রুপুঞ্জ।
নিরুৎসাহ অরাতি এখন,
উচিত এখন আক্রমণ।
উগ্রচণ্ডা বসিলে পুষ্পক রথে,
কি আছে জগতে, নাহি হবে পরমাণু,
যবে তারা গর্জ্জিবেন রুষি।
২ সৈন্য। পুনঃ কি ভূপতি পশিলেন পুরে
আজি?
১ সৈন্য। শুনিনু সংবাদ দূতমুখে,
গিয়েছেন অশোক কাননে
জনক-নন্দিনী সম্ভাষণে।
২ সৈন্য। হায় মজিল সকলি,—
সাপিনী জানকী হেতু!
১ সৈন্য। হায় কিবা দৈব-বিড়ম্বনা!
যেই লঙ্কেশ্বর, শুনিলে সমরবার্ত্তা
সাপটি ধরিত ধনু,—
গৃহদ্বারে অরি,
তাহে আপনি সহায় ভীমা,
জ্বলিছে সতত হৃদে
ইন্দ্রজিত-হত-পুত্র-শেল!
২ সৈন্য। জানিনু নিশ্চয়, মজিল কনক লঙ্কা।
১ সৈন্য। জানিলাম স্থির,
ধার্ম্মিক ব্যতীত, ধর্ম্ম-বল নহে কারু:
আসি হর-বরাঙ্গনা, করিয়ে ছলনা,
নিভাইলা মাতা, রাক্ষসের রোষ-অগ্নি;
শত্রু নাহি 'নিশ্চিন্ত' সমান।
২ সৈন্য। চল যাই, সাবধানে রক্ষা করি থানা।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির—দুর্গোৎসব

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান,
গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি

সকলের গীত

মালকোষ—আড়াঠেকা

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল
রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গামালা
রাঙ্গা গায়॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা
মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে
প'ড়ে হায়॥
পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিত
প্রাণ জুড়ায়॥

রাম। না মানে প্রত্যয় পোড়া মন,
মিত্র বিভীষণ, বিনা দরশন।
করালবদনী, সাক্ষাৎ আপনি,
বিরাজিতা রাবণের রথে;
আমি মূঢ়মতি,
না দেখিনু জগদম্বা ঘটে অধিষ্ঠান;
তবে মানিব কেমনে,
মম পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছে রাঙ্গা পায়!
মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
শুনেছি স্বকর্ণে আমি, রাবণের রথে;
মম দুর্গোৎসবে, কি হেতু হে তবে,
নাহি শুনি সে অভয় রব!
কেন নাহি হেরি
দশভুজা দনুজদলনী
মহিষমর্দ্দিনী অট্টহাস!
বিভী। করুন অর্পণ নীল নলিনী,
নলিনী-লাঞ্ছিত রাঙ্গা পদে।
ফুটে পদ্ম দেবীদহে,
দেবের অগম্য স্থান রঘুবীর।
রাম। দেবের অগম্য স্থানে,
কেমনে হে মিতা, সম্ভবে নরের গতি?
বিধান সকলি—দুষ্কর আমার ভাগ্যে।
হনু। কি চিন্তা হে রঘুবীর,
যদি পাই শ্রীচরণ-ধূলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে,
অগম্য নাহিক স্থান।
দেহ পদধূলি বনমালী,
দেবীদহে চলি যাইব এখনি,
আনিব হে তুলি নীলোৎপল।
রাম। যাও বৎস,
জিও চিরদিন অক্ষয় শরীরে।
ঘুষিবে তোমার নাম, জগতের প্রাণী,
যতদিন ভবে, অর্চ্চিবে মানবে,
দৈত্যবিনাশিনী মায়।
সঙ্কল্প করিয়ে—রহিনু বসিয়ে—
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।
[হনুমানের প্রস্থান।

(স্তব)

আশ্রিতে অভয়া, দে মা পদছায়া,
আশুতোষ-জায়া, ছায়া কায়া মহামায়া।
তাপিত তনয়, চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ-জয়, জয়ন্তি বিজয়া জয়া॥
রক্ষ দক্ষবালা, কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা, রণজয়ী রাঙ্গা পদে।
বরদে বর দে, নিবিড় নীরদে,
জয়দে শুভদে, তার' মা বিপদ-হ্রদে॥
রক্ষ রণে রক্ষ, বিরূপাক্ষ-বক্ষ-
বিহারিণী বামা, বগলা বিমলা তারা।
জয় ভদ্রকালী, নিশানাথ-ভালী,
জয় মুণ্ডমালী, মানব-মালিন্য হরা॥

গন্ধর্ব্বগণের গীত

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা

রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিণী
উমেশ হৃদয়-বাস, দিগবাস-অঙ্গিনী।
বরদে বর দে শ্যামা,
বিপদবারিণী বামা
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব-ভয়-ভঙ্গিনী॥

নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ

রাম। এস বৎস, পবন-তনয়,—
এস হে রাঘব-সখা!

(নীলপদ্ম লইয়া স্তব)

রুদ্রবেশী, ব্যোমকেশী, অট্টহাসী ভীষণা।
দৈত্যহন্তা, রক্তদন্তা, লিহি লোহ রসনা॥
উগ্র তুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডঘাতী চণ্ডীকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল, ফন্ন ফণি মণ্ডিকে॥
লিহি লিহি, হিহি হিহি,
ভীম ভাষ ভাষিণী।
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, দণ্ডপাণি ত্রাসিনী॥
লম্ফ ঝম্ফ, শূরকম্প, দৈত্য দম্ভ বারিণী।
চন্দ্রভালী নৃত্যকালী, খড়্গ শূলধারিণী॥
ঝক্ ঝক্, ধক্ ধক্, অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটি রবি, বহ্নি ছবি, বিরূপাক্ষ কৈরবী॥
ধেই ধেই, থেই থেই, ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে,
ঘোর ডাকে হাঁকিনী॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্নমস্তে, মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম চূড়া, ধূম্র নেত্র ললনা॥
রক্তমগ্না, রক্তলগ্না, দেবী রক্তদন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান, রক্তবীজ হন্তিকে॥
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী, শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি, জয়ং দেহি, দেহি মে ভয়ঙ্করী॥

এ কি, কোথা এক নীলোৎপল আর!

হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।
রাম। তবে কোথা হারা'ল নলিনী?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।
হনু। প্রভু, পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।
বুঝি বনমালী, ছলিতে তোমারে কালী
হয়েছেন নীলোৎপল।
রাম। ভাল, বুঝিব ছলনা,—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে বলে;
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী-পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সঙ্কল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিণীর,
কত দুঃখ দেন আর।

(স্তব)

নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে,
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভ দে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা॥
শ্রীপদ নলিনী, বিপদ দলনী,
রাখ মা রাজীব পদে।
প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
তার' মা দুস্তর হ্রদে॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল-আঁখি।
কাতর কিঙ্কর বরাভয় কর
লুকালি—কাতরে ডাকি॥
দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
দুস্তর সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর বেশী॥
দিও না যন্ত্রণা, হর বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন-নয়না, কর মা করুণা,
নলিন-নয়ন ভাষে॥
পাষাণ-নন্দিনী, জননী পাষাণী,
পাষাণী পাষাণ-প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, নে, মা, পদে রাখি,
কর মা করুণা দান॥

দুর্গা। কি কর, কি কর দয়াময়!
ওহে গোলোকবিহারী,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা,—
আছিল রাবণ তব দ্বারী;
উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হ'য়েছ ভূতলে;
কার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমায় আমায়!
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,
আপন মহিমা ভবে।
পরমা প্রকৃতি, তোমার জানকী;
হেন সাধ্য কিবা ধরে দশানন,
হরিতে তাহারে, রঘুবীর?
অন্নপূর্ণা রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়ীদল,
পশিয়া অশোক বনে,
পরমান্নে ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা, ছাড়িনু রাবণে;
মম বরে নাশ তারে, হে রাবণ-অরি।
দুষ্ট চেড়ীগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি সহিতে সে তাড়না।

অপ্সরাগণের প্রবেশ

সকলের গীত

টোড়ী—ঢিমে তেতালা

জয় হর-হৃদি নিবাসিনী, মা শমন-ত্রাসিনী।
নিবিড় নিরুপমা, তমোরূপা ভীষণা,
ঈশানী ঈশ্বরী, ঈশান-আসনা,
নলকে চপলা পদে, ভীম-ভাষ ভাষিণী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ ইত্যাদি

মন্দো। বীরকার্য্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কেশ্বর,
ত্যজি রণস্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রথে,

তবে রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ?
নিঃসহায় নিরুপায় যবে,
পশিলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ বাণী কারো;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি দ্বারে হানা,
ঝঞ্ঝনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মো-সবার তব পদে.
কেন নব ভাব, হে ভূপাল তব?
শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর-বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম এ দুরন্ত রিপু, দানব-দলনী-বলে;
নহে দেহ আজ্ঞা মো-সবারে,
স্মরি জগৎ-ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।
রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধহীনা নারী মন্দোদরী।
ফুরায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি;
কিন্তু পেয়েছি যে দুঃখ,
সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি;
সীতা ল'য়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।
মন্দো। বোধহীনা আমি!
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে?
জানিনু—নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয়!
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি;
যাও তুমি অশোক কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু;
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা!
ইন্দ্রজিত অনন্ত-শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে!
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি!

(নেপথ্যে।—"জয় রাম"!)
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ!
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী!—
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু ভূপতি, গর্জ্জিছে বিকট ঠাট?
অহঙ্কারে গেলে ছারে-খারে!

[প্রস্থান।

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরীবৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তি-প্রভাবে,
আসিছে রাঘব, পুনঃ পশিতে আহবে?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

[প্রস্থান।

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তা'র;
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া;
যা হোক তা হোক ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক কানন

সীতা ও সরমা

সীতা। শুন লো, সরমে, প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়িদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনি-বিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিহরে, কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর।"
পরমান্ন দেন মুখে,
তে'ই লো সজনি, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি;
কেহ কহে দুর্ব্বাদল-শ্যাম,
পরাভূত রাবণের রণে;

কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ-পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় না মানি তাহে প্রভু,
কভু কি সম্ভবে,
জগদম্বা ত্যজিবেন তনয়ারে,
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর?
কাঁদি দিবানিশি আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গ-অরি পদযুগ!
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ;
সে অবধি দিন কত আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে মম পাশে;
শুখায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া-পদ করি ধ্যান;
পুনঃ আসে পুনঃ যায় ফিরে।

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন' ভজহ মোরে।
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ;
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী-বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ;
নাহি তব পতির শকতি আর,
বিনাশিতে লঙ্কাপতি;
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়িগণে?
তোষ সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি-দরশন।
সীতা। ওরে মূঢ়মতি,
নাহি কি রে সতী তোর ঘরে,
ছলে কভু ভুলে সতী নারী?
বোধহীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিয়ে সীতায়—দুঃখিনী—
জননী তার অসিতবরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা!
(নেপথ্যে।—"জয় রাম!")
রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে?
যে হয় সে হোক আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে,
বিলম্বে নাহিক কাজ।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।
রাবণ। কি কহিলি মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন' হ'ল না মুণ্ড তোর!
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।
দূত। হায় লঙ্কাপতি!
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি পূজাগৃহে কাড়িয়া ল'য়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষোনাথ,
ঘট হ'তে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর মুখে,
ব্যোম্ ব্যোম্ রবে বেষ্টিত পিশাচদলে
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী-আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে;
দেখিনু প্রাচীর হ'তে,
রাঘব-শিবির সমুজ্জ্বল চরণ-প্রভায়।
রাবণ। ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
(স্বগত) ব্রহ্মা-বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।
[দূত ও রাবণের প্রস্থান।
সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়িদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি;
বুঝি এত দিনে বিপদবারিণী
বারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি।
সীতা। চল লো, সজনি, চল যাই তব পুরে;
নাহি জীব আর,

পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখ

ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমান

হনু। খেয়ে পুজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটি হ'য়েছিস ষণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাক্যি বেটি ছাড় তো।
দোরে ছিল চাঁপদেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটি এলি থোব্না নেড়ে।

ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়্ তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা
উপড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস তো সর্ বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া।

হনু। তুই বেটি তো আচ্ছা ভ্যান্‌ভেনে!
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফিরতে বলিস ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে বলে।

ত্রিজটা। ভাল চাস্ তো সর্ বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস তেমনি যা তো চ'লে।

হনু। উঃ! বেটির কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর দুলছে দুটো কদু।

ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের ছটা,
ঘোঙা সরু পেটটি মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো শুদু।

হনু। বেটির নাকের কিবা খাঁজ,
চলে যায় তিনখানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়ে না বাজ,
আমায় বলিস বুড়ো।

ত্রিজটা। আ-মরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জেবলে দেব নুড়ো।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। কি হেতু, ত্রিজটে,
দুয়ারে এ গণ্ডগোল?

হনু। আসিয়াছি, রাণী মন্দোদরী,
রাজার কল্যাণ হেতু;
গণনা-শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি;
দুলায়ে দু'বাহু, মেলিয়ে বদন রাহু,
ঘাগী মাগী করিছে বিবাদ।

মন্দো। কে তুমি হে দ্বিজবর?

হনু। যোগী আমি, ছিনু এতদিন যোগে,
লঙ্কার দুর্যোগ জানি নাই সে কারণে;
অকস্মাৎ টলিল আসন,—
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গণনায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ-কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে;
কর আয়োজন রাণী,
গ্রহশান্তি করি গাহিব রাজার জয়।

মন্দো। এস তবে মন্দির ভিতরে, দ্বিজবর!

[মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দির-মধ্যে গমন।

ত্রিজটা। কোথা থেকে এলো কাপ্,
আমার বুকে লাগছে হাঁপ্,
ধ্যানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা।
এটা সেটা কথা ক'য়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলিয়ে,
আমি হলে লাগাতাম বিশ ঝাঁটা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-অভ্যন্তর

মন্দোদরী ও হনুমান

হনু। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন আর;
দেখিনু গণিয়ে,
শত রামে কি করিতে পারে?
জয় লঙ্কেশ্বর! বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। এ কি দ্বিজবর!
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ?

হনু। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন,
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,

অন্য অস্ত্রে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে?

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি দ্বিজ:
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান ক'য়ে।

হনু। ক'র না ছলনা, মন্দোদরী,
রাখিয়াছ অস্ত্র ল'য়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে;
সে তত্ত্ব কেমনে জানিবে গো বিভীষণ:
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্র-বলে
আপনি শমন
মরিবে পরশে তার মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে:
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনু। ভাল ভাল,
হউক রাজার জয়, চলিলাম তবে।

মন্দো। ত্যজ রোষ, দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি;
কর অস্ত্র-পূজা,
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনু। নাহি প্রয়োজন তায়,
তবু পূজি তব অনুরোধে,
যাও রাণী,
স্বহস্তে আন গে তুলি অতসী কুসুম।

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

হনু। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি!
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে;
জয় রাম!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

বিভী। করিনু কঠোর তপ ভাই তিন জনে,
সদয় হ'লেন পদ্মযোনি,
চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী,
'তথাস্তু' বলিল ব্রহ্মা,
বর শুনি শাপ অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে;
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে;
ভয়ে নিরুপায়ে
অকালে জাগালে দশানন,
তেঁই শূর পড়িল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিল না নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ হইয়া দাসে,
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,
কিন্তু বীর প্রকারে অমর;
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া
ছিন্ন হস্ত-পদ-শির রণে;
বিধিদত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমিও হে রক্ষোত্তম!
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভী। হের দূরে বীরমণি,
গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট,
'ধর ধর' ডাকে সবে,—
ভঙ্গীয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষোবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সমরে!
চল দোঁহে যাই, শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভী। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত, বীরবর!
তিষ্ঠ শূর,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর-সেনা,
ছোট নহে কাজ,
হের সুগ্রীব আপনি পলায় সমর ত্যজি,
না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র-প্রতীক্ষায় তুমি—

হনুমানের প্রবেশ

হনু। আনিয়াছি অস্ত্র, বীরবর!
সকলে। জয় রাম!
লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে রাঘব-বান্ধব;
নহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু!
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে—

দূতের প্রবেশ

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি—
দারুণ রাক্ষস-শরে;
পলায় বানর-সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে!
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

উভয়ের যুদ্ধ

লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কেন অন্য মন রণে, রঘুবীর!
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,
আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞা পালন কর, নারায়ণ,
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।
(রাবণের প্রতি)
ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যুশর—
হের রে পামর মোর হাতে।
রাবণ। কি? মিথ্যা কথা!
লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকট তোমার।
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস!

রামচন্দ্রকে বাণপ্রদান

রাবণ। রাণী মন্দোদরি, তুমিও হ'য়েছ অরি!

রামচন্দ্রের বাণে রাবণের পতন

সকলে। জয় রাম!

স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি স্পর্শ লঙ্কেশ্বরে;
না পলাও রক্ষঃসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।
বিভী। ভাই নহি, আমি চণ্ডাল—
তেঁই তব মরণ-সন্ধান—
কহিনু অরির কানে!
ওঠ ভাই, ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম;
জ্বলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে;
ধর্ম্ম-অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর-সংসার সংহার কারণ,
ধ'রেছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী!
হা ভ্রাতঃ! হা ভুবন-বিজয়ি!
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে?
রাবণ। ভাই বিভীষণ!
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,
না কাঁদ আমার লাগি,
জীবনে-মরণে সম দর্পে কাটাইনু আমি;
ডাকি আন হেথা মিতা তব,
এ অন্তিমে,
হেরিব পরম রিপু পরম ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই;
পবিত্র রাক্ষসকুল তোমার জনমে!
রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ-সমীপে,
আছে যুদ্ধ-রীতি হেন,
যবে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরি ভাব;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তাঁর ঠাঁই।
হ'রেছিল জনকনন্দিনী,
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণ-রক্ষা হেতু।
লক্ষ্মণ। হে প্রভু! হে রঘুকুল-গর্ব্ব!

হে অনাথ-বান্ধব! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম।
বিভী। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।
রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,
রহ, প্রভু, আমার নিকটে;
ভক্তি-স্তুতি নাহি জানি, মূঢ়মতি আমি,
নিজগুণে কর হে করুণা,
অরিরূপী করুণানিধান!
রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন-মাঝে;
জয়-পরাজয় নহে আয়ত্ত অধীন,
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর;
দেব-অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
কম্পিত তোমার দাপে;
ত্যজে দেহ দেহগত প্রাণী,
কিন্তু কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ-সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে!
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছামতে!
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজ-কার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশ কথা,
ঘুচুক মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে।
রাবণ। হে অখিল-পতি! অপার মহিমা তব,
তেঁই চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান আমি কে করিবে অস্বীকার?
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষাহেতু
আমার সদনে;—
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম ঈশ্বর!
কহি শুন যথাজ্ঞান তোমার সদনে,—
"সুকর্ম্মে ক'র না হেলা, কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ",
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা;—
হেরিনু নরককুণ্ড, শঙ্কার আবাস-স্থান,
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন বহ্নিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলীর ছটা রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
সে ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার-ধ্বনি পশিল শ্রবণে:
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,
ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা;
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি;
সিঞ্চি লবণ-সমুদ্র-নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর;
কিন্তু আজ কাল করি
রহিল মনের সাধ মনে,—
বাধিল সমর অতঃপর;
সুর্পণখা-উপদেশে আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
নেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল!
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু!—
ধনেশ্বর, লহ ফিরি রথ তব—
দেখরে দেখরে রথ,
সারথি মুরলিধারী শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন;
কার এ সুন্দর পুরী,
শত লঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার!
আনন্দ! আনন্দ অপার! এ পুর আমার,
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময়!
বিভী। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি!
রাম। না কর আক্ষেপ, মিত্রবর;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,
চিরানন্দে বঞ্চে সাধুজন;
নাহি প্রয়োজন, মিত্রবর,
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়ে জ্যেষ্ঠের দশা।

বিভী। দেহ আজ্ঞা, ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহু যত্নে পুত্র সম পালিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি
শোধ দিনু তার, বধিয়া রাজায়!
ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে এক বিন্দু অশ্রুবারি!
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।
রাম। তব যোগ্য বাক্য, মিত্রবর!
দেহ আজ্ঞা রক্ষোগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ;
ভাণ্ডারের ধন,
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।
[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। হায় নাথ, কোথা গেলে ত্যজিয়ে আমায়!
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্রহীনা অনাথিনী;
কোন্ অপরাধে ঠেলিয়ে হে পায়!
কি দোষে ক'রেছ রোষ, গুণমণি,
ধূলায় শুয়েছ আজি!
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব!
উঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধিনী-পানে;
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি;
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ;
সুসজ্জিত রথ তব,
পুনঃ ধর ধনু, বিনাশ' বানর-নরে।
করিলে কঠোর তপ স্বহস্তে ছেদিয়া শির,
এই কি হে তার পরিণাম!
শঙ্কর-শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তি কালে!
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা!
বীরভূমি লঙ্কা বীরহীনা,
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ!
উঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে রাণী মন্দোদরী।
বিভী। বুদ্ধিমতী সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায়!
নয়ন-সলিলে কভু নাহি ফিরে
গত জীবজন;
ভাগ্যবান পতি তব,
পড়ি সম্মুখ-সমরে—
গেছে চলি বৈকুণ্ঠ ভুবনে!
মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে,
নেহারি
রাবণ সমান স্বামী ধূলায় শায়িত!
হাহারবে কাঁদ লঙ্কাপুরি,
খসিল তোমার চূড়া!
গগন বিদারি বিলাপ' হে রক্ষোবৃন্দ,
কর্ব্বুর-গৌরব ঘুচিল রে এত দিনে!
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছারখার, রাবণ বিহনে!
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবনবিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন' র'য়েছে দেহে প্রাণ!
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এত দিনে!
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব,
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী-অরি!
শুনেছি হে তিনি দয়াময়;
ছিল পতি মম বৈরী তাঁর;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী?
কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্রহীনা নারী;
বারেক শুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে!
[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। ভাগ্যহীন মম সম কেবা এ ভুবনে!
অযোধ্যার পতি
পিতা ত্যজিলেন মোর শোকে প্রাণ;
স্বর্ণকান্তি তুমি রে লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রাসন-যোগ্য ভাই,

বনচারী আমার কারণে;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে
মরিল জটায়ু পক্ষী-রাজ পিতৃসখা
আমা হেতু;
করিলাম বালির নিধন,
কিষ্কিন্ধ্যা পুরিনু হাহারবে;
উদ্ভব সগর-বংশে,
সে সাগরে পরানু শৃঙ্খল;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে,
দেখ চারিদিকে ভূপাতিত
ভুবন-বিজয়ী রথী;
পর্ব্বত-আকার কপি,
হাতে ল'য়ে পর্ব্বত-পাষাণ,
লম্বমান ধরণী শয়নে:
শৃগাল-কুক্কুর-রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কান দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল,
পতি-পুত্র-শোকে তাপিত অবলা-প্রাণ!
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
খণ্ডাইতে মহাপাপ!

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ-বচন,
জীবন ধরিতে নারি!

মন্দোদরীর প্রবেশ

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা;
'জন্ম-এয়ো' হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নের বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ-নয়নে কি কারণে?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি!
দানবসম্ভবা আমি:
কভু কি শুনেছ, রাম,
ভুবনবিজয়ী ময়দানব নাম?—
তাহার নন্দিনী দাসী;
যার মহা শেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ,
দশানন স্বামী মম;
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ তেজ;
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী-অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায়:
কিন্তু এই খেদ রহিল হে মনে,
পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ:
ভগবান করুণা-নিধান তুমি,
স্বর্ণ-চূড়া সম পতি মম
ভূপাতিত তব শরে,
পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে 'জন্ম-এয়ো' বর;
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে,
দিয়েছ যতেক জ্বালা;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত-হত-শোক!
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি!

রাম। কেন লজ্জা দেহ, বিধুমুখি!
সতী তুমি,
'এয়ো' রবে চিরদিন নিজ পুণ্য-ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী:
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে, সুলোচনে!
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর।
যাও রে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল;
গৃহে যাও রাণী মন্দোদরী,—
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল;
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি,
ক'র না আমায় অপরাধী।

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীর-শ্রেষ্ঠ দশানন!

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।
রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই, অনর্থের মূল
সীতা!
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

বিভীষণ, হনুমান, সৈন্যগণ ও
চতুর্দ্দোলে সীতা

বিভী। দুই ধারে রহ সবে, মধ্যে দেহ পথ
আসিছেন সীতাদেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী!
হনু। দেখ রে দেখ রে কপিগণ,
যার তরে ক'রেছ দুষ্কর রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি।
কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন-ডর!

সৈন্যগণের গীত

যোগিয়া—একতালা

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুল-যান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন।
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন!
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান ইত্যাদি

লক্ষ্মণ। রঘুবীর, বুঝি আসিছেন
সীতাদেবী—
রাম। আসুক জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

সীতার প্রবেশ

শুন শুন জনক-নন্দিনি!
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান;
ছিলে দশমাস রাক্ষসের ঘরে,—
অযোধ্যা নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।
যথা ইচ্ছা করহ গমন;—
যাও তব জনক-সদনে, ইচ্ছা যদি,
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিম্বা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।
সীতা। এই কি লিখেছ ভালে, রে দারুণ
বিধি!
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনা, কভু নাহি জানে দাসী;
গুণমণি!
নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীব-পদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতী নারী আমি, কহি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষ্য
করি,
সাক্ষী মম দিবস-শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,—
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ,
সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর!
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি-দরশন!
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হ'য়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।

বাছা হনুমান, আমি রে জননী তোর;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর?
তুমি রে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,
দেব নর দেখুক সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।
হনু। সম্বর রোদন মাতা,
আছে পুত্র তব,
কিবা ভয় জননী, তোমার!
বনবাসী পুত্র তোর সীতা,
কুটিরে আদরে তোরে রাখিবে জননী,
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা!
রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব-প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কর রে লক্ষ্মণ চিতা আয়োজন।
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।
হনু। ঝাঁপ দিব সাগর সলিলে
ত্যজিব এ পাপ-তনু!
সীতা। স্থির হও বাছাধন;
সতী আমি
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে!
বিদ্যমান দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতী-তেজে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। করিয়াছি চিতা আয়োজন
সাগরের কূলে প্রভু।
সীতা। কেন রে লক্ষ্মণ, তুমি না সম্ভাষ মোরে?
লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ!
(স্বগত) কেন মা গো সুমিত্রা জননী,
দিয়েছিলে গর্ভে স্থান!
কেন রে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ!
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণে—
ধিক্ রে লক্ষ্মণ নামে!
সব সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে দেবী জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম ছত্র ধরি শিরে!
সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়
করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি-শেল বুকে;
হায় সকলি বিফল!
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা!
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে হেন বজ্রাঘাত, হায় হায়!
সীতা। চল হনুমান,
চল কপিগণ সাগরের তীরে,
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীত্ব-প্রভাব।
[হনুমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
হনু। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর;
উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল!
না রাখিব দেবতার নাম,
যদি পতিপ্রাণা জনক-নন্দিনী
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি
চিতা প্রজ্বলিত

সীতা। সাক্ষী হও জগত-জননী তারা,
সাক্ষী হও দেব পঞ্চানন,
সাক্ষী হও পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর দেব যক্ষ নর,
বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর;
নহে যেন,
না স্পর্শে অনল মোরে, কর আশীর্ব্বাদ।
রক্ষ নিস্তারিণী!
নমি মহা-গুরু-শ্রীরাম-চরণে।

সীতার অগ্নি-প্রবেশ

রাম। হা সীতা! হা ননীর পুতলি!

মূর্চ্ছা

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময়!
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—
রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! আনি দেহ সীতা মোরে,
ধিক্ ধিক্! জন্ম রাজকুলে,
কলঙ্কের সতত ডর;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বণিতা সীতা!
চলে গেল জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিঁধিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার!
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত প্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে
আর কি পাব রে,
কুসুম-নির্ম্মিতা জানকী আমার, ভাই!
হা সীতা! হা জানকী আমার
আরে আরে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে—
হারানিধি হরিলি আমার?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয়-রতন,
রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল!
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি,—
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে?
আন রে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।

সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির
চিতা হইতে উত্থান

ব্রহ্মা। কি হেতু হে রোষ চিন্তামণি!
নাহি জানি কিসের রোদন;
আমি ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
ধন্য মায়া, মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব!
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে,
তাই চাহ নাশিতে অনল!
রাম। দেব!
পাইলাম সীতা পুনঃ তোমার কৃপায়।
ধন্য নারীকুলে তুমি সতী,
কীর্ত্তি তব গাহিবে জগত,
দেখিলেন বংশের নিদান সূর্য্যদেব,
সতীত্ব মহিমা তব!
রাম নাম হইল উজ্জ্বল,
সীতারাম-সম্মিলনে।
সকলে। জয় সীতারাম!!

যবনিকা পতন

অভিমন্যুবধ

[পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য]

(১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ সাল, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

"* * সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥"
—কাশীরাম দাস

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।"
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উৎসর্গ-পত্র

পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল্
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
বহুমাননিধানেষু।

যিনি স্বয়ং উৎকর্ষলাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ। মহোদয়, আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করুন; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি—

বাগবাজার,
কলিকাতা।
১২৮৮ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। নকুল। সহদেব। সাত্যকি। ধৃষ্টদ্যুম্ন। অভিমন্যু। জয়দ্রথ। সুশর্ম্মা। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। দ্রোণাচার্য্য। কৃপাচার্য্য। অশ্বত্থামা। কর্ণ। কৃতবর্ম্মা। ভগদত্ত। শকুনি। দূষণ। গর্গমুনি, সৈন্য, সেনানায়ক, দূত, গণক, পিশাচদল ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

সুভদ্রা (অর্জ্জুন পত্নী)। উত্তরা (অভিমন্যু পত্নী)। রোহিণী (চন্দ্র পত্নী)। স্বপ্নদেবী। স্বপ্নসঙ্গিনীগণ, উত্তরার সখীগণ, পিশাচীদল ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

পিশাচদল

বৃদ্ধ। বাজ্‌বে মাদল, ঘোর কোলাহল,
রক্ত স্রোতে ভাস্‌বে ধরা।
বালক। হাঁ বাবা, সত্যি বাবা?
বৃদ্ধা। হাঁ রে হাঁ।
যুবক। রক্ত খাব সরা সরা,
রক্ত খাব সরা সরা!

গীত

টক্ টক্ টক্, চক্ চক্ চক্,
চুম্‌কি রুধির পিয়ে;
হাম হাহা হুহু হিয়ে।
আঁতি, মাথি,
কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে, হাড়ে হাড়ে ছাড়ে;
হিহি হিহি হিহি খুসি, চুচু চুচু চুচু চুসি,
তাজা তাজা তাজা, মরজা মরজা,
হাম্ হুম্ হাম্, হারা রারা রারা,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুরু-শিবির

দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, সুশর্ম্মা, জয়দ্রথ ও অশ্বত্থামা ইত্যাদি

দুর্য্যো। হে সখে, হে মাতুল সুধীর!
বুঝিয়া করহ বিধি,
নহে রণে মজিবে সকল।
নিশ্চয় বিধাতা বাম;
নহে জামদগ্ন্য রাম,
পরাভূত যার ভুজ-বলে,
মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান যার,
কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, পড়িল সমরে,
পামর পাণ্ডব-ছলে।
হে আচার্য্য-প্রধান—
সুধে তোমা মূঢ় দুর্য্যোধন,
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান ফাল্গুনির তব,
বৃদ্ধ পিতামহে,
বিন্ধিল দুরন্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে?
চিরদিন, তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,
তেঁই উপেক্ষিয়া কর রণ।
যবে বনস্থলে, মাতুল-কৌশলে,
চলিল পাণ্ডবগণে,
দুই হাতে ধূলি ছড়াইল ধনঞ্জয়;
হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—
এতদিনে বুঝিলাম অর্থ তার;—
ঘোর বাতে শুষ্ক পত্র যথা,
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রণে;
অধীর করীন্দ্রশ্রেণী,
বিকট রথের নাদে;
রথ রথী চূর্ণ রথ-বেগে;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম,
চারিদিকে আগুন উথলে শর-জালে;—
আচার্য্য উদাস রণে।
নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল ক্ষয় যথা,
দিনে দিনে কুলক্ষয় মম,
প্রবল পাণ্ডব-তেজে;
রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়,
বুঝিলাম এতদিনে।

দ্রোণ। ভাল বৎস,
পিতা পুত্রে ত্যজি সভাস্থল।
বার বার বলেছি তোমারে,
অজেয় পাণ্ডবগণে,—
মম শিষ্য বলি,
নাহি জান ধনঞ্জয়ে;
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
রাক্ষসীয় দীক্ষাপূর্ণ বীর,
পাশুপত অস্ত্র করতল,
নিবাতকবচ-ঘাতী।
এ প্রাচীন কালে,
যুদ্ধ নাহি শোভে আর,
তবু যথাসাধ্য করি রণ,
সাপক্ষে তোমার।
লোকলাজ করি পরিহার,
মমতা করিয়া ছেদ,
মহা অস্ত্র কত হানি ধনঞ্জয়ে,
নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ,
অতুলনা মহীতলে বীর,
গভীর সাগর সম,
দেবগণ সনে
পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার!
এহেন অর্জ্জুনে জিনিবে সমরে সাধ?
বার বার বলেছি তোমারে,
এ সমরে দিতে ক্ষমা,
মিলিতে পাণ্ডব-সনে;
দুষ্ট মন্ত্রী উপদেশে, না শুনি বচন,
জ্বালাইলে কালানল,
পোড়াইতে পতঙ্গের সম,
পৃথিবীর রাজগণে।
আজি হ'তে, নহি সেনাপতি তোর।
চল পুত্র! যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।

কৃপ। কি কর আচার্য্য বীর!
কৌরব আশ্রিত তব,
তব বাহুবলে দর্পী দুর্য্যোধন,
তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে।
ত্যজি তারে অর্ণব মাঝারে,
কোথা যাও দ্বিজোত্তম?
শুন দুর্য্যোধন,
গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
বড় স্নেহ তোমা প্রতি, ত্যজিবেন রোষ।

দুর্য্যো। গুরুদেব!
না ব'লে তোমারে,
বল বলিব কাহারে!

বলক্ষয় দিন দিন,
খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
যামিনী প্রভাতে তারা সম;
তেঁই দেব!
তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবেদি চরণে,
পুত্র-জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু।
দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,
তবু অনুচিত কহ বার বার।
কহি পুনঃ পুনঃ,
নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে!
যেবা হয় করহ মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের নাহি পরাজয়।
দুর্য্যো। প্রভু,
নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়
চির অনুগত দীনজনে?
এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
পার কর বিপদে কাণ্ডারী।
দ্রোণ। এক মাত্র উপায় ইহার;—
কহ নারায়ণী-সেনাগণে,
যমের দোসর জনে জনে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কালি যুদ্ধে আহ্বানি অর্জ্জুনে,
লয়ে যা'ক স্থানান্তরে;
হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,
আক্রমিব বৃকোদর ঠাট;
রচিব বিচিত্র ব্যূহ অদ্ভুত জগতে,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা,
ভেদিতে অক্ষম তিনলোক!
দেখি এ কৌশলে ফলে যদি ফল।
দুর্য্যো। এই সে মন্ত্রণা সার।
কহ সখা, তোমার কি মত?
কর্ণ। ভাবি তাই কৌরব ঈশ্বর,
ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা পালনে;
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,
বিনাশিবে নারায়ণী-সেনা;
না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে;
কুরুরাজ!
প্রতিজ্ঞা পালিও তব ক্ষত্রিয় সম্মুখে।
দ্রোণ। কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা, তথাপিও তুল্য রণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি সংহতি,
বৃকোদর দুষ্কর সমর কৃতী,
অতুলনা বাহুবল যার—
নহে অবহেলা যোগ্য অতি।
শুন সুশর্ম্মা ভূপাল,
দিক্‌পাল সম বীর্য্যবান্ তুমি,
কালি রণে শার্দ্দূল বিক্রমে,
আক্রমহ ধনঞ্জয়ে,—
যশস্তম্ভ রোপ মহীতলে!
সুশর্ম্মা। হে কৌরব-সেনাপতি,
প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম!
যথাশক্তি করিব সমর,
প্রবোধিব কিরীটীরে;
জয় পরাজয়, ইচ্ছাসাধ্য নহে মম;
অবসর না দিব অর্জ্জুনে,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
দুর্য্যো। তব যোগ্য বাক্য মতিমান্!
এত দিনে জানিনু জিনিব রণ;
কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
না ধরিবে টান মম রণে;—
কালি হবে পাণ্ডব সংহার।
জয়। হে আচার্য্য! জানাই প্রণাম পদে।
কুরুরাজ! করি নিবেদন,
প্রাণপণে করি রণ সাপক্ষে তোমার;
কালি রণে দেহ ভার মোরে,
রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার;—
অর্জ্জুন বিহনে,
পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ডরি;
নিবারিব পাঞ্চাল পাণ্ডবে মহাহবে,
সিন্ধুবারি বেলা যথা।
দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমায়।
দুর্য্যো। বীরবর! সহোদর সম তুমি মম,
এ সমরে তুমি অধিকারী,
আমি মাত্র সহায় তোমার;
পূর্ব্ব অরি ভীমসেন তব,
দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে।
শুন সমাগত বীরগণে,
নিষ্পাণ্ডবা সমর সঙ্কল্প প্রাতে,
লভহ বিরাম ক্ষণে, যে যার শিবিরে।
[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
কৃপ। নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি
প্রতিজ্ঞা তোমার?

দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কভু সম্ভবে কাহার!
পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন!
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়,"
অখণ্ড শাস্ত্রের বাণী।
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
ধাইছে ঘটনা-স্রোত অবিরাম গতি,
হরিতে পৃথিবীর ভার;
বীরমদে মত্ত ক্ষত্রগণে,
নিধন কারণে
উদয় এ কাল রণ—
সর্কলি হইবে ক্ষয়,
একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।
অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ?
দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে ঘটনা-স্রোত!
ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
সেনাপতি মাত্র আমি,
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন।
শুন সাবধানে,
বাধিবে তুমুল রণ কালি;
পশিব পাণ্ডব-বাহিনী মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিতে গ্রহণ
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
অবশ্য বারিবে মোরে,
পাণ্ডব সাপক্ষ রথী;
হেরি চির অরি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশ্য হইবে বিরোধী;—
প্রাণের মমতা ত্যজি,
সমরে পশিবে বীর—
প্রাণপণে করিব যতন,
প্রতিজ্ঞাপালন হেতু।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যদি হয় তনু ক্ষয়,
ক'রো দুর্য্যোধনে যতনে সান্ত্বনা;
ব'লো তারে,
মৃত্যুকালে, বলিয়াছে গুরু তার,
ক্ষমা দিতে কাল রণে;
কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো রে পালন—
দুর্য্যোধনে রক্ষিও যতনে;
কুরুবীর আশে, ফেরে ভীমসেন রণে,
লোলিহান কেশরী সমান,
ভীমে প্রবোধিতে তব ভার।
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে কৃপাচার্য্য বীর।
যাও,
লভহ বিরাম, নিদ্রা-দেবী অঙ্কে সুখে।
[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী!
যাগ যজ্ঞ মঙ্গল কামনা রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার!
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্ব্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলগ্লানি আমি!
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-শিবির

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ

দুর্য্যো। প্রাণাধিক তুমি মহাবীর!
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে ব্যূহদ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সংকটে রাখিয়া তোমা;—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ত্তন রহুক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বে রক্ষা কর তুমি তার।
জয়। না মান বিস্ময় কুরুরাজ,
পূর্ব্ব কথা বলি হে তোমায়।
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্য ঘরে দ্রৌপদী করিনু চুরি;
চালাইনু রাজ্যমুখে রথ,
পথে বাদী ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণার রোদনে,
বিধিমতে পাইনু অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে;
প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির উপরোধে;
না যাইনু দেশে,
পশি বনমাঝে,

আরাধিনু দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধন সংকল্প করি;—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে।
সেই আশে, সুযোগ প্রয়াসে সদা ফিরি;
আজি সমরান্তে দিবা অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকুলে করে কেলি,
মধ্যে শতদল দল,
ফুটিয়াছে অগণন;
যেন সুন্দরী রমণী ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে,
মধুস্বরে শুনিনু ভর্ৎসনা:—
"কোথা সিন্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর কর অবহেলা?"
অকস্মাৎ নিরবিল বাণী,
মিশাইল ধনী,
পরিমল-পূর্ণ সমীরণে;—
নীরব গগনে, হাসিল চন্দ্রমা;
নীরব স্বভাব, নীরব বিস্তার বাপী;
নীরব সে কমল কানন!
হে কৌরব মহারথ!
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম;—
পুনঃ রথে তুলিব দ্রৌপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেশী,
হেরিব নয়ন ভরে,
প্রাণের সন্তাপ নিভাইব সে সলিলে।

দুর্য্যো। শুভক্ষণে পেয়েছি তোমারে,
ওহে সিন্ধুকুলোত্তম!
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে;—
কহিব পামরে কালি,
দেখাইব উরুস্থল,
উরুদেশে বসাব কৃষ্ণায়।

জয়। সমরান্তে তোমায় আমায় বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু!

দুর্য্যো। সে আশঙ্কা নাহি বীর!
দুই জন পঞ্চজন স্থলে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তরীক্ষ

রোহিণী ও গর্গমুনি

রোহিণী। হায় তপোধন!
কাঁদে প্রাণ পূর্ব্ব কথা স্মরি,—
কুক্ষণে সাজিনু রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এল হাসি,
হানিনু কটাক্ষ শর মোহিতে নাথেরে,
তেঁই প্রাণেশ্বর অনঙ্গে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে;
দিলে হে কঠিন শাপ;
বিরহ-বিধুরা বালা,
কাঁদি একাকিনী চন্দ্রলোকে;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,
ভূমিতলে নরমাঝে;
শত শর বিন্ধে বুকে তপোধন!
উত্তরারে যবে,
সম্ভাষেন প্রাণনাথ প্রিয়া বলি;
অবলারে কর দয়া মুনিবর!
তব শিক্ষামত দেখা দি'ছি জয়দ্রথে;
কিন্তু দেব! প্রত্যয় না মানে পোড়া মন;
মহারথী অভিমন্যু বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার!
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সমর,
রথিকুলে রথীন্দ্র আর্জ্জুনি;
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে,
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে ফিরে মদমত্ত করী সম!

গর্গ। শুন সুলোচনে!
ব্রাহ্মণের মনে কভু স্থায়ী নহে রোষ,
শাপ দিয়া অনুতাপ হইল তখনি;
চলিনু কৈলাসে,
আরাধিনু দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব:
কহিলা শঙ্কর হাসি,—
চন্দ্রলোকে যাবে শশী কুরুক্ষেত্র রণে।
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,

আজ্ঞায় তাঁহার,
গেছে স্বপ্নদেবী, সঙ্গিনী সংহতি,
কাঁদাইতে উত্তরারে;
কেঁদে সতী হরিবে পতির বল;
দুই পাপে পড়িবে কুমার;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূর বংশ গরিমায়;
বীরদম্ভে আজি ঠেলিবে মায়ের মানা;
হীন-বল মাতার নিশ্বাসে,
হবে তল মহাবল সপ্তরথী রণে।
আদেশ দিলেন শম্ভু বীর হনুমানে;
হরিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে;
অরি হিয়া,
না কাঁপিবে থর থরি, গর্জ্জনে তাহার।
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠিরে;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে!
চল সঙ্গোপনে দিব উপদেশ,
যেমত করিবে রণস্থলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বাপীতট

অভিমন্যু

অভি। প্রাণ মম কি জানি কি চায়!
দিনমান যায় রণশ্রমে;
নিশা আগমনে,
কি যেন কি যেন পড়ে মনে:—
যেন নিদাঘে নিকুঞ্জ-মাঝে
গাইছে কোকিল;
দূর সমীরণে, মিলি একতানে,
ভাসে যেন সঙ্গীত লহরী,—
আধ-শ্রুত, কভু যেন শুনেছি সে গীত!
সদা জ্ঞান হয়,
রমণীর পদ-সঞ্চালন পাছে;—
মুদিলে আঁখি, কি যেন ঝলকে,
কে দাঁড়ায় কাছে বিরস বদনে!

দূরে ভেরী-রব

নিশাকালে,
কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব শিবিরে!
কি বিকার অন্তরে আমার,
চমকিনু ভেরী-নাদে!
যেন,
সাধ হয় চন্দ্রসম ভাতিতে গগনে;
সুধিব জনকে আজি, কোথা চন্দ্রলোক?
রাজসূয় কালে,
কোন্ পথে চলিল বিমান;
যেন,
দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
রমণীয় অবশ্য সে পুর,
শশধর বিরাজে যথায়!

দূরে ভেরী-রব

পুনঃ শুনি ভেরী-রব কৌরব শিবিরে!
নিশীথে কি বাধিবে সমর?
রণোল্লাসে স্থির নহে প্রাণ।

[প্রস্থান।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। দেখা দিব কালি রণস্থলে,
হৃদে আশ হতেছে বিকাশ,
পাব পুনঃ প্রাণনাথে;
তমোগুণে ধাইছে ঘটনা,
কৈলাস শিখর হতে।

স্বপ্নদেবীর প্রবেশ

স্বপ্ন। চল মম সনে সুলোচনে,
হেরিতে সতিনী তব;
মহেশ আদেশে, যাই রঙ্গচ্ছলে,
কাঁদাইতে উত্তরারে।
রোহিণী। হে রঙ্গিণি! সুভাষিণী তুমি!
ভাসি রঙ্গিল নীরদ মাঝে,
সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
পুলকিত মতি,
ক্রীড়া কর শিশু সনে;
হয়ে দূতী গুণবতী,
যুবতী মিলাও যুবজনে,
স্বর্ণরাশি বিলাও প্রাচীনে;
দেহ প্রাণপতি ভুবনমোহিনি!
স্বপ্ন। পাবে সতী প্রাণেশ্বরে তব,
শঙ্কর প্রসাদে ত্বরা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

কৃষ্ণ। দিন দিন হীনবল অরি,
তব অমোঘ প্রতাপে সখে!
মল্লযুদ্ধে তুষিয়ে শঙ্করে,
রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে মহাযশা!
স্থাপ কীর্ত্তি,
মথি বাহুবলে কালি নারায়ণী-সেনা,
ইন্দ্রতুল্য জনে জনে রণে,
মহারাজ মগধ ঈশ্বর,
পরাভব যার তেজে;
শুনিলাম সুরলোকে করিলা সমর,
দেখি নাই বিক্রম বিকাশ সেই কালে;
সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ প্রভাব,
পরাভবি সংশপ্তকগণে,
উত্তেজনা কর শক্তি তব,
যতক্ষণ রহে যামী;
প্রভাতে লইব রথ শিবির সম্মুখে।
অর্জ্জুন। হে মধুসূদন!
তব পদ হৃদি-পদ্মে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে;
আইসে যদি তিনলোক কৌরব সহায়ে,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি পারি বিমুখিতে সবে;
বাড়ে বল হে শ্রীনাথ!
তোমারে হেরিলে রথে;
কিন্তু ভাবি যদুবীর,
কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে,
ধাইবে কৌরব যবে ধরিতে রাজায়?
একা ভীম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে?
হে পাণ্ডব-সখা, আশঙ্কা হতেছে মনে,
কি হয় সমরে প্রাতে!
সাহস সম্পদ্ বল, ও রাজীব পদ,
সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।
কৃষ্ণ। না হও অধীর সখা!
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কৌরব সনে;
তাহে মহা মহা রথী সহায় তাহার;—
অপার-বিক্রম যুযুধান,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট দ্রুপদ,
আর আর দেব অবতার রথী,
ঘটোৎকচ মহাবীর, রাক্ষসীয় ঠাটে,
জিনিতে তাহারে
কে আছে কৌরব মাঝে?
বৃথা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন। কি ভয় তাহার দেব,
যারে তুমি দাও হে অভয়!
কৃষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন্ কার্য্যে অক্ষম,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী!
অর্জ্জুন। সকলি হে,
কৃপায় তোমার চক্রধারি!
[অর্জ্জুনের প্রস্থান।
কৃষ্ণ। লীলা-স্রোত নাচিছে চৌদিকে,
হরিছে ধরার ভার;
পলে পলে হোরা, হোরাদলে মিলি,
গড়ি দিবা নিশি,
ছয়বার বহিবে সময়,
হবে লয় দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুল,
ঘুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে!
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

সুভদ্রা, উত্তরা ও সখীগণ

উত্তরা। রাখ শঙ্কর সংগ্রামে প্রাণপতি,
দীনগতি,
চরণে শরণ মাগে হীনমতি;
আশুতোষ শিব শশাঙ্ক-ধারী,
জাহ্নবীবারি,
কুল্ কুল্ মৃদুল, জটাঘটা মাঝে,
বিভূতি সাজে;
বব ব্যোম বব ব্যোম দিগম্বর,
হর দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদিরঞ্জনে হে;

অঙ্গনা বঞ্চনা করো না ভোলা,
হাড়মাল দোলা,
তমাল বিনিন্দিত নীল গলা
ধটী বাঘছালা;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

গীত

শ্রী—পটতাল

ব্যোম ব্যোম নাচে, নাচে খেপা ভোলা,
নাচে খেপী সাথে,
ধরি হাতে হাতে।
(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিণী যোগিনী মাতে।
(কিবা) চরণে গুন্ গুন্, ভ্রমর বোলে;—
(হাসে) শতদল দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি শ্রেণী নখরে ভাতে।

স্তব

জয় পিণাক-ধারী, জয় ত্রিপুরারি,
জাহ্নবী বারি
ঢালি শিরে;
হের হর তাপ হর, গৌরী-মনোহর,
ভাসি শিব শঙ্কর,
আঁখি নীরে;
ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,
বিহ্বলা বালিকা,
ভোলা ভূতপতি;
করুণা কুরু ভব, দুরন্ত আহব,
রক্ষ শ্যামাধব,
প্রাণপতি।

অর্ঘ্য প্রদান

হা জননি!
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার!
আশুতোষ, কি হেতু করিলা রোষ,
না জানি গো সতি! •
সুভদ্রা। একচিত্তে পুনঃ বৎসে,
আরাধ শঙ্করে।

স্তব

পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,
রেখ মনে গণেশজননি;
সঙ্কটে শঙ্করী,
স্মরি শুভঙ্করী পদযুগ,
রেখ পায় তনয়ায় হৈমবতি;
রণজয় দে রণরঙ্গিণি!
উত্তরা। হায় মাতঃ,
পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে!
প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে;
না জীব জননি, তিল আর,
না হেরিলে গুণমণি মম।
যবে বাধিল মা, এ কাল সমর,
নিত্য ঘুমাইলে, দেখি গো স্বপনে,
ঈর্ষ্যাপূর্ণ রমণী মূরতি—
পলক বিহীন আঁখি—
চাহে এক দৃষ্টে মোর পানে;
সে বদনে হেরি কত ভাব,
ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী!
সুভদ্রা। পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য হরে।
উত্তরা। মাগো, ভূতনাথে করিতে অর্চ্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে;
ঢালি জল ভাসি আঁখি জলে!
দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ!
মাগো,
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর!
সুভদ্রা। কর পুনঃ শিব আরাধনা;
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,
কামনা পুরায় কেবা!
কেমনে,
চাহ আনিবারে, অভিমন্যু হেথা?
প্রাতে রণ,
ব্যস্ত রথী রণ কাজে;
নহে বীরাঙ্গনা রীতি,
বীর-কার্য্যে দিতে বাধা;
কুল কার্য্যে রহ কুলবতি।
উত্তরা। বৃথা গঞ্জ গুণবতি মোরে;
কিশোরে, গো কে যায় সমরে,
ক্রীড়াস্থল ত্যজি?
কুরঙ্গ সঙ্গিনী,

হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে,
লোলিহান শার্দ্দুল মাঝারে,
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিণী?
ফেলি নিধি জলধি জঠরে,
কার প্রাণ রহে স্থির?
আমি মা দুঃখিনী অতি,
অভাগীরে করো না ভর্ৎসনা,
পাগলিনী পতির বিরহে!
অঙ্কুরিত প্রেমের মুকুল হৃদে,
যত সাধ রয়েছে কুঁড়ায়ে,
পুরে নি গো একটি বাসনা!
কহি সত্য বাণী জননি গো করযোড়ে.
ধৈরজ ধরিতে নারি নাথ অদর্শনে;
তাহে বামদেব, বাম অবলায়,
অর্ঘ্য নাহি নিল পশুপতি!
সুভদ্রা। ভক্তি বিনা অর্ঘ্য, নাহি পায় স্থান,
আরাধনা কর ভক্তিভাবে।
জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয় নিয়ম;—
সঙ্কট মরণ রণ অঙ্গ আভরণ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর সাজে:
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
কাঁদায়ে সন্তানে,
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণরীতি,
যাদব ঝিয়ারী, পাণ্ডুবংশ কুলবধূ;
অকস্মাৎ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,
কি কবে রথীন্দ্র যত,—
আসিবে সত্বরে সবে,
বিপদ্ আশংকা করি,
ভঙ্গ হবে সমর মন্ত্রণা,
এ কামনা করো না কল্যাণি।
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব আরাধনে;
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।
উত্তরা। ওগো যাদব সুন্দরি!
জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন!
সুভদ্রা। দেবগৃহে করো না রোদন,
অকল্যাণ ঘটে তায়;
চল যাই স্নান হেতু সরোবরে,
শীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন
পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা;
চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চ্চনা,
আরম্ভিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ

স্বপ্ন। শুন লো সঙ্গিনি,
ভুবন মোহিনী তোরা।
আসিছে উত্তরা,
তোল তান গ্রন্থি-হীন গান;
ফুল্ল ফুলযানে, ভ্রম লো বিমানে,
চারিদিকে খেল, ঢাল রাঙ্গা কাল,
হাস বনমাঝে ফণী ধরি;
ময়ূর ময়ূরী লয়ে গড় করী,
কেশরী গলাও বায়;
কাঞ্চনে চন্দনে, অঙ্গারের সনে,
মিলায়ে মাখ লো কায়;
স্থান পরিমাণ, হর ধীরে ধীরে,
বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,
নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,
কাঁদাও কাঁদাও, অভিমন্যু ভামিনীরে!

গীত

বেহাগ—জলদ একতাল

সঙ্গিনী। চুপি চুপি, কর কাণা কাণি,
নাচে নিশীথিনী;—
ঝিমিকি ঝিমিকি, ঝিকিমিকি ঝিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ লো।
চলে অনিলে আগু করি, কিরণ সারি,
নামে তিমির গহ্বরে,
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ লো।
চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে,
দেখ দেখ কত আনাগোনা;

কেবা আসে, কেবা হাসে,
কে ভাষে গগনে মানা নাহি মানে;
রবি নিভিল,
জোনাকি টিম্ টিম্ টিম্ লো।

উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কায় অলসের ভার,
মরি কি সুন্দর তরু হাসে ফল ফুলে;
সৌরভে জুড়ায় প্রাণ।
[শয়ন ও নিদ্রা।

গীত

সঙ্গিনী। চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
যাই যাই যাই লো;
ঘুরে ফিরে দেখি, পাই কি না পাই লো।
পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
পীত লোহিত সিত সলিলে,
ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো।
১ সঙ্গি। কে কোথায় জাগে লো সজনি?
২ সঙ্গি। রুষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী।
৩ সঙ্গি। ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিণী?
৪ সঙ্গি। দেখ আসিয়াছে ধনী,
নিয়ে যেতে গুণমণি।
উত্তরা। ওমা! নিয়ে যায় প্রাণনাথে!

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। প্রাণেশ্বরি,
ভাল খেলা খেল উপবনে!
কি হেতু প্রেরিলে দূতী,
কহ সুলোচনে?—
যাব ত্বরা প্রভাত নিকট।
উত্তরা। নাথ!
দিব না যাইতে রণে,
কাজ নাই রাজ্য ধনে মম,
বনে রব বাকল বসনে তোমা লয়ে।
হৃদিতন্ত্রী কম্পিত সদাই,
বড় ভয় গণি মনে,
না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,
অর্ঘ্য না পাইল স্থান ভবেশের মাথে!
শুদ্ধ চিত্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,
আইলাম স্নান হেতু সরোবরে,
অলসে অবশ কায়া,
তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,
অঙ্গ ঢালি হ(ই)নু অচেতন;
স্বপনে হেরিনু,
স্বপ্নদৃষ্টা রমণী মূরতি,
ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে;
উতরোলে কাঁদিয়া জাগিনু!
অভি। সম্মুখে দেখিলে স্বপ্ন বিপরীত ফল।
চল সতি,
ভেটি জননীরে, বিদায় লইব ত্বরা;
হের ফুল কুলে সাজিছে মেদিনী,
ঊষা প্রতীক্ষায় শ্যামা;
কলরবে জাগিতেছে পাখী,—
গাইবে গায়কবৃন্দ,
উদিবে যবে,
সুবর্ণ কিরীটী সতি।
উত্তরা। ধরি চরণে হে গুণনিধি,
দাসীরে ঠেল না পায়, যেও না সমরে,
যদবধি অর্ঘ্য নাহি লন ভোলানাথ।
অভি। প্রিয়ে,
এ কথা কি সাজে হে তোমায়?
পিতা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাত আদি,
আত্মীয় বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট রণে,
রব বদ্ধ মহিলা শিবিরে,
নারীর অঞ্চল ধরি!
এই কি বাসনা তব?
বৃথা শঙ্কা ত্যজ আমোদিনি;
না জান বিক্রম মম,
তিনপুর আসে যদি কৌরব সহায়ে,
পরাজিব পলকে প্রমদা;
চল প্রিয়ে, জননী সমীপে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুভদ্রা ও গণক

গণক। শুভে!
রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,
রুষ্ট তারা সঙ্গ নেছে তার,
দেখিনু গগনে,

মহারুষ্ট তারা,
কালি যদি যায় সুমঙ্গলে,
পুত্র তব অমর নিশ্চয়!
সুভদ্রা। বুঝিনু বুঝিনু এতক্ষণে,
কেন হর অর্ঘ্য না ধরিল,
শঙ্করী পূজায় কেন ঘটিল ব্যাঘাত!
যাও ত্বরা,
কে আছ রে ডাকি আন অভিমন্যু হেথা।

অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ?
প্রণমে চরণে দাস আশীস জননি।
কিহে দ্বিজবর!
গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব বিনাশ কাল রণে?
সুভদ্রা। যাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।
অভি। মাতঃ!—
সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
যাইতে রণে আমি।
অভি। আজি নিশিযোগে,
ক্ষিপ্ত রেণুগুঁড়া মিশেছে কি বায়ু সনে!
কহ,
কি জঞ্জাল ঘটায়েছ আচার্য্য ব্রাহ্মণ?
সুভদ্রা। বাছা, কাল মাত্র যেও না সমরে,
বীরাঙ্গনা বীরমাতা আমি,
সামান্য কারণে,
নাহি মানা করি তোরে;
সাধ কিরে মম, অর্জ্জুন তনয়,
রহিবে মহিলা শিবির মাঝে,
যাদব নন্দিনী আমি!
অভি। মাতঃ!
জান তুমি যাদব বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান!
প্রথম মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।
সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া,
হও না উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা!
দেখ এই দ্বিজ,
বিশারদ জ্যোতিষবিদ্যায়,
কহিয়াছে দিন দিন গণে মোরে,
যে দিন যা ঘটিবে তোমার;
তারা রুষ্ট একদিন আছে আর তোর,
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে বৎস তায়।
অভি। ফিরি রণভূমে, যুদ্ধে ব্রতী অস্ত্রধারী,
মঙ্গলামঙ্গল মাতঃ আছে চিরদিন।
কহ দ্বিজ, কোন্ গ্রহ রুষ্ট মোর প্রতি?
হানি শর বিন্ধি নভঃস্থলে।
সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব, বৎস!
অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাতঃ!
পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাখিয়া সংকটে,
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা শিবিরে!
সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই মার কাছে,
মাতৃঋণ যাবে শোধ তোর,
এক দিন ক্ষমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিনু রে ধ্যানে,
তোর মস্তক বিহীন ছায়া!
হর শিরে অর্ঘ্য না ধরিল!
অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ সংবাদ যত উত্তরার মুখে।
মাগো, সহস্র ঋণে ঋণী আমি তব,
যত দিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ;
চাহ সে ঋণে মা উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বরি!
কিন্তু মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জ্জন!
নারিব জননি,
ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তান।
দেহ পদধূলি,
রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
রয় যায় কালের কবলে,
কিন্ত বীর্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অন্য বীরে;
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম গান তার,

হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদবনন্দিনী পান্ডবগৃহিণী মাতঃ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,
দেহ পদধূলি যাই চলে রণস্থলে;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি মাতা,
হের ঊষা উদিল গগনে,
বিলম্বিতে নারি আর।
উত্তরা। যাও নাথ বধিয়া আমায়!
অভি। প্রিয়ে, সকলই ভাল সহ্য মত।
উত্তরা। একদিন মাত্র রহ গৃহে!
অভি। হেন উপদেশ,
কহিও ভ্রাতার কাণে মৎস্যরাজ-সুতা;
প্রেমকথা বিলাস ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে, সম্বন্ধ নাহিক তার!
পতি আমি, শুন বীরাঙ্গনা,
ধর উপদেশ বাণী,
কুলের কামিনী রহ কুলাচারে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্যব্রতে ব্রতী জনে নাহি দেয় বাধা।
উত্তরা। নাথ—
অভি। না উত্তরা।
[উত্তরার মূর্চ্ছা।
প্রণাম চরণে মাতঃ, নিশা অবসান।
[প্রস্থান।
উত্তরা। মাগো! কি হলো, কি হলো!
সুভদ্রা। বল মা, কি উপায় করি আর!
উপায়ের সার,
চণ্ডিকার পদ করি ধ্যান।
উত্তরা। নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন।
সুভদ্রা। হব হরি করো না মা ভেদ;
গৃহভেদে না জানি কি হয়!
চল যাই দেবালয়ে।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরসম্মুখ-পথ

অভিমন্যু

অভি। এখনও স্বভাব ঢাকা নিশা আবরণে,
মেঘে ঢাকা শশী,
তাই প্রভাত জানিয়া,
কুজনিছে বিহঙ্গিনী সুমধুর!
একি বিঘ্ন, কুৎসিত বায়স রব!
উত্তরা চেতনাবধি,—
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে।
মাতৃ মানা শুনিল কি ধনঞ্জয়?
যবে রথী,
চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্ত্তব্য রক্ষণ হেতু!

গণকের প্রবেশ

গণক। বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে।
অভি। দ্বিজ,
ক্ষত্রিয়ের বশ নয় রোষ;
কিম্বা, কি হেতু বা রুষি আমি!
শুনি উপন্যাস,
এখন তো আছে যামী;
কিহে দ্বিজ!
গণক। কুমার, দেখিনু গণনে,
কালি গ্রহ রুষ্ট তব প্রতি।
অভি। ওহে দ্বিজ!
ও সংবাদ শুনেছি ত জননীর মুখে;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি?
শুভ এ বারতা
পান্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ;
জেন স্থির, অর্দ্ধ সৈন্য না বিনাশি রণে,
ধনু মম হবে না অচল।
এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্ণমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'য়ো উত্তরারে,—
"নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চুম্বন।"
গণক। কিন্তু বৎস,
ছিল ভাল না যাইলে রণে।
অভি। দ্বিজ লহ মুদ্রা,
দেখ গণে, আরো ভাল যাইলে সমরে।
গণক। নাহি অকল্যাণ ভয়,
গ্রহশান্তি করিব করিয়া স্নান।
অভি। এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
যদি শায়ী হই রণভূমে,

কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি ক্ষমেন জননী।
বলো উত্তরারে,
বড় ভাল বাসিতাম তারে,
কুলমান দায় ছেদিনু প্রেমের ডুরি!
কিম্বা কিছু নাহি ব'লো তারে,
বলো মাত্র, প্রত্যক্ষ দেখেছ,
দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে স্মরি তার নাম!
গ্রহাচার্য্য, আর নাহি রহ এই স্থানে।
[গণকের প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত

পঞ্চম—রূপক

ধীরে ধীরে শুন বাড়িছে কোলাহল,
ফুল হেরি ঊষা হাসে,
দুকূল বাসে।
ধীরে ধীরে, ফুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে;
লতিকা পাশে, পরিমল আশে,
অনিল প্রেম কথা মৃদুল ভাষে।
মধুর পিয়াসে,
অলি আসে;
কোকিল কুহরে, পাখিকুল শিহরে,
খুলে প্রাণ, তোল তান,
মোহন রতন রাজি সুনীল আকাশে;
বীর ধীর চলে সমর প্রয়াসে।

অভি। কে ঢালে এ সঙ্গীত লহরী,
হেন স্বর ধরায় কে ধরে?
নীরব বীণা!
মরি, পুনঃ ওঠে তান,
শুনি প্রাণভরে ব'সে!
সঙ্গীত চলিল দূরে,
যায় যেন দেখাইয়া পথ;—
ওহো! ধাইতেছে অগণন শিবা,
মাংস লোভে রণস্থলে!
কি কঠোর নিনাদে বায়স,
ক্ষুদ্র প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণে।
আহা!
ঝরিল বারি মায়ের নয়নে,—

দূর-ভেরী-রব

ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,
বুঝি,
একা আমি, ত্যজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে,
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত অন্য জন,
কেবা আর দূতীর বারতা শুনি,
যাবে নারী মাঝে সম্ভাষিতে প্রেয়সীরে,
ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে!
যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সময়ের ব্যয়।
[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যু

যুধি। দেখ বৎস, মজিল সকলি!
সংশপ্তকে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়,
কৌরব কৌশলে আজি,
নাহি জানি কি হয় সমরে!
যমোপম নারায়ণী সেনা,
তাহে সপ্তরথী দুর্ম্মদ সুশর্ম্মা সনে,
নাহি একগোটা পদাতিক মম,
প্রেরি যারে আনিতে সংবাদ;
অবসাদ নাহি কাল-রণে।
মৈনাক সমান,
একা রথে আচার্য্য প্রবীণ,
পশিয়াছে সৈন্যসিন্ধু মাঝে,
মথিবারে ক্ষীণ দলবল,
সহায়বিহীন।
দারুণ দ্রোণের শরে,
আকুল পাঞ্চাল সেনা,
নিবারিতে নারে ভীমসেন,
বিপক্ষ প্রবাহ ঘোর,—
যুঝে অরি চক্রব্যূহ করি,
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশ।
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ!
কহ পুত্র কি উপায় হবে,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব,
রুদ্ধ বায়ু গর্জ্জে যথা পর্ব্বত কন্দরে,
গর্জ্জে শুন বৈরীঠাট জয় আশে;
হের মহাত্রাসে,

বিকল বাহিনী মম, পলাইছে বেগে।
এক মাত্র তুমি ধনুর্দ্ধর,
পাণ্ডব শিবিরে, পিতৃসম কৃতী রণে;
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম কৌশল বলে।
অভি। সখা মম!
জানি আমি প্রবেশ সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোকে অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ!
এ বারতা কে দিল তোমারে?
যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সোসর তোমার,
দেবের কুমার হয় জ্ঞান:
রুধিরাক্ত কলেবরে,
বার্ত্তা দিল দ্রুত বীর,
পুনঃ রণে পশিল ধীমান্।
অভি। কহি তাত পূর্ব্ব বিবরণ,—
ছিনু যবে জননী জঠরে,
গল্পচ্ছলে চক্রব্যূহ কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেঁই জানি প্রবেশ নিয়ম।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হলেন মাতা,
না শুনিনু নির্গম কেমন।
যুধি। ব্যূহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সবে পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব দলে
রণজয় হবে অবহেলে,
তব বাহুবলে, পাণ্ডুবংশ গুণধর।
অভি। আজি কুরু পড়িল প্রমাদে।
দেহ পদধূলি ধর্ম্মরাজ,
অবাধে লভিব জয়;
আনি দিব ডালি রাজপদে
কর্ণ শকুনির শির;
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে,
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জ্জে অরি—
কুরুবংশ ধ্বংস হবে রণে!

[প্রস্থান।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহি। এক নিবেদন ধর্ম্মরাজ!
মহারথী অভিমন্যু বীর,
সমযোগ্য সারথি তাহার নাহি দেব;
তেঁই যাচি রাজপদে সারথির পদ।
যুধি। মহাদম্ভে প্রবেশিছে রণে শূর।
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডবসখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়।
চল যাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

ধৃষ্টদ্যুম্ন

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল!
শরজালে এখনি নাশিব দ্রোণে;
হও স্থির, রহ সবে দর্শকের প্রায়,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি!

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

দ্রোণ। ভাল ভাল,
নিতান্ত মরণ সাধ দ্রুপদ কুমার?
ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপণা জানাও পাইক বধি?
আজি রাজা হবে যুধিষ্ঠির,
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মাংসলোভী জীবে,
সপুত্র পামর,
কবন্ধ সমান প'ড়ে র'বে রণস্থলে।

অশ্বত্থামার প্রবেশ

অশ্ব। পিতঃ!
এখনি হইবে ক্ষয় পাণ্ডববাহিনী;
ধৃষ্টদ্যুম্নে দেহ মম করে,
পশুবৎ নাশি মূঢ়ে।

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্য। জান না কি নিকট শমন!

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সজ্জাভূমি

অভিমন্যু ও রোহিণী

রোহিণী। যবে রণ অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
দুই জনে ফিরিব ভবন-মুখে,
দিব পরিচয় বীরমণি।
অভি। জানিলাম একান্ত আমাতে তব প্রীতি,
হেরিয়ে তোমারে,
সহোদর জ্ঞান হয় মনে;
যেন কোথা দেখেছি দেখেছি,
স্বপ্ন সম সে ভাব লুকায়।
আসন্ন সমর,
ফিরি যদি রণ জিনি দোঁহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
তেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি,
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিশ্বাস ছাড়িবে ক্ষত্র,
না করিলে সাথী রণে।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান্,
লহ অস্ত্র-পূর্ণ অন্য রথ পাছে,
যাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যূহ মুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও সৈন্যগণ

যুধি। না পালাও না পালাও, সেনাগণে,
ক্ষত্র ধর্ম্ম করহ পালন;
কৌরব কি ধরে করে তীক্ষ্ণতর তীর,
নহে তারা অভেদ্য শরীর,
চল সবে মিলি বধি দ্রোণে।
১ সেনা। ভদ্র! নাহি নরপতি আর।
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
মৃতপ্রায় ভীমসেন রণে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
অধীর সমরে সবে;
চতুরঙ্গ সেনা আকুল দ্রোণের বাণে।
নেপথ্যে। এই এই এই যুধিষ্ঠির!
হে আচার্য্য!
করুন গ্রহণ, করুন গ্রহণ!
২ সেনা। কি দেখ কি দেখ আর,
তুলারাশি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ শরে;
এল এল, পালাও সত্বর।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। না পালাও পাণ্ডববাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ!
পিতা মম ভুবন-বিজয়ী,
অক্ষয়-গাণ্ডীব-ধারী;
প্রকাশে বিক্রম অরি অগোচরে তাঁর;
নাহি কিহে অর্জ্জুন-কুমার?
কি ভয় কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি;
বরষিব বজ্রসম শর;
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে;
কে বাঁধে কবচ দৃঢ় বুকে।
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিক্ষা শরাসনে!

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

দ্রোণ। বালক!
নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্ম্মরাজে ভেটিব সমরে।
অভি। অবিরোধী ধর্ম্ম নৃপমণি,
বিরোধী অর্জ্জুন-সুত,
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ;
শুনেছি জনক মুখে ধনুর্ব্বেদ* তুমি,
প্রমাণ তাহার দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর,
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব;
যমের দোসর অর্জ্জুন-কুমার,
ধনুর্ব্বাণ হাতে;
হান অস্ত্র যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অনুচরে বিমুখ সমরে,
কোথা পাবে নৃপ-দরশন,
হুতাশন সম অরি সম্মুখে তোমার!

*এই শব্দে যুদ্ধবিদ্যা বোঝায়। এখানে রণ-নিপুণ অর্থে প্রযুক্ত। [স.]

দ্রোণ। সিন্ধুস্রোত চাহ রোধিবারে!
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।
যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ;
হের, বিরথী আচার্য্যবীর।
[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণ স্থল

অভিমন্যু ও সৈন্যগণ

অভি। দেখ চেয়ে পাঞ্চাল পান্ডব,
ফেরুপাল সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কৌরব ঠাট,
অটল সমরে মাত্র সিন্ধুরাজ সেনা;
এখনি করিব আক্রমণ,
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
ব্যূহ ভেদি বিনাশি কৌরবে।
সেনা। ধন্য বীর অর্জ্জুন-তনয়,
পিতা-সম বীর্য্যবান্।
কারে ভয়? কুরুকুল করিব নির্ম্মূল!
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথ ও রোহিণী

রোহিণী। হের বীরবর! অন্তক সমান রণে,
পশিছে অর্জ্জুন-সুত!
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে;
স্মর শঙ্করের বর,
অর্জ্জুনিরে দেহ পথ ছাড়ি,
নিবারহ অন্য অন্য যোধে,
কুরুরাজ দেছেন আদেশ।
[রোহিণীর প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। যম কারে করেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ ব্যূহ সম্মুখে আমার?
জয়। পিপীলিকা! কতদিন উঠিয়াছে পাখা
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। দেখ দেখ ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখ,
বাতে যথা কদলী কানন;
চল সবে অর্জ্জুনি সহায়ে;
চল যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে;
ব্যূহ ভেদি পশিয়াছে রথীন্দ্র কুমার।
[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

অভিমন্যু

অভি। একি! চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার!
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার?
সিন্ধুরাজ সৈন্য সহ রোধিছে পান্ডবে;
দৃঢ় অস্ত্রে ছেদি সৈন্যগণে,
নিজ পক্ষে মিলিব এখনি;
কেমনে যুঝিব একা চক্রব্যূহ মাঝে।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। কি কাজে বিলম্ব বীর?
যুঝ ব্যূহ ভেদি;
আগুবাড়ি আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার;
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিল অমরে যথা জনক তোমার,
খান্ডব দাহন কালে;
ভীমসেন রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে যোঝে মহাবীর,
এখনি হইবে রথী সহায় সমরে।
অভি। আন রথ পশ্চাতে আমার;
গর্জ্জে অরি সম্মুখ সমরে,
নাহি সহে প্রাণে মোর,
অর্জ্জুন-নন্দন আমি!
ছিন্ন ভিন্ন করিব এখনি,
মুহূর্ত্তে ঘুচাব অহঙ্কার।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। ধনু অস্ত্র ত্যজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি।

অভি। মহাক্রীড়া স্থল হে রাধেয়?
গেণ্ডুয়া খেলিব লয়ে কুরুকুল শির,
বহিবে রুধির খর;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাঁধি তোমা শকুনির সনে,
ভাসাইব সে সলিলে;
ক্রীড়াচ্ছলে ভ্রমিব সে ভেলা পরে;
উপস্থিত হের অস্ত্র খেলা!
[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও অভিমন্যুর প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ

জয়। সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের, পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ,
আগে আগে বীর বৃকোদর;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিব সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি।
[প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। উল্কাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দুষ্ট সিন্ধুর নন্দনে;
একা পুত্র গেছে ব্যূহ ভেদি;
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার:
একেলা বালক, যুঝে ব্যূহ মাঝে,
সাগর উথাল সম গর্জ্জিছে কৌরব;
হায় হায় একা পুত্র অরি মাঝে!
রে পামর সিন্ধুসুত!
ঘুচাই সমর সাধ তোর।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও নকুল

যুধি। হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির ভিতরে।
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ!
ধর্ম্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্য লোভে করিনু দুষ্কর পাপ!
বার বার কহিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম উপায়;
ভ্রান্ত মোহমদে,
প্রেরিনু শাবকে ব্যাঘ্র-মুখে!
কোটি বজ্রনাদ সম ঝঙ্কারে কৌরব,
কি হয় কি হয় রণে!
চল লয়ে সংগ্রাম ভিতরে,
ধরুক আমারে দ্রোণ,
ঘুচে যাক্ এ কাল সমর;
গর্জ্জে পুনঃ কৌরবীয় চমূ,
হাহাকারে নাদিছে
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণে;
প্রাণ মন আকুল নকুল;
নাহি শুনি বৃকোদর সিংহনাদ!
হের দূরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাপক্ষরথী।
জ্যেষ্ঠ আমি, সাধি হে তোমায় পুনঃ,
অর্পি দ্রোণ-করে মোরে,
নির্ব্বাণ করহ রণানল।
নকুল। তিষ্ঠ মহারাজ ক্ষণ,
বিকল শরীর তব রিপুর প্রহারে;
যাই রণে তব আশীর্ব্বাদে,
অবাধে জিনিব সিন্ধুরাজে;
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি!

দূতের প্রবেশ

দূত। হায় হায় মজিল সকলি!
জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ব্যূহমুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর;
একা শিশু বিপক্ষ মাঝারে!
অষ্টবার ভীমসেন অচেতন;
নবম সমর, না জানি কি হয়,
সিন্ধুরাজ দুর্নিবার আজি!
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
মহারথিগণে,
বিমুখিল রণে একা সিন্ধুর কুমার!
[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহমুখ

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ

জয়। দেখ চেয়ে পাণ্ডবের দল,
পলায় শৃগাল সম!

চল ধাই পশ্চাতে তাহার,
ছারখার করি শ্রেণী ভেদি;—
জয়লাভ হইবে এখনি।
[সসৈন্যে জয়দ্রথের প্রস্থান।

ভীম ও সহদেবের প্রবেশ

ভীম। সহদেব,
সত্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে।
[সহদেবের প্রস্থান।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাহুবলে,
রক্ষিতে নারিনু শিশু!—
হে সৃঞ্জয়* পাঞ্চাল পাণ্ডব!
একচাপে বেড়' সিন্ধুসুতে;—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্ম্মরাজ!
হে নকুল, দেখ কি কৌতুক!
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব উত্তম,
বিকল অরির ঘায়;
শীঘ্র লও শিবির ভিতরে;—
উচাটন প্রাণ দুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে;
হা কৃষ্ণ! কি এই হেতু জনম আমার?
রোধে মোরে সিন্ধুকুলাধম!
আরে আরে ভীরু সেনাদল,
কি লাগি মরণ ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন?
আরে আরে সৃঞ্জয় পাঞ্চাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হেয় প্রাণ রাখি কিবা ফল,
অপমান হ'তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ!
চল রণে সাত্যকি ধীমান্,
দ্রুতপদে দ্রুপদ তনয়,
অগ্রসর হও মৎস্যরাজ,
পাঞ্চাল রাজন্, শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব-গৌরব নাশ' রণে;
আক্রমণ কর সিন্ধুঠাট;—
ঘূর্ণিবায়ু পশি যথা কানন মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,
চল প্রবল প্রতাপে,
প্রবেশি বিপক্ষ মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি॥
[ভীমের প্রস্থান।

সসৈন্যে নকুল ও সহদেব

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিন্ধুর নন্দনে।
সহদেব। চল দ্রুত পদে। [সকলের প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব-বাহিনী!
পাড়িলাম শত জয়দ্রথে রণে,
তবু যুঝে কুলাঙ্গার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
একি!
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটা ঘটা চারিদিকে;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষযজ্ঞ মাঝে যথা কৈলাসীয় চমু!

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ!
দ্রোণরথ যুধিষ্ঠির-শিবির নিকটে,
প্রায় পরাজিত সহদেব;
পাঞ্চাল, পাণ্ডব রথী শিখণ্ডীসংহিত,
ভঙ্গীয়ান দারুণ দ্রোণের বাণে;
রক্ষ ধর্ম্মরাজে মহাশয়।
[রোহিণীর প্রস্থান।
ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির?
রথ সহ করিব আচার্য্যে চূর!
[ভীমের প্রস্থান।

নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ

ধৃষ্ট। হে নকুল! ধাও বাম ভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি;
কহ সাত্যকিরে হাঁকি,
ব্যূহমুখে দিতে হানা;
শুনি, বৃকোদর-সিংহনাদ পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে রথী?
নকুল। হে সাত্যকি, ধাও ব্যূহমুখে।
[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

চারিজন পিশাচী

১ পিশাচী। সই কোন্ কোণে?
২ পিশাচী। তুই দক্ষিণে।

*সৃঞ্জয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদানকারী পাঞ্চালের মিত্র-গোষ্ঠী বিশেষ। (সম্পাদক)

৩ পিশাচী। উত্তরে, তর তরে!
ওলো—

চারিজন পিশাচের প্রবেশ

৪ পিশাচী। টল্‌টলাটল্‌ সমান্‌
সমান্‌ চা'র ধারে!
সকলে। টল্‌টলাটল্‌ সমান্‌ সমান্‌ চা'র ধারে
পিশাচীদল। গীত

কিলি কিলি কিলি, খিলি খিলি খিলি,
সজনি;
চক্‌মকে না ঢাকে, না আ'সে রজনী।
কল্‌কলা, হল্‌হলা,
ভিন্দি ভিন্দি, ছিন্দি ছিন্দি,
ঘোরঘোর ঝন্‌ঝনি,
সন্‌সনি।
পিশাচদল। কিল্লি কিল্লি, হিল্লি হিল্লি,
হিহি হিহি হি;
হিল্লি হিল্লি, হিল্লি ঝিল্লি,
লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল, ব্যূহচক্র

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

দ্রোণ। ধাও পুত্র! সমীরণ বেগে,
কহ সিন্ধুরাজে,
দৃঢ় অস্ত্রে রহে ব্যূহমুখে,
আগুবাড়ি নাহি দেয় রণ,
রহ সাপক্ষে তাহার,
অনুক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,
নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।
[অশ্বত্থামার প্রস্থান।
পশিয়াছে বহ্নি গৃহমাঝে,
দেখি যদি পারি নিভাইতে,
না হইতে ভস্মরাশি বাহিনী আমার।
সিংহের শাবক যুঝে, ফেরুপাল মাঝে!
কুরুরাজে কেমনে রাখিব?
অধীর অন্তর মম!
হের সূর্য্যের কুমার,
ভাঙ্গিল কটক শিশু-রণে!
কোন মতে রক্ষা কর ব্যূহ;
নহে দলবল যায় তল আজি!
কুরুরাজ! পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প নাহি দেয় বহ্নিমাঝে,
উত্তরে ভাঙ্গিল ঠাট, কৃপাচার্য্য রথী,
রণসন্ধি রাখ সাবধানে।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,
পড়েছে কুমার ভাগ!
রথ রথী পদাতি কুঞ্জর,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঠাট,
পাড়িয়াছে একেলা বালক।
বারে তারে নাহি হেন জন!
হে আচার্য্য, যত যুক্তি ফুরাল সকল;
হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ!
ত্যজ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।
দ্রোণ। রথিবৃন্দ,
রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে;
হে কর্ণ, হে কৃপাচার্য্য বীর,
রাজার সঙ্কট হেথা!
অভি। বিফল এ যত্ন গুরু,
শরজালে কে বাড়িবে আগু?
দ্রোণ। পশ'
দ্রুতবেগে সৈন্যমাঝে কুরুরাজ!
[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।
নহিবে শকতি মম,
বারিতে এ বালক দুর্জ্জয়।

উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন

অশ্বত্থামার প্রবেশ

অভি। ভাল, পিতা পুত্রে দেখাইব যম!
অশ্ব। (স্বগতঃ) বিক্রমে কেশরী শিশু!
ধনু-মুষ্টি ধরিতে না পারি আর!

কর্ণের প্রবেশ

অভি। হে রাধেয়!
বার বার পলাইয়া রাখ হেয় প্রাণ,

কুক্ষণে কুমতি,
দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে;
দিব প্রতিফল ক্ষত্রিয় সমাজে তার।

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)
নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,
কোটি কোটি মহা অস্ত্র দীপিছে আকাশে,
আমর্থ, সামর্থ,
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল আদি,
রণে কেবা করে অবতার!
যুঝিতেছে অশ্বত্থামা;
নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,
নিবারিছে মহা অস্ত্র যত;
পঞ্চানন যথা,
বারিলা গরল তেজ সিন্ধুর মন্থনে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

দুঃশাসন ও শকুনি

দুঃশা। হে মাতুল, জীবন সংশয় আজি রণে।
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপে,
এককালে পরাজিল দুরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ;
আগুয়ান কে হয় সমরে!
যুঝিলাম এক চাপে শত ভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিনু সহিতে রণ,
বংশনাশ হ'ল আজি রণে!
হুতাশ হ'তেছে প্রাণে,
ব্যূহমুখে না জানি কি হয়;
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার;
হুলস্থূল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি!

শকুনি। বৎস, পুত্রশোকে আকুল অন্তর,
বংশের দুলাল মম,
কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে!

দুঃশা। হে মাতুল, মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার,
চন্দ্রসম পুত্রগণ মম,
লোটায় ধরণীতলে;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর,
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে।
হায় হায়!
পুত্রশোকে আকুল কৌরব-শ্রেষ্ঠ,
ধাইছে সংগ্রামে!

শকুনি। দুর্য্যোধন! ক্ষমা দেহ রণে।

[শকুনি ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। হে আচার্য্য! নাহি বার' মোরে;
মম সৈন্যে নাহি যবে রথী,
রোধিতে সম্মুখ অরি;
কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে।
কেমনে পথিক-প্রায় দেখিব দাঁড়ায়ে,
পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম,
যাক প্রাণ ঘুচুক জঞ্জাল।
হের, মৃতপ্রায় অশ্বত্থামা,
পলায় সারথি লয়ে;
নাহি জানি,
জীবিত কি মৃত রণে সূর্য্যের নন্দন;
হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হলো নাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। অস্ত্রহীন বিকল কটক,
প্রহারিতে নহে বিধি;
কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,
পঙ্গপাল বেড়েছে চৌদিকে;
না পারি বুঝিতে,
কোন্ পথে করেছি প্রবেশ!
কোন্ রথী উচ্চৈঃস্বরে ফিরায় বাহিনী?
আ'সে রণে কৌরব-ঈশ্বর,
যোগ্য বটে কুরু অধিকারী;
পুনঃ রথিবৃন্দ, ধাইছে চৌদিকে,
মার মার রবে সবে;
প্রাগ্-সৈন্য চালে প্রাগ্‌পতি,
রাজার সাহায্য হেতু;
ভোজঠাট আসিছে পশ্চাতে;
কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী;

অগণ্য রাজার সেনা,
কোথা পথ পাইব উত্তরে!
পশ্চিমে পাণ্ডব-দল;
কিন্তু পথ কোথা—না হেরি পশ্চিমে,
যতদূর দৃষ্টির গমন,
সৈন্য-সিন্ধু হেরি চারিদিকে,
ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা!

ভগদত্তের প্রবেশ

ভগ। হের মৃত্যু নিকট বালক!
অভি। ভাল ভাল রাজার শ্বশুর,
সম্মানে কাটিব তব শির!
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

দুর্য্যোধন

দুর্য্যো। হো, হো, কৃতবর্ম্মা বীর!
আন হেথা আহবানি সত্বরে,
মহারথিগণে;—
হায় হায় কি হ'ল কি হ'ল,
বালক সাক্ষাৎ যম!
কীট যথা আপন বন্ধনে,
মরি বুঝি চক্রব্যূহ করি!
ওহো,
আথালি পাথালি বাড়ি মারে ভীমসেন,
ব্যূহমুখে;
নিবারিতে নারে বা সৈন্ধব।
প্রাগেশ্বর! চালাও কুঞ্জর ব্যূহমুখে,
অতিদ্রুত অতিদ্রুত ধাও বীর:—
মহামার করে বৃকোদর,
প্রায় অবসান সিন্ধুসেনা,
ভীমের বিক্রমে;—
প্রাগ্‌সৈন্য লয়ে রোধ পথ।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশাসন, কি হবে কি হবে;
বধিবে সবারে আজি অর্জ্জুন-তনয়।
পুনঃ পুনঃ,
বেড়িনু বালকে, শত ভাই মিলি,
প্রাণ মাত্র অবশেষ,
নাহি আর শক্তি ভুজে ধরিতে ধনুক,
গদাভার লাগে গুরু।

সপ্তরথীর প্রবেশ

হে গুরু!
যদি প্রাণের সন্তাপে রোষবশে
কভু দোষ ক'রে থাকি পায়,
ক্ষম সে সকল,
সন্তান তোমার আমি;
ল'য়ে তব পদাশ্রয়,
যায় যায় হয় বংশনাশ,
ক্ষত্রিয় সমাজ মজে রণে।
আজি পতিহীনা হবে মহী;
জ্ঞান হয় ভৃগুরাম বালকের বেশে,
পশিয়াছে বাহিনী মাঝারে,
পুনঃ ধরা নিক্ষত্রী করিতে!
গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,
যে হয় করহ সবে,
নহে,
সবে মিলি বধ মোরে ঘুচুক বিবাদ;
হের রথ রথী নায়ক বাহক,
পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে;
হের,
ভিন্দিপাল, পট্টিশ, নারাচ
শেল, শক্তি, তোমর, ভোমর, জাঠি,
দীপিতেছে নভঃস্থলে,
প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর;
হের,
রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে খরস্রোতে,
ভাসে অশ্ব মাতঙ্গ বিমান;
হের, মহাবায় কোথায় কাঁপায় ঠাট,
মহাবহ্নি দহে সেনাগণে:
জল-স্রোত সমুদ্র-সমান,
ডুবায় কটকে কোথা;
কোথা,
ভয়ঙ্কর অজগর বাঁধিছে বাহিনী;
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত-চাপানে,
অনীকিনী ক্ষয় কোথা;
ধূমকেতু-সম,
ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে চৌদিকে,
মহা অস্ত্র কোটি কোটি;
শুন সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ;—

অবসাদ না জানে বালক!
হে সখা, হে মাতুল ধীমান্,
হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয়!
কি উপায়ে বধিবে বালকে,
বুঝি যুক্তি কর সবে মিলি,
নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি;
না দেখিতে পারি আর বান্ধব-বিনাশ,
ঘোর ত্রাসে রাখ পদে, গুরুদেব!
দ্রোণ। হের মহারাজ,
সজারু সমান অঙ্গ বাণে,
দাঁড়ায়ে রয়েছি মাত্র শরাসন ভরে;
হের, মম সম অন্য রথিগণে!
কর্ণ। ভাবি তাই,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে,
আগুবাড়ি সাজায়ে স্যন্দন,
খান খান হয় মুহূর্ত্তেকে,
অজ্ঞান লুটাই ভূমে পড়ি।
পুনঃ পুনঃ করিনু যতন কত,
বিফল সকলি রণে।
অশ্ব। যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার।
অবতার করিলাম মহা অস্ত্র যত,
হীনতেজ লোষ্ট্র-সম পড়িল ধরায়;
শিশু নহে, শঙ্কর আপনি!
শকুনি। ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম?
কৃপ। উপায় বুঝিতে নারি কিছু।
দুর্য্যো। তবে যাই রণে, বধুক বালকে।
দুঃশা। কি করেন কি করেন কুরুরাজ,
বহ্নিমাঝে পশি কেবা বাঁচে;
পাষাণ বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ!
দুর্য্যো। হায় ভ্রাতঃ!
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্ব্ব সেনা!
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ফুরায়!
দ্রোণ। দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে বৎস,
নিরুপায়ে কি উপায় করি?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
ন্যায়-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমন্যু বীরে।
শকুনি। অন্যায় সমরে তবে বধহ বালকে।
দুর্য্যো। অন্যায় সমরে যদি হয় রণজয়,
কর তবে অন্যায় সমর,
সপ্তরথী বেড়ি মার দুরন্ত বালকে।
কৃপ। দুর্নীতি এ মহারাজ!
দুর্য্যো। নীতানীত বিচার আমার ভার,
বধ শিশু পার যে প্রকারে।
দ্রোণ। মহারাজ! এই পাপে মজিবে সকলি!
দুর্য্যো। মজে সব এখনি সমরে;
পাপ পুণ্য মম পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে;
মহাপাপ যদি দেখি বাহিনী বিনাশ,
উদাস হইয়া রণে;
বধ শিশু যা হয় আমার;
কি অরিষ্ট ভুঞ্জিল পাণ্ডব,
অন্যায় সমরে পাড়ি কুরুবংশ চূড়া?
পুনঃ কহি, বধহ বালকে।
কর্ণ। শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কহ কি উপায় আছে আর?
শকুনি। উচিত আশ্রিত জনে রক্ষিতে সর্ব্বথা।
[সপ্তরথীর প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। মহা কোলাহলে,
যাইতেছে সপ্তরথী বিপক্ষে আমার;
এককালে করিবে কি রণ!
নাহি ডরি,
মজিবে মূঢ় নিজ মহাপাপে;
একেলা বধিব সপ্তরথী।

সপ্তরথীর প্রবেশ

সকলে। বধ শিশু বেড় চারিদিকে।
অভি। রথিকুল-হেয় মূঢ় তোরা,
সাত জনে ধেয়ে এলে রণে,
আর্জ্জুনি না গণে তায়;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন।
আরে আরে কুলাঙ্গারগণ,
অচেতন শতবার লুটায়েছ শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাকারে রণে;
বীরপুত্র অভিমন্যু বীর,
না মারিনু তীর আর;
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে!
[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ

অভি। উপরোধ নাহি কা'রো আর।
নিরস্ত্র কবচ-হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সম;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তরীক্ষ

রোহিণী ও গর্গমুনি

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পূরিল মোর!
দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে;
হুহুঙ্কারে পূরিল গগন,
দিক্ হস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধনুক টঙ্কারে:
ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী,
রথগ্রাম সঞ্চালনে;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী;
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে,
আঁধারিয়ে দশদিশি;
পিণাক টঙ্কার সম গর্জ্জিল বিমানে,
মহা অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরাসে;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবিকরে,
আচম্বিতে নিভিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল!
যথা তুঙ্গ আগ্নেয়-শিখর,
স্থির মহাবীর রণে;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারি ভিতে:
যেন,
আঁধারে অন্তর তাপে গর্জ্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকারে ছাড়িছে,
দ্রবময়ী ধাতু প্রস্রবণ নভস্তলে,
উজলিয়া দিশ পাশ;
যথা, পড়ে ধারা বিবিধ বরণ,
ভস্মি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,
অবিশ্রান্ত ঝরিছে চৌদিকে,
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী;
থানা থানা পড়িছে কটক,
ফেণা উঠে রুধির-প্রবাহে;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে!
হেথা,
ব্যূহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক সৈন্ধব,
কত আর রোধিবে তাহারে?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপরে,
অশ্বে অশ্ব বিনাশন;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িছে ভূমে,
কেশরী দলিছে যথা কুরঙ্গের পালে;
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দু অনুবিন্দু সাথে,
নারে নিবারিতে মহারথে।
হের,
পর্ব্বতপ্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্‌সনে;
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট!
ধন্য ধন্য সিন্ধুর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোধে,
পারে কি না পারে আর!
উত্তরে ত্রিগর্ত্ত মাঝে হের ধনঞ্জয়,
রিপুহর ভৈরব মূরতি মায়ারথে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় আঁখি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল;
শ্রীমধুসূদন,
চালিছেন শ্বেতাশ্ব বাহন চারি,
ঘোর নাদে ধাইছে বিমান চক্রাকারে;
কভু আগু, কভু পাছু,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
অন্তরীক্ষে কভু,
কভু দেখি, কভু লুকি,
দেবের নির্ম্মিত যান,
ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনুমান্,
ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের নন্দন,
অবিশ্রাম হানিতেছে শর;
বিশিখ-নিকর,
পক্ষসম ঝাঁকে ঝাঁকে ধায়;

দেখ, সপ্তরথী, সুশর্ম্মা সংহতি,
অস্থি মাত্র সার সবে,
প্রাণপণে নারে ফিরাইতে,
হৃদি-ভঙ্গ নারায়ণী-সেনা!
শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ;
সত্রাসে শুনিল যাহা মগধ-ঈশ্বর,
যাদব আহবে ঘোর;
এক মাত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে গভীর,
কম্পে ত্রাসে স্থাবর জঙ্গম!
রণ জিনি,
এখনি ফিরিবে রথী পুত্রের সহায়ে:
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে?

গর্গ। হে কল্যাণি! বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা অবসানে;
ইতি পূর্ব্বে না পড়িবে শিশু।
শুন সুকেশিনি,
যুঝে বীর উত্তরার আয়ুত-প্রভাবে।
দেখ, দেব-দৃষ্টি দানে কৃশোদরি!
একাকিনী,
নিমীলিত নেত্রে সতী আরাধে শঙ্করে!
যাও ত্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান;
নিজ বর ভুলি,
ভোলানাথ যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটিবে তাহে;
পেয়ে পূজা বিশ্বনাথ,
আশীর্ব্বাদ করেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্যামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ!
পবন-গমনে যাহ চলি,
বিঘ্ন-বিনাশন-বিশ্বনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

অভিমন্যু

অভি। বিচক্ষণ সারথি সমর,
না হানিতে তীর, পলায় আরোহী ল'য়ে;
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
বধিতে নারিনু কারে;
পুনঃ দেখি সপ্ত-ধ্বজ দূরে,
নাহিক সহায় একজন;
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম আদি বীর,
অস্থির অন্তর মম স্মরিয়ে সবারে;
পড়িল কি রণে সবে!
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ ঘোর সঙ্কটে!
একান্ত বিপক্ষ হাতে নাহিক এড়ান;
অপ্রমিত সৈন্য চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোন্ খানে,
ভাল, ত্যজি প্রাণ বীর-পুত্র-সম;
কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্র-পূর্ণ রথ তার?
বুঝি,
কৌরব পক্ষীয় কেহ কৈল প্রতারণা,
সারথির বেশে;
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
মারি অরি সম্মুখ সমরে।

[প্রস্থান।

সপ্তরথীর প্রবেশ

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এক কালে কর আক্রমণ;
কেহ কাট ধনু, তূণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রথ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায়;
বলবান্ অর্জ্জুন অধিক শিশু!

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। থাক থাক, দেখাই বিপাক সবে।

[সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। হের, বিরথী অর্জ্জুন-সুত,
পুনঃ অস্ত্র হান চারি ভিতে;

রথিগণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ

অভি। ক্ষমা কভু নাহি দিব রণে,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ।

[সপ্তরথিসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। বেড় পুনঃ বধহ বালকে!
[প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। নাহি অস্ত্র, ফুরাল ভাণ্ডার,
দণ্ড তুলি করি মহামার;
এ সংবাদ শুনিলে জনক,
অবশ্য হইত আসি অনুকূল মম,
গোবিন্দ মাতুল সনে!

সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ

দুর্য্যো। অস্ত্রহীন,
তথাপি পাবক-সম বালক সংগ্রামে!
নিবার হে সূর্য্যের তনয়।
[সপ্তরথিসহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। কাটিল দণ্ড রাধেয় দুর্জ্জন;
মরিয়ে দেখা'ব দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডব-মরণ-রীতি;
পড়ে মনে মাতার রোদন,
উত্তরার বিরস বদন;
চক্র-ঘায় পাড়ি রথরথী।

সপ্তরথীর প্রবেশ

কর্ণ। দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,
চক্রহাতে যুঝে মহাবীর!
[সপ্তরথিসহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান।

দুর্য্যো। রথিবৃন্দ! নাহি দেহ ক্ষমা,
হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু;
ধন্য ধন্য গুরু-পুত্র,
কবচ পেড়েছ কাটি!
[প্রস্থান।

কবচহীন অভিমন্যুর প্রবেশ

অভি। পাই যদি অস্ত্রপূর্ণ রথ একখান,
এখন কৌরবে দেখাইতে পারি যম;
দেখিতাম কি কৌশলে,
করিত বিরথী পুনঃ সপ্ত কুলাঙ্গার;
রিক্ত হস্তে করিব সমর।

সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ

অভি। ক্রমে তনু হ'তেছে অবশ;—
কত অস্ত্র বরষিছে অরি;—
বাজে গায় অগ্নি-শিখা সম;
দেহ-ভার না পারে বহিতে পদ!

পতন

দ্রোণ। কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার?
উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা,
পড়েছে বালক রণে!

দুষণের প্রবেশ

দুষণ। ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর?
যাও—যাও যম-পুরে!

গদাঘাত করণ

অভি। ওঃ—
এখন নিবৃত্ত নহে অরি!
দ্রোণ। রহ—রহ দুঃশাসন-সুত,
নাহি ভয়,
অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক;—
উঠিবে না পুনঃ আর!
[সকলের প্রস্থান।

অভি। বুঝি আসন্ন সময়!
আর নাহি হইবে চেতন,
আর নাহি করিব সমর!
ছিল সাধ দেখিব জনকে,
মাধব মাতুল সহ,
রণ জিনি ফিরিয়ে শিবিরে;—
ছিল সাধ,
জননীর পদধূলি লইব আবার,
উত্তরারে সম্ভাষিব হাসি;—
খেদ নাহি তায়,
পড়িয়াছি বীরের শয্যায়;
কিন্তু, নিঃসহায় পড়িনু অন্যায়-রণে,
ধনঞ্জয় পিতা মম,—
নিবাতকবচ-জয়ী—
মাতুল অনাথবন্ধু শ্রীমধুসূদন;—
হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময়;—
হরি!
তনু যায়, রাঙ্গা পায়,
অনাথে হে দেহ স্থান;
প্রাণ যায়—যায় ফিরে চায়,

মোহে দু নয়নে বহে বারি,
তার' নিজ গুণে চক্রধারী;—
কাণ্ডারি! অকূলে কর পার;
রমাপতি, দেহ দিব্য জ্যোতিঃ,
দূরে যা'ক সংসার-আঁধার!
মায়া-ফেরে অবোধ বালক;
হে গোলোক-পুলক-প্রভু!
দেখাইয়া চল পথ,
মরি মরি কোথা সারথির সাজ, হরি!
বাঁকা শিখি-পাখা,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বনমালী!
পীতাম্বর, মধুর অধরে বাঁশী,—
বাঁশী, রাধা নামে মাতোয়ারা,
রাধা রাধা সদা বলে!
প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিনী,
কে রমণী বামে তব,—
ক্ষীরোদ-মোহিনী রূপে—
ঢালিছে প্রেমের ধারা!
প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
পরাণ গলায় হায়!
যাই সখা চিনেছি তোমারে,—
রণ অবসান;—
হাসি মুখে চল যাই চন্দ্রলোক!

[মৃত্যু

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখস্থ পথ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। চমৎকার! গাণ্ডীব লাগিল
ভার গুরু,
টলিলাম রথের গমনে,
কর পদ কাঁপিল জঘন,
উচাটন অন্য মন রণে,
ছিলাম সমরে মাত্র রথাবলম্বনে,
লক্ষ্যহীন, চলিল কর অভ্যাস-কুশলে।
বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয়;—
নহে যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা অস্ত্র দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি!
ঘোর কলরব—
বিজয়-হল্‌হলা শুন কৌরবের দলে,
দম্ভে বাজে দামামা দগড়া;
অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির,
নাহি রব প্রাণিশূন্য যেন;
চল দ্রুত-পদে যদুবীর!

কৃষ্ণ। স্থির হও সখে!
স'ন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয়;
অশুভ ক'র না বুদ্ধি হইয়ে উতলা,
বাঁধ' বুক উচ্চ দুঃখ-হেতু,
ছোট কাজে নহে কভু নীরব পাণ্ডব।

দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য

অর্জ্জুন। ওহো! মহানন্দ কৌরব-শিবিরে!
ধরেছে কি যুধিষ্ঠিরে?
বৃকোদর ভ্রাতা-পুত্র-বান্ধব-সংহতি,
পড়েছে কি মহারণে?
নহে,
কি হেতু না গর্জ্জে ভীম কৌরব-উল্লাসে?

কৃষ্ণ। বিপদ্ ক'র না বুদ্ধি বীর;
কি বুঝাব হে সখা তোমায়,
বিপদ্-শৃঙ্খল বাড়ে অধীরতা হেতু।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকির প্রবেশ

যুধি। হায় ভীম,
কুক্ষণে হইনু আমি পাণ্ডব-প্রধান!
ভগবান্, এই কি হে লিখেছিলে ভালে,
পৃথিবী করিনু পতিহীনা!
ভ্রাতা ভ্রাতৃরোধী, পিতা পুত্রে বাদী,
গৃহ-ভেদী কালরণে;
আজি যারে হেরি, কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা অন্তে দীপমালা সম!

পালে পাল কুক্কুর শৃগাল,
ভূপাল-কপাল ল'য়ে খেলে;
নীর সম রুধির বহিয়ে,
নিত্য আর্দ্র মহীতল;
ব্যোম-চর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী, রাহু সম পড়ে ছায়া;
মহারোল চণ্ডুধ্বনি নীরব নিশীথে,
কেঁদে যেন ভ্রমিছে পুষ্করা,
মহামারী-সহচরী;
আমা হেতু এ সংহার ক্রিয়া!
যত্ন করি জ্বালিনু অনল,
দিনু ডালি বংশধরে হস্ত পদ বাঁধি!
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি!
কি ক'ব যবে সুধাবে উত্তরা বধূ,—
'কোথা ধর্ম্মরাজ, পতি মম?
'বালিকা গো আমি,
'কোথা মম বাল্যক্রীড়া সাথী—'
কি বলে বুঝাব,
কেমনে হায়, অর্জ্জুনে দেখাব মুখ!
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছার প্রাণ-রক্ষা-হেতু!
আহা! মরে পুত্র অন্যায় সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি!
হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-অধম আমি;
নহে, ত্যজি গাভী-বৎস ব্যাঘ্র-মুখে,
না যাইনু রাখিতে তাহারে!

ধৃষ্ট। শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয়।

সাত্যকি। কেমনে অর্জ্জুনে দেখা'ব মুখ!

ভীম। ওহো!

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। হের হে কেশব!
শব-সম নীরব সকলে অন্ধকারে!
ওহো বৃকোদর! কি হেতু নীরব তুমি?
কেন না সুধাও ভাই রণের বারতা?
বীরভাগ! কেহ দেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমন্যু বীর?
অভিমন্যু! জীও যদি দেহ রে উত্তর;
কাতর পরাণ মম!

ভীম। হে অর্জ্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া!
অভিমন্যু মৃত্যু-কথা কহিব কেমনে;
অন্যায় সমরে কুরু বধিল বালকে,
ব্যূহমাঝে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি।
অর্দ্ধসৈন্য নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রসন্ন কিংশুক সম পড়েছে কুমার,
চন্দ্র-বংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অরি-শবে শূর!

অর্জ্জুন। হে কেশব! হে কেশব!

কৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়-উত্তম!
সত্য, শূল-সম পুত্র-শোক,
কিন্তু বজ্র-সম ক্ষত্রিয়-হৃদয়;
বীর-বীর্য্য প্রকাশি সমরে,
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার,
ক্ষত্র পিতা অধিক কি চাহ আর?

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-সখা,
ধন্য ধন্য তুমি যদুবীর!
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব;
পরশ পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি,
ধরে তরু চন্দন-সৌরভ
মলয়ের সহবাসে।
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি!
অনুগামী হইতে তোমার।
ওহে কৃপা-সিন্ধু পাণ্ডব-বান্ধব,
ত্রাণকারি ভবার্ণবে!
গুরু তুমি—শিক্ষা-দাতা এ পরীক্ষা-স্থলে।

যুধি। করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমায়,
পশিল সমরে,
দলবলে চক্রব্যূহ করি;
নিবারিতে নারিল কৌরবে,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি;
চক্রব্যূহ দুর্ভেদ্য সাজন।
মত্ত রাজ্য-লোভে,
কহিনু বালকে ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ;
করি মহামার বীর অবতার,
পড়েছে সম্মুখ রণে;
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্যায় সমরে,
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জ্বলে।

ভীম। হে অর্জ্জুন! ভীম বলি ডাক' বার বার,
কোথা ভীম, কি দিবে উত্তর?

ধিক্ ধিক্!
নহি ভীম নহি নহি কুন্তীর কুমার,
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়-অধম আমি!
হায়! রণে যবে বেড়িল বালকে,
সপ্ত নরাধমে মিলি;
না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে,
বিপক্ষ-বাহিনী মাঝে বিপাকে পড়িয়া,
যবে পীড়িত অরির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র, জ্যেষ্ঠতাত বলি;—
কিম্বা বৃথা খেদ করি আমি,
বীর-পুত্র রথি-কুল-চূড়া,
কভু যুঝে নাই,
মম সম হীনবল-মুখ চাহি।
হা কৃষ্ণ! কি ক'ব হে তোমারে;
ভগ্ন ব্যূহ নারিনু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে!
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ,
পদাঘাত করিয়াছি মুখে,
যমোপম রথিবৃন্দে
বারিল সমরে একা!
অর্জ্জুন। কহ দেব অদ্ভুত কথন,
রোধিল তোমারে ছার সিন্ধুর কুমার!
ভীম। হে অর্জ্জুন! ধরি দেহ
প্রতিবিধিৎসার হেতু!
নহে তীক্ষ্ণ খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয়,
ফেলিতাম জ্বলন্ত অনলে,
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে,
বীর-গর্ব্ব না করিত কভু আর,
রহিতাম,
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য শ্মশানের মাঝে;
অনলে না ত্যজিতাম তনু,
স্পর্শে মম পাবক অশুচি;—
সিন্ধুকুল-নরাধম রোধিল আমারে!
চক্ষের নিমিষে ব্যূহ ভেদিল কুমার,
হাহাকার উঠিল কৌরব দলে,
ধাইলাম পাছে পাছে তার,
ঘোর যুদ্ধ হইল ব্যূহমুখে;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি দিনু হানা,
নারিনু ভেদিতে ব্যূহ;
আক্রমিনু, কভু বা দক্ষিণে কভু বামে,
কোন মতে নারিনু বুঝিতে,
মহাসৈন্য সমাবেশ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিনু পামরে!
অর্জ্জুন। হে মাধব!
মরে পুত্র জয়দ্রথ হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,
অস্ত না হইতে ভানু।
শুন শুন বীরভাগ! প্রতিজ্ঞা আমার,
কি ছার কৌরব ঠাট,
রাখিবারে পুত্র-ঘাতী মূঢ়ে,
যত্ন যদি করে তারকারি
অসুরারি দলে বলে;
যক্ষ-সৈন্যে গদাধর যক্ষনাথ;
যত্ন করে,
ভূচর, খেচর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
দিক্‌পাল অষ্টবসু সহ—
যত্ন করে
রাক্ষস খোক্কস, পিশাচ, দানব,
বেতাল, ভৈরব, রণে;—
এক কালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
নারিবে রক্ষিতে সিন্ধুকুল-নরাধমে।
এক বাণে কাটিব তাহার শির;
ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জ্জিয়ে,
সমূহ অরির মাঝে,—
দেখ দেখ বধি সিন্ধুসুতে;
কে করেছে মাতৃ-স্তন্য পান,
রক্ষা কর আসি হেথা!
ফিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
মহেশের শূলাঘাতে,
পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মহাশয়;
অস্ত্রের প্রভাবে মহা অস্ত্র যত,
তৃণ হেন হবে ভস্ম-রাশি,
পশুবৎ ছেদিব অরাতি শির;
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
কহি অস্ত্র স্পর্শ করি।
কিন্তু,
শক্তি-ধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র-সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্তকণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয় মাঝে,—

ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম;
না হ'ল না হ'বে কভু পিতৃলোক-গতি;
অগ্নি-কুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে পঞ্চচুলে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি-মাঝে,
পুনঃ কহি,
বীর-কার্য্য দেখাইব কালি,
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।
ওহো! নিঃসহায় পড়েছে বালক!
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমার।
হায় হায় ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু হত রণে!
তিনলোক কাঁপিত রে বাণে তোর,
ভীষ্মদেব পরাভূত তোর রণে!
হাহা পুত্র! কোথা গেছ ত্যজিয়ে আমায়?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় হ'ও না অধীর!
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে তব,
ম্রিয়মাণ আত্মীয় সকল;
শুন—
বিজয়-দুন্দুভি বাজে কৌরব-শিবিরে,
উল্লাসে নাচিছে অরিদল,
হীনবল হইবে বাহিনী তব,
কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে
ধনঞ্জয়, শক্তি তব সহিবার হেতু,
ধৈর্য্য মাত্র মহত্ত্ব লক্ষণ!
হে ভীম, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর-সমাজ,
নাহি কি হে মহাকার্য্য প্রাতে?
নাহি কি হে প্রতিবিধিৎসার ভার?
মারি দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যায় সমরে,
গর্জ্জে অরি অহঙ্কারে!

ভীম। শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি যদি সন্ধ্যার গগনে,
কুরুকুল-কুলবধূ রোদনের রোল,
নাহি ওঠে আজিকার জয়োল্লাস সম,
গদামুষ্টি না ধরিব আর;—
অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব এ পাপ দেহ।
সকলে। কুরুবংশ ধ্বংস কালি রণে!

কৃষ্ণ। যাও সবে যে যার শিবিরে,
পূজ নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল-হেতু;
কালি প্রাতে রুধিরের ক্রিয়া।
না হও চঞ্চল ধর্ম্মরাজ,
নিয়তি রোধিতে নারে কেহ:
বীরধর্ম্মে পড়িল কুমার,
কি দোষ তোমার রাজা;
বংশ তব পূরিল গৌরবে,
অভিমন্যু-পরাক্রমে!

যুধি। ওহে অন্তর্য্যামি,
তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্ম্ম-ব্যথা!
মুখ চাহি কহিল কুমার মোরে,
নাহি জানি নির্গম কেমন;
তথাপি প্রেরিনু রণে;
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পারি হরি।

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-নাথ,
অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির!
পাণ্ডবের মাঝে,
ধর্ম্ম-জ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গত-জীব-হেতু শোক কর কি কারণে?
বিধির নিয়ম খণ্ডন না হয় প্রভু।

যুধি। হা পুত্র! হা বংশধর মম!
[কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বামা-কণ্ঠ-রোল শুন বীর ধনঞ্জয়!
কঠিন কর্ত্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির;
গর্ভে তব অভিমন্যু-সুত।

উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,
কেন হর অর্ঘ্য নাহি নিলা,
কি দোষে ভুলিলা ভোলা?
ধরিতে না পারি প্রাণ, তাত!
পূর্ব্বজন্মে ছিনু গো রাক্ষসী,
নিশ্বাসে হইল ভস্ম প্রাণনাথ মম,—
বালা-হৃদি-মঞ্জরি-বিকাশ।
কিন্তু, হে মধুসূদন!
খেদ নাহি তায় মম;
শুনেছি সর্ব্বজ্ঞ তুমি,
বল মোরে কেন ভাণ্ডাইলা ভূতনাথ?
ভাণ্ডাইবে যদি, কেন দিলা হেন পতি,

কাঁদাইতে বালিকারে!
কহ, দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর!
হে গাণ্ডীব-ধারি!
ভাবি তাই কি ছার কপাল ধরি!
বিশ্বজয়ী মহারথী তুমি,
তব পুত্রে বধিল কৌরবে,
বরাহে যেমতি,
বেড়ি মারে কিরাতের দল!
হয় মনে,
সকলি তোমার চক্র,
ওহে চক্রধারি!
হে পাণ্ডব-সখা!
কাঁদায়েছ সবারে সংসারে,
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি;—
কাঁদাইয়ে বসুদেব দেবকীরে,
নন্দালয়ে গেলে হরি,
খেলিলে পাচনি লয়ে রাখালের সনে,
মাতা'লে গোপিনী-প্রাণ বাজায়ে বাঁশরী;
পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,
চড়িলে অক্রুর-রথে,
কাঁদিল নন্দ, কাঁদিল যশোদা,
'গোপাল গোপাল' ব'লে,
রাখাল বালক আকুল হইল কেঁদে,
কাঁদিল গোপিনী,
অনাথিনী কাঁদিলা রাধিকা;—
মাতুলে সংহারি কাঁদাইলে মাতৃকুলে;
এবে হরি পাণ্ডবের রথে,
তাই বুঝি,
পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।
দয়াময় কে বলে তোমাকে!
বালিকার বুকে হানিলা এ শক্তিশেল!

সুভদ্রা। ভাবি মনে কোন্ মায়া বলে,
আছিল আচ্ছন্ন রথিকুল!
দেখেছি সারথি হয়ে,
পাণ্ডবের পরাক্রম রণে;
এ হেন পাণ্ডব-পুত্রে নাশিল কৌরবে!
সিংহ-শিশু বিনাশিল,
সিংহের সম্মুখে ফেরুপাল মিলি;
জানিলাম দৈব বলবান্!

অর্জ্জুন। না দহ অন্তর, ভদ্রে, না দহ অন্তর,
আছি স্থির প্রতিহিংসা-হেতু।

কৃষ্ণ। ত্যজ শোক সুভদ্রা ভগিনি,
হের পুত্রশোকে বিকল বীরেন্দ্র আজি!
গৃহিণী তুমি,
কর যতনে স্বামীর সেবা,
ভুলাইতে শোক।
তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
পতি-পত্নী-বন্ধন তেমতি;
বিকাশে লতিকা সুন্দর তরুর ভরে;
কিন্তু যবে ঘোর বাতে কাঁপে তরু,
বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
মরে তরু সনে একই মরণে।
চেয়ে দেখ পুত্রবধূ তব
বালিকা বিবশা পতি-শোকে,—
গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
কাঁদিতে কি পাবে না গো দিন?
হে বৎসে উত্তরে!
দেব-নিন্দা নাহি কর কভু;
দোষ' নিজ ভাগ্যে গুণবতি!
অবশ্য কল্যাণি,
ঘটেছে ব্যাঘাত অর্ঘ্য দিতে;
স'ন্দ চিত্তে অর্ঘ্য দিলে নাহি ল'ন হর,
সন্দেহ বিষম বিঘ্ন দেব-আরাধনে।
যা হ'বার হইয়াছে গুণবতি,
গর্ভে তব অভিমন্যু-বংশধর,
শোকে তাপে ভুল না কর্ত্তব্য সতি!
যাও ফিরি গৃহে, পাণ্ডবের বধূ,
প্রাতে রণ—কর গিয়ে মঙ্গল অর্চ্চনা;
চল, বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার।

অর্জ্জুন। অধীর হৃদয় দেব উত্তরার তরে।

কৃষ্ণ। সে সময় নহে মতিমান্,
বুঝ নাই শঙ্কর বিমুখ!
রুদ্র-তেজ বিনে, ভীমসেনে,
কে জিনে সম্মুখ রণে?
চল যাই কৈলাস-শিখরে,
আশুতোষে তুষিবারে;
আছে ভার প্রতিজ্ঞা-পালনে।

যবনিকা পতন

ব্রজবিহার

(১২৮৮ সালে চৈত্রমাসে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিকুঞ্জবন

রাধিকা আসীনা

রাধা। গীত

সিন্ধু—মধ্যমান

সাধে ফাঁদ পরি পোড়া প্রাণ কাঁদে।
ধায় ধায় মন, নাহি মানে বাঁধে॥
প্রেম-ভিখারী, প্রকাশিতে নারি,
কুঞ্জ-বিহারী, ফেলিল প্রমাদে।
চমকি চাহি লো, সখি অনিল বহিলে,
বঙ্কিম মাধুরী না পাসরি তিলে,—
গগনে গহনে শ্যামা যমুনা-সলিলে,
নয়ন মুদিলে,
মোহন মুরলীধর হেরি শ্যামচাঁদে॥

সখীগণের প্রবেশ ও গীত

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

কেন রাই! একেলা বসে,
বয়ান ভাসে নয়ননীরে?
কে'দে কি পাবি তারে,
শ্যাম কি সখি চাবে ফিরে?
ছি ছি ছি ভালবেসে,
যাস্‌নে লো সই যাস্‌নে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কি রে?

রাধা। গীত

পাহাড়ী—খং

হয়েছি আপন হারা,
জেবলেছি আগুন হৃদে,
প্রাণের জবালা প্রাণই জানে।
দেখ্‌ব না মনে করি, না দেখে সই প্রাণে মরি,
কেমন ক'রে বল পাসরি,
বংশীধারী জাগে প্রাণে।

সখীগণ। গীত

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

আমরা কি শ্যাম দেখিনি,
শুনিনি কি মোহন বাঁশী?
ব্রজে কে আছে নারী,
নয় লো শ্যামের প্রেমপিয়াসী।
কালারে যে দেখেছে, তখনি সে প্রাণ দিয়েছে,
তাতে কি সে আর আছে,
পরেছে সই সাধের ফাঁসী।

রাধা। গীত

পাহাড়ী—খং

কি উপায় করি বল গো সজনি,
কেমনে পাইব শ্যাম গুণমণি?

সখীগণ। গীত

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

শুভদিন আজ্‌কে সখি, কর্‌ব কাত্যায়নী-ব্রত।
অভয়ার রাঙ্গা পদে, মনের ব্যথা বল্‌ব যত॥
পূজিলে দিক্‌বসনা, পুর্‌বে লো মনোবাসনা,
মিলে সব ব্রজাঙ্গনা, মাগ্‌ব পতি মনের মত॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যমুনা-তীর

কৃষ্ণ। গীত

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ত্রিতালী

নব বৃন্দাবন, কর প্রেম বিতরণ,
বাজ রে মোহন বাঁশী।
প্রেমিক প্রাণ মন, প্রেম-বিমোহন,
কর প্রেম মধুরে ভাসি॥
প্রেম-উন্মাদিনী, আজি ব্রজ-গোপিনী,
রাধা বিনোদিনী—প্রেম-পিয়াসী,
প্রেম-বিলাসিনী, প্রেম-উদাসী॥

আড়াঠেকা

আসিছে যমুনা-তীরে গোপ-নারীগণে।
বুঝিব রাধার মন থাকি সংগোপনে॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান এবং রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ ও সকলের গীত

সিন্ধু—যৎ

নিকুঞ্জমালিনী যমুনা-পুলিনে।
নবকলি তুলি বনে, অর্পিব সযতনে,
কপাল-মালিনী, শ্যামাচরণ-নলিনে॥
দীনা ব্রজাঙ্গনা, কে পুরাবে কামনা;
করুণ-নয়না দুখবারিণী বিনে।
পাব নব নাগরী, নাগর নবীনে॥

বৃন্দা। গীত

সিন্ধু—জলদ একতালা

দে লো সই মধুকরে,
থরে থরে ফুটেছে ফুল নানা জাতি।
প্রাণ খুলে গান কচ্চে অলি,
মধুপানে বেড়ায় মাতি॥
হেরে প্রাণ হয় লো আকুল,
আয় তুলি ফুল ভরি দুকুল,
রাখ্‌ব না বনে মুকুল,
তুল্‌ব খুঁজি পাতি পাতি।

সকলে। গীত

পঞ্চম—জলদ-একতালা

দীন-জননী, চরণ-তরণী,
দে মা দুরিত-নাশিনী।
ধর পূজা ধর, তারা তাপ হর,
হরহৃদি-বিলাসিনী॥
করুণ-নয়নে, চাহ বরাননে,
বরদে অভয়ভাষিণী।
ব্রজপতি, পতি মাগে ব্রজবালা,
নগবালা নগবাসিনী॥

রাধা। গীত

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

ধরম করম সকলি গেল লো,
শ্যামা-পূজা মম হ'ল না।
মন নিবারিতে, নারি কোনমতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে, হেরি গো নয়নে,
ভাবিতে দিক্‌বসনা।
ভাবি বনমালী কালি অসি করে,
হেরি বনমালী, বাঁশরি অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম-নয়নে,
হেরি হই সই বিমনা,
এ কি লো এ কি লো ছলনা,—
মোরে নিদয়া হর-ললনা॥

সখীগণ। গীত

পিলু—পোস্তা

মন জানে মা নিস্তারিণী,
ভেব না শ্যামা কাঙ্গালিনী।
শ্যাম সেজে তোর হৃদয়-মাঝে,
শ্যামা হর-মনোমোহিনী॥
ফেলে অসি ধরে বাঁশী,
অট্টহাসি মধুর হাসি,
এলোকেশে মোহন চূড়া, ত্রিভঙ্গরণরঙ্গিণী,
কেবল সমান রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

রাধা। গীত

পিলু—ত্রিতালী

ধেয়ে ধেয়ে নাচে কাল মেয়ে, খেলে বিজলী লো,
রাঙ্গাচরণ রাজীবরাজে,
ভ্রমর গুঞ্জরে মধুর মঞ্জীর বাজে॥
কালরূপে শত রবি-ছটা,
দোলে এলোকেশ নবঘনঘটা,
কিবা মৃদু হাসি ঊষা মলিন লাজে,
শ্যামা বন-ফুল-হারে সাজে॥

সকলে। গীত

পিলু—দাদ্‌রা

ব্রজবালা অমল-মালা আয় লো সখি খেলি জলে।
তরঙ্গে রঙ্গে যেমন, মরাল ভাসে দলে দলে॥
মুকুল খুলে রাখ্‌লো কূলে,
আয় লো খেলি ঢেউয়ে দুলে,
হেসে সই বদন তুলে,
ঊষার পানে চাব ছলে।
যেন সই ভোমরা হেরে,
সোহাগে কমলে বলে।

বস্ত্র রাখিয়া সকলে জলে অবতরণ

রাধা। গীত

লগ্নী—জলদ-একতালা

নীলবসনা যমুনা ধাইছে সাগরে মিলিতে সাধে,
মৃদু মৃদু কলনাদে।
ধায় মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব শ্যামচাঁদে?
আশা কন করে লো রঙ্গ,
হৃদি-মাঝে কত নাচে তরঙ্গ,
নেচে ওঠে প্রাণ, পাব ত্রিভঙ্গ,
ডোবে সখি বিষাদে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বস্ত্র লইয়া বৃক্ষে আরোহণ

সরস তটিনী-তটে ফোটে ফুল,
মম হৃদি-স্রোতে শুকায় মুকুল,
ভেঙেছে দু কূল, কালা প্রতিকূল,
সাধে বাদ সাধে॥

বৃন্দা। গীত

লগ্নী—জলদ-একতালা

বসন না হেরি, কে করিল চুরি?
ফেলিল পরমাদে।

সকলে। গীত

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা

আছে ব্রজে মনচোরা, বসনচোরা কে লো এল?
বুঝি ব্রত-উদ্‌যাপনে কুল লাজ ভেসে গেল।
হেমন্তে বহে পবন, শীতে অঙ্গ কাঁপে ঘন,
বিবসনা ব্রজাঙ্গনা কেমনে উঠিব বল।
আসিয়া যমুনা-জলে, এ কি সখি জ্বালা হলো॥

কৃষ্ণ। গীত

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা

প্রেমে নাচ ময়ূর ময়ূরী, প্রেমের বাঁশরী বাজে।
গাও মিলি পিক শুক শারী,
প্রেম ধরি হৃদিমাঝে।
প্রেম অভিলাষে প্রেম করি দান,
দেহ লহ প্রেম প্রেমিক প্রাণ,
প্রেম বিলায়ে ভ্রমি ব্রজধাম,
প্রেমিকমোহন সাজে।

বৃন্দা। গীত

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা

ব্রজে আর চোর কে আছে,
কে আর চুরি করবে বসন?
রেখে বাস কদম-শাখায়,
বাজায় বাঁশী মদনমোহন।

রাধা। বুঝতে নারি এ চাতুরী,
কুলনারীর দুকূল চুরি,
ললিতা। দেখ না ভারিভুরি,
ফিরে চা'বে নয় তো তেমন।
সকলে। বলি হে মাখন-চোরা,
বসনচোরা কবে হ'লে?
দুরন্ত হেমন্ত আর থাক্‌তে নারি নেমে জলে।
কৃষ্ণ। এসো না কূলে উঠে,
জলে কেবা থাক্‌তে বলে?

সকলে। গীত

পিলু-জংলা—যৎ

দেখ লো ছলা দেখ, দেখ কেমন নিঠুর কালা।
অবলা ব্রজবালা, ছাড় শ্যাম, ছাড় ছলা,
কেন মিছে বাড়াও জ্বালা?
কৃষ্ণ। আপনি ব'সে বাজাই বাঁশী,
মিছে কথা কই নি মেলা।
সকলে। কালাচাঁদ পায়ে ধরি,
দাও না বসন দাও না হরি,
ছি ছি হে লাজে মরি,
বসন নিয়ে এ কি খেলা!
যাব হে গৃহ-কাজে,
দেখ কত বাড়্‌চে বেলা।
কৃষ্ণ। বল্‌চি তো দিচ্চি বসন,
কথা কেন কর্‌চো হেলা॥
রাধা। ওহে পীতবাস, রাখ পরিহাস,
জান না কুলনারী,
ছাড় না ছলনা,
চোরা-রীতি তব
গেল না মুরলিধারী;
ধেনু সহ তুমি ভ্রম বনে বনে,
রমণীর মান জানিবে কেমনে,
গোপাল গহনচারী।
ফিরে দেহ বাস, নট বনমালী,
ছি ছি কি রীতি তোমারি!
কৃষ্ণ। আ মরি কুলনারী, বিবসনা জলচারী,
তরু-মূলে উঠে এলে,
দিব আমি বসন ফেলে,

জলে গে দেব বসন,
এত কি কার ধার বা ধারি॥

সকলে। এসেছি কর্‌তে ব্রত,
ঠাট জানি নি তোমার মত,
নারী পেয়ে বসন নিয়ে,
রসরঙ্গ কর্‌চো কত॥

কৃষ্ণ। গীত

পাহাড়ী—যৎ

যে ব্রতে হ'য়েছ ব্রতী, কর গোপী উদ্‌যাপন।
এই ব্রতের(ই) সমাধান, কুলমান বিসর্জ্জন॥
শুন ব্রজাঙ্গনা নাম ধরি হরি,
প্রেম-প্রয়াসী প্রেমিকা নাগরী,
কর পাশ-বিমোচন।
বন্ধ ভবপাশে প্রেম কি সে জানে,
প্রেমের প্রবাহ ধরে কি সে প্রাণে,
অনুরাগ বিনা কেবা
অভিমানে কিনিবে প্রেমধন।
ত্যজ অভিমান, প্রেমিকা নাগরী ধর ধর বসন॥

বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বস্ত্রদান

ভ্রম পরিহরি প্রেমের নয়নে,
দেখ রাধে বিনোদিনি।
গোলোকের(ই) কথা কর লো স্মরণ
ওহে গোলোকামোদিনি॥
গোলোকবিলাসী হের ব্রজবাসী,
গোলোকের পতি প্রেম-অভিলাষী,
রাখালের বেশে ভ্রমি প্রেম আশে,
প্রেম-প্রয়াসী গোপিনী।
রাসরঙ্গে মোহি অনঙ্গে,
মাতিব গহনে প্রেম-রঙ্গে,
ভাব মধুর প্রকাশিব ভবে
রাসোৎসবে রঙ্গিণী॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

রাধা। গীত

পাহাড়ী—যৎ

চাহে না পরাণ আমার(ই) রে,
কেমনে ফির্‌রে যাব?
চাহে না প্রাণ কুল-মান,
ব্রজে আজি বহে প্রেম-উজান।
ভেসেছি অকূলে, কূলে আর কি চাব;
খুলেছে নব নয়ন, শ্যামময় আজি বৃন্দাবন।
হৃদে শ্যামধন, কেটেছে ডোর ঘরে আর কি রব॥

সকলে। গীত

পাহাড়ী—জলদ-একতালা

প্রেমে প্রাণ নাচে লো সই,
প্রেম বিলাব বৃন্দাবনে।
যে আছ প্রেমকাঙ্গালী,
প্রেম দিব তায় সযতনে॥
কৃষ্ণপ্রেম যে চাও যত,
প্রাণ ভরে নাও প্রাণের মত,
ধর প্রেম শাখী পাখী,
সলিল গগন পশুগণে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যমুনা

নৌকারোহণে শ্রীকৃষ্ণ ও কূলে গোপিনীগণ

কৃষ্ণ। গীত

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—পোস্তা

আমার এ সাধের তরী
প্রেমিক বিনা নেইনি কারে,
যে প্রেম জানে না, চড়্‌তে মানা,
ডোবে তরী একটু ভারে।
মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেমপসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে,
প্রেমিক দেখ্‌লে কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না,
অকূল পারে নে যাই তারে॥

সকলে। বুঝেছি কপট নাবিক,
কাজ কি অধিক প্রেমের ভাণে।
তুমি হে প্রেমিক যেমন,
বৃন্দাবনে কে না জানে?
প্রেমিকা ব্রজনারী,
দেখ্‌লে প্রেমিক চিন্‌তে পারি,
কেন হে শুন্‌বে কথা,
পার করে দাও মানে মানে॥
কুলমান দিয়ে ডালি,

প্রাণ স'পেছি বনমালী,
হ'লে হে প্রেমিক সুজন
ব্যথা কি দেয় সরল প্রাণে॥
কৃষ্ণ। জানি হে ব্রজাঙ্গনা তোমাদের কে
কথায় আঁটে।
শিখেছ কত ছলা,
বেড়াও সদা হাটে ঘাটে॥
মনের মানুষ পাব যেথা,
কব সেথা প্রেমের কথা,
চলে যাই ভাসিয়ে তরী,
কাজ কি মিছে কথার নাটে॥
রাধা। কেন আর কর ছলা,
পার করে দাও ওহে হরি!
কৃষ্ণ। এত কার কথায় খাটি,
বাইনে তো কার কেনা তরী।

রাধা। গীত

জলদ—একতালা

ধর পণ নে যাও পারে,
কৃষ্ণ। পার করি না যারে তারে॥
সকলে। যাব শ্যাম মধুপুরী,
আন তরী পায় ধরি,
কৃষ্ণ। যমুনায় তুফান ভারি,
একলা আমি বাইতে নারি।
সকলে। মিলে জুলে বাইবো সবাই,
এস নেয়ে ত্বরা ত্বরি।

কৃষ্ণ। গীত

পোস্তা

দুনো পণ গুণে নেব,
পসরা সব দেখ্‌ছি ভারি,
ধারে পার করি না কো,
শুন লো নূতন ব্যাপারী।
সরল প্রাণ পণ হে আমার,
কপট জনে করি না পার,
দেখাও হে হৃদয় খুলে,
তোমরা কেমন সরল নারী॥
অভিমান থাক্‌লে পরে,
তরণী ডুব্‌বে ভরে,
আছে যার তমঃ ঘোর
পারে তারে নিতে নারি॥

রাধা। ছলে প্রাণ চাও হে হরি,
গোপিনীর আর প্রাণ কি আছে?
চোরে ক'রেছে চুরি,
প্রাণ র'য়েছে তারই কাছে।
শুনে হে মোহন বাঁশী,
আছি কি আর গৃহবাসী,
আছে কি মান অপমান,
ফিরি চোরের পাছে পাছে॥
কৃষ্ণ। ফেলেছ চোরকে ফেরে
নইলে কি ভাসিয়ে তরী,
জলে জলে ফিরি সাধে।
ফিরি রাই তোমার আশে,
আকুল হ'য়ে পরাণ ভাসে,
বাড়ে ডোর পালাই যত,
বেঁধেছ কি নূতন বাঁধে॥

রাধিকা ও সকলের নৌকারোহণ ও গীত

জলদ—একতালা

কেমন নেয়ে তরঙ্গে তরী টলে।
কেন না জেনে না শুনে এলেম জলে॥
কুল ত্যজে আর দেখিনে কূল,
প্রাণ হয় লো আকুল, এ যে পাথার অকূল
সাঁতার না জেনে এসেছি ভুলে ছলে।
একে নূতন নেয়ে খেয়া জানে না লো,
নেয়ে আপনি টলে মানা মানে না লো,
ঢেউ মানে না জোরে লো বাইতে বলে।
জল-উছলে লো চল্ চল্ চল্ তরী চলে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাসমঞ্চ

রাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ

কৃষ্ণ। গীত

বসন্ত—আড়াঠেকা

শরতে বসন্তে নিল, পিককুল তোল তান।
কুমুদিনী সনে হাসি, নলিনী খোল বয়ান॥
রাস-রস-আমোদিনী, ব্রজে রাধা বিনোদিনী,
রঙ্গিণী গোপিনীগণে আজি প্রেমময় প্রাণ,
মুঞ্জর নীরস শাখী, গাও রসহীন পাখী,
নব বৃন্দাবনে আজি নব রস কর পান॥

রাধিকা। গীত

পরজ—একতালা

কেন রে অঙ্গ কাঁপ ঘন ঘন,
কেন রে শিহর প্রাণ?
নেহার নয়ন নবঘনশ্যাম,
লাজ বাধা কেন মান॥
ধর ধর কর, শ্যাম নটবর,
শ্যাম নাম সুধা পিও রে অধর,
মনমথ-শর বিধুর হৃদয়,
নব নিধুবনে শ্যাম প্রেমময়,
প্রেম সুধা করে দান।
শশী-ভূষণ শরত-যামিনী,
নবীন বিপিন কুসুম-মালিনী,
নব বিহঙ্গ, নব-প্রমোদিনী,
সবে মিলি কর পান॥

কৃষ্ণ। গীত

বসন্ত—একতালা

তব প্রেমধার নারিব শুধিতে ঋণী রব শ্রীরাধে।
রাধানাম সাধা বাঁশরী, অধরে ধরি লো সাধে।
সাধে পরি তোরি প্রেম-ডুরি,
তোরি তরে প্রাণ কাঁদে,
তোরি রূপ প্রাণে আঁকা,
তোরি প্রেমে হয়েছি বাঁকা;
বৃন্দাবনে ভ্রমি ধেনু সনে,
হেরিতে হৃদয়-চাঁদে।

সখিগণ। দে রে কুসুম,
দে রে পরিমল,
দে রে শশী-সুধা নিরমল,
কি দিয়ে পুজিব রূপ-যুগল,
কাঙ্গালিনী গোপ-কামিনী।
দে রে প্রেম প্রেমিকা শারী,
প্রেম ঢালি প্রেম-পিপাসা বারি,
দে রে প্রেম কিরণমালিনী—
শশীবিলাসিনী যামিনী।
ষড় ঋতু মিলি প্রেম কর দান,
প্রেমময়ী কর গোপিনী প্রাণ,
প্রেম বিনা কিছু চাহে না শ্যাম;
রাধা রাসরঙ্গিণী।
নিত্যলীলা রাসোৎসব,
বৃন্দাবনে গোলোক বিভব,
একপ্রাণ মাধবী মাধব,
সখীভাব ব্রজে মোদিনী॥

যবনিকা পতন

মণিহরণ

[পৌরাণিক গীতিনাট্য]

(৭ই শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

সূর্য। উষা। শ্রীকৃষ্ণ (যদুপতি)। সত্রাজিত (রাজা)। প্রসেন (রাজভ্রাতা) জাম্বুবান (ঋক্ষরাজ)। কুমার (ঋক্ষরাজ-পুত্র)। সত্রাজিত-দূত, জাম্বুবান-দূতত্রয়, জাম্বুবান-সৈন্যগণ, যদু-সৈন্যগণ ও বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী)। রাণী (সত্রাজিত-মহিষী)। জাম্বুবতী (জাম্বুবানের কন্যা)। ছায়া-সঙ্গিনীগণ, সখীগণ, লহরবালাগণ, রাণীর সহচরীদ্বয়, কলঙ্কবালাগণ ও নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

অস্তাচলগামী রবি

ধ্যানমগ্ন সত্রাজিত

ছায়াসঙ্গিনীগণের প্রতি

তরুণ তপন, ডুবিল যখন,
আমি তারে ঘেরে রাখি।
ছায়া কায়া, মম ছায়ায় আবরি,
নাহি হেরে নর-আঁখি।
উজ্জ্বল বিভা মম হৃদি'পরে
ধরি নর-অগোচরে,
সুন্দর জ্যোতি ঢাকি কলেবরে;
সুরেষ মোদিনী ছায়া-অঙ্গিনী,
গোপনে যতনে তেজোময় বিভা,
আদরে যতনে নিরখি॥

[প্রস্থান।

সত্রা। হে দিনদেব, হে নয়নানন্দ, হে উজ্জ্বল বিস্ফুলিঙ্গ, হে নারায়ণ, হে ভুবন-জীবন! তুমি আশ্রিতের প্রতি সদয় হও। তুমি ভুবনানন্দ, তুমি ভুবন-নয়ন, তুমি ভুবনবিকাশ তপন, তুমি আমায় কৃপা কর,—আমি তোমার নিতান্ত আশ্রিত।

ছায়াসঙ্গিনীগণের পুনঃ প্রবেশ

গীত

ঝিমি ঝিমি ধিমি ধিমি, নামি ধরণী 'পরি,
সহ তিমির-সহচরী।
নয়ন মুদিয়ে, দেখ তুমি ধিয়ে,
ভুবন-আলোক হরি॥
সুরেষ-জ্যোতি হের নিতি নিতি,
দেখ নিতি নামে তিমির রাতি,
ছায়া বিনা ধরে তপন-জ্যোতি—
কে ধরে শকতি;
ছায়া কায়া ভুবন মায়া, ছায়ারূপা
প্রবলা বিভাবরী॥

[ছায়াসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

সত্রা। এ কে! এ সব কি দেখছি! হে উজ্জ্বল দিনদেব, কোথায় লুকালে? আমি আঁধার দেখ্‌ছি কেন? আদিসৃষ্টি হে ভগবান, হে তমোহর! আমি কেন সংসার তমোময় দেখ্‌ছি? হে তেজোরাশি, উদয় হও,—আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ কর।

উষার আবির্ভাব

গীত

তর তর তর তর উঠে আলোকরাশি,
দিশা বিকাশি।
ডুবিল নিশি, রক্তিম দিশি, হেরি রক্তিম
অধরে হাসি॥
ধীর সমীর—প্রেমিকা অধীর,
সজল নয়ন, বিদায় চুম্বন,—
বহে বিহগ-ঝঙ্কার কমল-পরিমলে ভাসি॥

সত্রা। এই যে আবার উষার আলোক দেখ্‌ছি! কই দিনকর, আমার নয়নানন্দকর,—একবার দর্শন দাও! না বর দাও, একবার তোমায় দেখে নয়ন সার্থক করি। আমায় আঁধার আবরণ ক'রেছিল, তোমার নয়নানন্দকর জ্যোতি বিকাশ কর!

লহরবালার আবির্ভাব

গীত

শুনহে রাজন, ধরহে বচন,
আমার উরমি-হার।
সাগরে বিহরি, নিতি নিতি ধরি,
হৃদয় কিরণ সার॥
ডুবে তপন সাগর-গহবরে,
বিরলে তারে, আঁধার নেহারে আদরে;
চাহ তপনে কি বাসনা মনে
রবি হৃদে ধরি হারাবে নয়নে,—
কহিনু বচন সার॥

[লহরবালার তিরোভাব।

সত্রা। আপনারা কারা আস্‌ছেন। কি কথা ব'ল্‌ছেন,—আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। আমি সূর্য্য উপাসনা করি, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি পাব, এই আমার আশা। সে আশায় আমি যদি নিরাশ হই, তথাপি আমি সূর্য্য-উপাসনা ক'র্‌বো; আমায় মানা ক'র না।

ভূলোক-আলোক-প্রিয়,—আলোক-আকর —
তুমি যদি ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশ,
তোমার কৃপায় ব্যক্ত এই চরাচর,
মম হৃদে হও হে প্রকাশ।
আঁধার অন্তর মম মৃত্তিকাজড়িত,
তেজোময় তুমি হে তপন!
করুণা-কটাক্ষ, দেব, কর প্রকাশিত,
নব বিশ্ব ধাতার সৃজন।
আলোক নেহারি,—পুনঃ আঁধার তিমির!
কোথায় লুকাও দিনকর?
তেজোময় হৃদিমাঝে বিহার মিহির,
তুমি দেব পরম সুন্দর!
ক'র না করুণাময়, কাতরে ছলনা,
জ্যোতিমাঝে বিকাশিতে সাধ,
নয়ন-আনন্দ তুমি—জীবের কামনা,
কামনায় সেধ' না হে বাদ।

সূর্য্যের প্রবেশ

গীত

কোটি নয়নে ভুবন নিরখি, সাগরে ডুবে নিশা।
মম উদয়ে নীরস হৃদয়ে পুন বিকাশে আশা;
সাজে ফলে-ফুলে দিশা॥
স্থল-জল পুলক হিল্লোল, গগন-গহন পুলকে উজ্জ্বল,
মম ডরে পশে শ্বাপদ গহবরে,
কুটিল অন্তর দহে পিয়াসা।

সূর্য্য। তুমি কি চাও?

সত্রা। প্রভু, তুমি যা দেবে।

সূর্য্য। তোমার চক্ষে আর তুমি অন্ধকার দেখ্‌তে পাবে না। এই স্যমন্তক মণি দিচ্ছি, এ আমার ন্যায় প্রভাময় মণি দিন দিন উদ্গীরণ ক'র্‌বে। সেই মণি তোমায় দিচ্ছি,—আর ডেক' না।

সত্রা। প্রভু, তোমার স্যমন্তক মণি তুমি লও। আমি তোমায় চাই, আর আমি কিছু চাই না।

সূর্য্য। তুমি আমার একান্ত ভক্ত। ছায়া আমার নিত্য আবরণ, কিন্তু তোমার হৃদাসনে, ছায়া কখন' আমার জ্যোতি আবরণ ক'র্‌বে না।

সত্রা। প্রভু, নিরন্তর ধ্যানে যেন তোমায় পাই।

সূর্য্য। পাবে, এই স্যমন্তক মণি লও। তোমার অন্তর-বাহ্য আলোকে পরিপূর্ণ থাকবে।

সত্রা। প্রভু, মাণিক একটা রত্ন মাত্র,—জীবনলীলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। আমায় অমূল্য রত্ন দাও।

সূর্য্য। পার্‌বে? অমূল্য-রত্নলাভ বড় কঠিন কার্য্য।—

মম অঙ্গে কার জ্যোতি নেহার বিকাশ?
প্রভাময় স্থূলে জ্যোতিরাশি—
অনন্ত তপন পরকাশে;
ঘোর রোলে বহে নভঃস্থলে,
শতকোটি ব্রহ্মাণ্ড তপন;
কণামাত্র হের এ কিরণ—
উদ্ভব চরণ-রজে তাঁর।
নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতি
যাহে নাহি বিভাবরী,
বহিতেছে—
জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত লহর—জ্যোতির সাগর।
করি আশীর্ব্বাদ—
সেই জ্যোতি কর তুমি সার।
ক্ষুদ্র জ্যোতি কেন আকিঞ্চন?

জ্যোতির আলয়ে রহ মিলাইয়ে—
জ্যোতি-মাঝে করি নিজ জ্যোতি বিসর্জ্জন।
সুখসাধ—জেন সে বিষাদ;
আঁধার—মায়ার প্রভাবলে।
ব্যাপি এই অনন্ত সংসার—
যে জ্যোতি বিহার,
মিল তুমি জ্যোতির সাগরে।

সত্রা। প্রভু, আমি অতি ক্ষুদ্র, তুমি আমার জ্যোতি-সমুদ্র; তোমায় ছেড়ে আমি কাউকে চাই না। যে জ্যোতির সাগর থাকে—থাকুক, হে প্রভাকর! তুমি আমার হৃদয় প্রফুল্ল কর; তুমি প্রভু, চরণে স্থান দাও। আমার অধিক আশা নাই,—প্রভু, আপনার কৃপায় কি না হয়।

সূর্য্য। দেখ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই স্যমন্তকমণি অর্পণ কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

লহরবালাগণের পুনঃ প্রবেশ

গীত

ঊর্ম্মিবালা, একি হ'ল জ্বালা—
কিরণ হরিল নরে!
হরে নরে দিনকরে, হৃদিপরে—
কার কিরণে খেলিবি আর!
থরে থরে পরি সোণার হার,
রবি-করে নরে হরে,—
নর-হৃদি-সরোবরে খেলিবে তপন-হার;
আদিসৃষ্টি, ভুবন-দৃষ্টি নরে নিল হরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকার পথ

সত্রাজিত ও প্রসেন

সত্রা। দেখ ভাই, দ্বারকায় মণি এনে বড় ভাল করি নি। সৃষ্টির লোকে বলে,—"ও চোরের ইষ্টি"—মণিটে বাগাবার চেষ্টায় আছে।

প্রসেন। কিসে জান্‌লে?

সত্রা। আরে মণিটা ভোগা দেবার জন্যে কত ধাপ্পা লাগালে। বলে, এটি পেলে কৌস্তুভ মণি দিতে পারি। কত রকম ছক্কাবাজি ক'র্‌লে,—তা আর তোমায় ব'ল্‌বো কি!

প্রসেন। আচ্ছা দাদা, তুমি তো মণি দিতে এসেছিলে। তুমি তো ব'ল্‌লে,—এ মণি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'র্‌বো।

সত্রা। ব'লেছিলেম—ঝক্‌মারি ক'রেছিলেম। প্রাণ ধ'রে এ মণি দেওয়া যায়? মাথায় দিলে যেন সূর্য্য উদয় হ'য়েছে! ব'লেছিলেম একটা ঝোঁকে:—এ মণি আমি দিতে পারবো না।

প্রসেন। কাজ কি তোমার দিয়ে।

সত্রা। আমি কি ক'র্‌বো, ঝক্‌মারি ক'রে দ্বারকায় এসে প'ড়েছি। এ চোরের আড্ডা, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে যাওয়াই ভার।

প্রসেন। তবে মণিটা তুমি আমায় ঠেংগে দাও,—আমি নিয়ে সট্‌কাই।

সত্রা। পারবি?

প্রসেন। এই রাতারাতি সট্‌কে পড়ি।

সত্রা। দেখিস্, পথে না কেউ কেড়ে নেয়।

প্রসেন। আমি বন দে বন দে পাড়ি মার্‌বো।

সত্রা। দ্যাখ,—খুব সাবধান—এ ডাকাতের দেশ। মণিটে নিয়ে হাতে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল।

প্রসেন। দাদা, তুমি ভেবো না,—আমি ঠিক স'র্‌চি।

সত্রা। তবে এই নে, বেশ মজবুত দু'চার-জন লোক সংগে নে,—ঝাঁ স'রে পড়। স'রে পড়—সরে পড়—এই যে দ্বারকানাথ মণির সন্ধানে আস্‌ছে!

প্রসেন। দাদা, তবে আমি স'র্‌লেম।

সত্রা। যা—যা—আর দেরি করিস্ নি।

[মণি লইয়া প্রসেনের প্রস্থান।

(স্বগত) ভাগ্‌গিস মণি সরিয়েছি, তা না হ'লে আজ হ'য়েছিল!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এখানে কি ক'র্‌ছেন?

সত্রা। এই শয়নে যাব, তাই একটু বায়ু সেবন ক'র্‌ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। অতি চমৎকার মণিটি! আপনার ঠেংগে আছে না কি?

সত্রা। এ্যাঁ—তাইতো! মণি কোথায় গেল! কি হ'লো? কে নিলে? এ দ্বারকা বড় বেয়াড়া জায়গা দেখ্‌তে পাই!

শ্রীকৃষ্ণ। আপনার মণি কি হ'ল?

সত্রা। এ আপ্‌নাদের দেশভূমি, আপ্‌নারা জানেন—আমি কি জানি! এ যে বড় বেয়াড়া জায়গা দেখ্‌তে পাই!

শ্রীকৃষ্ণ। সে মণি হারাবে কোথা মহারাজ,—যেন সূর্য্যের জ্যোতি!

সত্রা। গোবর চাপা দিয়ে কে রেখেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এ কি কথা ব'ল্‌ছেন? —দ্বারকায় মণি নেবে কে?

সত্রা। সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি,—আপনার ও মণিটার উপর লোভ হ'য়েছে, তাই রাতারাতি সন্ধানে এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ, এমন কটু কথা কেন ব'ল্‌ছেন?

সত্রা। আর ম'শায়, বলি আর না বলি—আমি এ রাজ্যে থাকতে চাই নি। আমি কঠোর তপস্যা ক'রে সূর্য্যদেবের কাছ থেকে মণিটি পেলেম, আপনি সেটি বাগাবার চেষ্টায় আছেন!

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি স্বদেশে যেতে ইচ্ছে করেন—যান। আপনার মণিতে কারো প্রয়োজন নাই।

সত্রা। থাকে ভাল, না থাকে ভাল,—আমি চ'ল্লেম। [সত্রাজিতের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার মায়ার খেলা! আমার মায়া ভেদ করা দুরূহ! অকিঞ্চিৎকর বিষয়-বাসনায় আমায় ভুলে থাকে। আমায় মণি অর্পণ ক'র্‌তে এসে, মোহে আবদ্ধ হ'ল। কিন্তু যখন একবার আমায় দেবে মনে ক'রেছে, তখন আমি ওকে বিষয়-বাসনা হ'তে মুক্তি দেব। অহো! বার বার দেহ ধ'রে থাকি, জীবের বেদনা বুঝেই আসি। জীবের জন্য আমি যে কত ব্যথা পাই, তা জীব বোঝে না!

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

কুমার ও বালকগণ

কুমার। দ্যাখ্‌ ভাই, বাবা এই মণিটে কেড়ে এনেছে। সিংহীটা মণি মুখে ক'রে পালাচ্ছিল।

১ বা। সে মণিটে কোথায় পেলে?

কুমার। একটা রাজার ভাইয়ের ঠেঙে ছিল, —সে মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছিল, সিংহীটা তাকে খেলে, তার ঘোড়া খেলে, আর মণিটা মুখে ক'রে পালাচ্ছিলো, বাবা তাকে মেরে কেড়ে নিলে।

১ বা। তা'ত বেশ হ'য়েছে রে,—এই অন্ধকারে রোজ রোজ সূয্যি উঠ্‌বে!

কুমার ও বালকগণের গীত

দেখ, চাঁদ উঠেছে গহ্বরে।
বাবা এনেছে মণি সিঙ্গী মেরে॥
মানুষ-ঘোড়া খেয়ে,
যাচ্ছিল সিঙ্গী ধেয়ে,
বাবা নখে ফেড়ে নিল মণি কেড়ে।
দেখ আলো হ'ল এ ঘোর আঁধারে॥

[সকলের প্রস্থান।

সত্রাজিতের প্রবেশ

সত্রা। খুব বুদ্ধি ক'রে মণিটে সরিয়ে দিয়েছি; নিশ্চিত কেড়ে নিয়ে উগ্রসেনকে দিত। প্রসেন এতক্ষণ দেশে গিয়ে পেঁচেছে। সেখান থেকে মণি নেয় কে? বাবা, দ্বারকা থেকে বেরুলেম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো।

জনৈক দূতের প্রবেশ

তুই এখানে যে! প্রসেন কোথা? সে দেশে যায় নি না কি?

দূত। মহারাজ, ছোট রাজা যে কোথায়—ঐ কথাটা বলা মুস্কিল! আর যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন—ব'ল্‌তে পারি।

সত্রা। সে কি রে বেটা—সে কি!

দূত। আজ্ঞে সে এ কি।

সত্রা। বলিস কি রে বেটা, বলিস কি!

দূত। আজ্ঞে ওই বলি।

সত্রা। আরে আমার মাথা-মুণ্ডু কি বল্‌? সে কোথায় গেল?

দূত। বোধ করি এতক্ষণ বৈতরণী পেরুলো। যমের দক্ষিণ দরজায় এতক্ষণে ঠেলে উঠ্‌লো।

সত্রা। মণি কোথায় গেল?

দূত। তার কোথায় যাবার সখ হ'লো—কি ক'রে বল্‌বো।

সত্রা। মণির যাবার সখ হ'লো কি!

দূত। মহারাজ, রত্ন ত' কই এক জায়গায় থাকে না;—আপনার ছিল, আপনার ভাই

পেলেন। তবে তিনি মণির জন্যে প্রাণ দিলেন। এখন মণিরাজ আপন মনে কোন গহন বনে সেঁধুলো।

সত্রা। দ্যাখ্ দ্যাখ্—ব্যঙ্গ রাখ্।

দূত। গর্দ্দানার ভয় আছে মহারাজ! ব্যঙ্গ কচ্ছি নে।

সত্রা। সত্যি বল—নইলে মারা যাবি?

দূত। মহারাজ, যেটুকু দেখেছি—সেই টুকু ব'ল্তে পারি, আর তো বেশী ব'ল্তে পার্‌বো না।

সত্রা। কি দেখেছিস্ বল?

দূত। আজ্ঞে, তিনি শিকার ক'র্‌তে বনে সেঁধুলেন, শেষে সিংহীর মুখে শিকার হলেন।

সত্রা। মণি কি হ'লো?

দূত। সেই কথাটি তো ব'ল্তে পাচ্ছি নি।

সত্রা। কি রকম সিংহী?

দূত। আজ্ঞে ঠিক সিংহীর মত সিংহী।

সত্রা। তার চূড়োধড়া দেখ্‌লি?

দূত। আজ্ঞে না।

সত্রা। অবিশ্যি দেখেছিস্?—সে সিংহী নয়—দ্বারকার কেষ্টা!—সিংহী হ'য়ে আমার ভাইকে মেরে মণি চুরি ক'রেছে, আমি মণি আদায় ক'র্‌তে ছাড়্‌বো না!—সে সিংহী নয়—জানিস্।

দূত। আজ্ঞে মহারাজ যখন ব'ল্‌ছেন, সে আর সিংহী কি ক'রে!

সত্রা। সে কি ব'ল্লে—'মণি দে?'

দূত। আজ্ঞে না, হুঙ্কার দে ঘাড়ে প'ড়্‌লো।

সত্রা। মণি চেয়েছিল—তুই শুনিস্ নি।

দূত। আজ্ঞে, হবে।

সত্রা। বল বেটা—মণি চেয়েছিল;—নইলে গর্দ্দান যাবে।

দূত। আজ্ঞে চেয়েছিল।

সত্রা। বল বেটা—চূড়ো ছিল।

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। বল্ বেটা—ধড়া ছিল।

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। বল বেটা—বাঁশী ছিল।—

দূত। আজ্ঞে ছিল।

সত্রা। তবে আয় বেটা, সাক্ষী দিবি আয়।

দূত। মহারাজ, অপেক্ষা করুন—আমি বুঝে নিই, ভাল ক'রে তালিম দিয়ে দিন। এই পশুরাজ কি বাঁশী বাজাতেন ব'ল্তে হবে।

সত্রা। খুব ব'ল্‌বি, অবিশ্যি ব'ল্‌বি।—ব'ল্‌বি—'বাঁশী বাজায় আর নাচে।'

দূত। মহারাজ, দুপায়ে না চার পায়ে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—দু'পায়েও নাচে, চার পায়েও নাচে।

দূত। আর কি ব'ল্তে হবে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—গরু চরায়।—গোবর দিয়ে মণি চাপা দিয়েছে,—তুই দেখেছিস্।

দূত। যে আজ্ঞে, আর কি ব'ল্তে হবে?

সত্রা। ব'ল্‌বি,—কেষ্টা বেটাই নিয়েছে; আর কেউ নয়।

দূত। ব'ল্‌বো, কেষ্টা সিংহী নিয়েছে?

সত্রা। ব'ল্‌বি—শুধু কেষ্টা। না—না—কেষ্টা সিংহী নিয়েছে। হায় হায়! ম'র্‌তে কেন দ্বারকায় এলেম। হ্যাঁরে, দু'হাত দেখ্‌লি না চারহাত দেখ্‌লি?

দূত। আজ্ঞে, চার পা দেখ্‌লেম।

সত্রা। ওই ঠিক হ'য়েছে;—ওই বেটাই নিয়েছে। আর প্রসেনটাকে বলি,—মলি মলি, ছুটে পালাতে পার্‌লি নি।

দূত। আজ্ঞে, তিনি পালাতেন—ঘাড়টা বড় চেপে ধল্লেন।

সত্রা। দেখ্, ঠিক ব'ল্‌ছি কি না বল?—ওই কেষ্টা বেটারই কাজ। আমি মণি আদায় ক'র্‌ছি, তুই সাক্ষী দিবি আয়।

দূত। মহারাজ, সিংহীর ল্যাজ আছে ব'ল্‌বো?

সত্রা। তোর সাত গুষ্টির ল্যাজ আছে। কেষ্টা সিংহী ল্যাজ পাবে কোথায়? চল—সাক্ষী দিবি চল। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারকার কাননবাটিকা

রুক্মিণী ও সখীগণ।

সখীগণ। গীত

নীল যমুনা-তটে রাখাল মেলা।
কদম্ব কুসুম গোপিকা মোহন,—
কানুগলে দোলে মালা॥

ধীর বাঁশরী, গোধন সারি সারি,
উচ্চ পুচ্ছ ঘন, গোধন নর্ত্তন,
কানু-মুখ চাহি গোধন বিভোলা॥

রুক্মিণী। সখি, আমার নয়ন সার্থক হ'ল। তোরা রাখাল বালক সেজে বৃন্দাবন-লীলা দেখালি, আমার প্রাণ ভ'রে গেল! বৃন্দাবন কি আনন্দধাম! শ্যাম রাখালকে কাঁধে ক'র্‌তো।

১ সখী। শ্যাম যদি কাকেও কাঁধে করে, তোমার সয়? তা' হলে তুমি শ্যামকে ভালবাস না।

রুক্মিণী। তুই ঠিক ব'লেছিস্; কিন্তু প্রেমের খেলা বৃন্দাবনে যেমন, তেমন কি আর হবে?

২ সখী। প্রেম ঢেলে দাও, সেই বৃন্দা-বনেরই প্রেম পাবে।

রুক্মিণী। কোথায় পাব? রাধার প্রেম কোথায় পাব যে শ্যামকে দেবো।

২ সখী। তবে ভাই, আমি আর কি ব'ল্‌বো।

রুক্মিণী। প্রেম শ্যামের ঠেঙে নেবো। আর সেই প্রেম শ্যামকে দেব, তাতে হবে না সই? শ্যাম কি প্রেম দেবে!

৩ সখী। শুনেছি—শ্যামের ঠেঙে যে যা চায়, তা পায়; সখি, তুই চেয়ে দেখিস্ দেখি।

রুক্মিণী। ওলো, শ্যামকে দেখ্‌লে যে আমি চাইতে ভুলে যাই।

২ সখী। তবে আর তোর উপায় নেই। --তবে আর তোকে কি ব'ল্‌বো!

রুক্মিণী। ওলো শ্যাম নামে যে আমার প্রাণ ভ'রে যায়।

২ সখী। তবে কেন জ্ব'লে মর' রাধিকার বিষের জ্বালায়?

রুক্মিণী। রাধিকাকে আমার পুজো ক'র্‌তে সাধ আছে।

১ সখী। কেন?

রুক্মিণী। সে কালাচাঁদকে কেমন ক'রে পেয়েছিল। আমি তো তাঁকে ভালবাসি, মনে করি—এমন বুঝি আর কেউ ভাল বাসে না; তবু আমার কোলে মাথা দিয়ে "রাধা—রাধা" করে।

১ সখী। ওই তোমার শ্যাম এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

রুক্মিণী। গীত

কেন নাথ মন উচাটন।
দাসী কি ক'রেছে অযতন॥
কার তরে কালশশী, হৃদয় দেখি উদাসী,
ভাগ্যবতী কে সে রূপসী,
বুঝিতে না পারি হরি—ব্যাকুল কি হেতু মন॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ প্রিয়ে, আমি নষ্টচন্দ্র দেখেছি, তার ফলে আমার অপবাদ র'টেছে। সত্রাজিত রাজা সূর্য্য উপাসনা করে। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হ'য়ে তাকে স্যমন্তক মণি দান করেন। সে বলে,—"আমি নশ্বর মণি চাই না। আমাকে অবিনশ্বর অমূল্য রত্ন দিন।" তাতে সূর্য্যদেব আজ্ঞা করেন যে, দ্বারকানাথকে মণি সমর্পণ কর গে, তিনি তোমাকে অমূল্য রত্ন প্রদান ক'র্‌বেন। কিন্তু জেন',—বিষয়-বাসনা-জড়িত মনুষ্য ছার অকিঞ্চিৎকর লোভ ত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। আমায় মণি না দিয়ে তার ভাইকে দিয়েছিল। তার ভাই মৃগয়া ক'র্‌তে যায়। লোকমুখে শুনি, এক সিংহ তার ভাইকে অনুচর-গজ-বাজী সহ বধ করে। তারপর কে যে মণি হরণ ক'রেছে, তার আর সন্ধান হ'চ্ছে না। কুলোকে বলে, আমি সেই মণি হরণ ক'রে, তার ভাইকে বধ ক'রেছি। প্রিয়ে, বিদায় দাও! আমি মণির অনুসন্ধানে যাই, নইলে বড় কলঙ্ক হবে।

রুক্মিণী। প্রভু, তোমার যে মন,—আমি কেমন ক'রে নিবারণ ক'র্‌বো! তুমি জগৎ-জীবন, জগৎমন, কলঙ্কভঞ্জন, ভাণ ক'রে যদি ছেড়ে যাও, আমি কি ক'রে রাখ্‌বো? কিন্তু ভাবি প্রভু, নষ্টচন্দ্রের এত অধিকার—তোমার উপর কলঙ্ক অর্পণ ক'রে!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, যাকে যা অধিকার দিয়েছি, সে যদি সে অধিকার না পায়, তা'হ'লে আমার কথা মিথ্যা হয়। এই দেখ, তোমার ক্রোধ হবে ব'লে, তার সহচরী পাঠিয়েছে।

কলঙ্কবালাগণের প্রবেশ

গীত

রাত্তিরে যে আয়না দেখে কলঙ্কী সে হয়।
ঘুরি ফিরি কলঙ্কিনী কলঙ্ক-তরঙ্গ যায়
বয়॥
ঈর্ষ্যাতে উন্মাদিনী, করি সতী নারী
কলঙ্কিনী,
কলঙ্কী চাঁদে মোরা ধ'রেছি হৃদয়॥
রাখি নষ্ট চাঁদে হৃদয় বেঁধে, খেলি সদা নষ্ট
হৃদে,
নষ্ট চাঁদে হের্‌লে পরে, হই মোরা উদয়॥

[কলঙ্কবালাগণের প্রস্থান।

রুক্মিণী। ঠাকুর, তুমি কি নষ্টচন্দ্র দেখেছিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। গোখুরে জলে নষ্টচাঁদ আমার চ'ক্ষে প'ড়েছিল।

রুক্মিণী। প্রভু, এ মিথ্যা অপবাদ আপনার হ'ল!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার উপর অপবাদ তো চির-দিনই আছে। এমন কি তুমি পর্য্যন্ত বল,—"মনচোর!"

রুক্মিণী। এ কথাটি ঠিক।

শ্রীকৃষ্ণ। মনে ত করি চুরি করি, পারি কই? চুরি ক'র্‌তে গিয়ে বাঁধা পড়ি।

গীত

আমি হাতে হাতে দিই ধরা,
আমার কই সাজে হে ছল করা?
আমি তো আপন হারা,
আমার ধরা দে'য়া, নয় তো ধরা,
আমার ধরা দিতে—ধরায় এসে, মিছে
ছল করা!
অ-ধর হ'য়ে দিছি ধরা, তোমার প্রেমের ঘোরে
প্রাণভরা।

রুক্মিণী। প্রভু, তোমার শ্রীচরণ না দেখে কেমন ক'রে বাঁচ্‌বো?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি তিলমাত্র তোমা ছাড়া নাই। শীঘ্রই মণির অনুসন্ধান ক'রে ফিরে আস্‌বো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

রুক্মিণী। শশধর! তুমি প্রেমিকের হৃদয়-আনন্দকর! তুমি আমার প্রতি নিদয় কেন হ'লে?

সখীগণের গীত

সুন্দর তুমি শশধর,—
সাধে কি কলঙ্ক-রেখা হৃদয়-উপর!
যামিনী তব সঙ্গিনী,
সতী কর কলঙ্কিনী,
আঁধার বহুরঙ্গিনী কলঙ্ক-আকর,
কিরণে মলিনী তব বিরহী অন্তর,
তুমি দোষের আকর!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সত্রাজিত রাজার অন্তঃপুর

সত্রাজিত ও রাণী

সত্রা। (স্বগত) হায় হায়! এমন সর্ব্বনাশ কি কারু হ'য়েছে! সাগর সেঁচে মাণিক তুল্লেম,—ভাইটে খোয়ালেম—বাপ্‌রে বাপ! একথা তো ফোট্‌বার যো নেই! আমার কোন দিন গর্দ্দান যাবে। কি হ'ল—কি হ'ল! এত লোক মরে--কেষ্টা বেটা মরে না!

রাণী। মহারাজ! কি ভাব্‌ছেন?

সত্রা। চুপ চুপ! কেউ শুন্‌তে পাবে।

রাণী। কি শুন্‌তে পাবে?

সত্রা। আমার মুণ্ডু,—আমার পিণ্ডি! হায় হায়! এমন কি কারো হয়?

রাণী। কি হ'য়েছে মহারাজ, আমায় বলুন!

সত্রা। ব'লবার যো নেই,—ব'ল্লেই আমার প্রাণটি যাবে; কেষ্টা বেটা শুন্‌বে;—পোড়ার মুখে আগুন লাগে না।

রাণী। মহারাজ! কথাটা কি বলুন?

সত্রা। দেখ, কারুকে বলো না।

রাণী। বাপ্‌রে—মহারাজ মানা ক'র্‌ছেন—কাউকে কি বলি।

সত্রা। না, তুমি ব'লে ফেল্‌বে।

রাণী। দোহাই মহারাজ, ব'লবো না, দোহাই মহারাজ, ব'লবো না।

সত্রা। দেখ, ব'লবে না তো—ব'লবে না তো?

রাণী। না মহারাজ—না মহারাজ!—শীঘ্র বলুন—শীঘ্র বলুন, নইলে আমার প্রাণ যায়। শীঘ্র বলুন—নইলে প্রাণ গেল। বলুন, বলুন! ওমা কি হ'ল'! মাথামুড় খুঁড়বো নাকি? প্রাণ বেরুলো! মহারাজ, তোমার পায়ে পড়ি—বল—বল—

সত্রা। ওই কেষ্টা বেটা!—

রাণী। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বেটাতো? সেই বেটাতো? বলুন মহারাজ! বলুন, কি ক'রেছে?

সত্রা। আর কি ক'র্‌বে!—

রাণী। আরে মহারাজ, বল, এ যে স্ত্রী-হত্যা হয়।

সত্রা। ব'ল্লে যে পুরুষ-হত্যা হবে।

রাণী। তুমি ম'র্‌বে না মহারাজ—তুমি ম'র্‌বে না। আমার সিঁদুরের খুব জোর আছে। তুমি বল, মর যদি সহমরণে যাব; তুমি ভেব না—বল।

সত্রা। আরে ব'ল্‌ব কি আমার মাথা!—ভাইটেও ম'লো—মণিটাও কেড়ে নিলে।

রাণী। কে নিলে—কে নিলে?

সত্রা। খবরদাব, কাউকে ব'লো না! এই কেষ্টা বেটা,—বাপ্‌রে একি হ'লো! বাপ্‌রে একি হ'লো! এমন সর্ব্বনাশ মানুষের হয়!

[সত্রাজিতের প্রস্থান।

রাণী। উঁহু—এ কথা কি বলি,—আমার স্বামী মারা যাবে। এ কথা কি বলি—বাপ্ রে আমার স্বামী মারা যাবে! উঃ! পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে—হে—উ!—পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে! হেউ! বাপ্ রে, এ কথা কি কাউকে বলি!

প্রথমা সহচরীর প্রবেশ

১ সহ। রাজমহিষী, এমন ক'রছেন কেন?

রাণী। উঁহু, বাপ্‌রে এ কথা কি কাউকে বলি!—বাপ্ রে, ও কথা কি মুখে আনি!

১ সহ। কি কথা রাজমহিষী?

রাণী। সর্ব্বনেশে কথা!—সে কথা কি ব'ল্‌বো।

১ সহ। কি কথা রাণী ঠাক্‌রুণ?—কি কথা রাণী ঠাক্‌রুণ?

রাণী। রাম! ও কথা কি জিবে আন্‌তে আছে। হেউ! পেট ফেঁপে উঠ্‌ছে!

১ সহ। বল না কেন রাণী ঠাক্‌রুণ,—বল না কেন রাণী ঠাক্‌রুণ,—পেটটা হাল্‌কি হবে।

রাণী। না, কখন না, ও কথা মুখে আন্‌তে নেই!—তুই কাকে ব'লে ফেল্‌বি!

১ সহ। আমার ইষ্টির দিব্যি,—আমার গুরুর দিব্যি,—আমি কখনও ব'ল্‌বো না।

রাণী। কেষ্ট—দেওরকে মেরে মণি চুরি ক'রেছে।

১ সহ। ওমা সত্যি নাকি!—কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!—ওমা বল কি গো! সর্ব্বনেশে কথা ব'লো না, কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

রাণী। চুপ চুপ্!

১ সহ। চুপ ক'র্‌বো কি গো? পেট ফেঁপে ম'র্‌বো নাকি? ওগো কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

দ্বিতীয়া সহচরীর প্রবেশ

২ সহ। ওমা কি গো—ওমা কি গো?

১ সহ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ছোট রাজাকে মেরে কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

২ সহ। ওমা কি সর্ব্বনাশ! আমার ডাক ছেড়ে কান্না পাচ্ছে। কেষ্ট মণি চুরি ক'রেছে!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

জাম্বুবতী ও সখীগণ

জাম্বুবতী। সই, সত্য ব'ল্‌ছি। আমি এক অদ্ভুত স্বপন দেখেছি—এক সুন্দর নটবর, তার বঙ্কিম নয়নে আমার প্রাণ উন্মাদ হ'য়েছে।

সখী। স্বপ্নে দেখে এই, সত্যি দেখ্‌লে না জানি কি হ'ত।

জাম্বুবতী। সই, সত্যি সত্যি দেখেছি। সে আমায় ব'লেছে,—"মালা দাও—তোমার জন্য অনেক ভাণ ক'রেছি, তোমার জন্য চোর

হ'য়েছি, দেখ তোমার জন্য ভুবনের ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এসেছি। দাও প্রাণেশ্বরি, মালা আমার গলায় দাও।"

জাম্ববতীর গীত

গলে শোভে বনমাল
চিকণ বঙ্কিম ঠাম,—
ত্রিভঙ্গ কুরঙ্গ-রঞ্জিত গঞ্জিত নয়ন,—
বিমোহন হৃদি কাম!
নিবিড় কুঞ্চিত চিকুর জাল,
মধুর মুরলী, ভুবন পূরিত বুলি--
উতরোলী।
পবন গহন বহে, ত্রিভুবন মোহে,
মুরলী তান প্রাণ উজান,
মন-প্রাণ চলে উথাল।

১ সখী। সখি, এরূপ তো কেউ কখন' শোনেনি—দেখেনি। তোম্‌রা রাজকুমারী, তোমাদের সকল সখই সয়। আমাদের হ'লে পাগ্‌লা গারদে দেয়।

জাম্ববতী। সই, সত্যি দেখেছি!

২ সখী। দেখ এমন কি হয়! এ কথা তো কখন' শুনি নি।

সখীগণের গীত

তোরে কেমন কেমন হেরি স্বজনি!
কেন লো স্বর্ণলতা, হৃদয়ে কি তোর ব্যথা,
হ'ল মলিনী?
কেন সই হও বিমনা, মনের কথা সই বল না,
বুঝি তো নারীর ব্যথা; আমরা ললনা;
প'শে তোর নয়ন-পথে,
ব'সে তোর হৃদয়েতে,—
পিরীতের গরল কি লো ঢেলেছে প্রাণে;
কার সাধে উন্মাদিনী কে গুণমণি!

১ সখী। তা বুঝি জানিস্ নি, রাজকুমারী কার স্বপন দেখেছেন,—বনমালা গলায় —বাঁশী হাতে! সে নিত্যি এসে বলে,— "আমায় মালা দাও।" স্বপন দেখেই এই,—না জানি সত্যি হ'লে কি হ'তো!

২ সখী। হ্যাঁলো সত্যি?

১ সখী। দূর দূর! তুইও যেমন!— এরূপ কি কারু হয়? রাজকুমারীরাই স্বপ্নে দেখে।

জাম্ববতী। হয় না হয়,—আমার জীবন-যৌবন ভেসে গেল।

জাম্ববতীর গীত

গেল ভেসে জীবন-যৌবন,—
চিত বিমোহিত রূপে—নহে এ স্বপন!
হেসে হেসে কথা ক'য়েছি,
প্রাণ-মন ভুলায়ে মিলায়ে গেছি, তারে প্রাণ যাচি,
পাই যদি পাব তারে, নহে বিফল জীবন!

সখীগণ। গীত

ওলো সই, একি লো আব্‌দার?
কেন লো ম'জে গেলি, স্বপন দেখে কার!
বেঁকে তোর দাঁড়িয়ে কে লো,
কে জানে কে লো এলো,
স্বপনে মজিয়ে গেল,
খোঁজ পাবে কে তার?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা-পথ

নাগরিকাগণের প্রবেশ ও গীত

১ নাগরিকা। বৃন্দাবনে ক'রতো চুরি,
কিছু বলিনি।
২ ঐ। ছি ছি ছি এমন দেখিনি!
৩ ঐ। ছি ছি—ছিল ননীচোরা
বসনচোরা,
৪ ঐ। কতবার প'ড়েছে ধরা,
১ ঐ। ছি ছি, ক'র্‌লে চুরি
স্যমন্তক মণি।
সকলে। কতবার প'ড়লো বাঁধা, ঠেকে শেখেনি!

পট পরিবর্ত্তন

বনভাগ

শ্রীকৃষ্ণ ও সৈন্যগণ

শ্রীকৃষ্ণ। হে যদুসৈন্য! এই অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে ত' কানন-পথে এলেম। অসংখ্য বন্যজন্তু বিনাশ হ'লো, কিন্তু মণির অনুসন্ধান হ'ল না। এই তো সুড়ঙ্গ-পথ দেখ্‌ছি! মণিচোর বোধ হয় সুড়ঙ্গ-পথে

গিয়েছে, তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর,—আমি আস্‌ছি।

১ সৈন্য। হে ঠাকুর, লোক-মুখে শুনেছি—এ জাম্বুবানের সুড়ঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ঠিকই হ'য়েছে। জাম্বুবান ব্যতীত সূর্য্য-কিরণ-সদৃশ এ মণি কে চুরি ক'র্‌বে! আমায় অবশ্যই অনুসন্ধান নিতে হবে। এ কলঙ্ক-ভার কেন বহন ক'র্‌বো?

২ সৈন্য। ঠাকুর, আমরা সঙ্গে যাব?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি। যদি আমি সংকটে পড়ি, বংশীধ্বনি ক'র্‌বো,—তোমরা তখন নেবে যেও।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুড়ঙ্গ-পথ

জাম্বুবান-সৈন্যগণের গীত

সদা রামজী ভজ, সদা রামজী ভজ।
রামজী-চরণমে হৃদয় মজ॥
রাম নাম বোল' বদনে,
রাম-রূপ হের ধ্যানে,
জটাধারী বনচারী রাম মেরি,
রাক্ষস-সংহারকারী,
রাখ রাম হৃদে, জুদা খেয়াল ত্যজ,
পিতে রহ রাম-চরণ-রজ॥

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

ভক্ত আমার হৃদয়নিধি—
ভক্তের কিসে শুধ্‌বো ধার?
ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার!
ভক্তের তরে নৃসিংহ বামন,
যুগে যুগে কত দেহ ক'রেছি ধারণ,
ভক্ত প্রাণ-মন;—
কভু ধনুধারী, কভু বাজাই বাঁশরী,
সারথি বা রথী কভু,—
ভক্ত আমার প্রাণাধার!
ভক্তের তরে গোপের ঘরে করি হে বিহার।

আমার প্রাণ যে বড় কাঁদে! জাম্বুবান আমার প্রাণ! তাই জাম্বুবতী আমায় চায়। একি দায়!—আমি যুগে যুগে কত বাঁধা যাব? কেউ মুক্তি চায়,—আমি অকাতরে বিলাই। একি দায় হ'ল, কার কাছে না বিকিয়েছি বল? ক'রে ছল—হ'লেম দোরে দ্বারী। আমি ছল করি, না ভক্ত আমায় ছল ক'রে মজায়? আমি নির্ব্বিকার,—আমার কেন এ সংসার? না না—ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার! আমি বিকিয়ে গেছি,—আমি আপনার নই তো আর! ভক্ত আমার—আমি তার।

জাম্বুবান-সৈন্যের পুনঃ প্রবেশ

জাম্বু-সৈন্য। তোম্ কোন্ আয়ারে—কোন্ আয়া?

শ্রীকৃষ্ণ। আয়া তো কিয়া ভায়া?

জাম্বু-সৈন্য। আভি ফাঁড়া যাওগে নখুনমে!

শ্রীকৃষ্ণ। তোম্‌তো ভল্লুক হ্যায়, তোম্‌কো কোন্ আদ্‌মী গণে?

জাম্বু-সৈন্য। তোম্ গণ নেই,—বহুৎ রোজসে আদ্‌মী ফাঁড়া না গেই, আভি ফাঁড়ে গা—মজা দেখোগে ক্যায়া?

শ্রীকৃষ্ণ। আর ভাল্‌কো কোন্ মানে?—দেখো মজা সাম্‌নে, ভাল্‌কো বহুৎ সমঝ লিয়া!

জাম্বু-সৈন্য। আরে মার্ মার্ মার্—ফাঁড়্ ফাঁড়্ ফাঁড়্!

শ্রীকৃষ্ণ। সবুর সম্ভার।

জাম্বু-সৈন্য। আরে মার দিয়ারে, কাঁহা যাওরে, চল্ চল্। কাঁহাসে আদ্‌মী আয়া,—জান বিগাড় দিয়া।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জাম্বুবানের বাটীর কক্ষ

জাম্বুবান ও জাম্বুবতীর সখী

জাম্বু। একি হ'লো! আমার কন্যার একি দশা হ'লো? দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্চে কেন? তুই কিছু বুঝ্‌তে পারিস নি?

সখী। গীত

স্বপনে দেখেছে মুরলীধারী, ওহে বনবিহারী,—
তাই বিমনা তব কুমারী!

জাম্বু। কোন্ হামারি বিন্ ধনুধারী,
নেহি মানেগা অ্যায়সা ঝিয়ারী,
মরে তো আচ্ছা মেরা,
মেরা রামকো কিরা, ময় রামকো দেগা,
জটাধারী রাম হামারি!

প্রথম জাম্বুবান-দূতের প্রবেশ

১ দূত। একটা আছে বাঁশী হাতে,
বাণ মারে আঁতে আঁতে,
লড়াই তো ফতে ক'রে দিলে!
ভেগে তো চ'লে এলুম,
প্রাণ করে মলুম মলুম।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২ দূত। দেখেছি বাণের চোট,—
ব'ল্‌ছি মোট—
তুমি পার কি না পার,
এগিয়ে দেখ—পার কি হার!

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩ দূত। সাবাস্ সাবাস্ কি আর বলি,—
বুকের ভেতর বাণ চালায় খালি।

জাম্বু। কি—কে এল?

৩ দূত। একবার দাঁতমাত খিঁচিয়ে দেখ্‌বে চল।

জাম্বু। বটে বটে—দাঙ্গা ক'র্‌তে এসেছে আমার কোটে!—মারা যাবে এই নখের চোটে।

[সকলের প্রস্থান।

জাম্বুবতী ও সখীগণের প্রবেশ

জাম্বুবতী। গীত

সই সই, নয়তো এ মিছে,—
মুরলী করে ধ'রে শুন্‌ছি এসেছে!
দেখ্‌বি চল্ বাঁকা নয়ন তার,
গলে দোলে বনহার,
দেখ্‌লে সই, মন মজে না কার?
যদি গুণনিধি মিলায় বিধি,
ভুল্‌বে সে—যে দেখেছে!

সখীগণ। গীত

সই লো তোর মন তো চমৎকার,—
তুই থেকে থেকে দেখিস্ মুরলী-বাহার!
কে জানে কে হেথায় এল,
রণারণি হানাহানি বেধে তো গেল.
কি সে তোমার নাগর সই বল?—
চল্ চল্ চল্ না দেখি—
তোর নাগরের কি বাহার!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জাম্বুবানের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান

জাম্বুবান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

জাম্বু। কে তুই বেটা?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই কেটা?

জাম্বু। দেখ্‌বি তুই দেখ্‌বি?

শ্রীকৃষ্ণ। বনের পশু, মিছে কেন প্রাণ দিবি!

জাম্বু। মিছে করিস্ নি জারি,—তোর মত দেখেছি লাখ্।

শ্রীকৃষ্ণ। এক্‌লা কি তুই পার্‌বি আমায়? ডাক্—যদি কেউ থাকে ডাক্!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

জাম্বুবান-সৈন্যগণ ও রণবাদ্যকারগণের প্রবেশ

গীত

আরে ধুম্ তাক্‌সিন্ ধুম্ তাক্‌সিন্,
আরে দেনা সাড়া,
বাজা কাড়া,
ওরে বুক চিরে আয় করি ফাঁক্।
কাড়া দে সাড়া তৎতড়া,
বাজ ঝড়্‌ঝড়া,
কে এলো কোথা থেকে হয় বুঝি মড়া,—
কেত্‌না ফাঁড়া লাখে লাখ্॥

[সকলের প্রস্থান।

জাম্বুবানের পুনঃ প্রবেশ

জাম্বু। (স্বগত) এ কি? এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো কখন' দেখি নি! আমার চপটাঘাতে কোটি কোটি রাক্ষস ম'রেছে, স্বয়ং দশানন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হ'য়েছে! নখে গিরি-শির উপ্‌ড়েছি,—রঘুবীরের চরণ-প্রসাদে এ শরীর বজ্রতুল্য,—কিন্তু কি আশ্চর্য,—বালক আমায় পরাজয় ক'র্‌লে! যে অঙ্গে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রবেশ করে নি,—বালকের প্রভাবে আজ

জর্জ্জরিত! এ অদ্ভুত-শক্তি বালক কোথা পেলে? কদাচ এ সামান্য ব্যাপার নয়! কে এ বেশধারী এলো? এ যে স্বয়ং রঘুবীর সদৃশ বলবান্ দেখ্‌ছি.—সামান্য ব্যক্তি কদাচ নয়! এ'র মুখ দেখে আমার হৃদয়ের ভিতর যেন কেমন ক'র্‌ছে! কোন' দেবতা আমায় ছল ক'র্‌তে এলো কি? কিছু তো বুঝতে পারছি নি!

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

জাম্বু। হ্যা দেখ—তুই কে?

শ্রীকৃষ্ণ। যে হই, তুই হার মেনে নে।

জাম্বু। তুই একবার থাম্‌বি? আমি রাম-পুজা ক'রে আসি নি.—তাইতে তোর ঝাম্‌-কানি। একবার আসি পুজা ক'রে.—তার পর পাঠাব যমপুরে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, তুই যা।

[জাম্বুবানের প্রস্থান।

জাম্বুবতী ও সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ। গীত

করে ধ'রে মুরলী, কর কত চতুরালী!—
দিবা বিভাবরী রাজকুমারী,
কাতরা—নয়নে ঝরিছে বারি,
কেন চাতুরী, মুরলীধারী,
ছি ছি ভাল ভাল নয়,
ধরমে এত কি সয়—
নারী-প্রাণবধ শিখেছ খালি!

জাম্বুবতী। (স্বগত) এই যে আমার হৃদয়েশ্বর! আমায় কি পায়ে রাখ্‌বে, আমার কি এমন ভাগ্য হবে? (প্রকাশ্যে) হৃদয়বিহারী হৃদয়েশ্বর! অবলাকে পায়ে স্থান দাও।

গীত

জাম্বুবতী। তুমি চাও কি হে আমায়?
শ্রীকৃষ্ণ। নইলে কেন এসেছি হেথায়,—
আমি বাঁধা গেছি তোমার প্রেমের দায়।
জাম্বুবতী। যেন ঠেল না [illegible] পায়,
এমন ক'রে কথায় কে মজায়?
শ্রীকৃষ্ণ। এসেছি শুধ্‌তে তোমার ধার,
আমি তো নই লো আমার আর,
তোমার প্রেমের পারাবার,
ডুবেছি উঠ্‌তে নারি, সে অকূল পাথার!
জাম্বুবতী। থেকো হে হৃদয়-মাঝে প্রাণ যে তোমায় চায়,
জানি নাট কর হে নটবর, ভুলাও অবলায়;
তুমি কাঁদিয়েছ রাধায়!—
শ্রীকৃষ্ণ। আমি বাঁধা প্রেমের দায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। জাম্বুবান আমার পরম ভক্ত.—সে আমার পুজা ক'রেছে।—

জাম্বুবান কর্ত্তৃক রামচন্দ্র-গলে প্রদত্ত মাল্য—শূন্যে উড়িয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে পতিত হইল

এই মালা দিয়েছে, তার মালা আমি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করি। আমি ভক্তের ভক্তি-পণে কেনা।

জাম্বুবানের পুনঃ প্রবেশ

জাম্বু। (স্বগত) এ কি মায়াবী!—রাম-চন্দ্রের মালা অপহরণ ক'র্‌লে নাকি? (প্রকাশ্যে) তুই আমার ইষ্টদেবের মালা কোথায় পেলি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই যে দিলি।

জাম্বু। তোকে আমি মালা দিলুম!

শ্রীকৃষ্ণ। দিলি নি তো কি? চোখ বুজে ধ্যান ক'র্‌লি, 'আমায় চরণে স্থান দাও' বল্লি, নইলে কি তোর মালা আমি গলায় পরি?

জাম্বু। আরে তোর যে ভারি জারি! তুই কে রে?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই যারে পুজা করিস্।

জাম্বু। খবরদার বেটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্। আমি পুজা করি—রাম রঘুবীর!

শ্রীকৃষ্ণ। মিছে কেন বলিস্. তুই পুজা করিস্—আমায়।

জাম্বু। তুই তো ভারি বেল্লিক দেখ্‌তে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তোর মত তো চোখ থাক্‌তে কাণা নই।

জাম্বু। অ্যাঁ—তুই কি ব'ল্‌ছিস্? আমার মনটা কেমন ক'র্‌ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি ক'র্‌বো?

জাম্বু। হ্যাঁরে—তুই কেরে?

শ্রীকৃষ্ণ। তুই তো আমায় চিনিস্, অনেক দিন থেকে জানিস্।

জাম্বু। তুই তো কাল্‌কের ছোঁড়া।

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় চিন্‌ছো না কেন?

জাম্বু। কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি মনে বুঝে দেখ না;—তোমায় দেখা দেবার কথা ছিল—তাই এসেছি, নইলে এখানে আসি? দেখ, লঙ্কার দোরে সাগরতীরে তোমায় ব'লেছিলেম—'দেখা দেব,' তাই দেখা দিতে এসেছি।

জাম্বু। হ্যাঁরে, তুই কি ভোজবাজী জানিস্?

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমি ভোজবাজী জানি নি। তোমার ভালবাসায় ম'জে আছি।

জাম্বু। আমি যে রামকে ভালবাসি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যে তোর রাম।

জাম্বু। তুই সে ধনুধারী কই? জটাধারী কই? তোর কপি-সেনা কই? কই—তুই সাগর-পারে—'হা সীতা' ব'লে কাঁদিস্ কই? কই রে—কই, তোর সে নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ কই? সেই রূপে একবার দেখা দে, আমার সর্ব্বস্ব হ'রে নে! দাঁড়া—ধনুক ধ'রে দাঁড়া; তোর পায়ে আর একবার গড়াই। শীঘ্র ধনুক ধর্। আমি রামের বরে অমর। তোর সে রূপ না দেখ্‌লে আমি ম'র্‌বো। ধর্—ধর্—ধনুক ধর্!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ্‌বি—তবে দেখ, আমায় যে মজালি! আমি যে মুরলীধারী। আমায় ধনুক ধরাবি—ধরা! তোরা সব পারিস্। তবে দেখ।

জাম্বু। আমায় যুগলরূপ দেখাও। ভক্ত-বৎসল, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

রামসীতা-মূর্ত্তি-আবির্ভাব

জাম্বু। গীত

নীল সুকোমল, উজ্জ্বল বিমল,
ধনুধারী রাম শ্যাম।
ভোলা বিশ্বেশ্বর, সাজি কপীশ্বর,
যে চরণ করে কাম॥
জয় রামসীতা—জয় রামসীতা—জয় রাম শ্রীরাম!
জয় জয় জয়, রক্ষকুল-ক্ষয়,
এস এস এস, হৃদি পরে ব'স,
পদ্ম-হৃদে হও হে উদয়!
জয় রামসীতা—জয় রামসীতা—জয় রাম শ্রীরাম!

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

আমি নয় ধনুধারী, ধরি বাঁশরী করে,—
আমার হেলা ময়ূর পাখা গোপীর প্রাণ হরে।
খেলি কদম্ব-তলায়, দাঁড়িয়ে পায় পায়,
দেয় বনমালা রাখালে গলায়;
আমি প্রেম তো বড় ভালবাসি,
বিকিয়েছি প্রেমের তরে!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ জাম্বুবান, তুমি আমার হেনস্তা ক'রেছ, কিন্তু তোমার মেয়ে আমার পূজো ক'রেছে;—এই দেখ তার মালা।

পট পরিবর্ত্তন

কুমার, জাম্বুবতী ও সখিগণের প্রবেশ

জাম্বু। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, জাম্বুবতী যেন মা-সীতার দাসী হয়। মণির জন্যে এসেছেন,—এই তোমায় যৌতুক দিলেম।

[জাম্বুবতীকে সম্প্রদান ও তৎসহ মণি প্রদান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কলঙ্ক হ'তে উদ্ধার হ'লেম।

কুমার। ঠাকুর, শুনেছি তুমি দয়াময়,—আমায় পায়ে রেখো।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমার সখা।

[জাম্বুবান ও কুমারের প্রস্থান।

সখিগণের গীত

দেখ দেখরে নয়ন,—
চোখে চোখে দেখাদেখি মেতেছে ভুবন!
এ অন্তরের খেলা,
প্রেম-লহরে ওঠা-বসা আনন্দের মেলা;
এ প্রেমের খেলা,
মনে বোঝে সরল-সরলা,
ঢেউ চলে তার প্রাণে প্রাণে—
তার হৃদয়ে লহর বহে যে জানে যতন!

যবনিকা পতন

মেঘনাদবধ (নাট্যরূপ)

(ন্যাশন্যাল, মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

॥ ভূমিকা ॥

মহাকবি মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্য" বঙ্গ-সাহিত্যের মুকুটমণি। এই মহাকাব্যরূপ-মধুচক্রের সুধা গৌড়বাসী এই সুদীর্ঘ বৎসর নিরন্তর পান করিয়াও অতৃপ্ত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "মেঘনাদবধ" প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে নাট্যাকারে অভিনীত হয়। উক্ত থিয়েটারের অভিনয়ে পদ্যের মাধুরী অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিত না। একপ্রকার গদ্য করিয়া বলিবারই চেষ্টা হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতারা গৌরব করিতেন যে, তাঁহাদের অভিনয় স্বাভাবিক এবং সুরবর্জ্জিত। কিন্তু পদ্য, গদ্য করিতে যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক সুর আসে, এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাদের ততটা লক্ষ্য ছিল না।

গদ্য করিবার চেষ্টায় অভিনয়েরও হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবানুযায়ী নিম্ন ও উচ্চ সুর প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ও কাব্যের প্রতিভায় বহুসংখ্যক দর্শক আকৃষ্ট করিত। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত "মেঘনাদবধ" নাটকে রামের ভূমিকা অতি সামান্যই ছিল এবং পর পর দৃশ্যস্থাপনও নাটকীয় সুকৌশলে সংযোজিত হয় নাই।

এই অভিনয়ের কিছুদিন পরেই "মেঘনাদবধ কাব্য" নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর উক্ত নাট্যশালায়ই "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক-পরিচালিত সম্প্রদায়, অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। "মেঘনাদবধ" নাটক এই নবস্থাপিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারের প্রথমাভিনয়। পদ্যে নাটকাভিনয়ে 'যতি' রক্ষা করা উচিত, ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এবং ন্যাসান্যালের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রেট ন্যাসান্যাল-সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে গীতিনাট্য অভিনয় করিতেন, তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া গিরিশচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবনা-কবিতাটি রচনা করেন, "মেঘনাদবধ" নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীতে (১৮৭৭ খৃঃ, ২ ফেব্রুয়ারি) ইহা সর্ব্বপ্রথমে পঠিত হয়।—

"যদি ধন প্রয়োজন, না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন?
বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন!
আসি এই রঙ্গস্থলে, কতলোকে কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন;—
কাব্যে যাঁর অধিকার, দাস, তাঁর তিরস্কার,
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর—দোষ-বারণ-কারণ;
"এন্‌কোর, ক্ল্যাপে" যাঁর আছে মাত্র অধিকার,
তাঁরও আজি করি আমি চরণ-বন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন;—
রুনুঝুনু নাহি আর, কঙ্কণের ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন!
তুলিয়া গভীর তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য-পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায়, যতি-বিভাগের হেতু।
হলে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান,
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন!

যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য, আমি করিব এখন!

উপরোক্ত কবিতাটি গর্ব্বব্যঞ্জক। সেই গর্ব্ব ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অভিনয়ে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, কেদারনাথ চৌধুরী, মতিলাল সুর, কাদম্বিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেতৃগণ, যথাক্রমে রাবণ, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, মন্দোদরী, প্রমীলা প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামের ভূমিকা বেঙ্গল থিয়েটারে একরূপ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অভিনয়ে রামের ভূমিকা একটি উচ্চ ভূমিকা বলিয়া পরিগণিত হইল। রাম ও মেঘনাদের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহার এই পরস্পর-বিরোধী যুগল ভূমিকার অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ "সাধারণী"র নির্ম্মম স্তম্ভে—"বঙ্গে গিরিশ অপেক্ষা কোন দেশে যে গ্যারিক অধিক ক্ষমতাশালী ছিল, তাহা আমাদের ধারণা হয় না" প্রকাশিত হয়। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সরকার গল্প করিতেন,—"রামরূপে গিরিশবাবু যখন লক্ষ্মণকে বিদায় দেন, একদা তখন স্ত্রী-দর্শকের সম্মুখস্থ চিক খসিয়া পড়ে; কিন্তু নারী ও পুরুষ উভয় দর্শকই এইরূপ মুগ্ধ যে, কাহারও ইহা লক্ষ্য হয় নাই। অঙ্ক শেষে পটক্ষেপণ হইলে, নারী-দর্শকবৃন্দ সতর্ক হইলেন।" এখনকার রঙ্গালয় দেখিয়া চিক পতন কি, হয় তো পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন রঙ্গালয় দ্বিতল ছিল এবং দ্বিতলের এক পার্শ্বে চিক দিয়া স্ত্রীলোকের বসিবার স্থান হইত।

বস্তুতঃ নটগুরু গিরিশচন্দ্র এরূপ নিপুণতার সহিত এই মহাকাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং অভিনয়সৌকর্য্যার্থে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া নাটকখানি এরূপ উপাদেয় করিয়া তুলেন যে, যাঁহারা তৎপূর্ব্বে কেবল মহাকাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দৃশ্যকাব্য দর্শনে, নাটকীয় দৃশ্য-সংযোগের বিচিত্রতা দর্শনে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হন। শিক্ষিতসমাজে এই নাটকাভিনয়ে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পর, বঙ্গে এরূপ ন্যাট্যশালা নাই, যথায় এই নাটকের অভিনয় হয় নাই।

এই সর্ব্বজনসমাদৃত নাটক বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রচারের জন্য সুবিখ্যাত সাহিত্য-প্রচারক, "বসুমতী"র প্রতিষ্ঠাতা ও সত্ত্বাধিকারী, স্বনামধন্য, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, আমি আমার পিতৃতুল্য গুরু গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করি। তিনি আনন্দের সহিত মদ্-সংগৃহীত মেঘনাদবধের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পুনরায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং আরও নূতন সঙ্গীত রচনাপূর্ব্বক ইহাকে নববেশ পরাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা এই নাটক পাঠ করিবেন, তাঁহারা মাইকেলের এই মহাকাব্যে কাব্য ও নাট্যের উভয় রসই এককালে উপভোগ করিবেন।

—**শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়**

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। আদ্যোপান্ত পুনরায় সংশোধিত হইয়া নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 'মেঘনাদবধ' ক্লাসিক থিয়েটারে যখন অভিনীত হয়, তৎকালে দেশবিখ্যাত অভিনেতা ও সুযশস্বী কবি-নাট্যকার স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "বীর-সাজে আজি সাজে" এবং "এত কেন গরব লো তোর" শীর্ষক দুইখানি গীত এই নাটকে অতিরিক্ত সংযোগ করেন। নাট্যামোদীগণের আনন্দ এবং কবি-স্মৃতি-রক্ষার নিমিত্ত উক্ত গীত দুইটি এতৎ সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম।

—**শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়**

পুরুষ-চরিত্র

মহাদেব। ইন্দ্র। কার্ত্তিক। মদন। চিত্ররথ। দূতবেশী বীরভদ্র। রামচন্দ্র। লক্ষ্মণ। বিভীষণ। সুগ্রীব। হনুমান। অঙ্গদ। রাবণ। মেঘনাদ। সারণ। মারীচ। বালি। জটায়ু। দিলীপ। দশরথ। পারিষদ্গণ। দূতগণ। নাগরিকদ্বয়। রক্ষগণ। কপিগণ। যমদূতগণ। পাপীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দুর্গা। মহামায়া। জয়া। বিজয়া। শচী। রতি। মায়া। সীতা। সরমা। মন্দোদরী। চিত্রাঙ্গদা। প্রমীলা। বাসন্তী। নৃমুণ্ডমালিনী। প্রভাষা। সুদক্ষিণা। মায়া-কন্যাগণ। সখিগণ। সহচরীগণ। রক্ষ-স্ত্রীগণ। পাপিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-উদ্যান

মেঘনাদ, প্রমীলা ও সখিগণ

সখিগণের গীত

কাননে ধরে না হাসি।
মধুর মিলনে মলয় পবনে
বসন্ত এসেছে ভাসি॥

পরাণ আকুলি দুলি দুলি দুলি,
ফুলে ফুলে আজ করে কোলাকুলি,
মত্ত ভ্রমর করে ঢলাঢলি,
ফুলের সরম নাশি॥

নীল আকাশে লহর তুলিয়া,
গাহিছে পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া,
শ্যামা দেয় শীষ, ময়ূরী নাচিয়া
প্রকাশে আনন্দরাশি॥

মেঘনাদ। কি শোভা হয়েছে আজি, এ রম্য-কানন,
নন্দনকানন সম শোভিছে সুন্দরী!
বনদেবী সাজিয়াছে প্রফুল্ল কুসুমে
তুষিতে তোমার মন; কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রসাদ' দেবি, এ সবে সুমিষ্ট
আলাপে; মিলি এ স্বরে তব কণ্ঠস্বর,
আরও মধুর হবে না বন, লো সুকণ্ঠি!
শুনিয়ে মোহিব আমি, চিরদাস তব।

প্রমীলা। কেমনে তুষিব নাথ, আদেশ' দাসীরে?

মেঘ। সুস্বরে স্বভাব-শোভা বর্ণি, বিধুমুখি!

প্রমীলার গীত

মাধুরী স্বভাবে কিবা বিহরিছে বনে,
তব সহবাসে, নাথ, জানিব কেমনে?
কোকিল তুলিছে তান, কিবা প্রাণে করে গান,
মোহিত হৃদি—বাদনে;
পরিয়ে কুসুম-গাঁথা, ধীর বায় নাচে লতা,
কিবা প্রাণ প্রণয়-পবনে!

মেঘ। মরি বিনোদিনি, আজি শ্বেতভুজা বুঝি
আসন পেতেছে তব সুকণ্ঠে, সুকণ্ঠি!
শুনিয়ে সুন্দর স্বর, সম্মোহন-শরে
দহিল আমার মন; এস তবে প্রিয়ে!
বিহরি এ বনে তব সঙ্গে রসরঙ্গে—
বিহরে আমোদে বনে যথা শুকশারী!—

মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

প্রভাষা। হে কুমার, হও জয়ী, আশীষি তোমারে।

মেঘ। (চমকিত হইয়া)
কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।

প্রভাষা। (শিরশ্চুম্বন করিয়া)
হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।

মেঘ। (বিস্মিত হইয়া)
কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।

প্রভাষা। হায়, পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃ-কুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!

মেঘ। (ফুলমালা, বলয় ও কুণ্ডলাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া)
হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ

আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।
(গমনোদ্যত)

প্রমীলা। (মেঘনাদের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া)
কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করী-পদ, যদি
তার রঙ্গ-রসে মন না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?

মেঘ। (মৃদু হাস্যসহ)
ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে,
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ! বিধুমুখি!
। প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাবণ, সারণ, পারিষদ্‌গণ ও প্রহরিগণ

রাবণ। নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী-শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজঙ্গে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে
দুঃখী)
পাবক-শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

সারণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে রাজন্, ভুবন-বিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু
মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।

রাবণ। যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।
(দূতের প্রতি)
কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

দূত। (প্রণাম করিয়া করজোড়ে)
হায় লঙ্কাপতি,—
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন—
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রু-মাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—

নীরবে ক্রন্দন

রাবণ। কহ, রে সন্দেশবহ—
কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?

দূত। কেমনে, হে মহীপতি,—
কেমনে হে রক্ষঃকুল-নিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিলা অসি অগ্নিশিখা সম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।

রাবণ। সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরু-ধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-শিখর

রাবণ, সারণ ও সভাসদ্‌গণ

রাবণ। (দূরে বীরবাহুর মৃতদেহ দর্শন করিয়া)
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র-দুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?

হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরি!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

(চক্ষু ফিরাইয়া সমুদ্রোপরি সেতু দর্শনে)

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-স্বামি!
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাবণ, সারণ, প্যারিষদ্‌গণ ও প্রহরিগণ
সহচরিগণ সহিত চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। (সরোদনে)
একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?

রাবণ। এ বৃথা গঞ্জন, প্রিয়ে, কেন দেহ
মোরে?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্র-ধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশারথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্র-শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্র-শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল-শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।
চিত্রা। হা পুত্র! হা অমূল্য রতন দুখিনীর!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে।
রাবণ। এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি
তোমারে?
দেশ-বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?
চিত্রা। দেশ-বৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীর-প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী!
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজতপ্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে! তবে দেশ-রিপু

কেন তারে বল, বলি! কাকোদর সদা
নম্রশির, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!

[কাঁদিতে কাঁদিতে সখিগণসহ চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান।

রাবণ। (শোকে ও অভিমানে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া)
এতদিনে—
বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!
(প্রস্থানোদ্যোগ)

দ্রুত মেঘনাদের প্রবেশ ও পিতৃপদ-বন্দনা করিয়া

মেঘ। শুনেছি, মরিয়া নাকি
বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজ-পদে।

রাবণ। (আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করিয়া)
রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস! তুমি
রাক্ষস-কুল ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে;
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে।

মেঘ। কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র, থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!

রাবণ। কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পুজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস পুরী

স্বর্ণাসনে দুর্গা উপবিষ্টা

জয়া ও বিজয়ার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া চামর ব্যজন

ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ ও দেবীর পদ-বন্দনা

দুর্গা। কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুইজনে?

ইন্দ্র। (করজোড়ে)
কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পুজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি!
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!

দেবকুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি
কিন্তু দেব-কুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!

দুর্গা। শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হ'তে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই দেব, লঙ্কার এ গতি।

ইন্দ্র। পরম-অধর্ম্মচারী নিশাচর-পতি-
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে!
একটি রতন মাত্র আছিল তাহার
অমূল্য; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস! সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মন! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেবগণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?

শচী। বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোকবনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দন্ড, কে দন্ডিবে, দেবি,
এ পাষন্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে:
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে।

দুর্গা। (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল, তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহা ভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র! কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!

ইন্দ্র। তোমা বিনা কার শক্তি,
হে মুক্তিদায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।
(সহসা শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হওন)

দুর্গা। (বিজয়ার প্রতি) লো বিধুমুখি,
কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে
পূজিছে অকালে?

বিজয়া। (খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া)
হে নগ-নন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দুরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে!
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তর তারে বিপদে তারিণি!

দুর্গা। (আসন ত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া)
দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকট শিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈলাসের অপর কক্ষ

দুর্গা

দুর্গা। (স্বগত) কি ভাবে আজি ভেটিব
ভবেশে?
মন্মথ-মোহিনী রতি, স্মরি আমি তারে।

রতির প্রবেশ ও প্রণামকরণ

যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?
রতি। ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!
(দেবীকে সজ্জিত করণ)
দুর্গা। ডাক তব প্রাণনাথে।
[রতির প্রস্থান।

মদনসহ রতির পুনঃ প্রবেশ

উভয়ের গীত

জয় রাজ রাজেশ্বরী, শিবে শুভঙ্করী,
জয় ভুবনেশ্বরী পদ্মাসনা।
জয় ভয়-বারিণী, শশাঙ্ক-ধারিণী,
তারিণী জয় হর-বরাঙ্গনা॥
হর-উরবাসিনী, সুর-অরি-নাশিনী,
দামিনী-হাসিনী দিগঙ্গনা।
তরুণ অরুণ জিনি, চরণ নলিন-ভাতি,
দেহি দীন-হীনে কৃপা-কণা॥

দুর্গা। চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চল ত্বরা করি।
মদন। (ভীত হইয়া)
হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙ্গিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনু, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।
দুর্গা। চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণনাশকারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে।
মদন। অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু হেতু।
মোহিনী-মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য; নাগদল নম্রশির লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে!
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!

দুর্গা। সুবর্ণবরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া
আবরিব কলেবর, চল ত্বরা করি।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগাসন পর্ব্বত

তপোমগ্ন মহাদেব

অগ্রে মোহিনীবেশে দুর্গা, পশ্চাতে
ফুলধনু হস্তে মদনের প্রবেশ

দুর্গা। কি কাজ বিলম্বে আর,
হে সম্বর-অরি!
হান তব ফুল-শর।

জানু পাতিয়া মদনের শরত্যাগ, সহসা ধ্যানভঙ্গ
হওয়ায় মহাদেবের নয়ন উন্মীলন, ভয়ে
মদনের লুক্কায়িত হওন

মহাদেব। (সম্মুখে দুর্গাকে দেখিয়া)
কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্র-জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথা বিজয়া, জয়া?
দুর্গা। এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা-দুখানি। যে রমণী পতি-পরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!
মহা। (সাদরে) জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচীসহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
[মহাদেব ও দুর্গার প্রস্থান।

মদন ও রতির প্রবেশ

রতি। বাঁচালে দাসীরে আসি, হে রতিরঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!
মদন। ছায়ার আশ্রয়ে,
কে কবে ভাস্কর করে ডরায়, সুন্দরি?
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।

উভয়ের গীত

আমরা নীরস প্রাণে হরষ আনি
সরস করি তায়।
আমরা শুষ্ক শাখায় ফোটাই কলি,
কোমল করি পাষাণ কায়॥
আমরা এক্‌লা কারে দেখ্‌তে নারি,
যুগল ভালবাসি,
আঁধার হৃদয় আলো ক'রে,
ফোটাই মুখে হাসি,
আমরা মত্ত করী বন্ধ করি,
দিয়ে প্রেম-ফাঁসি;
ত্যজি বর্ম্মচর্ম্ম বীরধর্ম্ম,
বীরের মুকুট লোটায় পায়।
গর্ব্ব মোরা খর্ব্ব করি,
কোমল-কঠিন কুসুম-ঘায়॥
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মায়া-পুরী

মায়া ও ইন্দ্র

ইন্দ্র। আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনী!
মায়া। কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?
ইন্দ্র। শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।

মায়া। দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমারে বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্রতেজে
অস্ত্র। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত—
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণীপূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!

ইন্দ্র। কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলকবর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?

মায়া। শুন দেব,
ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়-যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুরদেশে, সুরদল-নিধি!
ফুলকুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে!

[ইন্দ্রকে অস্ত্র দান করিয়া মায়াদেবীর প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস ত্বরা, চিত্ররথ, গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর!

চিত্ররথের প্রবেশ

যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি!
স্বর্ণ লঙ্কাধামে তুমি। সৌমিত্রী কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও, সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুলমণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগন; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ুকুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।

[প্রণামপূর্ব্বক অস্ত্র লইয়া
চিত্ররথের প্রস্থান।

ইন্দ্র। পবন!--

প্রভঞ্জনের প্রবেশ

প্রলয় ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবন্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব' ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-উদ্যান

প্রমীলা ও বাসন্তী

প্রমীলা। ওই দেখ, আইল লো তিমির-
যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না
পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহলো আমারে।

বাসন্তী। কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!

ত্বরায় আসিবে শূরে নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস, মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়-গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।

প্রমীলা। (বাসন্তীর সহিত পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সূর্য্যমুখী পুষ্পের নিকট দাঁড়াইয়া)
তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (ঊষার প্রসাদে
পাইবি, যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে!

পুষ্পচয়ন শেষে সবিষাদে বাসন্তীর প্রতি

এই তো তুলিনু,
ফুলরাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে?
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি,
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী। কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রঘুবীর চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।

প্রমীলা। কি কহিলি, বাসন্তি?
পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

[প্রমীলা ও তৎপশ্চাৎ বাসন্তীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রমোদোদ্যানের অপরাংশ

বীরাঙ্গনা বেশে প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সহচরিগণ

প্রমীলা। লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে!
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে!
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা দানবী;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীর-পণা।
দেখিব, যেরূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল, পড়ি অরি-মাঝে;

সহচরিগণ। বিদ্যুতের গতি চল,
পড়ি অরি-মাঝে।

সহচরিগণের গীত

এস 'ঝন্‌ঝনা' সম, অঙ্গনাশ্রেণী
পড়ি গিয়ে অরি-মাঝে।
মঞ্জীর সনে, শিঞ্জিনী-ধ্বনি
মৃদু-কঠোর বাজে॥
বীরনারী সমরে পুলকে,
দলকে দামিনী অসির ফলকে,
শমনের সনে মদন নিরখে,
মোহিনী ভীমা সাজে॥
লম্বিত বেণী ফণী ফন্নফণা,
ধায় তরঙ্গিণী সাগর-গমনা,
নয়নে ঠিকরে অনলকণা,
রণভেরী ঘোর গাজে॥

সিংহ সহ আজি মিলিবে সিংহিনী,
দেখিব কেমনে রোধে রঘুমণি,
ভূলোকে দ্যুলোকে হেরিবে চমকে,
রঙ্গিনী রণ রাজে॥
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লঙ্কার পশ্চিম-দ্বার

দ্বার সম্মুখে গদাহস্তে হনুমানের পরিভ্রমণ
প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সহচরিগণের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

বীর-সাজে আজি সাজে রক্ষঃকুল-কামিনী।
শাণিত ফলকে যেন দলকে দামিনী॥
বর্ম্ম আঁটি চল সবে, "জয় রক্ষোরাজ" রবে,
গৌরব ঘুষিবে ভবে, দানব-নন্দিনী॥
চল, বীর-পদ-ভরে, কাঁপাইয়া চরাচরে,
খর শরে রঘুবরে নাশিব এখনি॥

হনুমান। কে তোরা এ-নিশা-কালে
আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি-কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে,—
যথা পাই মারি অরি ভীম-প্রহরণে।

নৃমুণ্ডমালিনী। শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা
তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্, সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ-ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতি-পদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ-সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?

হনু। (বিস্মিত হইয়া স্বগত)
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুলবধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর-নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!
(গম্ভীরভাবে প্রকাশ্যে)
বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি! প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব,
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।

প্রমীলা। রঘুবর পতি-বৈরী মম,
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ ভুজবলে তিনি ভুবন-বিজয়ী;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।

[হনুমান ও নৃমুণ্ডমালিনীর একদিকে
এবং প্রমীলা ও সখিগণের
অন্যদিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎমণ্ডিত আকাশমণ্ডল হইতে অস্ত্রাদি লইয়া চিত্ররথের অবতরণ; সসম্ভ্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের উত্থান

রাম। (প্রণাম করিয়া) হে ত্রিদিববাসি!
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশে সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য ল'য়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!

চিত্র। চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুলসহ,
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি রঘুকুল-মণি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!

রামচন্দ্রকে অস্ত্রাদি প্রদান

রাম। আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে।
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।

চিত্র। শুন, রঘুমণি,
দেবপ্রতি কৃতজ্ঞতা,—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!

[চিত্ররথের প্রস্থান।

বিভীষণ। হের খড়্গ রঘুমণি, অগ্নিশিখাসম
ধাঁধিছে নয়ন এ ঘোর নিশীথে! ধন্য
চর্ম্মবর, সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা-
অবসানে রবির প্রসাদে মেঘ।

লক্ষ্মণ। বিদ্যুৎ-গঠিত বর্ম্ম; তূণপূর্ণ শর—
বিষধর ফণীপূর্ণ নাগ-লোক যথা।

রাম। (ধনু ও অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া)
বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিণাকে
বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই, নোয়াইবে এরে?

বিভীষণ। (নেপথ্যে কোলাহল শ্রবণে ত্রস্তভাবে)
চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা?

রাম। (শিবির বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে)
ভৈরবীরূপিণী বামা,—
দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া!
মায়াময় লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;
কামরূপী তবাগ্রজ। দেখ, ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!

হনুমান ও নৃমুণ্ডমালিনীর প্রবেশ

নৃমুণ্ড। প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে; নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম; দৈত্য-বালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,—
তাঁর দাসী।

রাম। কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।

নৃমুণ্ড। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজবলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,

বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি নরবর; নহে চর্ম্ম, অসি,
কিম্বা গদা; মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত!
বথা রুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে!

রাম। শুন সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ' লঙ্কা নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘু-রাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি!
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে, শত মুখে বাখানি, ললনে!
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলাসুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বনবাসী, ধনহীন বিধি-বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি!

হনুমানের প্রতি

দেহ ছাড়ি পথ, বলি! অতি সাবধানে,
শিষ্ট-আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে।

[প্রণাম করিয়া নৃমুণ্ডমালিনীর হনুমান সহ প্রস্থান।

বিভীষণ। দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি?

রাম। দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মেঘনাদের প্রকোষ্ঠ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

মেঘনাদ, প্রমীলা ও সহচরিগণ

মেঘনাদ। রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে
বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পাড়ি পদতলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!

প্রমীলা। (হাস্যের সহিত)
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে।
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।

[মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রস্থান।

সহচরিগণের গীত

মেঘের কোলে কুতূহলে
হাস্‌লো আবার দামিনী।
ভেদি কানন-গিরি সাগর বুকে
মিশ্‌লো এসে তটিনী।
পবন সঙ্গে রঙ্গে মিলিল অগ্নিকণা,
আহবে রাঘবের টুটিবে বীরপণা,
শাণিত শরে সমরে শুইবে কপিসেনা;
বীর-বামে বীরাঙ্গনা, আমরা বীর-
রঙ্গিণী।
বিজয়-মাল্যে সাজাব যুগলে মিলিয়ে সব
সঙ্গিনী॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রালয়

নিশীথে কুসুমশয্যায় মৌনভাবে ইন্দ্র উপবিষ্ট;
সম্মুখে শচী

শচী। (অভিমানের সহিত)
কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি; চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দহীন যেন!

চিত্র-পুত্তলিকা সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরামদায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্যদল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?
ইন্দ্র। ভাবিতেছি, দেবি!
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!
শচী। পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত! যাহে বধিলা তারকে,
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?
ইন্দ্র। সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রানন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে!
মেঘে ঘর্ঘর-ঘোর, দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম-প্রহরণে!

মায়ার প্রবেশ
সসম্ভ্রমে ইন্দ্র ও শচীর মায়াকে প্রণাম
করিয়া স্বর্ণাসন দান

ইন্দ্র। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
কি ইচ্ছা, মাতঃ! কহ এ দাসেরে?
মায়া। যাই, আদিতেয়!
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃ-কুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ, ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
ঊষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায়-মাঝারে)
মরিবে;—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে, কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, বীর বিভীষণে
রঘুমিত্র? পুত্রশোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।
ইন্দ্র। পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেবকুল-প্রিয়,
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি!
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।
মায়া। উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন!
পাইনু পিরীতি তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ!
এস স্বপ্ন মহাদেবী বিশ্ব-বিমোহিনি!

স্বপ্নদেবীর প্রবেশ

যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে, সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি!
এই কথা;—'উঠ, বৎস? পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চন্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্নদেবী, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম ও বিভীষণ

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন,—'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চন্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ রঘুমণি?

রাম। (বিভীষণের প্রতি)
কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃ-পুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে!

বিভী। আছে সে কাননে
চন্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি;
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে রথি, মনোরথ তব!

লক্ষ্মণ। রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী,
রক্ষঃকুলোত্তম, এ দাস; যদ্যপি তব
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?

রাম। কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়। কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলি! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মরি, ঘোর নিশাকালে এ বিজন বনে,
কে ঢালিছে সুধারাশি চিত্ত বিমোহিয়া!

মায়াকন্যাগণের প্রবেশ, নারীগণকে দেখিবামাত্র লক্ষ্মণের মস্তক অবনত করণ

মায়াকন্যাগণের গীত

কেন যোগীবেশে ভ্রম, এ বিজন কাননে?
না জানি কে অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে!
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গেতে ফুল-ধনু,
কটাক্ষে কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে!
অধরে সুধার রাশি, রেখেছে কে গোপনে?
অমর-নগর-বাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চলহ হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে।
নন্দন কানন-মাঝে সুরগণ সদনে।

১ নারী। স্বাগত, ওহে রঘুচূড়ামণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী;
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন।

লক্ষ্মণ। (অবনত মস্তকে ও যুক্তকর হইয়া)
হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে।

অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক্, বর দেহ, বরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে!

[মায়াকন্যাগণের অন্তর্দ্ধান এবং ধীরে ধীরে বিস্মিত লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কাননমধ্যে দীপমালা-শোভিত চণ্ডীর মন্দির
দ্বারে ত্রিশূল হস্তে মহাদেব

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। (স্বগত) একি হেরি,
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ সম
ত্রিশূল দক্ষিণকরে! বুঝিলাম, ভূত-
নাথ দুয়ারে প্রহরী!
(অসি নিষ্কাসিয়া প্রকাশ্যে)
দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি
তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!

মহা। বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!

[মহাদেবের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও চণ্ডীকে পূজাকরণ

লক্ষ্মণ। (নতজানু হইয়া করপুটে)
হে বরদে, দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্য্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পুরাও সে সবে, সাধিব!

মহামায়া। সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা সুত! দেব-দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা,
সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি! বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ' তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয়-হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!

আকাশবাণী। শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে
লক্ষ্মণ, ধরিল,
সুমিত্রা জননী তোর! তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি।

[উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম ও বিভীষণ

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব
আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ দেউলে
ভক্তি-ভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কি ইচ্ছা তব, কহ নৃপমণি? পোহায়

রাতি; বিলম্ব না সহে; মারি রাবণিরে,
দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে।
রাম। হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, সবন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব
পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।
লক্ষ্মণ। কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে; কাল-মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেব হাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ' দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা! ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?
বিভী। যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথি।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি রঘুকুলমণি!
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী; "হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস; কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃ-কুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ।" উঠিনু জাগিয়া;
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যেরূপ মাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী, ভাতিছে কেশে রত্নরাশি; মরি
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা! বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ: আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন, দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল' সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!
রাম। স্মরিলে পূর্ব্বের কথা রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল-জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুমন্ত্রণায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল

রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা, উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিলা সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা,—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
নাহি কাজ, মিত্রবর! সীতায় উদ্ধারি;
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য নবত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীম পরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা,
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী- কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই কহি, সখে, এ রাক্ষসপুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।

আকাশবাণী। উচিত কি তব, কহ,
হে বৈদেহীপতি!
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্যপানে।

শ্রীরামচন্দ্রের আকাশমণ্ডলে ময়ূরের সহিত সর্পের ভীষণ সংগ্রাম ও অবশেষে গতপ্রাণ হইয়া ময়ূরের ভূতলে পতন সবিস্ময়ে দর্শন

বিভীষণ। স্বচক্ষে দেখিল।
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে।
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে,
নিবীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!

রাম। (আকাশপানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে)
তব পদাম্বুজে
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুলো না, দেবি, এ তব
কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙাপদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ-সমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি! নিস্তার' অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দ' দুর্ম্মদ রাক্ষসে!

বিভীষণের প্রতি

সাবধানে যাও, মিত্র! অমূল্য রতন
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে;—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে।

বিভী। দেবকুলপ্রিয় তুমি রঘুকুল-মণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।

[রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া বিভীষণসহ লক্ষ্মণের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মেঘনাদের শয়নকক্ষ

প্রমীলা শয্যায় নিদ্রিতা

ফুল লইয়া সখিগণের প্রবেশ

গীত

এত কেন গরব লো তোর
ঢ'লে ফুল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু প্রাণের মধু
হাসিমুখে লুটিয়ে দিলি॥
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,
থাক্‌বি পরের দাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো,
তুলে শেল বুকে নিলি?

চুপি চুপি তোরে বলি,
সে বড় চতুর অলি,
আস্‌বে কি আর, ভাস্‌বি লো তুই,
ফুটে গেলি—কলি ছিলি॥

মেঘনাদের প্রবেশ

মেঘ। (সাদরে প্রমীলার হস্ত ধরিয়া)
ডাকিছে কূজনে,—
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ-কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!

চকিত হইয়া প্রমীলার শয্যা হইতে উত্থান;
মেঘনাদের সাদরে প্রমীলার কণ্ঠ বেষ্টন

মেঘ। পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি!
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে।
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবালয়-সম্মুখ

মেঘনাদ, মন্দোদরী ও প্রমীলা

মেঘ। দেবি, আশীষ দাসেরে!
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে
লঙ্কা। বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল-জলে।

মন্দো। কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি!
আঁধারি, হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর, কাল-সর্প সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে
সবন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা! নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!

মেঘ। কেন মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে' ও পদ-প্রসাদে
চিরজয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেবকুল রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ মা, আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?

মন্দো। মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদায়িব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে!

মেঘ। পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,

মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ' দাসেরে;
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?

মন্দো। যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি! কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!
(প্রমীলার প্রতি)
থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।

[একদিকে মেঘনাদ ও অন্যদিকে মন্দোদরী ও প্রমীলার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান-পথ

যজ্ঞশালাভিমুখে মেঘনাদের গমন, সহসা নূপুরধ্বনি শুনিয়া পশ্চাতে প্রমীলাকে দর্শনে বাহুপাশে বেষ্টন

প্রমীলা। হায়, নাথ!
ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে:
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়! কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে!

মেঘ। এখনি আসিব
বিনাশি রাঘবে রণে লঙ্কা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
ঊষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।

[মেঘনাদের প্রস্থান।

প্রমীলা। (অশ্রু মোচন করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে করযোড়পূর্ব্বক)
প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি!
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাল—প্রভাত

লঙ্কার সিংহদ্বার-সম্মুখস্থ পথ
দ্বারের উপর নহবৎ-বাদ্য

লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ

বিভী। হের, বীর! হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা; চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি, যথা সুরপুরে।—
হের রক্ষোরাজ-গৃহ! ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহ-চূড়, হেমকূট-শৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর!

লক্ষ্মণ। অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে!
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?

বিভী। যা কহিলা সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগর-তরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ' কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!

[উভয়ের প্রস্থান।

বন্দিগণের প্রবেশ ও গীত

পূর্ব্বগগন হের রক্তবরণ।
তূর্য্যনাদে জাগো রক্ষঃ-সৈন্যগণ।
ত্রিভুবন-ত্রাস বাসবজেতা,
মেঘনাদ আজি সমরে নেতা,
শয্যা পরিহর, বীর বেশ ধর,
অসির ঝন্‌ঝনে, পড়ুক সাড়া প্রাণে,
রণোল্লাসে হৃদি করুক্ নর্ত্তন॥
শত্রু-শিবিরে উঠিছে জয়-রব,
তোমরা বীরব্রজ লঙ্কার গৌরব,
নহ হীনপ্রাণ, হেন অপমান,
সহিবে কেমনে, ধাও রণাঙ্গণে,
শত্রু শোণিতে কর কলঙ্ক মার্জ্জন॥

[বন্দিগণের প্রস্থান।

কয়েকজন লোকের প্রবেশ

১ লোক। চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।

২ লোক। কি কাজ, কহ, প্রাচীর-উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে, অনুজ লক্ষ্মণে,
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজ-প্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞাগার

সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড; উভয় পার্শ্বে শঙ্খ, ঘণ্টা, কোষা-কোষী, দীপ, ধূপ-ধুনা, ফল-পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সজ্জিত

কৌষিক-বস্ত্র, কৌষিক-উত্তরীয় পরিহিত, চন্দনের ফোঁটা ও ফুলমালা-ভূষিত ধ্যানমগ্ন মেঘনাদ

অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ; চমকিত হইয়া মেঘনাদের নয়ন উন্মীলন

মেঘ। (সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে বিভাবসু! শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষ-কুল-রিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?

লক্ষ্মণ। নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।

মেঘ। (বিস্ময় সহকারে) সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজ-পুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতি ত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধর সম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী-রূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ্ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ,

রুদ্রদ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজ-পদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!

লক্ষ্মণ। কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে-বলী।
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এতদিনে মজিলি! দুর্ম্মতি,
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!

অসি নিষ্কাসন

মেঘ। সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু,
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?

লক্ষ্মণ। আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

মেঘ। ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে—
লক্ষ্মণ। নির্লজ্জ তুই! ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণ-পথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ; তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?

কোষা লইয়া লক্ষ্মণকে মেঘনাদের প্রহার ও লক্ষ্মণের পতন। লক্ষ্মণের ধনু-অস্ত্রাদি লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মায়ার প্রভাবে অকৃত-কার্য্য হওন। সহসা দ্বারদেশে বিভীষণকে দেখিয়া

এতক্ষণে—
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃ-পুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব-বিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

বিভী। বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?

মেঘ। হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি! ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ-সরোবরে
করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথী-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি

ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?
বিভী। নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?
মেঘ। (সরোষে) ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ! বিখ্যাত জগতে
তুমি;--কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,--এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

চেতন পাইয়া লক্ষ্মণের উত্থান এবং অসিহস্তে
মেঘনাদকে আক্রমণ। মেঘনাদের শঙ্খ, ঘণ্টা
প্রভৃতি পূজার উপকরণ লইয়া নিক্ষেপ ও
অবশেষে লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতে পতন

মেঘ। বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রা-নন্দন তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণ-নন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোরাজ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নি-রাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্ কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি? অন্তিমে পিতঃ! নমি পদে তব।
মাগো! তব স্নেহময়ী মূর্ত্তি পড়ে মনে
এ অন্তিমে। হে প্রেয়সি! মাগি হে বিদায়!

মৃত্যু

বিভী। লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

মহাদেব ও দুর্গা

মহাদেব। হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব। হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল-রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলপতি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি! হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।
দুর্গা। যাহা ইচ্ছা, কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী,
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে।
আর কি কহিবে দাসী ও পদ-রাজীবে!

মহা। বীরভদ্র!

বীরভদ্রের প্রবেশ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করণ

শূন শূর! গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি!
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূত-বেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।

[বীরভদ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজকক্ষ

রাবণ, সারণ ও সভাসদ্‌গণ

মলিনবদনে দূতবেশী বীরভদ্রের প্রবেশ

রাবণ। কি হেতু,
হে দূত! রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল-বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।

দূত। হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল-বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে।

রাবণ। কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে,—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!

দূত। হে রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ! হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!

শোকে পতনোন্মুখ রাবণ এবং সচিবগণ কর্ত্তৃক ধৃত হওন

রাবণ। (আত্মসংবরণ করিয়া)
কহ, দূত, কে বধিল চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি!

দূত। ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি-কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম-প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌরজনগণে।

দূতবেশী বীরভদ্রের অদৃশ্য হওন

রাবণ। আচম্বিতে কোথা দূত অদৃশ্য হইল,
স্বর্গীয়-সৌরভে পূর্ণ সভাতল; ওই—
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া, দীর্ঘজটাবলী।

কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধনেত্র হইয়া

নমি পদে দেবদেব! এতদিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ! পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে।

সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!

সরোষে রাবণের গমনোদ্যোগ; সহসা দ্রুতবেগে মন্দোদরীর ও পশ্চাৎ সখিগণের বেগে প্রবেশ

মন্দো। মেঘনাদ!

রাবণের পদতলে মন্দোদরীর পতন

রাবণ। শিশুশূন্য-নীড় হেরি আকুলা
কপোতী!
(মন্দোদরীকে উত্তোলন করিয়া)
বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—

রণক্ষেত্র-যাত্রী আমি, কেন রোধ' মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি! চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রু-নীরে, রাণী মন্দোদরী?
বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে:
গগনরতন শশী চির-রাহুগ্রাসে!

[রাবণের বেগে প্রস্থান।

মন্দো। চাহ মা নয়নকোণে, দুর্গে দুখহরা!

[ধরাধরি করিয়া সখিগণের মন্দোদরীকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-সম্মুখ

রাবণ ও সৈন্যগণ

রাবণ। দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল রথী;
অতল পাতালে নাগ; নর নরলোকে,—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায়-সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহ-পাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা,—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণ-লঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি,—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশ-খ্যাতি সম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ, রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি: তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল
বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ-বলী!

সৈন্যগণ। কে চাহে বাঁচিতে আজি এ
কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ-বলী!

সৈন্যগণের গীত

অগ্রসর, অগ্রসর, ডাকে শুন ভেরীবর,
ভীমরবে চরাচর কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে।
বাজে ভেরী ঘোর রবে, কে অলসে বাসে রবে,
কে আহবে পরাভবে, রণমত্ত রক্ষগণে॥
কর্ব্বুর-গৌরব-হ্রাস, কে করে জীবন আশ,
দেবদৈত্যনরত্রাস, পড়েছে অন্যায় রণে;—
গরজে সম্মুখ-অরি, চল রণে তারে স্মরি,
বৈরি-গর্ব্ব খর্ব্ব করি, নহে ত্যজি এ
জীবনে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

রাম। (শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি)
লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা-জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘুষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম, নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে.
(বিভীষণের প্রতি)
শুভক্ষণে সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘব-কুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজ গুণে,

গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।
চল সবে, পূজি তাঁরে শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী!

সহসা দূরে শত্রু-কোলাহল শুনিয়া চমকিতভাবে

হে সখে, কাঁপিছে লংকা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভঃস্থল ভয়ংকরী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কাণ দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!

বিভীষণ। (সত্রাসে)
কি আর কহিব, দেব, কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণ-বর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশদিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি!
শ্রবণ-কুহরে এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষস-চমূ মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্র-শোকে, সাজিছে সুরথী,
লংকেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সংকটে?

রাম। যাও ত্বরা করি,
মিত্রবর, আন হেথা আহবানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!

বিভীষণের শৃঙ্গনাদকরণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের প্রবেশ

পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষস-পতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লংকা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রথী
জীবে লংকাপুরে এবে; বধ' আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতাপাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য! দাক্ষিণ্য প্রকাশি!

সুগ্রীব। মরিব, নহে মারিব রাবণে—
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্য-সুখ, দেব—তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চিরবাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গিদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!

সকলে। জয় রাম!

ইন্দ্রের প্রবেশ

রাম। (সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে)
দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্ব-জন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তিকালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী!

ইন্দ্র। দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ' বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী! নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা—মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লংকা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধবী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল-সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?

পঞ্চম গর্ভাংক

রণস্থল

সৈন্যগণসহ রাবণের প্রবেশ

রাবণ। নাহি যুঝে নর আজি, সমরে একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,

শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য-মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ!

কার্ত্তিকের প্রবেশ

শঙ্করী-শঙ্করে, দেব! পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরিদল-মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি।

কার্ত্তিক। রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ' আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!

উভয়ের যুদ্ধ

আকাশবাণী। সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি।

[কার্ত্তিকের প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ

রাবণ। যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট-সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমেন শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা দেব!

[যুদ্ধ ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

রামের প্রবেশ

রাবণ। না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ! এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব' নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট-সমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!

[রাবণের বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ রামচন্দ্রের গমন।

সুগ্রীবসহ রাবণের পুনঃ প্রবেশ

রাবণ। রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর! আইলি তুই এই কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুলমাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?

সুগ্রীব। অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট! রক্ষঃকুল-কালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে!
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!

[উভয়ের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাবণ। এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,—কপট-সমরী
তস্কর! এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব?
কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে, রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি!
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষস-রত্ন—অমূল্য জগতে।

লক্ষ্মণ। ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি! আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!

উভয়ের যুদ্ধ

রাবণ। বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি-কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!

মহাশক্তি ক্ষেপণে লক্ষ্মণের পতন; রাবণের লক্ষ্মণের দেহ তুলিবার বিফল চেষ্টা

আকাশবাণী। শঙ্কর-আদেশে ফিরি,
যাও লঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?
রাবণ। চল হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, ভগ্নায়ান্ অরি।
[রাবণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

মহাদেব, দুর্গা, জয়া, বিজয়া ও নায়িকাগণ

মহা। ফিরায়েছি দশাননে, তব অনুরোধে—
রণস্থল হতে; তবে কি হেতু সুন্দরি!
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?
দুর্গা। কি না তুমি জান, দেব!
লক্ষ্মণের শোকে, হায়, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্ক-সলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র! তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে।
মহা। এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র-শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে,
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ, চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি!
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ-সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ· পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।
দুর্গা। এস মায়া কুহকিনি, কৈলাস-সদনে।

মায়ার প্রবেশ

যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর-ভাষে
লহ সঙ্গে প্রেত-পুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর-রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি! অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর। (ত্রিশূল প্রদান)
[প্রণামপূর্ব্বক ত্রিশূল লইয়া মায়ার প্রস্থান।

জয়া, বিজয়া ও নায়িকাগণের গীত

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে মাকে,
মা কি আমার থাকতে পারে।
হৃদয় খুলে যে জন ডাকে,
ভাবনা মায়ের তারি তরে॥
ভক্ত যদি সুখে থাকে,
হাসি ফোটে মায়ের মুখে,
বারি ঝরে ভক্তের চোখে,
বাজ বাজেরে মায়ের বুকে,
ছুটে এসে মধুর ভাষে,
মুছায় বারি আদর করে॥

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

লক্ষ্মণকে কোলে লইয়া রামচন্দ্র, বিভীষণ,
সুগ্রীব প্রভৃতি কপি-সৈন্যগণ

রাম। রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটির-দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনু-করে, হে সুধন্বি! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃ-পুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক্, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে?
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুকসম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র-রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি!
গুণহীন ধনু যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল। উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর! চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, শুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসীজনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সম দুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে
প্রাণাধিক্? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।

মায়ার প্রবেশ ও রামচন্দ্রের কর্ণমূলে উপদেশদান

মায়া। মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া,
কি উপায়ে সুলক্ষ্মণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।
রাম। যতনে লক্ষ্মণে রক্ষ, নেতৃবৃন্দ মিলি,
যদবধি পুনঃ আমি না আসি ফিরিয়া।
[মায়ার সহিত রামের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অদূরে বৈতরণী নদী, তদুপরি সেতু
রাম ও মায়া

মায়া। অদূরে ভীষণ পুরী, চির-নিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্তপাত্রে পয়ঃ,
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, গ্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি এ আকাশদেশে,
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।
রাম। কহ, কৃপাময়ি!
কেন নানাবেশ সেতু ধরিছে সতত?
অগ্নিময় কভু, কভু ঘন ধূমাবৃত,
সুন্দর কভু বা সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন!
ধাইছে সতত সে সেতুর পানে প্রাণী
লক্ষ লক্ষ কোটী,—হাহাকার নাদে কেহ,
কেহ বা উল্লাসে!
মায়া। কামরূপী সেতু
সীতানাথ! পাপীপক্ষে অগ্নিময় তেজে,

ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেত-পুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা, যায় সেতু-পথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।

যমদূতের প্রবেশ

যমদূত। কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি! পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!

মায়া কর্ত্তৃক যমদূতকে শিবদত্ত ত্রিশূল প্রদর্শন

কি সাধ্য আমার, সাধ্বি; রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা ঊষার মিলনে।

[যমদূতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রৌরব নরক

রাম, মায়া ও পাপীগণ

পাপী। হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়! সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে দেব? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ—যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?

আকাশবাণী। বৃথা কেন, মূঢ়মতি!
নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এদেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!

মায়া। রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি!
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত; মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে।
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি। মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা, চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার-রবে
চিরবন্দী!

রাম। ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এই রূপ! হায়, মাতঃ! এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?

মায়া। নাহি বিষ, মহেষ্বাস; এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে। তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপসহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে।—
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নরকের অপর অংশ—(বিলাপ-কান্তার)

রাম ও মায়া

পাপীগণের প্রবেশ

পাপী। কে তুমি শরীরী? কহ,
কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?

কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত-ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!

রাম। রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল! দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী,
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্যদোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্ত-পুরে।

মারীচের প্রবেশ

মারীচ। জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটী-বনে আমি।

রাম। কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?

মারীচ। এ শাস্তির হেতু, হায়,
পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি!
সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!

মায়া। এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি!
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ, যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।

কয়েকজন পাপিনীর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রবেশ

১ পাপিনী। (দীর্ঘ কেশ ছিন্ন করিয়া)
চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবন-মদে।

২ পাপিনী। (নখাঘাতে বক্ষঃস্থল
ক্ষতবিক্ষত করিয়া)
হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!

৩ পাপিনী। (নয়নদ্বয় উৎপাটনের উপক্রম
করিয়া)
—অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপ চক্ষু, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?

মায়া। এই যে
নারীকুল, রঘুমণি! দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায়?

পাপিনীগণ। এবে কোথা সে রূপ মাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায়!

[পাপিনীগণের প্রস্থান।

মায়া। পুনঃ দেখ চেয়ে, সম্মুখে
হে বক্ষোরিপু!

কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হাহাকার করিতে করিতে প্রবেশ এবং পশ্চাৎ লৌহমুদ্গর লইয়া যমদূতগণের তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

মায়া। জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণীমণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পুরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা;—দণ্ড এবে এই যম-পুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর-জনে
মরুভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ! ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কালানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু! কহিনু তোমারে—
এ পাপীদলের এই পুরস্কার শেষে!

রাম। কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ! কে পারে বর্ণিতে?

কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।

মায়া। অসীম এ পুরী,
রাঘব! কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর! আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ। পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধিবকুল; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন-মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বসন্ত-সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী মধু সপ্তস্বরা।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্বর্গদ্বার

রাম ও মায়া

মায়া। এই দ্বারে, বীর! সম্মুখ-সংগ্রামে
পড়ি চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ! সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল, ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বীজনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে! এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে!

[অগ্রে শূল করে মায়া, পশ্চাৎ রামের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গের একাংশ

দেববালাগণের গীত

ছাণিত কিরণরাশি হাসি খেলে।
পরিমল বিমল ফুল-আঁখি খোলে॥
প্রেমিক প্রাণ, প্রেমে সুধা ঢালে,
প্রেমিক প্রাণ দোলে লহর-মালে;
নয়নে নয়নে কথা, মিলন বিহীন ব্যথা,
মোহন বদন মন নাহি হেলে॥

মায়া। সত্যযুগ-রণে
সম্মুখ-সমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ, এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্র চূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেমনীরে পুনঃ।

রাম। কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায় নরান্তক (রণে
নরান্তক) ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃশূরে?

মায়া। অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি!
নগর-বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যতদিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি!

বালীর প্রবেশ

বালী। কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘু-কুল-চূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;

কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্ত-পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানব-জীবন-স্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল র'য়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালী।

রাম। হে সুরথি! কহ কৃপা করি,
সমসুখী এ দেশে কি তোমরা সকলে?

বালী। জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?

জটায়ুর প্রবেশ

জটায়ু। জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেব-কুল-প্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণবার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?

রাম। ও পদ-প্রসাদে, তাত!
তুমুল সংগ্রামে
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুল-পতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি। কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?

জটায়ু। পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি-দলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!

সিদ্ধ নর-নারীগণের প্রবেশ

রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।

নর-নারীগণ। স্বস্তি!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্বর্গের অপরাংশ
দিলীপ ও সুদক্ষিণা আসীন
রাম ও জটায়ুর প্রবেশ

জটায়ু। পশ্চিমদ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরণ্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকত-পত্র-ছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী। পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এদেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!

শ্রীরামচন্দ্রের দম্পতিকে প্রণাম করণ

দিলীপ। কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দ-সলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!

সুদক্ষিণা। হে সুভগ! কহ, ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্
সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি?
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেব-রূপে?

রাম। ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী,
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!

দিলীপ। রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুল-শেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,

যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণীশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণ-গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলংকার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।

রাম। (দিলীপের চরণে প্রণাম করিয়া জটায়ুর প্রতি)
পিতৃ-সখা! মাগে দাস বিদায় চরণে।

জটায়ু। বাঞ্ছাপূর্ণ হোক্ বৎস,
করি আশীর্ব্বাদ।

[প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাংক

স্বর্ণ অক্ষয়বট

দশরথ ও রাম

দশ। আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এতদিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়-জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবন-কানন-শোভা আশালতা মম
মত্ত-মাতঙ্গিনী-রূপে।

রাম। অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে· কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়,•ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি!—না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!

দশ। জানি আমি কি কারণে তুমি
আইলা এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গলহেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব—
আশুগতি-পুত্র হনু, আশুগতি-গতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জন সম।
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
অর্দ্ধগত নিশা মাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লংকাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।

রামচন্দ্রের পিতৃ-পদধূলি লইতে হস্ত প্রসারণ

নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ, এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।
অবিলম্বে প্রিয়তম! যাও লংকাধামে।

নারীগণের প্রবেশ ও গীত

ধন্য বরেণ্য তুমি দশরথ-নন্দন।
বীর সত্যব্রত রঘুকুল-ভূষণ॥

পিতৃভক্তি তব অতুল ভবে,
ভুবন পূরিত যশঃ-সৌরভে,
মানবী পাষাণ পরশি চরণ॥
ভীষণ হরধনু-ভঞ্জন নিমিষে,
মুনি-ভয় দূরিত তারকা-বিনাশে,
চণ্ডালে মিতা বলে প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রসন্ন দেব-দেবী সত্য-পালনে,
পিতৃভক্তি-গুণে পাইবে ভ্রাতৃধনে,
লভিবে সীতারে বিনাশি দশানন॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অংক

প্রথম গর্ভাংক

রাজকক্ষ

রাবণ ও সারণ

রাবণ। কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ! কি হেতু নিনাদে
বৈরীবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিলা কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
সারণ। কে বুঝে দেবের মায়া, এ
মায়া-সংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে, তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীর-মদে;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে।
রাবণ। বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর-মরে, সম্মুখ সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভব-তলে?
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব:—কহিও শূরে—'রক্ষঃ কুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু! এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এদেশে
সপ্ত দিন, বৈরীভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি! বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পর-মনোরথ আজি পূরাও সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।

[রাবণকে বন্দনা করিয়া সারণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ও কপিগণ

দূতের প্রবেশ

দূত। রক্ষঃ-কুলমন্ত্রী, দেব! বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবির-দ্বারে সঙ্গীদল সহ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি!
রাম। আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রীবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে দূতকুল অবধ্য সমরে?

[দূতের প্রস্থান।

সারণের প্রবেশ

সারণ। (বন্দনা করিয়া)
রক্ষঃ-কুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে

তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এদেশে
সপ্ত দিন, বৈরীভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে।
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি।
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববলে রক্ষঃ-পতি পতিত বিপদে;—
পর-মনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।'

রাম। পরমারি মম,
হে সারণ! প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণ-লঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্তদিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!

সারণ। (অবনত মস্তকে)
নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি!
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;
নরদলপতি, তুমি রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র বৈরী; তাঁর মায়া-ছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?
[সারণের প্রস্থান।

রাম। (অঙ্গদের প্রতি)
দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলী
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃ-কুল-শোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অশোক কানন

সীতা ও সরমা

সীতা। কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে'
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণ-নাদ সারাদিন কালি রণ-ভূমে,
কাঁপিল সঘনে বন, ভূ-কম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখা সম শর; দিবা-অবসানে,
জয়নাদে রক্ষঃ-সৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মন, হায় লো, না মানে
প্রবোধ; না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি শুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!

সরমা। তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এ রূপে
দিবানিশি। এতদিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুল-নারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!

সীতা। সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে।

ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়। একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া। ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!

সরমা। কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরীভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সেকথা;—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতি-পরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি। হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?

সীতা। কুক্ষণে জনম মম, সরমা, রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবের সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!

সরমা। দোষ তব, কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।
আর কি কহিবে দাসী?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লঙ্কা-পথ

রাবণ, রাক্ষসগণ, প্রমীলা ও রক্ষঃবালাগণ

গীত

পুরুষগণ। ঘুচিল অরির শঙ্কা, শূন্যময় স্বর্ণ-লঙ্কা,
আর কার মুখ চেয়ে, রণে রক্ষঃ যাবে ধেয়ে,
কাঁদ লঙ্কা কাঁদরে বিষাদে।

স্ত্রীগণ। মরি! অকলঙ্ক চাঁদ, অস্তাচলে মেঘনাদ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখসাধ অবসাদ,
উঠ রে বিলাপ-ধ্বনি গগনের ছাদে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সাগর-কূল

চিতা-শয্যায় ইন্দ্রজিৎ শায়িত

রাবণ, প্রমীলা, রক্ষঃগণ ও রক্ষঃবালাগণ

প্রমীলা সহমরণের বেশে সজ্জিতা হইয়া প্রথমতঃ রাবণকে প্রণাম করিল; পরে সহচরিগণকে সম্ভাষিয়া।

প্রমীলা। লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য-দেশে?
কহিও পিতার পদে, এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর—

নয়ন-জল সংবরণ করিয়া

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।

চিতায় ইন্দ্রজিৎ-পদতলে উপবেশন

রাবণ। (অগ্রসর হইয়া)
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়,—করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃ-কুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী রক্ষোরাণী-রূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা! পূর্ব্ব-জন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায় রে, কে কবে মোরে,—ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কা-ধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কি কবে আমারে?
'কোথা পুত্র-পুত্রবধূ আমার'? শুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃ-কুল-
পতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চির-জয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে
লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

সহচরিগণের গীত

হা বিধি, কি চিতানলে হ'ল সম্পূরণ
পবিত্র প্রণয়ে বীর-দম্পতি-মিলন?
পবিত্রতা পতিরতা,
শোকপূর্ণ এ বারতা,
শ্মশান গাহিছে গাথা, বহে সমীরণ॥
আহুতি পবিত্র কায়,
স্বর্ণবর্ণ শিখা তায়,
ফুরাল, রহিল হায়, বিষাদ স্মরণ॥

যবনিকা পতন

করমেতি বাঈ

[ভক্তি ও জ্ঞানমূলক নাটক]

(৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা। মন্ত্রী। পরশুরাম (রাজপুরোহিত)। আলোক (সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনাঢ্য যুবক, পরশুরামের জামাতা)। আগমবাগীশ (তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ)। টুক্‌রো (ঐ চেলা)। দেমো (ঐ চেলা)। বৈদ্য, গোলোকবাসিগণ, স্বপ্নপুরুষগণ, বরকন্দাজদ্বয়, ব্রাহ্মণবালকগণ, রাজদূতগণ, ফকিরগণ ও শিক্ষানবিশ চন্ডগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

শ্রীরাধা। কৃত্তিকা (পরশুরামের স্ত্রী)। করমেতি (পরশুরামের কন্যা, আলোকের পত্নী)। অম্বিকা (পরশুরামের দাসী)। গোলকবাসিনীগণ, ব্রাহ্মণবালিকাগণ, স্বপ্ননারীগণ, রাধার সহচরীগণ।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কদমতলা

করমেতি বাঈ আসীনা

কর। আমার সব খেলুনি আছে। সেই সেখানে, সেই কোথায় আমার মনে হ'চ্ছে না। মা বলে মিছে, বাবা বলে মিছে, না না মিছে না, আমার সব খেলুনি আছে। আমার আর কে আছে? আছে, কে আছে, কোথায় আছে, কিন্তু মনে প'ড়ছে না। আমার যেন কি হ'য়ে গিয়েছে। মনের উপর যেন্ চাপা প'ড়েছে। কিন্তু আছে, আমার কে আছে; মিছে নয়, মিছে নয়।

গীত

কামদমল্লার—একতালা

নয় ত মিছে আমার কে আছে।
অন্যমনে থাকি যখন সে এসে বসে কাছে॥
কোথায় যেন তারে দেখেছি,
সে দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি,
সে ব'লেছে তাইত এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান করে পাছে!
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখ্‌লে স'রে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়,
ব'লতে কি চায় ফুর'য় না কথায়,
বুঝ্‌তে নারি, সে ফেরে কি আমি ফিরি
তার পাছে॥

অম্বিকার প্রবেশ

অম্বিকা। ও দিদি ঠাক্‌রুণ দিদি ঠাক্‌রুণ! ঘরে এসো না গা, মা ঠাক্‌রুণ যে খুঁজে সারা হ'লো।

কর। দেখ দেখ—কেমন ফুল ফুটে আছে! আমার মনে হ'চ্ছে যেন কে ব'সে আছে, তার রাঙা পা দুখানি দুল্‌ছে!

অম্বিকা। ও মা গো!

কর। তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি এক একবার দেখ্‌ছি। পা দুখানি পেলে আমি বুকে রাখি। ঐ দেখ ঐ দেখ, ঐ ব'সে আছে!

অম্বিকা। ও মা গো! গেলুম গো! মলুম গো!

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ

পরশু। কিরে, কিরে, অমন ক'চ্ছিস কেন?

অম্বিকা। ও মা ঠাক্‌রুণ গো! কদম গাছে কে ব'সে গো! তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে গো! খোনা খোনা রা—উলটো দুই পা!

কৃত্তিকা। আঃ দূর্ আবাগী! যা বাড়ী যা।

অম্বিকা। ওমা আমি এক্‌লা বাড়ী যেতে পার্‌বো না বাছা!

পরশু। যা মাগী, ন্যাক্‌রা করিস নি! কৈ করমেতি কোথা?

অম্বিকা। আর কোথা, এই গাছ-তলায় ব'সে বিড় বিড় ব'ক্‌ছে!

পরশু। যা তুই বাড়ী যা, ভয় নেই।

অম্বিকা। (স্বগত) আমি একলা যাচ্ছি! পথে আমার ঘাড় ভাঙুক! কাল সকালে চাকরীতে জবাব দিয়ে দেশে চ'লে যাব।

কৃত্তিকা। তুমি ভাবছ কি? তুমি তো ব'ল্লে কোন কথা শোন না।

পরশু। লক্ষ্মীনারায়ণ কি এই ক'র্‌বেন?

কৃত্তিকা। রাখ তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ! কলিতে কি দেবতা আছে?

পরশু। অমন কথা মুখে এনো না, আমাদের কর্ম্মভোগ আমরা ভুগি!

কৃত্তিকা। তুমি কি বোল্‌চো? করমেতি জন্মাবার আগে তুমি আমায় ব'লেছিলে—যে স্বপ্নে আমায় লক্ষ্মী দর্শন দিয়ে ব'লেছিলেন, "তোর মেয়ে হব"। যখন গর্ভে, তখন পদ্মগন্ধ পেতেম, তুমি ব'ল্‌তে যে, মা লক্ষ্মী আবির্ভাব হ'য়েছেন, তাই পদ্মগন্ধ পাও।

অম্বিকা। ওমা পেট থেকে দিষ্টি দিয়েছে গো, পেট থেকে দিষ্টি দিয়েছে! হ্যাঁগা, তোমার মেয়ে যখন পেটে, মাথার কাপড় চোপড় খুলে বনে-বাদাড়ে বেড়িয়েছ কি?

কৃত্তিকা। মর্‌ মাগী—এখনও যাস নি?

অম্বিকা। যাচ্চি। হ্যাঁ, দেখ মা ঠাক্‌রুণ! কাঙ্গালের কথা কিন্তু বাসি হ'লে খাট্‌বে। তোমরা রোজা ডাক। দেখ্‌তে পাচ্ছ না গা, ওপোর দিষ্টি নইলে কি এক্‌লা গাছের তলায় ব'সে বিড়্‌র বিড়্‌র বকে?

কৃত্তিকা। ব'ল্‌চে তো মিছে নয়!

পরশু। মা করমেতি! তুমি এখানে ব'সে কি ক'চ্ছো? সোমত্ত মেয়ে, একলা এমন করে গাচ-তলায় ব'স্‌তে আছে ।ক? তুমি তো বুঝতে পার মা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, সে কি ভাল?

কর। বাবা, আমি একলা নেই, আমি একবারও একলা থাকিনি, আমার সঙ্গে কে থাকে।

কৃত্তিকা। আ মর্‌ কালামুখী, ধিক্‌-জীবনী, কে তোর আর সঙ্গে থাকে!

কর। কে থাকে আমি জানিনি, সে বেশ যেন দেখি দেখি দেখিনি। সে বেশ বলে, কি বলে তা বুঝ্‌তে পারিনি।

অম্বিকা। ওমা কাঙ্গালের কথা শোন মা! ঐ অমনি ক'রে আমাদের গাঁয়ের বেণেদের বউ বোল্‌ত। তুমি রোজা ডাক, তুমি রোজা ডাক।

পরশু। হ্যাঁরে, তুই কাকে দেখিস্‌?

কৃত্তিকা। দ্যাখে আমার মাথা আর মুণ্ডু, অম্বিকা ব'ল্‌চে তা ত আর মিছে নয়! হ্যাঁরে সে এখন কোথা?

কর। কেন, ঐ কদম-ডালে। যেন পা দুখানি দেখ্‌তে পাই, আর স'রে যায়।

অম্বিকা। ঐ শোন মা ঠাক্‌রুণ, গা ভুলি মেরে ওঠে!

পরশু। মা, তুমি ঘরে চল।

কর। বাবা, আমার ঘর কোথা! এক একটি ক'রে তারা ফোটে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—ওর ভেতর কোথায় আমার ঘর! আমার ঘর যেন ঐ দিকে, ঐ দিকে। একদিন স্বপ্নে যেন দেখেছিলেম, সে এমন ঘর নয়, লতায় লতায় ঘর ক'রেছে, ফুলে ফুলে আলো ক'রেছে, পাখীর গানে আমোদ ক'রেছে। আমায় যেন কে বলে—সেথায় আমি যা'ব। তাকে সেখানে দেখ্‌তে পা'ব, আর সে স'রে যাবে না, তার কথা সেখানে শুন্‌তে পা'ব, আর শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে যা'ব না। সেখানে খুব আলো, সেখানে খুব আলো—তারার মতন আলো, চাঁদের মতন আলো, সূর্য্যের মতন আলো; সে আলোয় তাত্‌ নেই, তার রূপের ছটায় আলো! আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, মিছে নয়, মিছে নয়। আমি আকাশ পানে চেয়ে দেখি—সে কোথায়; একবার মনে হয় ঐ তারাতে, না সে তেমন না; আবার মনে হয় ঐটিতে, না—সে তেমন না; এক এক ক'রে দেখি—কোনটি তেমন নয়! সে কোথায় আছে, লুকিয়ে আছে। আমি সেথা যাব, আমি সেথা যাব।

পরশু। গিন্নি! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি, এ যে কথা ব'ল্‌ছে, এ যে গোলোকের কথা, এ যে গোলোকের স্বপ্ন!

কৃত্তিকা। তুমি ঐ ক'রেই মেয়েটার মাথা খেলে।

অম্বিকা। ঠাকুর মশায়! উপদেবতায় কত কি দেখায় গো, কত কি দেখায়! ঐ বেণেদের বউ অমন দেখ্‌তো—কেমন সুন্দর বাড়ী, কেমন সুন্দর হাঁড়ী, কেমন সুন্দর খাবার! তার পর সকাল বেলা উঠে দেখ্‌তো—মড়ার হাড়, ছেঁড়া চুল, আর বিষ্ঠে! তুমি চণ্ড নাবাও গো চণ্ড নাবাও।

পরশু। হ্যাঁ মা! সেখানে আমাদের নিয়ে যাবি?

কর। হুঁ, তোমাদের নিয়ে যাব, আর কাকে নিয়ে যাব, তাকে চিনি নি। আর কত লোক নিয়ে যা'ব, তাই এয়েছি, তাই আমায় পাঠিয়েছে। না না হেথা তো থাকবো না, আমি সব নিয়ে যাব, সব নিয়ে যাব। দেখ দেখ ঐ শোন, সত্যি—সত্যি—সত্যি, চার দিকে সত্যি, সে ব'ল্‌চে সত্যি, সে মিছে জানে না, মিছে নয়, মিছে নয়।

অম্বিকা। ওঃ ভর হ'য়েছে! ও সেই বেণেদের বউ ভর হ'লে কত কি ব'ল্‌তো, কত আবোল্‌ তাবোল্‌ বক্‌তো!

কৃত্তিকা। আচ্ছা তুই আয় আমার সঙ্গে আয়।

কর। ঐ চলেছে, ঐ চলেছে!—

আগে আগে যায় চ'লে ঐ নূপুর বাজে
পায়।
পদ্মমালার গন্ধ পেয়ে ভ্রমর ছুটে ধায়॥
ডাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পারি,
ক'র্‌বো কি, মন টানে।
সে জানে আর আমি জানি,
আর কি কেউ এ জানে॥
আমি জেগে ঘুমুই, ঘুমুই জেগে,
এক রকমে যায়।
তারির সনে সদাই থাকি, স্বপনের খেলায়॥
কাছে থাকে দেয় না চেনা, চিন্‌বো
কি ক'রে।
সে অঘোর, আমি অঘোর, কেটে যায়
ঘোরে॥
দাঁড়িয়েছি তাই দাঁড়িয়ে আছে,
চল্লে সাথে যায়।
আমি তারে চাই কি না চাই, সেতো
আমায় চায়॥
ভুল্‌লে পরে সে ভোলে না মন টলে না
তাই।
নইলে একা যেথা সেথা সাধ ক'রে কি
যাই॥

[করমেতির প্রস্থান।

অম্বিকা। দিনরাত সঙ্গ নিয়ে আছে!

পরশু। গিন্নি! তুমি সঙ্গে যাও, আমি রাজবাড়ী থেকে আস্‌ছি।

[কৃত্তিকার প্রস্থান।

অম্বিকা। আমিও ঘরে যাই; কে বাপু রাত দুপুরে একা ঘরে যাবে। মা গো, বামুনের বাড়ী তো না, যেন ভূতের বাসা!

[পরশুরাম ও অম্বিকার প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। মাসি!

অম্বিকার পুনঃপ্রবেশ

অম্বিকা। কেরে টুক্‌রো?

টুক্‌রো। শোন্‌ শোন্‌ এ দিকে আয়।

অম্বিকা। তুই কবে এলি রে?

টুক্‌রো। সব ব'ল্‌ছি, এ দিকে আয় না। (খোনা স্বরে) হ্যাঁ মাসী, আঁমি কেঁ ব'ল দিঁকিন্‌?

অম্বিকা। ওমা! এমন খোনা খোনা কথা ক'চ্ছিস্‌ কেন?

টুক্‌রো। হুঁ-হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ- উঁ-উঁ, আঁমি কেঁ ব'ল্‌ না বেঁটি, আঁমি কেঁ ব'ল্‌ না?

অম্বিকা। ও বাবা, অমন করিস্‌ নি বাবা, আমার ভয় করে! অমন করিস্‌নি।

টুক্‌রো। (স্বাভাবিক স্বরে) এরি মধ্যে তোর ভয় করে। আমি কে বল দেখি? ব'ল্‌তে পাল্লিনি, ব'ল্‌তে পাল্লিনি, আমি চণ্ড!

অম্বিকা। ওমা, আমি কোথা যা'ব গো!

টুক্‌রো। বেটী, দুটি পান্তা ভাত চেয়েছিলুম্‌ দিস্‌নি, আমি এখন রোজ রাত্তিরে দুধ কলা খাই।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি ম'রে ভূত হ'য়েছিস্‌ বাবা?

টুক্‌রো। অমনি কি যে সে ভূত, চাঁড়ালের চণ্ড ভূত!

অম্বিকা। ও মাগো, গেলুম গো, তোমরা ঠ্যাকাও গো!

টুক্রো। আ মর্ বেটী, ভূত হ'য়েছি তো তোর বাবার কি, অমন ক'চ্চিস্ কেন?

অম্বিকা। ও বাবা, আমার ভয় লাগে বাবা, তুই স'রে যা!

টুক্রো। মর ন্যাকা বেটী, ওঁর ভয় করে! অমন ক'র্বি তো কিলিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেবো।

অম্বিকা। না বাবা চন্ড, না।

টুক্রো। আ মর বেটী, তুই মনে ক'রেছিস্ বুঝি আমি সত্যি সত্যি ম'রেছি!

অম্বিকা। তবে কি রকম ম'রেছ বাবা, তবে কি রকম ম'রেছ?

টুক্রো। মরি রাত্তিরে, যখন চন্ড নাবায়।

অম্বিকা। এই তো বাবা রাত হ'য়েছে, এখন কি তুই ম'রেছিস্?

টুক্রো। বেটীর দুটি পান্তা ভাত দেবার ক্ষমতা নেই, বেটী বলে ম'রেছিস্! এক গামলা দুধ কলা চট্‌কে দিতিস ত ম'রে তিন্‌টে ডিগবাজী খেতুম। তুই মনে ক'চ্ছিস বুঝি আমি যে সে চাঁড়ালের চন্ড! নিদেন দেড় সের খাঁটি দুধ, এক পোয়া চিনি, আর চারটে চাটিম কলা নইলে কোন্ শালা মরে। রোজা যে দিন জোগাড় কত্তে পাল্লেন—পাল্লেন, নইলে একটা টাকা না পেলে তাঁর টিকি উপ্‌ড়ে ফেলি, আর ভাতের হাঁড়ী ছুঁয়ে দি। (খোনা স্বরে) মাঁসি আঁমায় চিঁন্‌লিনে মাঁসী! ঐ দেখ্ আর সব শিক্ষানবিশ চন্ড আস্‌চে।

শিক্ষানবিশ চন্ডগণের প্রবেশ

গীত

বিভাসমিশ্র—খেম্‌টা

আমার গোড়মুড়ো বাঁকা, থাকি তালগাছের
মাথায়।
মাসী বেটী ম'লে শোব, তার ছেঁড়া কাঁথায়॥
দুপ্ দুপ্ দুপ্ মট্‌কা-মাথায় যাই,
গপ্ গপ্ গপ্ চাটিম কলা খাই,
কট্ কট্ কট্ আড়কাঁটা কাঁপাই,
থুড়ি লাফ খাই, সট্ উঠে যাই, কুকী দে
চালের বাতায়।
যে ভীরুকুটীতে ভয় করে না, চাঁটী লাগাই
তার মাথায়।
লাগে দাঁতে দাঁতে, কাঁপে আঁতে, কাপড়ে মাল
স'রে যায়॥

[চন্ডগণের প্রস্থান।

টুক্রো। ওরে যা যা তোরা সব ভট্‌চায্যির বাসায় যা। মাসি! বেটী উঠ্‌বি ত ওঠ, নইলে চন্ড হ'য়ে এক কিলে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

অম্বিকা। না বাবা, মাথা ভেঙ না, আমি উঠে ব'স্‌চি বাবা!

টুক্রো। বোস! শোন্, আমরা সব নাব্‌বো।

অম্বিকা। না বাবা, নেবোনি বাবা!

টুক্রো। নাব্‌বোই নাব্‌বো! বিশকোশ্ রাস্তা ভেঙে এলুম, তুই বেটী ব'ল্লেই শুন্‌বো নাকি?

অম্বিকা। কেন ম'ত্তে এখানে এসেছিলুম গা। ও টুক্রো! তুই কিসে ম'লি, তুই যে বড় দুরন্ত ভূত হ'লি! দেখ্ দেখ্ আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙ্‌গে বাবা, আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙ্‌গে, আমায় ছেড়ে দে।

টুক্রো। তবে আর কি ক'ত্তে এসেছি, তোর মনিবের মেয়ের জন্যই ত নাব্‌তে এসেছি। আমরা সব খবর রাখি রে আমরা সব খবর রাখি; তার দৃষ্টি লেগেছে। তুই বেটী এক কাজ ক'ত্তে পারিস্?

অম্বিকা। না বাবা, তুই আমার মনিববাড়ী যা আমি ঘরে যাই।

টুক্রো। আরে শোন্ না, খুব সোজা কাজ। পেত্নী হ'তে পার্‌বি?

অম্বিকা। দোহাই বাবা, পেত্নী হ'তে পা'র্‌বো না!

টুক্রো। তা পার্‌বি কেন! বেটী মড়াঞ্চে পোয়াতির মেয়ে, পান্তাভাত খেয়ে মর্‌বি! তোফা গলদা চিংড়ী খাবি, ইলিস মাছ খাবি, তোর বাবার ভাগ্যে থাকে তবে পেত্নী হ'বি! কিন্তু ভট্‌চায্যির তোর ওপর টাঁক আছে, বোধ করি তোরে পেত্নী ক'র্‌বে।

অম্বিকা। ওমা, পোড়ারমুখো ভট্‌চায কোত্থেকে এলো গো।

টুকরো। পোড়ারমুখো না—তার দুটো কাটা কাটা বুলি শুনলে তুই ত তুই, তোর বাবাকে পেত্নী হ'তে হবে! ঝাল্ দে যখন দোরসা গলদা চিংড়ী সাম্‌নে ধ'র্‌বে, পেত্নী না হ'য়ে আর যাস্ কোথা! তা সে থাক, সে ভট্‌চায্যি যা হয় ক'র্‌বে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, পেত্নী ক'র্‌বে?

টুকরো। নিশ্চয়! আমি কি আর সোজায় চণ্ড হ'তে চেয়েছিলুম? পাঁটার মুড়ি আর দুধ কলা সামনে ধরতে বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চণ্ড হলুম্। তা সে যাক, সে এসে যা হয় ক'র্‌বে। দেখ্ ও পরশুরাম ঠাকুর রাজি হবে না। তুই গিন্নীমাগীকে বোঝা, তোর মনিব-বাড়ীতে না হয়, চুপি চুপি তোর ঘরে এনে চণ্ড নাব্‌বো। ভট্‌চায্যি শুনেছে, সে ছুঁড়ী দেখ্‌তে বেশ, তাকে শক্তি ক'র্‌বে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি মিছি মিছি চণ্ড? তুই মরিস্ নি, না?

টুকরো। বেটী, তুই মিছে চণ্ড আমায় বলিস্! একটু নাবো নাবো হ'চ্ছিলুম্, তাইতেই বেটী অমন ক'রে উপুড় হ'য়ে পড়েছিলি, দেখ্‌বি বেটী নাব্‌বো?

অম্বিকা। না বাবা, আর নেবে কাজ নেই।

টুকরো। আচ্ছা, যা বেটী আর নাব্‌বো না। কিন্তু বাছা, যদি তোদের গিন্নীকে না রাজি করিস্, আমায় নাব্‌তে হবে না, ঐ শিক্ষেনবিশ চণ্ড ছেড়ে দেবো, তোর চালের খড় ওজড় ক'রে আন্‌বে। আর নিতান্ত পক্ষে রাজি ক'র্‌তে না পারিস্, একদিন গিন্নীমাগীকে তোর ঘরে ভট্‌চায্যির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিস্, আমি চল্লুম। দুধ কলার জোগাড় হ'লো কিনা দেখিগে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, এস বাবা এস।

টুকরো। এস নয়, যা বল্লুম তা করিস, যদি না করিস্, তোর ঘাড় ভাঙ্‌বো।

অম্বিকা। না বাবা, আর ঘাড় ভাঙ্‌তে হবে না বাবা, না বাবা!

টুকরো। আর দেখ্ পেত্নী হোস। কেন কতকগুলো এড়াভাত খেয়ে মর্‌বি? তিন দিনে তোর গতর ফিরে যাবে। পেত্নী কি আর জোটে না রে? জোটে। তবে তুই মার বোন মাসী রয়েছিস, তুই থাক্‌তে আর কেন কোন্ বেটী গল্‌দা চিংড়ী খাবে? হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ উঁ—

[টুকরোর প্রস্থান।

অম্বিকা। ও ম'রেছে, নিট ম'রেছে! সোঁ ক'রে অমনি হাওয়া হ'য়ে বেরিয়ে গেল! তা আমায় কিছু ব'ল্‌বে না। হাজার হ'ক মাসী হই। একবার বামনিকে বলে দেখি। আমি আর এক্‌লা দু'ক্‌লো বেড়াব না। কি জানি! মাগো! পেত্নী হ'তে পার্‌বো না! পেত্নী হ'তে পার্‌বো না! গল্‌দা চিংড়ী মাথায় থাক, পেত্নী হ'তে পার্‌বো না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

আগমবাগীশের গৃহ

মদ্যপানরত আলোক ও আগমবাগীশ আসীন

আলোক। দেখ আগমবাগীশ! এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌ছিনি। রেমো ব্যাটা সে দিন পদীর সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছিল, দেখে চক্ষু জুড়ুলো! এ দিলে আঁচ্‌ড়ে ত ও ধল্লে চুলের ঝুঁটী! এ মাল্লে কিল্ ত ও মাল্লে ক্যাৎ করে এক লাথি! এ ধল্লে জুতো ত ও ধল্লে ঝ্যাঁটা! এমন নইলে আমোদ? আগমবাগীশ! আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌চি নি।

আগম। প্রাণ তোমায় রাখ্‌তে হ'চ্ছে। প্যাঁচে প'ড়ে রাখ্‌তে হচ্ছে। ক'র্‌বে কি, চারা নেই।

আলোক। কি, জোর না কি? তোমার জোর? পঁচিশ জুতো ঝেড়ে প্রাণ ছেড়ে দে বিবাগী হ'চ্ছি, কারুর তোয়াক্কা রাখি!

আগম। কি, তুমি আমায় অপমান ক'র্‌বে নাকি? শিষ্য হ'য়ে আমার অপমান ক'র্‌বে নাকি? দেখি, কোন শালা আমার সাম্‌নে প্রাণ ছাড়ে!

আলোক। তুমি কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাগারাগি ক'র্‌বে? বাবা, তোমার সঙ্গে আর ইয়ারকি চল্‌বে না! ছি, ছি, ছি, ছি, এমন ইয়ারকিও দিই, একদিন সক্ ক'রে প্রাণ ছাড়্‌তে পার্‌বো না! আগমবাগীশ! তোমায় বলি, এক দিন রামা আর পদীর ইয়ারকি দেখে এস, তাদের সকের প্রাণ, দু বেলা প্রাণ ছাড়্‌ছে, হায় হায় হায়, প্রাণ ছাড়্‌তে পেলুম না!

আগম। হ্যাঁ, এবার যে ব'লেছ—তন্ত্রোক্ত কথা!

আলোক। তোমার শিষ্য, তুমি কি আমায় বেলয় পেলে? কেমন, এখন তুমি রাজী? তা নিয়ে এস, পদ্মীর মত একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে এস। ভাল দেখে এক গাছা ঝাঁটা হাতে দেবে। যাও, চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়, আমি প্রাণটি ছেড়ে চুপ ক'রে জুতো পাটটি—হাতে ক'রে দোরের পাশে দাঁড়া'ব। আর তুমি যেতে না পার, এক কাজ কর, তুমি মাথায় ওড়নাখানা দিয়ে ঝাঁটা হাতে করে ব'সো।

আগম। এ বেশ কথা। (তথা করণ)

আলোক। ভট্চায, ভট্চায! ওড়না খোলো, তোমায় বড় বেখাপ্পা দেখাচ্চে!

আগম। না, সেটি হবে না। ওড়না খুল্লে আমার ইজ্জত যাবে। বরং বল তো আমি ঘোম্টা টানি।

আলোক। ভট্চায, ঘোমটা খোল ব'ল্চি, ঘোমটা খোল ব'ল্চি।

আগম। কি, ঝাঁটা না ঝেড়ে, ঘোমটা খুলবো? এমন মেয়ে মানুষ আমি নই।

আলোক। দোহাই ভট্চায, দোহাই ভট্চায, ঝাঁটার সক্ ছুটে যাবে। বড্ড বদ্খৎ রকম হ'য়েছে, বুঝ্তে পাচ্চ না?

আগম। তোমার সব অন্যায়! সক্ ক'রে বল্লে ঝাঁটা জুতো চ'ল্বে। আমার সরল প্রাণ, রাজী হলুম। আর এখন বঞ্চিত ক'চ্চ, এতে কি ভাল হবে!

আলোক। তবে ভট্চায, আলোটা নিবোও। আলোয় ও চেহারা চল্বে না। বড় বেখাপ্পা! তুমি বুঝ্তে পাচ্চো না। আচ্ছা ভট্চায, তোমার সব দমবাজী? টুক্রোকে যে মেয়ে মানুষের সন্ধানে পাঠালে, তা কই? বাবা, মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে বিদেশে আন্লে, এখন ঘোমটা টেনে কুল্ মজাচ্চ! আমায় নিতান্ত প্রাণ ছাড়্তে হ'লো।

আগম। নিতান্তই যদি ছাড়বে ত দুপাত্তর টান!

আলোক। আমি প্রাণটা ছাড়ি, তুমি ততক্ষণ ঘোমটা খোল।

আগম। ওটি আমায় বোলো না।

আলোক। ভট্চায, তুমি কি আমায় সন্ন্যাস দেবে? তোমার চেহারা দেখে আমার প্রাণে বৈরাগ্য আস্‌চে। আমি ঘরে থাক্তে পার্‌ব না ভট্চায, আমি ঘরে থাক্তে পার্‌বো না! উঃ, চেহারা দেখে প্রাণ উদাস হ'য়ে গেল!

আগম। এ ঘরে একটি নৎ নেই?

আলোক। উঃ, এ শালা খুনে!

টুক্রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। ভট্চায সব ঠিক, কাল নাব্‌বো।

আলোক। কেরে, টুক্‌রো? বাবা! যদি তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, এ শালার ঠ্যাং ধরে টেনে ঘর থেকে বার কর। শালা আবার নৎ নাকে দেবে।

আগম। বাবা টুক্‌রো! আমায় কেমন দেখাচ্ছে বাবা?

টুক্‌রো। আঃ ছাই দেখাচ্চে! মাসী যখন পেত্নী সেজে আস্‌বে, তখন তুমি তাক্ হ'য়ে যাবে।

আগম। বাবা আলোক! আমি যে মনের ঘেন্নায় প্রাণ রাখ্তে পাচ্চিনি।

আলোক। ওকাজ ক'রো না ভট্চায, ওকাজ ক'রো না, বাইরে গিয়ে প্রাণ ছাড়। বাইরের হাওয়ায় সমস্ত রাত প্রাণ ছেড়ে পড়ে থাক, আমি একটু দোর দিয়ে জুড়ুই। ওড়না-খানা পুড়িয়ে ফেলে, তবে আমি আর নেসা ক'র্‌বো।

আগম। বাবা আলোক! আমি ওড়না মুড়ি দে প্রাণ ছাড়্‌বো।

টুক্‌রো। ভট্চায তোমার রকমখানা কি? আমরা পাঁচ ছজন লোক ম'রে চন্ড হ'য়ে র'য়েছি, আবার তুমি ম'ত্তে চাও? ছ্যা! তোমার আক্কেল নেই, কাজটা খারাপ ক'র্‌বে?

আগম। বাবা টুক্‌রো! মনের ঘেন্নায় ম'ত্তে চাই।

আলোক। খবরদার শালা, ওড়না মুড়ি দে মর্‌বি ত বিশ জুতো লাগাবো!

আগম। উঃ! এ প্রাণ কি আর আমি রাখতে পারি, আমি ম'র্‌বোই।

দেমোর প্রবেশ

টুক্‌রো। ওরে দেমো, আয় তো! শালাকে নিয়ে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে আসি। ওঃ, কাজ

আর জুট্‌বে না! মোদো নাপ্তের দুটো চণ্ড ছেড়ে গিয়েছে, সেই দলে চল্ ভর্ত্তি হইগে।

দেমো। তা বটে ত।

টুক্‌রো। কি ভট্‌চায, মর্‌বি, না কাল নাবাবার উদ্‌যুগ ক'র্‌বি?

আগম। দেখ্, আজ একটু ওড়না মুড়ি দে মরি, কাল রাত্তিরে তখন তোমাদের নাবাবো।

টুক্‌রো। দেমো, তুই একটা ঠ্যাং ধর!

আলোক। বাবা টুক্‌রো! যদি তুই চণ্ডর মতন চণ্ড হ'স, তুই শালাকে গো-ভাগাড়ে মেরে আয়। ফের্ না ওড়না গায়ে দিয়ে সামনে আসে।

টুক্‌রো। দেমো, যা'ত, কলসী কতক জল তুলে আন্‌তো! ওর মাথায় ঢালি।

আগম। বাবা! জল ঢেল' না, জল ঢেল' না। গোভাগাড়ে আমায় আছ্‌ড়ে মা'র।

আলোক। বাবা ওড়না খুলে নে, ওড়না খুলে নে, যায় শালা ভাগাড়ে যাবে।

আগম। কোন্ ব্যাটা ওড়না খোলে, আমি ভাগাড়ে যা'ব।

[আগমবাগীশের প্রস্থান।

আলোক। উঃ এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! শালা নৎ আনলেই খুন ক'রেছিলো। বাবা টুক্‌রো! সে মেয়ে মানুষের কি হ'লো?

টুক্‌রো। দাঁড়ান মশাই! কাল না নেবে, এ কথার উত্তর দিতে পাচ্ছিনি। আমি যে ভাব্‌চি, ঐ ভট্‌চায মাতাল হ'য়েছে, কাল যদি দিনের বেলা খোঁয়ারির মুখে চালায়, তা হ'লে বাগান' মুস্কিল হবে।

আলোক। কি রকম মেয়ে মানুষটা বুঝ্‌লে?

টুক্‌রো। মাসীর কথার আঁচে বুঝ্‌লুম, বড় মন্দ নয়।

আলোক। দ্যাখ্ বাবা! একটা মনের কথা তোরে বলি, একটা জবরদস্ত মেয়ে মানুষ যোগাড় করো। অমন প্যান্ পেনে ঘ্যান্ ঘেনে, মুখ মোচানে, পা টিপুনে, এতে বাবা অরুচি জন্মেছে। দু'ট রাগ ক'ল্লে, দু'ট বল্লে, দুট মান করে বস্‌লো, আবার ভাব সাব্ ক'রে চুম খেয়ে বুকের ধন বুকে নিলুম। তা নয়—মশাই মশাই ক'রে বাঁদী বেটী ঘুর্‌চেন!

টুক্‌রো। যদি মার-ধোর ঝগড়া-ঝাটী ক'ত্তে চাও ত সে আমার মাসী। ঐ বৈরাগী মেসো যে ছিল, কি বোল্‌ব ম'রে গিয়েছে, তা নইলে তোমায় দেখাতুম, ঝ্যাঁটার দাগে পিট ভ'রে গিয়েছে।

আলোক। দেখ্‌তে কেমন?

টুক্‌রো। এই পেত্নী হ'য়ে এলেই দে'খ এখন! তুমি ব'লেছিলে ভট্‌চাযকে ওড়না খুলতে, মাসী এসে দাঁড়ালে বাপ্ বাপ্ ক'রে ওড়না খুল্‌তে পথ পেত না।

আলোক। ইস্ তাই ত! বেটীরে সব টাকার লোভে অমন করে, বুঝেছিস! মর বেটী. ভালবেসে দুটো ঠোনা মেরে লাথি মার্‌লে কি আর টাকা দিই নি, ডবল দি।

টুক্‌রো। তোমার ও সব কথায় এখন আমি কাণ দিতে পাচ্ছিনে! আমি ভট্‌চাযকে বাগিয়ে ঠাণ্ডা করিগে।

আলোক। আচ্ছা শোন্ একটা কথা শোন্। এইখানে কোথা বে ক'রে গিয়েছি, সন্ধান ক'ত্তে পারিস্?

টুক্‌রো। কেন, তুমি বউ ঘরে আন্‌বে নাকি?

আলোক। না. ঘরে আন্‌বো না, বার ক'র্‌বো।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার মতলবের থাই পায় কে? বেটী আর কোন কালে না ঘাড়ে পড়ে!

আলোক। টুক্‌রো! তুই চণ্ডগিরি করিস বটে, কিন্তু আমার মতলবের থাই পেলি নি, আর পাবিও নি। মাগ্ বার ক'র্‌বো কেন তা জানিস্?—বার করা সক্‌টা মিটিয়ে নেব। টাকা ছেড়ে অনেক বেটীকে বার ক'ত্তে পাত্তুম, মেয়ে মানুষ ভালবাসি বটে, টুক্‌রো! কিন্তু একজনের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে পারিনি। এ বাবা আপনার মাগ বার ক'র্‌লুম, ব'নে ঘ'র কর্‌লুম; তা না হয়—খোরাকির বন্দোবস্ত ক'রে বাজারে ছেড়ে দিলুম।

টুক্‌রো। এ বেশ কথা, মাসীর কাজের

ভার বা'ড়্লো, পেত্নীও হ'তে হবে, দূতী-গিরিও ক'ত্তে হবে।

আলোক। আমি একটা মতলব ঠাওরাই, কাল তোরে ব'ল্‌বো। এতে তোর মাসীর দরকার হবে না, আমি আপনিই মাসী হব।

টুক্‌রো। তুমি কি গোঁফ্ মোড়াবে?

আলোক। হুঁহুঁ—তোকে তো ব'লেছি ব্যাটা টুক্‌রো, তুই আমার বুদ্ধির থই পাবি নি!

টুক্‌রো। ভাল! গোঁফ্‌বন্দি মাসী হবে, এ ভট্‌চাযের বাবা হ'ল যে!

আলোক। ব্যাটা বুঝ্‌বি কি?—খানসামা মাসী।

টুক্‌রো। ওঃ ব'ল্‌তে পারিনি, তোমার মতলবটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে একটা কারখানা হ'য়ে যাবে। মালিনী মাসী, গয়লা মাসী, নাপ্‌তিনী মাসী, এই সব চ'লে আস্‌চে, তুমি খানসামা মাসী যদি বার ক'ত্তে পার তো চুটিয়ে চ'লে যাবে।

আলোক। খানসামা মাসীর খুব চলন আছে, তুই জানিস না। খানসামা মাসী কি জানিস? মাসীকে মাসী, নাগরকে নাগর! দেখ্ কোন শালা যা পারেনি তাই ক'র্‌বো! আমার শ্বশুর-বাড়ীতে খানসামাগিরি ক'রে আমার মাগকে বার ক'র্‌বো, তার পর আলাদা রেখে দে'ব, সে জান্‌বে খানসামা। ম'শাই ম'শাই করে আর বাঁদীগিরি কর্‌বে না। দেখ্—আমার দেল চটে গেছে।

টুক্‌রো। দ্যাখ, এখন আমি ঘড়া কতক জল ভট্‌চাযের মাথায় ঢেলে আসি। কাল চণ্ড যতক্ষণ না না'ব্‌চে আমার বুদ্ধি খাড়া হচ্ছে না।

আলোক। না, আমার শ্বশুর-বাড়ী না তুমি খুঁজে দিয়ে কোন কাজে হাত দিতে পা'চ্চ না।

টুক্‌রো। না, চণ্ড না নেবে আমি কোন কথা শুন্‌তে পারিনি।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। তবে যাও আমি আপনি খুঁজে নেবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

গোলোকবাসী ও গোলোকবাসিনীগণ

গীত

দেশবিভাস—একতালা

ছানিত কিরণে ভাসে দশদিশি, মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশী পড়ে খসি,
বিভোর চকোর ভোলে॥
গোপিনীগণ নিয়ত সঙ্গ, সব নটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে॥

[প্রস্থান।

করমেতির প্রবেশ

কর। কই, এইখানে গান হ'চ্ছিল। আহা, কি গাচ্ছিল? এ গান কি কোথাও শুনেছি? কোথায় শুনেছি? কি গাচ্ছিল, কি গাচ্ছিল? ঐ ও দিকে গান গাচ্ছে!

[প্রস্থান।

গোলোকবাসী ও গোলোকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ

উত উতরোলি, ঘন করতালি,
রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,
কুলকামিনী কুলমান ডালি, মঞ্জীর ধীর বোলে॥

[সকলের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ

কর। আমি কোথায় যাচ্ছি, এরা আগে আগে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ

কৃত্তিকা। রোজ শেষ রাত্তিরে এমনি দোর খুলে বেরোয়। কি ব'ল্‌চে বুঝ্‌তে পেরেছ? "আমি কোথায় যাচ্চি, কে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্চে"—

পরশু। কোথায় যাচ্চে?

কৃত্তিকা। ঐ কদমতলাটিতে গিয়ে ব'স্‌বে।

পরশু। এমন্‌টা হ'য়েছে আমায় বলনি!

কৃত্তিকা। এটা আজ দু' তিন দিন হ'চ্ছে। বলি নি আর কেমন ক'রে? রোজ তো তোমায় ব'ল্‌চি। তুমি কি কোন কথা কাণে তোল?

কর। তোমরা কোথায় লুকুলে, তোমরা কোথায় লুকুলে? কেন লুকুলে? দেখা দাও না। দেখা না দাও—গান গাও, আমি ব'সে শুনি, আর চ'ল্‌তে পা'চ্চিনি।

পরশু। ও গান গায়—কি ব'ল্‌চে?

কৃত্তিকা। দেখ, সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, আমিও যেন কি গান শুন্‌তে পাই! যেন এগিয়ে এগিয়ে কারা গেয়ে গেয়ে যাচ্চে!

পরশু। আমি এর কি বিহিত ক'র্‌বো কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

কৃত্তিকা। দিন দিন আর লজ্জা সরম কিছু ক'রে না। সোমত্ত মেয়ে, বেটাছেলের সামনেই গা-মাথার কাপড় খুলে চ'ল্লো। ব'ল্লে বলে, 'কই মা পুরুষের কাছে ত যাই নি।' এ বাই হ'লো কি দৃষ্টি দিলে, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কর। গাও গাও—আবার গাও! তোমাদের গান শুন্‌তেই আমি এসেছি। তোমরা কে? যদি না বল, ব'ল্‌তে পার—আমি কোথা থেকে এসেছি? আমার মনে হ'চ্চে তোমরাও সেথাকার, আমার মনে হ'চ্চে তোমরা আমার খেলুনি।

নেপথ্যে গীত

গোঠে চলে কানু নাচিছে ধেনু,
গগনে স্বজনী উঠিছে রেণু,
নখরে ঝলকে তরুণ ভানু,
ফুল কলি আঁখি খোলে।

কর। ঐ যে—

[পরশুরাম, কৃত্তিকা ও করমেতির প্রস্থান।

গোলোকবাসী ও গোলোকবাসিনীগণের
পুনঃ প্রবেশ ও গীত

কদম তলায় মাধব-মাধবী,
আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,
আয় শ্যাম-প্রেমে মাতোয়ারা হবি
রাধা ব'লে উতরোলে॥

[প্রস্থান।

আগমবাগীশের প্রবেশ

আগম। গো-ভাগাড়ে মরিচি না মস্তে আছি, ওড়না ছাড়্‌চিনি। যখন কারণ সঙ্গে র'য়েছে, কার তোয়াক্কা করি!

অম্বিকার প্রবেশ

অম্বিকা। সকাল হবে আর টুক্‌রো ব্যাটা এসে পেত্নী ক'র্‌বে। বামুন বাড়ীও যা'ব না, আর কোথাও যাব না। রাজার ছত্তরে খা'ব, আর চুপি চুপি সেখানে প'ড়ে থা'ক্‌বো। ও মা গো, পেত্নী হ'তে পা'র্‌বো না! এই ঝোপটায় চুপ্‌টি মেরে ব'সে থাকি।

আগম। থাক, তুমি ও ঝোপ আগলাও, আমি এ ঝোপ আগ্‌লাই।

অম্বিকা। ওমা! এ কে আবার!

আগম। দিদি, তুমি বাসায় মরে পেত্নী হ'য়েছে, আমি গোভাগাড়ে ম'রে শাঁকচুন্নি হ'য়েছি।

অম্বিকা। আঃ মর! আমি ম'র্‌বো কেন? তোর সাতগুষ্টি মরুক।

আগম। ম'রেছ বাছা তার আর উপায় কি ব'ল!

অম্বিকা। কে রে মড়া! ম'রিচি ম'রিচি ক'চ্চিস্‌?

আগম। ছিঃ, তুমি অমন বেহুঁস মেয়ে মানুষ! ভোর রাত্তিরে ম'লে, টের পেলে না?

অম্বিকা। হুঁ মলুম, তোমার পিণ্ডী চট্‌কালুম!

আগম। তার যো কি? তুমি আগে ম'লে দেখে গিয়ে, তবে গোভাগাড়ে ম'রিচি।

অম্বিকা। তুই কেরে ড্যাক্‌রা?

আগম। ডেক্‌রী ব'ল। দেখ্‌ছ না ওড়না মাথায়? দেখ, তুমি যদি হলপ্‌ কর যে মরিনি—তাতেও আমি বিশ্বাস ক'চ্চিনি, তন্ত্রে লিখ্‌চে,—

কলাগাছে বসি আমি কলা বাদুড়ু।
চৈত্রী মাসের নিরেকেতে ম'লেন মাচাড়ু॥

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'চ্চি বাছা! কি ক'র্‌বে, কাছে এসে ব'স, ব'সে একটু কারণ কর। মারা প'ড়েছ তা তো আর চারা নেই।

দেমো, টুক্‌রো ও খানসামা-বেশে আলোকের
প্রবেশ

টুক্‌রো। ভট্‌চায্যি সাড়া দিবি ত দে।

আগম। (স্বগত) উঃ! টুক্‌রোচাঁদ! এখনি ব্যাটা পুকুরে চুবিয়ে নারী-জন্ম ঘুচিয়ে পুরুষ

জন্ম দেবে। (অম্বিকার প্রতি) বাছা, তুমি ঝোপে থাক, আমি অশথ গাছে যাই। উঁ হুঁ— গাছে উঠ্‌তে পার্‌বো না, ট'লে পড়ে যা'ব।

অম্বিকা। এই টুক্‌রো ব্যাটা এলো, সার্‌লে! আমি সাড়া দেবো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকি।

আলোক। এই যে শালা! দেখ্‌তে পা'চ্চিস্‌ নে, ওড়না চিক্‌ চিক্‌ ক'চ্চে!

টুক্‌রো। সত্যি ত এই যে ব'সে! দেমো ধর্‌। নিয়ে চ, শালাকে পানা-পুকুরে চোবাই গে।

আগম। তা চোবাও! আমার মিতিন মাসী ঐ ঝোপে ব'সে আছে, তাকেও নিয়ে এস!

টুক্‌রো। দাঁড়াও—তোমায় আগে পাঁকের ভেতর ঠেসে ধরি।

আগম। কি রে পাঁকে চোবাবি! পাঁক যে গয়ার পিণ্ডীর বাবা!—আমার ভূতযোনি ছেড়ে যাবে!

[ভট্‌চাযকে টানিয়া লইয়া টুক্‌রো ও দেমোর প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ত বেল্লিকের ধাড়ী, দেখি ওর মিতিন মাসী পেত্নী বেটা কি রকম পাজী! এ ব্যাটা বোধ হয় এ দেশী। দেখি, যদি আমার শ্বশুর-বাড়ীর সন্ধান পাই। (প্রকাশ্যে) মিতিন মাসী পেত্নী! মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (স্বগত) এ ত এক ব্যাটা মাতাল দেখ্‌চি! পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাই, নইলে মাতালের হাতে প'ড়ে ম'ত্তে হবে।

আলোক। মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (খোনা স্বরে) কেঁ রেঁ ব্যাঁটা!

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ভট্‌চাযের ওপর বেল্লিক! (প্রকাশ্যে) একটু কারণ ক'র্‌বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ—উঁহুঁক্‌।

আলোক। একটা খবর দিতে পার্‌বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ উঁহুঁক্‌!

আলোক। কে রে ব্যাটা বেরসিক পেত্নী! আয় ত এদিকে দেখি! (টানিয়া আনয়ন)

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙ্‌বোঁ, ছেঁড়ে দেঁ। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙ্‌বোঁ, ছেড়ে দেঁ।

আলো। খেপেছ, তোমার চাঁদ বদন না দেখে ছাড়ি! (হস্ত ধরিয়া মুখ দর্শন)

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়—ছাঁড়।

আলোক। (মুখ দেখিয়া) ওঃ দেলখোস্‌! এ যে সে না! হয় টুক্‌রো ব্যাটার মাসী, নয় ভট্‌চাযের যমক ভাই আছে!

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়!

আলোক। কেন, ছাড়্‌বো কেন? এই খানে ব'সো, এই টাকা নাও। তুমি ব'ল্‌তে পার, আলোক ব'লে এক ছোঁড়া এখানে কোথাও বে থা ক'রে গিয়েছে কি? তার বাপের টাকাকড়ি ছিল, উড়িয়েছে—আছেও কিছু। যদি ঠিক খবরটি দিতে পার ত, আরও কিছু পাও।

অম্বিকা। বলত বল ত, বামুনদের বাড়ী?

আলোক। ঐ আলোক বামুন। কার বাড়ী বে হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারিনি।

অম্বিকা। বেশ বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটি? চোক্‌ মুখ নাক কাটা কাটা?

আলোক। হ'লে হান নেই।

অম্বিকা। বছর চোদ্দ পোনের বে ক'রে খবর নেয়নি, কেমন?

আলোক। বরং বেশী।

অম্বিকা। হ'য়েছে!—আমার মনিব-বাড়ী।

আলোক। খুব ভাল কথা। আমি সেই আলোকের কাছ থেকে আস্‌চি। আলোক তার পরিবার নিয়ে যাবে। আর যদ্দিন না পাঠান, আমি সে বামুন বাড়ী থাক্‌ব। তার পরিবারের যা দরকার টরকার হয় দেবো টেবো। শুনেছি কি তার অসুখ হ'য়েছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে।

অম্বিকা। উপদিষ্টি লেগেছে গো উপদিষ্টি লেগেছে!

করমেতির প্রবেশ

ঐ দেখ মেয়েটি আপনি আ'স্‌চে। রোজ ভোরের বেলা এসো গো!

আলোক। কই? (স্বগত) আহা! এ কি ভাব! যেন পাগল! গা-মাথার কাপড়ের খম নেই। এ কোথায় যায়? কারুর পাছে কি যায়? কোন ভাগ্যবানকে কি এ চায়?

কর। (আলোকের প্রতি) তুমি এস, এস, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, এই খানে তারা

নেচে ছিল, এই খানে তারা গেয়ে ছিল, এই খানে সে ব'সে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না। এই এই দেখ, কোথায় আছে দেখ্‌তে পাচ্চিনি।

অম্বিকা। দেখচ গা ওপর দিষ্টি লেগেছে!

আলোক। তুমি এই নাও, বাড়ীতে খবর দাও গে।

অম্বিকা। তা আবার তোমার সঙ্গে কোথা দেখা হবে?

আলোক। আমিই দেখা ক'র্‌বো।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ, শীতকালে একখানি গা'র কাপড় দিও।

আলোক। এমনি পেত্নীগিরি যদি ক'র্‌তে পার।

অম্বিকা। তা পা'র্‌বো, তা পা'র্‌বো।

[প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) কখন না। এ দেবীকে কি পিশাচে স্পর্শ ক'রেছে? আমি হেন লম্পট, আমার স্ত্রী আমায় ডাক্‌চে, আর এই আলু থালু রকম, কাছে যেতে সাহস হ'চ্চে না, কোন্ পিশাচের বাবা, আমার ওপর ছাতি যে এগুবে!

কর। আমি কি দেখ্‌চি জান? তুমি তাকে দেখ্‌চ কিনা দেখ্‌চি। তুমি তাকে দেখ্‌তে পা'চ্চ না। এস আমার সঙ্গে এস। দেখ তুমি যদি তারে ধ'র্‌তে পার, এই খানেই আছে, আমায় ধরা দেয় না।

আলোক। তুমি কে?

কর। কে তা ঠিক্‌টি জানি নি। কে আমি তাই খুঁজ্‌চি।

আলোক। এ ত বাবা, কথার মাথা পিছু পাচ্চিনি, পাগল বটে!

করমেতির গীত

কাফি—একতালা

চকিতে আস্‌বে যাবে একটু থাকে না।
ব'লে কি ক'র্‌বো বল কথা রাখে না॥
পলকে যায় সে স'রে রূপে যায় নয়ন ভ'রে,
মাতে মন দেখ্‌ব' কি ক'রে,—
মনে আর মন কি থাকে, মন তা জানে না।
জানি ত মনের কথা মন ত ঢাকে না॥
কত সে কয় গো কথা,
কি কথা বুঝ্‌বো কি তা,
অঘোরে কি কই কথা নাইকো তার মাথা—
কথা তার যেথা সেথা মানা মানে না।
ব'লতে হয় বল' দুটো গায়ে মাখে না॥

আলোক। এ স্বর্গ পৃথিবীতে আছে! আমি স্বর্গ-আশায় আগমবাগীশের কথায় নরককে স্বর্গ মনে করেছিলুম। মাত্‌লামোর চক্কোর করেছি। যে জিনিস মানুষকে পশু করে, সেই জিনিস নিয়ে স্বর্গে যাব! শাস্ত্রে থাক্‌লেও সে শাস্ত্র আমার মাথার উপর! আর আমি মদ ছোঁব না, মদ খেয়ে আর পশু হব' না। পশু হ'লে একে দেখতে পাব' না!

কর। তুমি কি ভাব্‌ছ'?

আলোক। আমি, কি ভাবছি, আমি বুঝতে পাচ্চিনি।

কর। আমি, কি ভাবি, আমিও বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি যদি টের পাও কি ভাব্‌চ, আমায় ব'লো! আমি যদি টের পাই কি ভাবচি, তোমায় ব'ল্‌বো। মিলিয়ে দেখবো তোমার মনের কথা আমার মনের কথা এক কি না।

আলোক। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে সুজ্‌তে পাচ্চিনি! তোমার নাম কি? তোমায় তো একটা নাম ব'লে ডাকে?

কর। ওঃ তুমি এখানকার কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? আমার নাম করমেতি। আমি চ'ল্লুম, তোমায় লজ্জা ক'রে চ'ল্লুম। এখানকার কথা, তোমার কাছে থাক্‌তে নেই। এখানকার কথা, আমার বে' হ'য়েছে, আমার স্বামী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা ক'ইতে নেই। এখানকার কথা—বাপের নাম পরশুরাম, মার নাম কৃত্তিকা-দেবী, স্বামীর নাম আলোক। এখানকার বচ্ছরে,—চোদ্দ বচ্ছর বে' হ'য়েছে, আমার স্বামী আমার খবর নেয় না। আর এখানকার কথা কিছু নেই। শুন্‌লে? আর তোমার কাছে থাক্‌বো না। তুমিও আমার কাছে এসো না।

দূরে গিয়া অবস্থান

আলোক। সকলই অদ্ভুত! এখানকার কথা সেখানকার কথা কি বলে!

কর। ইস সব এখনকার কথা হ'য়ে গেল। কি মজা, কি মজা! এক এক বার আমার ভারি হাসি পায়! কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগা শেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাক্‌লে করি "হু"। আচ্ছা এখানে কি হ'চ্চে, এমন সব ক'চ্চে কেন? খেলা ক'চ্চে, খেলা ক'চ্চে! এত খেলেছে যে খেলা কি সত্যি মনে নেই। আমিও খেলেছি, আমারও মনে নেই।

আলোক। তুমি এখানে ব'সে কি ক'চ্চ?

কর। আপনি এখানে এসেছেন? আমি চল্লুম, আপনার কাছে আমার থাকা উচিত নয়। কিছু মনে ক'রবেন না, রীতি এই। বাপ মা গুরুজন, তাঁদের কথা ত ঠেল্‌তে নেই।

আলোক। শোন, শোন আমি তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছি।

কর। এসে থাকেন, কি ব'ল্‌বেন—আমার বাবার কাছে গিয়ে বলুন।

আলোক। তোমার সোয়ামী তোমায় কিছু ব'লেছে।

কর। ব'লে থাকেন আমার বাবাকে ব'ল্‌বেন, বাবা মাকে ব'ল্‌বেন। মা কোন অছিলে ক'রে আমায় শোনাবেন।

আলোক। তা হ'লে আমি জবাব পাবো কি করে?

কর। বাবার মুখেই জবাব পাবেন।

আলোক। আমি খানসামা, আমায় পাবেন পাবেন ক'চ্চ কেন? যা হয় কথা শুনে, যা জবাব দেবে বল না।

কর। না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার উচিত নয়! কথা ক'য়ে কুকর্ম্ম ক'রেছি। [প্রস্থান।

আলোক। এ কি! এতে ত একটুও পাগলামো নেই, এ কি ঢং ক'ল্লে—না! আমি শুভক্ষণে এদেশে এসেছিলুম; এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে? কখন না। এ কি মিছে মন যোগায়? কখন না। এ কি দেখানে সেবা করে? না, না, কখনুও না। ছি ছি আমি পত্নী ফেলে গণিকা নিয়েছিলেম। বাবা! পাপ-পুণ্য কিছু বুঝ্‌তে পাত্তুম না। এখনও যে পারি তাও ব'ল্‌চিনি। কিন্তু পাপের অন্য সাজা থাকুক বা না থাকুক, এই রত্ন বুকে না রেখে ভাঙা কাঁচ বুকে দিয়ে বুক আঁচ্‌ড়েছি। এর যদি ভালবাসা পাই ত ফকির হই। তাতে আপশোষ নাই।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

স্বপনস্থান প্রকাশ

স্বপন-পুরুষ ও নারীগণ

গীত

পিলুবেহাগ—দাদরা

নারী। এলো আর চ'লে গেল ধ'র্‌লে
ধরা যায়॥
ফুলের মতন চিকণ কায়া, মিল্লো
ফুলের কায়।
পুরুষ। ধ'ল্লে ধরা যায়, মিশ্‌লো
ফুলের গায়,
ধরি ধরি ধ'র্‌তে নারি, ফস্‌কে চ'লে যায়,
আয় আয় বুকে রাখি আয়॥
নারী। মাখামাখি চাঁদের কিরণে,
চেয়ে আড় নয়নে ঘোম্‌টা টেনে ঢাকে
বদনে,
এসেছে পাখীর গানে তানে নাচে গায়।
পুরুষ। এসেছে পাখীর তানে, বিঁধেছে
নয়ন-বাণে,
আঁচলে বদন ঢাকে ঈষৎ হাসি তায়॥
উড়ে যায় অম্‌নি বসন,
লাজে হয় রাঙা বদন,
মলয়া অলকা ওড়ায়, বুকে রাখি আয়!
সকলে। এলে ফের আস্‌তে পারে,
কিরণমালা গলায় প'রে,
সোহাগ ভরে চায় যদি কেউ পায়॥
স্বপ্ন-সঙ্গিনী। ছি ছি ছি পদ্ম ফেলে
মজ্‌লি কি কেতকী ফুলে।
রঙিলা তরু এ সুরা, স্বাদ কি তুমি
গেলে ভুলে॥
রসে ভোর আদর ক'রে, এস নাগর
ধরি গলা।
মলা নেই খোলা এ প্রাণ জানে না ত
ছুতো ছলা॥

ছি ছি ছি সুধা ফেলে,
বিষ খেলে কি পিয়াস মেটে।
ক'রেছ কার কামনা, জান না নুন
দেবে কেটে॥
রসিকা হয় কি যে সে রসিক হ'য়ে
তাও জান না।
পাথরে জল কি ঝরে,
বোঝালে ত বুঝ মান না॥
চল হে বিলাস ঘরে, হেথা কেন এস চ'লে।
সাধ ক'রে জেব'ল না জবালা,
ছাই হবে না জব'লে জব'লে॥

আলোক। জবলে জবলুক, পিশাচিনী দূর হ! এ কি স্বপ্ন দেখলুম না কি! না না স্বপ্ন নয়—সত্য, আমার মনের বিকার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিকার কি দূর হবে? হবে—তার সঙ্গে থেকে হবে। সে বিকারশূন্য দেবীসঙ্গে কখন মনের মলা থাক্‌বে না। আমি কত রাজ-পরিচ্ছদ প'রেছি, আমি কত যত্নে সুবেশ ক'রেছি, আজ আমার এ বেশের তুল্য আর প্রিয় বেশ হবে না। দিনান্তে যদি দূর থেকে তারে দেখ্‌তে পাই, যদি তার কাজে বুকের রক্ত যায়, যদি তাকে ভেবে দিবারাত্রি জবলি, তবু আমি আপনাকে ভাগ্যবান ভাব্‌বো। তার ধ্যানে যদি মন পোড়ে, মলা মাটী কেটে গিয়ে মন খাঁটী সোণা হবে। জব্‌লবে বটে বুঝতে পাচ্চি, এই যে জব্‌লছে, সে কাছে নেই ব'লে জব্‌লছে। এ জবালা আমার স্বর্গ! এ জবালা আমি আদর ক'রে বুকে রাখ্‌বো। ছি! ছি! পাপ তুমি ঘৃণার জিনিসই বটে! পরকালের ভয়ে ব'ল্‌চি নি, ইহকালে তুমি এ রত্ন থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রেছ। পাপ! নরক তোমার সঙ্গে সঙ্গে। আমি এই পথে যাই, স্বর্গের সৌরভ এই পথে—এই পথে সে গিয়েছে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পরশুরামের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান

ব্রাহ্মণবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো! তুমি একবার এদিকে এস ত গা! এস' এস', একটু বাতাস কর।

করমেতির প্রবেশ

ব'সো, কাছে ব'সে বাতাস কর।

কর। তুমি কে?

শ্রীকৃষ্ণ। কোনখানকার কে? এখানকার কথা না সেখানকার কথা?

কর। তুমি কি সেখানকার কথা জান'?

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও, হাঁপিয়েছি, ব'ল্‌চি—বাতাস কর।

কর। আচ্ছা জিরোও।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘেমেছি, মুখ মুছিয়ে দাও। শুধু কি আর হাঁপিয়েছি? ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে গেছি। এই ছুটে ছুটে তোমায় দেখ্‌তে এলুম।

কর। আমায় দেখ্‌তে এলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। অত কেন আমি জানি নি। তোমার একটা মনের কথা ব'লে দিতে পারি। তুমি এক জনকে খোঁজো। তুমি এক জনকে চাও। কেমন, ব'লেচি?

কর। সে কে তুমি জান'?

শ্রীকৃষ্ণ। জানি, সে শ্যাম। সে তোমায় চায়। এসে না কেন ব'ল্‌বো? তোমরা সেধে এলে বড় তাড়িয়ে দাও।

কর। না, না, আমি যত্ন ক'রে রাখি।

শ্রীকৃষ্ণ। সে ঠেকে ঠেকে আর মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস ক'রে না। তোমরা মাথায় ক'রে এনে পায়ে ক'রে থ্যাংলাও।

কর। ছি, ছি, ছি, অমন কথা বল!

শ্রীকৃষ্ণ। সে ঠেকে শিখেছে, সে কি কথায় ভোলে। সে কেমন, তোমায় ব'ল্‌বো?—এই আমার মতন। ঘাসফুল দেখেছ ত? (ঘাসফুল প্রদর্শন) এই ঘাস ফুলের মতন রং। আমায় চূড়ো বাঁধলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখায়। একটি বাঁশী আছে। বাঁশীটি এমনি ক'রে ধরে, বাজায় কি জানো?

শ্রীকৃষ্ণের গীত

রামকেলী—ভরতঙ্গা

জয় রাধে শ্রীরাধে!
রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি-পাখা,
রাধা বলে বেণু সাধে॥

রাধা-প্রেম ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়বাসী,
বাঁধা রাধা রূপ-ফাঁদে॥
রাধাময় রাধা প্রাণ,
রাধা নাম সুধা পান,
রাধা-প্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি,
মোহিত মোহিনী ছাঁদে॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কর। এ কোথায় গেল, কোথায় গেল? শ্যাম! শ্যাম! বাঁশী বাজিয়ে অমনি করে নাচে! আমি শ্যামের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

[করমেতির শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

পরশুরামের ও আলোকের প্রবেশ

পরশু। শ্যাম—বেশ নামটি! দেখ শ্যাম আমার সন্দেহ নেই। রাজবাড়ীতে মোহর দেখালুম, (আলোকের মোহরকরা পত্র দেখিয়া) তারা ব'ল্লে, এ আলোকেরই সইমোহর।

আলোক। আমি কি আর মিছে কথা কইব'? আমি মিছে কথার মানুষ নই। তবে বাজারটা আসটার দস্তুরি গণ্ডা খানসামার থাকেই।

পরশু। বাবা, আমার বাজার হাট ক'ত্তে হবে না। আমি আপনিই আনি।

আলোক। তবে চিনিটে মোণ্ডাটা এ পাশ ও পাশ থাকে, একটা বা গালে দিলুম।

পরশু। দেখো ও কাজ কোরো না, কলসী শুদ্ধ চাল—এ'টো হবে।

আলোক। তবে চালের কলসীটে দেখলুম, দু'রেক ঢেলে নিলুম, পাইকিরিতে বেচ্‌লুম। আমায় মিথ্যা কথার মানুষ পাবেন না।

পরশু। বল কি, তুমি রেক রেক চাল বেচ না কি?

আলোক। একটি বার বাবু এক ভট্‌-চায্যির বাসায় সিদে পাটিয়েছিল, রাত হ'য়ে গেল আর ফির্‌তে পাল্লুম না। ভোরের বেলা কলসী দুই চাল মুদিনীকে বেচে রাহা খরচটা ক'রেছিলুম।

পরশু। তুমি ক'দিন থাক্‌বে?

আলোক। মাস খানেক থাক্‌ব'।

পরশু। তুমি খাও দাও কেমন?

আলোক। বেশী পারিনি। সকালে উঠে এক পাথর এড়াভাত খেলুম, খেটে খুটে এসে দুটি গরম চাক্‌লুম, আর নেয়ে উঠে রেক দুত্তিন ঢেলেছ কি—না না ক'রেছি।

পরশু। থেমে যা থেমে যা ব্যাটা ডাকাত!

আলোক। তবে পলা দুই ঘি নইলে খেতে পারিনি। আর তেষ্টার জ্বালায় যদি দুধের বাটী টাটী কোথাও থাকে ত ভুলে চুমুক দে ফেলি,—সে ভুলে। আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই।

পরশু। ভুলে হাঁড়ীর মাছ খাও কি?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে যা ব'ল্লে, কারুর পাতে ভাল মাছটা দেখ্‌লে আঁস্টে গন্ধে গা গুলিয়ে উঠে দুড়ুম ক'রে তার পাতে মুখ দে পড়ি।

পরশু। তুই ভেড়ো কি গিন্নীর পাতেও প'ড়্‌বি নাকি?

আলোক। সে ঝোঁকে—ঝোঁকে! ঝোঁকের কথা কি ব'ল্‌তে পারি বল'!

পরশু। ভাল, জামাতার অভিপ্রায়টা কি? তোমায় পাঠিয়েছেন কেন? এক ঘর বামুনকে বাস্তুচ্ছেদ ক'ত্তে?

আলোক। কেন মশাই, এমন কথা বলেন কেন?

পরশু। আর হ'লো বইকি! চাল বেচ্‌বে, চিনি মোণ্ডা খাবে, দুধের বাটী চুমুক দেবে, পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়বে, আর কি কর্‌বে, ঘরের চাল্‌টা কি কাট্‌বে?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে পেট জ্ব'ল্‌লে, চাল থেকে দু আঁটী খড় টেনে নে চিবুই।

পরশু। সে জ্ব'ল্‌বে—জ্ব'ল্‌বে! আমার চালের খড় থাক্‌বে না।

আলোক। তা আজ থেকেই কাজে লাগি। মাইনে এই খান থেকেই পাব'?

পরশু। দাঁড়া ব্যাটা, ভিটে বেচে তোর খোরাক যোগাই! গিন্নীর তো খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই—এক মেয়ে বিইয়ে রেখেছেন!

আলোক। হ্যাঁ, খোরাকটি যুগিও। আজ থেকে তোমার মেয়ের খবরদারিতে থাকি, চোখে চোখে রাখি?

পরশু। তোর যা খুসী কর্ ব্যাটা, আমি মরিয়া হ'য়েছি!

[পরশুরামের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ

কর। কই কোথা গেল, কোথা গেল! আমি তার কথা শুনবো। তোমার নাম কি? শ্যাম—বেশ নাম! আমি শ্যামকে খুঁজি। আমি শ্যামকে খুঁজি। সে ব'লে গেল—তার নাম শ্যাম। সে ব'লে গেল—সে তার মতন, সে তার মতন, একটু কালো, একটু কালো! চুড়ো মাথায়, হাতে বাঁশী আছে। সে বাঁশী বাজায় আর তেমনি ক'রে নাচে। বাঁশী গান করে আর বলে আহা! তুমি ব'ল্‌তে পার কোথায় তারে খুঁজে পাবো? তার দেখা পেলে ব'লো ভয় নেই, আমি তারে অযত্ন ক'র্‌বো না, আমি তারে অযত্ন ক'র্‌বো না।

আলোক। তোমার শ্যাম কে আমায় ব'ল্‌তে পার?

কর। আমি জানি নি, আমি জানি নি। সে ব'লে গেল, সে ব'লে গেল! সে শ্যাম, সে শ্যাম, সে ভয়ে দেখা দেয় না! অযত্নর ভয়ে দেখা দেয় না! খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ, খুঁজে যদি দেখা পাও ত তোমার প্রাণ জুড়োবে।

আলোক। না, তোমার শ্যাম যে হোক তাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়োবে না! আমার প্রাণ জুড়োয় তোমায় দেখে। তুমি শ্যামের জন্যে পাগল, আমি তোমার জন্যে পাগল। তুমি শ্যামের পিছনে ফিরবে, আমি তোমার পিছনে ফির্‌ব'। তোমার শ্যাম হয় হোক, আমার কিন্তু তুমি!

কর। তুমি কি ব'ল্‌চো—তোমার আমি? আমি কি তোমার শ্যাম? শ্যামের যদি শ্যাম থাক্‌তো, আমি শ্যামকে খুঁজে দিতুম। আমি যদি তোমার শ্যাম, আমার শ্যামকে খুঁজে দাও!

আলোক। আমি আগে তোমায় চিনি, তার পর তোমার শ্যামকে চিনবো, তার পর তারে খুঁজে এনে দেব'। তুমি কি ভাবে থাক? এখানকার কথা, সেখানকার কথা কি বল? আমায় তুমি বল, আমি তোমার কাছে শিখি, তুমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? আমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? শ্যাম কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার?

কর। জানি নি।

আলোক। জান না! তুমি উন্মত্ত হ'য়ে থাক', আর জানো না!

কর। না, জানি নি, আমি চ'ল্লুম।

আলোক। না যেও না, দাঁড়াও, তোমায় দেখি! এই আকাশের নিচে, এই গাছের তলায়, তোমায় দেখি! এই তরুলতার মাঝখানে, অলঙ্কারবিহীনা তোমার সরল প্রতিমা দেখি! যেও না, আমায় বঞ্চিত কোরো না, আমায় বঞ্চিত ক'ল্লে তুমি শ্যামের দেখা পাবে না।

কর। কি, আমি শ্যামের দেখা পাব' না? সে কোথায় থাক্‌বে!

আলোক। কি, আমি তোমায় দেখ্‌তে পাব' না? তুমি কোথায় যাবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

টুক্‌রো ও আগমবাগীশ

টুক্‌রো। আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি, তুমি নাও না, ও আমার মাসীর মনিবের মেয়ে।

আগম। তাকে দেখ্‌লে কি ক'রে?

টুক্‌রো। আরে সেই মেয়েটার ত ওপর দিষ্টি হ'য়েছে! সে যে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

আগম। কোন ছোঁড়া ফোঁড়ার কাছে যায় বুঝি?

টুক্‌রো। না, সে ধেতের মানুষ নয়। কি একটা দিষ্টি ফিষ্টি আছে।

আগম। আছেই আছে, সন্ধান রাখিস্।

টুক্‌রো। ঐ দেখ আস্‌ছে। নাগর একটু ঝিমিয়ে প'ড়েছে। কি বুলি ঝাড়্‌বি ঝাড়।

আগম। আমি যা যা ব'ল্‌বো, তুই সায় দিয়ে যাস্।

টুক্‌রো। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় কি শিক্ষানবিশ পেলি যে শেখাতে এলি!

আলোকের প্রবেশ

আলোক। না না, এত সয় না! এত সইব কেন? একবার দেখবো, তাতেও গুমোর! এত সয় না! দেশে চ'লে যাই। না দেখি নেই দেখ্‌বো, কি আর হবে, ম'রে ত যাব না! কথা যে কয় না. তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। পাগল নয়, ও অমন করে! লোককে জ্বালাবার জন্য করে! এক একবার কিন্তু দেবী মনে হয়। আচ্ছা কেন? আমি দূর থেকে দেখি, এতে তার অসুখ কি? বুঝেছি—আমি কুচরিত্র! আমার অপবিত্র দৃষ্টি! কোথায় পবিত্রতা পাব', কোথায় পবিত্রতা পাব'? সে রত্ন ফেলে দিয়েছি, আর কি আমি পাব'?

আগম। বাবা, এমন নইলে পছন্দ!

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। এই মেয়ে মানুষের জন্যেই ত আলোককে বিদেশে আমি আনি।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। তোরে বলিনি?

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। আলোক যেমন চায় তেম্‌নিটি।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আলোক। এত তাচ্ছিল্য সয় না, এ বড় যন্ত্রণা! যাই দেশে ফিরে যাই. হেথায় আর কি ক'র্‌বো! অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, এ-ত ভুলে যাব। ভুলে গেলে কিন্তু একটি সুন্দর ছবি ভুলে যাব, পরম সুন্দর—ধ্যানের ছবি! কিন্তু বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা! আমি পরিচয় দি, আমি তার স্বামী। তা হ'লে ত দেখা ক'ত্তে দোষ থাক্‌বে না? তা হ'লে ত কথা কইতে দোষ থাক্‌বে না? না না না. পরিচয় দেব না। জোর ক'র্‌বো না। আমায় ইচ্ছে ক'রে দেখা দেয়, তবেই দেখ্‌বো। ইচ্ছে ক'রে কথা কয়, তবেই কথা কব'। স্বামী হ'য়ে জোর ক'র্‌বো না। বুঝতে পার্‌বো না, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এসেছে? কি ভাব—আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি! ও কাকে খোঁজে, কাকে চায়? পাগল নয়, সহজ নয়! এ কি, এ ভাব এত মিষ্টি কেন? কি হে ভট্‌চায যে! এখানে কেন?

টুক্‌রো। খানসামা মাসী, তোমায় ঝাড়-ফোঁক ক'ত্তে হবে, তোমায় দিষ্টি দিয়েছে।

আলোক। ভট্‌চায! ব'লতে পার, পরশু-রাম ব'লে কে রাজার পুরুত আছে?

আগম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার একটা মেয়ে আছে।

আলোক। আছে।

আগম। তারে তুমি চাও।

আলোক। না সত্যি না। তুমি তারে দেখে ব'ল্‌তে পার, তার কি হ'য়েছে? সে এক রকম হ'য়ে বেড়ায় কেন?

আগম। তার একটা ছোঁড়া আছে।

আলোক। না না, তুমি কার কথা ব'ল্‌চ? তুমি তারে দেখ নি। ঐ আস্‌চে দেখ।

করমেতির প্রবেশ

গীত

মল্লার—লোফা

কর। নই ত তার মনের মত।
মন শোনে না, বুঝ্‌ মানে না,
লাঞ্ছনা তায় দিই কত॥
পোড়া মন সদাই যেতে চায়,
তারির কথা তোলা পাড়া থাকে সেই কথায়,
কত যে জ্বালায়,
পোড়া মন মান-অপমান মাখে না ত গায়,
জ্বালার সোহাগ জেবলে দিয়ে
জ্ব'লে জ্ব'লে সয় কত।
ছি ছি ছি মন জানে এত॥

কর। আচ্ছা, তোমাদের মন কেমন, বোঝালে বোঝে?

আলোক। না।

কর। তবে কি কর?

আলোক। যখন বোঝে না, তার কি ক'র্‌বো?

কর। সত্যি। তুমি আমার জ্বালা বোঝ'?

আলোক। তুমি আমার জ্বালা বোঝ কি?

কর। না। তোমার কি জ্বালা?

আলোক। তুমি আমায় কাছে থাক্‌তে দাও না, তুমি আমায় তাড়িয়ে দাও. তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না!

কর। সত্যি, আমি জানি নি। আমি আপনাতে আপনি থাকিনি, জানবো কি? তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমি কি করি, জানিনি। এই দেখ, আমি বিভোর হ'য়ে আছি।

কি করি, তা জানি নি। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। এত কথা হ'ল সব ভুলে যা'ব। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই।

আলোক। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নি। দিনে রেতে ভুলি নি; তোমার কথা নিয়ে থাকি, এত যন্ত্রণা, তবু তোমার কথা নিয়ে থাকি।

কর। আমি জানিনি। কি ক'রে জান্‌বো বল', আমাতে আমি থাকিনি! তুমি কিছু মনে ক'রো না, তুমি কিছু মনে করো না, আমি অঘোর হ'য়ে আছি। [করমেতির প্রস্থান।

আলোক। স্বপ্নের মত চ'লে গেল। এ কি অবস্থা, এত পরাধীন অবস্থা কেন? এ ত কিছু না, ভোলাই ভাল, ওঃ!

আগম। রুগীও দেখেছি, ওষুধও জানি।

আলোক। এ কি রোগ?

টুক্‌রো। বিষম রোগ, ছোঁড়া পাওয়া রোগ।

আলোক। চোপ্‌।

আগম। এ রোগের ওষুধ হ'চ্চে টাকা।

আলোক। কি রোগ, কি রোগ? যত টাকা লাগে নাও।

আগম। কিছু খরচ ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আসুন, চক্ষের ওপর কি রোগ দেখ্‌তে পাবেন। ওর শীগ্‌গির নেশাটা ধরে। নেশার ঝোঁকে ঐ রকম নাচে গায়,—ফুর্ত্তি এসে কি না?

আলোক। দেখ্‌ ভট্‌চায, তুই এ কথা নিয়ে যদি ঠাট্টা ক'র্‌বি, তোর আর মুখ দর্শন ক'র্‌বো না।

আগম। আরে শুনুন মশাই! ওর আমি হাট হদ্দ জানি, ওর সঙ্গে আমি চক্কোর ক'রেছি।

আলোক। পাজি, তোর জিব ছিঁ'ড়ে ফেলে দেব!

আগম। সে আর বৎসর,—এর অপেক্ষা যুবতী ছিল।

আলোক। ভট্‌চায, তুই বুঝতে পাচ্ছিস্‌ নি! তুই আর কার সঙ্গে চক্কোর ক'রেছিস। এ সে নয়, এ দেবী!

আগম। বাজী ফেল্‌বে? তোমার বৈঠকখানায় আনি।

আলোক। দ্যাখ মিছে কথা ক'ইবি তোর টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌ব'।

আগম। অমন ক'রে টেপাটিপি কর ত ও দেবী, তুমি যা বল' তাই।

আলোক। তুই প্রমাণ দিতে পারিস্‌?

আগম। বৈঠকখানায় বসিয়ে।

আলোক। যদি না পারিস তোকে খুন ক'র্‌বো! ব্রহ্মহত্যা মানব' না! তুই অমন পবিত্র স্ত্রীর কলঙ্ক ক'চ্চিস?

আগম। আর যদি পারি?

আলোক। আমি তোরে শিলমোহর দেব, তুই যা খুসী লিখে নিস। যা, তুই আমার সাম্‌নে থেকে যা। যা, আমি কোন কথা শুন্‌তে চাচ্চি নি। আমি প্রমাণ চাই, এখন দূর হ!

[আগমবাগীশ ও টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। কখন' না, কখন' না, কখন' সম্ভব না! যদি হয়, তা হ'লে এ পৃথিবীতে থাক্‌তে নেই। যেখানে এত সুন্দর বস্তু এত অপবিত্র—সে নরকের চেয়ে ঘৃণার জায়গা! হেথা সুন্দর নাই, হেথায় বাস ক'র্‌তে নাই, নেই!—এ চাক্ষুষ দেবী মূর্ত্তি! আগমবাগীশ মাতাল, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর!

করমেতির প্রবেশ

তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছি, তোমার সোয়ামীর কাছ থেকে এসেছি। আমার সাম্‌নে তুমি আস্‌তে চাও না, আর একলা তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও, এ কি রকম?

কর। তাই ত, আমার কি হ'লো! আমি কেন এসেছি বল দেখি, আমি কেন এসেছি? কে জানে, তাই ত!

আলোক। তুমি আমার কথা উড়িয়ে দিচ্চ কেন? তুমি কাকে খোঁজ?

কর। শ্যামকে।

আলোক। কে সে?

কর। শ্যাম।

আলোক। কেন খুঁজ্‌চো?

কর। তাকে ভালবাসি।

আলোক। এ কি ভাল?

কর। তা জানি নি। ভাল হয় ভাল, মন্দ হয় সেও আমার ভাল। সেই ভাল, তার সব ভাল, তার ভালয় আমি ভাল, তার ভালবাসা ভাল, তারে আমি ভালবাসি।

আলোক। তোমায় যদি কেউ ভালবাসে?

কর। ভাল।

আলোক। তুমি তারে ভালবাস?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি তাই জানি, আর কাকে ভালবাসি কি না জানি নি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, এখানে আর এস' না। আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো না, আমার সঙ্গে দেখা ক'রো না। কেন দুঃখ পাবে! ভালবাসা বড় দুঃখ, আমি জেনে শুনে মানা ক'চ্চি। আর যদি দুঃখের সাধ থাকে, যদি পাগল হ'তে সাধ থাকে, যদি পরের হ'তে সাধ থাকে, লাঞ্ছনার যদি সাধ থাকে, অপমানের যদি সাধ থাকে, ভালবেস', ভালবেস', যত দুঃখ চাও পাবে, যত দুঃখ চাও পাবে, এ দুঃখের বিরাম নেই, দিন রাত দুঃখে কেটে যাবে!

আলোক। তোমার কলঙ্কে ভয় নেই?

কর। ভালবেসে দেখ—কেমন কলঙ্কের ভয় কর। ওমা ছি ছি ছি তুমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক, তোমারও সামনে বেরুলুম! আর বেরুব না, ঘরে চল্লুম।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। এ কারে ভালবাসে?—সে শ্যাম কে? সে যদি ওর হয়, আমি তাকে যথাসর্ব্বস্ব দি। ওকে সুখী দেখে বিবাগী হ'য়ে যাই। কেন, বিবাগী হব কার জন্য? এই যে এত দিন ওকে দেখিনি, আমার কি দিন কাটতো না!

অম্বিকার প্রবেশ

অম্বিকা। এই আপনাকে খুঁজছিলুম। যা সে দিন কিছু দিয়ে ছিলে, তা চোরের পেট ভরালুম গো, চোরের পেট ভরালুম!

আলোক। বটে বটে, কিছু চাও?

অম্বিকা। তোমার ধর্ম্ম, আমি কি ব'লবো।

আলোক। আচ্ছা সত্যি কথা কও; তোমার দিদি ঠাক্রুণের কি হ'য়েছে?

অম্বিকা। ব'লছি ত, ওপর দিষ্টি হ'য়েছে।

আলোক। না, আমি যা যা জিজ্ঞসা করি সত্যি বল, তা নইলে আমি টাকা দেব না। ও কারুকে ভালবাসে কিনা বল?

অম্বিকা। বাসে। দাও আমার বাজার ক'ত্তে হবে।

আলোক। শ্যামকে ভালবাসে?

অম্বিকা। বাসে। আমার বেলা হ'চ্চে।

আলোক। কারুর বাড়ী যায়?

অম্বিকা। হ্যাঁ যায়, রাজাদের বাড়ী যায়। এখন তুমি কিছু দাও, সন্ধ্যা বেলা তোমার সব কথা সায় দিয়ে ব'লবো।

আলোক। কারণ করে?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আর বচ্ছর আগমবাগীশের কাছে গিয়েছিল?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আমি এর জন্য এত করি! দূর হ'ক ওকে ত ত্যাগ ক'রেইছি! আমা হ'তেই এর দুর্দ্দশা হ'য়েছে! আমি আপনার স্ত্রী কেন বাড়ী নিয়ে রাখিনি! একবার দেখা ক'রে পরিচয় দিয়ে ব'লে যাব—যে তোমার সব ঠাট্ আমি বুঝ্তে পেরেছি। না, বিশ্বাস হ'চ্চে না, আমি চোখে দেখে তবে মানব'। মাগী, তুই টাকার লোভে মিছে কথা ক'ইলি?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। হ্যাঁ!—পাজী! দূর হ' স্ত্রী-হত্যা হবে। [আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ টুক্‌রো টুক্‌রো, আয় ত। ধর্ ত ব্যাটাকে ঝেঁটিয়ে ওর খানসামাগিরি বার ক'রে দি।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। ঝাঁটাস্ এখন। এই একটা টাকা নে, তোর মনিবের মেয়ের ঘরে আজ আমায় সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাবি।

অম্বিকা। আ মর্ তুই সেথা কি ক'র্‌বি! সে বামুনের ঘর, মনে ক'রেছ সোণা দানা পাবে? তার যো নেই।

টুক্‌রো। সে জানি রে জানি।

অম্বিকা। না, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার্‌বো না।

টুক্‌রো। তোর বাবা নিয়ে যাবে! এই

ফের নে তোর বাবা, আর এই তোর কুড়িটে বাবা হাতে রইল। ভুলিয়ে যদি আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে পারিস, যা খরচ হয়! যদি পারিস তো আমাদের বরাত ফিরে গেল। ঠিক ক'রে খিড়কি দরজাটি খুলে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি, আমি গেলে পথ দেখিয়ে দিবি। সে সময় শুনেছি বামুন যায় রাজবাড়ীতে, আর গিন্নী যায় কথা শুন্‌তে।

অম্বিকা। হ্যাঁরে হ্যাঁরে এত টাকা কোথা পেলি, এত টাকা কোথা পেলি? চন্ডীগিরিতে এত রোজগার, চন্ডীগিরিতে এত রোজগার! বাবা, তোর ভট্‌চাযকে বলিস্‌, আমি পেত্নী হব'।

টুক্‌রো। বেটীর সব ছিষ্টিছাড়া! যখন পেত্নী হ'তে বল্লুম, তখন ব'ল্লে বাবা পার্‌বো না। এখন আর এক কাজ দিচ্চি, বেটী ব'ল্লে পেত্নী হব! যা, যে কাজে পাঠালুম যা; যদি বাসায় নিয়ে আসিস্‌ তা হ'লে ত বরাত ফির্‌লো!

অম্বিকা। ও রে এ কাজ যে কখন' করিনি রে! আমার বুক কাঁপ্‌চে!

টুক্‌রো। বেটীর বুক কাঁপ্‌চে! একটা কাজের মতন কাজ পেলি—বাপের সঙ্গে ব'ক্তে যা! [টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলে! আ মর্‌ পোড়ার মুখো, একাজ কি কখন আমি ক'রেছি! আমার বুক ঠাই ঠাই কাঁপ্‌চে! কুড়িটে টাকা কি দেবে, অর্দ্ধেক নেবে! এই মাথা কাটা কাজে হাত দেব!—ওমা ওর থেকে আবার ওকে দিতে হবে! দেখি না দেখি না ব্যাটার কন্দুর বাড়! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

শ্রীরাধা ও করমেতি

শ্রীরাধার গীত

কানেড়া মিশ্র—একতালা

ছি ছি ছি বলিস্‌ তখন শ্যামকে যদি চাই।
জল তোলা ছল ক'রে তাকে
দেখ্‌তে কি আর যাই॥
নিয়ে মালতীর ডালা,
আর কি লো সই গাঁথি মালা,
ফুরোল' বনফুল তোলা;
শিখেছি ঠেকে দেখে, সামলেছি সই তাই।
কুল মান আর কি লো হারাই॥

কর। কেন গা কেন গা, তুমি শ্যামকে চাও না কেন?

রাধা। ছি ছি অমন কি আর হয়, ওর সঙ্গে কেউ কথা কয়! তুমি ভাব্‌চো তোমার? এক তিল তোমার নয়!

কর। তুমি শ্যামকে দেখেছ?

রাধা। দেখিনি আর! তার কাছে থেকে, ঠেকে শিখে তোমায় ব'ল্‌চি।

কর। আমায় একবার দেখাবে?

রাধা। কেন তোমায় মজাব! তারে দেখ্‌লে আর ঘরে ফির্‌তে মন যাবে না। সে তোমায় পথের ভিখারী ক'র্‌বে, যেমন আমায় ক'রেছে। সয় স'ক্‌ আমার সইলো, আর কারুর না সয়।

কর। তুমি দেখাও। আমি তারে একবার দেখি! তারে না দেখে যে জ্বালা, দেখ্‌লে এর চেয়ে কি জ্বালা—হয় হোক তাও সইব'। তুমি আমায় দেখাও, নয় ব'লে দাও কোথায় আছে। আমি তারে দেখ্‌ব'—আমার বড় সাধ! তুমি বঞ্চনা ক'র না। আমার না হয় নাই হবে, আমি জান্‌ব' আমার। সে আমার, আমি শতেক জ্বালায় তারে আমার ব'ল্‌তে ছাড়ব' না। তুমি ব'লে দাও তারে কোথায় পাব।

রাধা। তুমি ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে, ম'জবে! দেখে ম'জ্‌বে, বাঁশী শুনে ম'জ্‌বে, তার নূপুরের ধ্বনিতে ম'জ্‌বে, তার চূড়োতে ম'জ্‌বে, তার ত্রিভঙ্গিম ঠামে ম'জ্‌বে। তার ঈষৎ হাসি মনে দাগা দেবে। বড় দাগা পাবে! আমি বড় দাগা পেয়ে ব'লচি, আমি ঠে'কে শিখে ব'লচি।

কর। তুমি ভাব্‌চো আমি ম'জ্‌তে ভয় ক'র্‌বো। আমার কি ম'জ্‌তে বাকি আছে! শ্যাম নামে কি মজিনি! আমার কি দাগার বাকি আছে! আমি শ্যামকে দেখিনি। আমি ম'জেছি, আর ম'জ্ব কি?

রাধা। তুমি শ্যাম নিয়ে অত মাখামাখি ক'রো না। দাগার কথা কি তোমায় ব'ল্‌বো—

আমারই স'য়েছে! শ্যামকে দেখেছি, শ্যাম ডেকেছে, শ্যামের কাছে ব'সেছি, শ্যাম ব'লেছে আমি তোমার, তার পর এক'শ বচ্ছর কাঁদিয়েছে! এক'শ বচ্ছর দিনরাত কে'দেছি!—তার দেখা পাই নি। দূতি পাঠিয়েছি, তবুও এসেনি। বল দিকি কি দাগা—কি দাগা!

কর। তুমি এক'শ বচ্ছর কে'দেছ?

রাধা। সে কাঁদিয়েছে, কাঁদব না!

কর। তুমি আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্ছ!

রাধা। দেখ্ ছুঁড়ীকে ভাল কথা ব'ল্লুম, বলে তামাসা ক'চ্ছ!

কর। তুমি হদ্দ আমার বয়সী হও, তুমি একশ ব'চ্ছর কাঁদলে কি ক'রে।

রাধা। কে'দেছি আর কাঁদলুম কি ক'রে! অজ্ঞান হ'য়েই থাক্‌তুম। জ্ঞান হ'লে বল্‌তুম, শ্যাম তুমি কি এত কঠিন! শ্যামের এ ব্যাভার কি ভুলব! আমার মতন কে'দে বেড়ায় তবে তার শোধ যায়!

কর। ব'লো না, ব'লো না, শ্যাম কে'দে বেড়াবে একথা ব'লো না।

রাধা। রাখ্ ছুঁড়ী তোর রস রাখ্, দেখিস এখন, তোর শ্যাম দোরে দোরে কে'দে বেড়াবে, জয় রাধা ব'লে কে'দে বেড়াবে!

[প্রস্থান।

কর। এ কি পাগল?—পাগল। যখন শ্যাম নাম নিয়েছে, তখন পাগলের আর বাকি কি! শ্যামকে দেখেছে, শ্যামের কাছে ব'সেছে, শ্যাম ব'লেছে আমি তোমার, ওতে কি আর ও আছে! ও মিছে বলেনি, ও মিছে বলেনি—ও শ্যাম হারা হ'য়েছে, ওর পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'য়েছে। এই যে আমার মনে হ'চ্চে, কত হাজার বচ্ছর শ্যামকে খুঁজ্‌ছি পাইনি। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম তোমার দেখা পেলেম না, তোমার নাম নিয়েই থাকি!

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। তা থাক।

কর। তুমি কি আবার ফিরে এয়েছ? তুমি একবার শ্যাম শ্যাম বল। তোমার মুখে শ্যাম নাম বড় মিষ্টি! কই ব'ল্লে না, আবার কি চ'লে গেলে?

টুক্‌রো। চ'লে কোঁতা যাঁবো?—আঁমি ফুল বাঁগানেই থাকি।

কর। কে তুমি?

টুক্‌রো। দাঁড়াও ঠাঁউ'রে ব'লি। (স্বগত) ঐ আলো নিয়ে কে আস্‌চে। (প্রকাশ্যে) মাসী, পালাবার পথ কোন দিকে? বরকন্দাজ নিয়ে ঐ যে তোর মনিব আসচে!

দুইজন বরকন্দাজ ও পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! চুরি ক'ত্তে এসেছ?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! কি তোর নশ' পঞ্চাশ নিলুম?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! তুমি এখানে এসেছ কেন?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! আমি তোমায় বল'ব কেন?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! বাঁধো বরকন্দাজ বাঁধো।

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! বাঁধ্‌বি ত বাঁধ।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পালাবে?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পথ আট্‌কেছিস, পালা'ব কোথা?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

১ বরক। ওগো তোমায় চ'লতে হ'বে যে!

টুক্‌রো। হ্যাঁ গো নিয়ে চল না!

২ বরক। এই চল। (গুঁতা দেওন)

টুক্‌রো। এই চলি, তুমি দু'ট কাণ ম'ল।

১ বরক। তোমার যে বড় ভিরকুটী!

টুক্‌রো। তোমার যে গরম চাঁটী!

২ বরক। তোমার বদমাইসীটে দেখ্‌চি জবর!

টুক্‌রো। তোমার কীলেরও খুব জোর!

কর। বাবা বাবা, ওকে মারছে কেন? ওকে ছেড়ে দাও, বাবা।

পরশু। বটে, ছেড়ে দেব, চোরে সর্ব্বনাশ ক'রবে!

টুক্‌রো। বামুন দ্যাখ, বাঁধিয়ে দিবি দে, সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো বলিস নি! ব্যাটা দুটো চেলের কলসী বসিয়ে লাক টাকার সরগরম ক'ল্লে! ছ্যাঁচ্‌ড়া ব্যাটা, বাড়ীতে পা না দিতে দিতেই বরকন্দাজ ডেকেচে! ব্যাটা দুটো কলসী সামলাচ্চে। আর সমস্ত মেয়ে যে শ্যামের পেছনে ঘোরে, তা ব্যাটা দেখে না!

পরশু। তুই কেরে ব্যাটা কেরে!

টুক্‌রো। চল না, কোতোয়ালীতে নিয়ে চল না, সেই খানে ব'লব।

পরশু। কি ব'লবি রে ব্যাটা, কি ব'লবি?

টুক্‌রো। দেখ্‌বি ব্যাটা তখন দেখ্‌বি!

পরশু। দ্যাখ বরকন্দাজ, ব্যাটা কি ব'লতে কি ব'লবে, তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

১ বরক। আমরা ধ'রলে ছাড়িনি।

টুক্‌রো। আহা ছাড় বইকি! (উভয় বরকন্দাজের হস্তে টাকা প্রদান)

২ বরক। তবে ছাড়ি ঠাকুর, যদি তুমি বল।

পরশু। দাও ছেড়ে। হ্যা দেখ্‌ পাজী ব্যাটা, তুই যদি দোরে চাট্টে টাকা ফেলেও যাস, তাও আমি ছুঁইনি, আমি এমন বামুন নই!

টুক্‌রো। দ্যাখ্‌ পাজী ব্যাটা, আমার যদি চাট্টে টাকা মাটীও হয় তো এইখানে আমি ফেল্লুম! এমন চোর আমি নই!

কর। আহা তুমি বড় মার খেয়েছ, একটু জল এনে দেব খাবে?

টুক্‌রো। না না, তোমার মাথার ফুলটি আমায় দেবে?

কর। এই নাও। (ফুল প্রদান)

[করমেতির প্রস্থান।

১ বরক। ভাই, আবার ত দেখা শুনা হ'বে?

টুক্‌রো। আমি ত তোমাদের ভুলবো না, তবে তোমরা আমায় ভুলে যদি থাক।

[বরকন্দাজদ্বয়ের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ঠাকুর, চল্লুম! আবার আস্‌ব' টাস্‌ব' কি?

পরশু। আসিস্‌ আস্‌বি, যদি ফুলবাগান পেরিয়ে ভিটেয় পা দিবি, দেখ্‌বি।

[পরশুরামের প্রস্থান।

টুকরো। মাসী বেটী থাক্‌লে কাজটা ছর্‌কট্‌ হ'ত।

অম্বিকার পুনঃ প্রবেশ

অম্বিকা। তবে রে আঁটকুড়ির ছেলে, আমায় এই মাথাকাটা কাজে এনে মজান! আমার ডাকছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে!

টুক্‌রো। দুট' টাকা ধার দে কাঁন্দে ব'স দিকি। আজকে সব খরচ হ'য়ে গিয়েছে, পথে দরকার আছে।

অম্বিকা। আর দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে মাথা কাটা কাজে থাক্‌ব'!

টুক্‌রো। ধার দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে বরকন্দাজ ধরাব'।

অম্বিকা। ওমা, বেটা বলে কি গো!

টুক্‌রো। ওরে, যখন একবার তোকে কাজে নামিয়েছি, তখন আর কি ফির্‌তে পারিস্‌? বরকন্দাজকে বোলব', এই বেটী আমায় পথ দেখিয়েছে। যা চুরি হ'ত', ওর সংগে আধাআধি বখ্‌রা। আমি হাতে থুতু দিয়েছি, এ'টো হাতে আমায় ধ'ত্তো না, আর সেই হাতে তোর নাক চুল উপড়ে আন্‌তো।

অম্বিকা। ওমা আমি কোথা যাব', ওমা আমি কোথা যাব'! ওমা কি খুনের হাতে পড়লুম গো, ওমা আমি কি খুনের হাতে পড়লুম গো!

টুক্‌রো। নে বেটী হাসন্‌ হোসন্‌ করিস্‌ তখন! চল দরকার আছে, দুট' টাকা দিবি। তা দেখ, বেইমানি ক'র্‌বো না। কাজ তোকে ক'ত্তেই হবে, তবে বিশ্বাস ক'রে কর্‌। এই যে চোরের দলে ছিলুম, কেউ ব'ল্‌তে পারে, যে এক পয়সা বখ্‌রা ছাপিয়েছি!

অম্বিকা। তা চ, দুটো টাকা দিয়েছিলি, আমি নাকের উপর ফেলে দিচ্চি, আমি তেমন বাপের বেটী নই! কিন্তু কাজে বাছা আমায় পাচ্চো না, পাচ্চো না, পাচ্চো না! আমার রাগ বড়—হ্যাঁ!

টুক্‌রো। আমারও রাগ বড়—হ্যাঁ! কাজে বাছা তোমায় পাচ্চি, পাচ্চি, পাচ্চি! তুই যাবি কোথা বল্‌ দেখি? বরকন্দাজ না ধরিয়ে দি, বামুনকে ব'লবো—বামন ঠাকুর ও বেটী তোমার মেয়ে বার ক'বার দূতি! আমিই হাতে ক'রে টাকা দিয়েছি, রাজার পুরুত, কি দাঁড়ায় বল দিকি? কাজে যখন হাত দিয়েছিস, আর

যাবি কোথা? তা চল্, দ্বিপী গয়লানীর নাতনীকে দু'টাকা বায়না দিয়ে রাখ্‌বি। একে যদি না বাগাতে প্যারিস, সে এক্‌টিনী খাট্‌বে। তুই টাকার জন্য ভাবিস্ নি।

অম্বিকা। আমার ধর্ম্ম আমি রাখ্‌বো, এখন তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙে!

টুক্‌রো। ওরে বেটী, আমাদের ভেতর সাদা সিদে কথা, ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই! ও প্যাঁচের কথা চ'লবে না। থাক্‌তে থাক্‌তেই ক্রমে জানতে পারবি। সাদা কথা বলি, দুনিয়ার লোকের মত প্যাঁচোয়া কথা আমরা জানি নি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আগমবাগীশের গৃহ

আগমবাগীশ ও দেমো

আগম। দামু!

দেমো। আঁজ্ঞে।

আগম। আজ বাপু একটু নেশা হবে।

দেমো। সে ভয় ক'রো না, সে ভয় ক'রো না। আমরা হুঁসে থাকবো, তোমায় পুকুরে নে ফেলবো।

আগম। ঐটি বাবা মাপ ক'ত্তে হবে! সে দিন পেঁকো পুকুরের জলে নেমে আমার ঠাণ্ডী হ'য়েছিল, আজও গা গতরের ব্যথা সারে নি।

দেমো। সে ভয় ক'রো না, সে পেঁকো জলে নয়, সে গোটা দুই কিলিয়ে ছিলুম।

আগম। কফে টিকির গোড়ায় ব্যথা!

দেমো। সে হবেই ত। টিকি ধ'রে তেশূন্যে নিয়ে ফেলেছিলুম।

আগম। বাবা দামু, ঐ পালাটা মাপ দিও, আজ বড়ই নেশা হ'বে!

দেমো। তা আসুক, টুক্‌রো দাদা আসুক, সে কি রকম আমোদ ক'ত্তে চায় দেখি! যদি পুকুরে না চোবাতে পায়, সে বোধকরি আজ গয়লাদের গোবর গেড়েয় ছাড়বার চেষ্টা ক'র্‌বে!

আগম। বাবা, এ গুলোন্ আজ মাপ ক'রো!

দেমো। তা আমায় ব'লচো, আমি তোমায় বার দুচ্চার টিকি ধরে তুলেই ছেড়ে দেবো।

আগম। বাবা, টিকির গোড়ায় বড় বেদনা!

দেমো। না ওটি আমায় কত্তেই হ'বে!

আগম। কেন বাবা, অমন তোমার ধনুক-ভাঙা পণ কিসে দাঁড়ালো?

দেমো। দেখাচ্চি, আয়না খানা সাম্‌নে ধর। এই দেখ ইসারায় টিকিটা টানি, মুখখানার ভাব দেখ!

আগম। ই হি হি হি—

দেমো। দেখ দেখ মুখখানা দেখ—দেখ্‌লে?

আগম। দেখেছি।

দেমো। অমনি মুখ ক'রবার চেষ্টায় আছি। কি জান, যদি তুমি ম'রে হেজেই যাও, এমনি ক'রে গাছ থেকে ডিগবাজী খেয়ে প'ড়ে, অমনি মুখ ক'রে দাঁড়াতুম! কি ব'লবো ভট্‌চায, তোমার বয়স হ'য়েছে, আমাদের মতন জোয়ান বয়েস হ'লে, তোমায় রোজাগিরি ছেড়ে ভূত-গিরি ক'ত্তে ব'লতুম! তোমার মতন মুখের কাটুনি আমার হ'লে তোমার দলে চণ্ডিগিরি করি? মাঠের মাঝখানে অশথগাছ টশথগাছ দেখে ভূত হ'য়ে ব'সতুম।

আগম। বাবা দামু! তোমার মুখখানি ত নেহাৎ মন্দ নয়!

দেমো। মন্দ হ'লে তোমার মুখের ঢং আন্‌তে চাই? বুকের ছাতি হবে কেন? ঐ যে টুক্‌রো দাদাকে ব'লেছিলুম, মুখের ঢং লাও, কসলৎ কর: সে একদম পেঁচিয়ে গেল!

টুক্‌রো ও অম্বিকার প্রবেশ

অম্বিকা। আ মর্ মুখপোড়া! আমি তোকে ব'ল্লুম সে দ্বিপী গয়লানী তেমন নয়। তোরে মানা ক'ল্লুম—জানালা গলিয়ে দু'টো টাকা দিস্‌নে।

টুক্‌রো। আর নে নে, রেখে দে রেখে দে, সে দু'টাকা আমি তার গরু বেচে আদায় ক'র্‌বো। এখন ভট্‌চায্যির সঙ্গে পরামর্শ কর্।

দেমোর ডিগবাজী খাইয়া অম্বিকার কাছে আগমন

অম্বিকা। ওমা এ কে গো! জাতকুল খাবে নাকি!

দেমো ক্ষণেক অম্বিকাকে দেখিয়া

দেমো। টুক্‌রো দাদা! ভট্‌চায্যির টিকি ধ'রে আর এই বেটীর ঝুঁটী ধ'রে একেবারে তেশূন্যে তুলি—দেখি কোন্ মুখ খানা বেশী ফোটে!

অম্বিকা। টুক্‌রো, আমার ঝুঁটি ধ'রে তুলবে ব'ল্‌চে!

আগম। তা ও তোলে তোলে, আমারও বার দু'তিন ক'রে তোলে! তুমি এই দিকে কারণ ক'র্‌বে এস।

অম্বিকা। ওমা, কারণ কি গো?

টুক্‌রো। ধেনো মদ রে, তোরে ক'বার ক'রে ব'ল্‌বো।

অম্বিকা। ওমা মদ! বামুনবাড়ী চাকরী করি—আমি মদ খাই!

টুক্‌রো। বেটী, কেন এখন আমার সঙ্গে অমন কচ্ছিস্? বৈরাগী মেসোর বাঁশের চোঙা থেকে আমি চুরি ক'রে খাইনি? আমি কি না জানি, নে খা।

অম্বিকা। ওমা জোর দেখ দেখি গা! ওমা জোর দেখ দেখি গা! (মদ্যপান) মাগো, কি ঝাল মা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা, একটু চেপে দিও—যাতে বেটী কাং হয়! বেটীকে বার দুই তেশূন্যে তুল্‌তে হবে।

টুক্‌রো। নে নে এখন সর্! যখন মাসীকে এনেছি আর ভট্‌চায র'য়েছে, একটা কীর্ত্তি কাণ্ড হবেই হবে! মাসী বেটী চোঙাকে চোঙা পার ক'ত্তো আর বেহুঁস্ প'ড়ে থাক্‌তো!

দেমো। আর তুমি ঝুঁটী ধ'রে তুলতে!

অম্বিকা। দেখুন ভট্‌চায্যি মশাই! আপনি গেরাম ভারি লোক, নেহাৎ না ছাড়েন, আরও দুপাত্তর দিন—আমি খাচ্চি! কিন্তু কেউ কিছু ব'লবেন তার তোয়াক্কা রাখি? এই বৈরাগী ব্যাটাকে বিশ ঝাঁটা মাত্তুম!

আগমবাগীশকে প্রহার

আগম। আহা, ফুলকো চাপড়গুলি দিলে মন্দ নয়!

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা টাকা দে, নইলে কাজে হাত দেবো না! তুই কে রে পোড়ার-মুখো,—আমার ঝুঁটী ধ'রে তুল্‌বি?

আগম। টুক্‌রো! একে কারণ করিয়ে বড় ভাল হয় নি।

টুক্‌রো। ভাল হয় নি কিসে? ওর মনিবের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না, দিবপী গয়লানীর নাতনী ঘুমিয়ে প'ড়েছে, ওকে ফেলে রাখি। তুই বাবুসাহেবের খুব নেশা জমাতে পারিস, মাসীকে খাড়া ক'র্‌বো। সকালে এই ফুলটো দেখে মনে ক'র্‌বে—করমেতিই এসে-ছিল, বাজী জিত হবে।

দেমো। টুক্‌রো দাদা, বেটী প'ড়েছে, ঝুঁটী ধ'রে তুলি!

অম্বিকা। কি, ঝুঁটী ধ'র্‌বি? তোর বৈরিগীর মুখে মারি সাত খ্যাঙ্‌রা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা, এই বেটীই বুঝি ঝুঁটী ধ'রে তোলে, বড় বেজায় মুট্ ধ'রেছে!

অম্বিকা। দাঁড়া বেটা, তোর বৈরিগীগিরি বার ক'চ্চি, তবে আমার নাম অম্বিকে!

টুক্‌রো। দেমো, দুপাত্তর চেপে খাইয়ে ও ঘরে ফেলে রাখ্‌গে।

দেমো। বেটী পাট্টা জোয়ান!

[দেমো ও অম্বিকার প্রস্থান।

আগম। তুইও সরে যা, আলোক আস্‌চে।

টুক্‌রো। তবে এই ফুলটো নাও, আমি মাসীর তদ্বিরে থাকিগে।

আগম। না, ফুল্‌টো নিয়ে যা। আমি ডাকবো এখন।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

বিষে ছেয়েছে, বিষে ছেয়েছে!

আলোকের প্রবেশ

আলোক। না, কখনও বিশ্বাস ক'র্‌বো না। বনের পাখী বনে ঘুরে বেড়ায়। শ্যাম বোধ হয় কোন সুন্দর ফুলের নাম, কোন সুন্দর পাখীর নাম, কোন সুন্দর বস্তুর নাম, শ্যাম,—সুন্দরী তাই খুঁজে বেড়ায়! দাসী বেটীর মিছে কথা, ভট্‌চায জোচ্চোর! এত সুন্দর, সে কি সুন্দর প্রাণে বোঝে না যে তার সুন্দর প্রতিমা আমার হৃদয়ে ব'সেছে! তবে আমায় তাচ্ছিল্য করে কেন? আমি দাস হ'য়ে তার সঙ্গে থাকবো, একি অধিক চেয়েছি! একা কুমারী বেড়িয়ে বেড়ায়, তার রক্ষক হ'য়ে

থাক্‌তে চাই, তার রক্ষার জন্যে বুকের রক্ত দিতে চাই, এ সুখে আমায় বঞ্চনা করে কেন? শ্যাম—কে সে? সে কি দেবতা? নইলে দেবীর মন কি ক'রে হরণ ক'রেছে! এই যে ভট্‌চায, যদি প্রমাণ না দিতে পারিস্‌, খুন ক'র্‌বো! তোর পাপ জিব টেনে উপড়ে ফেল্‌বো! তুই ব্রাহ্মণ নোস—চণ্ডাল। তুই দেবীর নামে কলঙ্ক অর্পণ করিস! প্রমাণ দে।

আগম। প্রমাণ! কাল রাজবাড়ী থেকে যে ফুলটি সওগাদ পেয়েছিলে, যে ফুলের আর জোড়া এ সহরে পাওনি, যে ফুলটি দিয়ে তোমার দেবীকে পূজা করেছিলে, সে ফুলটি এখন কোথায়? তোমার দেবী প্রসন্না হ'য়ে কাকে সেই ফুল দিয়ে বর দান ক'রেছেন জান?

আলোক। পাজী, প্রমাণ দে।

আগম। টুক্‌রো, ফুলটো আনতো।

আলোক। কি ফুল—কি ফুল?

আগম। যে ফুল তোমার দেবীর খোঁপায় প'রতে দিয়েছিলে।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। এই নাও।

আলোক। এ কি ফুল? চুরি ক'রেচিস! কোত্থেকে এনেচিস! মদ দে। কালকের বাসি ফুল, আমার হাতের বোঁটা কাটা!

আগম। এখন ঠাওরাও—কোন্‌ বাজারে ফুল কিনলুম, কার ঘরে চুরি ক'ল্লুম!

আলোক। মদ দে। তারে ভুলিয়ে নিয়েছিস!

টুক্‌রো। চারটি টাকা দে টুক্‌রো ভুলিয়ে ফুল এনেছে, আর এখন কান খেল্‌ছে, একশোর ওপর দুশো দিলেই বৈঠকখানায় এসে ব'সবে।

আলোক। নে, দুশো নে, চারশো নে, চাবি নে, আমার সর্ব্বস্ব নে, কই আন্‌—প্রমাণ দে, ছি ছি এই সংসার! একে বলে সুন্দর! এই নারী, এই মনোহারিণী! ধিক্‌, ধিক্‌ আমার চোখে ধিক্‌, আমার কাণে ধিক্‌, আমার প্রাণে ধিক্‌! ধিক্‌ ধিক্‌ আমায় শত ধিক্‌! আমি একে মনে স্থান দিয়েছি! কই প্রমাণ দে! মদ দে। ভট্‌চায, তুই কি নরক থেকে উঠে আসছিস্‌? দে দে আমায় সাজা দে! আমি পাপী, আমায় সাজা দে! আমি কেন স্বর্ণ প্রতিমা ঘরে নিয়ে যাইনি! ভট্‌চায, তুইও নরকের আমিও নরকের! কি কতকগুলো চেলা রেখেচিস? আমায় চেলা কর্‌। দেখ্‌ দেখ্‌ আমার ক্ষমতা দেখ্‌, আমি দেবীকে বেশ্যা ক'রেছি! দে প্রমাণ দে। আয় আয় ভট্‌চায নাচি আয়! তুইও নরকের, আমিও নরকের!

আগম। শ্যামটা কে চিনেছ?

আলোক। না, চিনি নি। তোদের বখ্‌রা থেকে তাকে কিছু দিস, আর বলিস—খুব মজায় আছ বাবা! জান শ্যাম! এক দিন তোমার নাম না ক'রে আমার নাম করে, তা হ'লে মজায় মজায় ভোর হয়ে থাকি! খুব আছ বাবা! দে ব্যাটা প্রমাণ দে।

আগম। টুক্‌রো, তোর মাসী বাগা,—তোর মাসী বাগা! ব্যাটা গরম হ'চ্চে, ক্রমে হাত পা চালাবে!

টুক্‌রো। সে পড়িয়ে দেমো ঠিক ক'রেছে।

আগম। তবে নিয়ে আয়। এই চুপ ক'রে আছে, এখনি ঝাঁকি মেরে উঠ্‌বে আর রদ্দা চালাবে। [টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। কই কোথা গেল? এই যে ছিল! ভট্‌চায ভট্‌চায—বড় সাধের জিনিস! তুই বল্‌, মিছে ক'রে বল, ফুলটো চুরি ক'রেছিস! প্রমাণ দিস্‌নি! প্রমাণ দিস্‌নি! ওরে প্রমাণ পেলে আমি যে মরে যাব, আমি যে মরে যাব! আমি কি নিয়ে থাকবো! কি হবে ভট্‌চায কি হবে!

আগম। তবে আর তারে আনায় কাজ নেই।

আলোক। কি? আনতে পার্‌বি নি, মিছে ব'লেছিস? যা বিদেয় হ! কি চাস্‌ বল? তোরে মাপ ক'ল্লুম। ভট্‌চায, ভট্‌চায, আমার বুকের উপর দাঁড়া, বুকটো ফেঁপে উঠ্‌চে, দেখতে পাচ্ছিস্‌ নি! কি কল্লি, কি কল্লি ভট্‌চায, কি কল্লি! ছি ছি ছি এমন কাজও করে!

আগম। বাবা আলোক, একটু ঠাণ্ডা হ। তারে চাও, তারে পাবে, ভয় কি—আমি র'য়েছি।

আলোক। দে প্রমাণ দে, দে প্রমাণ দে! ওহো জ্ব'লে গেল, জ্বলে গেল! দিলি নি, দিলি নি? তোরে খুন ক'র্‌বো।

আগম। ওরে টকরো — ঝেঁকেছে ঝেঁকেছে, বেটীকে এ দিকে এনে ফেল্।

নেপথ্যে টকরো। —যাই।

নেপথ্যে অম্বিকা। আঃ চিম্‌টোও কেন? আমি যে ঘুমুচ্চি—শ্যাম কোথায় গেলে!

আগম। অই।

আলোক। শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে, ওর সেই শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে! শ্যামের নাম ক'রে ভুলিয়ে এনেছিস, শ্যামের নাম ক'রে ফুল নিয়েছিস্! ভট্‌চায আমায় ধর, আমার মাথা ঘুর্‌চে!

নেপথ্যে অম্বিকা। আঃ বল্‌চি, শ্যাম কোথায় গেলে!

আগম। অই!

আলোক। ও সেই? না, না, না! তার মুখে শ্যাম নাম শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, এ বাজ লাগ্‌ছে! ওঃ চারদিকে বাজ প'ড়্‌ছে, চারদিকে বাজ প'ড়্‌ছে! আমার মাথার ওপর প'ড়তে প'ড়তে পড়ছে না কেন? প্রমাণ দে, মদ দে।

অম্বিকাকে লইয়া দেমো ও টকরোর প্রবেশ

আলোক। কে তুমি? মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। আঃ চিমটুস্ কেন! শ্যাম, কোথা তুমি?

আলোক। মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। না, কারণ ক'রে আমি আলোর বাগে চাইতে পারিনি।

আলোক। কে তুমি?

অম্বিকা। আমি করমেতি, আমার ভাতার আমায় নেয় না। ব'ল্‌চি, চিম্‌টী কাটিস নি! আমি শ্যামের সঙ্গে পীরিত ক'রেছি, আর ভট্‌চায্যির কাছে মদ খেয়ে যাই।

আলোক। তুমি যে হও, তুমি অতি কুৎসিতা! তোমার সকলই কুৎসিত! তোমার চলন কুৎসিত, তোমার বলন কুৎসিত, আকার কুৎসিত, মুখ ঢেকেছ তাও কুৎসিত! যদি সে হও, তবু কুৎসিত! তোমার কুৎসিত প্রকৃতি তোমায় কুৎসিত ক'রেছে! যাও, চ'লে যাও! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি, আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্চে! ভট্‌চায, তোর নরকের দল নিয়ে তুই পালা, যা চলে যা। যদি এক দণ্ড থাকিস্, খুন হবি!

আগম। চল্ চল্ এই বারে ঝাঁক্‌বে।

অম্বিকা। আঃ যাচ্চি, চিম্‌টী কাটিস্ কেন?

দেমো। শীগ্‌গির চ।

অম্বিকা। তবে রে মুখপোড়া বেটো বৈরিগী, আমায় সমস্ত রাত চিম্‌টুবে!

দেমোর ডিগবাজী খাইয়া সরিয়া যাওন ও অম্বিকা কর্ত্তৃক টকরোর চুল ধারণ

টকরো। মাসী আমি, ছাড় বাগ্‌থাবা ছাড়!

দেমো। আজ বেটীর ঝুঁটী ধ'রে তেশুন্যে তুলবুই তুলবো!

আলোক। নিদ্রে, তোমার সঙ্গে ত ফারখৎ একেবারে! তবে নেশার ঝোঁকে খানিক প'ড়ে থাকি, তারও যো নেই! মন বুকের ভেতর তুঁষের আগুন জেব্‌লেছে, মাথার ঘি চড় বড় ক'রে ফুট্‌ছে! কি হ'য়ে গেল! কে এলো! সেই ফুলটো? নরক কেমন? কেমন জান, তুঁষের ধোঁ! খালি মাথার ঘি ফুট্‌তে থাকে! শোবার যো কি? টল্‌তে টল্‌তে চল। কোথায় বল্ দিকি, কোথায় বল দিকি? ঐ ঐ দিকে, সেই—সেই গাছ-তলায়, যেখানে সে বসে। সেই যে—সে যেখানে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জবন

করমেতি

কর। শ্যাম, তুমি কেমন—সে ত ব'লে গেল না! এত খুঁজ্‌লুম তার তো আর দেখা পেলুম না। আচ্ছা তুমি কেমন—আমি মনে মনে গড়ি। তুমি কে—আমি মনে মনে বুঝে দেখি। তুমি কেমন, সে যেমন ব'লেছে। না, তা না; আমি যেমন মনে মনে দেখ্‌ছি। না না—তুমি সুন্দর, না না—তুমি তোমারই মতন! হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তোমার মতন! শ্যাম শ্যামের মতন, শ্যাম আর কারু মতন নয়! তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়েশ্বর! আমি এখানে এসেছি কেন? তুমি আস্‌বে ব'লে। এই আসন পেতেছি, তুমি ব'সবে ব'লে। এই মালা গেঁথেছি, তুমি গলায় দেবে ব'লে। ফুল পরেছি, তুমি সোহাগ ক'র্‌বে ব'লে। শ্যাম তুমি কই এলে!

করমেতির গীত

বেহাগ—একতালা

গেল যামিনী!
আশা-পথ চেয়ে জাগিনু যামি,
সাজায়ে বাসর সাধে,
ধূসর চাঁদ টলিল গগনে, না হেরিনু শ্যামচাঁদে,
আমি শ্যাম-আমোদিনী॥

শ্রীরাধার সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ। ছি ছি ছি ব'ল্লে শোনে না,
এ কি লো মানা মানে না,
ব'সেছে সাজিয়ে বাসর শ্যামকে জানে না,
সে ত মজায় কামিনী॥

[সহচরীগণের প্রস্থান।

কর। হাসিল ঊষা, টুটিল আশা,
পিয়াসা রহিল মনে,
বাসি হ'লো মালা, বাড়িল জ্বালা,
কিনিনু জ্বালা যতনে,
বনবিহারিণী॥

সহচরীগণের পুনঃ প্রবেশ

সহচরীগণ। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্
এ পিরীতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি
কত দিবানিশি কত জ্বলি,
তাই মানিনী॥

[সহচরীগণের প্রস্থান।

কর। ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি
কমলে কত কি বলে,
সরমের কথা মলয় মারুত ধীরি ধীরি
ব'লে চলে,
হৃদিমলিনী॥

সহচরীগণের পুনঃ প্রবেশ

সহচরীগণ। যদি ঠেকে শেখে সই তবু ভাল,
সে কি হয় লো ভাল, তার বরণ কালো,
যদি না বোঝে, যদি লো মজে
হবে পাগলিনী॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

অম্বিকা ও দেমো

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরিগী! তুই যখন ম'রে ফিরে এসেছিস, আজ থেকে তোর পিরীতে আমিও ম'লুম! তুই ভুলে ম'লি, আমি তোকে ভুলিনি।

দেমো। আরে শোন্ না মাগী!—বৈরিগী কোন্ শালা।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরিগী, আর আমার সঙ্গে তুই চাতুরী করিস নি! তুই কি আর ঢাক্‌তে পারিস্! তোর চুলের মুটী ধ'রেই আমি ঠাওর পেয়েছি। আহাহা যখন তুই চিম্‌টি কাট্‌লি, আমার মন অমনি উদাস হয়ে উঠ্‌লো! ভাব্‌লুম যে ঝাঁটা গাছটা এত দিন যে তুলে রেখেছি, এত দিনে সার্থক হ'লো!

দেমো। মাসী! তুই বৈরিগী কারে ব'লছিস? আমি দেমো। একটা কথা শোন না।

অম্বিকা। আমার বরাত যে এত খুল্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানিনি! তুই যে দেমো হ'য়ে আমায় মাসী বল্লি, বৈরিগী তোর পিরীতে এই বারে মলুম! আমার মতন কেউ যত্ন জানে, না ক'র্‌বে? তোর সে ছেঁড়া কাঁথাখানি বেচে একখানি পাথর কিনেছি, সেই পাথরখানিতে আমি ভাত খাই। বাঁশের চোঙাটি টাঙিয়ে রেখেছি। আর কোন ব্যাটা বেটী বোল্‌তে পার্‌বে, যে মুড়ো খ্যাংরা তোরে মাত্তুম আর কার্‌কে মেরেছি! আমি ঝাঁটা গাছটি মাথার শিওরে রাখি আর বলি, যদি কখন আমার বৈরাগী দেমো হ'য়ে এসে, তবেই তারে মার্‌বো, নইলে আবার!

দেমো। তবে কি বেটী তুই পিরীত ক'র্‌বি? কর্ বেটী, তা তোরেই এক দিন কি আমারি এক দিন!

অম্বিকা। আহা বৈরিগী, পিরীতে আমি মরা!

দেমো। কাজের কথায় কাণ দে না।

অম্বিকা। ওরে চড়ে চ'ল্‌বে না—চড়ে

চ'ল্‌বে না, ঝুঁটী ধ'রে কিল মার, নইলে আমার ঝাঁটার মুট আসবে না।

দেমো। শোন্‌ না, টুক্‌রো দাদা বলে ত তুই পেত্নী হ'তে রাজী?

অম্বিকা। শোন্‌ বৈরাগী, মনের দুঃখ বলি,—যখন তোর মাসী হ'য়েছি, তখন আর আমার খেদ নেই, তুই যা ব'ল্‌বি তাই হ'ব।

দেমো। আমি ভট্‌চাযের মুখের ছাঁচ কতকটা মেরেছি। আর তো বেটীর ত মুখের কাটুনি আছেই, কাল থেকে চল—দু'জনে মাঠে যাই। আমি সেই বড় বটগাছটায় ব'সবো, আর তুই অশথতলায় থাক্‌বি। আমার দিক থেকে লোক আসে—আমি তাড়া লাগাবো, তোর দিক থেকে লোক আসে—তুই তাড়া লাগাবি। আমি মুখ খিঁচিয়ে এমনি ক'রে ডিগবাজী খেলেই দাঁতকপাটী লাগ্‌বে। আর তোর ডিগবাজী টিগবাজী কিছুই খেতে হবে না, সাদা কাপড় একখানা প'রে দাঁত খিঁচুলেই হবে। নেহাৎ তাতে না হয়, একবার হি হি হি হি ক'রে হাস্‌বি।

আলোকের প্রবেশ

আলোক। ওঃ মিতিনমাসী পেত্নী যে! আর তুমি কে বাবা, তুমি কি আগমবাগীশের চন্ড? তা বেশ! মিতিনমাসী পেত্নী, তুমি একবার করমেতিকে এনে দাও! কি দু'এক টাকার লোভ কর, তোমায় আমি পেত্নীর রাণী ক'রে ছেড়ে দেব! আর বাপ চন্ড, তুমি একবার নাব'তো, নেবে একটা আমায় ওষুধ দাও—যাতে করমেতি শেমো শালাকে ভুলে যায়! সে মদ খায় খাক্‌, ভট্‌চাযের সঙ্গে চক্কোর করে করুক, আমায় তাড়িয়ে দেয়—দিক, কিন্তু শেমো শালা যদি ওর জন্যে আমার মতন কেঁদে বেড়ায়, তা হলে আমার প্রাণটা ঠান্ডা হয়! শালা কি গুণ জানে বাবা! রাস্তায় রাস্তায় ফেরাচ্চে আর আমি ডেকে সাড়া পাইনি!

অম্বিকা। ও বৈরিগী বৈরিগী—দেখিস, মিন্‌সে আমার জাত কুল না খায়!

দেমো। বেটী কারে কি ব'লছিস, ও যে বাবুসাহেব!

আলোক। উহুঁক্‌—বল্‌তে পাল্লে না, বাবুসাহেব ছিলুম! আর বাবুসাহেব নাই। এখন পথের কাঙালী, চিতের মড়া, জ্যান্তে মরা! জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি—তবু পুড়ে খাক্‌ হলুম না! সে জ্বালার কথা কারে ব'লবো, কে আমার জ্বালা বুঝ্‌বে! এ জ্বালা করমেতি বুঝ্‌বে না।

দেমো। মাসী, তুই এখন বাড়ী যা। আমি বাবুসাহেবকে ঠান্ডা ক'রে বাসায় নিয়ে যাই।

অম্বিকা। বৈরিগী, আর আমি বাড়ী যাব না। ঝাঁটা গাছটি নিয়ে ঘর দোরে চাবি দিয়ে আমি অশথতলায় গিয়ে ব'সবো! আহা কি জ্বলন, কি জ্বলন! বৈরিগী, তুই অমন ঝুঁটী ধরে তুল্লি, অমন কিল মাল্লি, তোকে দু'ঘা ঝাঁটা মা'র্‌তে পারলুম না, এ খেদ কি আমার রাখবার জায়গা আছে!

দেমো। তুই এখন যা যা, বাবুসাহেবকে ঠান্ডা ক'রে বাসায় রেখে আমি আস্‌চি।

আলোক। কি বাপ চন্ড! তুমি আমায় ঠান্ডা কর্‌বে'? পার্‌বে না পার্‌বে না, সাত সমুদ্রের জল মাথায় ঢেলে ঠান্ডা কত্তে পার্‌বে না! ধবলাগিরির মতন বরফে ঢেকে রাখ্‌লে ঠান্ডা ক'ত্তে পার্‌বে না! অমৃত খাইয়ে ঠান্ডা ক'ত্তে পার্‌বে না! এ সে জ্বালা নয়, এ সে জ্বালা নয়, এ বুকের আগুন—নেবে না, নেবে না! তবে শ্যাম যদি আমার মতন জ্ব'লে বেড়ায়, শ্যামকে যদি আমার মতন করমেতি তাচ্ছিল্য করে, শ্যাম যদি আমার মতন কাঙাল হয়, শ্যাম যদি আমার মতন কেঁদে বেড়ায়, তা হ'লে কি হয় তা জানিনি! শ্যামের চক্ষের জলে কি হয় তা জানিনি! এখানে করমেতি নাই, চল্লুম—তাকে খুঁজতে চ'ল্লুম।

[দেমো ও আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ মুখপোড়া বৈরিগী—কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! অ মুখপোড়া বৈরিগী, কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! আমি বড় যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

করমেতি

কর। শ্যাম শ্যাম! তুমি কালো নও। সে ব'লে গেছে কালো, হিংসায় ব'লেছে কালো!

এই যে এই দিঘীর জল, দূরে দেখে ছিলুম কালো, কাছে নির্ম্মল ফটিক জল! আমার মন ব'লচে তুমি কালো নও। যদি তুমি কালো হ'তে, তা হ'লে তোমার নামে চারদিক আলোময় দেখি কেন! হিংসেয় বলে কালো, রিষ ক'রে বলে কালো।

আলোকের প্রবেশ

আলোক। এই যে করমেতি, তুমি এখানে বসে আছ? তুমি এখানে আসবে জান্‌তুম। তুমিও যেমন মনে মনে তোমার শ্যামকে জা'ন, আমিও তেমনি মনে মনে তোমায় জানি; কি ক'চ্চো জানি, কোথায় যাবে জানি। তুমি যখন যা কর, আমি মনে মনে দেখ্‌তে পাই। আহা, তুমি যদি একবার আমার পানে ফিরে দেখ্‌তে!

কর। কে তুমি?

আলোক। আমি কে ছিলুম, না এখন কে?

কর। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। একবার ব'সো, তোমার শ্যামকে ছেড়ে একবার আমায় দেখ। দেখ—আমার কি দশা হ'য়েছে দেখ! এ তুমি ক'রেছ, তোমার হেনস্তাতে আমি এমন হ'য়েছি। যে দিন তোমায় দেখেছি, সেই দিনই আমার স্বাধীনতা তোমার পায়ে রেখেছি। আমি খানসামা বেশে তোমায় দেখেছিলুম, সে বেশের তুল্য আমার প্রিয় বেশ নাই। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তুমি আমায় ভিখারী ক'রেছ, তবু কি তোমার দয়া হয় না?

কর। তুমি কি ব'ল্‌ছো, কি চাও?

আলোক। আমি তোমায় চাই, তোমায় দেখ্‌তে চাই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমি তোমার হ'তে চাই, তোমার পায়ে প্রাণ রাখ্‌তে চাই, তোমায় নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হ'তে চাই!

কর। আমি স্ত্রীলোক, তুমি আমায় কি ব'ল্‌চো?

আলোক। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'চ্চ? একলা ব'সে কি ক'চ্চ? ঘর ছেড়ে এসে কি ক'চ্চ? বাপ-মার কাছ থেকে চলে এসে কি ক'চ্চ? তুমি এক জনের মেয়ে, এক জনের বউ, এক জনের স্ত্রী, তুমি কার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চ? তুমি যদি শ্যামকে চাইতে পার, আমি তোমায় চাইতে দোষ কেন?

কর। তুমি আমায় চাও কেন?

আলোক। তুমি শ্যামকে চাও কেন?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, তা হলে শ্যামকে চাই ব'লে আমায় দুষো না।

আলোক। কেন দুষ্‌ব না, অবশ্য দুষ্‌ব! তুমি কুলস্ত্রী হ'য়ে একি তোমার আচার? তোমার বাপ-মা র'য়েছে, তোমার স্বামী র'য়েছে, তুমি শ্যামের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও! তোমার কলঙ্কে ভয় নেই, লজ্জায় ভয় নেই, ঘৃণায় ভয় নেই, তোমার মহাপাপে ভয় নেই?

কর। তুমি না ব'ল্লে আমায় ভালবাস?

আলোক। ভালবাসি, তাই ব'ল্‌চি। ভালবাসি, তাই তোমায় ভাল কথা ব'ল্‌চি।

কর। ভালবাস? যদি বাস, তুমি কি কলঙ্কের ভয় কর? তুমি কি লজ্জার ভয় কর? আমায় ভালবেসে যদি পাপ হয়, সে পাপকে কি তুমি ভয় কর? তুমি ব'ল্লে—আমার বাপ আছে, মা আছে, সোয়ামী আছে, সে ভয় ক'রে কি তুমি আমায় খুঁজ্‌তে ভয় কর? আমার কাছে থাক্‌তে ভয় কর, আমার কথা শুন্‌তে ভয় কর? যদি তোমার পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে, তা হ'লে তোমার মন বুঝে দেখ, তুমি ভালবাস না! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমার কোন ভয় নেই।

আলোক। আমি কে জান?

কর। একবার ব'লেছিলে আমার শ্বশুরে বাড়ীর খানসামা, এখন শুন্‌ছি মিছে।

আলোক। আমি তোমার স্বামী।

কর। আমি বিশ্বাস ক'ল্লুম, তারপর?

আলোক। তুমি আমার ধন আমার কাছে এস, আমি তোমায় যত্নে রাখ্‌বো; আমার কাছে থাক। আমি তোমার, তুমি আমার হও। হাস্‌ছো যে? এ কি হাসির কথা আমি কইলুম?

কর। তুমি ভালবাসা জান না, তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না; জান্‌লে তুমি ও কথা ব'ল্‌তে না, আমায় তোমার হ'তে ব'ল্‌তে না।

তুমি আপনার মনেই বুঝ্‌তে যে, যারে ভালবাসি তার, আর কারুর হওয়া যায় না। যদি ভালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও। আপনি আর কারুর হ'য়ে, তুমি আমায় তোমার হ'তে বল। কেন মিছে আমায় ব'ল্‌চো, কেন মিছে আমায় বোঝাচ্ছ'! আমার কি সাধ, আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াই! কি ক'র্‌বো উপায় নেই! তুমি যাও আর আমার কাছে থেকে কি ক'র্‌বে!

আলোক। তুমি ঘরে যাও, তোমার শ্যামকে খুঁজো না, একলা বনে বেড়িও না, তোমার শ্যাম ত এল না, তবে শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'র্‌বে! তুমি ব'ল্লে না, আমি ভালবাসা জানি নি? তুমি ভালবাসা জান না; ভালবাসা জান্‌লে, আমায় যেতে ব'ল্‌তে না। ভালবাসা জান্‌লে, আপনার মন দিয়ে আমার জ্বালা বুঝ্‌তে। ভালবাসা জান্‌লে, তুমি আমায় পর ক'ত্তে পার্‌তে না। আমি ভালবাসা জানি, তাই তুমি স্ত্রী হ'য়ে পরপুরুষের জন্য ঘোর' আমি দেখি, সহ্য করি; তোমায় ভাবি, তোমার ধ্যানে থাকি, তোমার পূজা করি! চ'ল্লে, একটা কথা শোন'।

কর। কি বল।

আলোক। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছ থেকে স'রে যাও কেন? শ্যামকে ভাব্‌তে হয় ভাব', শ্যামকে পূজা ক'ত্তে হয় কর, আমি তাতে ব্যাঘাত ক'র্‌বো না। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো, তাতে তোমার বাধা কি?

কর। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার স্বামী! তুমি কি শ্যাম! তুমি কি শ্যাম! কই তোমার চূড়া কই, তোমার বাঁশী কই, সে রূপ কই, সে গুণ কই, শোন' শোন'—ঐ বাঁশী বাজ্‌চে! ঐ শ্যাম বাঁশী বাজাচ্চে! সে মোহন বাঁশী ঐ বাজ্‌চে, ঐ বাজাচ্চে! আমার শ্যাম বাজাচ্চে, আমার শ্যাম বাজাচ্চে!

[প্রস্থান।

আলোক। আমি কাপুরুষ, না হ'লে এত সহ্য করি! আমার স্ত্রী আমার সাম্‌নে ব'ল্লে— শ্যাম আমার স্বামী, ওঃ এখনও তার প্রতি মমতা, এখনও তার আশা! ধিক্‌, ধিক্‌, আমার জন্মে ধিক্‌, আমার কর্ম্মে ধিক্‌, আমার ভালবাসায় ধিক্‌, আমার পুরুষত্বে ধিক্‌!

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। বাবুসাহেব, বাবুসাহেব!

আলোক। কে ও?

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো টাক্‌রা, থান্‌কে থান্‌ শ্যাম পাছার ক'রেছে।

আলোক। তুই কি চাস? স'রে যা, এখানে থাকিস নি।

টুক্‌রো। আমি কি চাই, স'রে যাব, এখানে থাকব' না! আমি জিজ্ঞেস ক'ত্তে চাই, তুমি হেথায় থাকবে কি বাসায় যাবে, কি পথে পথে ঘুর্‌বে? আমি স'রে যাব না, স'রে যাব না, স'রে যাব না, এখানেই থাকব, এখানেই থাকব! বাবুসাহেব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সোজা পথে চ'ল্‌তে জান না? তা তোমার দোষ নেই, আসনাইয়ে সোজা পথে চ'ল্‌তে দেয় না।

আলোক। তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌?

টুক্‌রো। তোমার ইস্তিরী, মুখের ওপর ব'লে গেল, শ্যামা বেটাকে চায়!—ওকে হয় মন থেকে দূর ক'রে দাও, নয় বাড়ীতে পুরে ধানে-চালে সিদ্ধ ক'রে খাওয়াও, শ্যামের পিরীতের ঘোর অতটা থাকবে না! পিরীত ভাল ক'র্‌তে, পেটের জ্বালার মতন ওষুধ আর নেই! দু'দিন ধানে-চালে দাও, তিন দিনের দিন শ্যামা শালাকে বাবা ব'ল্‌বে!

আলোক। টুক্‌রো, কাকে মন থেকে দূর ক'র্‌বো? অষ্টপ্রহর দিবানিশি মনে মনে গাঁথা র'য়েছে, মনের জপমালা হ'য়েছে!

টুক্‌রো। তবে বেটীকে বাড়ীতে নিয়ে পোর'।

আলোক। শুন্‌লি ত ও—শ্যামকে চায়, আমায় চায় না।

টুক্‌রো। দেখ্‌, অত ঝিম্‌কিনি পিরীতে মেয়েমানুষ ভোলে না। ও মেয়েমানুষ কি— পুরুষমানুষ কি, পেছনে ফিরেছ কি গুমোর হ'য়েছে! তবে শুন্‌বে, ভুনী ময়রাণী আমার জন্য ম'ত্তো, যেই বেটীর ওপর দরদ জন্মাল', অমনি বেটী নিতে নাপ্‌তের সঙ্গে আসনাই ক'ল্লে। আমি কেঁদে বাঁচিনি। ছিল যেই মাসী —তবে আমার পিরীত ছোটে! বেটী তিন দিন হাঁড়ী চড়ালে না, বামুন বাড়ী খেলে। যেমন পিরীতে কেঁদেছি, তেমনি পেটের জ্বালায়

পথে পথে ছুটি। তোমায় ত বলিছি—পেটের জ্বালা পিরীতের ভারি টোট্‌কা।

আলোক। টুক্‌রো, তোর ওষুধে আমার রোগ ভাল হবে না।

টুক্‌রো। তোমার রোগ কেন গো! তার শ্যামা ডাকা রোগ ভাল হবে।

আলোক। টুক্‌রো, দেখ্‌! সে শ্যাম শ্যাম করে, আমার কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়, কিন্তু ওর কষ্ট দেখ্‌লে আমি মরে যাব, এ আমার কি হ'ল!

টুক্‌রো। আচ্ছা দাঁড়াও, আর একটা বড়ি ঝাড়ি! ঐ শ্যামা ব্যাটাকে কাঁদাতে চাও?

আলোক। চাই, খুব চাই, তারে পথে পথে ঘোরাতে চাই। আমি যেমন জ্বল্‌ছি, তেমন জ্বালাতে চাই; আমি যেমন কাঁদ্‌চি তেমনি কাঁদাতে চাই; এ কিসে হবে বল, এ কিসে হবে বল?

টুক্‌রো। শোন', শেমো ব্যাটা মত্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে, ও বেটী তার পিছনে ফির্‌চে। আর কি জান, পুরুষ মানুষের মন, গরীব-গুর্‌বো দেখ্‌লে, যদি সুন্দরীও হয়, তাকে ঘৃণা করে; আর একটা কাল পেঁচা বড় মানুষ যদি হয়, অম্‌নি তাতে পিরীত জন্মায়। তুমি যদি তাকে নিয়ে ঘরে পোর' ত শেমো ব্যাটা, পিরীতের দায়ে না হ'ক, টাকার লোভে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

আলোক। শেমো কি ওর সন্ধান রাখে?

টুক্‌রো। রাখে না, একটা মেয়ে মানুষ পেছনে ঘোরে! দশ জন বন্ধু-বান্ধবের কাছে জাঁক করে যে, বেটী এমনি কেঁদে ফেরে, তার ভাতারকে চায় না, আমার জন্যে মরা, হাসে, ঠাট্টা করে, আর মাঝে মাঝে এর কাছে উঁকিটে-ঝুঁকিটে মারে, নইলে এতটা এর মন থাক্‌তো না।

আলোক। উঃ অসহ্য, আর সয় না! তুই যা বল্‌বি, আমি তাই ক'র্‌বো। আমি বন্ধ কর্‌বো, ধান খাওয়াব, শেমো ব্যাটাকে খুন ক'র্‌বো, করমেতিকে খুন ক'র্‌বো, আপনি খুন হব'।

টুক্‌রো। ওঃ—একেবারে সরগরম ক'রে তুল্লে যে! খুনখারাপীর নামটি ক'র্‌তে হবে না। কাল ভট্‌চাযকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, তার পর বাসায় এনে কায়দায় রেখে দাও। রাস্তার ধারের ঘরে রেখ', শেমো ব্যাটার সঙ্গে যাতে চোখাচোখী হয়; সে ব্যাটা আস্‌বেই আস্‌বে। আমি শালাকে বরকন্দাজ ধরিয়ে দেব, ব্যাটা পিরীতে না কাঁদুক, বরকন্দাজের গুঁতোয় কাঁদ্‌বে!

আলোক। বেশ কথা, বেশ কথা, ভট্‌চাযকে ডেকে নিয়ে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

করমেতি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা ও
ব্রাহ্মণ বালক-বালিকাগণ

গীত

বেহাগ—দাদরা

বালিকা। চাব না আর চাব না,
শ্যাম ত ভাল নয়।
বালক। জেনে শুনে শ্যাম কি করে নারীকে
প্রত্যয়?
বালিকা। শ্যামের মোহন বেণু শুনে,
ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি নিদয়!
বালক। ব'ল না করি মানা,
ব'ল তারে যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধ'র্‌লে
কত পায়!
শ্যাম ব'লে তাই সইল' অত,
নইলে কি কেউ সয়?
উভয়ে। যে ছল জানে তার সকল ছলা
হয়কে করে নয়!
বালক। ছি ছি ছি নয়কে করে হয়,
বালিকা। ওলো সই নয়কে করে হয়।

কর। তুমি এদ্দিনের পর এলে, আমি তোমায় কত খুঁজেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি, কি ক'র্‌বো, সময় নইলে ত আস্‌তে পারিনি!

শ্রীরাধা। ছি ছি ছি ওর কথা শুন না,
ওর কান্নায় ভুল' না ও শ্যামের কথাই কবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি ছি ওর কথা শুন না,

ওর কথায় ভুল' না ও সত্যি বলে কবে?
কর। তুমি শ্যামের কথা আমায় বল,
শ্যামের কাছে নিয়ে চল,
শ্যাম বিনে আর জানিনে ত,
যা হবার তা হবে।
শ্রীরাধা। ছুঁড়ি কেঁদে সারা হবে,
না জানি কত জ্বালা সবে।
শ্রীকৃষ্ণ। চাতুরী দাও ত রেখে,
ব'ল্‌চি কথা রেখে ঢেকে,
গুণের কথা ব'লে দেব' টেরটা পাবে তবে।
শ্রীরাধা। মেয়ে পেয়ে ক'চ্ছ হেলা
ব'কো না মিছে মেলা,
বলি যদি খোলা কথা আর কি হেথা রবে।
কর। আমার সকল প্রাণে সবে,
আমার শ্যামকে পাব' কবে,
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,
শ্যামকে পাব' যবে।
শ্রীরাধা। অমনি মনে কত্তুম বটে।
শ্রীকৃষ্ণ। ছুঁড়ী কি কথায় হটে!
কর। বল না শ্যামের কথা।
শ্রীরাধা। শুন' না পাবে ব্যথা।
শ্রীকৃষ্ণ। জেনেছে শ্যামের কদর কথাতে কি
চটে!
শ্রীরাধা। শুন্‌বে শ্যামের ভারি ভুরি,
তার আগাগোড়া সব চাতুরী,
বৃন্দাবনে ক'ত্তো মাখন চুরি।
শ্রীকৃষ্ণ। সরলা ব্রজের বালা—
শ্যামকে পেয়ে হেলা মেলা,
ছল ক'রে মন ভুলিয়ে শ্যামের গলায়
দিলে ডুরি।
শ্রীরাধা। সব কথা ব'ল্‌চি খুলে,
দাঁড়াত কদম্ব-মূলে,
ছল ক'রে রাধা ব'লে, ডাক্‌ত শ্যামের
বাঁশী।
জানে না ত এ যন্ত্রণা, আস্‌ত ভুলে
ব্রজাঙ্গনা,
মন-প্রাণ শ্যামকে দিত, দেখে বিনোদ হাসি!
শ্রীকৃষ্ণ। চ'লেছ যে ভাবি চোটে,
কথায় কথায় কথা ওঠে,
কল্‌সী কাঁকে ব্রজের বালা যেতেন যমুনায়,
নয়ন ঠেরে মজিয়ে তারে,
কাঁদালে বারে বারে,
বারে বারে কেঁদে কেঁদে
ধর্‌তো গে শ্যাম-পায়।
শ্রীরাধা। চ'লে তাই গেল মথুরায়।
শ্রীকৃষ্ণ। তাই গেল মথুরায়,
গোপীর লাঞ্ছনার জ্বালায়।
কর। মাথা খাও কথা রাখ বল না আমায়।
শ্যামকে যদি যতন করি
শ্যাম কি আমায় চায়?

গীত

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা

শ্রীরাধা। শ্যাম চেও না শ্যাম পাবে না
শ্যাম কি কারোয় চায়?
শ্রীকৃষ্ণ। ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্যাম,
ফির্‌বে কেন পায়।
শ্রীরাধা। শিখেছে শিখিয়ে গেছে,
ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছ ভাল ভোলায় অবলায়।
শ্রীকৃষ্ণ। শিখেছ কপট নারী,
নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি,
ছল জানে না ডাক্‌লে এসে ভয়ে ফিরে যায়,
চাতুরী সব চাতুরী কাজ কি আর কথায়!
বালকগণ। জেনে শুনে ঠেক্‌বে কেন দায়,
বালিকাগণ। ওলো শুনে হাসি পায়!
[করমেতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

পরশুরামের বাটী

কর। কোথায় গেল! কোথায় আমি! কই সে কুঞ্জবন কই, সে কুসুম-কলি কই, সে অলির ঝঙ্কার কই! এ কোথায়, এ কোথায় আমি, তারা কোথায় গেল! আমি শ্যামের কথা শুন্‌বো, তারা কোথায় গেল!

কৃত্তিকার প্রবেশ

মা! মা! তারা কোথায় গেল, তারা কোথায় গেল?

কৃত্তিকা। ছিঃ তুই কি পাগল হ'লি! বোঝ, কর্ত্তার কাছে পত্তর এসেছে। তোরে শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে। তোর শ্বশুর-বাড়ীর খান্‌সামা—তুই কি করিস—দেখে বেড়ায়। বয়েস হ'ল, একটু সোম্‌জে চল্‌, বুঝে দেখ্‌। যদি এদ্দিনের পর তোর সোয়ামী তোর খোঁজ

ক'রেছে, তুই অমন ক'রে পাগলাম' ক'রে বেড়াস্! ঘর ঘরকন্না হবে, ছেলে পুলে হবে, দশ জনের একজন হবি! আমি যেন পেটে ধ'রেছি, আমি তোর পাগ্‌লামো সইলুম, পরে কেন সইবে বাছা! সোয়ামী-ঘর ক'ত্তে হবে, এখন কি পাগ্‌লামো সাজে!

কর। মা, আমি ত আমার সোয়ামীকে ব'লেছি, আমি স্বামী-ঘর ক'র্‌বো না।

কৃত্তিকা। মর কালামুখী ধিক্‌জীবনী! তোর সোয়ামীর দেখা পেলি কোথা? সে রাজা রাজ্‌ড়া লোক, সে জমীদার লোক, সে তোমার এই কুঁড়ের ভেতর এয়েছিল, না?

কর। সে কি মা! তুমি কি জান না—সে যে আমাদের বাড়ী আসে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, এই যে ছিল কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। না, মেয়ে পাঠান' হবে না, এত ক্ষ্যাপা—এত উন্মাদ!

পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। বাম্‌নী, বাম্‌নী, অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা, আমি বিদেশ গিয়েছি!

কৃত্তিকা। কি গো! কি গো! অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এয়েছে!

কৃত্তিকা। কে এয়েছে গো?

পরশু। সেই খানসামা বেটা, আর তার সঙ্গে একটা বামুন, আর সে বামুনের একটা তল্‌পীদার।

কৃত্তিকা। তা এলেই বা, বড়মানুষ লোক—দু'জন লোক পাঠাবে না? তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এখানে থাক্‌বে, তাদের বাসা খরচ ফুরিয়েছে।

নেপথ্যে। "ঠাকুর মশাই--ঠাকুর মশাই বাড়ী আছেন?"

অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা, বাড়ী নেই—বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা! তোমার সকের অম্বিকে ক'দিন কাজ ক'ত্তে আস্‌চে নাকি?

পরশু। তবে তুই বল, তুই বল—বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা, আমি ব'ল্‌ব কি ক'রে!

পরশু। তবে খাড়ু খোল্, খাড়ু খোল্, আর একখানা ঠেঁটী প'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠ, মনে ক'র্‌বে—আমি ম'রেছি!

কৃত্তিকা। মিন্‌সে যেন কাপ!

নেপথ্যে। "ঠাকুর মশাই!"

পরশু। নে, নে, ঠেঁটী প'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে দেখা দে!

কৃত্তিকা। আহা কি ঢংই কর!

পরশু। তবে দে চালের বাতায় আগুন ধরিয়ে, ধু ধু ক'রে জ্ব'লে যাক্!

কৃত্তিকা। ওমা, মিন্‌সে নেশা ফেশা ক'রে এসেছে না কি!

পরশু। নেশা ক'রেছে! তুই নেশা ক'রেছিস্, নইলে অমন মেয়ে বিয়ুস! সর্ব্বনাশের যোগাড় ক'রেছে!

নেপথ্যে। "ঠাকুর মশাই!"

পরশু। বাড়ী নেই গো!

নেপথ্যে। "আরে ঐ যে ঠাকুর মশাই র'য়েছ!"

পরশু। কই!—ও বাম্‌নী।

নেপথ্যে। "ঠাকুর! জায়গা না দাও, মেয়ে পাঠিয়ে দাও, আমরা নিয়ে চ'লে যাই।"

পরশু। দাঁড়াও, এখনি, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। নে মাগী নে, মেয়ে সাজা!

কৃত্তিকা। ওমা বল কি গো! খ্যাপা মেয়ে কোথা পাঠাবে? না না সেকি হয়! ভাল কথা ব'লে দু'দিন খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় ক'রে দাও।

পরশু। বিদেয় ক'ত্তে চাস্ তুই কর্, আমি আলোয় আলোয় বিদেয় হই। খাওয়াও, ভট্‌চায্যি ব্যাটার হাঁ দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌বি!

কৃত্তিকা। আহা, দু'দিন পেটে খাবে বইত না গা!

পরশু। পেটে খাবে! ঐ খানসামা ব্যাটা চালের খড় চিবোয়! আর বোধ হ'চ্চে, তল্‌পীদার ব্যাটা খুঁটী খায়! তা তোরে সাফ কথা ব'ল্‌চি, মেয়ে পাঠাবি ত পাঠা, নইলে আমি বিদেয় হলুম।

কৃত্তিকা। হ্যাঁগা, তুমি মানুষ এলে অমন ক'র কেন?

পরশু। করি—খুসি।

কৃত্তিকা। সে দিন এই খানসামা মিন্‌সে কত সামিগ্রীপত্তর কিনে দিলে।

পরশু। সে ব্যাটা একাই সুদে আসলে আদায় দেবে। কলসীর চাল বেচ্‌বে, দুধের বাটী চোম্‌কাবে, তোর পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়্‌বে!

কৃত্তিকা। মিছে কেন অমন ক'চ্ছ গা?

পরশু। মিছে!

নেপথ্যে। "ঠাকুর মশায়! দিন মেয়ে পাঠিয়ে দিন, আমরা নিয়ে চ'লে যাই।"

পরশু। দ্যাখ্‌ মেয়ে পাঠাস ত ভাল, নইলে আমি এই বিবাগী হ'য়ে বেরুলুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। আজ যেন দু'দিন আমি আট্‌কে রাখ্‌লুম, পরকে দিয়েছি কি ক'রে রাখব'। ওমা! আমার পাগল মেয়ে কি ক'রে পরের ঘর ক'র্‌বে!

করমেতির প্রবেশ

কর। মা মা, তুমি কাঁদ্‌ছ' কেন?

কৃত্তিকা। মা, তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো মা!

কর। কেন মা! আমি ত তোমার মায়ায় কোথাও যেতে পারিনি মা, তা নইলে আমি এতদিন চ'লে যেতুম, দেশে দেশে শ্যামকে খুঁজ্‌তুম, তোমার মায়ায় প'ড়ে যেতে পারিনি মা!

কৃত্তিকা। ওমা! তোমায় শ্বশুর-বাড়ী পাঠাবে।

কর। আমি যাব' না।

কৃত্তিকা। তা কি হয় মা! পর্‌কে দিয়েছি, আর আমাদের জোর কি? মা, তোমার সোয়ামী এতদিন খবর নেয়নি তাই। এখন যখন সে নিতে পাঠিয়েছে, আর্‌ কি রাখ্‌তে পারি?

কর। তবে কি মা তুমি আমাকে বিদেয় দেবে?

কৃত্তিকা। বিদেয় দেব কেন মা! তুমি যার,—তার কাছে পাঠাব।

কর। তবে মা বিদেয় দাও, পাঠাও। মা,—তুমি আবার কাঁদ কেন? আমি যার, তার কাছে পাঠাবে ত কাঁদ্‌ছো কেন? আর কেন আমার মায়া ক'চ্ছ মা! তুমি যার, তার মায়া কর; আমি যার, তার মায়া ক'র্‌বো। তবে মা বিদেয় হই!

কৃত্তিকা। কেনরে করমেতি! তুই অমন হ'লি কেন?

কর। কি হ'লুম, কিছুই না! আমি ভাব্‌চি —আমি কার! এদ্দিন তুমি ব'ল্‌তে তোমার, বাবা ব'ল্‌তেন তাঁর; এখন শুন্‌চি তা নয়, আমি আর একজনের। কি জানি, সে যদি বলে —আমি তার নয়, আমি আর একজনের। আমি তোমার, আমি তার—এ ত দেখ্‌ছি কথার কথা! আমি সত্যি কার?

কৃত্তিকা। তোমার স্বামীর, যে তোমার ইষ্ট দেবতা।

কর। আমার স্বামীর, আমার ইষ্টদেবতার? তবে আমি তার কাছে চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। পাগল মেয়ে কি খেয়ালে বেরিয়ে গেল। এত ক'ল্লুম, কিছুতে ত সারল' না। এ মেয়ে আমি পাঠাব' কেমন ক'রে! পরে কি ঘরে জায়গা দেবে! কি ক'র্‌বো, ভেবে কি ক'র্‌বো! ঘরকন্না দেখিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আলোকের কক্ষ

করমেতি, আলোক ও টুক্‌রো

কর। কই! আমি যার—সে কোথা?

আলোক। প্রিয়ে, ভেব' না! আজ না হয় কাল শেমো ব্যাটা এখানে উঁকি ঝুঁকি মার্‌বে। টুক্‌রো, তুই আচ্ছা বুদ্ধি বার ক'রেছিস, বাহবা! কেমন চাঁদ, তোমায় হাতে পেয়েছি কি না বল? সোণার চাঁদ, পালাচ্ছিলে, জান না তক্কে তক্কে ফির্‌চি! কেমন শ্যামের নাম ক'রে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এনে পুরেছি!

কর। তুমি কি প্রতারক? তুমি কি মিথ্যাবাদী? তুমি কি আমার সঙ্গে ছল ক'রেছ? তুমি ব'লেছিলে আমায় ভালবাস, আমি প্রত্যয় ক'রেছিলুম! তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রেছিলুম! তোমার মুখ দেখে প্রত্যয় ক'রে-ছিলুম! ভালবাসায় ছল নাই জানতুম—তাই প্রত্যয় ক'রেছিলুম! তুমি কাকে ভুলিয়ে এনেছ,

ভাব্‌ছ' আমাকে? এই মাটীর দেহটাকে? মাটী প'ড়ে থাক্‌বে, আমি শ্যামের কাছে যাব! নিশ্চয় জেন--আমি শ্যামের কাছে যাব! আমায় এনেছ বটে, কিন্তু শ্যামছাড়া আমাকে এক তিলও ক'ত্তে পারনি! শ্যাম আমার অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ ক'রেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমি শ্যামের কাছে যাব, কেউ আমায় রাখ্‌তে পার্‌বে না। আমি শ্যামকে পাব, নিশ্চয় পাব! আমি শ্যামকে পাব, শ্যাম আমাকে বিশ্বাস দিয়েছে! আমার ভালবাসা—আমায় বিশ্বাস দিয়েছে! তুমি ভালবাস না, তোমার সর্ব্বদা অবিশ্বাস, তাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।

আলোক। টুক্‌রো, তোরে ব'লেছি ত কথার তুফান তুলে দেবে। ওর কথা শুন্‌লে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না, কেঁদে ফেল্‌বো। ও দুবার ছেড়ে দিতে ব'ল্লে এক্ষুণি ছেড়ে দেবো।

টুক্‌রো। তবে তুমি শ্যামকে জব্দ ক'ত্তে চাও না?

আলোক। চাই, খুব চাই। ওকে বেঁধে রাখ, আমি ছেড়ে দিতে ব'ল্লে ছেড়ে দিস্‌নি। আমি কাঁদি, মরি, তবু ছেড়ে দিস্‌নি; খবরদার ছাড়িস্‌ নি! টুক্‌রো, খবরদার ছাড়িস্‌ নি! হাঃ হাঃ! শামা ব্যাটা কেঁদে বেড়াবে, দে জানালা খুলে দে! দেখ্‌ শামা ব্যাটা এসেছে কি, কি? ব্যাটা কাঁদ্‌বে আমি হাস্‌ব। ব'ল্‌তে পারিনি—ব'ল্‌তে পারিনি, সত্যি যদি ওর জন্যে কাঁদে, সত্যি যদি ওর জন্যে ব্যথা পায়, টুক্‌রো, আমি শামের জন্যেও কাঁদ্‌বো! ওকে যে ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসবো।

টুক্‌রো। আর শামা ব্যাটা জাঁক ক'রে ক'রে বেড়াবে।

আলোক। বটে! ভাল বাসে না? খুব ক'রেছি। বাঁধ, বেঁধে রাখ, যাতে না পালাতে পারে। কেমন চাঁদ, পালাবে; শ্যামের কাছে যাবে? বাবা! আমি অল্পে ছাড়্‌চিনি; ভট্‌চায্যি তোমার বাপের কাছে খবর দিতে গিয়েছে, সে এলেই তোমায় ভৈরবীচক্রে বসাচ্ছি।

কর। শ্যাম, কি ক'ল্লে! তোমার নিন্দা শুন্‌চি, এখন' আমার দেহে প্রাণ আছে! এখন বুঝলুম্‌, কেন তুমি আমায় দেখা দাও না, তোমায় ভালবাসিনি—তাই দেখা দাও না; যদি ভালবাসতুম, তোমার নিন্দা শুনে এখনও বেঁচে আছি! শ্যাম, তুমি শেখাও, তুমি আমায় শেখাও, তোমার জন্য প্রাণত্যাগ ক'ত্তে শেখাও! তুমি ছাড়া ত আর আমার কেউ নেই, শ্যাম! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? যা, প্রাণ চ'লে যা, শ্যামের কাছে চ'লে যা! যে কাণে শ্যামের নিন্দা শুনেছি, সে কাণ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে চোখ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে দেহে এ পাপ-গৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা প'ড়ে থাকুক! তুই যা, তুই শ্যামের কাছে যা! গেলি নি, গেলি নি? তুই শ্যাম-অনুরাগিনী নোস্‌।

টুক্‌রো। তুমি মরদ বেটাছেলে—না, কি? আপনার ইস্থিরি, যাও না—কাছে যাও না। আমি চ'ল্লুম। তুমি কাছে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দুট' আলাপ কর। তোমার ঘেঁষ না পেলে কি শামাকে ভুল'বে?

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। চাঁদবদনি, তোমার কাছে যাই, কি বল', কি বল? রাগ ক'রো না। আচ্ছা, আমি কাছে যাব না, জানলা খুলে দেখ দিকি, তোমার শ্যাম এলো কি? রাস্তার ধারের জানলা খুলে দেখ', তোমার শ্যামের দেখা পাবে।

কর। শ্যাম শ্যাম, তুমি আমায় বারণ ক'র্‌চ, তাই আত্মঘাতিনী হব না। তুমি আমায় আশা দিচ্চ, তোমায় পাব—তাই প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো না।

আলোক। খো'লনা খো'ল না, জানালা খো'ল না, ঐ রাস্তার ধারে শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে। খুল্লে না? এই আমি খুল্‌চি, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! ভয় নেই, ছোঁব' না, স'রে যেও না। ইস্‌! ছুঁলে গায় ফোস্‌কা প'ড়্‌বে, না? আচ্ছা আমি স'রে যাচ্চি, তুমি যাও, জান্‌লার কাছে যাও, ঐ তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! বাঁশী না কি বাজায়?—পোঁ—পোঁ—ঐ বাজাচ্চে! যাও—জানালার কাছে যাও, আমি স'রে দাঁড়িয়েছি।

কর। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।

আলোক। তা কি হয় সোণার চাঁদ! তা হ'লে কি তেতালার ঘরে পুরি? আচ্ছা, তোমায়

ছেড়ে দেব', তুমি খাও, সমস্ত দিন খাওনি, তুমি খাও। খাও, খাও ব'ল্চি, নইলে আমি জোর ক'রে খাইয়ে দেব। খেলে না, খেলে না? তবে আমি যাচ্চি, তোমায় ধ'রে খাইয়ে দিচ্চি। জোরে পা'র্বে?

কর। এস' না, কাছে এস' না। আমার প্রাণের মমতা নেই, আমি উন্মাদ, আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমায় মানা ক'রেছে, তাই এখানে আছি; আমি শ্যামের কথায় এখানে আছি, তাই এ পাপদেহ ত্যাগ করিনি। তুমি ছল ক'রে আন' নি! শ্যাম আমায় এখানে এনেছে। শ্যাম দেখ্ছে, আমি তার জন্যে কত সই। শ্যাম, অনেক স'য়েছি, আর সইব না! তুমি মানা ক'ল্লেও আর সইব না। আমায় পরে স্পর্শ ক'ল্লে সইব না। শ্যাম, শ্যাম—কোথায় তুমি! ঐ যে শ্যাম, ঐ যে শ্যাম দাঁড়িয়ে র'য়েছে—শ্যাম, শ্যাম!

[জানালা দিয়া প্রস্থান।

আলোক। কি ক'ল্লুম, কি হ'ল, আত্ম-ঘাতিনী হ'ল! (মূর্চ্ছা)

টুক্রো, বরকন্দাজদ্বয়, পরশুরাম ও আগমবাগীশের প্রবেশ

আগম। আমি এত কি জানি ব'লুন! আমায় পত্তর দেখালে, আমি ভাব্লুম—কে নতুন খানসামা বাহাল হ'য়েছে! আজ বাবু-সাহেবের কাছ থেকে এই পত্তর পেয়ে তবে বুঝ্লুম। এই দেখ্ছেন—এই বেশ দেখ্ছেন, এই খানসামার ভান ক'রেছিল। ও একজন লম্পট, এই পত্রে দেখুন—শীলমোহরটা জাল ক'রেছিল। বরকন্দাজ, তোল' তোল' ধর, মদ খেয়ে প'ড়ে আছে।

পরশু। আমার কন্যা কোথা?

আগম। এই এদিক ওদিক কোথা গিয়েছে।

১ বরক। ওরে নরা, এ যে লাশ্ রে!

২ বরক। বরাতে কাঁদা বওয়া আছে, কে ছাড়ায় বল'!

আলোক। এ সব কে, এ সব কে! করমেতি কোথা, ভট্চায, করমেতি কোথা? কোথা? করমেতি কোথা? করমেতি কোথা পালিয়েছে, পালিয়েছে, আমার করমেতি পালিয়েছে, ঐ জানালা গ'লে পালিয়েছে।

[আলোকের জানালা দিয়া প্রস্থান।

২ বরক। (জানালা দিয়া দেখিয়া) ওঃ মুন্দর হ'য়ে প'ড়েছে!

পরশু। অ্যাঁ, আমার মেয়েকে খুন ক'রেছে! জান্লা থেকে ফেলে দিয়েছে!

১ বরক। আর তুমি যেমন ঠাকুর, জান্লা থেকে ফেলে দিয়েছে! তা হ'লে তোমার মেয়ে ঐ খানেই গুঁড়ো হ'য়ে থাকত'। এ তেতালার ঘর, উঁচু যেন পাহাড়, অমনি তামাসা বটে!

টুক্রোর প্রবেশ

টুক্রো। এ কি, বরকন্দাজ কেন?

আগম। টুক্রো, করমেতি কোথা লুকিয়েছে, খোঁজ! পুরুত মশাই! চলুন, লম্পট ব্যাটা যদি বেঁচে থাকে, নিয়ে কয়েদ ঘরে পুরিগে। টুক্রো, বুঝেছিস্ ও জাল খানসামা, বাবুসাহেবের ওখান থেকে শিলমোহর করা চিঠি এসেছে।

টুক্রো। সব বুঝেছি!

আগম। যা, যা, খুঁজ্কে যা; আমি ও লম্পট বেটাকে নিয়ে রাজার বাড়ী যাই।

পরশু। হায় কি হ'ল! আমার মেয়ে কোথায় গেল!

[টুক্রো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

টুক্রো। ওঃ তোমার এত বুদ্ধি, এত সয়তানি! তাই চাবি খুলে শীলমোহরটা বার ক'রে নিয়েছিলে, না! বাবু-সাহেবের সাদা প্রাণ, মদের মুখে চাবিকাটিটে ফেলে দিয়েছিল। ভট্চায চোরের উপর বাটপাড় হয়, আমি বেইমানের ওপর সয়তান!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা, মন্ত্রী, আলোক, পরশুরাম, আগমবাগীশ ইত্যাদি

রাজা। হাঃ হাঃ, তোমার অদ্ভুত রচনা-শক্তি! খানসামা সেজে আপনার পরিবার বার ক'র্ত্তে গিয়েছিলে, এ কথায় আমায় প্রত্যয় ক'র্তে বল?

আলোক। মহারাজ! আমি মিথ্যা বলিনি। আমি মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অশেষ দোষের আকর। মিথ্যা কথা কইনি এমন নয়, কিন্তু

আর আমার মিথ্যার আবশ্যক নেই। আমি করমেতিহারা হ'য়েছি, জগৎ শূন্য দেখ্‌ছি! আমার প্রাণ শূন্য, সকলি শূন্য! আমি উদাসী, আর আমার মিথ্যা নাই! করমেতি আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আমার পাপসঙ্গ ত্যাগ ক'রেছে, সে নিরাহারে চ'লে গিয়েছে! আমার জীবনে সাধ নাই, ধনে সাধ নাই, মানে সাধ নাই। মহারাজ! আমার মিথ্যা ব'ল্‌বার পৃথিবীতে আর কোন প্রলোভন নাই।

পরশু। না, তুমি কি মিথ্যা কথার মানুষ!

আগম। বাপু! তোমার ত ছল এক রকম নয়। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে ব'লেছ' যে, আলোকের কাছ থেকে আসছ, সুতরাং বাসায় স্থান দিলেম; শীলমোহর জাল ক'রেছ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ—অত কি বুঝি! খরচ পাতি যোগায়, বলে আলোক পাঠিয়ে দেয়, সুতরাং বিশ্বাস জন্মাল!

আলোক। ভট্‌চায, তুই কি চাস্‌? তুই কি লোভে আমার সঙ্গে কৃতঘ্নতা ক'ল্লি? আমি তোর দৈন্য-দশা ঘুচিয়ে অতুল সুখে রেখেছি, তোর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা ক'রেছি। তুই আমার যথাসর্ব্বস্বর অধিকারী হ'তে পাত্তিস্‌। আমি করমেতির জন্যে বিবাগী, তোরেই আমি সব দিতেম! ভট্‌চায, তুই আমার ঠেঙে একটা কথা শেখ্‌! পাপের সাজা পাপ, আর যমপুরের সাজার অপেক্ষা করে না। আমি অনেক জ্ব'লে বুঝেছি: তুইও বুঝ্‌বি, সকলে বুঝ্‌বে, অন্ততঃ মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে।

রাজা। মন্ত্রি, কিছু বুঝ্‌চ'?

মন্ত্রী। মহারাজ, না!

আগম। আর বুঝবেন কি, ও মহা লম্পট!

আলোক। মহারাজ, যদি আমার ছল বুঝে থাকেন, যদি আমায় কপট বুঝে থাকেন, যদি আমায় লম্পট বুঝে থাকেন—বুঝুন! যে সাজা হয়—আমায় দিন। যদি প্রাণদণ্ড ইচ্ছা হয়—করুন। একটি মিনতি রাখ্‌বেন, এ চণ্ডালের হাতে করমেতিকে কখন' অর্পণ ক'র্‌বেন না! আর করমেতির দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, সে সত্যের প্রতিমা মিথ্যা ব'ল্‌বে না, করমেতির ঠেঙে শুন্‌বেন, আমি যে হই, আমি তারে ভালবাসি। মহারাজ! দণ্ড দিন, আর আমার কিছু ব'ল্‌বার নেই।

রাজা। মন্ত্রি! বিশেষ অনুসন্ধান কর, রাজাজ্ঞা পরে হবে। আপাততঃ এ ব্যক্তির বৈদ্যের বাটীতে চিকিৎসা হ'ক্‌, যেন সতর্ক প্রহরী থাকে।

আলোক। করমেতি! করমেতি! তোমায় কি আমি মার্‌লুম! তুমি শ্যামের কাছে প্রাণ-ত্যাগ করা শিখ্‌তে চেয়েছিলে, আমায় এসে শিখিয়ে দিয়ে যাও, কি ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে হয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

করমেতির অন্বেষণে রাজদূতগণের গমনাগমন;
পরে করমেতির প্রবেশ ও
চলিতে চলিতে পতন

কর। আর শক্তি নাই, আর কোথায় যাব! বুঝি অন্তকাল উপস্থিত। চক্ষু, যখন শ্যামকে দেখ্‌তে পাওনি, আর আলোয় তোমার কাজ কি, অন্ধকারেই থাক! কাণ, যখন শ্যামের কথা শুনতে পাওনি, তোমার আর শোনবার সাধ কেন, আর কোন রব শুনো না! পা, তুমি আমায় শ্যামের কাছে নিয়ে যেতে পারনি, এই খানেই অবশ হ'য়ে প'ড়ে থাক! হাত, তুমি শ্যামকে ধরনি, তোমায় আর আমার কাজ নাই। হৃদয়, তুমি শ্যামকে স্পর্শ করনি, এই খানেই মাটীতে মিশাও!

নেপথ্যে। "ওরে আয়, আয়, এই দিকে আছে, এই দিকে আছে।"

কর। ওঃ যেন বজ্রের শব্দ! ঐ যে রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌চে। শ্যাম! শ্যাম! কোথায় লুকুব, কোথায় যাব! একটা মরা মোষ প'ড়ে আছে না? এই যে, তুমি আমায় লুক'বার জায়গা ক'রে দিয়েছ! শৃগাল, তুমি যে আমার এত উপকার ক'র্‌বে, তা আমি জানতেম না! তুমি ওর পেটের ভেতর সেঁধুবার বেশ পথ ক'রেছ। আমি এর ভেতর প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

রাজদূতগণের প্রবেশ

১ দূত। কই কোথায় গেল, এই খানে ছিল না?

২ দূত। তুই যেমন কেলো শালার কথা শুনিস?

৩ দূত। ছিল, এই খানে ছিল, একটা ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম।

৪ দূত। ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম! ঐ একটা পচা মোষ প'ড়ে আছে ঐটে, না? নে নে, রাজার হাজার টাকার তোড়া মেরে নে! ওঃ, কি দুর্গন্ধ! শেয়ালে খেয়ে পেট্‌টা পচিয়ে ফেলেছে।

১ দূত। নে এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌, সে জোয়ান ছুঁড়ী, তায় নষ্ট দুষ্টু, মনের টানে দৌড়েছে।

[প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। নিশ্চয় দেখেছি, কিন্তু গেল কোথা! কি ভূতে উড়িয়ে দিলে! এখানে কি কোন গর্ত্ত গাড়া আছে, তার ভেতর লুকুল'?

নেপথ্যে করমেতি। "যমদূতেরা চ'লে গিয়েছে, এইবার বেরুই।"

টুক্‌রো। ঐ যে, একি পচা মোষের ভেতর লুকিয়ে ছিল!

করমেতির পুনঃ প্রবেশ

কর। কোথায় যাব! কোন্ দিকে শ্যামকে পাব! শ্যাম! যখন জান্‌লা থেকে প'ড়েছি, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ, যখন যমদূত ধ'ত্তে এয়েছে, তখন তুমি আমায় লুকিয়ে রেখেছ, কোন্ পথে যেতে হবে, আমায় মনে মনে ব'লে দাও। শ্যাম! আর যে চ'ল্‌তে পারিনি, এই খানেই শুই।

টুক্‌রো। উঃ! দুট' মনে ভারি ঝগড়া বেধে গেল। দাঁড়া, বুঝি। তুমি কি ব'লচ' বল? তুমি ব'লচ'—নষ্ট। শ্যামা কে? না—একটা ছোঁড়া, তার সঙ্গে আসনাই হ'য়েছে, সে চ'লে গিয়েছে। কেমন? আচ্ছা, তুমি কি ব'লচ'? তুমি ব'লচ, যে খুঁজেছ, শামা ব'লে কোন ছোঁড়া নেই, কেউ ছিল' না। তুমি ব'লচ', কে ছোঁড়া নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর এত আসনাই, ও কি তার নাম জানে না, ও কি তার বাড়ী চেনে না? আর রোস' না! একজন একজন ক'রে কথা শুনি। ইস! দুট' মনে আবার ভারি ঝগড়া বেধে গেল। আচ্ছা এ ঝগড়াটা কিসের? রাজা তার পুরুতের খাতিরে ব'লেছে, যে ধ'রে এনে দেবে, তাকে হাজার টাকা দেবে। কেমন? আমি হাজার টাকা চাইনি। ওর ওপর আমার দরদ হ'য়েছে। কেন? চোরকে কে বলে, "জল খাবে," চোরের হ'য়ে কে বলে, "মারছ' কেন?" কেন?—খুসি! ওরে হাজার টাকা! হুঁঃ! হাজার টাকা! নোব' না। হাজার টাকা! নোবো না—না, না। আর তোর সঙ্গে ঝগড়া কি ভাই—খুসি।

কর। কোথায় যাব, কোথায় যাব!

টুক্‌রো। আচ্ছা হ্যাঁগা! কোথায় যাবে জান না, সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে পড়েছ' কি' করে? আর ঐ পচা মোষটার ভেতরে সেঁধুলে! আর তোমার শাম কে? আমিও শালাকে ঢের খুঁজেছি। বলি, কে ওর শাম? এখন আমার মনে হয়, হয় তোমার শাম কোন উপদেবতা আর নয় সেই উড়ে ব্যাটা যে শ্যামের গান গেয়ে নাচ্‌তো—সেই কালাচাঁদ শ্যাম।

কর। হ্যাঁ হ্যাঁ কালাচাঁদ শ্যাম? কি ব'লে গান গাইত'? কি ব'লে উড়ে নাচ্‌ত?

টুক্‌রো। (সুর করিয়া) বাঁশরী কৌচি রধা রধা,
শ্যাম কাঁদি কাঁদি কৈলা বাট কদা।
ব'কা শাম—আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো॥

কর। এই শ্যাম। এ শ্যাম কোথা?

টুক্‌রো। শোন! তোমার কথাটার ভাব বুঝি। এক বেটা ভট্‌চায্যির টোলের কানাচে লুকিয়ে ছিলুম, বরকন্দাজ তাড়া ক'রেছিল। ভট্‌চায্যি বেটা বিন্দাবনে ছিল, এক শ্যামের কথা ব'ল্‌ছিল। বেড়ে গল্প জমালে, তার মা'র নাম ছিল যশোদা, বাপের নাম ছিল নন্দ। তারা গয়লা, গরু চরাত' আর গয়লানীর সঙ্গে আসনাই ক'ত্তো, একটা ভাল গয়লানী ছিল—তার নাম রাধা। গল্পটি বেশ ব'ল্লে, শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

কর। এই আমার শ্যাম! এই আমার শ্যাম! এই শ্যামকে খুঁজি। কোথায় জান' কি?

তোমার সঙ্গে ভাব আছে? আমাকে দেখাতে পার? আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার'? কোথায় সে? কি করে? তার বাঁশী শুনেছ?

টুক্‌রো। তুই বেটী ছরকট ক'ল্লি। আমার কথা শোন। গা-টা ধো। আমি এক খানা কাপড় কিনে আন্‌চি, সেই খানা পর্। চল্, একটা বাসায় চল্, তোরে কিছু খাওয়াই। প্রাণে বাঁচ্‌লে তবে শ্যামকে পাবি—না এ মাঠে ম'রে পাবি? আর ওঠ্ ওঠ্, চার্‌দিকে তোর তল্লাসে লোক ঘুর্‌ছে। হাজার হাজার টাকা, অমনি ত সোজা নয়।

কর। চল' কোথায় যাবে, আমায় লুকিয়ে রাখ্‌বে চল'।

টুক্‌রো। তবে আয় -এদিকে আয়, এখানে একটা পুকুর আছে, গা ধুয়ে নে। বেটী তুই নিঘিন্নে বড়, পচা মোষটার ভেতর সেঁধুলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

দেমো ও অম্বিকা

দেমো। মাসী! সাবধান, কে আস্‌চে।

অম্বিকা। খুব সাঁবধাঁন আঁছি।

দেমো। মাসী, তোর আওয়াজে আমার বুক কাঁপে! আমার সঙ্গে সাদা সিদে কথা ক'।

আগমবাগীশের প্রবেশ

আগম। ঘোড়া হওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। টকাটুক্ চার পায়ে না বেরিয়ে যেতে পাল্লে ত এখনি বেঁধে নিয়ে যাবে। ধরা প'ড়ে গিছি বাবা! বেটা মুর্খ রাজা, আমার কথাটা বিশ্বাস কল্লে না হ্যা!

অম্বিকা। হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ!

আগম। এ বেটী একটা মাদোয়ান ঘুড়ী দেখ্‌চি, যখন সাড়া দিয়েছে, আমিও সাড়া দিই —চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যাঁ কেঁর‍্যাঁ!

আগম। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যা কেঁর‍্যাঁ!

আগম। তুমি অমন বেরসিক মাদোয়ান হ'লে আমি কি ক'র্‌বো বল', বার বার চিঁ হিঁ ক'ড়ে সাড়া দিচ্চি, তুমি ত শুনেও শুন্‌বে না।

অম্বিকা। তোঁর ঘাড় ভাংবোঁ, তোঁর ঘাড় ভাংবো।

আগম। আঁমি চাঁট ছুঁড়্‌বো, আঁমি চাঁট ছুঁড়বো, চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। আঁমি পেত্নী তাঁ জাঁনিস্?

আগম। আমি ঘোড়াভূত তা জান'?

দেমো। মাসী, মাসী! আঁৎকে প'ড়েছে কি?

অম্বিকা। পোড়া কপাল! এ পোড়ার মুখো ভট্‌চায্যি!

আগম। হ্যা দেখ দামু! এখন আর আমার টিকি নেই, ও আমার বালাম্‌চি! মাঠের মাঝ-খানে ভূতই হও, আর যাই হও, বালাম্‌চি ধ'রেছ কি চাঁট ছেড়েছি! তবে এক পাত্তর এক পাত্তর টান্‌তে চাও, আমি নারাজ নই।

দেমো। পাঁলা ব্যাঁটা, নইলে তোঁর ঘাড় ভাংবো!

আগম। কাছে এস না, কাছে এস না, আমি দরিয়া সাই ঘোড়া, বেঁকে কামড় দেব'!

অম্বিকা। ওরে! পার্‌বি নি পার্‌বি নি। এখনি চিঁহিঁ ডেকে কাণ ঝালাপালা ক'র্‌বে; আমি দাঁত খিঁচিয়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিলুম, তাতে কিছু হয় নি।

দেমো। ভট্‌চায! তুই এখানে এয়েছিস্ কি ক'ত্তে?

আগম। রাজার আস্তাবোল থেকে পালিয়ে।

দেমো। মাসী, একটা বুদ্ধি ঠাওরাও! বোধ হয় বেটা আসামী হ'য়ে পালিয়েছে। ঐ যে দুট' মানুষ তখন গেল, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গেল, "ভট্‌চায্যি বেটাকে ধত্তে পাল্লে হয়।" বুদ্ধি করত, এই ভট্‌চায্যি না?

আগম। আর বুদ্ধি ক'র্‌বে কেন বাবা, আমি টগাবগ চ'লে যাচ্চি!

[প্রস্থান।

দেমো। ধর্ বেটাকে! ধ'রলে কিছু পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে আগম। চিঁ—চিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ।

[উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

রাজা, আলোক, ভিষক, ও মন্ত্রী

রাজা। বাবা আলোক! আমি তোমায় অহেতু যন্ত্রণা দিয়েছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি করমেতির অন্বেষণে নানা স্থানে লোক পাঠিয়েছি, নিশ্চয় তারা তার তত্ত্ব পাবে, তুমি উদ্বিগ্ন হ'ও না।

আলোক। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বড় লেগেছে বড় লেগেছে, কিছু খায়নি কিছু খায়নি! আমি তারে উপ'সী রেখেছিলুম, আমি তারে কয়েদ ক'রেছিলুম। সে আমার নেই, আমি ত র'য়েছি, আমি ত র'য়েছি!

রাজা। ভিষক, কি বুঝ্‌চ'?

ভিষক। মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য, আবদ্ধ ক'রে রাখা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। ও করমেতিকে খুঁজ্‌তে চায়।

আলোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, করমেতিকে চাই, করমেতিকে চাই। কোথায়—কোথায়? না, না; সে আমার নেই! বড় উঁচু বড় উঁচু, সে আমার নেই, সে আমার নেই!

রাজা। করমেতি আছে, তুমি ভেব' না।

আলোক। ভাব্‌ব' না! কি ভাব্‌ব' না? না কিছু ভাবনা নেই। সে নেই! ভাব্‌ব' কি? কার জন্য ভাব্‌ব'? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, আর খানসামা হ'য়ে তার সঙ্গে ঘুর্‌তে হবে না।

রাজা। আহা, আমিই এর সর্ব্বনাশের কারণ! মন্ত্রি, আগমবাগীশের কোন তত্ত্ব হ'ল? আমি ব্রহ্মরক্ত দর্শন ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ! এখনও ধরা পড়েনি।

রাজা। বৈদ্যরাজ, কোন উপায় আছে?

ভিষক। ঔষধের দ্বারায় কোন উপায় নাই। তবে কখন' কখন' স্থান পরিবর্ত্তন—দৃশ্য পরিবর্ত্তনে উপায় হয়।

রাজা। ওঃ! আগমবাগীশের শিরশ্ছেদ না ক'ল্লে আমার শান্তি হ'চ্চে না! সে ব্রাহ্মণ নয়—চণ্ডাল, কৃতঘ্ন, তার প্রাণ বধই উচিত।

আলোক। মহারাজ! কাকে মার্‌বেন? আগমবাগীশকে? মার্‌বেন না, মার্‌বেন না, মার্‌বেন না। ও তাকে পাবার জন্য ছল ক'রেছে। সে সুন্দরী, তারে পাবার জন্যে দেবতাও ছল করে। কিন্তু কেউ স্ত্রীবধ করে না, ও হো—হো!

রাজা। বাবা আলোক! তুমি আমার কথা প্রত্যয় ক'চ্চ না? করমেতি বেঁচে আছে, তুমি খুঁজ্‌তে যাবে?

আলোক। কোথায় যাব? যদি বেঁচে থাকে ত শ্যাম যেথা থাকে—সেথায় গিয়েছে। শ্যাম কোথায় থাকে জান? সে শ্যাম যে সে নয়, কোন' দেবতা, নইলে দেবীর মন আকর্ষণ ক'ল্লে কি ক'রে? তার বাঁশী আছে, অতি মধুর বাঁশী, আমার করমেতি শুনে ভুলেছে!

রাজা। মন্ত্রি, কিছু বুঝ্‌তে পার?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি—বিষয় বুদ্ধি; এ যে প্রেমের তরঙ্গ দেখ্‌চি! এতে আমি প্রবেশ ক'ত্তে পারব না। সত্যই করমেতি শ্যাম-প্রেমে উন্মাদিনী, নচেৎ ও জান্‌লা থেকে প'ড়ে বালিকা পালাতে পারতো না। এও প্রেমোন্মাদ, বাতুল নয়। বোধ হয়—শ্যামচাঁদের কোন অদ্ভুত লীলা!

রাজা। মন্ত্রি, আমারও ঐরূপ অনুভব হয়। চল', আমরা একে নিয়ে করমেতিকে অন্বেষণ করি। আলোক, তুমি করমেতিকে খুঁজ্‌তে যাবে? এস, আমি যাচ্চি এস। মন্ত্রি, ভ্রমণের আয়োজন কর। এস, আমার সঙ্গে এস। আজই আমরা যাব'।

আলোক। যাব? কোথা যাব? শ্যামকে চেন?

রাজা। চল না, খুঁজে দেখি।

আলোক। তবে চল'।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

শ্রীকৃষ্ণ ও করমেতি

শ্রীকৃষ্ণের গীত

আশাভৈরবী—দাদ্‌রা

বাজিয়ে বাঁশরী—ফেরে যমুনা তীরে,
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম
সদাই ভাসে নয়ন নীরে!
যদি কেউ হয় মনের মতন,
কত সে করে তায় যতন,

আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম বন;—
রুনু ঝুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে—
নেচে যায়, চায় ফিরে ফিরে।
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও—
নাই ত তার মতি হীরে।

কর। তুমি এয়েছ? যখন মাঠে প'ড়েছিলুম, মনে ক'রেছিলুম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শ্যাম কি আমার কথা কয়?

শ্রীকৃষ্ণ। কয় না? তার রাতদিনই তোমার কথা।

কর। কি বলে, কি বলে?

শ্রীকৃষ্ণ। বলে আমি রাত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

কর। কই, কই? এইটি শ্যাম মিছে কথা ব'লেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে যেমন ব'ল্লে ভাই! সত্যি মিছে তুমি বোঝ ভাই।

কর। আচ্ছা, দেখা দেয় না কেন? কথা কয় না কেন? ব'ল্‌চ—মনে মনে দেখা দেয়, স্বপনে দেখা দেয়, সাম্‌নাসাম্‌নি দেখা দেয় না কেন? ব'লো না—দেখা দিতে, ব'লো ব'লো। আমি একবার দেখব', তারপর দেখা পাই না পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সে ভাই নানান্ কথা বলে, শুনলে আবার তোমার রাগ হবে। সে সব কথায় কাজ নেই।

কর। কার উপর রাগ হবে? শ্যামের উপর? না না, শ্যামের উপর রাগ ক'র্‌বো না। বল না বল না—কি ব'লেছে বল' না!

শ্রীকৃষ্ণ। সে বলে কি জান, দেখা দেব কি, আমি রাখাল মানুষ, গরু চরিয়ে বেড়াই, যদি সে কিছু চেয়ে বসে—তখন আমি কোথায় কি পাবো!

কর। না না আমি কিছু চাইনি, আমি একবার তারে দেখ্‌তে চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সে বলে—অমন বলে! আবার দেখা পেলেই ব'ল্‌বে—এ দ.ে তা দাও।

কর! শ্যাম তবে আমার মন জানে না। শ্যাম তবে আমার মনের ভেতর নেই! শ্যাম অতি নিঠুর। শ্যামের এ কপটতা। শ্যাম আমায় দেখা দেবে না, তাই ছল ক'রেছে। তুমি ব'লো—সে বড় নিঠুর, আমি কিছু চাইনি সে জানে! ছল, ছল, আমি সুধু শ্যামকে চাই। না না, শ্যামকেও চাইনি—সে আমার মন বোঝে না, সে আমার মন বোঝে না, আর আমি শ্যামকে চাইনি!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ত ব'লেছিলুম ভাই, তুমি রাগ ক'র্‌বে।

কর। না না, রাগ নয়। যে বুঝেও বোঝে না, তারে বোঝাব কি ক'রে! সে আমায় চায় না, তাই ভান করে। তা বেশ! আমি যদি তারে না চাইলে সে ভাল থাকে, সে ভাল থাকুক, আমি তারে চাইনি।

শ্রীকৃষ্ণ। ওহে এত রাগ, যদি সে তামাসা ক'রেই একটা কথা ব'লে থাকে।

কর। না না, তামাসা নয়, এ মর্ম্মান্তিক কথা! দেখা না দেয় না দিক্—কেন, মিছে কথা কেন? আমার ত তার উপর জোর নেই, সে ত আমায় ভালবাসে না,—ব'ল্লেই হয়—আমি দেখা ক'র্‌বো না। থাক্ আর শ্যামের কথা কোয়ে কি ক'র্‌বো!

শ্রীকৃষ্ণ। তা আমার উপর রাগ ক'চ্চ কেন? শ্যামের কথা না কও, এস না, আর পাঁচটা কথা কই।

কর। তোমার উপর রাগ ক'চ্চি কেন, তুমি ব'লেছ তোমার শ্যামের মতন চেহারা! তুমি বল—তুমি শ্যামের মতন নাচ, শ্যামের মতন গাও। শ্যামকে ত দেখ্‌তে চাই-ই নি, যে শ্যামের মতন—তাকেও দেখ্‌তে চাইনি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে চল্লুম।

কর। দাঁড়াও, একটা কথা। শ্যামের দেখা পেলে ব'ল' যে, সে ছাড়া চাইবার মতন জিনিস কি আছে—তা'ত আমি জানি নি। যদি কিছু থাকে ত আমি ভিক্ষা ক'রে তাকে দেব'। আমার মতন ব্যাকুল হ'য়ে যে তাকে ডাক্‌বে, যেন কিছু দেবার ভয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে না, তারে দেখা দেয়। চাইবার মতন কি জিনিস আছে, শ্যামের ঠেঙে জেনে আমায় ব'লে যেও, আমি ভিক্ষে ক'রে এনে তোমার ঠেঙে দেব', তুমি শ্যামকে দিও। জেনে এসে ব'লো, আমার মাথা খাও, দেখি তার ছলটাই কত!

শ্রীকৃষ্ণ। সে যদি ব'ল্লে ভাই, চাইবার মতন

জিনিস ঢের আছে! কেন, চাইবার মতন নেই? হীরে, মাণিক, মতি, পান্না—

কর। ছিঃ!

শ্রীকৃষ্ণ। লোক, জন, মান—

কর। ছিঃ!

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি ত ক'চ্চ, শ্যামকে কিছু দিতে পার?

কর। কি চায় শ্যাম?

শ্রীকৃষ্ণ। যা দেবে!

কর। আচ্ছা, এই তুমি সব নাম ক'ল্লে, এর ভেতর কি ভাল?

শ্রীকৃষ্ণ। কৌস্তুভমণি! সেটি যদি শ্যাম পায় ত বুকে রাখে।

কর। কোথা পাওয়া যায়?

শ্রীকৃষ্ণ। তা জান্‌লে ত শ্যাম আপনি খুঁজে নিত।

কর। আচ্ছা, শ্যামকে ব'লো—আমি তাকে খুঁজে দেব।

[করমেতির প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণের গীত

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা

বাঁধা পড়ি বারে বারে ছল ক'রে।
বাঁধা প'ড়ি ভুরি আপনি প'রে॥
বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়
আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে ম'জে মজায় হে,
যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। ঐ যে যাচ্চেন। বেটী পুরুত বামুনের মেয়ে, না জানি রাজার মেয়ে হ'লে কি চালই হ'তো! বেটীর যেন বাপের খানসামা! বলি টুক্‌রো, তোর এমন দশা হ'ল কেন? ঘন দুধের বাটী, চাটীম কলা ত ভুল্লি। যাক্, পাঁঠার মুড়ি যাক্, টাকা-কড়ি যাক। শেষটা এক বেটী পাগ্‌লীর পেছনে ফিল্লি? টুক্‌রো, তোরে আর বিশ্বাস নেই, তুই সব পারিস! তা চল্, বেটী খেলে কি না দেখ্‌বি, নাইলে কি না দেখ্‌বি, তোর বাপের বংশ নাশ হ'ক! হাঃ তোর বুদ্ধিরে! বাবা, পেটভাতার ওপর খেজমত খাট, আবার ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও! নাকাল বটে বাবা!

দুইজন বরকন্দাজের প্রবেশ

১ বরক। ওহে, ওহে! তুমি না কি সন্ধান পেয়েছ?

টুক্‌রো। পেয়েছি বই কি!

২ বরক। কোথায় কোথায়?

টুক্‌রো। এই এখানে ছিল—ওদিকে ভোঁ দৌউড় মাল্লে।

১ বরক। আহা! তুমি পেছু পেছু গেলে না?

টুক্‌রো। আমি হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম।

২ বরক। আমরা দৌড়ে গেলে ধ'র্ত্তে পার্‌ব'?

টুক্‌রো। এক্ষুণি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কদম-তলা

আলোক ও তিনজন ফকির

আলোক। সেই বাগান, সেই কদমতলা, সেই দীঘি, সেই শ্বশুরবাড়ী, সব সেই,—কিন্তু সে নয়! সেথা করমেতি নাই। খুঁজ্‌ব'? কোথায় খুঁজ্‌ব'? পাব কেন? সে ত আর আমার কাছে আস্‌বে না। আমি নির্দ্দয়, নৃশংস, নরাধম, চণ্ডাল, সে গিয়েছে,—চ'লে গিয়েছে। পালিয়েছে, পাছে আমি পাছু পাছু যাই, পালিয়েছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়েছে, প্রাণভয়ে দৌড়েছে, অনাহারে দৌড়েছে! পালিয়েছে, পালিয়েছে! সে নেই, কোথায় খুঁজ্‌ব'? ওরা কারা? ওরা কি ক'চ্চে?

ফকিরগণের গীত

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—কাহারবা

তুমে করার কিয়া আখি ইয়াদ হ্যায় ইয়া নেহি।
হামারা সাৎথা দোস্তিকা বাৎ,
নেহি কহো ওহি সোহি॥

না ইয়াদ হো, সো মুঝে কহো,
ময় কভি নেই কহেঙ্গে করার কিও,
চলদে ইয়ার তোম্ খোসি রহো,
রঞ্জ নেই করো ময়্ যাঁহা ঘুমে,
যাঁহা ঘুমে ময়্ দেখে তুমে
সুরৎ তেরা দেল্‌মে লাগা রহি॥

আলোক। তোম্‌রা কারা?

১ ফকির। মুসাফের।

আলোক। কি ক'চ্চো?

১ ফকির। আরাম নিচ্চি।

আলোক। কি কি কি? কি গান গাচ্চো?

১ ফকির। গাচ্চি—আমার ইয়ার যদি করার না রাখে, যদি দোস্তি না করে, তারে কিছু ব'লব' না, যেথা মন যায় চ'লে যাব, তার পেছু আর নোব না।

ফকিরগণের গীত

যোগিয়ামিশ্র—কাহারবা

তোম্ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা।
কসুর তোমারা না, কসুর মেরা॥
তোম দুসুরে কা হো, তোম্ সাফা কহি,
ময় দেওয়ানা হো ময় সম্‌জে নেহি,
আস্‌কসে কেৎনে মই বোল্‌তে রহি,
নেশা টুটা থোড়া সমঝ্ আয়া জেরা॥

আলোক। এ আবার কি ব'ল্লে?

১ ফকির। এখন ইয়াদ হ'চ্চে তার কিছু কসুর ছিল না। সে আমায় সাফ ব'লেছিল, আমি তোমার নই। আমার আস্‌কের নেশায় সমজে এসেনি। এখন ইয়াদ হ'চ্চে আমিই ব'লেছি, সে কিছু বলেনি।

আলোক। তোমার মনে ব্যথা লাগে না?

১ ফকির। দোস্তির সুখই ত ব্যথা পাওয়া। তারে দেখ্‌লে ব্যথা, তারে না দেখ্‌লে ব্যথা, সে হাস্‌লে ব্যথা, সে কাঁদলে ব্যথা, সে এলে ব্যথা, চ'লে গেলে ব্যথা, ব্যথা পেতেই দোস্তি করা। যে ব্যথা চায় না, সে আপনার দেল ধ'রে রাখে। যার ব্যথা পেতে ভয়, তারে আমি ইয়ার বলিনি।

আলোক। তুমি যে ব্যথার কথা ব'ল্লে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার মত কি ব্যথা পেয়েছ? এ ব্যথা কি আর কেউ পেয়েছে? তুমি কি ছল ক'রে অবলা বালিকাকে ভুলিয়ে এনে বন্দী ক'রেছ? মদ খেয়ে পশু হ'য়ে তারে ভয় দেখিয়েছ? সে কি তোমার ভয়ে জানালা গলিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে? সে কি অনাহারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছে? সে কেমন আছে, তার তত্ত্ব পাওনি? এ ব্যথা কি কখন পেয়েছ? যদি পেয়ে থাক আমায় বল, এ দারুণ জ্বালা কেমন ক'রে নিবোয়!

১ ফকির। সে যারে চায়, তার কাছে যাও। সে যদি না চায়—তার পায়ে ধর। এর পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে, তার পেছনে তেমনি ঘোর'। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যদি পার, তোমার ব্যথা যাবে। সে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে হেসে চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বে, সে যদি তোমার প্রাণে বর্‌দাস্ত হয়, তা হ'লে তোমার প্রাণের ব্যথা যাবে।

আলোক। তারে কোথায় পাব? তারে চিনি নি, তার সুধু নাম জানি।

১ ফকির। খুঁজে দেখ, যদি পাও।

আলোক। বেশ কথা, তবে আজ থেকে আর করমেতিকে খুঁজব' না। শ্যামকে খুঁজ্‌ব'। ফকির, সেলাম! শ্যামকে খুঁজব'। শ্যাম শ্যাম, তুমি কি আমায় দেখা দেবে? আমি খুঁজি, দেখি তুমি কোথায় থাক। আমি দু'চ'ক্ষে যারে পাব', জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, যেথায় পা যায় যাব। শ্যাম, তোমার নামটি বেশ। নইলে তোমার নামে করমেতি ভুল্‌বে কেন? শ্যাম শ্যাম, আমার মনে ভরসা হ'চ্চে যে, তোমার দেখা পাব! তোমায় দেশ দেশান্তরে খুঁজ্‌ব', যদি তোমার কেউ দেখা পেয়ে থাকে, আমিও তোমার দেখা পাব। আমি তোমায় মিনতি ক'র্‌বো, আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌বো, আমি তোমার দাস হ'য়ে থাক্‌ব'। এতেও যদি না তোমায় করমেতির সঙ্গে মেলাতে পারি, আর কি ক'র্‌বো, তোমার সাম্‌নে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

[আলোকের প্রস্থান।

১ ফকির। চল', কাজ ত হ'ল।

[ফকিরগণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জবন

শ্রীরাধা ও সহচরীগণ

গীত

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা

চাইলে যদি পায়, ওলো কইলো পেলুম তায়?
চাইলে পায়, এ কথার কথা, কে না তারে চায়॥
মন বোঝে না তাইতে আবার তার কথা ওঠে,
বোঝে না মোটে,
পোড়া মন ব্যাকুল হ'য়ে দশ দিকে ছোটে;
ছোটে আকুল হ'য়ে,
ছোটে ব্যথা ব'য়ে,
ছোটে জ্বালা স'য়ে,
ঠেকে শিখে বোঝে না যে, সে কি হায়
বোঝে কথায়?

করমেতির প্রবেশ

কর। এ কে গান ক'চ্চে? না, গান শুন্‌ব' না, যাই।

শ্রীরাধা। এস না, এস না, কোথায় যাচ্চ? কেমন, তোমায় ব'লেছিলুম?

কর। ব'লেছিলে, আর সে কথা তুল' না! আর সে নাম ক'রো না! দেখ, সত্যই নিষ্ঠুর! আমি শত জন্ম যদি পথের কাঙ্গালিনী হ'য়ে বেড়াতুম, তাতে আমার খেদ ছিল না। তার দেখা না পাই, তার নাম ক'রে কতক জুড়ুতুম! কিন্তু সে নাম আর ক'র্‌বো না। যদি প্রাণ বেরোয়, তবু সে নাম ক'র্‌বো না। সে আমার মন বোঝে না, এ খেদ আমি কোথায় রাখ্‌ব! সে কেন ব'লে পাঠালে না, সে আমায় দেখ্‌তে পারে না! তার নাম নিতে কেন মানা ক'ল্লে না! সে কি না ব'লে পাঠায়, যে, পাছে কিছু চাই ব'লে সে আমার কাছে এসে না! ছি ছি সে সত্যি রাখাল, নইলে এমন মন তার হবে কেন! ছি ছি সত্যি ভালবাসা জানে না, নইলে ভালবাসা বুঝ্‌বে না কেন! ছি ছি সে মন বোঝে না, আর তার কথা কব' না!

শ্রীরাধা। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, আর কোথায় যাবে? আর ত তারে চাও না? আর ত তারে খোঁজ' না? এই দেখ, আমরা তারে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে এইখানে র'য়েছি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, বেশ কথাবার্ত্তা কইব, নেচে গেয়ে বেড়াব।

কর। না ভাই, আমার থাক্‌বার যো নেই! আমি এক জিনিস খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।

শ্রীরাধা। কোথায় যাচ্চ?

কর। সমুদ্রে।

শ্রীরাধা। ওমা, সমুদ্রে কি ক'ত্তে যাচ্চ?

কর। কেন, আমি সে জিনিস দেশে দেশে খুঁজ্‌লুম, কোথাও ত পেলাম না। একজন আমায় ব'লে দিলে, সমুদ্রে আছে।

শ্রীরাধা। তা কি তুমি সমুদ্রে নাব্‌তে চ'লেছ না কি?

কর। নাব্‌তে হয় নাব্‌ব', জল ছেঁচ্‌তে হয় ছেঁচব', আমি যেমন ক'রে পারি, সে জিনিস আমি আন্‌ব। তার পর তার কাছে সেটি পাঠিয়ে দিয়ে, আর তার নাম ক'র্‌বো না।

শ্রীরাধা। সমুদ্রের জল ছেঁচ্‌বে কি, তুমি কি খেপেছ?

কর। তুমি ত জান, যখন তার নাম ক'রেছি, তখন খেপার কি বাকি আছে বল'! তুমি ত ঠেকে শিখেছ, ভুগে দেখেছ, তুমিই ত আমায় মানা ক'রেছ! সত্যি ভাই আমি খেপেছি! খেপেছি—আর উপায় কি!

শ্রীরাধা। কি জিনিস খুঁজ্‌তে যাচ্ছ শুনি?

কর। কৌস্তুভমণি!

শ্রীরাধা। ওমা, এর জন্যে সমুদ্রে যাচ্ছ? এই তুচ্ছ জিনিস! দে ত' লা—ঐখান থেকে কুড়িয়ে এনে, ঐ ঐখানে প'ড়ে আছে।

কর। এই কৌস্তুভমণি! এই সে চায়?

শ্রীরাধা। শ্যাম কি তোমার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে না কি?

কর। হ্যাঁ। যে বলে চুড়ো বাঁধ্‌লে তার মতন হয়, তাকে দে ব'লে পাঠিয়েছে!

শ্রীরাধা। তুমি যেমন সে ছোঁড়ার কথা শোন, সে শ্যামের মতন মিথ্যাবাদী!

কর। সত্যি?

শ্রীরাধা। দেখ্‌তে পাও না ছোঁড়ার ঢং—সে দিন অত শ্যামের গুণ গাইলে, এখন শ্যামের গুণ ত বুঝ্‌চ?

শ্রীরাধা ও সহচরীগণের গীত

পরজমিশ্র—ভরতঙ্গা

ঠিকটি সে শ্যামের মতন, শ্যামের মতন সব।
ঠিকটি সে তেমনি চতুর তেমনি অবয়ব!—
যেন শ্যাম।
তেমনি হাসি, তেমনি নয়ন, তেমনি মিছে কয়,
তেমনি সে মিষ্টি ব'লে হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয়, মন্দ বল' সয়,
তেমনি নেচে রাধা ব'লে করে বাঁশী-রব।
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম!
যে তারে আপন করে তেমনি তারে বাম,
ছি ছি কেউ না করে নাম,—
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব,
তেমনি গুণধাম!

গমনোদ্যত

কর। আমায় থাক্‌তে ব'লে তোমরা যাচ্চ কেন?

শ্রীরাধা। আবার আস্‌বো, তুমি থাক না।

কর। আমায় হেথা থাক্‌তে ব'ল্‌ছ'—এ কার বাড়ী? এ সব কি এমন চক্‌ চক্‌ ক'চ্চে?

শ্রীরাধা। এ তোমার বাড়ী—এ সব মণি, মুক্ত, হীরে। এ সব তোমার।

কর। আমার!

শ্রীরাধা। তোমার। আমি কি ভাই, তোমার সঙ্গে মিছে কথা কই?

কর। আচ্ছা, এগুলো কি হয়?

শ্রীরাধা। এর একটি দিলে শ্যাম ছাড়া সব পাওয়া যায়।

কর। কি পাওয়া যায়? লোকে কি চায়? আমি কিছু চাই নি, আর আমার কিছু চাইবার নেই! না না—কিছু চাই নি! ওহো! আর আমি হেথা থাক্‌তে পাচ্চিনি, আমার প্রাণ জ্বলে উঠ্‌ছে! আমি ঘুরে বেড়াই, আমি ঘুরে বেড়াই। কিছু খুঁজে বেড়াই! খুঁজব? কি খুঁজ্‌ব? আর আমার কিছু খোঁজ্‌বার নেই। সে বামুন কোথা থাকে জান? আমি তারে কৌস্তুভমণিটি দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। খোঁজ্‌বার জিনিস ফুরিয়েছে, কি, ক'র্‌বো—নিশ্চিন্ত হই।

[করমেতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোলোকবাসিনীর প্রবেশ ও গীত

পরজ—একতালা

জেনে শুনে বুঝেছে রে মন,
আর্‌ কি খুঁজি আর কি মজি
ভেঙ্গেছে স্বপন।
স'য়ে গেছে স'য়ে স'য়ে,
রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
কাজ কি রে আর কলঙ্ক-ভার ব'য়ে,
ফুরায়েছে সব ফুরাল', ফুরাল' সাধের যতন।

[প্রস্থান।

কর। এরা বোধ হয় সেথাকার লোক, তাই আমার মনের কথা ঠিক জেনেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কর। তুমি এয়েছ? এই নাও, তাকে দিও।

শ্রীকৃষ্ণ। কাকে দেব?

কর। সেই তাকে—যে চেয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কে আবার তোমার ঠেঙে কি চাইলে?

কর। যে বলে, আমি তাকে চাই—হীরে মাণিকের জন্যে। যার প্রাণে ভালবাসা নেই, যে ভালবাসা বোঝে না, যে আমায় কাঁদিয়েছে, যারে আমি আর মনে ক'র্‌বো না, যে আমার নয়, যার ভাবনা ভাব্‌ব' না।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ ঢং দেখ! কি ব'ল্‌ছে শোন!

কর। সে কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ গা! তুমি অত মিছে কথা কও কেন? কবে তোমার কাছে কার জন্য কি চেয়েছি? বেশ মেয়ে মানুষটি দেখ্‌লুম, কাছে এলুম, ব'সলুম, দু'দণ্ড কথা কব তা নয়! যার জন্যে, যে ক'রেছে, হ্যান ক'রেছে, ত্যান ক'রেছে, অত সাত সতের মাথামুণ্ড কি বক'!

কর। তুমি ত বড় মিথ্যা কথা কও!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি মিছে কথা কই, না তুমি মিছে কথা কও! আমি কি তোমার কাছে ব'লেছিলুম, সে তোমার কাছে এই চায়। আমি ব'লেছিলুম, শ্যাম কৌস্তুভমণি চায়!

কর। এই নাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক ঠাক্‌ ক'রে ব'লে দাও—"এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও"।

কর। তুমি বড় ছল! এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ভাল শুনতে পাইনি। কি ব'লছ'?

কর। এই কৌস্তুভমণি শ্যামকে দিও।

শ্রীকৃষ্ণ। কি, কি?

কর। আর সে নাম ক'রবো না, আর সে নাম মুখে আনব' না। তুমি ব'লেছিলে সে চায়, আমি তোমায় দিলুম, নাও, তাকে দিও, না দাও—তোমার ইচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি, তুমি তামাসা বোঝ' না! সে এ সব চাইবে কেন? শ্যাম কি কিছু চায়? সুধু প্রেমের প্রাণ চায়।

কর। এখান থেকে যাও, খোঁজ' যার প্রেমের প্রাণ আছে! এখানে ত প্রেমের প্রাণ নেই, এখানে র'য়েছ কেন? প্রেমের প্রাণ নে সে কি ক'রবে তাই ভাবি। সে প্রাণ কি সে চেনে? সে প্রাণের দর তার কাছে নেই। সে প্রেমের প্রাণ চায় না, ভানের প্রাণ চায়। সে কান জানে, কানের কথা কয়। সে কথা কে শোনে, কে জানে!

শ্রীকৃষ্ণ। সে আবার প্রেম জানে না! অমন প্রেমে গলা কে! তার সম্বলের মধ্যে এক রাধা আছে, সেই রাধা নাম দেশে দেশে দিয়ে বেড়ায়! সে প্রেম জানে না, অমন কথা ব'ল না। রাধা-প্রেমে উন্মত্ত, যে রাধাকে ভালবাসে, তারে সে ভালবাসে; যার মুখে রাধা নাম শোনে, তার কাছে তখনি এসে! রাধা নাম ক'রে গয়লানীরে তারে পায়ে পায়ে ফিরিয়েছে। তুমি রাধা বল'—তোমার পায়ে ফিরবে।

কর। তুমি যাও, তোমার কথা আর শুনব' না।

শ্রীকৃষ্ণ। রাগ কর, চল্লুম, এতই কি!

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যাও, তুমি আর এস না। শুনেছি—তুমি তার মতন, তোমার পানেও চাইব না। তোমার সঙ্গেও কথা কইব না। তুমি যেখানে থাকবে, সেখানে থাকব না।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন রাগ ক'রেছ চল্লুম, রাগ প'ল্লে আবার আসব'। তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারি!

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কর। আহা! যদি এর কথা বিশ্বাস ক'ত্তে পাত্তুম যে রাধা তাকে পেয়েছে! যদি এক জনও ব'লতে পাত্তো এ আমার—তা শুনেও—কেন? —আর এক জন পায় পাক্, তাতে আমার কি! রাধা রাধাই। কে রাধা? যে হয় সে হ'ক! না, একবার তার দেখা পেলে হ'ত, সত্যি মিথ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। না না, সে রাধাও ভাল নেই। তাকে ভালবেসে কেউ ভাল থাকে না। কে সে? যে হ'ক্ আমার কি!

গোলোকবাসিনীর প্রবেশ ও গীত

দেশমিশ্র—যৎ

শুনতে পাই সে 'রাধে রাধে' বলে।
হ'ত ভাল, কে সে রাধা দেখতে পেলে
কোন ছলে॥
কে জানে জানে কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয় ত সে তেমন,
আসি গে শুনে, তারে কিনলে কি গুণে,
পরের কথায় কাজ কি আমার,
আমার কি রাধার হ'লে,
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥

কর। আহা, এরা কারা, বোধ হয় আমার মতনই অভাগী!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন-সন্নিকটস্থ বন

টুকরো ও আলোক

টুকরো। আমি টুকরো, বাবুসাহেব, আমায় চিনতে পাচ্চ' না?

আলোক। না। আমি আর সত্য মিথ্যা কিছু বুঝতে পাচ্চি নি; আমি আমার মন বুঝতে পাচ্চি নি; আমি কি চাই বুঝতে পাচ্চি নি; কি শুনি বুঝতে পাচ্চি নি; কেবল এক সত্য বুঝতে পেরেছি, এ পৃথিবীতে যন্ত্রণাই সার; কিন্তু তাও সত্য কিনা জানি নি। কিছুই বুঝতে পাচ্চি নি—কিছুই বুঝতে পাচ্চি নি। এর কি বুঝব'? ভেবেছিলুম করমেতিকে চাই, সে বিনা সংসার শূন্য। এখন দেখ্‌চি—শ্যামকে চাই। শ্যাম কোথা থাকে জানি নি, শুনলেম সর্ব্বত্রে থাকে, এখানেও আছে!

তা কই? মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! আমি মিছে, তুমি মিছে, সকলই মিছে, করমেতিও মিছে, শ্যামও মিছে! মিছে—মিছে—মিছে! মিছের ধোঁকায় ঘুরচি! শ্যাম—শ্যাম—তুমি মিছে!

করমেতির প্রবেশ

কর। কে তুমি, তার নাম ক'চ্চ কেন? ছি ছি তার নাম করো না, সে অতি কপট, সে নাম মুখে এন না।

আলোক। আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চ, আমি কে? তুমি বল' তুমি কে? দেখ্‌লে বোধ হয়, তুমি করমেতি। তুমি কি নাম ক'ত্তে বারণ ক'চ্চ? শ্যাম নাম? আমি এক করমেতিকে জান্‌তুম, যে শ্যাম নামে মত্ত, শ্যামের নেশায় আমায় পায় ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছে! আবার দেখ্‌ছি, তুমি এক করমেতি—যে শ্যামের নাম ক'ত্তে চাও না বাবা! কি দুনিয়া! হেথায় কে কি চায়, তা বোঝা গেল না!

কর। তোমায় চিনেছি।

আলোক। কি চিনেছ? চিন্‌তে পার'নি! বোধ হয় তুমি চিনেছ—যে তোমার জন্য খানসামা সেজেছিল! যে তুমি নইলে বাঁচত না! যে তোমায় বন্দী ক'রেছিল! যে স্বামী ব'লে তোমার উপর জোর ক'রেছিল! না না না—আমি সে আলোক নয়! বুঝ্‌তে পাল্লুম না, বুঝতে পাল্লুম না, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

কর। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার জন্যে তোমার এই দশা! আমার জন্যেই তুমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছ! আমায় ভালবেসেই দিবানিশি জ্বলেছ! আমায় ভালবেসে শ্যামকে খুঁজ্‌ছ'! আমি তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কই নি। কি ক'র্‌বো, মার্জ্জনা কর।

আলোক। তুমি শ্যামকে মার্জ্জনা কর।

কর। তাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বো? কেন? সে আমায় পথের কাঙালিনী ক'রেছে ব'লে? সে আমায় উন্মাদ ক'রেছে ব'লে? সে আমার সঙ্গে কপটতা করেছে ব'লে? সে আমায় পায় ঠেলেছে ব'লে? সে আমায় কলঙ্ক-ডালা দিয়েছে ব'লে তাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বো?

আলোক। আমায় কাকে মার্জ্জনা ক'ত্তে বল'? আমার সরল প্রাণে যে দাগা দিয়েছে—তারে? আমায় যে পথে ফিরিয়েছে—তারে? তুমি যা যা শ্যামকে ব'ল্লে, সবই আমি তোমায় ব'লতে পারি—ব'ল্লুমও, কিন্তু এই শেষ বলা, আর ব'ল্‌ব' না। তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'ত্তে ব'ল্‌ছ', অন্তর থেকে তোমায় আমি মার্জ্জনা ক'ল্লুম। তোমায় মার্জ্জনা ক'রবার নেই, আমি আমার দোষে ক্লেশ পেয়েছি। মুখের কথায় দোষী ক'ল্লে তোমায় করা যায়, কিন্তু সে আমার জোর। তোমার দোষ কি, আমারই দোষ। সেই তুমি—সেই আমি। তখন ভালবেসেছিলুম—আমার দোষ। এখন সেই আছ, আর ত তোমায় ভাল বাসিনি। আমি তোমার জন্য শ্যামকে খুঁজ্‌চি নি। তোমার জন্যে খুঁজে-ছিলুম। এখন খুঁজ্‌ছি কেন জান? দেখ্‌ব—শ্যাম সত্যি কি না, শ্যামকে তুমি ভালবাস কি না, কি আমার মতন মিছের ধোঁকায় ঘুরছ'।

[গমনোদ্যত।

কর। যেও না যেও না, আমার একটা কথা শোন।

আলোক। বল, কি ব'লবে?

কর। তুমি তাকে মার্জ্জনা ক'ত্তে আমায় ব'লচ কেন?

আলোক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

কর। জিজ্ঞাসা ক'চ্চি মনের খেদে। আমি সত্যই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাই, আমি সত্যই তোমায় দাগা দিয়েছি। আমি তাই মার্জ্জনা চাই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি বড় ক্লেশ পেয়েছ। ভালবাসা দুঃখের শেষ, আমি তোমার সেই দুঃখের কারণ। আমি তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্চি। কিন্তু বোধ হয়, তুমি অভিমানে মার্জ্জনা ক'ল্লে না! তুমি বোধ হয় শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে ব'লে আমায় বোঝাচ্চ মার্জ্জনা করা যায় না; আমায় বোঝাচ্চ—লাঞ্ছনা ভোলা যায় না। তুমি অভিমানে শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে ব'ল্‌ছ।

আলোক। আমার অভিমান বুঝ্‌লে কি ক'রে? তোমার আপনার অভিমানে? তোমার ভালবাসার অভিমান আছে, আমার ভালবাসার অভিমান ছিল না। ছি ছি, এই তোমার ভালবাসা! শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে ব'লেছি

কেন জান? মার্জ্জনার নাম ভুলে যাওয়া। যদি ভালবাসা ভোলো—সকলই ভুল্‌বে। যদি সুখের অনুভব আমার কিছু হ'য়ে থাকে, সে ভুলে যাওয়া। তুমি যদি ভালবাসা ভুলতে পার, হয় ত যন্ত্রণাও ভুল্‌বে। আমি বোধ হয় এখনও তোমায় ভালবাসি, তাই শ্যামকে ভুল্‌তে ব'লেছি। কিন্তু আমি এও ভুল্‌ব'; সংসারে তুমি ছিলে, আমি ছিলুম, এ কথা একেবারে ভুল্‌ব'। আগুনের শেষ রাখব' না।

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যেও না, শোন। আমায় ভুল্‌তে শেখাও। কই কই—আমার ভোল্‌বার সাধ হয় কই? এত যন্ত্রণা, এত লাঞ্ছনা কেমন ক'রে ভুলব'! শ্যাম নামে যে প্রাণের উল্লাস তা কেমন ক'রে ভুলব'! শ্যাম নামে যে দুঃখে সুখ, তা কেমন ক'রে ভুলব'! শ্যাম নামে যে প্রাণ মাখামাখি, তা কেমন ক'রে ভুলব'! শ্যাম নাম যে জগৎব্যাপী, তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম সর্ব্বস্ব, তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! কই কই—আমার শ্যামকে ভোল্‌বার সাধ হ'ল' কই!

আলোক। সাধ কেউ ক'রে দিতে পারে না, সাধ কেউ করে না, সাধ হয়; তোমার না হয়, আমি কি ক'র্‌বো?

[প্রস্থান।

টুক্‌রো। অবাক্‌ ক'রেছে বাবা! কি বুঝ্‌লুম! ব'ল্লে—তুমিও দাঁড়াও! বল্লে—তুমি ভোল! ব'ল্লে—তুমি সাধ ছাড়! ব'ল্লে—তুমি কাঁদ্‌লে! ব'ল্লে—আমি কাঁদ্‌লুম! বাঃ! বাঃ তোমাদের ভাবটা কি, যদি আমায় বুঝিয়ে দাও ত—আমি ঘরের ছেলে, ঘরে চ'লে যাই। তোমরা দু'জনে আচ্ছা এক নূতন খেলা দেখালে।

কর। তুমি আমার সঙ্গে কেন ফের?

টুক্‌রো। প্রথম ফিরেছিলুম দয়া ভেবে। এখন ফির্‌ছি—রকমটা কি দেখ্‌ব'। তা তুমি ব্যাজার হও, আমি তোমার কাছে থাক্‌তে চাই নি। চ'ল্লুম। হ্যাঁ দেখ, তোমার রাধাকে আমি খুঁজেছিলুম: দেখ্‌লুম—তোমার শ্যামও যেমন ভুয়ো', রাধাও তেমনি ভুয়ো। আর চূড়ান্ত ভুয়ো কি জান? আমার বুদ্ধি! সেই ভুয়ো নিয়ে ঘুরচ,' তাই দেখ্‌বার জন্যে আমি ঘুর্‌চি!

কর। আমি আমার অদৃষ্ট ফেরে ঘুর্‌চি, তুমি ঘোর' কেন? তুমি যাও, তুমি আমার জন্যে আর দুঃখ পেও না। আমার অদৃষ্টের ফের, তুমি কি ক'রে খণ্ডন ক'র্‌বে?

টুক্‌রো। অদৃষ্টটা বুঝি এ'চেছ তোমাদেরই এক চেটে, আমার আর অদৃষ্ট থাক্‌তে নেই! ঘোর অদৃষ্টের ফের, নইলে তোমার সঙ্গে ফিরি! যাই হ'ক, ধোঁকা না মিটিয়ে আমি যাচ্ছি নি। এখন চ'ল্লুম। তোমার গাছের পাতা খেয়ে চলে, আমার ত আর তা না!

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

কর। রাধে! রাধে! শুনেছি ডাক্‌লে তুমি দেখা দাও, আমি দিবানিশি ডাক্‌চি, কই দেখা দিচ্চ?

শ্রীরাধার প্রবেশ

শ্রীরাধা। বেশ! শ্যাম যে এক্‌লা মিছে কথা কয়, তা না, তুমিও মিছে কথা কও।

কর। কি কি, কি ব'ল্লে? কি মিছে কথা কইলুম?

শ্রীরাধা। কইলে না ভাই? মুখে ব'ল্‌ছ', "রাধে রাধে, দেখা দাও" মনে ব'ল্‌ছ', "শ্যাম শ্যাম, কোথায় তুমি!"

কর। কি, তুমি এমন কথা বল, আর আমি তাকে চাই? আমি তারে ভুলতে চাই। যন্ত্রণার ভয়ে না, গঞ্জনার ভয়ে না, কলঙ্কের ভয়ে না, তার চাতুরীতে তারে ভুল্‌তে চাই। সত্যিই আমি রাধাকে চাই। শ্যামকে দেবার জন্যে নয়, আমার বড় সাধ, দেখব' যে—সে কত চতুরা। সে শ্যামকে পেছনে ফেরায়, না জানি সে কেমন মেয়ে! তবে জানি নি, শ্যাম যদি তারে আমার মত পথে পথে কাঁদাবার জন্য পেছনে ফেরে! তা হ'লে তারে শ্যামের গুণ সব ব'লে দি। বলি, দেখ' ভুলে যেন শ্যামকে ভালবেসো না। তা হ'লে অকূলে ভাস্‌বে! দিবানিশি কাঁদ্‌বে! কাঁদাবে—সে কাঁদ্‌বে না! মজাবে—সে মজবে না!

শ্রীরাধা। তুমিও ভাই কপট কম নও! সে বামুন ছোঁড়ার ঠেঁগে শুনেছিলুম, শ্যামকে

চাও না, শ্যামের নাম ক'র্‌বে না। তার চেহারা শ্যামের মতন ব'লে তাকে কাছে আস্‌তে দেবে না। এখন 'শ্যাম শ্যাম' ক'রে ভুবন ভরিয়ে দিলে! রাধা তোমার কাছে আস্‌বে কি ভাই, রাধাকে কি তুমি চাও! তোমার শ্যাম, এখনও শ্যাম—তখনও শ্যাম, শ্যামকে তুমি ভুল্‌তে পার্‌বে না!

কর। কি, ভুলতে পার্‌ব' না? ভুলব'। সে রাধার শ্যাম, আমার নয়। তবে কেন তারে ভুলব' না! সে কপট, আমি সরলা, তবে কেন তারে ভুলব' না? সে নির্দ্দয়, আমি অবলা, তবে কেন তারে ভুলব' না? সে আমায় চায় না, আমি কেন তারে চাইব'? সে আমার নয়, আর কেন তারে ডাক্‌ব'?

শ্রীরাধা। তবে রাধাকে খোঁজ কেন?

কর। ঐ ত তোমায় বল্লুম, সে কেমন মেয়ে দেখ্‌ব ব'লে; শ্যামের গুণ তারে ব'লব' ব'লে; তারে সাবধান ক'রে দেব' ব'লে।

শ্রীরাধা। আ বোন, তুমি আর তারে সাবধান কি ক'র্‌বে বল'? সে কারুর মানা শোনে নি। সে শ্যামের প্রেমে অকূলে ভেসেছে। তার কালাকলঙ্কিনী নাম, সে নাম তার গৌরব, লোক-গঞ্জনা তার আনন্দ! শ্যাম কপট ব'লে শ্যামকে ভালবাসে, শ্যাম ভালবাসে না ব'লে শ্যামকে ভালবাসে, শ্যাম কাঁদিয়েছে ব'লে শ্যামকে ভালবাসে, শ্যাম তার নয় ব'লে শ্যামকে ভালবাসে, সে শ্যামের দাসী—তাই সে আপনাকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমের দর সে জানে, তাই শ্যামকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমে যন্ত্রণা—তাই যন্ত্রণাকে আদর করে; বিরহ শ্যামের প্রেমের শেষ—যত্ন ক'রে তাই বিরহ হৃদয়ে ধরে; সে শ্যাম কাঙালিনী—তাই ব'লে সে গরব করে! রাধাকে তুমি বোঝাতে পার্‌বে না।

কর। আহা, সে বড় অভাগিনী!

শ্রীরাধা। ও কথা বলো না, সে বড় ভাগ্যমানী, সে শ্যাম-পিয়াসী!

কর। সে রাধা কোথায়?

শ্রীরাধা। এইখানেই আছে, তোমাকে পরিচয় দিতে ভয় করে।

কর। কেন, কেন?

শ্রীরাধা। তোমার মনে যে ভাই বড় রিষ্‌। তুমি শ্যামকে এক্‌লা চাও; রাধা যদি শ্যামকে পায়, শ্যামকে যে যত্ন করে—তারে তখনি দেয়।

কর। তুমি অমন কথা বল'—আমার মনে রিষ্‌? কখন' না। আমি তারে খুঁজ্‌চি কেন,—তুমি জান না, তোমায় বলি নি; আমি দেখা পেলে তার পায়ে ধ'রে মিনতি কর্‌বো, সে যাতে শ্যামকে নেয়! তোমার কাছে শুন্‌চি সে শ্যামকে চায়, শ্যামও তাকে চায়। আমার কাজ ফুরুল', আর আমি রাধা ব'লে ডাক্‌ব' না!

শ্রীরাধা। আচ্ছা ভাই, যদি তুমি শ্যামের বামে তাকে দেখ, তা হ'লে তোমার মনে কি হয়? চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার মনে রিষ্‌ আছে, না?

কর। ভাই, ব'লতে পারি নি। কিন্তু মনে হয়, যেন আমার প্রাণ শীতল হয়! যে যারে ভালবাসে, সে যদি তারে ভালবাসে, তা হ'লে যে কি হয়, তা জান্‌তে আমার সাধ হয়! যদি সে সাধ আমার পোরে, বোধ হয় আমার শ্যামের সাধও পোরে।

শ্রীরাধা। তবে ভাই, তোমার না কি শ্যামের সাধ ফুরিয়েছে?

কর। তুমি না ব'লেছিলে যে তুমি শ্যামের সঙ্গে প্রেম ক'রেছ? এখন বুঝ্‌লুম, তুমি প্রেম কর নি। সে সাধ কি ভোল্‌বার, আমি ভুল্‌ব কেমন ক'রে!

[করমেতি প্রস্থানোদ্যতা।

শ্রীরাধা। সই! সই! যেও না, যেও না—আমায় শ্যামের প্রেম শেখাও।

কর। আমি ভুলেছি, তুমিই শ্যামের প্রেম জান। যখন শ্যামের প্রেম শিখ্‌তে তোমার সাধ, তুমিই সত্যি শ্যামের প্রেমে মজেছ'। একশ' বচ্ছর কেঁদে যদি তোমার সাধ না পূরে থাকে, এখনও যদি তোমার শিখ্‌তে সাধ থাকে, সে প্রেম তুমিই শেখাতে পার! দু'দিন কেঁদে আমার সাধে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছে যাচ্চে। তোমার কেঁদে কেঁদে প্রেম শেখ্‌বার সাধ ঘোচে নি। বুঝ্‌লেম, আমার প্রেমের প্রাণ নয়! শ্যাম ঠিক ব'লেছে, আমি শ্যামের মনের মতন নই! যদি আমার প্রেমের প্রাণ হ'ত, আমি শ্যামকে পেতেম। রাধা কে—তা জানি নি; আর জান্‌তেও চাই নি। যদি তোমায় আমি শ্যামের বামে দেখ্‌তে পাই, বোধ হয় আমি প্রেম শিখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন-সন্নিকটস্থ উপবন

আগমবাগীশ, দেমো ও অম্বিকা

আগম। কাজেই ফের নাগরী হ'তে হ'ল! লাখ বরকন্দাজের প্রেমে প'ড়লুম! গো-জন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্ব-জন্ম হ'ল! লক্ষহীরে হ'লেম! এখন সকলকে পারি, এক দেমো আর অম্বিকে বেটীর হাত ছাড়লে খানিক বাঁচি!

দেমো। অ ভট্‌চায! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, টুক্‌রো এ দিকে আস্‌চে।

আগম। তা আমায় কি ক'র্‌তে বল'?

অম্বিকা। এখ্‌নি বরকন্দাজ ধরিয়ে দেবে।

আগম। দেবেই ত।

দেমো। এখ্‌নি টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে।

আগম। পুরবেই ত।

অম্বিকা। কি হবে?

আগম। এই ত ব'ল্লে।

দেমো। ঐ এদিকেই আস্‌চে।

আগম। আস্‌বে না ত কি যমুনার জলে উল্‌বে না কি?

অম্বিকা। তবে পালাই।

আগম। পার, দেখ। আমি মান করি, স'রে পড় না।

দেমো ও অম্বিকা। আর চ'লতে পারি নি।

আগম। দেখ্‌চি মানের যোগাড়ে আছ, একটু তফাৎ তফাৎ ব'সে মান কর।

টুক্‌রোর প্রবেশ

টুক্‌রো। এখানে ত পাথরের শ্যামসুন্দর গড়াগড়ি, রাধারও ছড়াছড়ি! বাবা সত্যি রাধা-শ্যাম ত দেখ্‌লুম না। আর বল না, কোন্ বাড়ী খুঁজিনি বল না? আচ্ছা, আমি যেন আলিস্যি ক'রেছি, ও বেটী! বাবুসাহেবও শ্যাম শ্যাম ক'চ্চে। শেমো বেটা ত কম নয়! এত তাড়াতাড়িতে যদি লুকিয়ে থাকে, বেটা ছেলে বটে! দূর হ'ক, যে শ্যাম খোঁজে খুঁজুক, আমি আর বাচা খুজ্‌চি নি! কিন্তু এ বেটীর মায়া ছাড়াতে পাচ্চি নি। কি জানি কেন? ও কি একটা 'কেন' আছে! বেটী এখানে এসে লুকিয়েছে। আমার এর শেষটা দেখে নিতে হবে। ওরে বেটী! ওরে বেটী! নে কিছু খা, কিছু খা, আমি স'রে যাচ্চি। দিন ভোর "শ্যাম শ্যাম, রাধা রাধা" করিস্ এখন।

আগম। (স্বগত) ইস্, আমার প্রেমেই মগ্ন হ'ল! মান ত ভাঙা হবে না—তা হ'লেই বিপদ।

টুক্‌রো। ওরে বেটী, খা না!

আগম। (স্বগত) ও ব্যাটা কি বরকন্দাজ না ধরিয়ে ছাড়্‌বে!

টুক্‌রো। খা বল্‌চি খা, মুখের কাপড় খোল্। লক্ষ্মী মা আমার—এই নে, মুখের কাপড় খোল্।

আগম। (স্বগত) ইস্, বসন চুরি ব্যাপার! প্রেমের তরঙ্গ!

টুক্‌রো। দেখ্ বেটী, মার খাবি ব'ল্‌চি!

আগম। (স্বগত) এইটুকু উপরি হবে। (প্রকাশ্যে) আমার প্রতি এত অনুরাগ কেন? তোমার ওদিকে দু' দুট' নাগরী মান ক'রে ব'সে আছে, একবার ফিরে দেখ না।

টুক্‌রো। এ কে ভট্‌চায না কি?

আগম। হুঁ—তা কি?

টুক্‌রো। এখানে পালিয়ে এসে র'য়েছিস্, না? তোর ওপর খুব আমার রাগ ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। ঐ বেটীর সঙ্গে ফিরে আমার মনটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে।

আগম। তা বেশ হ'য়েছে, বড় পরিপাটী হ'য়েছে।

টুক্‌রো। ও দু' বেটী কে?

আগম। ওরাও আমার মতন মানিনী, বরকন্দাজ-প্রেম-কাঙালিনী।

টুক্‌রো। এ দেমো না?

আগম। যে হয় হ'ক, মুড়ি ঝুড়ি দে প'ড়ে আছে, তুমি আপনার কাজে সটান্ বেরিয়ে যাও।

টুক্‌রো। আর ঐ মাসীবেটী না?

অম্বিকা। (স্বগত) এই ভট্‌চায্যি মিন্‌সে চুপি চুপি ব'লে দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) তবে রে পোড়ারমুখো!

দেমো। ওরে, চেঁচাস্ নি চেঁচাস্ নি!

অম্বিকা। চেঁচাব না, ব্যাটাকে বিশ খ্যাংরা মার্‌বো! আমি চুপি চুপি ব'সে আছি, ব্যাটা কি না ব'লে দিলে!

আগম। অত পীরিত ত তোমার সঙ্গে আমার নয়। নেহাৎ প্রেম উৎলে উঠে থাকে ত ঐ দেমো ব্যাটার চুলের মুটী ধর।

অম্বিকা। ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে ত আমার এই দশা হ'ল।

দেমো। বেটী, চ্যাঁচা চ্যাঁচা, বরকন্দাজ ধরে ধরুক! ওরে বেটী, বেজায় টাটিয়েছে—ছাড় ছাড়, বেজায় টাটিয়েছে।

আগম। ওঃ বৃন্দাবনে এসে চুটিয়ে প্রেম হ'ল! এই যে বরকন্দাজ ভায়ারা আসচেন, মহারাজেরও আগমন দেখ্‌তে পাচ্চি! আজ নেপুর পায়ে কোঁড়ার তালে নৃত্য ক'ত্তে হ'ল, নইলে আর সাধের বৃন্দাবন ব'লেছে!

রাজা, মন্ত্রী, বৈদ্য, পরশুরাম, আলোক ও বরকন্দাজদ্বয়ের প্রবেশ

মন্ত্রী। ধর ব্যাটাকে!

আগম। ঠিক ধ'র্‌বে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অম্বিকা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, আমি কিছু জানি নি! এই দু'জনে আমার জাত-কুল মজিয়েছে।

রাজা। আগমবাগীশ! শুনেছি তুমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র জান। তুমি এমন কদাচার, দেখ দিকি এক জনের কি দশা ক'রেছ!

আলোক। মহারাজ! এদের ছেড়ে দিন।

রাজা। দেখ্‌ নরাধম দেখ্‌, কার কি দশা ক'রেছিস্‌!

আলোক। মহারাজ! একে আর তিরস্কার ক'র্‌বেন না। আমার দশা কি দেখাচ্চেন, ওর দশা দেখুন। আমি মার্জ্জনা ক'রেছি, যদি ভগবান থাকেন, তিনি মার্জ্জনা করুন। আর দাসের মিনতি, মহারাজও মার্জ্জনা করুন। আমি যাচ্‌ঞা কচ্চি, শুনেছি এ পুণ্য স্থান, রাজার মার্জ্জনা অপেক্ষা দান নাই, রাজার উপযুক্ত দান ভিক্ষুককে দিন, এ সকলকে মার্জ্জনা করুন। শ্বশুর মশাই, আপনার কাছেও আমি মার্জ্জনা চাচ্চি। ব্রাহ্মণকে সাজা দিয়ে আপনার দুঃখ দূর হবে না। আপনি রাজ-পুরোহিত, রাজাকে মার্জ্জনা শিক্ষা দিন!

বৈদ্য। ওঃ অদ্ভুত চরিত্র, মুক্তাত্মা! মহারাজ, এ ব্যক্তির আর তত্ত্বাবধারণ প্রয়োজন নাই, এ বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ, আমরা পাগল—তাই একে পাগল ব'লেছি! এ ব্যক্তির অনুরোধ লঙ্ঘন ক'র্‌বেন না। এদের মার্জ্জনা করুন।

পরশু। মহারাজ, আমারও অনুরোধ—মার্জ্জনা করুন। বাবা আলোক! তোমার আর নিন্দা-স্তুতি নাই, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব'।

রাজা। প্রহরী, এদের ছেড়ে দাও।

আগম। আলোক! আলোক—শোন্‌! তোর রকমটা কি হ'ল বল্‌ত? আমায় তুই ছাড়িয়ে দিলি! দ্বেষশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রেই প'ড়েছিলুম, সত্যি সত্যি হয়! তবে ত বামুনের ছেলে আমি—বৃথা জন্ম কাটিয়েছি!

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা খানসামা! আর ত আমায় বরকন্দাজ ধ'র্‌বে না?

দেমো। না রে বেটী না। আমি ত বাবু-সাহেবের পেছু নিলুম, যদি কিছু সেবা ক'র্‌তে পারি, ক'র্‌বো।

রাজা। টুক্‌রো, আমি শুনেছি তুমি করমেতির সেবা ক'রেছ, ভিক্ষা ক'রে করমেতিকে খাইয়েছ, তুমি যা চাও—আমি তাই দেব', তোমার কি প্রার্থনা বল'?

টুক্‌রো। মহারাজ! আমি কিছু চাই নি। মন্ত্রী মশাই, সেই বেটীর আর এই ব্যাটার কি ভাব আমায় ব'ল্‌তে পারেন? এরা দেবতা কি মানুষ!

মন্ত্রী। ঠিক ঠাউরেছ, দেবতা।

আলোক। মহারাজ, আমার কাজ ফুরিয়েছে, চ'ল্লুম।

[আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। আমায় চিন্তে পারে নি, তাই ছেড়ে দিলে। কোন্‌ দিন আবার ধ'র্‌বে। এখন ত পালাই। [অম্বিকার প্রস্থান।

দেমো। আমি তোমার পেছু নিলুম।

[দেমোর প্রস্থান।

আগম। ইস্‌, জন্মটা বৃথা গেল, জন্মটা বৃথা গেল! আর কি এখন ফেরে না, আর কি এখন উপায় নেই!

[আগমবাগীশের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রি, তুমি দেশে যাও। আমি এর শেষ দেখে যাব।

মন্ত্রী। মহারাজ, যদি দাসের প্রতি কৃপা করেন, আমারও এর শেষ দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে।

কৃত্তিকার প্রবেশ

কৃত্তিকা। ওগো, তোমরা কেউ আমার করমেতিকে দেখেছ! সে যে আমার খেয়ে এসে নি। বাছাকে যে আমি কত মেরেছি, কত ব'কেছি!

পরশু। কি সর্ব্বনাশ! কৃত্তিকে!

কৃত্তিকা। তুমি আমায় শূন্য ঘর আগ্‌লাতে রেখে এসেছ, আমি থাক্‌তে পার্‌ব কেন! ঘরে করমেতি নেই, আমি থাক্‌তে পার্‌ব কেন! আমায় কিছু ব'লো না, আমি একবার তারে দেখে ঘরে ফিরে যাব।

রাজা। চল মা চল। তোমার মেয়ে পাবে।

পরশু। ব্রাহ্মণি, তার জন্যে আর খেদ ক'রো না, সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কৃত্তিকা। না না, তুমি ঐ কথা ব'লে ফাঁকি দাও। বাছা আমার অভাগিনী, বাছা আমার পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আহা বাছারে! আহা বাছারে! আমার কাছে কেন তুই এসে-ছিলি! তাই ত বাছা সকল সুখে বঞ্চিত হ'লি!

পরশু। এখানে ত করমেতি নাই, চল খুঁজিগে।

কৃত্তিকা। চল চল, দুজনে খুঁজি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

তিনজন ফকির ও আলোক

ফকিরগণের গীত

ধানিমিশ্র—কাহারবা

সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া, কাহা ছিপায়া
তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া, মন কাঁহা
তোমারা॥
আস্‌মানসে আস্‌মান মিলায়া—
ছায়া ছায়া ছায়া,
কাঁহা ফিন্‌ আস্‌মান মিলায়া পাত্তা নেই
কুছ্‌ পায়া,
সম্‌জো তব্‌ যব্‌ সমজ্‌ আওয়ে ভাই,
কুছ্‌ নেই কুছ্‌ নেই কেয়া,
দেল্‌ না বোলে, বাৎ না চলে, সমজ কোই
কুছ্‌ লিয়া,
ফাঁক হ্যায় সব কুছ্‌, ভর্ত্তি সব কুছ্‌
পূরা পূরা পূরা॥

আলোক। তোমরা কি ক'চ্চ? তোমাদের গান শুনে কি যেন আমার মনে হ'চ্চে। যাই হোক, মন বড় চঞ্চল, স্মৃতি বড় প্রবল, ভুল্লেই ভোলা যায় না। ওঠে, অনবরত বিম্ব ওঠে!

১ ফকির। ওঠে উঠুক, তোমার আমার কি!

আলোক। আমায় যে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

১ ফকির। বেড়ায় বেড়াক্‌, তোমার আমার কি!

আলোক। আমার যে যন্ত্রণা হয়।

১ ফকির। হয় হোক্‌ তোমার আমার কি!

আলোক। তবে কার?

১ ফকির। যার হয় তার, তোমার আমার কি!

আলোক। তোমাদের মৃত্যু-ভয় আছে?

১ ফকির। থাকে থাকুক, তোমার আমার কি!

আলোক। চ'ল্লে যে—চ'ল্লে যে!

১ ফকির। যে যায় যাক্‌, তোমার আমার কি!

[ফকিরত্রয়ের প্রস্থান।

আলোক। তোমার আমার কি! এ তুমি আমি কে? দেখ্‌তে ত পাচ্চি আমার যন্ত্রণা। তবে মোসাফের কি ব'ল্লে? মৃত্যু কি? দেখ্‌চি ত একটা ভয়, বৃহৎ ভয়! ফকিরের কথা যদি সত্য হয়, ভয় হয় হোক, তোমার আমার কি! এই না যমুনা? বেশী কথা ত নয়, কালো জলে প্রবেশ ক'ল্লেই ত হয়।

ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি পাগল! যমুনার জলে প্রাণ দিতে যাচ্চ, মরণের হাত এড়াবে ব'লে! ম'লে কি হয়, তা ত জান না। ম'লে মন যদি সঙ্গে থাকে, তা হ'লে কি হবে?

আলোক। উ—সঙ্গে থাক্‌বে? স্মৃতি সঙ্গে থাক্‌বে?

শ্রীকৃষ্ণ। কে জানে!

আলোক। এ ঘোর অন্ধকার, এ ঘোর সন্দেহের অবস্থা। মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু ম'লে কি হয় জানা নেই। মন যদি যায়, কি থাকে? থাকে থাকে, আভাস পাচ্চি—থাকে। তবে সেই আমি, মন যা করে করুক। মনের কথায় থাকব' না। সেই আমি—সেই আমি। যা হবার হোক—তোমার আমার কি!

[আলোকের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যাই আবার, তিনি কি ক'চ্চেন দেখি।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—কুঞ্জ

শ্রীরাধা ও করমেতি

শ্রীরাধার গীত

দেশ বিভাস—যৎ

শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে
আমি লো তার কেনা দাসী॥
শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয় লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম-প্রেম-নীরে ভাসি॥

কর। আমার সাধ হয়—তোমার সঙ্গে এই গান গাই, সাধ হয়—তোমার মত শ্যাম-সোহাগীর দাসী হই! দেখ দেখি, আমার মনে রিষ আছে কি? এখনও আছে?

শ্রীরাধা। কে জানে ভাই!—তোমার মনের কথা তুমি জান।

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। তুই ছুঁড়িও যেমন! ও রিষ্ ক'র্‌বে না! রিষে ফেটে ম'র্‌বে!

কর। তুমি কোথায়? তুমি রাগ ক'রে কি আস্‌চ' না! তুমি ত ব'লেছ, রাগ প'ড়্‌লে আস্‌বে। আর ত আমার রাগ নেই, তুমি এস।

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। কি জানি ভাই, আমি তোমার কাছে যাব না, রাধার কাছে যাই।

কর। রাধা কোথায়, আমায় দেখাবে?

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় দেখাই আর দুজনে চুলোচুলি কর।

শ্রীরাধা। শুন্‌চিস ভাই, শুন্‌চিস কথার শ্রী! শোন্—ব'ল্‌চে, তোর সঙ্গে আমি চুলোচুলি ক'র্‌বো।

কর। তুমি কি রাধা?

শ্রীরাধা। হ্যাঁ লো!

কর। কই তুমি শ্যামের বামে দাঁড়াও।

শ্রীরাধা। তুই ত ভাই ডাক্‌চিস্, কই আস্‌চে কই!

কর। আমি ত সেই বামুনকে ডাক্‌চি। ঐ শ্যাম? শ্যাম হে প্রেমময়, আমি তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব'! আমার মলিন প্রাণ, কেমন ক'রে বুঝ্‌বো যে তুমি দিনরাত আমার সঙ্গে ছিলে, কেমন করে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনি এসে আমায় প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনার চেয়ে আপনার। আমার গলার হার গলায় ছিল, আমি পথে পথে খুঁজে বেড়িয়েছি, তুমি প্রেমময়, আমার সঙ্গে ফিরেছ, ভ্রমে আমি দেখিনি!

শ্রীরাধা। তবে ভাই শ্যামকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি কিছু মনে ক'র্‌বে না?

কর। মনে কর্‌বো না! রাধে, প্রেমময়ি! আ মরি মরি—রাধার শ্যাম, শ্যামের রাধা!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। করমেতি! তুমি কে—তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমার হৃদবিলাসিনী লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে তোমার সাধ হ'য়েছিল, রাধার সখী হবে।

কর। প্রভু! আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'য়েছে। রাধে, তুই সই বল্।

শ্রীরাধা। সই! সই!

কর। রাই! তুই আমার সকল সাধ পুরিয়েছিস্। ঐ দেখ্ দেখ্—ওরা সব আস্‌চে। ওদের কাছে আমি শ্যাম শ্যাম করে বেড়িয়েছি, ওরা মনে ক'রতো—আমি পাগল। যদি তুই ভাই একবার তোর শ্যামকে দেখাস্,

তা হ'লে ওরা বুঝতে পারে, শ্যাম আমার কি অমূল্য ধন!

শ্রীরাধা। সই, শ্যাম তোর, আমি তোর, তুই যারে খুসি—বিলিয়ে দে।

কর। এস এস সবাই এস, দেখ দেখ—কি যুগল মাধুরী দেখ!

রাজা, মন্ত্রী, পরশুরাম, আলোক, আগমবাগীশ,
টুকরো, বৈদ্য, দেমো, কৃত্তিকা, অম্বিকা
ও শ্রীরাধার সহচরীগণের প্রবেশ

গীত

সিন্ধুড়ামিশ্র—দাদ্‌রা

নারীগণ। আ মরি কি যুগল মাধুরী,—
রূপে মন আপন হারা,
প'রেছে প্রেমের ডুরি!
শ্যামচাঁদ আপনহারা, আপনহারা রাই,
দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা, আপনহারা তাই,
নয়ন ভ'রে চাই,
সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে,
আপনি ভেসে যাই:

ফকিরগণ, টুক্‌রো ও
অম্বিকা ব্যতীত সকলে। দয়াময়!
অম্বিকা। নাইক ভয়,
টুক্‌রো। সকের জিনিষ সত্যি মিছে নয়,
ফকিরগণ। জয়, জয়, জয়,
নারীগণ। নয়নে নয়নে মেশামিশি হাসে,
হেরি হাসি পরে ফাঁসি,
অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আ মরি আ মরি, এ কেনা উহারি,
মনে মনে মন চুরি!
আলোক। অতি সুন্দর! অতি মনোহর!
জয় হোক—তোমার আমার কি!

যবনিকা পতন

তিনকড়ি দাসী

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে বুদ্ধদেবের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

বুদ্ধদেব চরিত

[দেব-নাটক]

(৪ঠা আশ্বিন, ১২৯২ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ

এড্‌উইন আরনল্ড, এম.এ., এফ.আর.জি.এস্‌., এফ.আর.এ.এস.,
সি.এস.আই. মহোদয়েষু!

কবিবর,

আপনার জগদ্বিখ্যাত "লাইট অব্‌ এসিয়া" ("Light of Asia") নামক কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার করকমলে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, নিজ-গুণে গ্রহণ করুন।

বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১২৯৪ সাল।

ঋণী
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

বিষ্ণু। শুদ্ধোদন (কপিলবাস্তুর রাজা)। সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব, শুদ্ধোদনের পুত্র)। রাহুল (সিদ্ধার্থের পুত্র)। ছন্দক (সারথি)। শ্রীকালদেবল (শাক্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষি)। নালক (শ্রীকালদেবলের ভাগিনেয়)। বিম্বিসার (মগধাধিপতি)। কাশ্যপ (জনৈক মুনি)। শুদ্ধোদনের মন্ত্রী, বিদূষক, গণকদ্বয়, রাজদূত, দূতগণ, বাহকগণ, যন্ত্রী, বৃদ্ধ, রুগ্ণ, ভিক্ষু, পণ্ডিত, শিষ্যগণ, পুরোহিতদ্বয়, রাখাল, দস্যুগণ, বিম্বিসারের মন্ত্রী, ব্রাহ্মণগণ, বণিক্‌, ব্রাহ্মণ, দেবগণ, সিদ্ধাচারণগণ, মার, রাগ, অরাতি, কাম, সন্দেহ, কুসংস্কার, আত্মবোধ, বিঘ্নকারিগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দয়া। গৌতমী (কনিষ্ঠা রাজমহিষী)। মহামায়া (সিদ্ধার্থের প্রসূতি)। গোপা (সিদ্ধার্থের স্ত্রী)। সুজাতা (জনৈক বণিক্‌পত্নী)। পূর্ণা (সুজাতার সখী)। ধাত্রী, দেবীগণ, দেববালা-দ্বয়, জনৈক স্ত্রীলোক (পুত্রহারা রমণী), রতি, প্রবৃত্তি, মার-সঙ্গিনীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

সূচনা

গোলোকধাম

লীলা-কমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে করযোড়ে দয়া দণ্ডায়মানা

দয়া। হৃদিপদ্ম হ'তে, প্রভু, সৃজিলে আমারে,
সৃষ্টিকর্ত্তা সনাতন!
ধরাধামে করি বিচরণ মানব-হৃদয়াসনে;
এত দিন ছিল না যন্ত্রণা,
এবে প্রভু, দারুণ তাড়না!
আর ত সহে না—
হের, জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর।
নিষ্ঠুরতা দিতেছে হে ধর্ম্মের দোহাই,
বল প্রভু, কোথা স্থান পাই?
মানব-হৃদয়ে পূর্ণ তার অধিকার।
যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছ ধারণ,
হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার,
বিরোধী তাহারা সবে!
নরে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রে উক্তি,
দেব-ভক্তি—বলিদানে!
নিত্য দেবার্চ্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী।
দিবা-নিশি শান্তি নাহি জানি,

সতত বিকল প্রাণ মোর,
ধর্ম্ম-ছলে জীবের সংহার!
নিষ্ঠুরতা করে অধিকার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার, প্রচার ধরণীধামে!
জিনি কোটি বজ্রের ঝঙ্কার,
প্রাণে মম বাজে হাহাকার,
শুন, আর্ত্তনাদে কলরব করে প্রাণী।
তীক্ষ্ম খড়্গ লয়ে—ঘাতক দাঁড়ায়ে,
প্রাণভয়ে সজল-নয়নে
চাহে মম মুখ-পানে;
নিষ্ঠুর মানব নাহি শুনে মম বাণী।
কহ লক্ষ্মীপতি, কিবা গতি হবে মোর?
পেয়ে ভয়, পদাশ্রয় করেছি গ্রহণ।
বিষ্ণু। জানি আমি,
যতেক বেদনা সয়েছ গো সুলোচনে!
জানি সতি,
বসুমতী তাপিতা নরের তাপে।
চিন্তা কর দূর—
ধরি পুনঃ নরের আকার,
নর সহ করিব বিহার;
যজ্ঞ-ছলে প্রাণি-হানি রবে না ধরায়।
বাসনা আমার
ধরি তারকা-আকার,
পশিয়াছে শুদ্ধমতি নারীর জঠরে।
হবে তায় আকার সঞ্চার,
সে আকারে, অবতীর্ণ হব আমি।
দয়া। অন্তর্যামী চিন্তামণি জনক আমার,
শুনি পুনঃ তব অবতার,
মহাভয় হয় হে সঞ্চার হৃদে।
ব্রাহ্মণের হরিতে বেদনা—
হরি, অবতরি কুঠার ধরিলে করে;
উঠে তাহে মহা হাহাকার,
তিন-সাত-বার নিঃক্ষত্র হইল ধরা!
হেরি মম অন্তর বিকল,
অশ্রুজলে মেদিনী তিতিনু।
আহা!
পতিহীনা নারী, রাজরাজেশ্বরী,
রবি শশী হেরে নাই যারে—
উদরের তরে, দ্বারে দ্বারে
কাঙ্গালিনী সম করিল ভ্রমণ!
পুনঃ হরি, ভীম ধনু ধরি,
দিলে হানা লঙ্কার দুয়ারে,—
হ'ল মহামার, উঠে হাহাকার,
গিরিশৃঙ্গ ঢাকিল রুধিরে,—
রক্ষোদুঃখে সে সময়ে ছিল না জীবন।
চক্র করে আসিয়ে দ্বাপরে,
করিলে রুধির-ক্রিয়া—
অশ্বরজ্জু হাতে অর্জ্জুনের রথে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী করিলে নিপাত,
বজ্রাঘাত বাজিল হৃদয়ে মম!
আহা! শোকাকুলা কৌরব-রমণী—
রোদনের ধ্বনি উঠিল গগন ভেদি!
নিজ কুল করিলে নির্ম্মূল,
কাঁদালে যাদব-নারী!
পূর্ব্বকথা স্মরি কাঁপে মম কলেবর,
হয় ডর, ওহে চক্রধর,
শুনি ধরা 'পর পুনঃ অবতার তব।
কি হবে না জানি, ওহে চিন্তামণি,
কত কোটি কুলের রমণী
কাঁদিবে, হে জগন্নাথ!
দাসী প্রতি কৃপা কর, তাত!
কাজ নাই ধরায় গমন।
আজ্ঞা কর মোরে, তব হৃদি'পরে
আসি আমি হই লয়।
বিষ্ণু। শঙ্কা ত্যজ, সুবদনি!
বুঝ এবে যুগ-প্রয়োজন,
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী'পরে,
যাহে হিংসা ত্যজে পন্থাহীন নরে।
বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার করিছে অর্চ্চন,
বিদ্যাবলে সে দর্প করিব নাশ,
অন্য বল নাহি প্রকাশিব।
দয়া। প্রভু, খণ্ডাও সংশয়,
কর অন্তর বিকাশ,
ভিন্ন ভিন্ন বলের প্রকাশ,
শ্রীনিবাস, কর তুমি কি কারণ?
বিষ্ণু। প্রলয়-পয়োধিজলে সৃষ্টি আবরিত,
প্রলয়-গর্জ্জনে প্রলয়-তরঙ্গ উঠে,
লয়কারী বহে মহানীর!
কেহ যদি সে রঙ্গ দেখিত,
কভু মনে না ভাবিত
পুনঃ ফলে-ফুলে হাসিবে মেদিনী শ্যামা।
মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি ভীম মৎস্য-কলেবর;

আলোড়িত প্রলয়-সাগর—
পুচ্ছাঘাতে প্রলয়-তরঙ্গ ভাঙ্গে—
স্তম্ভিত প্রলয়,—সে সলিল পুনঃ জীবময়,
পুনঃ সৃষ্টি সলিলে স্থাপন;
জলচর ভ্রমে অগণন,
প্রলয়ে উপেক্ষা করি,
মীন-দেহে করি, শুভে, বেদের উদ্ধার।
কালে, জলে ধরি কূর্ম্মকায়,
পৃষ্ঠে 'পরে লইনু ধরায়,
প্রলয় গৌরবহীন!
বরাহ-শরীরে, নামি ভীম নীরে,
দন্তে ধরি তুলিনু মেদিনী!
পুনঃ বৎসে, ভুবন-বিকাশ,
কভু হবে নাশ,
কে ভাবে সম্ভবপর?
ক্রমে দৈত্যগণ তপস্যায় হ'ল বলবান্,
দেবগণ কম্পমান সুরপুরে দৈত্যের তাড়নে,
দেব-অধিকার না হয় স্থাপন—
ধরি তায় ভীম নরসিংহকায়।
দয়া। প্রভু,
ইচ্ছা মম শুনিবারে নরলীলা তব;
নর-কলেবরে, ধরণী-মাঝারে,
কেন ভ্রম নারায়ণ?
কোন্ রূপে হ'ল কিবা বল প্রয়োজন?
নিরঞ্জন, শুনিতে বাসনা মনে।
দেখি নাই প্রলয়-পয়োধি, গুণনিধি,
প্রলয়-সলিলে,
লীলা বুঝিবারে নারি।
হয়ে নর, পীতাম্বর, খেলিলে ধরায়,
নরদেহে বাস, নরের চরিত্র জানি,
তাই দেব, শুধাই তোমায়
নরকায়-লীলা তব।
বিষ্ণু। জান ভাগ্যবতি,
দানে আমি তুষ্ট অতিশয়;
দান শিখে দানব দুর্জ্জয়,
দেবগণে করি পরাভব,
স্থাপিল বৈভব;
দান-বলে দেহে নাহি অধর্ম্ম-সঞ্চার,
দৈত্যগণ সংহার করিতে নারি।
কাঁদে দেবগণ, নাহি হয় দুঃখ-বিমোচন,
ধরিলাম বামন-শরীর,
জান তুমি, তিনপদ ভূমি
মাগিনু বলির স্থানে;
ছলে হরি' দৈত্য-অধিকার,
বাড়াইতে গৌরব দাতার,
দ্বারী হই তার;
নিজ ছলে বাঁধা আমি বলির দুয়ারে!
পুনঃ প্রয়োজন—
বীর্য্যবান্ হ'ল ক্ষত্রগণ,
দীন-হীন ব্রাহ্মণ-পীড়ন
করে সবে দিবা-নিশি;
জান ত রূপসি,
কত তুমি কেঁদেছ ব্রাহ্মণ-দুঃখে!
জন্মিলাম ব্রাহ্মণকুমার;
করি নিজ মাতার সংহার,
কঠিনতাপূর্ণ করি হৃদি,
ক্ষত্রগণে নিধন করিনু,
না মানিনু বৃদ্ধ বা বালক;
দয়াশূন্য হিয়া, জননী বধিয়া,
গর্ভস্থ কুমার বধি—
সংহার, সংহার, ভীম অবতার,
মাতৃঘাতী কুঠার লইয়ে করে।
অতি দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর,
দেব নাগ নরে, কম্পিত রাবণ-ডরে:—
মহা দুরাচারী, করে পর-নারী চুরি
অবহেলে ব্রহ্মার বচন।
রামরূপ ধরি, কানন বিহরি,
জটাজূট বাকল ভূষণ;
অতি প্রেমে সিংহাসনে শৈশবে পালিত,
প্রেমময় প্রাণের দোসর ভাই সাথে,
সঙ্গে নারী, আমা হেতু বনচারী,
সে রমণী করিল হরণ;
কতই কাঁদিনু কতই সহিনু,
সীতার বিরহ হেতু;
সঙ্গে কপিগণ, ভিখারী দু'জন,
আক্রমিনু দর্পী লঙ্কাপতি,
দর্পহারী নাম মম তাহে।
কালে পুনঃ বাড়ে ক্ষত্রবল,
ব্রহ্মা-শিব-নারায়ণ অস্ত্র-করতল
হিংসে পরস্পর,
প্রজাগণ বিকল বিগ্রহে,
শরানলে ত্রিভুবন দহে;
দীন প্রজাগণ কাঁদে অনুক্ষণ,
আমারে স্মরণ করি;—

দীননাথ জন্মিলাম কারাগারে।
ব্রজধামে খেলি দীনসনে,
দীনের বেদনা বুঝিলাম প্রাণে প্রাণে,
কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম চক্র-করে;
হৃদে জাগে দীনের দুর্গতি;
কভু রথী, সারথি হইনু কভু,
শান্তি লাভ কৈল প্রজাগণ,
একচ্ছত্র সিংহাসনে স্থাপি ধর্ম্মরাজে।
দয়া। কহ সবিশেষ হৃষীকেশ,
বুঝিবারে নারি, হীনমতি নারী,
বিনা অস্ত্রে কেমনে দমিবে নিষ্ঠুরতা?
কপটতাপরায়ণ যতেক ব্রাহ্মণ,
কেমনে হে মানিবে শাসন?
নাহি জানি হরি,
ক্রোধ করি পুনঃ যদি অস্ত্র ধরি করে,
সংহার সবারে,
তাই ভয় হয়, চিন্তামণি!
বিষ্ণু। বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্র-বলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে, পথহারা নর,
ধর্ম্মে ডরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার;
নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিব ঘোষণা।
যুক্তিবলে বিমুখি সকলে
জ্ঞান-জ্যোতিঃ করিব বিকাশ,
অজ্ঞানতা-তম হবে নাশ
যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ,
দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন,
নাহি হবে ধরামাঝে;
আত্মোন্নতি করিতে সাধন,
নরগণ করিবে যতন;
কর্ম্মে কর্ম্মনাশ-আশে,
নির্ব্বাণ-প্রয়াসে,
রিপুগণে করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে মানব।
দয়া। দারুণ সংশয় দেব, ঘুচাও আমার।
কটাক্ষে তোমার—সৃজন পালন লয়,
তবে কেন বার বার ধর নরদেহ?
গর্ভবাস কি হেতু বা সহ?
প্রয়োজন ইচ্ছায় সাধিতে পার।
বিষ্ণু। সুলোচনে, শুন বিবরণ—
একা আমি, নাহি অন্য জন;
ব্যোম, সমীরণ, সলিল, স্থল,
আমিই সকল,
মায়াবলে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান,
আমি মন-প্রাণ, আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত—আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় একব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে।
দূর কর ভ্রম—
হের সতি, বিরাট্ মূরতি মম।
(বিরাট্মূর্ত্তি-ধারণ)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-কানন

নালক ও শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

নাল। হে মাতুল,
অতুল মহিমা তব ধরণীমণ্ডলে,
পদতলে চিরাশ্রিত দাস,
কহ দেব, বুঝিবারে নারি,
প্রমোদ-কাননে কি কারণে,
আনিলে আমারে?
করি তাত, মুক্তির প্রয়াস,
উপবনে মন-আশ কেমনে ফলিবে?
শ্রীকা। বৎস, ধন্য তুমি নরমাঝে!
যাঁর তরে যোগী করে ধ্যান,
যাঁর নাম পঞ্চানন প্রেমে করে গান,
দেবগণ যাঁর শ্রীচরণে করে আশ
সেই শ্রীনিবাস করিবেন জনম গ্রহণ,
প্রমোদ-কাননে হবে, 'বুদ্ধ-অবতার!'
নাল। কহ দেব, অদ্ভুত কথন,
প্রমোদ-কাননে উদিবেন নারায়ণ!
কোন্ ভাগ্যবতী জঠরে ধরেছে তাঁরে?
কেবা ভাগ্যবান্—
ভগবান্ সন্তান হবেন যাঁর?

শ্রীকা। শাক্যকুলে রাজা শুদ্ধোদন,
ধার্ম্মিক সুজন,
পুত্রের কারণ চিন্তে অনুক্ষণ,
যজ্ঞ-ব্রত কৈল কত:
তাঁর প্রতি সদয় শ্রীহরি,
মহামায়া নামে তাঁর নারী,
সেই গর্ভে বর্দ্ধিত এ পরম সন্তান।
নাল। কহ দেব, ঘুচাও সংশয়,
হেন গুহ্য সমাচার কিরূপে জানিলে?
শ্রীকা। দক্ষিণায়নোৎসব শাক্যকুলে খ্যাত,
রাজা প্রজা মাতে মহোৎসবে:
পূর্ণিমার দিনে,
রাজ্ঞী সনে বিলাস-ভবনে
বঞ্চিলেন নরনাথ:
যামিনীর শেষে,
নিদ্রাবশে মহামায়া দেখিলা স্বপন,—
যেন দেবদূতগণ,
শয্যাসনে সযতনে করিয়ে বহন,
লয়ে গেল হিমাচল-শিরে,
মনোহর সরোবর তথা—
বিনয়-বচনে,
দূতগণে কৈল আকিঞ্চন,
পার্থিব কলঙ্করাশি মোচন-কারণ,
সরোনীরে করিবারে স্নান:
অগ্নিস্পর্শে যেমতি কাঞ্চন:
স্নান-অন্তে ধরে রাণী উজ্জ্বল কিরণ:
দিব্য বাস-ভূষা যোগাইল দেবদূতে,
সিংহাসনে বসিল মহিষী:
হেনকালে নভঃস্থলে খসিল তারকা,
বিমল কিরণে আমোদিত ত্রিভুবন।
হস্তীর আকার, ষড়্‌দন্ত-শোভিত সুন্দর
তারা মনোহর, পশিলা মহিষী-গর্ভে,
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি:
উঠিল অমনি
চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি,
বিকাশিল রসহীন তরু,
পুষ্পবরিষণ কৈল দেবগণ,
দুন্দুভি-নিঃস্বন কাঁপাইল দশ দিশি,—
নিদ্রাভঙ্গ হলো অকস্মাৎ,
পূর্ণ গৃহ স্বর্গীয় সৌরভে,
অজানিত সুমঙ্গল ধ্বনি
পরশিল কর্ণমূলে,
অজানিত হর্ষ বাস করিল হৃদয়ে;
কহি, স্বপ্ন-বিবরণ, রাজা শুদ্ধোদন
জিজ্ঞাসিলা মর্ম্ম কিবা তার?
ল'তে বিবরণ,
গিয়া ত্বরা কৈলাস ভবন
জিজ্ঞাসিনু মহেশ্বরে:—
শুনিলাম ভবে হবে বুদ্ধ অবতার।
হের রাজদূতগণ,
আসিতেছে রাজ্ঞীরে লইয়ে:
এস বৎস,
অন্তরালে করি অবস্থান।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাণী, সখীগণ, বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রবেশ

রাণী। শুন সখি,
আজ এই স্থানে করি অবস্থান,
কহ দূতগণে করিতে বিশ্রাম।
মরি, কি সুন্দর সাজে সেজেছে কানন,
পিক শুক শারী
পুষ্পরেণু মাখি কলেবরে
মহানন্দে ফিরে,
মন-সুখে করে গান;
মন্দ মন্দ বসন্ত-অনিল খেলিতেছে
কিসলয়ে;
হের, তরঙ্গিত সরসী-হৃদয়,
কুবলয় দোলে মনোহর!
ভৃত্যগণে লয়ে যাও অদূর মন্দিরে,
ফুল চয়ি নিজ করে দিব ইষ্টদেবে।
সখী। রাণী আজ এই কাননে অবস্থান
কর্‌বেন, তোমরা বিশ্রাম কর গে।

[বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রস্থান এবং অপর দিকে রাণী ও সখীগণের প্রস্থান।

মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ

মার। শুন্‌ছি যেমন, দেখ্‌ছি তেমন,
রাণীর যে আকার,
সত্যি এবার আবার অবতার!
আত্ম। হচ্ছে কত যাচ্ছে কত,
ভাবনা কিসের তার:
আছি আমি, ভাব্‌ছ কেন, দেব
ছারেখারে।

মার। কেন চোখে দেখে, মর্‌চ ব'কে,
ঠেকে ঠেকে শেখ নি?
আমি আমি কর্‌চো বটে,
থাক্‌বে না আর বাক্যি মোটে,
অবতার কি দেখ নি?
সন্দে। ভাবনা এত কর্‌চো কেন,
এখনো ত দোনোমনো?
হয় ত ছেলে, নয় তো মেয়ে, নয় ত
গর্ভপাত!
হয় ত কথা সত্যি নয়,
দেবতাগুলোয় দেখায় ভয়;
তেমন তেমন যদি হয়, দিনকে
কর্‌ব রাত।
মার। কাণা তুমি চক্ষু নাই,
মিছে বড়াই কর্‌চো তাই,
দেখনি কি রাণীর গায়ে চাঁদের
কিরণ খেলে?
কি যে হবে ভাব্‌চি তাই,
আমার ত আর হাত পা নাই,
ঝাড়ে বংশে মারা যাবে, জন্মালে এ ছেলে!
আত্ম। আমি রাণীর সঙ্গ নিয়ে,
ছেলের দফা দিব খেয়ে!
মার। পার যদি দেখ,
সাধনেতে থেক।
আত্ম। যাও তোমরা চ'লে,
ফিরে আস্‌বে রাণী,
আমি দেখি এক চাল চেলে।
[মার ও সন্দেহের প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ

রাণী। কি হবে না জানি,
ভেবে মরি দিবস-রজনী,
দেবদেব ভরসা কেবল!
পুত্র-মুখ করি দরশন
জুড়াব জীবন,
আশায় নাচায় প্রাণ!
ভাবি পুনঃ—
অদৃষ্ট তো নহেক তেমন;
মন-সাধ যদি নাহি পুরে,
লোকমাঝে কোন্ লাজে দেখাব বদন!
নাহি জানি, ভাগ্যবতী আমি কি এমন!
শাক্যবংশধর মম জন্মিবে নন্দন,
রাজার গৃহিণী, রাজার জননী হব!
আহা! শুনি মম গর্ভের সূচনা,
ভূপতির আনন্দের নাহি আর সীমা,—
এ আশায় নিরাশা কি হব?
জলে ঝাঁপ দিব, বিধি যদি হন বাম!
আত্ম। আমি কেমন ক'রে মায়া
কাটিয়ে যাব গো?
হায় কি হ'লো গো!
রাজাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো!
রাণী। আহা, কে রমণী রোদন করে
এ বনে?
নাহি জানি অভাগিনী পত্নী কার!
কে মা তুমি, কাঁদ এ বিজন বনে?
আত্ম। আমি শাক্যবংশে থাকি চিরদিন গো,
এত দিনে কোথায় যাব গো?
রাজা আমায় বড় আদর করে গো।
রাণী। পাগলিনী বুঝি এ রমণী;
নহে এ ত শাক্যকুল-নারী,
ভূপতিরে স্মরি কেন তবে করিছে রোদন?
রাজরাণী আমি,
দেহ মোরে পরিচয়, কে তুমি সুন্দরি,
কোন্ কুলে জনম তোমার?
সম্বন্ধ কি আছে তব শাক্যবংশ সনে?
বল বল, রোদন কি হেতু কর?
কুলবতী কি হেতু বা বসতি ত্যজিয়ে
এসেছ বিজন স্থানে!
নৃপতির সনে আছে কি গো পরিচয়?
বল সত্য বাণী,
যত্ন করি রাখিব তোমায়।
আত্ম। আমার পরিচয় শুনে—
তোমার কি হবে?
মায়া কি ত্যাগ কত্তে পারবে?—
না, পারবে না;
এ বড় কঠিন মায়া!
তবে সর্ব্বনাশ,
আমারও বাস উঠ্‌লো।
রাণী। শঙ্কা হয় বচনে তোমার,
কিবা মায়া ত্যজিবারে কহ?
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?
কি হেতু বা উঠিবে আবাস
আমি মায়া ত্যজিলে?

আত্ম। রাজলক্ষ্মী আমি রাণী!
শুন সত্যবাণী,—
তোমার গর্ব্ভের ছেলে দুরাচার,
রাজ্য দেবে ছারেখারে;
আপনি প্রাণে যাবে মারা,
রাজা কেঁদে হবে সারা!
ভাল চাও ত শুন ভাষ,
নইলে হবে সর্ব্বনাশ!
শীগ্‌গির এই অষুধ খাও,
গর্ভ অধঃপাতে দাও।

[প্রস্থান।

রাণী। আরে রে পিশাচি,
বৃথা তোর প্রলোভন!
দেব-বাক্য করিতে হেলন
উপদেশ দেহ মোরে?

মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ

গীত

সারঙ্গ-মিশ্র—পটতাল

মার, আত্ম, সন্দে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্
দেখ্ দেখ্
গেল মাগী মারা,—

[রাণীর মূর্চ্ছা]

ছেলে ছেলে ক'রে, হ'ল, দিশে-হারা,
দ্যাখ্ না দ্যাখ্ না, বোঝ্ না বোঝ্ না,
ধিক্ ধিক্ ধিক্!
খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে ছেলে,
বাঁচে না বাঁচে না এ কথা ঠিক্।
তাই তাই তাই, তাই ব'লে যাই
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই;
যাই যাই যাই, তাকাই তাকাই,
মিছে—এ কি বাঁচে, আরে কাজ নাই,
ওই যমদূত এল ওরে নিতে,
হি হি হি হি হাসে ফিক্ ফিক্।
আত্ম। চল্ চল্ চল্, নে যাই ধ'রে।
সকলে। আগুন আগুন গেছি ম'রে!

[রাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সখীগণের প্রবেশ

সখী। এ কি! এ কি!
রাজরাণী ধূলা-বিলুণ্ঠিত!
এ কি দেব-বিড়ম্বনা!
কে আছ রে, শীঘ্র আন বারি।
রাণি! রাণি!—
রাণী। দূর হও দুরন্ত পিশাচ,
বংশধর সন্তান জঠরে মোর:
দূর হও নারকীয় চমূ।
সখী। দেখ রাজ্ঞি, নয়ন মেলিয়া,
আমি সহচরী তব।
রাণী। সখি! সখি! কোথা আমি,
গেছে কি পিশাচদল?
সখী। রাজ্ঞি, দেখ চেয়ে প্রমোদ-কানন,
অকারণ কেন হও উচাটন?
রাণী। সখি, শীঘ্র চল এ স্থান ত্যজিয়ে,
এই স্থানে দেখিলাম ভীষণ মূরতি,—
যেন অবয়ব তিমিরে গঠিত,
ধেয়ে এল, কত শত করতালি দিয়ে!
মরি—তাহে নহি ডরি,
ভাবি মনে,—
পাছে হয় সন্তানের অকল্যাণ।
সখী। দেবি, নাহি ভয়—
গর্ভবতী তুমি সতী, দেবের কৃপায়;
অমঙ্গল-আশঙ্কা কি হেতু কর?
চল রাণি, পুরীর ভিতর।

[সকলের প্রস্থান।

গণকদ্বয়ের প্রবেশ

১ গ। কি বল ভট্‌চাজ,
শনি আছেন কর্‌কটে।
২ গ। ঠিক বলেছ, বটে বটে বটে।
১ গ। ভট্‌চাজ, রাজার বাড়ীর গোণা,—
এবার বিদ্যা যাবে জানা!
২ গ। দণ্ড, তিথি, পল,
পঞ্জিকায় দেখ্‌ছি সকল।
১ গ। এতে কি রাজার বাড়ীর গোণা হয়?
কর্ত্তে হবে হয়কে নয়!
বল্‌তে হবে ঠিকঠাক্,
রাহু-কেতুর কত বাঁক।
গুণতে হবে পলে পলে,
মেয়ে হবে কি হবে ছেলে।
১ গ। ও সকল কিছু আছে দেখা,
বল্‌তে পারি শাস্ত্রের লেখা;
দক্ষিণে রাহু কেতু বাম,

যোগ কর্‌বে ফুলের নাম;
ভাগ কর্‌বে কুজের তিনে,
দেখবে মঘা রেতে কি দিনে।
তাতে যদি শূন্যি থাকে,
ফিরতে হবে শূন্য ট্যাঁকে;
ভাগে যদি দুই বাড়ে,
দৌড় দেবে পগার পারে।
১ গ। আর যদি বাকি থাকে এক?
২ গ। গলা ধাক্কা নেহাত দেখ্।
১ গ। আর তোমায় কে পায়,
চল যাই রাজসভায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

শুদ্ধোদন ও মন্ত্রীর প্রবেশ

শুদ্ধো। মন্ত্রি, পদ্মপত্রনীর, অন্তর অধীর
কোনমতে বুঝাইতে নারি;
নাহি জানি উৎসবের দিনে
কেন মনে ভয়ের সঞ্চার!
কহে বিপ্রগণ,
সুলক্ষণ জন্মিবে নন্দন,
হয় তায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
অকস্মাৎ কেন জন্মে ত্রাস,
মর্ম্ম না বুঝিতে পারি।
মন্ত্রী। নরনাথ, না কর সংশয়,
নিশ্চয় মঙ্গল হবে।
শুদ্ধো। মন্ত্রি, হেন দিন হবে কি আমার,
রাজবংশে জন্মিবে কুমার?
লয়ে কোলে,
বদন-মণ্ডলে চুম্ব দিয়ে,
জুড়াইব তাপিত প্রাণের জ্বালা?
মন্ত্রি, কি কব তোমায়,
পুত্র বিনা হেরি তমোময়,
ভাবি সব বিফল বৈভব,
এ জনম বৃথা কেটে গেল,
দোলে হিয়া সুখ-দুঃখমাঝে,
দিবস-শর্ব্বরী ভুলিতে না পারি,
কি হবে কি হবে ভাবি;
কভু মনে হয় জন্মিবে তনয়,
রাজ্যময় উঠিবে আনন্দধ্বনি।
তখনি না জানি—
কেন হয় ভয়ের সঞ্চার,
শূন্য হেরি হৃদয়-আগার,
আচম্বিতে চোখে আসে জল,
হেরি দূর অমঙ্গল-ছায়া।
মন্ত্রী। মহারাজ, নাহি বহুদিন আর,
পুত্রমুখ করি দরশন,
দূরে যাবে দুর্ভাবনা যত।
শুদ্ধো। মন্ত্রি, দেখ কেবা আসে।
মন্ত্রী। মহাভাগ শ্রীকালদেবল।
শুদ্ধো। ঋষিরাজ—
শাক্যকুলে চিরহিতকারী।

শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

শ্রীকা। মহারাজের জয়!
শুদ্ধো। শুভদিন আজি ঋষিরাজ,
তব দরশন-লাভ বহুদিন পরে;
হেন ভাগ্যোদয় মম হবে এ জীবনে,
করি নাই অনুমান।
শ্রীকা। নরনাথ,
আছে কোন বিশেষ সংবাদ,
প্রকাশিব গোপনে তোমায়!
শুদ্ধো। যাও মন্ত্রি, রাজ্ঞীর সংবাদ আন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শ্রীকা। ভাগ্যবান্ নরকুলে তুমি মহারাজ,
দেবতা-সমাজে পূজ্য।
শুন মতিমান্,
নাহিক বিলম্ব আর, জন্মিবে সন্তান,
সর্ব্বসুলক্ষণ, ভুবন-পাবন,
হরিবারে ধরণীর ভার,
বুদ্ধ-অবতার
হবেন তনয়রূপে তব।
না মান বিস্ময়,
মহানন্দ ত্রিভুবনময়,
নির্ব্বাণ করিতে দান—
কলুষিত জীবে,
পূর্ণ দয়া আবির্ভাব ভবে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ হইবে সত্বর,
নাহি আর নরকের ডর,
হিংসা দ্বেষ রবে না ধরণী 'পরে।
পশু পক্ষী পতঙ্গ-নিচয়
নির্ভয়ে করিবে কেলি;
দেবভাবে পূর্ণ হবে মানবের হিয়া।
জড়কর্ণে না কর শ্রবণ,
পুলকিত নৃত্য-গীত করে দেবগণ!

কিন্তু পুনঃ শুন, বিচক্ষণ,
বিধাতার বিচিত্র নিয়ম,
অমিশ্রিত সুখ নাহি ধরাতলে,
দেখ মনে ভেবে
আলোকের সনে ফিরে ছায়া,
কণ্টক মৃণালে,
গঙ্গাজলে মকর-কুম্ভীর বসে,
কীট কাটে কোমল কুসুম,
বার্দ্ধক্য যৌবন-পরিণাম;
দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত এ ধরাধাম,
কণ্টক-বর্জ্জিত সুখ নাহি কভু তায়।
শুদ্ধো। কহ দেব, কিবা অমঙ্গল,
সংশয় না সহে আর।
শ্রীকা। বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে,
সপ্তস্বর্গ 'পরে আবাস নির্ম্মাণ তার,
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু;
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ!
শুদ্ধো। এ কি—রাণী!
অকল্যাণ হবে কি রাণীর?
শ্রীকা। প্রস্তরে অঙ্কিত, রাজা, নিয়তির লিপি,
কর্ম্ম-ফলে—ফলে সে লিখন।
শুন বিচক্ষণ,
এ লিখন খণ্ডন না হয় কভু।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি

শুদ্ধো। জন্মেছে নন্দন!
শ্রীকা। নাহি হও উচাটন।
শুন, নীরব আনন্দধ্বনি;
নৃপমণি, ধৈর্য্যপাশে বাঁধ বুক।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন;
কিন্তু হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ,
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী।
রাজবৈদ্যগণে
সযতনে চেতন করিতে নারে।
শুদ্ধো। হা প্রিয়ে—হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। নৃপবর শোকের সময় এ ত নয়!
রাজ্ঞী অচেতন,
শিশুরে কে করিবে যতন
তুমি রাজা অধীর হইলে?
শুদ্ধো। ঋষিরাজ,
বড় সাধ ছিল মহিষীর
পুত্রমুখ করিতে দর্শন।
হাঃ বিধাতঃ, হেন সাধে সাধিলে বিষাদ!
হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। চল রাজা, দেখিতে নন্দন।

দূতের প্রবেশ

মন্ত্রী। আরে দূত, কি তোর সংবাদ?
দূত। মন্ত্রি মহাশয়,
নাহি জানি কিবা হয় রাজপুরে,
মহারাণী ত্যজেছেন কলেবর!
অকস্মাৎ নব শিশু করি গাত্রোত্থান
সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,
কহিল গম্ভীর-স্বরে,
"হের দেব নাগ নরে,
আমি বুদ্ধ—প্রণম্য সবার।"
উজ্জ্বল আভায় পূরিল কানন,
করি দুন্দুভি-নিস্বন,
নাহি জানি; কোথা হ'তে আইল কত জন,
নৃত্য-গীত করিছে উৎসব!
শুন শুন গম্ভীর সঙ্গীত-ধ্বনি।
শুদ্ধো। হা প্রিয়ে!
শ্রীকা। উঠ রাজা, নহে এ ত শোকের সময়;
জন্মিয়াছে উত্তম তনয়,
কর তারে লালন-পালন;
মূঢ়জন শোক করে গত জীব হেতু।
শুদ্ধো। হায় ঋষি, শূন্য দশদিশি,
প্রেয়সী বিহনে হেরি।
ফুল্ল-কমলিনী জীবন-সঙ্গিনী,
কোথা গেল অভাগিনী?
পুত্র করি সাধ, ঘটিল বিষাদ;
আহা, পুত্র বিনা ছিল যেন কত অপরাধী।
করি তনয় কামনা
দিবানিশি দেবতা অর্চ্চনা;
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা,
পুত্র কোলে ত্যজিল জীবন!
হায়—হায়, কাঞ্চনের তরে
গজমতি ফেলিলাম নীরে,
রাজলক্ষ্মী ছেড়ে গেল?

যার সাধ, সে গিয়েছে চ'লে,
কি কাজ তনয়?
রাজ্যধন কোন্ প্রয়োজন?—
পশিব বিজনে, প্রেয়সীর ধ্যানে
দিবানিশি করিব যাপন।
রাজপুরে ঘটিল প্রমাদ, হরিষে বিষাদ,
প্রাণে সাধ নাহি আর তিল!
কোথা গেলে প্রেয়সি আমার?
দেখ, হাহাকার তোমা বিনা।
বিষণ্ণ হেরিলে মোরে
আসিতে প্রেয়সি, বুঝাইতে কতমত:
ভাসি আমি শোকের সাগরে,
কেন আজি নিঠুর হয়েছ,
দেখা নাহি দেহ আর?
হায়! জনমের মত
আনন্দ-মূরতি তোর দেখিতে পাব না:
ফুরাইল—ফুরাইল গৃহবাস!
কোথা প্রিয়ে—
দেখে আসি জন্মের মতন।

[রাজার বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি দুর্দ্দৈব রাজপুরে,
দেবমায়া বুঝিতে অক্ষম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-কানন—অপর পার্শ্ব

শুদ্ধোদন ও শ্রীকালদেবল

শুদ্ধো। কই ঋষি, কই পুত্র মম?
শ্রীকা। হের সিংহাসনে নন্দন তোমার,
দেবগণে করিছে আরতি,—
মহাজ্যোতিঃ ঘেরেছে কুমারে।
শুন বৎস, বচন আমার,
ত্যজিয়ে আশ্রম করহ গমন।
বুদ্ধদেব কৃপা করিবেন কালে;
বসি বুদ্ধ-তরুমূলে
বুদ্ধত্ব লভিবে পুত্র তব:
ফিরি দেশে দেশে,
উদ্ধারিবে মানবমণ্ডল:
এ সকল আমি না হেরিব।

[সকলের প্রস্থান।

দেবদেবীগণের প্রবেশ ও গীত

ইমন-মিশ্র—একতালা

পুরুষ। জগজনপতি পূর্ণমূরতি
নবীনজনম-ধারণ,
স্ত্রী। মরি রূপের ছটা অরুণ-ঘটা,
মোহিত হয় মন;
সকলে। জয় জয় জয় ঘুচলো ধরার ভার।
পুরুষ। পরমোৎসব পুলকার্ণব
উথলে উজান ধায়,
স্ত্রী। চাঁদবদন ভাসে করুণায়;
পুরুষ। অজ্ঞান-তিমির নাশ,
স্ত্রী। হৃদিকমল বিকাশ,
পুরুষ। বুদ্ধদেব-চরণ সেব
জীব-নাশ-বারণ,
স্ত্রী। সই লো, প্রাণ মন আজ মজালে নয়ন;
সকলে। জয় জয় জয় ঘুচলো ধরার ভার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ

১ দে। কহ সখি, যুবরাজে সঙ্গীত শুনায়ে,
দেবকার্য্য কি হবে সাধন?
দেখি, যুবরাজ দেবের সমাজে প্রিয়,
বুঝিতে না পারি
কেবা এই নরদেহধারী।
২ দে। কহি সখি, শুনেছি যেমন,
জীবহিংসা করিতে বারণ
নিরঞ্জন করেছেন শরীর ধারণ।
জন্ম যবে, জননী মরিল;
দেবতায় গর্ভে ধরে যেই,
দেবলোকে স্থান তার।
বাড়িল কুমার বিমাতার লালন-পালনে,
দেবী-অংশে গৌতমী নামেতে রাণী,
অতি ভাগ্যবতী,
স্তনপান করাইল দুর্লভ নন্দনে,
বৃন্দাবনে যশোমতী যথা;
এবে বর্দ্ধিত কুমার,
নারী সনে প্রমোদ-ভবনে করে বাস।

১ দে। কিবা এই প্রমোদ-ভবন?
আছে শুনি সতর্ক প্রহরী,
বাহিরে আসিতে কেহ নারে;
কারাগারে রাখে পুত্র,—
কারণ কি তার?
২ দে। যবে জন্মিল নন্দন,
জ্যোতির্বেত্তাগণ করিল গণন,
"বৃদ্ধ জরা মৃত ভিক্ষু করি দরশন
রাজার নন্দন ভবন ত্যজিয়ে যাবে,
নহে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে কুমার!"
দিন দিন শশিকলা প্রায়,
বাড়িল তনয়,—
নিয়োজিত আচার্য্য নিপুণ,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইল বালক।
কিন্তু ভাবে মগ্ন রহে দিবানিশি,
উদাস সংসার-সুখে:
হেরি পুত্রের ব্যভার
হতাশ হইল রাজা।
১ দে। কহ সখি, বিশেষ বর্ণনা,
শুনিতে বাসনা বাড়ে প্রাণে;
কি ভাবে বঞ্চিল রাজসুত!
২ দে। সঙ্গী সনে নাহি করে খেলা,
নাহি নগর-ভ্রমণ, অশ্ব-সঞ্চালন
পাছে ক্ষুদ্র কীটে দলে পদে,
সশঙ্কিতে করিত চরণ ক্ষেপণ;
হিংস্র জন্তু করিলে নিধন,
করিত রোদন;
এ সব লক্ষণ রাজকুলে নাহি শোভে।
১ দে। দয়ার আগার, সর্ব্বজীবে সমভাব,
নরে না সম্ভবে কভু:
কহ সখি, কি হইল অতঃপর?
২ দে। পুত্রের ঔদাস্য দেখি রাজা শুদ্ধোদন,
মন্ত্রী সনে উদ্বাহের করিল মন্ত্রণা,
কিন্তু তাহে কুমারের ঘৃণা;—
কৌশলে করিল রাজা কার্য্য সমাধান।
১ দে। কহ, কি কৌশলে?
শুনিতে বিকল প্রাণ।
২ দে। রাজ্যে যত সুন্দরী রমণী,
নিমন্ত্রিয়া নৃপমণি আনিলা ভবনে;
নারীগণে রত্ন বিতরণ
করিল নৃপতিসুত,
কিন্তু কারু পানে ফিরে না চাহিল,
কোন নারী সাহসে না তুলিল বদন,
পরে, ধীরে ধীরে
গোপা নামে লক্ষ্মী-অংশে নারী,
বিস্তারি মাধুরী,
যুবরাজ-সমীপে হইল উপনীত।
বিমোহিত উভয় উভয়ে হেরি:
চোখে চোখে প্রেম-আলাপন:
প্রাণ-বিতরণ,
শুভদিনে পরে দোঁহে প্রেমের নিগড়।
রাজার সুখের নাহি সীমা।
জরা মৃত বৃদ্ধ ভিক্ষু পাছে পুত্র দেখে,
এই হেতু খুলিয়া ভাণ্ডার,
প্রমোদ-আগার নির্ম্মাইল,
নন্দন-কানন জিনি।
সুন্দর যে বস্তু যথা ছিল অবনীতে,
আনিয়া রাখিল তথা;
গোপা সনে প্রেম-আলাপনে,
বঞ্চে সুখে যুবরাজ।
১ দে। কহ সখি, কি কারণে
দেবরাজ পাঠাইল আমা দোঁহে?
২ দে। মোহে মুগ্ধ, প্রেম-খেলা খেলিছে কুমার
সুখের ভবনে;
নাহি আর জীবের বেদনা মনে।
যে সংগীত গাহিব দু'জনে
শুনি মনে বাজিবে আঘাত,
সেই ভাবে এ গীত রচিত,
দেব-কার্য্য উদ্ধার হইবে তায়।

জনৈক যন্ত্রীর প্রবেশ

যন্ত্রী। তোমরা কে?

১ দে। আমরা প্রমোদ-ভবনে গোপা-দেবীর সহচরী হব মনে মনে বাসনা করেছি।

যন্ত্রী। হুঁ—স্বর্গে নন্দন-কানন, আর মর্ত্ত্যে প্রমোদ-ভবন, গেলে আর বেরোন যায় না, জান ত?

১ দে। যদি প্রমোদ-ভবনে থাক্‌তে পাই, বেরিয়ে আমাদের দরকার কি?

যন্ত্রী। বটে বটে—ঠিক বলেছ; বলি, এগিয়ে এস দেখি; মুখ দুখানা মন্দ নয়,—যোড়া ভ্রূ। ভ্রূ ত কালিতে আঁক নি?

২ দে। ও মা, মিন্‌ষে বলে কি গো? পোড়া কপাল!

যন্ত্রী। বলি, রং ত খড়ি দে কর নি?

১ দে। মিন্‌ষে, তোর মুখে আগুন।

যন্ত্রী। বলি, ঠোঁটগুলো অমনি লাল, না আল্‌তা দিয়েছ?

২ দে। তোমার মুখে নুড়ো জেবলে দিয়েছি।

যন্ত্রী। না, পরচুলো নয়—তবে চুল কিছু খাদি খাদি। তা হোক; বলি একটা গান কর দেখি।

দেববালাগণের গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—খেম্‌টা

চ'লে যাই আপন মনে চাই না কারো পানে।
গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে॥
আপনি থাকি আপন গরবে,
(নইলে) কুজনে সই কুকথা কবে:
কোমল প্রাণে অত কি সবে?
নাই ত তেমন মনের মতন,
যে জন নারীর মন জানে॥

যন্ত্রীকে ঠোনা মারা

যন্ত্রী। বাক্‌ জানে।

যন্ত্রীর নাক ধরিয়া টানা

ভ্যালা মোর বাপ রে, এস—এস—তোমাদের প্রমোদ-কাননে দিয়ে পাঠাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

সিদ্ধার্থ ও গোপা

সিদ্ধা। প্রিয়ে,
যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম সুন্দর সংসার:
অরুণ উদয়ে বসি জম্বুতরুতলে,
শূন্য প্রাণে শুনিতাম জীবনহিল্লোল:
নাচিত ময়ূরী,
বন-পাখী খেলিত আলোক মাখি:
কুরঙ্গিণী কুরঙ্গের সনে
ভ্রমিত অদূর-বনে:
দুলিত কুসুমরাজি মলয়-মারুতে:
হেরি ধরা শোভার আগার,
হৃদয়-বিকার দূর না হইত মম,
ভাবিতাম—লক্ষ্য-শূন্য এ সকলি;
কি পরিবর্ত্তন!
মধ্যাহ্ন-তপন ভাতিত গগনে যবে,—
নাহি আর আনন্দ-কল্লোল,
অগ্নিময় পবন-হিল্লোল,
রসহীন সরস কুসুম,
মনে হ'ত ভ্রম,—
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে কি ফল?
পশ্চিম-গগন আরক্ত যখন,
নব ভাব উদয় হইত হৃদে।
সেই ঊষা সম ঘটা,
রঞ্জিত সুবর্ণ মেঘছটা,
সেই—সেই, কিন্তু সে ত নয়!
সচকিতে চায়,
বিহঙ্গিনী আনন্দে না গায়,
কুলায় প্রবেশে কেহ।
আশ্রয়ের তরে
ধীরে ধীরে কুরঙ্গিণী ফিরে,
কভু নির্ম্মল গগন—
হাসে শশী,
রজত-কিরণ ঢালিয়ে ধরণী 'পরে,
কভু নক্ষত্রখচিত রজনী ভূষিত,
কভু ঘোর মেঘের ঝঙ্কার,
লক্ষ্য নাহি বুঝিতাম তার,—
লক্ষ্য-শূন্য সকলই হইত জ্ঞান;
ম্রিয়মাণ দিবস-যামিনী!
সুবদনি,
একভাবে বহিত জীবন-স্রোত!
হ'ত অনুমান—
চক্রাকারে হয় ঘূর্ণায়মান,
দিবা-নিশি, পক্ষ, ষড়ঋতু—
যেন নহে নিয়ম-অধীন,
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে।
এবে প্রিয়ে, হৃদে ধরি তোরে
সে বিকার গিয়েছে অন্তরে,
নব আঁখি ফুটেছে আমার!
লক্ষ্য-শূন্য নহে এ জীবন—
নয়নে তোমায় হেরি!

গোপা। আঁখি-বিনোদন হেরি, নাথ,
সরস বদন তব,

আনন্দ-হিল্লোলে দোলে হৃদয়-কমল;
কেন তবে হই হে বিমনা?
মনে নাই কি, ছিলাম বালিকা যখন,—
যেই দিন দেখা তব সনে,
আবরণ পড়িয়াছে সেই দিনে!
যবে সদয়-হৃদয়,
প্রেমময় কণ্ঠহার দিলে এ দাসীরে,
গেল বাল্যখেলা, মুক্তামালা পরি গলে;
রূপদরশনে, হৃদয়-আসনে
তোমারে দিলাম স্থান।
ত্যজিয়ে বসতি,—গেল অন্য স্মৃতি,—
রূপের সাগরে ডুবিলাম আত্ম ত্যজি!
সকলি পেয়েছি,
কিঙ্করীরে সকলি দিয়েছ,
প্রাণনাথ, তবু কেন ছায়া পড়ে প্রাণে?
সিদ্ধা। প্রিয়ে, ছায়া কর দূর,
ঐ ছায়া আচ্ছন্ন করিত প্রাণ মম;
তব নয়ন-কিরণে মিলায়ে গিয়াছে ছায়া!
ছায়া—ছায়া—ছায়া বহুদূরে;
দূরে—দূরে ছায়া, ছায়াময় সমুদয়!
দেখ প্রিয়ে, স্থিরচিত্ত হয়ে,
ছায়া নহে পরাজিত!
যেন মৃদুভাষে কর্ণে মম আসে,
অসীম অনন্ত ছায়া ঘেরিয়াছে ত্রিভুবন!
কিন্তু প্রিয়ে,
আমি তব, তুমি হে আমার,
ছায়া কোথা আর?
সকলি আলোকময়!
হের সতি, মলয়-হিল্লোলে
ফুলদল দুলে দুলে বলে,—
ফুটেছি লো তোর তরে;
করি কলধ্বনি,
বিহঙ্গিনী জাগায়ে তোমারে,
গায় সুমধুর তুষিতে শ্রবণ তব;
ব্যজনে অনিল
খেলিয়ে অলকা সনে।
সত্য প্রিয়ে,
তবু যেন লুক্কায়িত আছে নব ছায়া।
আহা প্রিয়ে, বসন্ত ঊষায়
শতদলে শিশির যেমতি,
কেন সতি, অশ্রুবিন্দু নয়নে তোমার?
জান না কি হাসিমুখ ভালবাসি তোর?
আহা প্রিয়ে, এ কি নব ভাব,
হাসি সনে মিশে আঁখি-বারি!
দেখি—দেখি, বসন্তে বরিষা!
প্রিয়ে, তব নয়ন চুমিয়ে,
বারিবিন্দু করি দূর,
তরুণ অরুণে—
কমলে শিশিরবিন্দু যথা।
গোপা। প্রাণনাথ, দিনমণি বিনা
নলিনী যেমতি বিমলিনী,
একাকিনী কাঁদে বালা,
হেরি ভানু প্রফুল্ল বদন,
রজনীর জ্বালা জানাইতে নাহি পারে,
তেমতি হে, হেরিলে তোমারে,
ভুলে যাই কি অভাব আছে প্রাণে;
ছায়া—ছায়া বলিলে যখন,
হইল স্মরণ ভীষণ স্বপন-ছবি!
নিত্য নিত্য দেখি সে স্বপন,
কেঁদে জাগি,—
পাশে তুমি, করি দরশন—
পাসরি স্বপন-কথা।
গলা ধ'রে নিদ্রা যাই পুনঃ;
প্রভাতে উঠিয়ে মুখ নিরখিয়ে,
সুখে ভাসি,
বিহঙ্গিনী ঊষা দরশনে যথা।
সিদ্ধা। কহ প্রিয়ে, কহ স্বপ্ন-কথা
কিন্তু যদি মনে পাও ব্যথা,
নাহি তায় প্রয়োজন।
কত স্বপ্ন করি দরশন,
জাগরণে হেরি কত ছবি,
সযতনে ত্যজি সে সকল!
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি, নাহি অন্য গতি!
পরস্পরে হেরে,
এস প্রিয়ে, ভুলি স্বপ্ন প্রেমের স্বপনে।
স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন এ সকল—
নিদ্রা জাগরণে,
স্বপ্ন বিনা কিবা আর?

দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত

ধানি-মিশ্র—একতালা

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই!

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়?—আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।

সিদ্ধা। আহা প্রিয়ে, কি মধুর গান!
হর্ষ শোক সনে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
নবভাব বিকাশে হৃদয়ে।
স্মরণ না হয়,
যেন গাথা শুনেছি কোথায়।
কেবা বালা? ডাক প্রিয়তমে,
উপহার দিব যুবতীরে,
সুধা-কণ্ঠ নূতন সঙ্গিনী তব।
গোপা। নাথ, নহে ত সঙ্গিনী মম!
নাহি জানি কে রমণী।
সিদ্ধা। চারুনেত্রে! দেহ পরিচয়,
কেবা তুমি প্রমোদ-ভবনে?

দেববালাদ্বয়ের গীত

ধানি-মিশ্র—একতালা

জানি না কে বা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।

সিদ্ধা। কত দূর, কত দূর বিস্তার মেদিনী?
পূর্ব্বভাগে নবরাগে হেরিলে ঊষায়,
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে—
তরুণ তপন যাহে প্রথম জাগায়,
আঁধার করিয়ে দূর কাঞ্চন-কিরণে,
পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি, প্রেয়সি,
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চায় দিনদেব সনে,—
আমোদিনী কমলিনী যথা,
হেরি পুনঃ প্রাণনাথে।
মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর,
বৈসে কত নর!
তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই,
হেরি কত সুন্দর বদন,
ভালবাসি কত জনে;
পক্ষভরে উঠি শূন্য 'পরে,
নিম্নে হেরি বিস্তার মেদিনী,
মনোরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে,
বসি দিনশেষে
হেরি তারামালা ফুটে একে একে।
বদ্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ-বাহিরে!
গোপা। প্রাণনাথ, এ কি ভাব তব?
দুঃস্বপন হেরেছি প্রভাতে,
কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন স্মরি;
তব ভাব দেখিয়া শিহরি,
ভাগ্যে মম কি আছে না জানি।
ভীষণ স্বপন,—
বহে যেন প্রলয়-পবন
কাঁপাইয়ে ধরণীরে,
কক্ষচ্যুত তারকামণ্ডল,
রাজদণ্ড ভগ্ন মহাবাতে,—
তুমি নাই পাশে!—
শয্যা 'পরে মুকুট তোমার,
নাহি তুমি পাশে!
হুতাশে কাঁপিল প্রাণ!
এবে এ ভাব তোমার,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে;
প্রাণনাথ, হর ভয় অবলার!
সিদ্ধা। ভাবি প্রিয়ে, এসেছি কি কাজে,
কি কাজে কাটাই দিন?
অজ্ঞান-আঁধারে, রয়েছি সংসারে,
কারাবাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা!
প্রাণ মম চায়,
ধরা'পরে আছে যে যথায়,
ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন।
বন্ধু মম পশু-পক্ষিগণ,
ধরার রোদন নিবারণ হয় সাধ!
তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
হও ধর্ম্ম-সহায়িনী,
তিমিরে রাখিতে আর যত্ন নাহি কর।
উধাও—উধাও—
ধায় প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে,—

ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে
কেমনে প্রফুল্ল রব?
শুন সুবদনি,
মহাদুঃখে নিপতিত প্রাণী
অসহায়, নাহিক উপায়,
কেবা মুখ চায়?
এ খেদ হে প্রাণে নাহি ধরে।
স্বার্থ ভুলি, সতি,
মহাব্রতে পতিরে উৎসাহ দেহ।
লয়ে তব অনুমতি,
জীবের দুর্গতি দূর করি চন্দ্রাননি!

গোপা। স্বার্থ অর্থ সকলি হে তুমি:
তব অনুগামী দাসী,
তব কার্য্যে বিরোধী না হব:
তব সুখে সুখী,
তুমি নাথ, অসুখী যাহায়,
কিবা সুখ তাহে মম?
এইমাত্র সাধি, গুণনিধি,
আশ্রিতে ঠেল না পায়।

সিদ্ধা। আনন্দদায়িনী তুমি চন্দ্রাননি!
হৃদয়ের তুমি অধিকারী;
তব প্রেমে শিখিব জগৎ-প্রেম,
তব প্রেম বিলাব জগতে—
এইমাত্র অভিলাষী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দূরে শুদ্ধোদন, মন্ত্রী ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বলি মহারাজ, বৌ-বেটায় আমোদ কচ্চে, নিত্যি নিত্যি কি কত্তে আস বল দেখি? বলি, তেমন সখ হয়ে থাকে ত বুড়োরাণী নে তুমিও একটা প্রমোদ-কানন কর।

শুদ্ধো। বয়স্য, যে দিন আমার সিদ্ধার্থের চন্দ্রবদন না দেখি, সে দিন আমার শূন্য জ্ঞান হয়।

বিদূ। বলি, মহারাজ যে বড় ভয় পেয়েছিলেন, যুবরাজ আর ধ্যানে বসেন না? বৌমা গর্ভবতী! পুত্র-সন্তান হ'লে আবার নূতন ধ্যানে বস্‌বেন। মহারাজ, মনে ক'রে দেখুন না কেন, প্রথম প্রথম আমরাও কত ধ্যান করেছি।

শুদ্ধো। সিদ্ধার্থের পুত্র হ'লে তোমার ব্রাহ্মণীকে নথ গড়িয়ে দেব।

বিদূ। না মহারাজ, আমার আর একটি সাধ আছে, আপনি একজোড়া বেঁক-মল গড়িয়ে পর্‌বেন, নাতির পায়ে ঘুঙুর থাক্‌বে আর আপনি শুধু পায়ে বেড়াবেন, সেটা বড় ভাল দেখায় না।

সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রবেশ এবং উভয়ের রাজাকে প্রণামকরণ

শুদ্ধো। এই যে আমার সিদ্ধার্থ!—
বৎস, আসিয়াছে শিল্পিগণ,
সাধ সবাকার—
তব প্রমোদ-আগার-শোভা করিবে বর্দ্ধন;
যদি তব হয় মন,
পাঠাইয়ে দিব সবে তোমার সদন।

সিদ্ধা। পিতা, ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে,
প্রাণ নাহি ভরে মম।
সব হেথা শিল্পের অধীন;
স্বেচ্ছাধীন নহে তরু-লতা—
সমভাব সকলি এ স্থানে!
চাই যবে আকাশের পানে,
সমতা নাহিক তথা—
নিত্য নব গগনের শোভা।
নব শোভা অবশ্য ধরণী ধরে;
কিন্তু,
শিল্পী করে সমভাব প্রমোদ-ভবন।
যাচি তাই অনুমতি পদে,
যাব আজি নগর-ভ্রমণে—
অবিদিত ভূমি মম প্রাচীর-বাহিরে।

শুদ্ধো। বৎস, সুখের ভবনে
কিসে তব অসন্তোষ?
রাজকোষ শূন্য করি সাজায়েছি পুরী;
যেখানে যা ছিল বস্তু পরম সুন্দর,
আনিয়াছি এই স্থানে;
হেন কিবা আছে ত্রিভুবনে,
এ ভবনে নাহি যাহা?
মধ্যমণি মণিহারে যথা—
তেমতি ধরণীমাঝে সুন্দর এ পুরী;
বেষ্টিত সুন্দরী, সুখে কর বাস;
কি হেতু প্রয়াস বৎস, যাইতে বাহিরে?

সিদ্ধা। পিতা, মধ্যমণি অবশ্য সুন্দর,
কিন্তু এক মণি নহে মণিমালা,
গাঁথে মালা বিবিধ রতনে,
ক্ষুদ্র রত্ন—আছে তার কাজ!

এ ভবন যদ্যপি সুন্দর,
হয় সাধ শোভাময়ী মেদিনী হেরিতে!
কমলিনী—ফুলকুলরাণী
সুন্দর অবশ্য মানি;
ক্ষুদ্র ফুলে ক্ষুদ্র শোভা চিত-ফুল্লকর,
পূর্ণ কর সাধ, পিতা, দেহ অনুমতি।
শুদ্ধো। ভাল বৎস! হও সুসজ্জিত;
দূত আসি লয়ে যাবে কা'ল।
দেখাইবে নগরের সুন্দর যে স্থান।
সিদ্ধা। আশীর্ব্বাদ কর পিতা;
গুরুজনে প্রণাম আমার।
শুদ্ধো। বৎস, রাজচক্রবর্ত্তী হও।
বিদূ। যুবরাজের জয় হোক।

[সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রস্থান।

শুদ্ধো। দেখ এ ঘটনা—
পুত্রের বাসনা নগর-ভ্রমণে!
জ্যোতিষ-বচনে—
বৃদ্ধ জরা রুগ্ণ মৃত ভিক্ষুক দর্শনে,
পুত্র হবে গৃহত্যাগী;
দেহ শীঘ্র নগরে ঘোষণা,
জরা-জীর্ণ আদি পথে নাহি আসে কালি।
আঁখি-সুখ-কর
সুসজ্জিত করহ নগর;
হেরি যাহে রাজ্যের লালসা বাড়ে।
দেখ মন্ত্রি, অতি সাবধানে।
নিবার কুৎসিত দৃশ্য রাজপথে ত্বরা।
মন্ত্রী। নাহি চিন্তা মহারাজ;
শাক্যরাজ্যে কুমার-বৎসল সবে,
জ্ঞাত আছে জ্যোতিষ-গণনা,
বিশেষতঃ সতর্ক প্রহরী,
নিয়োজিব এইক্ষণে,
তত্ত্ব লয়ে আপনি ফিরিব।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শুদ্ধো। সখা, করিব প্রহরি-কার্য্য কালি।
বিদূ। বলি মহারাজ, এই হুড়োহুড়িটা ত দিনকতক বাদে কর্‌লেই হোত।
শুদ্ধো। হে বয়স্য, কি কব তোমায়,
সিদ্ধার্থ যখন যাহা চায়,
ভাল মন্দ না করি বিচার,
তখনই প্রদানি তাহা।
আজি প্রাণে হয়েছে উৎসাহ,
ব্যথা পেত নিবারণে;
কিংবা অন্বেষিত বিলম্বের প্রয়োজন।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে বন্ধ রেখেছি পাখীরে—
পাখী না জানিতে পারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধার্থের পুনঃ প্রবেশ

শূন্যে দেববালাদ্বয়ের আবির্ভাব ও গীত

ধানি-মিশ্র—একতালা

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি—রহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা—কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন, ঘুমা'ও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

শ্রীকাল। আজি শেষ দেখা দেখে যাব বুদ্ধদেব!
কালি তনু হইবে পতন।
আজি রাত্রে রাজপুত্র ত্যজিবে আগার।
আহা, মোহে অন্ধ রাজা শুদ্ধোদন,
চাহে বিধিলিপি করিতে খণ্ডন;
দেব-মায়া না বুঝে ভূপাল।
পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা-রুগ্ণ-মৃত-ভিক্ষু-বেশ।
আসিছেন বুদ্ধদেব,—
পঞ্চানন আসিছেন বৃদ্ধ-বেশে।
অন্তরালে করি অবস্থান,
হেরি দেবলীলা ধরামাঝে।

[প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ ও ছন্দকের প্রবেশ

সিদ্ধা। হে সারথি, হেরিলাম সজ্জিত নগর;
প্রজাগণ,
মম আগমনে উৎসবে মগন যেন;—

স্বাভাবিক অবস্থা এ নয়!
প্রাণ চায়, কি দশায় রহে সবে হেরি,
প্রকৃত অবস্থা যাহা হই অবগত।
স্বভাবতঃ মনে মম এই সংস্কার,
সুখাগার নহে এ ধরণী;
অন্ধ সম ভ্রমিছে মানব,
কলরবি' অন্ধকারে!
ভাবি মনে--কোথা হ'তে আলোক আনিব,
দীন নরে চক্ষু প্রদানিব,
ঘুচাইব ভবঘোর।
ছিল সাধ, থাকিয়ে সংসারে,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ করিব প্রচার,
কিন্তু তার নাহিক উপায়;
অধীন যে জন,
সে কেমনে শিখাইবে স্বাধীনতা?
বৃথা আশা!
সংসারে রহিয়ে আলোক না পাব;
কিন্তু, বিষম বন্ধন ছেদন করিতে নারি।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজের জয় হোক! ভাগ্যবতী বধূমাতা সুকুমার প্রসব করেছেন, পুরবাসীরা আনন্দে মগ্ন—নবশিশু আপনাকে দেখাবার নিমিত্ত বধূমাতা অতিশয় ব্যাকুলা।

সিদ্ধা। যাও,
রত্নের ভাণ্ডার মম কর বিতরণ;
মনোমত রজত-কাঞ্চন,
আপনি বাছিয়ে লহ;
অঙ্গুরী গ্রহণ কর।

দূত। এ সম্মান স্বপ্নের অতীত।

[দূতের প্রস্থান।

সিদ্ধা। রত্নহার, তোমার ছন্দক!
(স্বগত) বন্ধনের উপর বন্ধন!
নিত্য নব বিড়ম্বনা;
ওঠে প্রাণে বাসনা-সাগর,
দুস্তর বাসনা
বুঝি বাসনাই বিড়ম্বনা
সুখ-আশা—আশা মাত্র,
সুখ কিবা নাহি জানি।

বৃদ্ধের প্রবেশ

এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার!
নরাকার, কিন্তু নহে নর!
শুষ্ক চর্ম্ম অঙ্গে আবরণ,
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির।
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই?

ছন্দক। নর-জাতি—শুন হে কুমার,
অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে,
অসহায় ভ্রমে ধরা 'পরে;
জরাজীর্ণ শোচনীয় দশা।

সিদ্ধা। এ দশা কি হয় সবাকার?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার?
নর-জাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন?

ছন্দক। হায় প্রভু, কাল বলবান্!
কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম,
বার্দ্ধক্য তেমতি মতিমান্!
এ দশা সবার;
নিস্তার নাহিক এতে কার,—
দেহী মাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।

সিদ্ধা। আমি—গোপা—ফুলকান্তি
সহচরী সবে—
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে?

ছন্দক। যুবরাজ, সবে সমনিয়ম-অধীন,
রাজা কিংবা প্রজা
সমভাবে স্পর্শ করে কালে!

সিদ্ধা। এই সুখ ধরে কি সংসার?
জরায় নিস্তার নাহি কার!
এই হেতু জীবনধারণ!
সুখের যৌবন—এই মাত্র পরিণাম!
হায়, হেন কারাগারে,
কোন্ সুখে বাস করে নরে?
কি কারণ শাসন-আলয়ে
উঠে জয়-জয়-ধ্বনি?

জনৈক রুগ্নের প্রবেশ

রুগ্ন। আমায় ধর, আমার প্রাণ যায়, আমার চারদিকে আগুন জ্বলছে—আমার অস্থিগ্রন্থি সব শিথিল হচ্ছে—আমায় ধর।

সিদ্ধা। জীর্ণ-শীর্ণ হের চমৎকার!
দেহ-ভার চরণ না বহে;
কহে—'অনল চৌদিকে',
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জরজর তনু যেন!—
বার্দ্ধক্য কি স্পর্শিল ইহারে?

ছন্দক। মহারোগে শীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রন্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেহে ঘোর তাপ,
বল-ক্ষয় রোগের প্রভাবে!
সিদ্ধা। কহ, বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম?
এ দশা কি হয় সবাকার?
ছন্দক। চলে দেহ যন্ত্রের সমান,
হে ধীমান্,
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার!
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন।
সিদ্ধা। এই ছার দেহের গৌরব?
এই হেতু বৈভব-লালসা?
কলেবর রোগের আগার,
যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ হেতু?
কুসুম-সৌরভ, তপন-গৌরব,
চন্দ্রমার হাসি,
চিত্তফুল্লকর কহে যাহা ভ্রান্ত নরে,
ব্যঙ্গ করে রুগ্ণ জনে!
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস,
ক্ষণস্থায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে!

অদূরে মৃত দেখিয়া

স্পন্দহীন, হের পথমাঝে,
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি!
রুক্ষকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি করিছে রোদন!
কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি?
দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন
কাষ্ঠ সম ল'য়ে যায় স্পন্দহীন দেহ!
ছন্দক। বিচিত্র কালের গতি, শুন যুবরাজ!
আছিল চেতন,
এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে:
মহানিদ্রাগত!
এ অভাগা আর না জাগিবে।
সিদ্ধা। কহ সত্য ছন্দক আমায়,
এ কি এই অভাগার কুলরীতি
কিংবা সবাকার ওই পরিণাম?
মহানিদ্রা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন?
ছন্দক। কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ—
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে যুবরাজ!
এই মানবের পরিণাম—
মৃত্যু ফেরে সাথে সাথে,
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন।
সিদ্ধা। বুঝিলাম—জলবিম্ব সম এ শরীর!
গৌরব ইহার কিবা?
অম্বুবিম্ব প্রায় নর উঠে,
অম্বুবিম্ব প্রায় পুনঃ টোটে।
পাছে মৃত্যু ফেরে লক্ষ্য নাহি করে;
ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ-আশা!
জেনে শুনে অন্ধ রহে চিরদিন!
না জানি কি অলক্ষ্যপ্রভাবে
ভুলায় মানবে,
দেখেও না দেখে,
জেনেও না জানে,
আচরণে হয় অনুমান,
যেন অনন্ত সময়ে
ক্ষয় না হইবে কায়!
ধিক্—ধিক্! সংসার-প্রয়াস,
ধিক্ সুখ-আশ,
ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন!
শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে!
ভাবি মনে আমার—আমার!
কেবা কার মৃত্যু পরে?
ওই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী—
কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,
ধরায় সম্বন্ধ নাহি আর!

ভিক্ষুকের প্রবেশ

দেখ—দেখ,
গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন।
কহ মোরে এ রহস্য কিবা?
ছন্দক। বাসনা করিয়ে পরিহার,
ভ্রমে দ্বারে দ্বার,
ভিক্ষাজীবী সংসার-সম্বন্ধ-হীন;
সুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,
নির্জ্জনে ঈশ্বরে পূজে;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা।
সিদ্ধা। কোথা ব্রহ্ম? কোথা তার স্থান?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার;

তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম?
জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে দুঃখ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে!
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?
রোগ-শোকে করে আর্ত্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায়?
কিংবা ব্রহ্ম,
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার:
শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে!
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়াবান্ কভু সে ত নয়!
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে।
লইব বিদায়, ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ।
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে না পারি;
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব!
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,
অলসে না হরিব জীবন।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য করেছি উত্তম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শুদ্ধোদন, মন্ত্রী ও পণ্ডিত

শুদ্ধো। অবশ্য এ দেবতার ছল!
বৃদ্ধ রুগ্ণ ভিক্ষু মৃত এল কোথা হ'তে?
সতর্ক প্রহরী
পথে পথে করিল গমন,
তত্ত্ব নিতে রাজপথে গেলাম আপনি।
মন্ত্রী। সত্য প্রভু দৈবের ছলনা!
দেখা দিয়ে কোথা চ'লে গেল,
কেহ না দেখিল,
প্রহরী না পায় অন্বেষণ!
এল কোথা হ'তে—দেখিতে দেখিতে
অন্তর্দ্ধান হ'ল আচম্বিতে!
শুদ্ধো। এ সকল অদৃষ্টের গুণে!

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

সিদ্ধা। পিতা, প্রণাম চরণে:
আসিয়াছি লইতে বিদায়,
সদয় হইয়ে তাত, দেহ অনুমতি।
মিনতি চরণে,
জ্ঞান-অন্বেষণে যাব আমি গৃহ ত্যজি।
শুদ্ধো। বৎস,
বজ্রাঘাত কেন কর এ প্রাচীন কালে?
তোর মুখ হেরে ভুলেছি সকল জ্বালা—
ভুলেছি প্রিয়ায়,
ধরা আর শূন্য নাহি হয় জ্ঞান।
অন্ধের নয়ন,
আঁধার ঘরের দীপ,
তোমা বিনা এ সংসারে কিছু নাহি জানি।
তুমি মম সর্ব্বস্বরতন,
রাজ্যের ভূষণ,
শাক্যকুলে একমাত্র তুই রে আশ্রয়!
লহ সিংহাসন,
যেবা প্রয়োজন এখনি তা দিব আনি।
কহ পুত্র, কি হেতু বিরাগ,
সর্ব্বত্যাগ করিবারে চাহ?
বল,
কার মুখ চেয়ে বাঁধিব রে হিয়া,
পুত্র আর নাহি ত আমার!
বচনে তোমার হেরি অন্ধকার,
প্রাণ আর বক্ষে নাহি ধরে!
শুন যাদুমণি,
বক্ষ মম ফাটিবে এখনি,
শেলসম বাণী বৎস আর নাহি বল।
সিদ্ধা। পিতা, অসার সংসার,
রোগশোকাগার,

মৃত্যু ফিরে পায় পায়;
আসে—পশে কালের কবলে!
এই ভাব চিরদিন রয়,
কোন্ হেতু আবদ্ধ রহিব?
যৌবন না চিরদিন রয়,
জরা করে আক্রমণ।
নাহিক নিয়ম,
কবে কালদণ্ডে হইব পতন।
এ সংসার নহে ত আমার,
স্বেচ্ছায় যদ্যপি নাহি ত্যজি,
আজি বা দুদিন গতে ত্যজিতে হইবে;
তবে কেন মোহে বদ্ধ রব?
পারি যদি জগতের দুর্গতি হরিব।
লইয়াছি মহাকার্য্য-ভার,
হেন কার্য্যে বাধা নাহি দেহ নরনাথ!
নিশ্চয় যদ্যপি তাত, হবে দেহপাত,
পুত্র বলি কেন তবে মিছা মায়া?
কেবা কার জায়া?
কার তরে অজ্ঞান-তিমিরে
আচ্ছন্ন রহিব চিরদিন?
দুর্ব্বলতা ত্যজ পিতা উচ্চকার্য্য ভাবি;
কর আশীর্ব্বাদ—
মনসাধ পূর্ণ যেন হয়।

শুদ্ধো। প্রস্তরে গঠন তোর,
জেনেছি নিশ্চয়!
রাজপুত্র কে কোথায় হয় গৃহত্যাগী?
জন্মাবধি কভু নাহি জান দুঃখলেশ,
ধরি ভিখারীর বেশ—ভিক্ষাপাত্র করে,
ঘরে ঘরে কেমনে ফিরিবি?
কে তোমারে রাখিবে যতনে? কহ,
কোন্ প্রাণে তোমারে বিদায় দিব?
বধ' না জীবন,
কঠিন বচন আর নাহি কহ তাত!
তোমা বিনা রাজ্য হবে বন,
হবে শাক্যবংশ-নাশ,
সর্ব্বনাশ কেন কর?
বধূমাতা অনাথা হইবে,
সদ্যোজাত পুত্র তোর, কে তারে দেখিবে?
কে বুঝাবে গৌতমীরে?
করেছে পালন,
নন্দন অধিক তুমি তার!
অর্থ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
সংসার-আশ্রম—
আশ্রমের সার কহে,
কেন তবে হবে গৃহত্যাগী?

সিদ্ধা। কহ পিতা, কিবা ধর্ম্ম-আচরণে,
মৃত্যু হ'তে পায় ত্রাণ?
কোন্ ধর্ম্মে যৌবন না হরে কাল?
কোন্ ধর্ম্ম করি আচরণ,
রোগ আক্রমণ অতিক্রম করে নর?
কে আছে ধীমান্, করে বিধি দান
হয় যাহে দুঃখ-বিমোচন?
সন্তাপ-বারণে
কে আছে সক্ষম, প্রভু?
তাই যেতে চাই জীবের কারণে
সত্য-অন্বেষণে
যে সত্য-মাহাত্ম্যে হবে তাপ বিমোচন,
ধরা হবে পুলক-ভবন,
অবিচ্ছিন্ন আনন্দমগন রবে নর।
করিয়াছি পণ,
লভিব সে অমূল্য রতন,
নহে তনু দিব বিসর্জ্জন—
নশ্বর আনন্দে মম নাহি প্রয়োজন।
পিতা, কেবা জানে,
কালই,
কালের শাসনে হ'তে পার পুত্রহীন!
উচ্চ কার্য্যে
তবে কেন নাহি দেহ অনুমতি?
শুন পিতা,
এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর!
জীবকুল করিব নিস্তার,
বিকাশিব জ্ঞানালোক—
অজ্ঞান-তিমির নাশি।
আজ্ঞা দেহ মহাব্রতে হই, দেব, ব্রতী।

শুদ্ধো। হায় পুত্র, আমি ভাগ্যহীন!
হেরি নাই সুখের বদন।

সিদ্ধা। সুখ নাই ছার এ সংসারে,
তাই যেতে চাই পিতা, সুখ-অন্বেষণে।
কহি স্বরূপ বচন,
মিলে যদি অমূল্য রতন,
এনে দেব সে ধন তোমায়।
ধৈর্য্য ধর উচ্চ কার্য্য ভাবি;
আজ্ঞা দেহ যাই তাত, ইষ্টের সাধনে;
নরনাথ, মহাকার্য্যে অনুকূল হও।

শুদ্ধো। বৎস, অধিক না বল:
কেঁদে গেছে দিন,
যাবে দিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে!
আজি যাও প্রমোদ-ভবনে,
কর যথা অভিরুচি কালি।
সিদ্ধা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—কর
আশীর্ব্বাদ।
[সিদ্ধার্থের প্রস্থান।
শুদ্ধো। হায়, করি কি উপায়--
প্রাণ ছেড়ে কেবা রহে দেহ ধ'রে?
মন্ত্রী। মহারাজ, প্রহরী রহিব সবে,
পলাইতে নাহি দিব।
শুদ্ধো। যেবা হয় করহ উপায়,
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার।
মহামায়া, কোথা তুমি?
পুত্র তোর যেতে চায় গৃহ ত্যজি!
না—না, (উন্মত্তভাবে)
রাজচক্রবর্ত্তী মম সুত!
মিথ্যা নহে বিপ্রের বচন।
ওই—ওই--সিংহাসনে আমার নন্দন
কই—কই সিদ্ধার্থ আমার? (মূর্চ্ছা)
মন্ত্রী। এ কি! এ কি!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পুরে!
ওঠ ওঠ নরনাথ!
শুদ্ধো। (উন্মত্তভাবে)
দেখ—দেখ ইন্দ্রের পতাকা
উজ্জ্বল বিভায় শোভে ঝলসি প্রদেশ!
হায়! হায়! মহাবাতে বিচ্ছিন্ন হইল!
দিক্-হস্তী আসিতেছে দশ দিক্ হ'তে
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী!
দেখ—দেখ,
পুত্র মোর করিরাজ 'পরে!
আহা! বিমান সুন্দর,
থরে থরে মণি-মুক্তা সাজে!
শ্বেত অশ্ব চারি বহিতেছে রথখান।
কেবা রথে?—পুত্র মোর
আয় বৎস, আয় কোলে।
এ কি! চক্র ঘোরে অনিবার—
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা থরে থরে,
ঘূর্ণ্যমান চক্র করে গান!
এ কি! ঘোর দামামার রোল!
গম্ভীর নিক্কণে গিরিশৃঙ্গ টলটল!
বজ্রনাদে কেবা বাদ্য করে?
ওই পুনঃ সিদ্ধার্থ আমার!
দেখ—ধীরে ধীরে ওঠে অট্টালিকা,
মেঘরাশি ভেদিয়াছে চূড়া;
চূড়া 'পরে কুমার আমার খেলে।
দুই হাতে ছড়ায় রতন,
জগজ্জন আনন্দে কুড়ায়।
কেবা ছয়জন বিষাদে মগন,
দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ?
কার ডরে যায় পলাইয়ে?
মন্ত্রী। হায়! হায়!
বুঝি রাজা উন্মত্ত হইল।
পণ্ডিত। মন্ত্রিবর, নহে উন্মত্ততা:
দিব্য-চক্ষু কভু পায় নর—
ভবিষ্যৎ-ঘটনা গোচর হয় তার।
হয় অনুভব,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ লভিবে কুমার,
যাহে দগ্ধ হবে ভ্রমাত্মক শাস্ত্র যত:
হেরিল পতাকা ছিন্ন, সেই হেতু ভূপ।
দিক্-হস্তী সম বলবান্
সত্য হবে আবিষ্কার—
প্রভাবে যাহার রাজপুত্র হবে সর্ব্বজয়ী।
বুদ্ধি-রথ আরোহণে নৃপতি-নন্দন
সন্দেহ-সাগর করি অতিক্রম,
লভিবে আনন্দ-স্থান।
বিধি-চক্র দেখায়ে মানবে,
কুমার বুঝাবে বিধির নিয়মাবলি।
দুন্দুভি-নিনাদে সত্য করিবে প্রচার,
বসি উচ্চ চূড়া 'পরে,
জ্ঞান-রত্ন বিলাইবে সবে।
শাস্ত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত ছ'জন,
শিক্ষায় যাহার নর শিখে ভ্রম,
বিরস বদন, পলাইবে কুমারে হেরিয়ে।
দৈববাণী। রাজচক্রবর্ত্তী হবে নৃপতি-তনয়।
জয় জয় বুদ্ধদেব, জয় জয় জয়!
পণ্ডিত। অকস্মাৎ শুন দৈববাণী।
শুদ্ধো। এস শীঘ্র, কে আছ কোথায়,
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম!
কে দেখিবে এস ত্বরা করি—
[বেগে রাজার প্রস্থান।
মন্ত্রী। হায়! হায়! কি হবে না জানি।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সিদ্ধার্থ—পশ্চাতে ছন্দক

সিদ্ধা। (স্বগত) ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন
কেবা জানে কিবা ভাব?
এই রমাদলে কুতূহলে
নাচিল গাহিল,
নানা বেশে—আবেশে অবশ তনু,
হাবভাব দেখাইল কত,
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শব সম নিপতিত!
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে?
কিংবা,
মহানিদ্রাঘোরে অচেতন রবে,
কভু না জাগিবে আর!
নহে কিছু বিচিত্র জগতে।
এই শশী—নীলাম্বরে বসি,
ঢালিছে কিরণরাশি হাসায়ে মেদিনী,
কেবা জানে,
ঘোর ঘনঘটা কখন উদিবে—
ঢাকিবে কৌমুদীমালা!
অনিয়ম—বিপরীত খেলা;
মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে!
এই আছে—এই পুনঃ নাই,
হেন বস্তু চাই!
ধিক্—ধিক্ মানবের সংস্কার!
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে—মরীচিকা পাছে
পাছে।
ভুলি আশার ছলনে,
ওই সুখ—ওই সুখ বলি,
ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায়;
শতবার প্রতারিত তবু নাহি শিখে,
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে!
ধন্য ধন্য সংসার-বন্ধন।
যেতে চাই—রাখে যেন ধ'রে!
প্রলোভন কহে মধুস্বরে,
'কোথা যাও আনন্দ-আগার ত্যজি?'
বুঝিয়ে না বুঝে মন,
অদ্ভুত বন্ধন,
নিশ্চিত ঘুমায়!
দুরন্ত তস্কর কাল,
পলে পলে হরে পরমায়ু,
তবু নিত্য নূতন কল্পনা—
নিত্য নব সুখে উত্তেজনা!

সহসা ছন্দককে দেখিয়া প্রকাশ্যে

কে তুমি?

ছন্দক। দাস তব, যুবরাজ!

সিদ্ধা। হে সারথি,
বুঝিয়াছি কার্য্য তব নিশাকালে;
রয়েছ প্রহরী মম পথ রোধিবারে।
কিন্তু,
জীবন যৌবন তব হরিতেছে কাল,
তত্ত্ব কিছু রাখ তার?
কর অশ্ব প্রস্তুত সত্বর,
কারাগারে বদ্ধ নাহি রব আর।

ছন্দক। দেব!
বজ্র সম বাক্যে তব বিদরে হৃদয়।
হ'ও না নির্দ্দয়,
তোমা বিনা রাজ্য হবে অন্ধকার,
কিবা কাজে গৃহ ত্যজে যাইবে কুমার?
পেতে রাজ্য ধন
করে নর কঠোর সাধন
করগত সকলি তোমার।
কিশোর-বয়সে
ক্লেশ কেন কর আবাহন?
রাজার কুমার,
ফুলহারে ব্যথা লাগে কায়,
কেমনে সন্ন্যাসব্রত করিবে গ্রহণ?
দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়,
নিদ্রা নাহি হয় যার,
তরুতলে কেমনে শুইবে?
যার ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
ভিক্ষা-অন্নে জীবন-যাপন
এ কেমন বিধি-বিড়ম্বনা?
রাখ বাক্য,
মনোবেগ কর সংবরণ।
পিতা তব ত্যজিবে জীবন,
অনাথিনী হবে তব প্রণয়িনী;
সুকুমার জন্মেছে কুমার,

পালনের ভার তব 'পরে,
কারে দিয়ে করিবে গমন?
গৃহে বসি কর, প্রভু, দেবতা অর্চ্চনা,
দূর কর দুরূহ কামনা,
কাঁদা'ও না শাক্যগণে।

সিদ্ধা। সাধে কি সংসার-বাস করি পরিহার?
জনক আমার স্নেহের আগার,
সাধে কি ত্যজিয়ে তাঁরে যাই?
প্রাণপ্রিয়—জীবন-সঙ্গিনী,
অনাথিনী সাধে কি তাহারে করি?
পুত্রের মমতা সাধে দিই বিসর্জ্জন?
শাক্যগণে আমা বিনা নাহি জানে,
জেনে শুনে সাধে যাই চ'লে?
কহ কিবা ফল,
অন্ধ-মাঝে অন্ধ হয়ে র'য়ে?
ফিরিছে বিষম চক্রে মানব-সকল,
রোগ-শোকে সতত বিকল,
মৃত্যুমাত্র পরিণাম;
বৃথা আশা ইন্দ্রিয়-লালসা
নাচায় কাঁদায় সবে;
নশ্বর এ ভোগ-সুখ দিছি বিসর্জ্জন;
মানবের দুঃখভার করিতে মোচন,
করিয়াছি আত্মসমর্পণ।
উচ্চ উদ্দীপন নিবারণে যত্ন নাহি কর।
অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে যা ধরণী,
তার দুঃখে ব্যথিত হৃদয় মম,
ধরা 'পরে যেই স্থানে বৈসে যত জন,
সবাকার দুঃখে মম অন্তর কাতর;
ব্যোমচর জলচর আদি,
যাচি আমি নিরবধি সবার কল্যাণ;
কিন্তু কূল নাহি পাই,
তাই চ'লে যাই মুক্তি-তত্ত্ব অন্বেষণে।
জ্ঞান-রত্ন দিব আনি মানব সকলে;
সত্যের গৌরবে,
হিংসা দ্বেষ উঠাইব ভবে;
জ্ঞানালোকে—পরম পুলকে—
জগতে বঞ্চিবে প্রাণী।
বৃথা বাক্যব্যয়ে দেখ বহিছে সময়,
পরমায়ু ক্ষয় করি;
দিন পূর্ণ রহিতে না পারি,
বহুদিন আছি মহাকার্য্য করি হেলা।
সহায় হইয়ে—শীঘ্র গিয়ে
ঘোটক প্রস্তুত কর;
মোহবশে হ'ও না বিরোধী।
যাও, শীঘ্র যাও—
জগতের তাপ আর সহিতে না পারি।

ছন্দক। মহাভাগ,
কি বুঝিব মহিমা তোমার?
হরিবারে ধরণীর ভার,
পূর্ণ অবতার উদয় মানবমাঝে!
যে হয় সে হয়,
আর নাহি করিব বারণ।
মনে রেখ, এইমাত্র পদে নিবেদন।

[ছন্দকের প্রস্থান।

সিদ্ধা। (স্বগত)
এই গৃহে প্রেয়সী আমার,
অঙ্কোপরে কুমারে লইয়ে!
যাই দেখে যাই—
কি জানি এ জন্মে যদি দেখা নাহি হয়!
দেখি নাই—দেখে যাই তনয়ের মুখ।
কাঁপে বুক বাতে পত্র যেন!
আহা! প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে!
ধিক্! ধিক্! আরে মূঢ় মন,
বুঝেও বোঝ না প্রলোভন?
বন্ধনের উপর বন্ধন,
কি হেতু করিতে চাও?
যাও, চ'লে যাও—
উচ্চ কার্য্য সম্মুখে তোমার।
মমতায় মহাব্রত ভুল না—ভুল না,
জান না—জান না,
অতি শঠ প্রলোভন!
জগৎ-প্রেম করিয়ে আশ্রয়,
দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
কেবা কার ধরামাঝে—মৃত্যু যথা ফেরে?
দেখ—দেখ মানস-নয়নে,
জীবকুল ব্যাকুল সন্তাপে।
পরকার্য্যে করে যেই আত্মসমর্পণ,
সেইক্ষণে হয় মৃত্যুঞ্জয়।
কেন দুর্ব্বলতা—কেন এ মমতা,
মহাব্রত কেন কর হেলা?

ছন্দকের পুনঃ প্রবেশ

ছন্দক। দেব, ঘোটক প্রস্তুত;
নাহি জানি কি বেদনা বনজন্তু-প্রাণে

দু'নয়নে বহে বারিধারা,
বার বার সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহে মোর মুখ পানে।
সিদ্ধা। (স্বগত)
বিদায় চরণে তাত,
বিদায় জননি,
প্রণয়িনি, মাগি হে বিদায়!
কুমার আমার,
ফিরি যদি—চুম্বিব বদন!
শাক্যগণ, বিদায় সবার কাছে:
ক্ষমা কর সবে।
জীবের সন্তাপে—বিকল অন্তর মম।
(প্রকাশ্যে) চল হে ছন্দক,
যাই, আর রহিতে না পারি,
সকাতরে ডাকে মোরে জগতের প্রাণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোপা ও ধাত্রীর প্রবেশ

গোপা। ধাত্রি, মম প্রাণ উচাটন,
যেন ছিঁড়িয়াছে হৃদয়-বন্ধন!
রহ তুমি শিশুর রক্ষণে,
দেখে আসি প্রাণনাথে।
নিত্য নিত্য হেরি কুস্বপন,
আজি স্বপ্ন অতীব ভীষণ,—
যেন কমণ্ডলু-করে,
ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ফেরে পতি!
এ কি হেরি!—উদ্ঘাটিত দ্বার!
কপাল কি ভেঙ্গেছে আমার!
প্রাণনাথ! কোথা তুমি?
দেখা দাও,—মরে অভাগিনী!

সখীগণের প্রবেশ

১ সখী। এ কি! এ কি! কোথা যুবরাজ?
বুঝি কপটতা করি আছেন লুকায়ে?
চল যাই খুঁজি চারি ধারে।
গোপা। এই কি হে ব্রতের সূচনা?
আমি অনাথিনী,
পা দু'খানি করি আশ,
তাই বুঝি ত্যজি বাস গেছ চ'লে?
বলিতে আদরে,
জীবন-সঙ্গিনী আমি তবু;
তবে কেন ফেলে গেলে?
যদি গুণনিধি,
দাসী পদে অপরাধী,
কোন্ দোষে দোষী, নাথ, কুমার তোমার?
হায়! হায়! কত প্রাণে সয়?
বিধাতায় অধিক কি কব—
রাজপুত্রে করিল ভিখারী!
মরি! মরি! স্বর্ণ-কলেবরে,
ফুলবৃন্তে ব্যথা যার লাগে—
বিভূতি কি সাজে তায়?
শয্যা—ধরাতল, ভিক্ষাপাত্র কেবল সম্বল,
শীত-তাপে জীর্ণ বাস অঙ্গে আচ্ছাদন!
হেথা আমি প্রমোদ-কাননে,
ভূষিত রতনে!
ধিক্ প্রাণ, পাষাণে গঠিত!
না—না, নাথ মম কোমল-হৃদয়,
ছলে কোথা আছে লুকাইয়ে।
সখি! সখি! এই বুঝি প্রাণনাথ!
ওই বুঝি!—ওই প্রাণেশ্বর!

[বেগে প্রস্থান।

শুদ্ধোদন ও গৌতমীর প্রবেশ

শুদ্ধো। হা পুত্র, হা সিদ্ধার্থ, কোথায় তুমি? আরে নিদারুণ প্রহরি, সত্য কি আমার সিদ্ধার্থ ঘরে নাই?

গৌতমী। বাপধন, আমি গর্ভে ধরি নি ব'লে কি আমায় ফেলে গেলে? যাদুমণি, তুমি যে আমার অঞ্চলের নিধি—আমার আঁধার ঘরের দীপ। বাপধন, তুমি কোথায়? কই আমার বধূমাতা? কই আমার পুত্র—পুত্রবধূ প্রমোদ-কাননে রেখে গিয়েছি। হায়—হায়, রাজপুরে কেন বজ্রাঘাত হ'লো? যাদুমণি, কখন তোর ক্লেশ সয় না, প্রভাত-অরুণে তোর মুখচন্দ্র মলিন হয়! ওরে! কে তোরে যত্নে রাখবে? আয়, ঘরে আয়—আমার বুক-জুড়ান ধন, ঘরে আয়! তুমি ত নিদয় নও, আমার প্রাণ যায়, দেখে যাও।

শুদ্ধো। সিদ্ধার্থ — সিদ্ধার্থ! — তোমার সাধের প্রমোদ-কানন শূন্য ক'রে কোথায় গেলে? বাপ্ রে, ফিরে এস—তোমার বৃদ্ধ পিতাকে বধ ক'র না।

সিদ্ধার্থ-পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ লইয়া
ছন্দকের প্রবেশ

গৌতমী। রে ছন্দক,
কোথা রেখে এলি অঞ্চলের নিধি মোর?

ওরে, ফিরে এলি কার বেশ নিয়ে?
দে রে সমাচার, কোথায় কুমার!
কুড়ায়ে পেয়েছি ধন—
সে রতন কোথায় হারাল?
সে আমার নয়নের তারা,
তারে হারা হ'য়ে
কেমনে বাঁধিব হিয়া,
অভিমানে গেছে কি সে চ'লে?
ভুলায়ে কি এনেছ রে ঘরে?
সে বিনা কেমনে হায় র'ব প্রাণ ধ'রে?
ওরে, সে যে দুখিনীর সর্ব্বস্ব রতন।

শুদ্ধো। কোথা পুত্র!
প্রাণ রাখ দিয়ে সমাচার।

ছন্দক। মহারাজ, ত্যজিয়ে নগর;
পবন-গমনে—বাজী-আরোহণে,
ধাইলেন যুবরাজ;
একাদশ যোজন করিয়া অতিক্রম,
উপনীত অনোমা নদীর তীরে;
ত্যজি রাজবেশ, ছেদি সুচিকণ কেশ,
পদব্রজে চলিল কুমার;
চাহিলাম যাইতে পশ্চাতে,
কোনমতে সাথে না লইল;
কহিলেন মোরে,
'নিবেদন জানাইও পিতামাতা-পদে,
চঞ্চল তনয়-বোধে ক্ষমেন আমায়;
আমি শত অপরাধী পায়;
যেন নিজ গুণে করেন মার্জ্জনা।'

সন্ন্যাসিনী-বেশে গোপার প্রবেশ

শুদ্ধো। দেখ রাণি, প্রাণ ফেটে যায়,
স্বর্ণলতা বধূমাতা সন্ন্যাসিনীবেশে!

গোপা। দাও—দাও ছন্দক, আমায়,
পতির বসন-ভূষা মম অধিকার!
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে।

গৌতমী। ও মা! ও মা!
কেন গো এ কাঙ্গালিনী-বেশে?
হেরে তোরে প্রাণ ধ'রে কেমনে রহিব?
ভাবি মনে, তব চাঁদমুখ দরশনে
ভুলিব এ নিদারুণ জ্বালা।

গোপা। মা গো,
দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রমে পতি মোর,
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার;
তাই আমি সন্ন্যাসিনী।
আমি সহধর্ম্মিণী তাঁহার,
অন্য ধর্ম্ম কেন আচরিব?
ও মা, যার আদরে আদরিণী,
রাজরাণী যাঁর পদ সেবি,
যাঁর তরে ফুল-অলঙ্কারে
বাঁধিতাম কবরী যতনে,
বসন-ভূষণ যাঁর তরে প্রয়োজন,
সেই নাই আমার।
প্রমোদ-আগার, হের মা আঁধার,
হেরি শূন্যাকার দশ দিশি!
নিবিড় তামসী নিশি
আর না পোহাবে,
প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে নিশাকালে!
দেখ মা—দেখ মা,
অঙ্গে মম বিভূতি সেজেছে ভাল।
মা গো, আমি সন্ন্যাসীর নারী,
কপালে সিন্দূর
দেখ মাতা, করি নাই দূর—
এই মম উজ্জ্বল ভূষণ।
নাথের স্মরণ
জীবনে আশ্রয় মম।

শুদ্ধো। (উন্মত্তভাবে)
ওই দেখ, বাজায় দুন্দুভি
শত রবি বদনের আভা!
দেখ—দেখ উজ্জ্বল পতাকা।
ভাতিছে গগনে।
নৃত্য করে কত কোটি নর!
দেখ—দেখ কুমার আমার
শ্রেষ্ঠ সবাকার;—
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম!
ওই—ওই, চল, দেখি দেখি।

[রাজার বেগে প্রস্থান ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

তরুমূলে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট,—সম্মুখে শিষ্যদ্বয়

১ শি। আচার্য্যের কি কঠোর সাধন, ছয় বৎসর কাল একাসনে উপবেশন ক'রে আছেন।

—অদ্ভুত! অদ্ভুত! সপ্তাহে একটি বদরী আহার!

২ শি। কঠোর পন্থা! আমাদিগের ওরূপ হয় না। পারি—একাসনে থাক্‌তে পারি—তবে ভোজনের পর একটু নিদ্রা না হ'লে শরীর অলস বোধ হয়। বয়স বশতঃ ওঁর ক্ষুধা মন্দা; আমাদের যুবা বয়েস;—তবে গৃহ অপেক্ষা অনেক কম করিছি: কোথায় এক পসুরি—কোথায় এক সের! পঞ্চাংশের একাংশে জীবন-ধারণ কত্তেছি। কুষ্মাণ্ডাকার একটি ফল হ'লে এক ফলে জীবন ধারণ কত্তে পারি।

১ শি। ক্রমে হবে, তবে আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মশকদংশন সহ্য আছে, আমাদিগের সেরূপ হয় না।

২ শি। ঐ ব্যাঘাত ধর্ম্মপথে বিষম কণ্টক। কর্ণের নিকট ঘোরতর ধ্বনি কত্তে থাকে। বোধ করি, উহাদের হিংসা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়।

১ শি। হিংসার প্রয়োজন কি? এ ধার ও ধার পার্শ্বপরিবর্ত্তন কল্লেই শতকোটি জীব উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। চল, ভিক্ষায় যাব—বেলাও অধিক হ'ল। মিষ্টান্নে দোষ নাই, সত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধি করে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনা যাক্।

২ শি। তায় আর দোষ কি? দেখ, আচার্য্য মশায়ের নিমিত্ত একটি তণ্ডুল রেখে যাও; কি জানি, ভোজন ক'রে যদি কারুকে চরিতার্থ কত্তে হয়, বিলম্ব হবে। অল্প আহার করেন বটে, কিন্তু ভোজনের সময় না প্রাপ্ত হ'লে ক্রুদ্ধ হন—সে দিন আর আহার করেন না।

১ শি। ক্রোধ এখনো দমন কত্তে পারেন নি। সে দিন বদরীর নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ কল্লেন—আন্‌তে বিলম্ব হ'ল—আর তিন দিন বাক্য নিঃসরণ কল্লেন না।

২ শি। কঠোরে ওই বড় দোষ—কিছু রোষের বৃদ্ধি রাখে। শাস্ত্রে বলেছে, জঠরাগ্নি আর রোষাগ্নি উভয়েই অগ্নির স্বরূপ কি না—

১ শি। নাও—নাও, নিকটে তণ্ডুল রেখে চল গমন করি, বেলাও অধিক হ'লো।

২ শি। যদি পক্ষীতে ভক্ষণ করে?

১ শি। তাতে আর আমাদিগের অপরাধ কি? আমরা ত ভোজ্যসামগ্রী যথাস্থানে রাখ্‌লেম—

২ শি। কি জান, উনি কিঞ্চিৎ ক্রোধন-স্বভাব, তাই চিন্তা। চল, বেলাও অধিক হ'লো—দুই প্রহর না হ'লে আর ভোজন হবে না।

১ শি। ঘোরতর কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি, কাজে কাজেই সকল সহ্য কত্তে হবে; তাই কল্য রজনীতে ভালরূপ উদরপূরণ হয় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধা। ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার,
বুঝি তনু হবে ক্ষয়!
সত্যতত্ত্ব না হ'ল সঞ্চয়,
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন।
যদবধি দেহে আছে প্রাণ,
করিব সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায়;
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?
উচ্চ শাল, তাল,
অভ্রভেদি শির আনন্দে হেলায়,
অনিলে করিয়ে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দভরে;
হেরি জ্ঞান হয় মৃত্যুকে করে না ভয়।
তরু মম গুরু—
তাপ, হিম, বাত্যা, জল,
শিখায়েছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে,
আত্মকার্য্য নাহি ভোলে;
তবে কি হেতু বা স্বকার্য্য ভুলিব?
মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যজিয়াছি সকল মমতা
জীবনে মমতা কিবা হেতু?

দেববালাগণের প্রবেশ

দেববালাগণ। গীত

বেহাগ—যৎ

আমার এ সাধের বীণা—
যত্নে গাঁথা তারের হার,
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে,
উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি,
তারে শতধারে বয় মাধুরী,

বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণার মরম যে জানে,
সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টেনে,
বীণা নীরব রবে তার।

[গান করিতে করিতে দেববালাগণের প্রস্থান।

সিদ্ধা। মধুর সঙ্গীত!
উপদেষ্টা গায়িকা আমার।
ভোগতৃষা বিষময় যথা,
সেইমত শরীর-নিগ্রহ,
উভয়ে না হয় সত্য লাভ।
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম্ম সনাতন।
দেহ-রক্ষা বিনা,
কেমনে করিব দিব্যজ্ঞান অন্বেষণ?
দেহের মমতা যত্নে ত্যজিতে উচিত,
কিন্তু দেহ-রক্ষা অতি প্রয়োজন।
আছিলাম ভোগে—করেছি কঠোর,
ফলে নাহি ফল তাহে।
দেখি,
নিয়মিত আচারে কি ফলে ফল।

অপর তরুমূলে উপবেশন

পূর্ণা ও পায়সান্ন-হস্তে সুজাতার প্রবেশ

সুজা। সখি, বুঝি মম পূরাতে কামনা,
বনদেব উদিত আকার ধরি।
তেজঃপুঞ্জকায় হের কেবা মহাশয়
মহাধ্যানে নিমগ্ন তরুর মূলে!
সপ্তবর্ষ গত,
এই তরুতলে করেছি কামনা—
পাই যদি মনোমত পতি,
হয় যদি পুত্র-লাভ,
পূর্ণিমার দিনে
বর্ষে বর্ষে পায়সান্ন দিব উপহার।
পূর্ণমনস্কাম
তাই কল্পতরু ধরিয়ে মূরতি,
বসিয়াছে ল'তে মম পূজা!
কর পান, ভগবান্, মম উপহার;
কর আশীর্ব্বাদ—
পতি-পুত্র রহুক কুশলে।

সিদ্ধা। পূর্ণ হ'ক কামনা তোমার।

[পায়সান্ন রাখিয়া পূর্ণা ও সুজাতার প্রস্থান।

অদূরে শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ শি। ওহে, পায়সান্ন!

২ শি। উদর পরিপূর্ণ, অপরাহ্নে দেখা যাবে।

[পায়সান্ন লইয়া সিদ্ধার্থের প্রস্থান।

১ শি। পায়সান্ন ল'য়ে আচার্য্য কোথায় গমন কচ্ছেন?

২ শি। শঙ্কা নাই, কিঞ্চিৎ মাত্র পান কর্‌বেন।

১ শি। (নেপথ্যে চাহিয়া) না না, লক্ষণ ভাল না; ওই—ওই করে কি?—এ যে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল।

২ শি। (নেপথ্যে চাহিয়া) আর ধর্ম্ম নষ্ট, —সমস্ত ভাণ্ড নষ্ট—এক চোঁচায় পান!

১ শি। না, এখানে আর থাকা নয়, লোভীর নিকটে থাকলে লোভ বৃদ্ধি পাবে।

২ শি। আমিও মনে মনে বিচার কত্তেম —একটি তণ্ডুল বা তিল আহার ক'রে কি সপ্তাহ কাটে? বোধ করি যে স্থানে উপবেশন কত্তেন, ওর নিম্নে গহ্বর আছে! চল, অনুসন্ধান করি গে। এ স্থানে থাকা বিধেয় নহে, কাশীধামে গমন করব। পথের সঞ্চয় কিঞ্চিৎ চাই।

১ শি। (অনুসন্ধানের পর কিছু না পাইয়া) তুমিও যেমন, অপর কোন স্থানে লুক্কায়িত রেখেছেন; আমরা ভিক্ষায় যাই— আর গাত্রোত্থান ক'রে আহার করেন। গবেষণা ক'রে কেন দেখ না, এক দণ্ড পদ্মাসনে বস্‌লে পদদ্বয় কন্ কন্ কত্তে থাকে; এককালে ছয় বৎসর কাল উপবেশন কি সম্ভব?

২ শি। না—না, শঠের নিকট অবস্থান উচিত নয়; অজগরবৃত্তি অবলম্বন করি; ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই—মুখে তুলে উত্তম সামগ্রী দিয়ে যাবে; আর বিশ্বেশ্বর-দর্শন— বেদ-অধ্যয়ন।

১ শি। বলি, পথের সম্বল ত কিছুই নাই।

২ শি। গৃহস্থদিগকে কৃতার্থ কত্তে কত্তে যাব।

১ শি। সে যে বহু দূর—বন্যপথে গৃহস্থ কোথা?

২ শি। তা বটে; তা—কোথাও কিঞ্চিৎ অপহরণ কল্লে হয় না? কাশীধামে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে।

১ শি। যদি তস্কর ব'লে ধৃত করে?

২ শি। অমনি সহসা কি কিছু করা যাবে? রজনীযোগে গ্রহণ ও দ্রুত পদসঞ্চালন।

১ শি। সেই উত্তম; এখানে আর নয়, ধর্ম্মনাশ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

এক দিকে সিদ্ধার্থ ও অপর দিকে
রাখালের প্রবেশ

সিদ্ধা। কহ হে পথিক, দ্রুতপদে কোথায় গমন?

কেন তব বিরস বদন?
শ্রমজল ঝরে ঝর-ঝর,
কি কারণ
বিশ্রাম না কর তরুতলে?
আহা! দাঁড়াও—দাঁড়াও,
কথা কও,
কেন তব চক্ষে বহে ধারা?

রাখা। বলি, কেন ঠাকুর, পিছু ডাক্‌লে বল ত? "দাঁড়াও—দাঁড়াও"—গর্দ্দানটা তখন তুমি আমার হয়ে দেবে? আমি যার আশ পুরে জল খেতে পেলেম না।

সিদ্ধা। কেন বাপু, তোমার কি হয়েছে?

রাখা। বলি, রাজার কি হুকুম জান? আমি গরীব, ছাগল চরিয়ে খাই—আমার সব ছাগলগুলি তাঁকে দিতে হবে; আজ সন্ধ্যার সময় পোঁছাতে পারি ভাল, নইলে আমার গর্দ্দান যাবে। ওই দেখ, কেলে কেলে ছাগল ত নয়, যেন মোষের ছানা। সব ছাগল গেল, কি ক'রে খাব, তাই ভাব্‌চি।

সিদ্ধা। কেন বাপু, তোমার অপরাধ কি?

রাখা। অপরাধ আর কি, তাঁর বাড়ী পূজা, বলি দেবেন।

সিদ্ধা। তোমার পণ দেবেন না?

রাখা। হুঁ, পণ দেবেন, গর্দ্দান রাখ্‌লে হয়! সে কি এমনি রাজা?—ডাকাতের রাজা; ছাগল না দিলে গাঁ জ্বালিয়ে দেবে। লাখ্ ছাগল বলি না দিলে তার পূজা হবে না।

সিদ্ধা। লক্ষ প্রাণিবধ! চল বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রাখা। যাবে—চল, ছাগল থাকে ত সঙ্গে নাও—অমনি গেলে তোমায় না বলি দেয়! হায়, হায়! কি হ'ল?—আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! কেমন ক'রে আমার দিন যাবে!

সিদ্ধা। বাপু, তুমি কে'দ না—আমি গিয়ে রাজাকে নিবারণ কর্‌ব, তোমার ছাগল নেবেন না।

রাখা। তোমার কোন্ দেশে বাড়ী গো? রাজাকে বুঝি এখনও চেন না?

সিদ্ধা। তোমার ভয় নাই, চল।

রাখা। আহা, ঠাকুর, তুমি কে গো? তোমার মিঠে কথা শুনেও প্রাণ জুড়ো'ল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিম্বাসার রাজার পূজা-গৃহ—সম্মুখে কালীমূর্ত্তি
বিম্বাসার, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদ্বয়

১ ব্রা। সহস্র বলির এক এক হোম হ'লে দশ দিনে হোম সাঙ্গ হবে না। লক্ষ বলির এক এক হোম হোক্। ভট্‌চায, ও হোম ভ্রম মাত্র,—রুধির-কর্দ্দমই হ'ল কাজ।

২ ব্রা। বলি—প্রতি বলিতে ঘৃতাহুতি, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা, এ তো চাই?

১ ব্রা। তা তোমায় মহারাজ বঞ্চিত কর্‌বেন না। তবে কি জান ভট্‌চায, সমস্ত দিন যদি হোম কর্‌বে ত খাওয়া-দাওয়া কর্‌বে কখন্? ভোজন-দক্ষিণাটাও আছে ত?

২ ব্রা। ঘৃতকুম্ভ, পট্টবাস ও কাঞ্চনখণ্ড যদি উৎসর্গ হয়, তা হ'লে আর হোমের প্রয়োজন করে না বটে।

১ ব্রা। মন্ত্রী মহাশয়, ছাগ কোথায়? উৎসর্গ ক'রে দিই, বলি আরম্ভ হোক।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, এক অদ্ভুত রাখাল ছাগ-পাল ল'য়ে আস্‌ছে। আহা, কি অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি! নগরের সমস্ত লোক রূপ-দর্শনে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।

১ ব্রা। মহাযজ্ঞক্রিয়া। কত লোক আস্‌বে, কত লোক যাবে; বলি আরম্ভ হোক্‌।

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

সিদ্ধা। মহারাজের জয় হোক!

বিম্বা। (স্বগত) কে এ পুরুষ? (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

সিদ্ধা। আমি ভিক্ষুক।

বিম্বা। ভাল, যজ্ঞ হোক্‌—ভিক্ষা পাবে।

সিদ্ধা। রুধির-কর্দ্দম যজ্ঞ হ'লে আর ভিক্ষা লব না। মহাযজ্ঞ করছেন, ভিক্ষুককে বিমুখ কর্‌বেন না।

বিম্বা। মন্ত্রি, কোষাধ্যক্ষকে বল, ওকে কিঞ্চিৎ রত্ন প্রদান করে।

সিদ্ধা। ভিক্ষা মম ভূপতি-সদনে;
কোষাধ্যক্ষ দিবে কিবা?
আসি নাই অন্য ভিক্ষা তরে,
প্রাণিবধ-যজ্ঞ দান কর, মহারাজ!

বিম্বা। তুমি কি বাতুল? আমি পুত্র-কামনায় যজ্ঞ করেছি। দেখ্‌ছি, তোমার সন্ন্যাসীর মত আকার, কেন অধর্ম্মে মতি দাও? তুমি সন্ন্যাসী, এ জন্য তোমায় মার্জ্জনা করেছি, বলির সময় অন্য কেউ উপস্থিত হ'লে প্রাণবধ কর্‌তেম। যাও, নিরস্ত হয়ে বস, মহামায়ার পূজা দেখ।

সিদ্ধা। করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ, নীরব ভাষায়,
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি, নৃপ, কৃপা নাই কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি!
কেন প্রাণিনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ!"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে,
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি!
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,—
বেদনা জানাতে নারে!
বধি তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা, তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলঙ্কিত ক'র না, ভূপাল।
স্বার্থ হেতু,
ক'র না হে কোটি প্রাণী বধ।

কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ' মোরে।
বিম্বা। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজ গুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ।
তুমি জগৎ-গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্যধন আশ,—
ত্যজি বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দুটি,—
কে তুমি হে, দেহ পরিচয়?
জ্ঞান হয়—কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না দেব, দেহ পরিচয়।
সিদ্ধা। শুন নরপতি,
হেরি জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে!
কর আশীর্ব্বাদ,
যেন পুরে মন-সাধ,
পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
যাই আমি যথাস্থানে।
বিম্বা। প্রভু, আমি তব যাব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।
সিদ্ধা। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্ল্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়,
আর না রহিতে পারি।

[প্রস্থান।

বিম্বা। মন্ত্রি, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ—
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

[প্রস্থান।

১ ব্রা। বলি, মন্ত্রী মহাশয়, হোমের ত কোন বাধা নাই?

মন্ত্রী। আপনাদের প্রাপ্য সকলি পাবেন:

[প্রস্থান।

২ ব্রা। তবে আর কেন? পূজা ত হয়েছে, মহামায়ী এখন বিশ্রাম করুন, আমরাও গমন করি।

১ ব্রা। ভট্‌চায, বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা! কোথা হ'তে অকালকুষ্মাণ্ড এল—ছাগ-মাংস বহুদিন ভক্ষণ করি নি, বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তরুতল

সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও উপবেশন

এক জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। পিতা,
বুঝি আর নাহি মম পুত্রের উপায়!
সিদ্ধা। কে তুমি কল্যাণি,
কিবা প্রয়োজন তব?
স্ত্রী। পিতা, ভুলেছ কি দুহিতারে?
পুত্রের জীবন আশে করিনু কামনা,
আজ্ঞা দিলে আনিবারে কৃষ্ণতিল।
সিদ্ধা। এনেছ কি তিল, বৎসে, হেন স্থান হ'তে,
যথা মৃত্যুর নাহিক সমাগম?
স্ত্রী। করিলাম অনেক সন্ধান,
নাহি হেন স্থান!
প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে,
জিজ্ঞাসিনু জনে জনে,
কেহ কভু মরে নাই যথা,
নাহিক আবাস হেন!
সিদ্ধা। তবে কেন কর মৃত-পুত্র-আশা?
জেন সতি, কাল বলবান্,—
মৃত্যু-হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়!
যে সন্তাপ সহে সর্ব্বজন,
যাহা নাহি হয় নিবারণ,
তাহার কারণ ক'র না রোদন, মাতা!

ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধি শোকে,
অনন্য উপায় বালা!
স্ত্রী। পিতা, তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
আসি নাই পুত্র-আশে—
আসিয়াছি তব দরশনে।
কিন্তু,
নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!
[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।
সিদ্ধা। হায়! এই হাহাকার ঘরে ঘরে।
কবে হবে দিন,
মহৌষধি বিতরিব জীবে?
উদ্দীপন বিফল কি হবে?
উৎসাহে কহিছে মম প্রাণ—'না, তা নয়।'
সংশয়ে না দিব স্থান,
জ্ঞানালোকে বিনাশিব দুঃখের তিমির;
জীবন থাকিতে ভঙ্গ কভু নাহি দিব।
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

তরুমূলে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট

সিদ্ধা। আজি জ্ঞান হয়,
বিশ্বময় আনন্দের রোল!
যেন জীব-জন্তু কহিছে সকল,
'আজি হবে দুঃখ-বিমোচন।'
জল, স্থল, ব্যোম, সমীরণ,
মহানন্দে করিছে কীর্ত্তন,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশিবে ভবে।
অজানিত সঙ্গীতের ধ্বনি
পরশে শ্রবণ-পথে,
মন যেন মর্ত্ত্যে আর নাই!
কোথা আমি,
কিবা আমি, যাইতেছি ভুলে;
দেহ হ'তে হইয়ে বিস্তার
প্রাণ আমার ব্যাপিতেছে ত্রিভুবন।
কিবা নব ভাব আবির্ভাব,
নির্ণয় করিতে নারি!
করিব সমাধি, আর না জাগিব
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ!
সমাধিস্থ হওন

মারের প্রবেশ

মার। (স্বগত)
ফুরাল আশা-বাসা,
সর্ব্বনেশে বসল ধ্যানে!
হায়, কি কর্‌ব উপায়,
কথা কি আর শুনবে কানে?
(প্রকাশ্যে) বৎস,
তুমি রাজার কুমার—
বিদরে হৃদয় এ দশায় দেখে তোরে।
কার তরে তরুতলে এ সমাধি?
যাও—ফিরে যাও;
অনাথিনী তব প্রণয়িনী,
শোকে মগ্ন দিবস-রজনী;
পিতা মৃতপ্রায়, জননী লুটায় ভূমে।
যেই বস্তু নাই,
মিছে কেন তার উপাসনা?
আকাশ-কুসুম,
কেহ যাহা দেখে নি কখন,
কেন তার কর অন্বেষণ?
সিদ্ধা। দূর হ রে ছায়া প্রতারক!
প্রলোভন দেখায়ো না মোরে!
ওই দূরে মহাজ্ঞান-জ্যোতিঃ
হেরি আমি মানস-নয়নে!
সে জ্যোতিঃ আনিব, হৃদয়ে স্থাপিব,
মরি! কিবা জ্যোতিঃ, বিমল উজ্জ্বল!

সন্দেহের প্রবেশ

সন্দেহ। জ্ঞান যদি চাও—
এই কি রে তার পথ?
না জানি কেমন গেরো,
দেখ্‌লে তো বছর্‌ বারো,
ফল্লো কি তোর—ফল্লো মনোরথ?
সিদ্ধা। আরে রে সংশয়!
আর মন নারিবি টলাতে,
যাও হেথা হ'তে।
সন্দেহ। ওরে, কে রে—কে রে?—
প্রাণ গেল রে—প্রাণ গেল রে!
[সন্দেহের প্রস্থান।

কুসংস্কারের প্রবেশ

কুসং। দেখ—দেখ নিতান্ত অবোধ!
বেদবিধি করিয়ে লঙ্ঘন,
ত্যজি শাস্ত্রের বচন,

করে মহাধ্যান,
নবপন্থা করিবারে আবিষ্কার।
হবে অধঃপাত—মহা অপরাধে।
দেব-দ্বিজ নাহি মানে,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
হেন অহঙ্কারে নিস্তার কি পাবে কভু?

সিন্ধা। যা রে—যা রে, মহা অন্ধকারে,
কর বাস চিরদিন,
দূর হ রে—হেথা নাহি স্থান।

[কুসংস্কারের প্রস্থান।

রাগ, অরাতি, কাম ও গোপার বেশে
রতির প্রবেশ

সকলে। গীত

পরজ-কালেংড়া—মিশ্র-খেম্‌টা

বস্‌লো অলি দুলে ফুলের গায়,
সই লো প্রাণ শিউরে ওঠে মলয়া হাওয়ায়।
কোকিলে কুহু বলে, উহু! প্রাণ হু হু জ্বলে,
খেলে লো চকোর চাঁদে—
প্রাণ যারে চায় সে কোথায়?

রতি। হায় প্রাণনাথ, রক্ষা কর—
যায় প্রাণ মদন-দাহনে।
বুকে বুকে—মুখে মুখে ছিনু দুই জনে,
সদা মিষ্ট আলাপনে করিতাম কেলি—
শুক শারী যেন কুঞ্জবনে।
হায়!
হেন স্বর্গ-সুখ ভুলেছ কেমনে?
এস প্রাণ-সখা, রাখি হৃদি 'পরে।
হের, ফুলকুল আকুল সৌরভে,
বহিতেছে বসন্ত-অনিল,
গাহিছে কোকিল,
এস প্রেম-রণে মাতি দুই জনে:
আঁখিবাণে পরস্পরে করি জরজর,
আলিঙ্গনে ভুলি ত্রিভুবন।

সিন্ধা। দূর হ দুশ্চারিণি!
আসিয়াছ প্রিয়ার আকারে,
অভিশাপ নাহি দিব তোরে।
ছায়া হেরি নাহি ভুলে জ্ঞান-প্রার্থী জন!

সকলে। ও মা! ও মা! কেন এলুম!
আগুন তাতে জ্ব'লে মলুম!

[সকলের প্রস্থান।

ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হওন

বিঘ্নকারিগণের পুনঃ প্রবেশ

বিঘ্নকারিগণ। গীত

সারংমিশ্র—পটতাল

কোঁ কোঁ কোঁ বও রে ঝড়,
ডাক্ রে আকাশ কড় কড় কড়;
তড় তড় তড় পড় রে জল,
দে পৃথিবী রসাতল;
নরক থেকে আয় রে ঝোঁকে;
নৃত্য কর এ'কে বে'কে,
লক্ লক্ জ্বল আগুন-শিখে,
হাততালি দে বিভীষিকে,
ঘুট ঘুট ঘুট আয় রে আঁধার,
কাঁপ্ রে মাটী এ ধার ও ধার;
খস্ রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে,
পড় রে পাহাড় লাখে লাখে;
উথলে ওঠ বিষের ঢেউ,
বে'চে যেন না যায় কেউ,
আয় চ'লে জল সাগর থেকে,
চন্দ্র সূর্য্য ফ্যাল রে ঢেকে।

[মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মার। হ'ল মায়া ছারখার,
গেল আমার অধিকার!

[মারের প্রস্থান।

সিন্ধা। কি দেখি! কি দেখি!
জলবিম্বপ্রায়—কত শত বিশ্ব ভাসে
অসীম অনন্ত স্থানে—
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর ক্রমে!
কে করে গণন,
ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন,
রক্ষার কারণ
কিরণ-শরীরী ফেরে দেবদূতগণ।
ভিন্ন লোক, কিন্তু এক নিয়ম-অধীন;
বিচিত্র নিয়ম!
ফোটে আলো আঁধার হইতে;
অচেতন—সচেতন ক্রমে,
স্থূল শূন্যেতে মিশায়,
শূন্য পুনঃ স্থূল-প্রসবিনী;
মৃত-সঞ্জীবিত,
জীবন মরণ করে গ্রাস;
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে!

নিয়ত এ শক্তি বহে—হ্রাসবৃদ্ধিহীন।
এস সত্য, হৃদয়ে আমার,
কর মোরে অধিকার।
যাও—যাও নশ্বর নয়ন,
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।

যোগবলে শূন্যে উত্থান

এই সত্য!
দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে,
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ;
জনম বর্দ্ধন মৃত্যু—অবস্থা কেবল;
দ্বেষ বা প্রণয়
আনন্দ, যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ।
যত দিন না ফোটে নয়ন,
মায়াবোধ যত দিন না হয় এ সব;
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখ-ভোগ;
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে,
টুটে তার জীবন-মমতা;
মায়ার ছলনে হয় সংহার উদয়।
পঞ্চভূত হয়ে সম্মিলন,
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন,
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব,
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান
না হয় নির্ব্বাণ,
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি-প্রদানে;
আমোদ প্রয়াস, উচ্চ আশ,
ধন-লিপ্সা যশোলিপ্সা আদি,
তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি;
সযতনে জ্ঞানী জন তৃষ্ণা করে দূর;
কর্ম্মফলে দুঃখ-সুখভোগ—
কর্ম্মগত-ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার;
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়;
দেবের দুর্ল্লভ অতুল বৈভব,
জরা-মৃত্যুহীন,
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ!
জেনেছি—জেনেছি,
পূর্ব্বতন বোধি-সত্ত্ব-বংশোদ্ভব আমি,
নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি,
গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন!
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক,
তিমির নাহিক আর।

সিদ্ধচারণগণ এবং দেবদেবীগণের প্রবেশ

সকলের গীত

সাওনামিশ্র—একতালা

পুরুষ। স্থল জল ব্যোম তপন পবন
গাও গভীর তানে,
স্ত্রী। জাগ কুসুমলতা শাখী পাখী
গাও নবীন প্রাণে।
সকলে। আজি আনন্দ-উৎসব।
পুরুষ। গেল কু-স্বপন, পোহাল যামিনী,
জ্ঞান-অরুণ হাসে,
স্ত্রী। দীন হীন তরে দীন উদাসী,
একা তরুতল-বাসে;
পুরুষ। সতত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্য-সত্য-দানে,
স্ত্রী। চিতচকোর, রহ বিভোর
চরণে সুধাপানে।
সকলে। আজি আনন্দ-উৎসব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

ব্রাহ্মণ, দস্যু ও বণিক

ব্রাহ্ম। বাপু, আমি ব্রাহ্মণ—তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্চি, চিরজীবী হও—তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক্—এ ধর্ম্মরক্ষা তোমায় কর্‌তেই হবে। আর দেখ, তোমার বিশেষ লভ্যও আছে। এই ব্যক্তি আমার শিষ্য, ইনি এক জন মহা ধনাঢ্য বণিক, যদি এই নেড়া ভণ্ড বেটাকে তুমি জব্দ ক'রে দিতে পার, তোমায় কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর্‌ব। ব্যাটা ছেলে ধরে, মেয়ে ধরে। দেখ না, আমার শিষ্যের একটি বই সন্তান নয়—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তারে নে ব্যাটা মাথা মুড়িয়েছে।

দস্যু। কেন, সে কি দল করেছে না কি?

ব্রাহ্ম। তবে আর বল্‌ছি কি?

দস্যু। তার দলে খেলোয়াড় ক'জন?

ব্রাহ্ম। খেলোয়াড় কি, সে ধর্ম্মলোপ কর্-বার দল করেছে, খেলোয়াড়-টেলোয়াড় কেউ নেই।

দস্যু। তুমি পাগল না কি? খেলোয়াড় ভিন্ন দল হয়? সে নিজেও খুব খেলোয়াড় হবে। যদি খেলোয়াড় নেই তো দলবল নে মার্তে পার না? তবে এখানে এসেছ কেন? সন্ধান নেও গে,—সন্ধান নেও গে, খেলোয়াড় আছে বই কি! তা না হ'লে কি দেশ-বিদেশে বেড়াতে পারে? আমিও সন্ধান নিচ্চি;—কি নাম বল্লে, "বুদ্ধি" না কি নাম বল্লে?

ব্রাহ্ম। বুদ্ধ। সে খেলোয়াড়ের দল না, বেটা কি মন্তর জানে, এই ক'মাসের ভিতর দেশটা শুদ্ধ নাস্তিক ক'রে তুল্‌লে।

দস্যু। ও ঠাকুর, বুঝেছি, তোমার বিদেয় নিয়ে ঝগড়া। বলি, সেও তো বামুন?

ব্রাহ্ম। তার বায়ান্ন পুরুষে বামুন নয়।

বণি। বাপু, আমার একটি ছেলে, তারে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে; আমি তোমায় দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা দেব, আমার ছেলেটি ফিরিয়ে এনে দাও।

দস্যু। ভুলিয়ে নে গে কি করে? সিদ্ধাই হবে ব'লে নরবলি দেয় কি?

ব্রাহ্ম। ও বাপু, তা নয়, তার আবার সিদ্ধাই! বেটা ধর্ম্মলোপ কর্‌বার জন্য ফিরছে।

দস্যু। তবে কি টাকা ভুগিয়ে নেয়?

বণি। তা নয়, বেটা নাস্তিক-ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ছে।

দস্যু। আর বল্‌লে না, মেয়ে বা'র করে?

ব্রাহ্ম। হাজার হাজার মেয়ে ছুটে গে তার পায়ের ধুলো নে আসে। ধর্ম্ম লোপ হ'ল, কেউ আর বার-ব্রত-ট্রত করে না।

দস্যু। বলি, কারুর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে?

ব্রাহ্ম। বলি, তা কেন, বুঝতে পাচ্ছ না?—মাগী-মদ্দ ভুলিয়ে নে দল বাড়ায়।

দস্যু। টাকাও নেয় না, ধর্ম্ম নষ্টও করে না, বিদেয়ের জন্যও ঝগড়া করে না। তবে রে শালা বামুন, মাংঠাপনা কত্তে এসেচ? ধরিয়ে দেবে আমাদের? ওরে, শালারা গোয়েন্দা, বাঁধ বেটাদের।

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা, মিথ্যা কথা নয়!

দস্যু। আমি বুঝেছি, বাঁধ বেটাদের!

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা!

দস্যু। চোপ, এখনি গর্দ্দান নেব। বাড়ীতে চিঠি লেখ, দু'কোটি মোহর! আর বামুন, তুই যেখানে যা পেয়েছিস, সব দিবি, তবে ছেড়ে দেব। ওরে লুকো তো—লুকো তো, কে আস্‌চে দেখি।

ব্রাহ্ম। বাবা, অই সে বেটা—ও বেটাকে খুন কর—যা চাও, দেব।

দস্যু। নিশ্চয় গোয়েন্দা! লুকো তো দেখি, আজ সব শালাকে কালীমায়ের হোথা কোপ দেব।

অন্তরালে অবস্থান

এক দিকে কাশ্যপ ও অপর দিকে
সিদ্ধার্থের প্রবেশ

কাশ্যপ। কোথা যাও হে পথিক,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দস্যুর আবাসস্থানে।
ফিরে যাও, হারাইবে প্রাণ!
জানে মোরে তাপস বলিয়ে,
এই হেতু নাহি বধে প্রাণে;
কিন্তু তোমারে বাঁচাতে শক্তি মোর নাই।
তেজঃপুঞ্জ হেরি তব দেহ মনোহর,
রাজচক্রবর্ত্তী সম লক্ষণ-দর্শনে,
বুঝি বা এ ছদ্মবেশ তব;
অধিক কি কব,
ছদ্মবেশ হয় মম জ্ঞান;
হেরিয়ে লক্ষণ,
জ্ঞান হয় নৃপতি-নন্দন,
পরিচ্ছদ অভিনব তব,
কোন সম্প্রদায় নাহি পরে হেন বেশ।

সিদ্ধা। মহাশয়,
বহুশ্রমে লভিয়াছি অমূল্য রতন,
সামান্য রতন হেতু ভ্রমে দস্যুগণ,
অগণন করে পাপ!
ঘুচাইব তাপ,
অমূল্য রতন ধন করি বিতরণ।

কাশ্যপ। আসিয়াছ দস্যুগণে বিলাতে রতন?

সিদ্ধা। রাজা, প্রজা, দীন বা দুর্জ্জন,
সবাকারে বিলাব রতন,
রত্ন দেব যাহারে দেখিব;
এই হেতু ভ্রমি দেশে দেশে।

কাশ্যপ। (স্বগত) এ কি বাতুল?
(প্রকাশ্যে) কি হেতু না দেহ রত্ন মোরে?

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। (নেপথ্যে) ওরে, বাঁধ—বাঁধ, টাকা আছে—টাকা আছে।

সিদ্ধা। বৎস, আপনি এসেছি,
কোন্ কার্য্যে বাঁধিবে আমারে?
যদি তব হয় প্রয়োজন,
করহ বন্ধন, তাহে নাহি মম মানা;
কিন্তু পূর্ণ কর মনের কামনা,
লহ বৎস, এনেছি যে ধন।

দস্যু। কই, দে, তোর ধন কোথায়?

সিদ্ধা। জ্ঞান-রত্ন করিতে অর্পণ,
মম আগমন;
লহ রত্ন প্রয়োজন যার,
দূরে যাবে অজ্ঞান-আঁধার,
চিত্ত হবে বিকার-বিহীন!
হের, মানবমণ্ডল,
সুখ-আশে ভ্রমিছে সকল;
ভেবে দেখ, কেবা সুখী ধরামাঝে,
কেহ সুখ-চিন্তা করে ধনে,
কেহ দেখে রমণী-বদনে,
অবিদ্যায় নিয়ত নাচায়—
সুখ-আশে ধায়;
কোথা সুখ? মৃত্যুমুখে পশে শেষে!
ধন, জন, প্রণয়িনী নারী,
যায় পরিহরি—
নিস্তার নাহিক কারু!
তবে কেন বৃথা পরিশ্রম?
কেন বৃথা অর্থ উপার্জ্জন?
বন্যপশুপ্রায়
কি হেতু কাননে কর বাস?
পলে পলে পরমায়ু কাল করে গ্রাস!
কিনিতে নৈরাশ
কি হেতু আয়াস এত?
কাল-চক্র ঘোরে অনিবার,
বল কেবা কার?
ভাসে জীব দুঃখের পাথারে,
তবু ভ্রান্ত মন, ত্যজি নিত্যধন,
ইন্দ্রিয়-লালসা-রত!
অন্ধ আর রবে কত দিন?
খোল রে নয়ন, হের নিত্যধন,
অনিত্য কর রে পরিহার।
মায়ার বিকারে
ভোগ-তৃষা কত সহ?
কেন দিবানিশি দাবানলে দহ?
তৃষ্ণা না মিটিবে,
কর্ম্মভোগ ততই বাড়িবে,
দুঃখ-চক্রে ফিরিবে অনন্ত কাল!
এস নব রাজ্যে,
চিরশান্তি করিছে বিরাজ,
রোগ-শোক-মৃত্যুভয় নাই,
আনন্দ সদাই;
নাহি প্রলোভন,
হিংসা-কীট করে না দংশন,
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে;
পরম-পুলকে, নির্ব্বাণ-আলোকে,
অমৃত-জীবন হয় লাভ!

দস্যু। ওরে, এ কি বলে রে! ওরে, এ কি যাদুকর? এ কি মন্তর? আমি যে আর চল্‌তে পারি নি! ঠাকুর, কি কল্লে? মৃত্যু নাই! কারাগারভয় আছে!

সিদ্ধা। মুক্ত প্রাণ—ভয় কোথা তার?
নাহি পাশ, নাহি ত্রাস, আনন্দ-আগার,
নিত্যসুখ-ধাম, পূর্ণ সর্ব্বকাম,
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস!

দস্যু। প্রভু, আমি আপনার চরণে শরণাগত, আমায় মহাভয় হ'তে মুক্ত কর। আমি দিবানিশি শয়নে স্বপনে পদ-সঞ্চালনে শঙ্কিত হই—বৃক্ষপত্র-সঞ্চালনে শত্রু-আশঙ্কায় প্রাণ কুণ্ঠিত হয়—কারাগার আমার সম্মুখে নৃত্য করে—রাজদণ্ড প্রতিক্ষণে উদয় হয়! প্রভু, আমায় এই মহাত্রাস হ'তে উদ্ধার করুন! ওরে, এদের বন্ধন খুলে দে—হিংসাদ্বেষ এ স্থানে আর না থাকে!

সিদ্ধা। ধর—ধর নূতন নয়ন
কর দরশন—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ করে খেলা,—
অভিমানী মন,
ভাবে সে সকল আপনার ক্রিয়া বলি!
ভূতের ছলনে মন বাতুল হইয়া,
পাপক্রিয়া করে কত শত,
ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মগত তাপ!

আর ইন্দ্রিয়ের ছলে ভুল না ভুল না—
সুখ-আশে মজ না, মজ না,
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ হইবে লাভ!
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হৃদে দেহ স্থান,
কেহ নাহি হিংসিবে তোমায় আর;
ত্যজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়,
ভব-ভয় নাহি রবে।

দস্যু। প্রভু! প্রভু! আমি তোমার দাস, তোমার কৃপায় আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম।

কাশ্যপ। তোমার এ কিরূপ উপদেশ? অহিংসা পরম ধর্ম্ম স্বীকার করি, কিন্তু দেব-পূজায় জীবহিংসা কত্তেই হবে, নচেৎ দেবতার পূজা হবে না। অগ্নিদেবের পূজায় আমি নিত্য বলি প্রদান করি। শাস্ত্রের বচন—অগ্নি-দেব বলিদানে তুষ্ট। তুমি শাস্ত্রের বচন লঙ্ঘন কর্‌বার আদেশ দাও?

সিদ্ধা। দেবতা যদ্যপি তুষ্ট হয় বলিদানে—
কহ, তবে দৈত্যের আচার কিবা?
দেবতা অক্ষম,
কর্ম্ম তব বলবান্,
কর্ম্মে সুখ-দুঃখ করে দান;
রোগ শোক তাপ ভুঞ্জে নরে,
সকাতরে ডাকে দেবতায়,
উপায় কি হয় তায়?
দেবসাধ্য যদি হয় দুঃখ-বিমোচন,
তবে কেন দুঃখময় ধরা?
নিষ্ঠুর কি দেবগণে?
মানব-যন্ত্রণা,
শুনেও না শুনে কানে?
জানিহ নিশ্চয়,
কর্ম্মক্ষয় বিনা নাহি যাবে পরিতাপ।
যে ঈশ্বর নিরন্তর কষ্ট দেয় নরে,
দেবতা কেমনে বল তারে?
বলিদান কেন দেহ তুষ্টিহেতু তার?
কর আত্ম-অধিকার,
ইন্দ্রিয়-সংযমে দহ মন:
পাপের বর্জ্জন, ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
অনুক্ষণ সঙ্কল্প রাখহ দৃঢ়;
আত্মবৎ ভাব সর্ব্বভূতে,
কদাচিৎ চিতে হিংসা নাহি দেহ স্থান।
বিষম অপক্ষপাতী বহিছে নিয়ম,
কর্ম্মফল না হয় খণ্ডন;
যত্ন করি পাপকর্ম্ম কর পরিহার,
হিংসা সম পাপ নাহি আর;
ভবদুঃখে পাইবে নিস্তার,
প্রবেশিবে শান্তি অধিকারে!
কামনায় দেব-উপাসনা,
যত দিন কামনা রহিবে,
পাপমতি দূর নাহি হবে;
আত্মবোধ পরহিংসা করিবে কল্পনা,
বাড়িবে যন্ত্রণা!
সযতনে ধীর জনে কামনা ত্যজিবে।

কাশ্যপ। প্রভু, সুখ-লিপ্সা করিয়ে যতন,
নিবিড় আঁধার-মাঝে করেছি ভ্রমণ,
খুলিল নয়ন, তব চরণ-কৃপায়;
কার্য্য ব্রহ্ম—কার্য্যে করি নমস্কার!
আর হিংসা না করিব,
শাস্ত্রের বচনে আর নাহি হব প্রতারিত,
নিজ হিতে না করিব অন্য জীব হত।
হায়! হায়! এত দিনে বুঝে নাই মন,
বলি-পশুগণ—
মরণ-যন্ত্রণা সহে মানব সমান।
পরের পীড়ায়
ইষ্ট-সিদ্ধি কভু নাহি হয়;
সনাতন ধর্ম্মলাভ হ'ল এত দিনে!

ব্রাহ্ম। প্রভু, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমরাও তোমার হিংসা করবার নিমিত্ত দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

বণি। প্রভু, এ কর্ম্মফল কত দিনে খণ্ডন হবে?

সিদ্ধা। কর্ম্মফল না রহিবে আত্মবোধ-ত্যাগে।
শুন সবে বচন আমার,
সত্য-উপার্জ্জনে কর্ত্তব্য বাড়িল আজি;
অন্ধকারে ফিরে যত নর,
কর সবে আলোক প্রদান।
সাগর-বেষ্টিত এই বিশাল মেদিনী,
আছে অগণন প্রাণী,
মুগ্ধ মহামোহ-অন্ধকারে,
নূতন আলোক দান করিব সবারে,
মানবের দুর্গতি করিব দূর।
চল, দেশে দেশে যাই,
মহারত্ন বিলাই সবারে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কপিলবাস্তু,—বেণাবন

শুদ্ধোদন, গৌতমী ও মন্ত্রী

শুদ্ধো। বুঝিতে না পারি—
মন্ত্রি, কিবা প্রয়োজনে আনিলে এখানে,
নিবিড় অরণ্য-পার্শ্বে কি কাজ তোমার?
তোমার বচনে আজি মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায়,
রাণী সহ আইনু হেথায়!
বর্ত্তমান ভুলি ভূতকালে ভ্রমে প্রাণ,
কত পূর্ব্ব-ছবি ওঠে আজি স্মৃতিপথে,
মনে জাগে বাছার বদনখানি,
নাহি জানি কোথায় একাকী ভ্রমে!
আহা! রাজবংশধর ভিখারী হইল!
কোথা গেল ছাড়িয়ে আমায়,
কেন আজি আশা হয় উদ্দীপন?
গৌত। সত্য নাথ,
নাহি জানি কেন নাচে প্রাণ।
হতেছি অস্থির; স্তনে আসে ক্ষীর,
কত কথা ওঠে মনে!
কভু কাঁদে, কভু হাসে প্রাণ,
পূর্ব্বশোক কভু জাগে;
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে হয়,
হারাধন ফিরে আসে গৃহে!
হায় আজি এ কি বিড়ম্বনা?
শুদ্ধো। সত্য বল মন্ত্রিবর, কিবা অভিপ্রায়,
সংশয় না রাখ আর,
দারুণ সংশয়ে প্রাণ নাহি রবে,
সত্য বল, বিলম্ব না কর।
থর থর কাঁপে হিয়া—
যেন প্রাণ আসিতে বাহিরে,
বার বার বক্ষে করে করাঘাত!
এ কি! এ কি! বন্ধ হয় শ্বাস,
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার।
কি বিকার হ'ল আজি মম!
মন্ত্রী। ধৈর্য্য ধর, শুন মহারাজ,
এই বনে বৈসে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
নিত্য নিত্য আসি, ভিক্ষা করে এ নগরে,
রাজকুলোদ্ভব,
অবয়ব হেরি হয় জ্ঞান।
কিন্তু বহু দিন তত্ত্ব নাহি যার,
দৃঢ় করি নাম তার লইতে না পারি।
হের দূরে,
ধীরে ধীরে আসিছে সন্ন্যাসী।
গৌত। প্রাণাধিক পুত্র ওই সিদ্ধার্থ আমার!
শুদ্ধো। মন্ত্রি, ধর—ধর, সত্য কি স্বপন!
হয় মতিভ্রম,
দেহভার চরণ না বহে!
মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য ধর,
চাঞ্চল্যের নহে এ সময়।
শুদ্ধো। রাণি! রাণি!
গৌত। মহারাজ, কোথা আমি?
কই পুত্র মম?
শুদ্ধো। স্থির কর মন,
সত্য মিথ্যা করহ নির্ণয়।
সত্য কি কুমার?
কিংবা তদাকারে অন্য কেহ?
গৌত। নিশ্চয় সিদ্ধার্থ মোর!
আশৈশব করেছি পালন,
যোগিবেশে ভুলাতে কি পারে মোরে?
যাই আমি,
অঞ্চলের নিধি আনি ধ'রে।
শুদ্ধো। হৃদিবেগ কর সংবরণ,
রাজপুরে কলঙ্ক না হয়!
পরিচয় অগ্রে লব;
বহুদিন নিরুদ্দেশ যেই—
সহসা কেমনে লব কুলে?
গৌত। কাজ নাই কুলে,—
পুত্র করি কোলে!
শুদ্ধো। কেন রাণি, হতেছ চঞ্চল?
তোমা সম অন্তর বিকল মম,
তবু ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ!

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

মন্ত্রী। কে তুমি সন্ন্যাসিবেশে ভ্রম রাজ-পথে?
কহ, কেবা তুমি—কোন্ বংশজাত?
নৃপতি যাচেন পরিচয়।
সিদ্ধা। ভিক্ষাজীবী, বাস মম যথায় তথায়।
শুদ্ধো। (স্বগত)
সেই স্বর!—নিশ্চয় কুমার মম!
(প্রকাশ্যে) কহ হে সন্ন্যাসি,
কোন্ বিধিমতে ত্যজি কুলাচার,
রাজপুত্র, ভ্রমিতেছ ভিক্ষুকের বেশে?
সিদ্ধা। মহারাজ! নহি আমি রাজার কুমার;

পূর্ব্বতন বোধিবংশে জনম আমার,
কুল-ব্রত অনুসারে ভিক্ষা-পাত্র-করে,
ভ্রমি আমি দেশে দেশে!
শুদ্ধো। দেহ সত্য পরিচয়,
মিথ্যাবাক্যে হয় ধর্ম্মনাশ!
সিদ্ধা। শুন নৃপমণি, নহে মিথ্যা বাণী,
মায়া-জন্ম রাজবংশে মম,
মায়া-জন্মে তুমি পিতা,
মায়া-জন্মে রাজার কুমার।
ছিল পুত্র-পরিবার,
জ্ঞান-সূর্য্যোদয়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম-ঘোর;
স্বপ্ন নাহি আর,
চৈতন্য নেহারি! বোধি-বংশোদ্ভব আমি,
নিত্য আমি—
নাহি জন্ম—নাহিক মরণ,
নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।
সাধিবারে মানবের হিত,
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে।
যেবা চায় জ্ঞানালোক, দিব তারে,
এই মহাকার্য্য মম ভবে।
শুদ্ধো। বাপধন, বহুদিন করেছি রোদন,
এস ঘরে কুমার আমার,
রাজ্য-ধন সকলি তোমার বৎস!
গৌত। বাবা সিদ্ধার্থ, মায়ের প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নি।
সিদ্ধা। বৃথা মায়া করহ বর্জ্জন,
ধর—ধর অমূল্য রতন!
ওঠ না—ওঠ না,
নিদ্রাবশে থেক না, থেক না:
কর উপাধি-বর্জ্জন, ত্যজ রাজ্য-ধন,
ধর্ম্মে মন করহ নিবেশ;
পাবে নির্ব্বাণ-রতন,
এড়াইবে জন্ম-মৃত্যু-দায়!
উদয়-সময়, গেলে আর না ফিরিবে।
কেহ নহে কার, অনিত্য সংসার,
জ্ঞান-দৃষ্টে কর দরশন।
শুদ্ধো। খুলেছে নয়ন,
ভিক্ষা-পাত্র দেহ মোরে।
গৌত। এ কি হেরি নূতন সংসার!
আনন্দ—আনন্দময়!
মন্ত্রী। এস শান্তি! ব'স রে হৃদয়ে,
দূরে যা রে মিছার সংসার-জ্ঞান!
সিদ্ধা। বহু কার্য্য আছে এ নগরে;
কার্য্য মম আছে অন্তঃপুরে,
জ্ঞানরত্ন-বিতরণে আছি প্রতিশ্রুত।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

তরুতলে সিংহাসনোপরি সিদ্ধার্থের রাজবেশ
পার্শ্বে গোপা উপবিষ্টা

গোপা। এই তমালে বসিয়া
কোকিল করিত গান;
প্রাণকান্ত সনে
হেরিতাম ঊষার কাঞ্চন-ঘটা!
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার,
দাসী তাঁর সন্ন্যাসিনী।
আরে তরুণ তপন!
ত্রিভুবন কর দরশন,
ভ্রম নানা দেশে,
দেখেছ কি প্রাণেশে আমার?
শুন ভানু,
আছে তনু দরশন-আশে
কেন নাহি জানি,
আশা নারি দিতে বিসর্জ্জন।
এই দেখ, যত্ন করি রেখেছি ভূষণ,
নিজ হাতে পরাইব প্রাণনাথে!
ওরে তরু! ভালবাসি তোরে,—
করে কর ধরিয়ে আদরে,
বসিতাম তোর মূলে;—
ভুলি নাই, ভুলিব না এ জনমে।
তাই ত্যজিয়ে আবাস,
তোর তলে করি বাস।
গৃহ মম শ্মশান-সমান,
প্রাণকান্ত ত্যজে গেছে গৃহ হ'তে।
কোথা প্রাণনাথ,
হয় নি কি কার্য্য অবসান?
এস ফিরে;
যত্ন ক'রে শ্রম করি দূর,
এস হৃদয়ের নিধি,
বিশ্রাম করহ হৃদে!
কোথা পতি! সতী ডাকে সকাতরে,
এস ঘরে, মুছাও নয়ন-ধার তার।

কর শান্ত প্রাণকান্ত,
অনাথা কিঙ্করী!
তোমা স্মরি আছে প্রাণ ধরি;
যদি প্রাণ যায়,
দেখা আর না হইবে!
এস—এস, বিলম্ব কর না,
বুঝি প্রাণ নাহি রহে।

সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও তৎপ্রতি
গোপার দৃষ্টিপতন

প্রাণনাথ, এত দিনে পড়েছে কি মনে?
সিদ্ধা। ওঠ ওঠ জীবন-সঙ্গিনি,
ওঠ সন্ন্যাসিনি!
মায়া-মোহ কর পরিহার,
জাগাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি করহ স্মরণ,
কতবার করিয়াছি জনম-গ্রহণ
জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার,
একাকার—একাধার, নির্ব্বাণ-আগারে
জন্ম মৃত্যু ফুরাইল,
কেন খেদ কর আর?
গোপা। খেদ নাহি আর,
হেরি দিনমণি নলিনী কি করে খেদ?
কিন্তু, এ বিচ্ছেদ-গাথা কভু না ফুরাবে,
চিরদিন কথা রবে ভবে!
সহিল আমার;
এ দশা না হয় যেন কার,
এইমাত্র ভিক্ষা পদে।
সিদ্ধা। যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গাথা,
রোগ-শোক-মৃত্যুভয় হবে নাশ,
অবিচ্ছেদ বহিবে আনন্দস্রোত হৃদে,
পরলোকে নির্ব্বাণ লভিবে!

রাহুলের প্রবেশ

গোপা। এস বৎস,
পিতৃধনে তুমি অধিকারী।
সন্ন্যাসী জনক তোর, সন্ন্যাসিনী মাতা,
রাজবেশ তোমারে না সাজে!
কর পিতৃ-দরশন,
চরণে মাগিয়ে লহ অমূল্য রতন।
রাহু। পিতা—পিতা!
পুত্রে দেহ সম্পত্তি তোমার।
সার্থক জনম,
পিতা যার ভুবন-পাবন।
সিদ্ধা। (রাহুলের হস্তে ভিক্ষা-পাত্র দিয়া)
বৎস,
বহু পুণ্যে তোমা সম পেয়েছি নন্দন!
গোপা। (রাহুলকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইতে পরাইতে) মা হয়ে পরাই তোরে
সন্ন্যাসীর বেশ!
ত্যজি মণি-কাঞ্চন-ভূষণ
পিতৃধন করহ গ্রহণ,
এ রতন নাহি পায় রাজ্য-বিনিময়ে।

শুদ্ধোদন, গৌতমী, বালকগণ এবং
শিষ্যদলের প্রবেশ

বা-গণ। ভাই রাহুল, আমরা তোমার সঙ্গে যাব।
রাহু। এস ভাই,
নিত্যধামে খেলিব সকলে মিলি!

সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেষ্টন করিয়া
অপর সকলের গীত

দেশ-মিশ্র—একতালা

পুরুষ। চল যাই দেশ-বিদেশে,
ঘরে ঘরে করি গান,
স্ত্রী। কে কোথায় আয় রে ত্বরা,
নিবি যদি নূতন প্রাণ;
সকলে। ঘুচ্‌লো ভব-ভয়!
শুন ভাই জরা-মরণ নাই।
পুরুষ। নাইক ভ্রান্তি হৃদে শান্তি
বিরাজে সদাই,
স্ত্রী। এস, বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই;
সকলে। জয় জয় সবাই মিলে গাই!
পুরুষ। দিয়েছে পরম রতন করুণা-নিদান,
স্ত্রী। ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কানে কান;
সকলে। ঘুচলো ভব-ভয়!!

যবনিকা পতন

মীর কাসিম।

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

১৩১৩ সাল, ২রা আষাঢ়, শনিবার,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

একমাত্র বিক্রেতা—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

মীর কাসিম

[ঐতিহাসিক নাটক]

(১৩১৩ সাল, ২রা আষাঢ়, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

"সিরাজদ্দৌলা" নাটক, সাধারণের প্রীতিকর হওয়ায়, আবার ঐতিহাসিক "মীর কাসিম", ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত করিবার সাহস পাইয়াছি। বাঙ্গালার সাধারণ দর্শক ইতিহাসজ্ঞ নহে এবং বাঙ্গালা ভাষায়ও ইতিহাসের অভাব। যদিচ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেই সকল অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়ই সাধারণ পাঠকের উপন্যাস ছাড়িয়া সে সকল পাঠে তাদৃশ আস্থা দেখা যায় না। নাটকাকারে ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি, সাধারণ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন—আমার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। নাটকে ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখা আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহার চেষ্টা পাইয়াছি; এবং দিন দিন উৎসাহপূর্ণ দর্শকবৃন্দে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, সে চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে, আমার ধারণা। দর্শকবর্গের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কাহারও কাহারও ধারণা, "মীর কাসিম" নাটকের ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা মুসলমান ও ইংরাজ প্রণীত বাঙ্গালার তৎসাময়িক ইতিহাস পুনর্ব্বার পাঠ করুন। আমরা ঐতিহাসিক Col. Malleson প্রণীত "The Decisive Battles of India" গ্রন্থের "Undwah Nala" শীর্ষক অধ্যায় হইতে,—বিনা নির্ব্বাচনে—কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :

"...the annals of no nation contain records of conduct more unworthy. more mean, and more disgraceful, than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Mir Jafar. That conduct is attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost. It was the same longing which has animated the robber of the northern clime, the pirate of the southern sea, which has stimulated individuals to robbery, even to murder. In point of morality, the members of the governing clique of Calcutta from 1761 to 1763, Mr. Vansittart and Mr. Warren Hastings excepted, were not one whit better than the perpetrators of such deeds."

এক্ষণে সহৃদয় মাত্রেই বুঝিবেন, নাটক অতিরঞ্জিত হওয়া দূরে থাক, নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনের ত্রুটি হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, মীর কাসিমের চরিত্র—স্বরূপ চিত্র না হইয়া উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মীর কাসিম যে স্বদেশানুরাগী, প্রজাবৎসল, দীনপালক, ন্যায়বান, মিতব্যয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল নবাব ছিলেন, তাহা কেহ, মীর কাসিমের ছিদ্রানুসন্ধানী কোন গ্রন্থকারের ইতিহাসের দ্বারায়ও অপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

নাটকখানি বৃহৎকলেবর হইয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা এত অধিক, যে দর্শকের রুচির উপরে লক্ষ্য রাখিয়া, একখণ্ডে নাটক সমাপ্ত করায়, নাটকখানি কোনরূপে সংক্ষেপ করিতে পারি নাই। সহৃদয় পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য যে, সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী হইতে নাটকের স্থানে স্থানে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। অভিনয়ে পরিত্যক্ত স্থানগুলি, নাটকে তারা (*) চিহ্নিত হইয়া মুদ্রিত হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

পুরুষ-চরিত্র

মুসলমানগণ

মীরজাফর (বাঙ্গালার নবাব)। মীর কাসিম (মীরজাফরের জামাতা)। সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যার নবাব)। সাহ আলম (দিল্লীর সম্রাট)। আলী ইব্রাহিম (মীর কাসিমের বন্ধু)। সামসের উদ্দিন (মীরজাফরের বন্ধু)। তকী খাঁ, মহম্মদ আমীন, হায়বতুল্লা, আলীম খাঁ, জাফর খাঁ, আরাব আলী (মীর কাসিমের সেনানায়কগণ)। সলিমান (মীর কাসিমের ধনরক্ষক)। মহম্মদ ইসাখ (মীর কাসিমের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।)

হিন্দুগণ

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ (শ্রেষ্ঠিভ্রাতৃদ্বয়)। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, নন্দকুমার (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ)। লালসিং (মীর কাসিমের সেনানায়ক)।

ইংরাজগণ

ভ্যান্সিটার্ট (ইংরাজ গভর্ণর)। হলওয়েল (ভূতপূর্ব্ব ইংরাজ গভর্ণর)। হেষ্টিংস, আমিয়ট, কুপার, হে, কেল্ড, ইলিস্, ব্যাট্সন, জোন্স্, জন কার্ণাক্, উইলিয়াম বিলার্স (ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ)। মেজর অ্যাডাম্স, মেজর মন্‌রো (ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়)। ফুলারটন (ইংরাজ ডাক্তার)।

আর্ম্মেনীগণ

গুর্‌গিণ খাঁ (মীর কাসিমের সেনাপতি)। খোজা পিদ্রু (বণিক ও গুর্‌গিণের ভ্রাতা)। খোজা বাজিদ্ (বণিক)।

ফরাসী

সমরু (মীর কাসিমের সেনাপতি)।

মীর আব্বু, ইরেজ খাঁ (সিরাজদ্দৌলার শ্বশুর), মুন্সি, কুঠীয়াল সাহেব, কুঠীর সিপাই, পেয়াদা, মীর কাসিমের সিপাই, মুৎসুদ্দি, খোজা, তাঁতীগণ, সভাসদ্‌গণ, চাউল, সুপারি ও তামাকের মহাজন, জনৈক পাগল, গঙ্গাগোবিন্দবাবু, লোকসকল, সেনাদল, প্রজাগণ, ফৌজদার-দূত, দূতগণ, মাঝি, হাবিলদার, রক্ষী, ইংরাজসৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মণি বেগম (মীরজাফরের বেগম)। বেগম (মীর কাসিমের বেগম)। তারা (উদাসিনী)। ইলিস-পত্নী, বাঁদী, মেমগণ, নর্ত্তকীগণ ও ক্রিয়াসঙ্গিনীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরজাফরের অন্তঃপুরস্থ

মন্ত্রণা-কক্ষ

মীরজাফর

মীর। কি কর্‌বো—কি হবে,—এ যে বিপদ্-সাগর! সিরাজ—সিরাজ—তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কবরে নিদ্রিত! কুক্ষণে তোমার সিংহাসন প্রয়াস করেছিলেম, কুক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলেম;—আমি কুলাঙ্গার, মোগল-গৌরব অতলজলে নিক্ষেপ কর্‌লেম! মীরণ—মীরণ! বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে কোথা গেলি! তোর মস্তকে বজ্রাঘাত না হ'য়ে কেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হলো না!

মণিবেগমের প্রবেশ

মণি। নবাব, তুমি কতদিন এমন শোকাচ্ছন্ন থাক্‌বে? আহার নাই, নিদ্রা নাই, এরূপে দেহ কতদিন চলবে? তোমার চারদিকে শত্রু, নবাবী গ্রহণ করেছ, তুমি এরূপ শোকাচ্ছন্ন থাক্‌লে যে সকলই নষ্ট হবে।

মীর। হোক—নষ্ট হোক, নষ্ট হতে আর বাকী কি? আমার আর কি আছে—কি নষ্ট হবে!—এই রত্নসিংহাসনে ব'সে আছি তাই দেখছ? রত্নমুকুট দেখছ? কিছু না—কিছু না—সকলই ভোজবাজী!—ধনাগার অর্থশূন্য, সৈন্যেরা বেতন অভাবে বিদ্রোহীপ্রায়, রাজ-কার্য্যে অধ্যক্ষশূন্য। কর্ম্মচারীরা সকলেই শঠ, সকলেই প্রবঞ্চক, সিরাজের বিরুদ্ধে যেরূপ দলবদ্ধ ছিল, সেইরূপ আমার বিরুদ্ধেও দলবদ্ধ! রাজা ইংরাজ, আমি ইংরাজের নফর! যে ইংরাজ যখন আমি সেনাপতিমাত্র ছিলেম, শত হস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হ'য়ে আমায় সেলাম দিতো, জানু পেতে সম্মুখে অবস্থান কর্‌তো, আমার সন্তোষ সাধনে তৎপর ছিলো, আমার নিকট প্রার্থী ছিলো, তাদের উঠে অভ্যর্থনা করতে হয়, নবাবী আসনের পার্শ্বে স্থান দিতে হয়; তাদের পরামর্শ—আজ্ঞা,

তাদের অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত আমি কর্ম্মচারী। হায় হায়—এ সকল কেন পূর্ব্বে বুঝি নাই!

মণি। তা এখন একটা উপায় কর্‌তে হবে?

মীর। কি উপায় করবো? আমি বৃদ্ধ, সহায়সম্পত্তিহীন, ছেলেরা সব নাবালক, কি উপায় হবে? চারদিক অন্ধকার, নিরুপায়!

মণি। তুমি নবাব, উপায় কর্‌তে পার না, বল্‌ছো নিরুপায়! তোমার উপায়ের ভাব্‌না? আমি স্ত্রীলোক, আমি তোমার মত নির্ভরসা নই। আমি যদি নবাবী শীলমোহর পেতেম, আমার নজামদ্দৌলাকে যৌবরাজ্যে স্থাপন করে, সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌তেম। আমি তোমার এভাব বুঝেই কাসিম আলীকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। তার উপর সকল ভার দাও, দেখি উপায় হয় কি না?

মীর। সে কি উপায় করবে? আমি তো মীরণের মৃত্যুর পর অনেক কার্য্যের ভার তার উপরে দিয়েছি, সে কি কর্‌লে? আর তারই বা অপরাধ কি দেবো? সকলই বিশৃঙ্খল।

মণি। অনেক ভার আর কি দিয়েছ? তুমি আপনি ব'সে ভাব্‌বে, কোন কার্য্য দেখ্‌বে না। তার উপর যদি সমস্ত কার্য্যভার দাও, সে অতি কর্ম্মক্ষম, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হবে।

মীর। কাসিম আলী—তুমি যথার্থ বলেছ, কাসিম আলী ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু তার মনোভাব কিছু বুঝ্‌তে পারি না;—সে এক সময় আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। যাই হোক, তার মনে যা আছে হবে, কাসিমকেই সমস্ত ভার অর্পণ কর্‌বো।

খোজার প্রবেশ

খোজা। জনাব, মীর কাসিম আলী খাঁ বাহাদুর নবাব-দর্শন-প্রার্থী।

মীর। তারে আস্‌তে বলো।

[খোজার প্রস্থান।

মণি। আর মনোভাব কি বুঝ্‌বে? সকলেই উচ্চপদপ্রার্থী, তার উপর ভার অর্পণ কর্‌লে আর কেন অসন্তুষ্ট হবে?

মীর কাসিমের প্রবেশ

মীর। এসো কাসিম!

মণি। আমি তোমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেম।

কাসিম। বেগম সাহেব, গোলামের প্রতি চিরদিনই অনুগ্রহ করেন।

মীর। কাসিম, তোমায় দেখি নাই কেন?

কাসিম। জনাব অসুস্থ, গুরুতর শোকাচ্ছন্ন, সেই নিমিত্ত দাস বিরক্ত করতে সাহস করে নাই। কর্ত্তব্যবোধে নবাবসমীপে উপস্থিত হব ভাব্‌ছিলেম, বেগম সাহেব অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ করায়, নবাব দর্শনে কৃতার্থ হ'বার সুযোগ পেয়েছি। জনাব, দাসের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, রাজকার্য্যের প্রতি জনাবের দৃষ্টিপাত না হ'লে, সমস্ত বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

মণি। কাসিম, আমিও সেই নিমিত্ত তোমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। আমি এইমাত্র নবাবকে বল্‌ছিলেম, যে নবাবের আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র শোকে নিমগ্ন হ'য়ে দেহ-পাত কচ্চেন; বৃথা শোকে ফল কি?

কাসিম। বেগম সাহেবের উপযুক্ত কার্য্যই করা হয়েছে। সমূহ বিপদ উপস্থিত,—সৈন্যেরা বেতন অভাবে, কোনরূপ শাসনাধীন নয়। তা'দের সন্তুষ্ট না কর্‌তে পার্‌লে, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হ'তে পারে।

মীর। কাসিম, ধনাগার শূন্য! কিরূপে সৈন্যদের বেতন পরিশোধ কর্‌বো? নন্দকুমার প্রভৃতি সুদক্ষ রাজ-কর্ম্মচারীবর্গ কর আদায়ে অক্ষম। ইংরাজ কোম্পানী ও অপরাপর ইংরাজের দৌরাত্ম্যে শুল্ক আদায় নাই।

কাসিম। জনাব, কি নিমিত্ত কর আদায় নাই, দাস তা অনুধাবন করতে অক্ষম। গোলামের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এতদিন ইংরাজের তঙ্কা অধিকাংশ পরিশোধ হওয়া উচিত ছিল। কর্ম্মচারীগণের আদায় তহসিলে মনোযোগী হওয়া উচিত।

মীর। কর্ম্মচারীগণের অপরাধ কি দেবো! জমীদার মাত্রেই অবাধ্য!

কাসিম। জনাব মার্জ্জনাশীল, তাই এরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন। জমীদারেরা যদি অবাধ্য হন, নবাব-প্রতাপে কি তাঁরা শাসিত হন না?

মীর। কাসিম, কি বল্‌ছো? প্রধান প্রধান করপ্রদ প্রদেশ ইংরাজের নিকট আবন্ধ, জমীদারেরাও ইংরাজকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত রেখেছে। ইংরাজের ভয়ে, নবাব কর্ম্মচারীরা জমীদারের উপরে বলপ্রয়োগে সাহস করে না।

মণি। তোমার ঐ কথা—ইংরাজের ভয়! তারা বণিক্ মাত্র, তাদের দমন করা যায় না?

মীর। বেগম, কি প্রলাপ বক্‌চ'? ইংরাজ শাসন! এ দুর্দ্দমনীয় জাতিকে পৃথিবীতে কে আছে শাসন করবে? সকলের ধারণা ছিল —যে ফরাসীরা বলবান্। কিন্তু বার বার ইংরাজের হস্তে সে বল চূর্ণ হয়েছে। ওলন্দাজেরা সাহস দিয়েছিল;—ইংরাজ সংঘর্ষে ওলন্দাজ বাঙ্গলা হ'তে বিতাড়িতপ্রায়। ইংরাজ দমন!—এ বাতুলতা তোমার মস্তিষ্কে কি নিমিত্ত এলো!

কাসিম। জনাব, ইংরাজের তঙ্কার বন্দোবস্ত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

মীর। কাসিম, আমি ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—যা হয় তুমি করো।

কাসিম। এ দাসের মস্তক নবাব-চরণে বিক্রীত, যেরূপ নবাবের আজ্ঞা হয়, দাস প্রাণপণে পালন কর্‌তে প্রস্তুত। জনাব সুস্থির হ'য়ে সমস্ত পর্য্যালোচনা করুন, নচেৎ নবাব-আদেশ ব্যতীত গোলামের আদেশ কে পালন করবে!

মীর। কেন—কেন—তুমি যেরূপ আদেশ প্রচার করতে চাও, আমার নিকট লিখে এনো, আমি শীলমোহর করে দেবো, তা হ'লেই তো আমার আজ্ঞা দেওয়া হবে।

কাসিম। সত্য, কিন্তু বার বার কতই বিরক্ত করবো? নানা রাজকার্য্য, জনাবের আরামের কতই ব্যাঘাত করবো?

মীর। তা দেখ—তা দেখ—যখন আস্‌বে —তখনই শীলমোহর ক'রে দেবো। এতে আর বিরক্তি কি—এতে আর বিরক্তি কি? তুমি সমস্ত ভার গ্রহণ করো—তুমি সমস্ত ভার গ্রহণ করো।

কাসিম। নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এক আবেদন, দরবারে অমাত্যবর্গের সম্মুখে নবাবের আদেশ হ'লে, সকল অমাত্যেরা অবগত হন।

মীর। উত্তম—উত্তম। তুমি এসো—আজ আমার শিরঃপীড়া হয়েছে, আমি শয়নাগারে চল্লেম। মণি, তুমি কাসিমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও। আমি চল্লেম—চল্লেম।

[মীরজাফরের প্রস্থান।

কাসিম। বেগম সাহেব, রাজকার্য্য কি এ অবস্থায় নির্ব্বাহ করা সম্ভব? দেশের অবস্থা শুনুন, ইংরাজের অযথা বাণিজ্য-বিস্তারে প্রজার সর্ব্বনাশ হচ্ছে। বাদ্‌সাই ফার্ম্মাণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বিদেশী বাণিজ্য কর্‌বার অধিকার আছে, কিন্তু এখন স্বদেশী বাণিজ্য বিনা শুল্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক'চ্ছে;—তার কর্ম্মচারীরাও জনে জনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফার্ম্মাণ দেখিয়ে শুল্ক প্রদান করে না; এ সওয়ায় যে ইংরাজ বাঙ্গলায় পদার্পণ ক'চ্ছে, সেই একটি কুঠীয়াল হ'য়ে অন্যায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত। বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুৎসুদ্দির পদ গ্রহণ করে; কোম্পানীর সেপাই, তাদের কর্ম্মচারীদের সেপাই, কেউ বা সেপাই সাজিয়ে প্রজাদের ধরে নিয়ে যায়, শিল্পীদের পীড়ন ক'রে দাদন দিয়ে মুচ্‌লেখা লিখিয়ে নেয়, বণিকদের নিকট মুচ্‌লেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্প মূল্যে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে, আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিনদিন নিঃস্ব হ'চ্ছে, এ সকল অত্যাচার নিবারণ না হ'লে, এক কপর্দ্দকও কর আদায় হবে না, ইংরাজের তঙ্কা পরিশোধ হবে না, রাজকোষ অর্থশূন্য হবে, কর্ম্মচারীরা বেতন পাবে না। আমি স্বাধীন কার্য্যক্ষমতা না পেলে, সুবন্দোবস্ত কিরূপে হবে?

মণি। তুমি চিন্তা ক'রো না। পাছে নবাবী শীলমোহর তোমায় দিতে হয়, এইজন্যই শিরঃপীড়ার ওজর করলে। আমি তোমায় শীলমোহর দেওয়াবো, তুমি স্বেচ্ছামত কার্য্য করো। কিন্তু দেখো, তোমারও উচ্চ আশা আছে, আমারও উচ্চ আশা তৃপ্ত হয় নাই। বল্‌বে, ছিলেম নর্ত্তকী—বেগম হয়েছি। কিন্তু তাতে আমার আশা তৃপ্ত হয় নাই—প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত প্রদান হয়েছে।

কাসিম। বেগম সাহেবাই তো সর্ব্বপ্রধানা!

মণি। কাসিম, তুমি কি আমার মনোভাব বুঝছ না, বা আমার মুখে সমস্ত শোন্‌বার ইচ্ছা ক'চ্ছ? বাঙ্গালায় ষড়যন্ত্রের অভাব নাই। আমার নজামদ্দৌলা নবাবের একমাত্র পুত্র নয়, তারে যৌবরাজ্যে স্থাপন কর্‌তে পার্‌লে আমার কতক আশঙ্কা দূর হয়। আমি তোমায় সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান ক'চ্ছি,—তুমি আমার পুত্রকে যৌবরাজ্য দাও।

কাসিম। সে ভার বেগম সাহেবকে স্বয়ং গ্রহণ কর্‌তে হবে। দাসকে যেরূপ আদেশ কর্‌বেন, জানবেন, সে আদেশ পালনে দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

নেপথ্যে কোলাহল

মণি। এ কি—কিসের গোলযোগ?

কাসিম। সৈন্য-কোলাহল বোধ হচ্ছে! সেনারা কি বিদ্রোহী হলো?

মীরজাফরের পুনঃ প্রবেশ

মীর। কাসিম, সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুমি রক্ষা করো—তুমি রক্ষা করো—খোজা এসে সংবাদ দিলে,—সেনারা রাজপুরী বেষ্টন করেছে, বেতন না পেলে এখনই পুরী লুণ্ঠন করবে। কি হবে—কি হবে! কাসিম, আমার জীবন রক্ষা করো।

কাসিম। জনাব, ক্রীতদাস এই আশঙ্কাই করেছিল। চিন্তিত হবেন না, স্থির হোন, যেরূপে পারি, সৈন্যদের শান্ত ক'চ্ছি। কিন্তু শীঘ্র তাদের বেতনের কোনরূপ বন্দোবস্ত না হ'লে বড়ই দুর্ভাবনার বিষয়।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

মীর। মণি—মণি—ঐ সব সৈন্যদের ক্ষেপিয়েছে। দেখ্‌ছো না—ওর ভয় নাই, বিদ্রোহীদের নিকট নির্ভয়ে গেলো। ওর মনোভাব বুঝেছ,—নবাবী শীলমোহর চায়; তাই আমি শিরঃপীড়ার ভাণ ক'রে চলে গেলেম। তোমার কাছে যা আছে বা'র ক'রে দাও, সৈন্যরা বিদ্রোহী হ'লে সর্ব্বনাশ!

মণি। তোমার সকলকেই অবিশ্বাস?

মীর। কি হবে, বেতন না পেলে তো সৈন্যরা নিরস্ত হবে না!

মণি। তুমি উতলা হ'চ্ছ কেন? কাসিম কি করে দেখ না? কাসিমের কাছে অনেক অর্থ আছে। কাসিম যখন ভগবানগোলায় সিরাজকে ধরে, তখন লুৎফউন্নিসার সমস্ত রত্নাদি ও পেয়েছে। সেই দিয়ে উপস্থিত সৈন্যদের থামাক, তারপর কর আদায় ক'রে, ওর টাকা পরিশোধ ক'রে নেবে। কাসিম তোমার কর্ম্মচারীদের মত অকর্ম্মণ্য নয়।

মীর। ও কি আপনার অর্থ দেবে—আপনার অর্থ দেবে?

মণি। তুমি এসো—চণ্ডু টানবার সময় হয়েছে, চণ্ডু টেনে ঝিমোও—অত ভাবতে হবে না।

মীর। তাইতো কি হবে—তাইতো কি হবে!

মণি। ভেবো না, আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কাসিম অর্থ না দেয়, আমার অলঙ্কার দিয়ে সৈন্যদের নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো। তোমার শরীর অসুস্থ, অত ভাবছ কেন?

মীর। এই গুণেই তো আমায় গোলাম করেছ—এই গুণেই তো আমায় গোলাম করেছ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নগরপ্রান্তস্থ গ্রাম্যপথ

কুঠীয়ালসাহেব, মুৎসুদ্দি, সেপাইগণ, তাঁতী, তামাক ও সুপারি প্রভৃতির মহাজনগণ

মুৎ। সাহেব, এই এক বেটা তাঁতী,—মুচলেখা সই কর্‌বে না, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।

সাহেব। বাঁধো—কুঠী চালান দেও। Rascal, তুমি মুচলেখায় সহি করিবে না,—জুতার চোটে সহি করিবে। (প্রহার)

তাঁতী। সাহেব মলুম, দু'দিন পেটে অন্ন নাই, মার্‌বেন না, মারা যাবো।—রাতদিন বুনছি, কাজ শেষ কর্‌তে পারি না; যা পাই, তাতে অর্দ্ধাশন হয় না।

মুৎ। নে নে ঢেড়া সই দে, কেন মার খেয়ে মর্‌বি?

তাঁতী। নিন্—নিন্—ঢেড়া সই দিচ্ছি। (ঢেড়া সহিকরণ)

সাহেব। এ দুই ব্যক্তি কে?

মুৎ। এরা মস্ত মহাজন, এ বেটা কুঠীর তামাক কিন্‌তে চায় না, সব তামাক কুঠীর গুদামে পচ্চে। আর এ বেটাদের পান, সুপারি, তে'তুলের কারবার, কোনমতেই বেটারা কুঠীতে বেচ্‌বে না।

সাহেব। চাউলের মহাজনকে ধরিতে পার নাই? চাউলের বড় দরকার, রপ্তানী দিতে হইবে।

মুৎ। আজ্ঞে সেপাই পাঠিয়েছি, এখনি ধ'রে আনবে।

সাহেব। তুমি রোজই লোক পাঠাও,—বাঁশখড়ের একটা আদ্‌মি আনিতে পারিলে না। তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছ, লাখ টাকা দিয়ে মুৎসুদ্দি হইবার জন্য আমায় সাদাসাদি করিতেছে।

মুৎ। সাহেব—সব ঠিক কর্‌ছি—সব ঠিক কর্‌ছি। আমাকেই দোষেন, আপনাদের শাসন নাই, এই এরা বায়না-নামায় সই করতে চায় না।

সাহেব। (মহাজনগণের প্রতি) তোমরা কয়টা কোড়া খাইয়া সহি করিবে?

সুপারির মহাজন। সাহেব, সিকি দরে কি ক'রে বেচ্‌বো? কেনার উপর বারো আনা লোকসান!

সাহেব। এই লাভ লইয়া বেচো। (প্রহার)

সুপারির মহাজন। গেলুম—গেলুম—মলুম। সই ক'চ্ছি—সই ক'চ্ছি। (সহিকরণ)

মুৎ। পথে এসো বাবা, বুঝিয়ে বল্লে তো শোন না? (তামাকের মহাজনের প্রতি) ওহে এগিয়ে এসো,—সাহেব তোমায় দশ গুণ দরে তামাক বেচ্‌তে চায়—না? লাভ খাবে, না সই কর্‌বে?

তামাকের মহাজন। আজ্ঞে সই কচ্ছি—আজ্ঞে সই কচ্ছি। (সহিকরণ)

সাহেব। বায়নার টাকা কুঠী যাইয়া লইও।

তামাকের মহাজন। যে আজ্ঞে। (স্বগত) দেশে থাকি, কুঠীতে গিয়ে নেব।

মুৎ। এই যে সাহেব, চালের মহাজনকে ধরে আন্‌ছে।

চাউলের মহাজন ও আরও কয়েকজন তাঁতীকে লইয়া সেপাইগণের প্রবেশ

১ সেপাই। আজ্ঞে সব তল্‌পি-তল্‌পা বেঁধে নিয়ে ঘর-বাড়ী ছেড়ে সব পালাচ্ছিলো।

সাহেব। সব কুঠী চালান দেও, ধুপে দাঁড়াইয়া আমার মাথা ধরিয়াছে।

[সাহেবের প্রস্থান।

তাঁতী। মুৎসুদ্দি ম'শায়, আর কেন? আমাদের হাত কেটে দিন, দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে খাই। অন্নাভাবে গায়ে বল নাই যে না খেয়ে বুন্‌বো,—দুটো ছেলে না খেয়ে মারা গেছে।

মুৎ। লে চল'—লে চল'—কুঠী লে চলো, সই না ক'রে বাপু ছাড়ান পাচ্ছ না।

[মুৎসুদ্দির প্রস্থান।

তাঁতী। সেপাই, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি যা আছে নাও, আমাদের ছেড়ে দাও।

সেপাই। তো সবদের ছোড়িয়ে দিবো, আর সাহেবের জুতা খাইবো?

কয়েকজন চোপদারসহ মীর কাসিম ও আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

সকলে। দোহাই হুজুর—দোহাই হুজুর—রক্ষা করুন।

সেপাইগণ। ওরে কাসিম আলী সাহেব—

কাসিম। একি—তোমরা সেপাই সেজে এসে, প্রজাদের উপর অত্যাচার ক'রে, বেঁধে নে যাচ্ছ?

সেপাই। হামলোক, কুঠীকা সিপাই।

কাসিম। চোপদার, ওদের বাঁধো।

সেপাইগণ। নেই হুজুর—হামলোক্‌কো কসুর নেই—হামলোক্‌কো কসুর নেই।

[সেপাইগণের পলায়ন।

কাসিম। আহা, দেখ—দেখ, বুঝি এদের প্রহার করেছে।

সুপারির মহাজন। খাঁ সাহেব, প্রাণ গেলে গেল! আমাদের মেরেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! রক্ষা করুন্!—রক্ষা করুন্! অন্ন গেল—বস্ত্র গেল—স্ত্রী-পুত্র মারা গেল—মার খেয়ে প্রাণ গেল—খেটে খাবার যো রাখ্‌ছে না!

তাঁতী। সব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে,

সাতশো ঘর তাঁতী একা রাজসাহী হ'তেই চলে গেছে। ব্যাপারীরা সব মারা গেল! ব্যবসায় আয় নাই, জমীদার ঘরবাড়ী বেচে খাজনা নিচ্ছে।

তামাকের মহাজন। হুজুর, দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরাজ নিলে,—লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, পান, যে কাজে দেশী লোক দু'পয়সা পেতো, কুঠীওয়ালা ইংরাজ সকল ব্যবসা কেড়ে নিলে।

কাসিম। চোপদার, এদের দাওয়ানজীর কাছে নিয়ে যাও—ব'লো আমার নিয়মানুসারে এদের সকলকে যৎকিঞ্চিৎ দেন। তোমরা আমার লোকের সঙ্গে যাও, আমি তোমাদের দুঃখের কথা শুনবো।

মীর কাসিম ও আলী ইব্রাহিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আলী। আমরা এখানে কি করবো?

কাসিম। ইব্রাহিম, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আগুন জ্বলছে। শীতল হবার জন্য সহরের বাইরে এসেছিলেম, দ্বিগুণ অগ্নি মস্তিষ্কে জ্বলছে! কি অত্যাচার! অসহ্য—অসহ্য!

আলী। এখন আর অসহ্য বল্লে কি হবে? —ওরা ব্যবসা করতে এসেছে, ব্যবসা ক'চ্ছে। ব্যবসার হানি হবে ব'লে, গদীতে ব'সে নাই, অনুগ্রহ ক'রে মোগলকে গদীতে বসতে দিয়েছে! এখন তাদের দম্ভ দেখেই বা কি হবে? নবাবী তো দেয় নাই, কর আদায়ের ঝক্কি অত কে নেয়, তাই একজন কর্ম্মচারীকে গদীতে বসিয়েছে।

কাসিম। হ্যাঁহে, তুমি এ সকল কথা নিয়ে উপহাস ক'চ্চ?

আলী। আজ্ঞে না, স্বরূপ বলছি, তবে ঘটনাটা শুনতে উপহাসের মতন।

কাসিম। নবাব অকর্ম্মণ্য হ'য়েই, সকল দিকে সর্ব্বনাশ হ'লো!

আলী। তাতে ইংরাজের বেশী অপরাধ দেওয়া যায় না, আমরা সকলে মিলে পছন্দ ক'রে নবাব বেছে নিয়েছি।

কাসিম। ঘর থেকে টাকা দিয়ে তো সৈন্যদের উপস্থিত নিরস্ত করলেম—

আলী। আপনার মন্তব্য কি?

কাসিম। আমি স্বয়ং বুঝতে পাচ্ছিনে। কি অভাগা রাজ্য, নবাবের সহিত নবাব-বেগমের মিল নাই;—বেগম নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত!

আলী। আপনার নিঃস্বার্থ ভাবটা কি?

কাসিম। আর এ দুর্দ্দশা দেখতে পারি না!

তারার প্রবেশ

গীত

পরাধীনা জননী আমার।
লাঞ্ছিত সন্তানগণে পীড়নে কঙ্কাল সার॥
হৃদয়ে শোণিত নীর, কটীতটে জীর্ণ চীর,
নিজ্জীব আনতশির, দেহ মাত্র ভার॥
রোগে জীর্ণ হীনবল, শোকে শুষ্ক হৃদিস্থল,
দাবানল ক্ষুধানল, নেহারে আঁধার॥
নিরাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস,
বহে উষ্ম দীর্ঘশ্বাস, আবাস কান্তার॥

তারা। বাবা, শুনছ—চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ শুনছ? অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগ-শোক-দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরীভূতা। বাবা উপায় করো! গেল—সকলি ছারখার হলো! দুখিনী মাতৃভূমির দুর্দ্দশা আর কতদিন দেখবে?

কাসিম। মা, তুমি কে?

তারা। আমি? আমি নাই—আমি মৃত! আমার দুখিনী জন্মভূমি মুমূর্ষু! তার আর্ত্তনাদ আমার মৃত-কর্ণেও প্রবেশ করে, মৃত চক্ষে তার পুত্রের দুর্দ্দশা দেখতে পাই; কিন্তু কি করবো—আমি মৃত! বাবা, তুমি বঙ্গবাসী, বীরপুরুষ, উচ্চবংশোদ্ভব, মুমূর্ষু বঙ্গ-মাতাকে পুনর্জ্জীবিত করো। দেখছো না—দেখছো না—মায়ের দুর্দ্দশা দেখছ না?

কাসিম। মা, আমায় এ সব কথা কেন বলছেন? আমি বঙ্গভূমির দুঃখ কিরূপে নিবারণ ক'রবো?

তারা। তবে কে করবে? তুমি স্বদেশ-বৎসল, তোমারই কার্য্য, এ কার্য্য আর কার? যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, মাতৃসেবা যার ব্রত, যে মাতৃবৎসল—তারই কার্য্য—বীরের কার্য্য,—তুমি বীর—তোমারই কার্য্য!

আলী। মায়ি, তুই মরা, তা কথা কচ্ছিস্ কি ক'রে?

কাসিম। মা, বাঙ্গালায় তুমিই একমাত্র জীবিত, আর সকলে মৃত। অভাগা বঙ্গবাসীর দুঃখে তুমিই একমাত্র কাতরা, আর আমরা কুৎসিত নরক-সহচর—স্বার্থচালিত নর-দেহধারী।

তারা। না বাবা, তুমিই বঙ্গমাতার সুসন্তান, তুমিই দুখিনী জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে সক্ষম। দুখিনী বঙ্গমাতা তোমার মুখ চেয়ে আছে। আমি তো জীবিত নই, আমি মৃত,—এ দেহে আমার স্বামী অধিষ্ঠিত। তিনিই বল্‌ছেন, তিনিই কথা কচ্ছেন,—তিনিই স্বদেশের দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে ভ্রমণ কচ্ছেন, তিনিই দিবারাত্র দেশের দুঃখে রোদন কচ্ছেন, তিনিই তোমায় ভার দান কচ্ছেন, তিনিই তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন। ঐ শোনো—ঐ শোনো হাহাকারধ্বনি শোনো, আর কেমন করে স্থির থাক্‌বো, চল্লেম।

[তারার প্রস্থান।

কাসিম। কে এ রমণী?

আলী। আমার বোধ হয়, এ প্রদেশের রাণীর কন্যা। শুনেছিলাম, যে, সেই রাণীর কন্যা সাত বৎসরের সময় বিধবা হয়। কোন কারণে রাণী তার মৃত্যু হয়েছে, প্রচার করেন; সেই অবধি এই কন্যা ফকিরণীর ন্যায় ভ্রমণ করে। যেথায় রোগ শোক দুঃখ—সেইখানেই এ উপস্থিত হয়। আমার ধারণা, এ সামান্যা নয়।

কাসিম। তোমার কি বোধ হয়, এ আমায় চেনে? আমায় এ সকল কথা বল্লে কেন?

আলী। আপনাকে চেনে কি না—বল্‌তে পারলেম না, কিন্তু সত্যবাদিনী, সত্যাশ্রিতা, ওঁর জবানে কখন মিথ্যা বেরোবে না। ও'র সকল কথাই সত্য।

কাসিম। ইব্রাহিম, আর আমার ইতস্ততঃ নাই, আমি যেরূপে পারি, প্রজারক্ষার চেষ্টা পাবো। এতে আমার সর্ব্বনাশ হয়, জীবন নাশ হয়, কলঙ্ক হয়, লোকের নিকট ঘৃণিত হই, নবাবের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে হয়, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ কর্‌তে হয়, নরকগামী হ'তে হয়—তাতেও আমি প্রস্তুত;—নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দীন প্রজার দুঃখ আর আমি সহ্য কর্‌বো না।

আলী। কি কর্‌বেন?

কাসিম। আমি যেরূপে পারি, নায়েব-নবাবী গ্রহণ কর্‌বো। নবাব আপনার বিলাস নিয়ে থাকুন, প্রকৃত কার্য্যভার আমি সমস্ত হস্তগত কর্‌বো।

আলী। নবাব যদি না দেন, তা হ'লে কিরূপে গ্রহণ কর্‌বেন?

কাসিম। না দেন নবাবের বিরোধী হব।

আলী। দেখ্‌বেন, ঘর জ্বালিয়ে আগুন পোহাবেন না।

কাসিম। সে কি?

আলী। খাঁ বাহাদুর, সাবধান! যদি প্রজার দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে থাকেন, সেই ব্যথা নিবারণের চেষ্টা করুন,—সেই উচ্চকার্য্যে অপর উদ্দেশ্য ত্যাগ করুন। আপনার ন্যায় ব্যক্তির জন-হিত-সাধনাই কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্ হোন; মোগলের গৌরব, স্বদেশের গৌরব, মনুষ্যত্বের গৌরব—এ অভাগা বঙ্গদেশে আপনিই রক্ষা করুন। কিন্তু এ মহাকার্য্যের মূল্য দিতেও প্রস্তুত হোন,—এর মূল্য আত্মবিসর্জ্জন! যদি তাতে প্রস্তুত থাকেন, মহাকার্য্যে অগ্রসর হোন, নচেৎ কতদূর কৃতকার্য্য হবেন, গোলাম জানে না।

কাসিম। চলো যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীর কাসিমের বৈঠকখানা

মীর কাসিম আসীন; খোজা পিদ্রুর প্রবেশ

কাসিম। আস্তে আজ্ঞে হয়, খবর কি পিদ্রু সাহেব?

পিদ্রু। আর কি মোশা, আর কেন এত ভাবনা? একবার Calcutta হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গদীতে বইসেন। Holwell সাব, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

কাসিম। এখন হলওয়েল সাহেব তো কর্ত্তা নন, ভান্সিটার্ট সাহেব নূতন গভর্ণর

হ'য়েছেন, তাঁর মতামত তো কিছু বুঝতে পার্‌লেম না।

পিদ্রু। আরে ও একটা উল্লুক, যেমন তোতা পড়ায় তেমনি হলওয়েল সাব ওকে পড়ায়। আপনি তাঁর চিঠি পান নাই?

কাসিম। পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্থা তো কিছু বুঝতে ত পাচ্ছি নি।

পিদ্রু। আরে মোশা, আমি যে বল্‌ছি—সব ঠিক্‌—সব ঠিক্‌। আপনার গোলামটা যে তাঁতীর মাকুর মত কোলকাতা আর মুর্শিদাবাদ আনাগোনা কচ্ছে—এটা কি খাম্‌কা?

কাসিম। দেখুন, আমি এখনো কিছু বিবেচনায় ঠিক্‌ করতে পারছিনে। ক্লাইভ নবাবের বিশেষ পক্ষ, তিনি বিলাত যাবার সময়, শুন্‌তে পাই নাকি, সমস্ত কাজ-কর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের জন্য লিখে রেখে গেছেন। ভ্যান্সিটার্ট তো ক্লাইভ সাহেবের মতানুসারেই চল্‌বেন।

পিদ্রু। হ্যা—সলা লিখিয়া রাখিয়াছে বটে, তা লিখিয়াছে তো কি হইল? লিখাটা সাদা কাগজের উপর কালির হরফ! হরফগুলো যেমন ছিল, তেমনি আছে, নূতন বাত হরফ কিছু বলতে পারে না। আর হলওয়েল সাব কানের কাছে হরঘড়ি মন্ত্র ফুকুছে, নবাব তংকা দেয় নাই, চারদিকে গোলমাল; আর আপনার চিঠি বড় মজবুত, নবাবীর বেবন্দোবস্তীর হাল আপনি খুব মুন্সিয়ানা করিয়া লিখিয়াছেন। ভ্যান্সিটার্ট বুঝলো, এ নবাবটা কুছ কামের নয়। এ নবাবটা থাক্‌লে কোম্পানীর টাকা আদায় হবে না, রাজ্য শাসিত রাখ্‌তে পারবে না, কোম্পানীর কাম্‌ ভি সব বরবাদ যাবে; জমীদার লোক বেগোড় হবে, সাজাদা মুর্শিদাবাদ লিয়ে লেবে,—এমনি—এমনি।

কাসিম। তাই তো, কিছু স্থির কর্‌তে পাচ্ছিনে। রাজ্যের আমীর ওমরাওর মতামত কিছু জানি না। আমি নবাবী পেলে তারা সকলে যদি বিপক্ষ হয়, একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে দমন করা সহজ নয়। এদিকে সাজাদার দৃষ্টিও বাঙ্গলার উপর রয়েছে,—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলাও বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী পাবার লোভে সাজাদার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, শুন্‌ছি।

পিদ্রু। খাঁ বাহাদুর, আপনি সব মৎলব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। তবে হামার মুখে শুনিতে চান, তবে দুটা বাত বলি শোনেন। মীরণটা রায়দুর্লভকে তো খুন করবার মতলব করিয়া বাড়ী ঘেরাও করে, হেষ্টিংস সাহেব তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়,—যত হিন্দু সবকে মীরণ মারিতে চাহিয়াছিল, রেসিডেন্ট হেষ্টিংস সাব তাদের রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুকে কি আপনি চিনেন না? তারা নবাবের উপর খুব রাগিয়াছে। রায়দুর্লভ তো আমার পাশ স্পষ্ট বলিয়াছে, যে মীরজাফরটা, ক্লাইভ সাহেব দেশে যাইবার সময়, বিদায় দিবার ওজর করিয়া কলিকাতায় আইলো, আর মীরণটাকে সব হিন্দুদের খুন করিবার হুকুম দিয়া গেল। হিন্দু বড়া আদমি, একটা মীরজাফরের দিকে নাই। আর মুসলমান ওমরা,—মীরজাফর গদী পাবার সময় যারা যারা মীরজাফরের হইয়া কাজ করে, তাদের মীরজাফর নবাবী পাইলে এ দিবো,—তত দিবো, একে দাওয়ানী দিবো,—ওকে উজিরী দিবো, তাকে ফৌজদারী দিবো বলিয়াছিলো, সে মুখের বাত মুখে রহিয়াছে, কিছু দিতে পারে নাই; তারা ভি খুব খ্যাপ্পা! আউর মীরণ অনেককে বধ করিয়াছে, সে সব নবাবের হুকুমে হইয়াছে, সকলে জানে। সিরাজদ্দৌলার পনেরো বছরের মির্জ্জামেদী ভাইটাকে অন্দর হইতে টানিয়া লইয়া তক্তা চাপিয়া পিশে মারিল, এতে হিন্দু-মুসলমান হায় হায় করিল। একটা আদমী নাই যে বলিতেছে না যে, সিরাজ মিরজাফরের সহিত ওজন করিলে স্বর্গদূত, আর মীরজাফর সয়তান! আর ঘসেটী বেগম আর আমিনা বেগমকে ঢাকায় লইয়া গিয়া নৌকার তলা ছেঁদা করিয়া মারিয়াছে। এ সাচ্‌ হোক্‌—মিছা হোক্‌—খুব রটিয়াছে।

কাসিম। ভ্যান্সিটার্ট এ সব বিশ্বাস করেন?

পিদ্রু। ও মোশা, তবে হলওয়েল সাব কা কলমবাজীটায় তারিফ কি? সে মীরজাফরের দোষ এমন রচন রচিয়াছে যে, সে আরব্য উপন্যাসের মত আজব কেচ্ছা! আপনি কলিকাতায়

একবার চলুন, সব হাল মালুম হইয়া যাইবে।

কাসিম। আমি হঠাৎ কলিকাতায় গেলে, নবাব কি মনে কর্‌বে?

পিদ্রু। মোশা, তা ঠিক না করিয়া গোলাম মুর্শিদাবাদে হাজির হয় নাই। নবাবের উপর চিঠি আসিয়াছে যে, তঙ্কার হিসাব-নিকাস করিতে একজন মজপুত আদ্‌মী পাঠাইয়া দেন। আর সাজাদা ভি ফৌজ লিয়ে বাঙ্গলায় আসিতেছে লড়াই করিতে হইবে, তার ভি সলা চাই। আদ্‌মী কে আছে, নবাব আপনাকে জরুর পাঠাইবে। সে চিঠি নবাব এতক্ষণ পাইয়াছে। আর এদিকে তো আপনি ভি সব ঠিক করিয়াছেন, তলবের জন্য ফৌজ বিগ্‌ড়াইয়াছে; তারা তো নবাবের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিল, শুন্‌লেম।

কাসিম। আমি ঘর থেকে তিন লাখ টাকা বার ক'রে দিয়েছি।

পিদ্রু। এটা কি ছোট কাম হইল? ফৌজ আপনার হাতে, আপনি কলিকাতা যাইবার জন্য তৈয়ার হোন।

কাসিম। আচ্ছা, নবাব যদি আদেশ করেন—যাবো।

পিদ্রু। কাল ফজিরে আমি আপনাকে হুকুম আনিয়া দিব। লেকেন গোলামকে ভুলিবেন না।

কাসিম। আবার আপনি আমি নবাব হ'লে, আর একজনকে নবাব করবার চেষ্টা কর্‌বেন?

পিদ্রু। মোশা, এমন বাতটা আপনি আমায় বল্লেন? আমি মীরজাফরকে নবাব করিবার কেতো চেষ্টা করিয়াছে, নবাবী পাইলো—হামায় কিছু দিলো?

কাসিম। রাজকোষে অর্থ নাই—তা দেবেন কি?

পিদ্রু। আর মোশা, আপনি কি খবর রাখেন না? সিরাজের কি লুকানো টাকা ছিলো না? আপনার সৎ-শাশুড়ী মণি বেগম সব গেঁড়া করিয়া রাখিয়াছে। তলে তলে এ আর্ম্মানীটা সব খবর রাখে—হাঁ। তবু ভি হামি কিছু বল্‌তো না, না দিলে ওর ধর্ম্ম ওর! কিন্তু দেখেন, রাজ্যটা বরবাতে যেতে বসিয়াছে, হামরা লোক ভি বাঙ্গলায় বসিয়াছি, কারবার করিতেছি, এ নবাবটা থাকিলে তো সব বরবাদে যাবে। হামি আজ চল্‌লো, অনেকক্ষণ আপনার পাশ থাকা ভাল না, কাল আপনার কলিকাতা যাইবার হুকুম হইবে। সেলাম!

আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

আলী। মহাতাবচাঁদ—স্বরূপচাঁদ শেঠজী, আর খোজা বাজিদ্‌ সাহেব খাঁ সাহেবের দর্শনার্থে আগত।

কাসিম। তুমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

[আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান।

পিদ্রু। খাঁ সাহেব! বুড়া শেঠ দু'টাকে হাতে রাখুন, ইংরাজকে দিতে অনেক টাকাকড়ি লাগিবে, ওর পাশ হিন্দুদের হাল সব মালুম হইয়া যাইবে।

[খোজা পিদ্রুর প্রস্থান।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ,
খোজা বাজিদ্‌ ও আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

কাসিম। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়! আজ আমার অতি সৌভাগ্য!

জগৎ। মহাশয়, বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েই আজ আপনার দ্বারস্থ! আমাদের তো সর্ব্বনাশ! আপনিই একমাত্র ভরসা, নচেৎ ভিখারী হ'তে হ'ল। নবাব, ইংরাজদের টঙ্কশালা স্থাপনের সনদ দিয়াছেন, দিবারাত্র কল চ'লে সিক্কে টাকা আর মোহর তোয়ের হচ্ছে। সে টাকা চলন হ'লে ত আর আমাদের তেজারতি চল্‌বে না।

বাজিদ্‌। আর আমার সর্ব্বনাশ ক'রে, ইংরাজকে সোরার ব্যবসা নবাব একচেটে ক'রে দিয়েছেন।

কাসিম। ইব্রাহিম, শুন্‌ছ?

আলী। খাঁ সাহেবের কি অনুমান যে, গোলামকে শোনাবার জন্য এঁরা কষ্ট স্বীকার ক'রে আগত? এ সব তো মহাশয় জানেন, অন্তরাটা শুনুন।

জগৎ। খাঁ সাহেব, এখন উপায় কি?

আলী। গোলামের একটা নিবেদন, নবাবী সনন্দ না পেলে টঙ্কশালাও স্থাপন হতো না, সোরার আধিপত্যও পেতো না, আর যখন নবাব তাদের কথায় ওঠেন-বসেন, অন্যান্য আধিপত্যও নেবে—এ কথা নিশ্চয়।

এর যদি কিছু উপায় ঠাউরে এসে থাকেন, সেইটি প্রকাশ করুন।

বাজিদ্। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি উপায় ঠাওরাতো?

জগৎ। স্বরূপই তো.—তবে আর খাঁ সাহেবের স্বারস্থ হয়েছি কি নিমিত্ত?

আলী। খাঁ সাহেব এ'দের অন্তরা ভাঙ্গতে বিস্তর বিলম্ব হবে। পরিবার কিঞ্চিৎ মুখরা, গোলামকে আবদ্ধ করে রেখে, কেন গোলামের গৃহ-বিবাদ বাধান।

কাসিম। আরে ব'সো না—ব'সো না।

আলী। তা হ'লে খাঁ বাহাদুর, একটা কাজ নিয়ে বসি, এ'দের হ'য়ে ওকালতি করি। খাঁ বাহাদুর, আপনিই তক্তাতে বসুন, টাকার প্রয়োজন হয়, শেঠজীরা সরবরাহ কর্‌বেন, আর খোজা বাজিদ্ সাহেবেরও সাহায্যদানের ত্রুটি হ'বে না।

কাসিম। কি পাগলের মত কথা বল?

আলী। আজ্ঞে, তবে দু'পক্ষেই আমার ওকালতি কর্‌তে হলো! মহাশয়, খাঁ সাহেবকে বল্‌ছেন বটে, এখন উনি গদী পান কি ক'রে? বল্‌বেন—যেমন মীরজাফর সাহেব ইংরাজের সাহায্যে গদী পেয়েছেন! তা হ'লে রাজ্য তো আরও ইংরাজের অধীনস্থ হবে? এতে আপনাদের তো লাভালাভ বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জগৎ। মহাশয়, কাসিম আলী সাহেব যদি নবাব হন, তা হ'লে কি ইংরাজের অত বশীভূত থাক্‌বেন? আর নবাব ইংরাজেরই বা অত বশীভূত কেন? তাদের তঙ্কা শোধ হয় নাই—এই না? খাঁ সাহেবের কার্য্যদক্ষতায় রীতিমত কর আদায় হবে, শুল্ক আদায় হবে, অচিরে ইংরাজের তঙ্কা দিতে পারবেন; তখন আর ইংরাজ কি বল্‌বে?

আলী। আজ্ঞে, ইংরাজের মনে আমাদের মত অনেক কথাই আছে। আমি যদি ইংরাজ হতেম, আমিও যা বল্‌তেম, ইংরাজও তাই বল্‌বে!

কাসিম। তুমি কি বলতে?

আলী। আমি বল্‌তেম,—'দেখুন নবাব বাহাদুর! সিরাজদ্দৌলাকে গদী থেকে নাবিয়ে মীরজাফরকে দিয়েছিলেম, আবার মীরজাফরের ঠেঙে কেড়ে নিয়ে আপনাকে দিয়েছি। যা যা বলি—সব স্বাক্ষর ক'রে দেন। নচেৎ বাঙ্গলায় লোকের অভাব নাই, নবাবী কর্‌বার ইচ্ছাও অনেকের, আপনাকে গদী থেকে তুলে নিয়ে, তাদের ভেতর একজনকে এনে বসাবো'।

কাসিম। আর আমি কি বল্‌বো?

আলী। আপনি কি বল্‌বেন—জানি নি। আমি নবাব হ'লে বল্‌তেম,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, অত বিরক্ত হচ্ছেন কেন? ওখানে কেন—এই গদীর পাশে এসে বসুন। সনন্দ সই করাতে এত ক্লেশ ক'রে মুর্শিদাবাদে এসেছেন,—হুকুম কর্‌লেই কোলকাতায় গিয়ে সই মোহর ক'রে দিয়ে আস্‌তেম।'

কাসিম। শেঠজি, আলী যথার্থই বলেছে, প্রকৃত অবস্থাই বর্ণনা করেছে। যেদিন নবাব রাজ্যরক্ষার ভার ইংরাজকে দিয়েছেন, ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় রাজকোষ হতে হ'চ্ছে, সেই দিন হতেই বাঙ্গলা ইংরাজের অধীন।

আলী। ও'রা বল্‌বেন, অকর্ম্মণ্য নবাবের পরিবর্ত্তে কাসিম আলী নবাব হ'লে এরূপ অধীনতা থাক্‌বে না। এখন উপস্থিত কৌশল ক'রে তো নবাবী নেন,—তার পর ও'রা সকলে মিলে ইংরাজ দমনে সাহায্য কর্‌বেন।

জগৎ। কেন, আপনি কি এ কথা অসঙ্গত বিবেচনা কচ্ছেন, যে পরিহাসচ্ছলে এ কথা বল্‌ছেন?

আলী। মহাশয় মাপ কর্‌বেন; আমি তো এদেশী, আর জন্মাবধি শুনছি,—বাঙ্গলায় একটি চমৎকার কথা আছে,—"এ কাজটা তো হ'য়ে যাক্, তার পর আমরা সব বুক দিয়ে কর্‌বো।" তার পর—তার পরই থেকে যায়, বুক দিয়ে করাটা আর হয় না। সিরাজদ্দৌলার আমলে মীরজাফর সাহেবকে ঐরূপই বলা হ'য়েছিল—'আপনি তো গদী নিয়ে বসুন তারপর ইংরাজ দমন কর্‌তে আর কতক্ষণ—সামান্য বণিক, ওদের দমন করতে আর কি?'

বাজিদ্। নবাব যে অকর্ম্মণ্য।

আলী। কিন্তু বাঙ্গলার লোকও তো কিছু কর্ম্মক্ষম দেখ্‌ছি না? হিন্দু-মুসলমান দুটি দল হ'তে তো নবাব বলেন নাই? হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করতে তো নবাব বলেন

নাই? হিন্দুদের ইংরাজপক্ষ হতে তো নবাব বলেন নাই?

জগৎ। হিন্দুদের দোষ দিচ্ছেন, হিন্দুদের অপরাধ কি বলুন? মুসলমানেরা হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে দাওয়ানী, উজিরী প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদের নিমিত্ত নবাবের নিকট আবেদন করলেন, মীরণ তাদের প্রাণবধ কর্‌তে উদ্যত হলো, ইংরাজ-সাহায্যে তবে হিন্দুরা প্রাণরক্ষা করে।

আলী। মহাশয়, গোলাম তো হিন্দুর দোষ কি মুসলমানের দোষ, এ কথা নিবেদন করে নাই? দু' দল হয়েছে, এই কথা বক্তব্য। আর যদি দোষ-গুণ বিচার কর্‌তে বলেন, মীরজাফর গদীতে বসবামাত্রই রায়দুর্লভ প্রভৃতি আবার নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিলেন; বেগম-মহলে যাতায়াত, মির্জ্জামেদীকে সিংহাসন দেবার কল্পনা, এ সকল তো মহাশয়ের অগোচর নাই? সে যাই হোক্—পরামর্শ ছিলো, মীরজাফর সাহেব গদী পাওয়ার পর, ইংরাজ যেমন ছিলো, তেমনি থাক্‌বে, বাড়াবাড়ি করে, দমন করে দেওয়া হবে; কেবল সেই কাজটিই হলো না,—দু'টি দল হলো, একটি ইংরাজের —একটি নবাবের!

জগৎ। বল্‌ছেন মিথ্যা নয়—বল্‌ছেন মিথ্যা নয়, আমাদেরই দোষ—আমাদেরই দোষ।

আলী। (স্বগত) এ বুড়ো বয়সে বোধ হয় সে দোষ আর সংশোধন হবে না।

জগৎ। খাঁ সাহেব একটা উপায় করুন।

আলী। উপায় আর কি? নবাবী গ্রহণ ক'র্‌বেন?—সেই কথাটা স্পষ্ট বলুন। আমার মুখের কথা শুনে কি উত্তর দেবেন?

স্বরূপ। সেই কথাই তো বল্‌ছি। বাজিদ্ সাহেব কি বলেন?

বাজিদ্। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর তো উপায়ান্তর নাই।

আলী। এখন খাঁ সাহেব, কি এখনি উত্তর দেবেন, কি ভেবে উত্তর দেবেন?

কাসিম। গুরুতর কথা—গুরুতর কথা!

বাজিদ্। ম'শায়, গুরুতর বল্‌লে হবে না, আপনাকে সম্মত হ'তেই হবে।

কাসিম। দেখি—দেখি—আমা হ'তে উপায় হ'লে, অবশ্যই কর্‌বো—বিপদ তো সকলেরই!

জগৎ। মহাশয়, আমরা আশ্বস্ত হলেম। অর্থের জন্য চিন্তিত হবেন না, এখনও শেঠেরা নিঃস্ব হয় নাই।

কাসিম। হ্যাঁ, উপায় কর্ত্তব্য—উপায় কর্ত্তব্য।

জগৎ। আমরা এখন আসি। সেলাম!

সকলে। সেলাম!

কাসিম। সেলাম!

[জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ ও খোজা বাজিদের প্রস্থান।

আলি শোনো, আমি তোমায় পূর্ব্বে বলেছি, আমি নায়েব-নবাবী গ্রহণ কর্‌বো। কিন্তু এক বাধা—নবাব বৃদ্ধ, ইনি অবর্ত্তমানে যদি অন্য কেউ নবাব হয়, অপর ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর্‌বে। সেই জন্য আমার উত্তরাধিকারী বা আমার নির্ব্বাচিত নবাব হবে, এরূপ ব্যবস্থা কর্‌বো।

আলী। যদি নায়েব-নবাবী আপনার প্রার্থনা হয়, মণি বেগম তা তো দিতে প্রস্তুত।

কাসিম। হাঁ প্রস্তুত, কিন্তু প্রজার মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, তাঁর লক্ষ্য তাঁর পুত্র নজামদ্দৌলা যুবরাজ হবে, আর তিনি রাজকার্য্যে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ কর্‌বেন।

আলী। নায়েব-নবাবী দিতে কি নবাব অসম্মত?

কাসিম। হাঁ, ইংরাজ-সাহায্যে তাঁকে সম্মত কর্‌তে হবে।

আলী। তথাপিও যদি সম্মত না হন, তাঁকে পদচ্যুত করবেন?

কাসিম। আর উপায় কি?

আলী। ইংরাজের ব্যবসা বসাবার জন্য উদ্যম কচ্ছেন, কিন্তু এতে ইংরাজকে একটা নূতন ব্যবসা করে দেবেন।

কাসিম। সে কি?

আলী। আপনি কি মনে করেন ইংরাজের কাছে গদী ক্রয় ক'রে রাজ্যের মঙ্গল কর্‌বেন? ইংরাজকে দমন করবেন? বরং প্রশ্রয় পাবে! আজ অর্থের লোভে হলওয়েল আপনাকে গদী বেচ্‌বে, আবার হলওয়েল গেলে, আর একজন কর্ত্তা হবে, সে আবার অর্থের লোভে অপরকে গদী বেচবার চেষ্টা করবে; বাঙ্গলার গদী

নিয়েই ইংরাজের নূতন বাণিজ্য হবে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় কখনই এ যুক্তিসংগত নয়।

কাসিম। অবস্থা তো দেখ্‌ছো? জগৎশেঠ প্রভৃতির কথায় আমি যদি সম্মত না হই, ওরা কিছুতেই নিরস্ত থাক্‌বে না, অপর ব্যক্তিকে নবাবী দেবার চেষ্টা পাবে। হলওয়েলও দেশে যাবে, তাকে যে টাকা দেবে, তার পক্ষ হ'য়ে নিশ্চয় সে, এ নবাবকে পদচ্যুত কর্‌বে। আবার কে নূতন নবাব হবে, সে কি কর্‌বে জানি না। এস্থলে কি বলো?

আলী। আজ্ঞে, আর একজন নবাব হ'লে, তিনি কি কর্‌বেন, জানেন না বটে, কিন্তু আপনি নবাব হবেন কি না, সেইটে জেনে নেন।

কাসিম। অপবাদ হবে।

আলী। আজ্ঞে হাঁ।

কাসিম। চারিদিকে গোলোযোগ, সুশৃংখল কর্‌তে পারবো কি?

আলী। আজ্ঞে, ভবিষ্যৎ তো দাস অবগত নয়।

কাসিম। আরে কথার উত্তর তোমার কাছে পাবার যো নাই।

আলী। জানেন তো, মিথ্যা কথা এখনো অভ্যস্থ হয় নাই। যদি আপনার জিজ্ঞাস্য হয়, নবাবী নেবেন কি না, দাস তার উত্তর দেবার যোগ্য নয়। খাঁ সাহেব, মানুষের কর্ত্তব্য মানুষের নিকট। তবে যদি নবাবী গ্রহণ করেন, অপবাদ হবে নিশ্চয়। ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করেছিলেম, যদি আপনার মনের স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে থাকেন, যদি পীড়িত জন্মভূমির উদ্ধারের সংকল্প আপনার অন্তরে দৃঢ় স্থান পেয়ে থাকে, যদি স্বদেশের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে থাকেন, যদি বঙ্গবাসীর হিত-সাধন আপনার মন্তব্য হয়, অসংকুচিত চিত্তে অগ্রসর হ'ন; নিন্দাভয়, শত্রুভয়, প্রাণভয় বর্জ্জন ক'রে উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হোন, কিন্তু যদি নবাবীর নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ করা ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, এই দণ্ডেই ইচ্ছা বিসর্জ্জন দেন; অধর্ম্ম হবে, সিংহাসন সুখাসন না হ'য়ে অগ্নিময় হবে। গোলাম অতি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু অকপটে নিবেদন ক'চ্ছে, যে মীরজাফরের ন্যায় পাপার্জ্জিত আধিপত্য—বাঙ্গলা কি ছার, সমস্ত দুনিয়ার অধিকার পেলেও দাস তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌তো! শান্তি অপেক্ষা মানুষের রত্ন নাই; সে শান্তির অধিকারী ধার্ম্মিক ব্যতীত আর কেউ নয়। সেলাম!

। আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান।

কাসিম। দিন দিন এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না। যে মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা সমস্ত পৃথিবীতে গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান হয়েছিলো, যে মুসলমান-তরবারী কোষ হতে নিষ্কাষিত হ'লে ভূমণ্ডল কম্পিত হতো, যে মুসলমান-পদে সমস্ত পৃথিবী সেলাম দিত, সেই মুসলমান আজ ইংরাজের নিকট ভিখারী! সেই মুসলমানের মান-মর্য্যাদা-দর্প ইংরাজ-পদে অর্পিত। পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের অসামান্য কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ হ'লে, আমরা সেই মুসলমানের বংশধর, আমরা যে মনুষ্য, এ কথা মনে স্থান পায় না! সুযোগ উপস্থিত, সমস্ত ঘটনাই অনুকূল, এ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত? কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি নে।

মণি বেগমের প্রবেশ

মণি। কাসিম—কাসিম, সমস্ত ঠিক, ইংরাজের পত্র এসেছে, তাদের হিসাব-নিকাশ কর্‌তে একজনকে যেতে হবে। আমি নবাবকে সম্মত করেছি, নবাব তোমাকেই পাঠাবে। তুমি যেরূপে পারো, ইংরাজকে হস্তগত ক'রে আমার নজামদ্দৌলাকে যৌবরাজ্য দাও। দেখ তোমার এমন সুযোগ আর হবে না। নবাব, অন্দরে ব'সে পাঁচটা নর্ত্তকী ল'য়ে আমোদ কর্‌তে পার্‌লেই সন্তুষ্ট থাক্‌বে; রাজ্য তোমারই, তুমি সকল কাজকর্ম্ম কর্‌বে।

কাসিম। ইংরাজকে কিরূপে বশীভূত কর্‌বো?

মণি। কাসিম, তুমি এ কথা বল্‌ছো, ইংরাজ অর্থের দাস, তা কি তুমি জান না?

কাসিম। আমি এত অর্থ কোথায় পাবো?

মণি। চিন্তা কি, কর আদায় করে দেবে। তুমি প্রস্তুত হও। আমি চল্লেম, আমি হেথায় এসেছি, নবাব জানে না। ইংরাজের পত্র পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমি চল্লেম—আমি চল্লেম, তুমি প্রস্তুত হও, উপস্থিত তেমন অর্থের

প্রয়োজন হয়, আমি অলঙ্কার বন্ধক রেখে দেবো, তুমি তারপর পরিশোধ ক'রো।

[মণি বেগমের প্রস্থান।

কাসিম। রাজমুকুট আমার উপাসনা কর্‌ছে, গদী দিতে ইংরাজ আমায় আবাহন কর্‌ছে, কিন্তু এ সব কি—এ কি কোন কুহক? আমি কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি নে। না, চিন্তার প্রয়োজন নাই। গদী নবাবের থাকুক, রাজমুকুট-ধারণ অভিলাষী নই, কিন্তু রাজ-দণ্ড গ্রহণ কর্‌বো। তুচ্ছ অর্থপিশাচ গর্ব্বিত বণিককে দমন কর্‌বো, প্রজার মঙ্গলসাধন কর্‌বো। কেন কৃতকার্য্য হবো না? আমার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, শ্রমকাতর নই, কিন্তু ঘোর ঝটিকা—ঘোর ঝটিকা! সকলই বিশৃঙ্খল! যা হবার হবে, চিন্তার প্রয়োজন নাই, রাজকার্য্য গ্রহণ কর্‌বো,—নচেৎ অভাগা রাজ্যের অর্থ-শোষক দস্যুহস্তে নিস্তার নাই।

বেগমের প্রবেশ

বেগম। প্রভু!

কাসিম। এ কি—তুমি হেথায় কেন?

বেগম। চরণ দর্শনের সাধ বাঁদীর তো চিরদিনই। বাঁদী বড় কাতরা হ'য়েই চরণে শরণ নিতে এসেছে।

কাসিম। কি হয়েছে?

বেগম। তুমি দিবারাত্র চিন্তামগ্ন, আহার নিদ্রার অবসর নাই।

কাসিম। আমি কার্য্যে ব্যস্ত, তুমি জান তো,—তোমার উদ্বিগ্ন হবার কারণ কি?

বেগম। তুমি চিরদিনই কার্য্যে ব্যস্ত থাক, কিন্তু এরূপ মলিন তোমায় কখনও দেখি নাই, —কখনও দুশ্চিন্তার ছায়াও তোমার মুখে পড়ে না, এমন গুরুতর কার্য্য দেখি না, যা তৎক্ষণাৎ সাধন কর্‌তে তুমি অক্ষম;—কখন বিরস হও না, ন্যায়পথে—ধর্ম্মপথে চিরদিনই তোমার গতি, কিন্তু ইদানীং তোমার এ ভাব কেন?

কাসিম। তুমি কি জানো না, নবাব আমায় সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়েছেন?

বেগম। এত দুশ্চিন্তার কারণ কি? ন্যায়-পথে, ধর্ম্মপথে কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বে, এর নিমিত্ত এত দুর্ভাবনা কেন?

কাসিম। রাজকার্য্য কিরূপ গুরুতর, তা তুমি জানো না, সেই নিমিত্তই এ কথা বল্‌ছ!

বেগম। দাসী চিরদিনই সঙ্গিনী, মেদিনী-পুরে মারহাট্টা-দমনে যখন গিয়েছিলে, প্রাতে আসন্ন সমর, আমি দাসী ভয়ে বিহ্বলা, কিন্তু তুমি সহাস্যবদনে সাহস প্রদান করেছ,—ললাটে চিন্তার কুঞ্চিত রেখা দেখি নাই, নিদ্রার ব্যাঘাত দেখি নাই!

কাসিম। রাজকার্য্য সহজ নয়। সে সামান্য সমরক্ষেত্র, এ দিবারাত্র যুদ্ধ। সে যুদ্ধে শত্রু সম্মুখীন, এ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও লুক্কাইত শত শত্রুর সহিত। নানা কৌশলীর কৌশলদমন, নানা ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র নিবারণ, অর্থ-সংগ্রহ, কুটীল কর্ম্মচারীগণের মন্ত্রণাভেদ, এ গুরুতর রাজকার্য্যে আর সে সামান্য যুদ্ধে বিস্তর পার্থক্য।

বেগম। তবে এ গুরুতর কার্য্যে প্রয়োজন কি? প্রভু আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে। যে দিন মণি বেগমের দূত তোমায় ডাক্‌তে আসে, সেই দিন হ'তে আমার ঘোর আশঙ্কা। মণি বেগম চিরদিনই আমাদের শত্রু। মীরণের মৃত্যু-সংবাদে তাকে আহ্লাদে পরিপূর্ণ দেখেছি, নবাব তোমার নামোল্লেখ করলে, তাকে বিরক্ত দেখেছি। তোমার প্রতি তার চির বিদ্বেষ। আজ এই গভীরা রজনীতে সে কেন তোমার নিকট এসেছিল? যে কার্য্যে মণি বেগম, সে অবশ্যই কোন গর্হিত কার্য্য! আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

কাসিম। ব্যাকুল হয়েছে? আমি তোমা অপেক্ষা শতগুণে ব্যাকুল! তুমি আমার জন্য ব্যাকুল, আমি বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার জন্য ব্যাকুল! তুমি এক ব্যক্তির জন্য ব্যাকুলা, আমি সহস্র সহস্র অন্নহীন প্রজার জন্য ব্যাকুল! তুমি মণি বেগমের শঠতার জন্য ব্যাকুলা, আমি কুটীল কুচক্রী ইংরাজের শঠতার জন্য ব্যাকুল! তুমি তোমার স্বামীর জন্য ব্যাকুলা, আমি মোগলগৌরব—মুসলমান-গৌরবের জন্য ব্যাকুল! জান তো, আমি কাপুরুষ নই। কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; জীবনসংগ্রামে অবিরাম সংগ্রাম কর্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার

ধারণা; দেশবৈরীর সহিত সংগ্রাম কর্‌তে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা। আমার সঙ্কল্প শোনো, যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশী কবল হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পারি, তবেই জীবন সার্থক,—নচেৎ জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, জীবন বৃথা! তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী, এ উচ্চ সংকল্পে সাহায্য প্রদান করো। এসো, প্রাতে কার্য্য আছে, শয়নে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজশাহী—পরিত্যক্ত গঞ্জ

ছিন্ন কোট-পেন্টুলেন পরিধানে জনৈক পাগল ও তৎপশ্চাৎ লোকগণের প্রবেশ

পাগল। (একটা খোলা ফেলিয়া) এই নে বেটা, দাদন নে, আমার লাখ মণ তামাক কাল সকালে চাই। এই নে (অন্য একটা খোলা ফেলিয়া) কাল সকালে পঞ্চাশ হাজার মণ সুপারী সরবরাহ কর্‌তেই চাস্‌। তবে রে বেটা, দাদন নিলে আর কাপড় বুনে দিতে পার না? সেপাই, পাক্‌ড়ো—পঁচিশ বেত লাগাও। উঃ রপ্তানী দিতে হবে—রপ্তানী দিতে হবে!

১ লোক। (গায়ে ধুলা দিয়া) এই নাও—তামাক নাও।

২ লোক। সাহেব—সাহেব! এই সুপারী—এই সুপারী (ধুলা নিক্ষেপ)

পাগল। চোপরাও,—বিলেতে চিঠি লিখ্‌ছি—বিলেতে চিঠি লিখ্‌ছি।

তকী খাঁর প্রবেশ

তকী। এই যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলেই পাগ্‌লার গায়ে ধুলো দিচ্ছ! তা বেশ ক'চ্ছ;—আর দুটি দুটি ধুলা নিয়ে আপনাদের কপালে দাও! ছিঃ ওর সঙ্গে অমন ক'চ্ছ কেন?

৩ লোক। আজ্ঞে দেখুন না, ও সাহেব হয়েছে। এতক্ষণ দাদন দিচ্ছিল, এখন বিলেতে চিঠি লিখছে।

তকী। বাবা, রসো, বাঙ্গলার সকলকেই ঐ রকম চিঠি লিখ্‌তে হবে, একটু অগ্রপশ্চাৎ বই তো নয়!

২ লোক। আজ্ঞে—আজ্ঞে, ও একটা উন্মাদ, পাগল হয়েছে দেখুন না।

পাগল। এই, তোর কত মণ তেঁতুল আছে? সব আমার কুঠীতে পাঠিয়ে দে।

২ লোক। ম'শায় দেখুন।

তকী। বাবা, তোমরা একটু সমুজে দেখো; ও তো তেঁতুল খুঁজছে, তোমরা না আমড়ার আঁটি খোঁজো! ওর গায়ে আজ আমরা ধুলো দিচ্ছি, কবে বাড়া ভাতে ধুলো পড়ে, তা ভাব্‌ছো না! ওকে পাগল দেখে আজ হাস্‌ছো, বাঙ্গলায় এম্‌নি পাগল ঘরে ঘরে হ'তে হবে!

তারার প্রবেশ

লোকগণ। ওরে তারা দেবী!

[লোকগণের প্রস্থান।

তারা। বাবা দেখ্‌ছো! সোণার রাজসাহী দেখ্‌ছ! এই উন্মাদকে দেখ্‌ছো! এই সোণার হাট দেখ্‌ছ! সকলি গেল—সকলি গেল! দোকানি, দোকান বন্ধ ক'রে চ'লে গিয়েছে,—ধনী, পাগল হ'য়ে ধুলো হাঁট্‌কাচ্ছে—বালক, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কাঁদ্‌ছে,—অন্নাভাবে গৃহিণীর চক্ষে শতধারা! দেখ—দেখ! আরো দেখ, কবে রাজ্য মরুভূমি হয় দেখো!—সোণার বাঙ্গলায় তৃণ থাক্‌বে না, বন্য পশুর আবাস-স্থান হবে না। গেল—সকলি গেল!

তকী। মা, তুই তো কেঁদে বেড়াস্‌, কিছু উপায় আছে কি?

তারা। উপায় নাই?—এমন কথা বলো না। আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে স্বদেশীর দুঃখে দুঃখিত হও, নিজ স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, স্বদেশীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করো, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করো, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য করো, উপায় নাই? উপায় আছে—করো!

তকী। মা, তুমি শিখিয়ে দাও।

তারা। শুন্‌ছো না—শুন্‌ছো না? মা তৃষ্ণায় হা-হা করছে, মা'র তৃষ্ণা নিবারণ করো! সামান্য বারি-পানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না,—শোণিতপিপাসা!—বক্ষের শোণিত দান করো! মা—মা—মা, আমার বক্ষের শোণিতে কি তুই তৃপ্ত হবি নে;—নে মা—নে, আর যে আমার সয় না! আমি যে তোর দাসী, আমি যে তোর কন্যা, আমার প্রতি সদয়া হও মা! নাও মা—

নাও, আমার বক্ষের শোণিত নাও! সন্তানের প্রতি চাও! বড় অভাগা—বড় অভাগা!

তকী। মায়ি, আমি তোর ছেলে, আমায় শোণিত দিতে শেখা না? কি কাজে বুকের শোণিত দেবো বলে দে?

তারা। বাবা, ভাইদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, বাঙ্গলার কৃতঘ্নতা দূর করো, বাঙ্গলার সেবায় নিযুক্ত হও; প্রেমে সকলকে বশীভূত করো—স্বদেশ প্রেম—স্বদেশ প্রেম—সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তুত হও;—আর তো কিছু শিক্ষা নাই! আহা! আর সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না।

গীত*

দুখিনী সন্তান কি আছে তোমার।
দান'—প্রাণদান'— রুধির ধার,
তাপিতা মাতা তাপ নিবার॥
ধরম করম ভবে মাতৃসেবা,
মাতৃভক্ত বিনা মুক্ত কেবা?
কাতর মার তরে, মাতৃবেদনা হরে,
নরত্ব-গৌরব-অধিকারী যেবা।
মাতৃবৎসল, অটল অচল,
বহে না অধীন-জীবনভার,
শ্রীহীনা জননী নেহার;—
মাতৃঋণী তুমি, শুধিতে ধার,
ঢাল ঢাল হৃদয় সুসার—
কিবা আছে আর দুখিনী কুমার॥

[তারার প্রস্থান।

তকী। মায়ি, আজ তোর কাছে শিখ্‌লেম। ধর্ম্ম শিখ্‌লেম, কর্ম্ম শিখ্‌লেম, খোদার কার্য্য শিখ্‌লেম, জন্মভূমির কার্য্যে বুকের রক্ত দিতে শিখ্‌লেম;—মায়ি তোর উদ্দেশে সেলাম করি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট-উইলিয়মস্থ কাউন্সিলের কক্ষ

হলওয়েল ও খোজা পিদ্রু

পিদ্রু। কাসিম আলীটা রায়দুর্লভকে সাথে লিয়ে, এখনি আসিবে। সব ঠিকঠাক করিয়েছেন তো?

হল। ও, Christian-ই ফলায়—এই নিমিত্ত তুমি কি এখনো ভ্যান্সিটার্টকে সন্দেহ করিতেছ? টাকার জন্য ওর হাতের তেলো চুল্‌কাইতে থাকে। আমি ফুটিয়া বলি,—এই আমার দোষটা।

পিদ্রু। কর্ণেল কেল্‌ড তো আবার মৎলব বদ্‌লাবে না?

হল। মৎলব বদ্‌লাবদ্‌লি চিঠিতে যা হইয়াছে। টাকার আওয়াজ কানে গিয়াছে, আর বদ্‌লাবদ্‌লি নাই।

পিদ্রু। আর কাউন্সিলের সব সাহেব তো রাজী হবে? এ কথাটা আর বলিবে না, যে মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি হইবে?

হল। তুমি মুর্শিদাবাদের জল খাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছ। তবে হামি মীরজাফরের নামে এত্তা কেচ্ছা কি রচ্‌লো? যেমন বল্‌লো,—মীরজাফরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে—হামি অমনি উপর পানে তাকাইয়া Christ-এর নাম লিয়া বলিল, 'হামরা Christian, প্রজার উপর মীরজাফরের এত অত্যাচার কিরূপে দেখিব! কোম্পানীর তঙ্কা আদায় হইতেছে না, বাণিজ্য বরবাদ যাইতেছে, কোম্পানীর নোকর হইয়া কিরূপে দেখিব?' সব মুখটা চুপ হইয়া গেল।

পিদ্রু। সাহেব, তোমার বক্‌রাটা ঠিক করিয়া লইয়াছেন তো?

হল। আবার ফাঁকি পড়িব? সে বাচ্ছা হামি না! তুমি তো জানো, ক্লাইব সাহেব মীরজাফরকে গদী দিল, কুড়ি লাখ আশী হাজার টাকা মারিয়া চলিয়া গেল,—হামার মুখ তাকাইল না! যেখন সিরাজদ্দৌলা Calcutta attack করিল, ড্রেক জাহাজ লইয়া সট্‌কাইল, সে ভি দুই লাখ আশী হাজার টাকা পাইল। আর হামি বেটা লড়াই ক'ল্লো, কয়েদ হলো, সিরাজদ্দৌলার বদনামী কেচ্ছা কত বানাইল, হামি বেটার বরাতে রম্ভা মিলিল, মোটে লাখ টাকা! সেই রম্ভাটি খাইতে খাইতে কি দেশে যাইব? হামি কসম খাইয়াছি, ক্লাইবের পেয়ারের মীরজাফরকে গদী হইতে ওতরাইয়ে কিছু হাত কর্‌বো, ছোড়্‌বো না।

পিদ্রু। আমি ভি সেবার কিছু পাইলো না, আমার ভি মীরজাফরটার উপর খুব রাগ!

হল। এবার সে রাগ শোধো! তোমার ভি পেট ভরিবে, ভাবিও না।

পিদ্রু। বুঝি তারা আইল।

হল। চলো—চলো, receive করিয়া লইয়া আসি।

ভ্যান্সিটার্ট, কেল্‌ড, মীর কাসিম ও রায়দুর্লভের প্রবেশ

হল। Hallo Khan Bahadur—How do you do—

কাসিম। আপনার মেজাজ সরিফ?

হল। Thank you, বইসেন—বইসেন।

রায়। আমি সমস্ত কথা নবাবকে বলেছি। উনি একটি আপত্তি ক'রেছেন; আমার বিবেচনায় সেটি ন্যায্য। খাঁ বাহাদুর, নবাবের বাহ্য-সম্মান রাখ্‌তে প্রস্তুত, নায়েব-নবাবী গ্রহণ ক'রে, রাজকার্য্য নবাবের ন্যায়ই নির্ব্বাহ করবেন। কিন্তু নবাব অবর্ত্তমানে গদীর অধিকারী খাঁ সাহেব বা খাঁ সাহেব-নির্ব্বাচিত কোন উপযুক্ত ব্যক্তি হবেন।

ভ্যান্সি। তাহা কিরূপে হইতে পারে? নবাব মীরজাফরের পুত্র আছে?

রায়। সেই ও'র প্রধান আপত্তি। উনি বলেন, নবাব বৃদ্ধ; খাঁ বাহাদুরের অধিকার গ্রহণের পরেই যদ্যপি নবাব পরলোকগমন করেন, তাঁর পুত্র সিংহাসন পেলে, আবার সকল বিশৃঙ্খল হওয়া সম্ভব,—নূতন নবাব তাঁর নিজের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করবেন। ও'র আশঙ্কা, সে অবস্থায় ও'র প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হ'তে পারে। রাজ্যে কুচক্রীর অভাব নাই। খাঁ সাহেব বলেন, কুচক্রীর চরিত্র তো আপনাদের অগোচর নাই?

ভ্যান্সি। এ কথাটা নবাব রাজী হইবে না।

হল। না রাজী হইলো তো কি হইল? সন্ধির সর্ত্তে আমরা মীরজাফর খাঁর গদী রক্ষা করিব, স্বীকার করিয়াছি। এখন উত্তরাধিকারী কে হইবে, এ কথা তো সর্ত্তে নাই? আর এ সব বাৎ নবাবকে বলিয়া কি হইবে? সব কাজ খাঁ বাহাদুর হাতে লইলে, আমরা প্রকাশ করিব; তখন বুড়াটা কি বলিবে? বলিলেই বা শুনিবে কে?

ভ্যান্সি। Yes, that is the only solution of the problem.

কাসিম। আমার একটি প্রস্তাব আছে। আপনাদের গোরা ও সেপাই সৈন্য আমার কার্য্যে সর্ব্বদা সাহায্য করবে—আপনারা সম্মত; তার ব্যয়ভার আমাকে বহন করতে হবে। আমার প্রস্তাব, সেই ব্যয়ভারের নিমিত্ত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদেশ লিখিত সনন্দ দ্বারা আপনাদের হস্তে অর্পণ করি। লাভ-লোকসানের ভার কোম্পানীর—আমার উপর কোন দাবি-দাওয়া থাকবে না।

কেল্‌ড। এটা ভাল কথা—এটা ভাল কথা।

রায়। শ্রীহট্ট হ'তে তিন বৎসরে প্রস্তুত চুণের অর্দ্ধাংশ, উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কোম্পানী ক্রয় করতে পারবেন, কিন্তু প্রজাদের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।

ভ্যান্সি। Of course not—of course not—we are Christians.

কেল্‌ড। শুনিয়াছিলাম, খাঁ বাহাদুর—Carnatic যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন?

পিদ্রু। সে বাৎটা প্রকাশ্য সন্ধিপত্রের মধ্যে কেন? খাঁ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, পাঁচ লাখ টাকা দিবেন।

কাসিম। সে তো স্বীকৃতই আছি। আর একটি নিবেদন;—গভর্ণর সাহেবের আমার উপর অনুগ্রহ কি নিগ্রহ বুঝতে পাচ্ছি নে। আমি গভর্ণর সাহেব ও কৌন্সিলের মেম্বর-গণের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ যা দিতে প্রস্তুত, তা গ্রহণ করতে না অসম্মত হন!

ভ্যান্সি। না—না, তা কিরূপে আমরা লইতে পারি!

কাসিম। তবে গভর্ণর সাহেবের আমার প্রতি তেমন অনুগ্রহ নাই!

হল। আপনি সেজন্য ভাবিবেন না—সেজন্য ভাবিবেন না—হুণ্ডী পাঠাইবেন, আমি যেরূপে পারি, গভর্ণর সাহেবকে রাজী করিব।

কাসিম। আমার অর্থ নাই, যৎসামান্য বিশ লক্ষ টাকার হুণ্ডী পাঠাবো।

ভ্যান্সি। (স্বগত) Oh Lord—a fabulous sum!

কাসিম। (স্বগত) অর্থপিশাচ, আমি তোমাদের চিনি।

পিদ্রু। (জনান্তিকে রায়দুর্লভের প্রতি) খুব চড়া দরে গদীটা বিকাইল।

রায়। সাহেব, আপনাদের মুর্শিদাবাদে যেতে হবে। পত্র লিখে মীরজাফরকে সম্মত কর্‌তে পার্‌বেন না।

ভ্যান্সি। We will settle that to-night in the Council.

কেলড। (জনান্তিকে ভ্যান্সিটার্টের প্রতি) Let not Amyatt be present there.

হল। We'll outvote him.

কাসিম। তবে আসি। অদ্যই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে, মুর্শিদাবাদে যাবার ইচ্ছা করেছি।

ভ্যান্সি। চলেন, চলেন, fair copy হইলেই, Council-এ আপনাকে ডাকাইব।

হল। (জনান্তিকে খোজা পিদ্রুর প্রতি) Mr. Pedru, এবার হামি ভি বিলাতে সট্‌কাইব।

পিদ্রু। তবু ক্লাইব সাহেবটার মত পাইলেন না!

হল। কি কর্‌বে দাদা—বদ্‌বক্‌ত।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক*

মুর্শিদাবাদ—দীপমালাশোভিত পথ

ব্যান্ড বাজাইয়া একদল ইংরাজসৈন্য ও তৎপশ্চাৎ ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের প্রবেশ ও সকলের প্রস্থান

তারা। মাগো, কেন এ দীপমালায় সজ্জিতা হয়েছ? কেন এ সৌরভিত পতাকাশ্রেণী? কেন মা, আজ তোমার কিসের আনন্দ! তোমার অন্তর তো নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, তবে এ বাহ্যিক আনন্দ কিসের? আবার কি রুধিরস্রোতের তৃষায় এরূপ মনোহর বেশ ধারণ করেছ? মাগো! কার শোণিতে এই দীপমালা জ্বলেছে? কার অস্থিপেশিত অর্গে তোমার পতাকা? সন্তানের মমতা একেবারে বিসর্জ্জন করেছ? আজ কি তোমার আনন্দের দিন, যে আনন্দ কচ্ছ! অভাগিনী দুঃখিনী নন্দিনীকে আর কত যন্ত্রণা দেবে? আর যে হাহাধ্বনি শুনতে পারি নে মা! হাহাকার ধ্বনিতে কি তুমি বধিরা? তুমি কি নির্জীব শব! শবদেহে কি এই সকল সজ্জা? মা—মা, আর সন্তানের প্রতি বিরূপ হ'য়ো না!

প্রজাগণের প্রবেশ

বাবা, কি দেখ্‌ছ? কি উৎসবে আনন্দিত হয়েছ? তোমাদেরই মজ্জায় এই দীপ জ্বলছে, তোমাদের চর্ম্মে এই পতাকা, তোমাদেরই অস্থিতে এই সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ;—তোমাদেরই হাহাকারধ্বনিসূচক এই নহবৎ-ধ্বনি! যাও—ঘরে যাও, স্ত্রী পুত্রদের দেখ। তোমাদের উৎসবের দিন নয়,—রোদনের দিন—রোদন করো; রোরুদ্যমানা মাতাকে সান্ত্বনা করো, এ দুর্দ্দিনে মাতৃপূজায় নিযুক্ত থাকো।

১ প্রজা। ওরে, সেই পাগ্‌লীটে—সেই পাগ্‌লীটে! চ'—চ'।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

তারা। হায়—হায়! কি হ'লো—কি হ'লো, মাগো কি কর্‌লে! [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব দরবার

মীরজাফর, ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস, মীর কাসিম, খোজা পিদ্রু, সভাসদ্‌গণ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণের গীত

বাঙ্গলায় ব'সেছে কোম্পানী।
রাজায়-প্রজায় সেলাম বাজায়,
কৃপায় হয় ধনী মানী॥
দাপে যার কাঁপে ভুবন,
জল-স্থল মানে শাসন,
কোথা কে আছে এমন,
সামনে করে মস্‌তানি॥
উড়লে ধ্বজা দম্ভভরে,
অরি ফিরে চায় না ডরে,
দণ্ড ধরে, দণ্ড করে,
শঠের টোটে কারদানি॥
রোষে রাজা হয় ভিখারী,
ইঙ্গিতে হয় মুকুটধারী,
তোপের মুখে হুকুমজারি,
ভাঙ্গে গড়ে রাজধানী॥

ভ্যান্সি। জনাব, নাচ-গানটা বন্ধ রাখেন।

পিদ্রু। (নবাবের সঙ্কেতানুসারে) তোমরা এখন যাও। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ভ্যান্সি। আপনি শুনেন; কাসিম আলী সাব আপনার জামাতা, আপনি যেমন নবাব ছিলেন, তেম্‌নি নবাব থাকিবেন, কাসিম আলী নায়েব-নবাব হইয়া কার্য্য করিবে, ইহাতে কেন বাধা দিতেছেন? সকল দিক বরবাদ্‌ যাইতে বসিয়াছে,—আমাদের বাণিজ্য গরফ্‌ হইতেছে, আপনার কর আদায় হইতেছে না, আমাদের তঙ্কা দিতে পারিতেছেন না।

মীর। কেন—কেন সাহেব, আমি তো সব ভার কাসিম আলীকে দিয়েছি?

ভ্যান্সি। শীলমোহরটা দেন, নচেৎ উনি কিরূপে কার্য্য করিবেন?

মীর। সাহেব—সাহেব, আপনি আমার নবাবী কেড়ে নিতে এসেছেন? তা নেন—নেন! কাসিম, এইজন্য কলিকাতায় গিয়াছিলে? তা বেশ বেশ—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক্‌!

ভ্যান্সি। আপনি খ্যাপ্পা কেন হইতেছেন? স্থির হইয়া কথাটা বুঝিয়া লউন।

মীর। আর স্থির হবো কি? আমি শীলমোহর কদাচ দেবো না! কেন, আমি এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে নবাবী কিনেছি, নবাবী ছাড়্‌বো কেন—কি জন্যে? আমি প্রাণ থাক্‌তে শীলমোহর দেব না।

ভ্যান্সি। আপনাকে দিতে হইবে। আপনারই পল্‌টন আসিয়া, আপনার বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। তাহারা হামাদের ভি বাৎ শুনিবে না,—তারা বেতনের টাকা চায়। আমাদের তঙ্কা দেন, তাদের বেতন দেন, তবে নবাবী রাখেন। আর না দেন—নবাবী ছাড়েন, শীলমোহরটা দেন, কাসিম আলী নায়েব-নবাব হইয়া সকল বন্দোবস্ত করিবেন। ফৌজ আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে—দেখেন। হামাদের ফৌজ এতক্ষণ থামাইয়া রাখিয়াছে। অধিক বিলম্ব আর করিবে না, এখনি দরবারে হাজির হইবে।

মীর। নাও—নাও, নাও সাহেব—নবাবী নাও—এই আমি তক্তা ছেড়ে উঠ্‌লেম। কাসিম, এসো—বসো। সাহেব, আমায় মক্কায় পাঠিয়ে দাও, নয় ক্লাইব সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও!

হেষ্টিংস। আপনি এত উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন?

মীর। কেন? ও মীর কাসিমকে কি চিনেছ? আজই রাত্রে আমায় খুন কর্‌বে। আমায় নিয়ে চল্‌ সাহেব—নিয়ে চলো, আমায় কোলকাতায় আশ্রয় দাও।

ভ্যান্সি। আচ্ছা, আপনি নবাব, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ হইবে, কলিকাতায় যাইয়া আপনি নবাব থাকিবেন।

মীর। আর নবাব কেন—আর নবাব কেন? আমার নবাবী শেষ হয়েছে! সাহেব, তোমরাই শপথ ক'রে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছ,—আমায় নবাবী দেবে, আমার নবাবী রক্ষা কর্‌বে। তোমরাই নবাবী কেড়ে নিলে,—তা নাও!

ভ্যান্সি। হামাদের দোষ দিবেন না। হামারা নবাবী দিয়েছিলো, আপনি নবাবী রাখিতে পারিলেন না। ফৌজ বিগড়াইল, টাকা আদায় হইলো না; সাজাদাটা আবার আসিতেছে, তার ফৌজ আসিয়া বাঙ্গলাটা লুট করিতে থাকিবে। নবাব ভি বরবাদ্‌ যাইবে, হামারা ভি বরবাদ্‌ যাইব।

মীর। বেশ—বেশ, বেশ সাহেব, এই আমার মুকুট, কাসিম আলীর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি।

কাসিম। নবাব, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? দাস নবাবী প্রার্থী নয়, নায়েব-নবাবের প্রার্থী। নবাবী শীলমোহর না পেলে কার্য্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবো না, এই নিমিত্ত শীলমোহর যাচ্ঞা কচ্ছি। কর্ম্মচারীরা শাসনাধীন নয়, রীতিমত কর আদায় হয় না, কর্ম্মচারীরা বেতন প্রাপ্ত হয় না, রাজব্যয়ের অর্থের অভাব হয়—সকল দিক সংকুলান কর্‌বার নিমিত্ত আমি রাজকার্য্য প্রার্থনা কচ্ছি;—এতে কেন বিরূপ হচ্ছেন? নবাব, নবাবী করুন, কার্য্য-ভার আমায় দেন। জনাবের শরীর অসুস্থ, শোক-তাপে জর্জ্জরীভূত, এখন বিশ্রামের আবশ্যক—বিশ্রাম করুন।

মীর। হাঁ—হাঁ, বুঝেছি—বুঝেছি—তোমার মনের ভাব বুঝেছি। এই নাও—এই নাও, রাজ-মুকুট আমি পরিয়ে দিচ্ছি। আমি আস্‌ছি—আমি আস্‌ছি। (সাহেবদের প্রতি) তোমরা যেয়ো না—আমায় কলিকাতায় নিয়ে যাও, কাসিম আমায় খুন কর্‌বে।

[প্রস্থান।

ভ্যান্সি। আপনি গদীতে বইসেন— আমি আপনাকে গদীতে বসাইতেছি।

কাসিম। গভর্ণর সাহেবের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রইলেম।

মীর কাসিমের সিংহাসনে উপবেশন

ভ্যান্সি। হেষ্টিংস্, Order Salute.

[হেষ্টিংসের প্রস্থান।

নবাব সাহেব সেলাম!

সকলে। আমরা সকলে নবাব বাহাদুরকে সেলাম করি।

ভ্যান্সি। নকিব ফুকারো—

নকীব। নাসির-উল্-মোলক্-ইম্‌তিয়াজ-উদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসিম আলী খাঁ নস্‌রৎজঙ্গ বাহাদুর।

মণি বেগম ও পুত্রকন্যাসহ মীরজাফরের পুনঃ প্রবেশ

মণি। কাসিম আলী—কাসিম আলী নবাব হয়েছ?—হও! আগে আমায় কেন বিষ দাও নাই? তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নবাবী কর্‌তে। মণি বেগম বেঁচে রইলো, তোমার নবাবী বহু-দিন চল্‌বে না! তোমার মন্ত্র আমি শিখেছি। যে মন্ত্রে তুমি নবাবকে তক্তা থেকে নামিয়েছ, আমিও সেই মন্ত্রে তোমায় তক্তা থেকে নামাবো! বাঙ্গলার গদীর দর তুমিও দিতে জানো, আমিও দিতে জানি। তুমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে এসেছ। জেনো সে সন্ধিপত্র—শেষ সন্ধিপত্র নয়; আবার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে, আবার নবাবী তক্তা নিলাম হবে। ব'সো—ব'সো—দু'দিন সিংহাসনে ব'সো। সাহেব, সেলাম, তোমাদের চিনি, তোমরা কারো বন্ধু নও, কারো শত্রু নও। আজ কাসিম আলীর বন্ধু হয়েছ, কাল আমার বন্ধু হবে। আমি নবাবকে সেলাম কর্‌বো না, ও কে?—ও তো তোমাদের হাতের পুতুল,—নবাব তো তোমাদের হাতের পুতুল! তোমাদের শত শত সেলাম কচ্ছি, জানু পেতে সেলাম কচ্ছি;—আমি চল্লেম, কোলকাতা গিয়ে আবার সেলাম দেবো।

মীর। এসো—এসো, রাজপুরী হ'তে যাই এসো। সিরাজ—সিরাজ—তুমিও একদিন এম্‌নি সিংহাসনচ্যুত হ'য়ে, স্ত্রী-কন্যা ল'য়ে চ'লে গিয়েছিলে, সেদিন আজ আমার মনে হ'চ্ছে!

[মণি বেগম ও পুত্র-কন্যাসহ মীরজাফরের প্রস্থান।

ভ্যান্সি। ইনিটা কে?

পিদ্রু। এটা মণি বেগম, এটা নাচ্‌নাউলী ছিলো,—ও দিন রাতই এমনি নাচতে থাকে।

কাসিম। আজকে দরবার ভঙ্গ হোক।

ভ্যান্সি। হাঁ—আপনি আরাম করেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—মীর কাসিমের অন্তঃপুর

মীর কাসিম ও বেগম

কাসিম। তোমার শরীর অসুস্থ, রাত্রি জাগরণে হাকিমের নিষেধ, তুমি দিন দিন কেন আমার সঙ্গে জাগরণ করো? আমি নানা চিন্তায় বিব্রত, তুমি পীড়িত, তাতে আমি অসুখী, তা কি তুমি বোঝ না?

বেগম। আমার শরীর অসুস্থ, এতে কি এসে গেল? আমি তোমার বাঁদী, আমার পরিবর্ত্তে অনেক বাঁদী পাবে, কিন্তু তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তোমায় দিবা-রাত্র চিন্তা-মগ্ন দেখে আমি কিরূপে স্থির থাক্‌বো? সিংহাসন লাভ করেছ, তোমার প্রবল সহায় ইংরাজের সাহায্যে সকল শত্রু দমিত, সাজাদা তোমাকেই বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারী দিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে, তোমার দুর্দ্দান্ত পরাক্রমে সকলে কম্পমান, তুমি অঋণী, তোমার রাজকোষ অর্থপূর্ণ, তোমার সুশিক্ষিত অসংখ্য সেনা, সুযোগ্য সেনানায়ক চালিত—তবে কেন তুমি চিন্তামগ্ন থাকো? নবাবীর কি এই পরিণাম? আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত হ'য়ে অষ্ট প্রহর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন থাকা?

কাসিম। তুমি কি আমার স্বরূপ অবস্থা জানতে চাও?

বেগম। তোমার ইচ্ছা হয় বলো, আমি কিছু জানতে চাই না, তোমায় সুস্থ দেখ্‌তে চাই, তোমার সেবা কর্‌তে চাই, হাস্যবদনে সিংহাসন উপভোগ করো, দেখতে চাই।

কাসিম। বেগম, যদি ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত সিংহাসন গ্রহণ করতেম, তা হ'লে আমা অপেক্ষা আর ঘৃণিত জীব ভারতে নাই! আমি

নিজ শ্বশুরকে বঞ্চিত ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, রাজ্যের জমীদারবর্গকে শোষণ ক'রে অর্থ সঞ্চয় করেছি, শত শত নর-হত্যার আদেশ দিয়েছি, মমতাশূন্য হ'য়ে আমীর ওমরাও, রাজা প্রজা, দরিদ্র ধনীর নিকট হ'তে কোটী কোটী অর্থ সঞ্চয় করেছি, সেই কোটী কোটী অর্থ দিয়ে বিদেশী বণিকের পদ পূজা করেছি, নবাবী অধিকার ছিন্ন ক'রে বণিককে সনন্দ লিখে অধিকার দিয়েছি। ভাব কি সুন্দরী, এই সমস্ত দুর্নীতি কার্য্য, ভোগ-বিলাসের নিমিত্ত, মীর কাসিমের দ্বারা হ'য়েছে? তোমার নিকট কি আমি এইরূপ সয়তান ব'লে পরিচিত?

বেগম। কেন—কেন, আপনাকে এরূপ দুর্নীতাচারী ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন কেন? তুমি ন্যায়বান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, মন্দ কল্পনা কখন তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না।

কাসিম। না, সত্যই বলেছ, মন্দ কল্পনা কখন আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু যা যা বর্ণনা কর্‌লেম, সে সমস্ত কার্য্যই আমাদ্বারা সাধিত হয়েছে। কেন—শোন। আর কি নবাব-পুরে, তোমার নূপুর-ঝঙ্কার শ্রবণগোচর হয়? আর কি নবাবকে শত শত দাস-দাসী পরি-বেষ্টিত দেখো? আর কি বেগমপুরে সহস্র সহস্র খোজা-বাঁদীর কোলাহল শুন্‌তে পাও? আর কি নবাবের পরিচর্য্যার জন্য, নানাদেশ হ'তে বহুমূল্য আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হয়? না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন কর্‌বো, মুমূর্ষু মোগল-গৌরব পুনর্জ্জীবিত কর্‌বো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃ-শোণিতশোষক ইংরাজকে বিতাড়িত কর্‌বো। এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ ক'রে চিন্তা-হ্রদে ঝম্প প্রদান করেছি। চিন্তাই আমার জীবন, কার্য্যই আমার বিলাস। যদি মনোরথ সফল হয়, তবেই আমি নবাব, তবেই আমি মুসলমান, তবেই আমি মনুষ্য, নচেৎ আল্লা-প্রদত্ত পবিত্র আত্মা কেন মৃত্তিকা-পিঞ্জরাবদ্ধ রাখ্‌বো? আমার সেবা করবে তোমার সাধ; তুমি নির্ম্মলা নারীরত্ন, তোমার সেবা গ্রহণ আমারও সাধ; তুমি সুস্থ হও, নচেৎ কিরূপে সেবা ক'র্‌বে? শরীর রক্ষার্থে যখন নিদ্রা প্রয়োজন হবে, তুমি সুকণ্ঠ, সঙ্গীতদ্বারা আমার নিদ্রা আকর্ষণ করো, তুমি আড়ম্বরবিহীন দেহরক্ষা উপযোগী ভোজ্যবস্তু স্বয়ং প্রস্তুত করো, আমি বাদ্‌সার উপযোগী বিবেচনা ক'রে আহারে তৃপ্তি লাভ কর্‌বো। তোমায় অসুখী দেখ্‌লে, আমি বড় অসুখী হবো।

বেগম। আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে, ইংরাজ অতি বলবান্‌, তার সঙ্গে কেন বিবাদ কচ্ছ? ইংরাজ-সংঘর্ষে হিন্দুস্থানে কে না পরাজিত হয়েছে? তোমারই নিকটে শুনেছি তারা অতি সুশিক্ষিত, তুমিই বার বার ব'লেছ, তারা অজেয়।

কাসিম। বেগম, তুমি মোগল-দুহিতা, পরাজয় হবে এই আশঙ্কা কচ্ছ? এরূপ আশঙ্কা মোগল-দুহিতার উচিত নয়। যদি শত্রু দমন করা উচ্চশির মোগলের কর্তব্য হয়, তাহ'লে এরূপ দুর্দ্দমনীয় শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত; এইরূপ স্বদেশপীড়ক শত্রু দমনের উদ্যমই মনুষ্যত্ব, এইরূপ শত্রু দমনে উৎসাহ প্রদানই বীর-বংশোদ্ভবা মোগল-কন্যার কর্ত্তব্য। আমার অন্তরের কথা কেউ জানে না। যদি তোমায় সামান্য রমণী জ্ঞান কর্‌তেম, আমার অন্তরের ভাব তোমার নিকট ব্যক্ত কর্‌তেম না। আমি তোমায় বীর-দুহিতা, বীরনারী জানি, তুমি সেই পরিচয় আমায় দাও। তোমার স্মরণ আছে, রণশ্রান্ত হ'য়ে পটমণ্ডপে যখন একশয্যায় তোমার সহিত নিদ্রিত, সেই অসূর্য্যস্পর্শী মোগল-পটমণ্ডপের নিকট, রামনারায়ণের কুচক্রে চালিত হ'য়ে, পিস্তল হস্তে ইংরাজ সেনানী কুট উপস্থিত হয়েছিলো, সে অপমান কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? জীবন কি এতবড় বিবেচনা করো, যে অতি হীনের নিকট অপমান সহ্য ক'রে, জীবন ভার বহন করতে হবে!

বেগম। না—না প্রভু, না নবাব—তুমি পুরুষসিংহ, আজ হ'তে আমি সিংহিনী, আর আমার পীড়া নাই, আর আমার চিন্তা নাই, স্বামীকে উত্তেজনা প্রদান ব্যতীত আর অপর কার্য্য নাই। সমস্ত পৃথিবী দেখুক, আমরা বীর দম্পতি! জগৎ প্রতিকূল হোক, তথাপি আমরা বীরদম্পতি! আমি মোগলকন্যা, মোগলনারী, মোগলগৃহিণী, আর কদাচ

বিস্মৃত হবো না; আমার হৃদয় উদ্বেলিত; স্বামী, নবাব, মোগলবীর!—মাতৃভূমির দুশ্মন বিতাড়িত করো, মোগল-কলঙ্ক দূর করো।

কাসিম। তোমার উত্তেজনায় আমি শতগুণ বলসম্পন্ন হলেম। কিন্তু শোন,—বড় কঠিন ব্রত, বড় মমতাশূন্য ব্রত। উৎকট রোগে যেমন বিষ প্রয়োগ করা বিধি, বঙ্গের অবস্থাও সেইরূপ উৎকট, উৎকট বিধি প্রয়োজন। চিরদিন যারা নবাব-কর্ম্মচারী হ'য়ে স্বার্থ পোষণ করেছে, নির্ম্মম হ'য়ে তাদের নিকট হ'তে অর্থ গ্রহণ করেছি; কুচক্রী হিন্দু-মুসলমান নিয়ত কুচক্রে রত, বার বার নবাব পরিবর্ত্তনে তাদের স্বার্থসিদ্ধি, সে সকল কুচক্রীকে নির্ম্মমরূপে বধ করেছি; দীন প্রজার পীড়ক জমিদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, একদিনের নিমিত্ত দীন প্রজার মুখ চায় নাই, তাদের তাড়না করেছি। অসাধু ব্যক্তিমাত্রেই আমার কলঙ্ক রটনা কচ্ছে,—আমায় নির্দ্দয় ব'লে ঘোষণা কচ্ছে, অর্থপিশাচ বলে ঘোষণা কচ্ছে। করুক, কর্তব্যপরায়ণের তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। উপযুক্ত স্থলে, উপযুক্ত কঠোর বিধি পুনঃ পুনঃ নিয়োগ করবো। মমতা-বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার কার্য্যে বাধা প্রদান করো না। দীন প্রজা আমাদের সন্তান। সিংহ-সিংহী যেমন শাবকের প্রতি অত্যাচার হ'লে, অত্যাচারীর বিনাশ সাধন করে, আমরাও সেইরূপ দীন প্রজার রক্ষার্থে অতি কঠোর কার্য্যে পরাঙ্মুখ হবো না।

বেগম। না—না—কদাচ না, প্রজা আমার সন্তান।

কাসিম। চল্লেম, মন্ত্রণা-ভবনে এখনি উপস্থিত হ'তে হবে।

বেগম। যাও নাথ, দীনের রক্ষককে ঈশ্বর রক্ষা করবেন।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

বেগম। ঈশ্বর বল দাও, স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণী হ'বার শক্তি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রদান করো। শ্রীচরণে প্রার্থনা, আমি বীরপত্নী, এ কথা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হই।

[বেগমের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঞ্জ

হেষ্টিংস ও তারা

তারা। সাহেব, কি দেখ্‌তে এসেছ? দেশের অবস্থা! দেখ ঐ পর্ণকুটীর দেখ,—তথায় আমীরের ন্যায় বণিকের অনাথা স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে মুমূর্ষু হ'য়ে অবস্থান কচ্ছে! ঐ দেখ, অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু ও মুসলমান বনিতা উদরান্নের জন্য শাক আহরণ কচ্ছে! ঐ দেখ, ধনাঢ্য বণিক, শিশু সন্তান কোলে ল'য়ে, সস্ত্রীক দেশ ত্যাগ কচ্ছে! দেখ, দেখ, ক্ষেত্র দেখ—শস্যশূন্য, গঞ্জ পণ্যদ্রব্যশূন্য, জন-শূন্য হাট সমাধিভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ! নদীর বক্ষে পতাকাশ্রেণী দেখ! ঐ সমস্ত পতাকা ইংরাজ বণিকের; প্রত্যেক নৌকা বলপূর্ব্বক সিকি মূল্যে গৃহীত পণ্যদ্রব্যে ভারাক্রান্ত, পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রীত হবার জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছে। দেখ দেখ, ঐ সকল তন্তুবায়দের গৃহে, শৃগাল কুক্কুর প্রবেশ কচ্ছে, শিল্পীরা স্থান-ত্যাগ করেছে;—কেনো জানো? তোমাদের দৌরাত্ম্যে! শুনেছি যখন তোমাদের পতাকা উড্ডীয়মান হয়, সেথায় অত্যাচার থাকে না, ক্রীতদাসের শৃংখল মোচন হয়, সেই ইংরাজ-পতাকা শত শত উড্ডীয়মান, সেই পতাকাতলে দেশীয় লোক অন্নাভাবে অস্থিচর্ম্মসার! সাহেব, আর ইংরাজ নামে কলঙ্ক গ্রহণ করো না।

হেষ্টিংস। না—না, আমি তাহার উপায় করিতে আসিয়াছি। সমস্ত হাল আপনি বয়ান করুন, হামাদের লোক কিরূপ ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছে?

দ্রুতবেগে জনৈক লোকের প্রবেশ

লোক। মা—মা রক্ষা করো—আমার গুদামের সমস্ত তামাক, সুপারি, লবঙ্গ জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে;—আমি বেচ্‌তে চাইনি ব'লে আমায় ধরে নে যাবে,—মার্‌বে—আমায় রক্ষা করো!

দুইজন সিপাহীসহ মুৎসুদ্দির প্রবেশ

মুৎ। ধর বেটাকে, বাঁধ।

তারা। সাহেব, প্রত্যক্ষ অত্যাচার দেখো!

হেষ্টিংস। তুমি ইহাকে বাঁধিতে আসিয়াছ কেন?

মুৎ। সাহেব, এ বড় পাজী। আমাদের কুঠীতে মাল বেচে না।

হেষ্টিংস। উহার যদি না ইচ্ছা হয়, তোমরা জোর করিয়া কিরূপে মাল গ্রহণ করিবে?

মুৎ। সাহেব, আমাদের অপরাধ নাই, আমাদের অপরাধ নাই, কুঠীয়াল সাহেবের হুকুম।

তারা। তোমাদের অপরাধ নেই? ঈশ্বর বিরাজমান, তাঁর সামনে এমন মিথ্যা কথা বলো না! তোমরা নিজের পুষ্টির জন্য, আপনার দেশবাসীকে পীড়ন কচ্ছ, আপনার মাতৃভূমিকে মরুভূমি কচ্ছ, নিজে অর্থ দিয়ে অর্থহীন সাহেবের মুৎসুদ্দি হ'য়ে প্রজার শোণিত শোষণ কচ্ছ; যে কার্য্যে দেশী লোকের কিছুমাত্র লাভ আছে, সেই কার্য্যে বিদেশীকে প্রবৃত্ত কচ্ছ! সাহেবের দোষ কি? সাহেবরা তো অর্থের জন্য, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে ভেসে এসেছে। তারা বিদেশী, দেশের দৈন্য অবস্থা জানে না। তোমরা তাদের পীড়ন কর্‌তে শেখাও, তোমরা কোম্পানীর সেপাই সাজিয়ে, লোককে বেঁধে নে যাও। যদি স্বদেশীর প্রতি তিলমাত্র তোমাদের মমতা থাক্‌তো, তা'হলে বিদেশী বাণিজ্য-বিস্তারে সহায়তা ক'রে, স্বদেশী বণিকের উচ্ছেদ কর্‌তে না।

হেষ্টিংস। আপনি কে? আপনি এ সমস্ত হাল কিরূপে অবগত?

তারা। আমি কিরূপে অবগত? দিবারাত্র ভ্রমণ করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা; যথায় রোদন-ধ্বনি, তথা দ্রুতগমন করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা; যথায় রোগ, শোক, তথায় সেবা করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা; আমি বঙ্গ-নন্দিনী, বঙ্গমাতার ন্যায় দিবা-রাত্র অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা; যতদিন মাটির দেহ মাটিতে না মিশ্‌বে, যত-দিন চৈতন্যশূন্য না হব, ততদিন স্বদেশীর হাহাকার শোনা আমার কার্য্য, স্বদেশীর দুঃখ শোনা আমার কার্য্য, সে দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করা আমার কার্য্য। তোমরা ইংরাজ, তোমরা বলবান, তোমরা যীশুখৃষ্টের আদেশবাহী,— মানব-দুঃখ দূর করো, তোমার জাতীয়-গৌরব রক্ষা করো, ন্যায়পরতা রক্ষা করো, যীশুখৃষ্টের দয়াল নামের সার্থকতা সম্পাদন করো।

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস। তোমরা চলিয়া যাও, আমি তোমাদের কুঠীতে যাইতেছি। আপনি ঘরে যান, কোনও ভয় নাই।

লোক। সাহেব, তোমার জয়-জয়কার হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—দরবার

মীর কাসিম, ভ্যান্সিটার্ট, আলী ইব্রাহিম ও সভাসদ্‌গণ

ভ্যান্সি। দেখেন নবাব, একহাতে তালি বাজিতেছে না।

কাসিম। সাহেব, তালি তো বাজে নাই, আমিই সহ্য কচ্ছি। ন্যায়পরায়ণ হেষ্টিংস সাহেব, সমস্ত অবস্থা অবগত হ'য়ে, আপনাকে পত্র লিখেছিলেন; আমিও প্রতিদিন সমস্ত অবস্থা পত্রে আপনাকে জ্ঞাপন করেছি। যে যে কথা নিবেদন করেছিলেম, সমস্ত প্রমাণ কর্‌তে আমি প্রস্তুত। পত্রে নিবেদন করেছিলেম, — কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সকলেই বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্য কচ্ছেন। এতদ্ব্যতীত যে ইংরাজ বাঙ্গলায় পদার্পণ কচ্ছেন, তিনিই দেশের লোকের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ ক'রে, দেশী অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য হস্তগত কচ্ছেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের দস্তক খরিদ করেন, কেউ কেউ বা জাল দস্তক প্রস্তুত করেন। অর্থ পেয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা দস্তক লিখে দেন, আমার কর্ম্মচারীরা সে দস্তক মঞ্জুর না কর্‌লে,—বিরোধ; আমার রাজ্যে আমার দস্তক চলন নয়, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দস্তক চলন,—এ সামান্য অত্যাচার নয়।

ভ্যান্সি। এ কি বলেন, Company's Servants কি এরূপ অন্যায় দস্তক বেচিতে পারেন?

কাসিম। হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং তা স্বীকার কর্‌বেন;—তিনি তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন। বর্দ্ধমান প্রভৃতি যে সকল প্রদেশ আপনাদের আমি প্রদান করেছি, তার কোন কার্য্যেই আমি হস্তক্ষেপ করি নাই, কিন্তু আমার অধিকারস্থ সমস্ত স্থানেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাচার হ'য়ে কার্য্য করেন।

ভ্যান্সি। হাঁ হাঁ, হেষ্টিংস সাহেব কতক প্রমাণ পাইয়াছিলেন বটে।

কাসিম। আরও অনুধাবন করুন,—যে সকল কার্য্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কখনও নিযুক্ত ছিলেন না, সমস্তই তাঁরা কচ্ছেন, সামান্য ব্যবসাও বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ কচ্ছেন, —ঘৃত, চাউল, লবণ, সুপারি, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি দেশীয় লোকের সামান্য ব্যবসা পর্য্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাই। প্রতি পরগণায়, বৎসর বৎসর দশ কুড়িটি নূতন কুঠী সংস্থাপিত হচ্ছে! কুঠীয়াল সাহেবেরা, আমার কর্ম্মচারীকে গ্রাহ্য করেন না। আমার কর্ম্মচারীদের বলপূর্ব্বক বন্দী ক'রে, সিপাহী দ্বারা কলিকাতায় চালান দেন। খোজা-আণ্টুনকে, ইলিস সাহেব, নায়েব-নবাব রাজবল্লভের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, কলিকাতায় চালান দেন,—কাউন্সিলে জনষ্টোন সাহেব তার কর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন; মহাশয়ের অনুগ্রহে নিস্তার পায়। ঢাকা হ'তে, ইংরাজ কর্ম্মচারী, শ্রীহট্টে সিপাই পাঠিয়ে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খুন করেন ও তথাকার জমিদারকে কলিকাতায় চালান দেন। যেন শ্রীহট্ট আমার রাজ্য না হ'য়ে, তাদের সম্পূর্ণ অধিকার। কেবল শ্রীহট্ট কেন, আমার রাজ্যে ছোট বড় সমস্ত প্রজার উপরই তো এইরূপ ব্যবহার। আমার কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে, তাদের অযথা বাণিজ্য বিস্তারে যদি কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত হয়, তৎক্ষণাৎ তাদের বেত্রদণ্ড দেন,—নবাবী আজ্ঞা তাদের নিকট অগ্রাহ্য। আমি সন্ধিসূত্রে যে সকল সর্ত্তে আবদ্ধ সমস্ত সর্ত্তই রক্ষা করেছি। কিন্তু আপনাদের কার্য্যে আমার প্রজা উৎসন্ন যাচ্ছে,—শুল্ক হিসাবে পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি;—এ সকলের উপায় বিধান না কর্‌লে, আমি রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ কর্‌বো?

ভ্যান্সি। আচ্ছা, আমি নির্দ্ধারিত করিয়া যাইতেছি, শতকরা নয় টাকা হারে, দেশী বাণিজ্যে সকলে শুল্ক প্রদান করিবে, আর দস্তক কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং আপনার কর্ম্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হইবে না। তাহা হইলে তো জাল দস্তক বা কেবল কোম্পানীর দস্তক চলিবে না?

কাসিম। আপনারা শতকরা নয় টাকা মাশুল দিলেও দেশী বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি। তথাপি যখন আপনি মীমাংসা ক'চ্ছেন, আমি সম্মত। কিন্তু মীমাংসা মতে যে কার্য্য হবে, এরূপ আমার ধারণা নয়।

ভ্যান্সি। আমি কতগুলি নিয়মাবলী করিয়া যাইতেছি, সেই নিয়মে কার্য্য হইবে।

কাসিম। উত্তম, আপনার সদস্যেরা সে নিয়ম প্রতিপালন কর্‌বেন?

ভ্যান্সি। অবশ্য করিবেন।

হেষ্টিংসের প্রবেশ

Mr. Hastings, I have settled with the Nawab to pay a duty of nine per cent on our inland trade.

হেষ্টিংস। Will the council accept it?

কাসিম। হেষ্টিংস সাহেব যথার্থ আজ্ঞা ক'চ্ছেন, আমিও নিবেদন কর্‌ছিলেম, যে গভর্ণর সাহেব শুল্ক ধার্য্য কচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁর আজ্ঞা পালিত হবে না।

ভ্যান্সি। আমি নিয়ম স্বাক্ষর করিয়া যাইব।

কাসিম। ভাল, আমি সম্মত। কিন্তু আমার আবেদন, যদি গভর্ণর সাহেব যা ব্যবস্থা করেছেন, তার কোন ব্যতিক্রম কুঠীয়াল দ্বারা ঘটে, তাহ'লে আমার রাজ্য হ'তে, একেবারে শুল্ক উঠিয়ে দেবো।

ভ্যান্সি। তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

কাসিম। প্রজার ক্ষতিবৃদ্ধিতে নবাবের ক্ষতিবৃদ্ধি। যদি প্রজা উৎসন্ন যায়, তাহ'লে আমার নবাবী কিসের? নবাবী অর্থ প্রজা পালন, আমি প্রজা পালন কর্‌বো।

হেষ্টিংস। Yes, you are your own master. কিন্তু অপেক্ষা করুন, গভর্ণর সাহেবের নিয়ম কিরূপ চলে দেখুন।

কাসিম। অবশ্য দেখ্‌বো। কিন্তু যদি না চলে, তাহ'লে আমার এই প্রস্তাব।

ভ্যান্সি। চলিবে—চলিবে—ভাবিবেন না। একটা কথা শুনিয়া রাখেন। আপনি আপনার সৈন্যদের review দেখাইলেন, বেশ সৈন্য তৈয়ারী করিয়াছেন, হিন্দুস্থানে কেহ আপনাকে পারিবে না। But Europeans are not Indians, আপনার সৈন্য European সৈন্যর সম্মুখীন হইবার এখনো উপযুক্ত নয়। আপনাকে গদী দিয়াছি, আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত জানাইলাম। দুষ্ট লোকের পরামর্শে আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না।

কাসিম। সাহেব, এরূপ সন্দেহ আমার উপর কেন?

ভ্যান্সি। আমার সন্দেহ নাই, আমি একটা উপদেশ বাক্য বলিয়া যাইলাম। ভারতবাসী লোক আমাদের সহিত টাকায় লড়িতে পারিবে, বলে পারিবে না।

কাসিম। ইংরাজের সহিত মিলিত হ'য়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-বিক্রম দর্শন করে, আমার সম্পূর্ণ ধারণা, যে ইংরাজের সমকক্ষ আমরা কোনরূপেই নই; নচেৎ সাহেব, আমি নবাব, তোমার নিকট আবেদন কর্‌বো কেন?

ভ্যান্সি। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বিজ্ঞ, আমরা চলিলাম।

[ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের প্রস্থান।

কাসিম। আলী কি বুঝলে?

আলী। বুঝলেম, প্রজারাও যেমন অরণ্যে রোদন করে, নবাবও সেইরূপ অরণ্যে রোদন কর্‌লেন।

কাসিম। নবাবী-পদের এতদূর অমর্য্যাদা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না। সিরাজ-দ্দৌলাকে আমরা বালক ব'লে উপেক্ষা করেছি;—উদ্ধতস্বভাব, হিতাহিত বিচারশূন্য এই-রূপ বিবেচনা কর্‌তেম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি,—সেই বালকই প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়েছিল! যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান বিশ্বাস-ঘাতক স্বদেশদ্রোহী না হ'তেম, বোধ হয় সে উচ্চচেতা নবাব, বঙ্গের কল্যাণসাধনে কৃতকার্য্য হতেন। আমি তাঁর পতনে সাহায্য করেছি। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তার প্রতিফলস্বরূপ দিবারাত্র আমায় পীড়ন কচ্ছেন;—দেখ্‌ছি—সে মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! দিবারাত্র চেষ্টায় কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা স্থাপন কর্‌তে পারি নাই। বুঝি বা এ অভাগা রাজ্যের সুশৃঙ্খলা করা অসম্ভব! ইংরাজের অপমান দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে! সময়ে সময়ে আত্মহারা হ'য়ে উঠি। অনেক বিবেচনা করে বিবাদে অগ্রসর হই নাই, কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ অনিবার্য্য।

আলী। জনাব, যতক্ষণ না কিছু স্থির করা যায়, ততক্ষণ চিন্তার কারণ, যদি বিবাদ অনিবার্য্য স্থির করে থাকেন, তবে আর স্থির কর্‌তে পাচ্ছেন না কি?

কাসিম। আমরা এখন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত কি না, আমি স্থির কর্‌তে পাচ্ছিনে। এই নিমিত্তই আমি সহসা যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি না, পুনঃ পুনঃ অপমান সহ্য কচ্ছি। সমরু, মার্কার প্রভৃতি সেনানায়কেরা বলে, আমরা ইংরাজকে পরাজয় করতে সক্ষম হবো। গুর্‌গিণ খাঁরও ধারণা, আমরা সমকক্ষ বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর্‌লে ভাল হয়। তুমি কি বুঝ্‌ছ?

আলী। জনাব, যা চিরদিন বুঝি, আজও তাই বুঝ্‌ছি!

কাসিম। এই যে বহু আয়াসে সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করেছি, দুর্গ সংস্কার করেছি, অস্ত্র-শস্ত্র, কামান প্রভৃতি প্রস্তুত করেছি, নানা উপায়ে রাজকোষ অর্থপূর্ণ করেছি, এতেও কি আমাদের অবস্থার কোনও উন্নতি বিবেচনা করো না?

আলী। না জনাব!

কাসিম। কেন?

আলী। জনাব, পলাশীক্ষেত্রে যখন নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়, তখন কি ইংরাজ-সৈন্যের আধিক্য ছিল? শৌর্য্য-বীর্য্যে মোগল-সৈন্য কি কারো অপেক্ষা ন্যূন? নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনার অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব ছিল না, অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না,—অভাব ছিল একতার,

অভাব ছিল মনুষ্যত্বের, অভাব ছিল স্বদেশ-অনুরাগের!—সেই অভাব এখনো বর্ত্তমান। অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয়েছে, কিন্তু বালির ভিত্তির উপর, এর স্থায়িত্ব কতদূর, গোলামের অনুভব হয় না। আবার এদিকে দেখুন, ইংরাজ তখন অপেক্ষাকৃত হীনবল ছিল, স্বদেশীয় অধ্যক্ষের দ্বারা নবাবী সেনা চালিত হতো; এখন সেনানায়কেরা অধিকাংশই বিদেশী, অর্থের নিমিত্তই অস্ত্রধারণ করেছে; মোহনলাল, মীরমদনের ন্যায় নায়কের অভাব, আর কৃতঘ্ন হিন্দু-মুসলমান শতগুণে বর্দ্ধিত।

কাসিম। আলী, ঐ ভয়। তুমি কি রূপে অনুসন্ধান করেছ জানি না, কিন্তু আমার গুপ্তচর সংবাদ দিয়েছে, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজনারায়ণ প্রভৃতি কুচক্রীরা ইংরাজের সহিত নিয়ত ষড়যন্ত্র কচ্ছে। মীরজাফরের পক্ষে, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক মুসলমান আমীরও যোগদান করতে প্রস্তুত। ইংরাজও আবার মীরজাফরকে গদী বেচ্‌বার জন্য উৎসুক। বিলাতের ডাইরেক্টারদের অমত, নচেৎ এতদিন বিবাদ হতো, ভ্যান্সিটার্টের বাধা মান্‌তো না; আর যারা যারা আমার পক্ষে প্রকাশ্যে আছে, তারাও সকলে স্বার্থের নিমিত্ত ব্যাকুল। যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে যদি একবার পরাজয় হয়, নিশ্চয় অনেকে আমার পক্ষ পরিত্যাগ করবে। হায় হায় কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হলো! কেউ একবার মনে করে না, যে বিদেশীর পদানত হ'য়ে চিরদিন যাপন ক'রতে হবে, পুত্র-পৌত্রেরা বিদেশীর গোলাম হবে, অনুগত দীন প্রজারা অন্নাভাবে মর্‌বে, শস্যশালিনী রত্নপ্রসূ বাঙ্গলা ছারখার হবে! ধিক্‌ ধিক্‌—বাঙ্গলায় ধিক্‌! বাঙ্গালীকে ধিক্‌! স্বার্থে ধিক্‌! হীনতায় শত ধিক্‌!! কে জানে এ হীনতার কোথায় পরিণাম।

আলী। জনাব, পরিণাম কেন দেখ্‌ছেন, উপস্থিত যা দেখ্‌ছেন তাই যথেষ্ট! এ বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কয়জন আছে, যে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের দাসত্ব না প্রার্থনা করে! নবাবীর নিমিত্ত মীরজাফর প্রার্থী, উচ্চপদের নিমিত্ত আমীর-ওমরাও প্রার্থী; ইংরাজের সামান্য বেতনের নিমিত্ত পিতা, পুত্র, স্বদেশীকে হত্যা কর্‌তে সহস্র সহস্র লোক উদ্যত। অর্থদানে কপর্দ্দকশূন্য ইংরাজকে গদীয়ান ক'রে, তাদের মুৎসুদ্দি হবার শত শত লোক প্রার্থী! ইংরাজের কেরাণীর পদ যদি প্রাপ্ত হ'তে পারে, তা'হলে শত শত লোক আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে।

কাসিম। শুন্‌তে পাই, শেঠেদের অর্থে ইংরাজদের অধিকাংশ কুঠী স্থাপিত। টঙ্কশালা নির্ম্মাণ ক'রে ইংরাজ তাদের যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তথাপি তারা ইংরাজের গোলাম! তুমি জানো, নবাবী নেবার নিমিত্ত আমায় কত অনুরোধ করেছে, কিন্তু নবাবী গ্রহণ করা অবধি তারা আমার প্রতি বিরূপ।

আলী। জনাব, নবাবী নিয়ে আপনি সুনিয়ম স্থাপন কর্‌বেন, ন্যায়পথে চল্‌বেন; জমীদারদের প্রজা পীড়ন করতে দেবেন না, অন্যায় স্বার্থের ব্যাঘাত দেবেন, ঘুস নেওয়া নিবারণ কর্‌বেন, অত্যাচারীর দণ্ড দেবেন,—এজন্য কি আপনাকে নবাবী গ্রহণ কর্‌তে বলেছিল? নবাবী নিয়ে বেগম পরিবেষ্টিত হ'য়ে অন্তঃপুরে থাক্‌বেন, তারা স্বেচ্ছামত রাজ্য লুট্‌বে। জনাব যে একেবারে বাড়াবাড়ি কর্‌লেন।

কাসিম। শুন্‌ছি মুর্শিদাবাদে একটা সভা হবে, শেঠেদের নিমন্ত্রণে আহূত হ'য়ে কুচক্রীরা একত্রিত হবে;—যেমন সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত কর্‌বার জন্য হয়েছিল।

আলী। দেখুন জনাব, গোলাম যা নিবেদন কচ্ছিল, অবস্থা সমানই আছে।

কাসিম। তাই ত, কাকে বিশ্বাস কর্‌বো? এ বাঙ্গলায় কি বিশ্বাসপাত্র একজনও নাই? প্রভুভক্তি, স্বদেশভক্তি কি একজনের হৃদয়েও নাই?

আলী। জনাব, স্বদেশ-অনুরাগ, প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা যদি এ সকল অমূল্য রত্ন বাঙ্গলায় থাক্‌তো, তা হ'লে কি সামান্য রত্নের প্রার্থী হ'য়ে বিদেশী বণিকের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়!

কাসিম। ইব্রাহিম, তুমি সতর্ক থেকো, আমার দিন দিন মস্তিষ্ক চঞ্চল হচ্ছে, বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছিনে। যদি কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ দেখো, আমায় তিরস্কার

ক'রো, তোমার ন্যায়সংগত তিরস্কারে আমি শতগুণ উত্তেজিত হই। আলী, এই বিপদ-সমুদ্রে আমার দুই ভরসা, বাল্যবন্ধু তুমি আর প্রভুভক্ত তকী খাঁ! এসো, একত্রে আহার করিগে চলো। আমার সামান্য আহার—সামান্য ভোজ্যবস্তু—আমার সহিত একত্রে ভোজন কর্‌বার নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করতে সাহস হয় না। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—চীৎপুরস্থ মীরজাফরের দাওয়ানখানা

আমিয়ট, নন্দকুমার, হে ও ইলিস্‌

আমিয়ট। দেখো রাজা নন্দকুমার, হামারা নবাব বদলাই দোস্‌রাকে নবাবী দিতে পারি দেখিয়াছ। তুমি হামাদের বিরুদ্ধে সাহ-আলমের সহিত যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, কয়েদ থাকিয়া দেখিয়াছ—হামাদের চোখ চাপা দিতে পার না। মীরজাফরকে ভ্যান্সিটার্ট গদী হইতে নামাইয়াছে, এখন আমরা, কাসিম আলীকে গদী হইতে নামাইয়া, মীরজাফরকে ফের গদী দিব। বাৎটা পাকা। মীরজাফর তোমায় দেওয়ান চায়, দেওয়ানী পাইবে। বুঝিয়া লও আমরা দেওয়ানী দিতে পারি, কয়েদ দিতে পারি, কাজের দরকার হইলে ফাঁসী কাট ভি হামাদের তৈয়ার।

নন্দ। সাহেব, আপনাদের অনুগ্রহ থাক্‌লে সবই হয়, কিন্তু আমি নির্দ্দোষী, বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেম।

আমি। Well Raja, forget the past, take care for the future.

নন্দ। কিন্তু সাহেব, শুন্‌চি ভ্যান্সিটার্ট সাহেব, মীর কাসিমের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে, বাণিজ্যের নিয়মাবলীতে সই ক'রে এসেছেন; আর তো বিবাদের কারণ উপস্থিত নাই।

আমি। Do you take us for fools that we'll submit to what Vansittart has done? The council has refused to nine per cent duty on our inland trade. Vansittart is outvoted. কাউন্সিলে হামাদের ভোট লইয়া কার্য্য হয়। একটা ছোঁড়া হেস্টিংস, ভ্যান্সিটার্টের দিকে আছে, আর আমরা সব এক কাট্টা। নুনের ডিউটির আড়াই পার্সেণ্ট দিব। আর কিছু দিবো না।

হে। The Nawab threatens to abolish all duty on inland trade,—শুনিয়াছ রাজা? কালা গোরা সমান করিতে চায়। দুই বৎসর কালা লোকের নিকট হইতেও duty লইবে না (ইলিসের প্রতি) and we are to submit to it tamely Ellis?

ইলিস্‌। Oh let me have no voice here; my blood burns. রাজা তোমার নবাব কালা গোরা সমান করিতে চায়! Flagrant disobedience. আমি পাটনায় যাইয়া শিখাইয়া দিব। রাজা, মীরজাফরকে বোলো, আমরা যাহা প্রস্তাব করিব, তাহাতে তিনি সম্মত হন। I will teach the Nawab manners. Let Vansittart and Hastings do what they please.

নন্দ। সাহেব আমি ভাব্‌ছি—

হে। Ha! Ha! রাজা ভাবিতেছে—আমরা লড়াই করিলে Vansittart আর Hastings নবাবের দিকে থাকিবে? তুমি মীরজাফরকে ঠিক থাকিতে বোলো, আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, duel লড়ে, লেকেন দোস্‌রা যখন দুশ্‌মন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা India শিখিতে পারিবে না,—জাতের দুশ্‌মন সবার দুশ্‌মন—এ Indiaর লোক কখনো শিখিবে না। তুমি মীরজাফরকে ঠিক রাখো, সব ঠিক হইবে। আজই হামি আর আমিয়ট কাসিম খাঁকে বুঝাইতে যাইব, ঝগড়া করিয়া ফিরিব।

মীরজাফর, সামসেরউদ্দিন ও জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের প্রবেশ

আইসেন—আইসেন, Nawab that was and Nawab that shall be. শেঠজি, আপনারা বইসেন। •

জগৎ। সাহেব, সব তো ঠিক। রাজ্যে আমীর-ওমরাও, জমীদার প্রভৃতি সকলেই

মীর কাসিমের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছে;—একবার মীরজাফর খাঁকে আপনারা নবাব ব'লে ঘোষণা দিলেই সকলেই পক্ষ হবে। রাজা রাজবল্লভ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজকৃষ্ণ আর আর অনেকেই সাহস করে আস্‌তে পারেন নি; মীর কাসিমের চতুর্দ্দিকেই গুপ্তচর। কিন্তু সকলেই একবাক্যে পত্র লিখেছে, যে যদি ইংরাজ বাহাদুর কৃপা ক'রে মীর কাসিমের দৌরাত্ম্য হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, তা'হলে সকলে চিরদিনের জন্য গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে। আর রায়দুর্লভ তো আপনাদের আশ্রয়ে কলিকাতায় আছেন।

আমি। আরে না, না শেঠজি! ওকে কিছু জানাইবেন না। ও দাওয়ানীর জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। আমরা রাজা নন্দকুমারকে দাওয়ানী দিব, ও ক্ষেপিবে।

ইলিস্‌। (ঘড়ি দেখিয়া) My dak is ready, I start atonce for Patna. শুনেন Ex-Nawab! আবার আপনি নবাব হইবেন। আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে বাত হইয়াছে, হে সাহেব আর আমিয়ট সাহেব দুই জনে একবার মীর কাসিমের সহিত দেখা করিতে যাইবেন, কিছু রফা করিবেন না,—ঝগড়া বাধাইবেন। আমি প্রস্তুত থাকিব, যখন বুঝিব, তাহারা Calcutta ফিরিয়াছেন, আমি পাটনা attack করিব। হামাদের নৌকা যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া পেছু পেছু পাটনায় যাইবে। আপনি যেমন নবাব ছিলেন, সেইরূপ নবাব হইবেন।

মীর। আমি আপনাদের চিরানুগত, আমি আপনাদের চিরানুগত,—আমার বিনা অপরাধে গদী কেড়ে নিয়েছেন।

আমি। Forget the past my friend.

[ইলিসের প্রস্থান।

জগৎ। এ তো সব চুক্‌লো, এখন আপনাদের সন্ধির খসড়াটা নবাব মীরজাফর খাঁ বাহাদুরকে দেন, উনি বিবেচনা ক'রে দেখুন।

মণি বেগমের প্রবেশ

মণি। আর কিসের॰ বিবেচনা? সাহেব, কি সই করাতে চাও দাও,—এখনই সই করিয়ে দিচ্ছি।

মীর। এ কি—বেগম?

আমিয়ট প্রভৃতি। (উঠিয়া) বইসেন—বেগম সাহেব—বইসেন।

মণি। সাহেব, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। (মীরজাফরের প্রতি) হ্যাঁ বেগম, তা কি? এখানে এসেছি কেন? কাজ শেষ করতে। কি খসড়া সন্ধিপত্র দেখে বিবেচনা ক'র্‌তে চাও? কিসের বিবেচনা? সাহেবদের অনুগ্রহের উপর সব নির্ভর, তার আর বিবেচনা কি? ওঁরা দেবেন, তাই নেবে। সাহেব শোনো—মীরজাফর খাঁ পূর্ব্বে যে সন্ধি করেছেন, আর কাসিম আলী যে সন্ধি ক'রেছে, এর সমস্ত সর্ত্ত বজায় রাখ্‌তে চাও কেমন?—তা থাক্‌বে। সোরার ব্যবসা কেউ কর্‌তে পারে না; চুণের ব্যবসা আধাআধি; দেশী লোকের বাণিজ্যের শুল্কে লাগ্‌বে, তোমাদের লাগ্‌বে না; কাসিম আলীর দ্বারা তোমাদের ব্যবসায়ে যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ, যুদ্ধ ব্যয় ও অপরাপর বাবদে যা টাকা চাইবে, তা দিতে হবে। সেই টাকা আদায় জন্য যদি কোন পরগণা আবদ্ধ রাখ্‌তে হয়, তা রাখ্‌তে হবে; ফরাসী প্রভৃতি তোমাদের যারা শত্রু, তারা প্রশ্রয় পাবে না। মীরজাফর খাঁ নবাব হলে তোমরা যেখানে থাক্‌তে বল্‌বে, সেইখানে থেকে নবাবী করবেন, সৈন্য-সামন্ত তোমরা যা রাখ্‌তে বল্‌বে—তাই রাখ্‌বেন;—মোটের উপর এই কথা—কাসিম আলী তোমাদের যে বাণিজ্যে ব্যাঘাত দিতে চায়, ভবিষ্যতে সে ব্যাঘাত না হয়। কাসিম আলী যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেছে, মুর্শিদাবাদ হ'তে কেল্লা মজবুত ক'রে মুঙ্গেরে গিয়ে আছে, এখন তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে তোমাদের বেগ পেতে হবে, আর ভবিষ্যতে সে বেগ পেতে না হয়। নবাব নামে নবাব হবেন, প্রকৃত রাজ্য তোমাদের—এই তো তোমাদের খসড়া?

আমিয়ট। না—না, উনি নবাব হইবেন। উঁহারই রাজ্য হইবে।

মণি। সাহেব, তোমরা কাজের লোক, শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? কাজ মিটিয়ে ফেলো। তোমরা নবাবী দিতে প্রস্তুত হও, আমি সাদা কাগজে সই করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

হে। আমরা পরস্পর ঠিক করিয়া লইব, আমরা পরস্পর ঠিক করিয়া লইব।

মণি। মীরজাফর, তুমি বিষন্ন হচ্ছ কেন? আমি বেগম, আমি এখানে এসেছি, তোমার নবাবী আদব-কায়দা গিয়েছে? কিন্তু আমি কে, আমি জানি, তুমিও জানো। আমি ছিলেম নর্ত্তকী, তোমার কৃপায় বেগম হয়েছি। সমস্তই তুমি জানো, কিন্তু আমার মর্ম্ম-বেদনা তুমি জানো না! তোমার ঔরসজাত পুত্র নজামদ্দোলাকে যুবরাজ কর্‌বো আমার বাসনা ছিলো, সেই প্রবল বাসনায় চালিত হ'য়ে, আমার বুদ্ধির দোষে মীর কাসিমকে তোমার তক্তা দিয়েছি। তুমি আমায় বেগম করেছিলে, আমি তোমাকে মীর কাসিমের বৃত্তিভোগী করেছি, এ মর্ম্মপীড়া পুনরায় তোমায় সিংহাসনে স্থাপিত দেখেও দূর হবে না! মৃত্যুতেও এ মর্ম্মপীড়া দূর হবে না! আমার ইজ্জত নাই, মান নাই, মর্য্যাদা নাই, একমাত্র তোমায় সিংহাসনে দেখ্‌বো এই বাসনা। তুমি অর্থের জন্য চিন্তিত হয়ো না। তোমার পদসেবা করে তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছি। ভারতবর্ষে যত ইংরাজ আছে, ছোট বড় সকলের অর্থ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে আমি সক্ষম। যেদিন আবার সিংহাসনে বস্‌বে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি, এর জন্য যে দণ্ড ইচ্ছা হয় দিও। আমায় ত্যাগ করো, দূর করে দিয়ো, প্রাণ বধ করো, কিন্তু তোমায় নবাব দেখে আমার হৃদয়ের তাপ নির্ব্বাণ কর্‌তে দাও। আমি নর্ত্তকী, নবাব দরবারের বাঁদী অপেক্ষা হীন, সেই হীন নর্ত্তকীকে উচ্চের উচ্চ করেছিলে, আমি তোমায় নীচের নীচ করেছি! আমার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত শান্তি নাই! নবাব, ভাবী নবাব! আমায় মার্জ্জনা করো।

মীর। বেগম — বেগম — স্থির হও — স্থির হও।

মণি। এখন কেন বেগম ব'লে আমায় তিরস্কার করো? এখন কেন বেগম ব'লে আমার যন্ত্রণা শতগুণে বৃদ্ধি করো? সাহেবদের কথা দাও, ও'রা যা বলেন, তাইতে তুমি সম্মত। ওঁরা তোমায় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হোন। বলো—'সাহেব তোমরা যা করবে, তাইতে আমি সম্মত'।

মীর। তুমি স্ত্রীলোক, কিছু বোঝ না। সিরাজের বিরুদ্ধে সন্ধির সময় এ'রা যে কথা বলেছিলেন, আমি সেই কথাতে সম্মত ছিলেম। কিন্তু চারিদিকে শত্রু, তাদের দমন কর্‌তে বিস্তর অর্থ ব্যয় হ'ল। রীতিমত কর আদায় হলো না, সাহেবদের তঙ্কা দিতে পারলেম না, এই অপরাধে আমার পদচ্যুতি হলো। আবার নবাব কর্‌তে চাচ্ছেন। এবার যদি আবার তঙ্কা দিতে না পারি, তা'হলে তো আবার নবাবী যাবে! একটা বিবেচনা না ক'রে, কি ক'রে সন্ধিতে সম্মত হই?

মণি। বিবেচনা কি কর্‌বে? যদি তুমি হলওয়েল সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখতে পার্‌তে, তা'হলে কি তোমার নবাবী যেতো? তুমি কর আদায় কর্‌তে পারো না, মীর কাসিম তো কর আদায় করে সব শোধ করেছে?—তবে এক ভুলে তার সর্ব্বনাশ হবে! সে সাহেবদের চিনেও চেনে না,—প্রজার মুখ চেয়ে সাহেবদের কাজের হানি কর্‌ছে। মনে করেছে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে সাহেবদের পরাস্ত কর্‌বে। কিন্তু জানে না, যে তার সৈন্য তার স্বদেশী, —যে স্বদেশী, সাহেবদের আট টাকা বেতনের জন্য, আপনার বাপ ভাইকে গুলি কর্‌তে প্রস্তুত, আপনার গ্রাম জ্বালাতে প্রস্তুত। বোঝে না যে, তার সেই স্বদেশী সৈন্য, বিদেশী সেনানায়ক দ্বারা চালিত,—সে সেনা-নায়কেরা অর্থের লোভে তার পক্ষ,—দেশের জন্য নয়, স্ত্রী-পুত্রের জন্য নয়, অর্থ উপায়ের জন্য যুদ্ধ করবে! এই সৈন্য নিয়ে ভেবেছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এক স্বার্থে আবদ্ধ ইংরাজকে দমন কর্‌বে? এই দারুণ ভ্রম তার সর্ব্বনাশের কারণ হবে। তুমি নবাব হও। রাজ্যের ভার আমার উপর দিয়ো, আমার নজামদ্দোলাকে যুবরাজ করো, তোমার কোন চিন্তার কারণ থাক্‌বে না। তুমি বিলাসপ্রিয়, অন্দরে থেকে সুরূপ যুবতী ল'য়ে বিলাস ক'রো, আমি নানা দেশ হ'তে সুন্দরী স্ত্রীলোক এনে তোমায় দেবো; তোমার বিলাস-উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবো, তুমি নবাব হ'য়ে ভোগ ক'রো। তুমি সে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর

করো, নিশ্চয় জেনো, আমি যে উপায়ে পারি, আমার আশা পূর্ণ কর্‌বো—নবাব-পত্নী হয়েছিলেম, নবাব-মাতা হবো; পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে হুকুম চলে নাই, সেই হুকুম স্বয়ং চালাবো।

মীর। তুমি কি বল্‌ছো? এখনো মীর কাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে নাই। যুদ্ধ করা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমত। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। মীর কাসিমও তো সন্ধি করতে প্রস্তুত হ'তে পারে। দে'খ, আগে থাক্‌তে মিছা আশা ক'রো না, আশায় নিরাশা হওয়া বড় যন্ত্রণা!

মণি। আশায় নিরাশা!—তুমি কাপুরুষ, তাই এরূপ আশঙ্কা কচ্ছ;—তুমি অহিফেনের ঘোরে দিবারাত্র আচ্ছন্ন থাকো, এইজন্য ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত নও, তাই ভারতবর্ষে ইংরাজের পরাজয় আশঙ্কা কচ্ছ! যে দিল্লীর বাদ্‌সার নামে সমস্ত ভারত এক প্রাণ হ'য়ে অস্ত্র ধারণ কর্‌তো, সে দিল্লীর বাদ্‌সাই গৌরব এখন কোথা? ইংরাজ-বিরুদ্ধে সেই দিল্লীর বাদ্‌সাহের পক্ষ হ'য়ে কে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলো? ভারতে সকলে অন্ধ, জানে না যে অংশে অংশে ইংরাজ তাদের পরাজয় কর্‌বে। সেইজন্য যারা অস্ত্র ধারণে সক্ষম, তারা পরস্পরের প্রতি অস্ত্রচালনা কচ্ছে। প্রত্যক্ষ দেখেছিলে, দিল্লীর বাদ্‌সা আলীগোহর ইংরাজের বন্দী হয়েছিলো। কি বৃথা আশঙ্কা কচ্ছ, কার মুখ চাচ্ছ? সুযোগ উপস্থিত, নবাবী গ্রহণ করো;—নাও বলো—তুমি সম্মত।

মীর। আমি ইংরাজের কবে অবাধ্য?

মণি। এখনো তুমি ইতস্ততঃ কচ্ছ? এখনো তুমি কথা দিচ্ছ না? এখনো তুমি মোগল-গৌরব, ভারত-গৌরবের প্রতি দৃষ্টি কচ্ছ? এখনো কি তোমার ধারণা, যে ইংরাজের কৃপা ব্যতীত ভারতবর্ষে কারো কোন ঐশ্বর্য্য থাক্‌বে? দিন দিন সকলে পদানত হবে, যারা ইংরাজ-বিরোধী, তারা পথের ভিখারী হবে। তোমার প্রতি ইংরাজের কৃপা হয়েছে, তুমি নবাব হও; তোমার বংশধরগণ নবাব থাক্‌বে। তবে ইংরাজের পদানত? নিশ্চয় জেনো, অনিবার্য্য! ইচ্ছায় হও অনিচ্ছায় হও, পদানত হ'তেই হবে। সাহেব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি নিশ্চয়ই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে দেবো। সময় যাচ্ছে,—বলো—তুমি সন্ধিসর্ত্তে প্রস্তুত। নচেৎ স্থির জেনো, সাহেবেরা অপর নবাব নির্ব্বাচিত কর্‌বে।

মীর। আমি সম্মত—আমি সম্মত।

মণি। আর কি সাহেব, কথা ফুরালো, তোমরা উদ্যোগ করো। তোমার যখন ইচ্ছা, সন্ধিপত্র পাঠিয়ে দিও, আমি সই করে পাঠিয়ে দেবো। কেমন সাহেব, আমি যা বল্লেম, তাই তো তোমাদের সন্ধিপত্রের মর্ম্ম?

হে। হাঁ—হাঁ—ঐরূপই—ঐরূপই, নবাবেরই রাজ্য থাকিবে, আমরা নবাবের দুশ্‌মনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া থাকিব। আপনি সমস্ত হাল বুঝিয়াছেন।

মণি। সাহেব, মীর কাসিমের যেমন চতুর্দ্দিকে দূত ভ্রমণ কচ্ছে, আমারও গুপ্তচর তেমনি মীর কাসিমকে বেষ্টন ক'রে আছে। আমার দূতও যারা মীর কাসিমের পক্ষ, তাদের মীর কাসিমের শত্রু কর্‌বার জন্য নিয়ত তাদের নিকট আছে, আমার অর্থ প্রলোভন দেখাচ্ছে। সুন্দরী রমণী আমার চর হ'য়ে মীর কাসিমের সেনানায়কদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত কর্‌ছে! কিন্তু আমি দেখছি, এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, আমারও এ উদ্যমের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের সম্পূর্ণ অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা, পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ, স্বার্থসিদ্ধির আশা,—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ভেদ-মন্ত্রে তোমরা বিশেষ পারদর্শী; হিন্দু-মুসলমানকে তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ—তোমরা ধন্য! তোমরাই সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হবার উপযুক্ত; তবে আমি যে তোমাদের সাহায্যার্থ ব্যয় কচ্ছি, দূত নিযুক্ত কচ্ছি, সে কেবল মনের আবেগে।

হে। সে টাকাটা হামাদের জন্য রাখিয়া দিবেন—বেগম সাহেব।

মণি। সাহেব, আমার অর্থব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন নয়। গুরগিণ খাঁ, সমরু, মার্কার প্রভৃতি বিদেশী সেনানায়কদের মীর কাসিমের বিপক্ষ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখনো তারা মীর কাসিমের পক্ষ আছে। মীর কাসিমকে

উৎসাহ দিচ্ছে, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করতে উৎসাহিত। সে উৎসাহ যতদূর পারি, তাদের হৃদয় হ'তে দূর কর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আমি। আপনি পারিবেন — আপনি পারিবেন।

মণি। (মীরজাফরের প্রতি) এস, আমরা যাই।

আমি। হাঁ হাঁ—আমরা সকলেই যাই। (জগৎশেঠের প্রতি) শেঠজী, আপনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদেই সাক্ষাৎ হবে।

[জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, সামসেরউদ্দীন ও নন্দকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সামসের। রাজা নন্দকুমার, অনেক দিন হ'তে তো আপনি ইংরাজের সঙ্গে ব্যবহার কচ্ছেন, মশকের দর কত জানেন?

নন্দ। মশক কি ম'শায়?

সাম। ভিস্তীর মশক—ভিস্তীর মশক, আমি কিছু কিনে রাখ্‌বো, তাই দর জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

জগৎ। কেন ম'শায়, ভিস্তীর মশক কি করবেন?

সাম। আজ্ঞে, ইংরাজের সঙ্গে যেরূপ মীরজাফর খাঁ বাহাদুর সন্ধি কচ্ছেন, তাতে মুসলমানের নাতিপুতিকে তো মশক ব'য়ে খেতে হবে? আমি আগে থাকতে আমার নাতি-পুতির জন্যে গোটাকতক মশক রেখে যাবো; বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের ঘরে তো একটা পয়সা থাক্‌বে না। আর আপনাদেরও পরামর্শ দিচ্ছি, রাজহাঁসের পালক কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখবেন, আপনাদের উত্তরাধিকারীগণকে তো ইংরাজের কেরাণীগিরী কর্‌তে হবে; এক কপর্দ্দকও তো কারো থাক্‌বে না,—জোর নিজে নিজে চালিয়ে যাবে।

নন্দ। আরে ভাব্‌চেন কেন ম'শায়? আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম।

সাম। বাঃ বাঃ রাজবুদ্ধি বটে! ও বুদ্ধি-টুকু আমার জোটে নাই। ছেলেপুলে নাতি নাতকুড়, তার ভাবনা ভাবি,—তাইতো গা—কি আহাম্মক আমি! দেখুন মহারাজ, এখনো বোধ হয়, দু'দশটা হতভাগার আমাদের মত সুবুদ্ধি জোটে নাই। ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন,—কোন কোন আবাগীর বেটা দেশ কথাটাও মুখে আনে,—এই সকল বাজে ভাবনাও ভাবে, সেইগুলো মলেই সোণার বাঙ্গলার সোণার শ্রী হবে।

জগৎ। ম'শায় কেন ভাবছেন? যার বরাতে যা আছে হবে, উপস্থিত তো মীর কাসিমের হাত থেকে উদ্ধার হোন।

সাম। শেঠজী, আপনার ভাবনাই ভাব্‌ছি। আমাদের আপনার বরাতই বা কে জানে। ইংরাজেরও কয়েদখানা আছে, ফাঁসীকাট আছে। মীর কাসিমেরও কয়েদখানা আছে, জল্লাদ আছে। তা আসুন যাওয়া যাক।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রণাগার

রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ

রাজ। আমরা অতিশয় দুঃসাহসিক কার্য্য কর্‌লেম। নবাব-চর নিশ্চয় আমাদের অনুসরণ করেছে। নবাব অতিসন্দিগ্ধচিত্ত, আমার অনুমান, আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে নবাব-চর আছে।

রাম। তা আর উপায় কি? সে সময় আপনারা সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত কর্‌লেন, সে সম্পূর্ণ হিন্দুর পক্ষ ছিল। তখন আমি জানলে আপনাদের নিবারণ কর্‌তেম। মীর-জাফর খাঁর কোপে পড়েছিলেম, যাহ'ক কৌশলে ক্লাইভের সাহায্যে নিস্তার পেয়েছি। মীর কাসিমের হাতে সর্ব্বনাশ! সর্ব্বস্বান্ত হলেম, সদা সর্ব্বদাই প্রাণের আশঙ্কা। যা হবার একটা হ'য়ে যাক্, আর ভাব্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। তাই তো মীর কাসিমের দৌরাত্ম্যে কারো নিস্তার নাই, এ নবাব আরো দিনকতক থাক্‌লে, জমীদার নাম বাঙ্গলা হ'তে উঠে যাবে। কি দৌরাত্ম্য! কথায় কথায় জমাবৃদ্ধি,—যে সকল মহলে এক গুণ খাজনা ছিলো, সে সকল মহলে দশ গুণ খাজনা হয়েছে। আর আমাদের নবাবে কাজ নাই, ইংরাজের রাজ্য হোক।

স্বরূপ। সেই এক রকম ঠিক কর্‌তেই, দাদা ডাক বসিয়ে দাদা আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছেন। তিনি আগতপ্রায়, তাঁর নিকট সমস্ত সংবাদই পাওয়া যাবে।

রাজ। এই যে শেঠজী!

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের প্রবেশ

স্বরূপ। কি দাদা, সংবাদ কি? মহারাজেরা যে বড় ব্যগ্র হয়েছেন।

জগৎ। মীরজাফরকে তো গদী দেবার এক রকম স্থির নিশ্চিত হলো, খসড়ার সন্ধিপত্রে সই হয়েছে। আমিয়ট আর হে সাহেব নবাব দরবার হ'তে কলিকাতায় ফিরে গেলেই যুদ্ধারম্ভ হবে। ইংরাজ তরফ হ'তে সকলই প্রস্তুত। সৈন্যাধক্ষদের প্রতি আদেশ হয়েছে, যে কোন দিক হ'তে আক্রমণ করতে। কতক-গুলি অস্ত্রপূর্ণ নৌকা ল'য়ে কতক সিপাইও পাটনায় যাত্রা করেছে। আমিয়ট আর হে নিরাপদ স্থানে পহুঁছিলেই, ইলিস্ সাহেব পাটনা আক্রমণ কর্‌বেন।

রাজ। কিরূপ সন্ধি হলো—কিরূপ সন্ধি হলো?

জগৎ। সন্ধি আর কি—এক প্রকার রাজ্য ইংরাজেরই হলো,—নাম মাত্র নবাব মুর্শিদাবাদে থাক্‌বে।

কৃষ্ণ। আঃ বাঁচলেম!

রাম। বাঁচলেম কি মলেম জানি না, পরিণাম কি হবে বলা যায় না।

রাজ। কিন্তু আপাততঃ সংশয়ের অবস্থা হ'তে তো নিস্তার পাওয়া যাবে? আর আমাদের কি বলুন না? মুসলমান রাজাই বা কি ইংরাজ রাজাই বা কি? আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি তো কিছুই নাই।

জগৎ। টাকার সাহায্য আমাদেরই কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি, বুঝলে স্বরূপ?

তারার প্রবেশ

জগৎ। এ কি মা! আপনি এখানে কেন?

তারা। বড় যন্ত্রণায় এসেছি, স্থির হ'তে পারিনে তাই এসেছি, আপনাদের নিকট ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি। মহারাজাধিরাজ আপনারা সকলে একত্র হ'য়ে কি করছেন?—আবার কি কুৎসিৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আজও কি আপনাদের শিক্ষা হয় নাই? জগৎশেঠ, আপনারা দু'ভাই মন্ত্রণা ক'রে কতবার নবাব পরিবর্ত্তন দেখবেন? সর্‌ফরাজের স্থানে যখন আলিবর্দ্দী বসেছিলো, জেনো সেই সর্ব্বনাশের সূচনা। নবাব-বংশধরকে বঞ্চিত ক'রে সেই সময় হতেই মুসলমানদের রাজ্য-লিপ্সা প্রবল হয়েছিল, সেই সময় হ'তেই কৃতঘ্নতা প্রবল, সেই সময় হ'তেই রাজ-বিদ্রোহীর সৃষ্টি। সিরাজের স্থানে মীরজাফরকে বসিয়েছেন, তাতে কি উন্নতি হলো? ইংরাজের টঙ্কশালায় মুদ্রা চলিত হলো,—আপনাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হলো। আপনারাই ষড়যন্ত্র ক'রে কাসিম আলীকে সিংহাসন দিয়েছেন, আবার কেন ষড়যন্ত্র কচ্ছেন? কাসিম আলীর শত্রুদমনের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন, জমীদারদের নিকট সেই অর্থের সঞ্চয় করেছে, এই কি আপনাদের বিরক্তির কারণ? দেশীয় শত্রু দমনের নিমিত্ত, আপনাদের সে অর্থ স্বেচ্ছায় প্রদান করা উচিত ছিলো। কাসিম আলী নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌বার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নাই, নিজ বিলাসের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করে নাই, দেশ-বৈরী নির্য্যাতনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করেছে;—আপনারা সকলে তাঁর সাহায্য করুন।

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) কে এ—হেথায় কি ক'রে এলো? দারোয়ানেরা আটক কর্‌লে না কেন?

রাম। রাণীর পাগলী মেয়ে। ওকে সকলে ভয় করে, কেউ কিছু বলে না, ও যেখানে-সেখানে যায়।

তারা। বাবা, ভিক্ষা দাও, দুখিনীকে ভিক্ষা দাও,—আর কুমন্ত্রণায় লিপ্ত থেকো না।

রাম। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদেয় ক'রে দেন, কার্য্যের ব্যাঘাত হচ্ছে।

জগৎ। মা, আমরা হিন্দু,—আমাদের আর দেশ কি বলুন? আমাদের পক্ষে মুসলমান রাজাই বা কি আর ইংরাজ রাজাই বা কি?

তারা। বঙ্গবাসী হয়ে এমন কথা মুখে আনছেন? কি দুর্ব্বুদ্ধিই সকলের অন্তর অধিকার করেছে! কি অদূরদর্শিতা, কি মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করেছে! মুসলমান রাজ্যে

হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি, উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত। ভেবেছ কি, ইংরাজ-রাজ্যে সে পদগৌরব, সে ঐশ্বর্য্য থাক্‌বে? কদাচ মনে স্থান দিয়ো না। মুসলমান রাজা স্বদেশী, তার রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌লে, স্বদেশী রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌বে। বিদেশী অধিকারে বাঙ্গলার ঐশ্বর্য্য বিদেশে যাবে, রাজকার্য্য বিদেশীয় হবে।

রাজ। মা, সেদিন আর নাই। নবাব হিন্দুদ্বেষী, একে একে হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে, মুসলমানদের রাজকার্য্য দিচ্ছে।

তারা। এ বিদ্বেষের কারণ হিন্দু—তা কি এখনও বোধগম্য হয় নাই? মুসলমানেরা সৈন্য-ভার নিয়ে, আপনারা আমোদ-প্রমোদ ক'রে দিন যাপন করেন। তারা যে নবাব সিরাজ-দ্দৌলার বিরোধী হ'য়েছিল সে হিন্দুর পরামর্শে, কূটীল মন্ত্রণা সমস্তই হিন্দুর। হিন্দুর মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধ, হিন্দুর কুচক্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদ,—স্বদেশবাসী পরিত্যাগ ক'রে, বিদেশীর আনুগত্য হিন্দুরাই কচ্ছে।

জগৎ। মা, সমস্ত সংবাদ তো অবগত নও। হিন্দুরা প্রাণভয়েই এরূপ করে। ইংরাজের আনুগত্য না ক'র্‌লে, মীরণের দৌরাত্ম্যে সমস্ত উচ্চপদস্থ হিন্দুই নিহত হতো।

তারা। বাবা, পূর্ব্বকথা আন্দোলন নিষ্প্র-য়োজন। রাজা রায়দুর্লভের শঠতাই মীরণের বিদ্বেষের কারণ। মীরজাফরকে পদচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছিলেন। অপরাপর হিন্দুদেরও যোগদানের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেরূপ বল্‌ছেন, সে যদি সত্য হয়, সত্যই যদি মুসলমানেরা হিন্দুদের বঞ্চিত করে, স্বধর্ম্মীকে সমস্ত উচ্চ কার্য্য প্রদান করে,—তথাপি মুসলমান-রাজ্যে হিন্দুর মঙ্গল। দেশের অর্থ দেশে থাক্‌বে, পদস্থ মুসলমানের অধিকারে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হবে;—স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য বিস্তার হবে, সকলের গৃহে অন্ন থাক্‌বে। কিন্তু বিদেশীর বলবৃদ্ধির ফল উপস্থিত দেখ। সমস্ত প্রজা, সমস্ত বণিক, সমস্ত শিল্পী দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে,—দিন দিন দেশে অন্নাভাব; প্রতি মহল, প্রতি পর-গণায় এই দুরবস্থা। এই দুরবস্থা নিবারণে মীর কাসিম প্রবৃত্ত। বাবা, ভিক্ষা দাও, দুখিনী বঙ্গমাতাকে ভিক্ষা দাও। বঙ্গমাতা সন্তানের অন্নের জন্য কাতরা, ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও; —দীন প্রজাদের ভিক্ষা দাও,—আর স্বদেশ-বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকো না।

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) শেঠজি, এরে আবদ্ধ করুন, এখনি মীর কাসিমকে সংবাদ দেবে। আমার বোধ হচ্ছে এ মীর কাসিমের চর। মীর কাসিমের চর নানা ভাবে ভ্রমণ করে, এও পাগলের ভাণ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমাদের মনোভাব সব জান্‌লে, একে ছেড়ে দিলে নিস্তার নাই।

তারা। এখনো শঠতা, এখনো কুমন্ত্রণা? আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন কর্‌বো, আমি চল্লেম। এখনো বল্‌ছি সাবধান! স্বহস্তে নিজ মস্তকে কুঠারাঘাত করো না। সর্ব্বনাশ হবে, ধনেপ্রাণে যাবে, বোঝো—বোঝো,—না বোঝো আমি নিরুপায়,—চল্লেম।

জগৎ। দাঁড়ান, যাবেন না—যাবেন না। আসুন, আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে চলুন।

তারা। আমায় বন্দী কর্‌বে? করো! আমায় বধ করো; মৃত্যু হ'লে বোধ হয় শান্ত হতে পার্‌বো। কিন্তু শোনো, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জাতির প্রতি লক্ষ্য করো, নিজ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করো, স্বদেশীর উপর লক্ষ্য করো,—গলায় প্রস্তর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ো না।

স্বরূপ। আসুন—আসুন—চলুন।

তারা। না—না, আমি যাই—আমি যাই, আমার বড় যন্ত্রণা, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নে! শুন্‌তে পাচ্ছ না? দীন প্রজারা কুঠীয়াল সেপাইয়ের প্রহারে মুমূর্ষু হ'য়ে, আমায় কাতরভাবে ডাক্‌ছে—অনাথ বালকেরা আমায় অন্নাভাবে ডাক্‌ছে,—অনাথিনী, দুখিনী, প্রজার গৃহিণী উচ্চ রোদনে আমায় আহ্বান কচ্ছে। আমি থাকতে পার্‌বো না, আমি চল্লেম।

রাজা ও রাম। (জগৎ শেঠের প্রতি) ধরুন ধরুন—যেতে দেবেন না।

তারা। না না' আমি যাই—আমি যাই, আমার প্রাণ আকুল হয়েছে!

জগৎ। কই হ্যায়?

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

লে যাও, নজরবন্দী রাখো, বেহুকুম মাৎ ছোড়ো।

১ প্রহরী। আও মায়ি আও—

জগৎ। লে যাও লে যাও—

তারা। না না—আমি থাক্‌বো না—চল্লেম।

জগৎ। (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল

একি—অকস্মাৎ কি শব্দ? সৈন্য-কোলাহল অনুমান হচ্ছে। এই যে আস্‌ছে—সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো—

তকীখাঁর প্রবেশ

আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (প্রহরীদের প্রতি) যাও যাও—তোমরা এখন যাও। [প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

তকী। একি মায়ি, তুই এখানে?

জগৎ। খাঁসাহেব, ওকে কি বল্‌ছেন? ও পাগল।

তকী। না মশায়, পাগল নয়। কি মায়ি, হেথায় কি কচ্ছিস্‌?

তারা। বাবা, তুমি এসেছ? ঘোর ঘনমেঘ উদয় হচ্ছে,—অচিরে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাতে বঙ্গ-ভূমি কম্পিত হবে, অচিরে নদী-স্রোতের ন্যায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে, অচিরে হাহা নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। বাবা, বক্ষের রক্ত দেবার সময় উপস্থিত, প্রস্তুত হও।

তকী। কই মায়ি, আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না?

তারা। কেন—কেন—তুমি কি নিদ্রিত? তুমি তো বঙ্গমাতার প্রকৃত সন্তান, তোমার তো নিদ্রার অবকাশ নাই! তবে কেন তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দেখ্‌তে পাচ্ছ না?—বিদেশীর ভেদমন্ত্রে হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ, যেখানে-সেখানে ইংরাজের সেপাই প্রজা উৎপীড়ন কচ্ছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র যুদ্ধ হচ্ছে; ইংরাজের অস্ত্রপূর্ণ সৈন্যপূর্ণ সজ্জিত তরণী পাটনা অভিমুখে গমন কচ্ছে;—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? ইংরাজ-অধ্যক্ষেরা রণ-প্রতীক্ষায় অধীর;—সৈন্য সামন্ত সব প্রস্তুত, কে কোন্‌ পথে নবাবকে আক্রমণ করবে, সেইজন্য দিবারাত্র মন্ত্রণা। বাবা তোমার সুদিন উপস্থিত, তোমার দেশভক্তি, প্রভুভক্তি দেখাবার সুযোগ উপস্থিত। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও। [তারার প্রস্থান।

তকী। মহাশয়, সত্যই আমাদের সুদিন উদয়, সত্যই আমাদের রাজভক্তি, স্বদেশভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত,—আমাদের পরম শুভদিন আগত! আমরা মনুষ্য, আমরা বঙ্গ-সন্তান, আমরা বীর, আমরা দেশবৈরী-নির্য্যাতক,—জগতে প্রচার কর্‌বো! মনুষ্য-জীবন প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় পরিত্যাগ কর্‌বো! এ সামান্যা রমণী নয়,—পাগল নয়—স্বর্গদূত! নিজ্জীব বঙ্গবাসীকে উৎসাহ দেবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র ভ্রমণ কচ্ছে!

সকলে। সত্য—সত্য।

জগৎ। মহাশয়ের এ গরীবখানায় কি নিমিত্ত পদার্পণ?

তকী। আপনারা এখনি প্রস্তুত হোন, নবাবের আদেশে মুঙ্গেরে আপনাদের লয়ে যেতে এসেছি।

জগৎ। কেন—কেন—নবাব কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

তকী। না, চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি আপনাদের সম্মানের সহিত ল'য়ে যেতে আমায় আদেশ দান করেছেন। আপনারা সকলেই যাবার নিমিত্ত প্রস্তুত হোন।

জগৎ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। তবে কি না যখন গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন, আতিথ্য গ্রহণ করুন।

তকী। না শেঠজি, সময় নাই। এখনি আপনাদের যেতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হ'য়ে আসুন, সৈন্যদের নিকট আমি অপেক্ষা কর্‌ছি। [তকীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বল্লেম তো মাগী পাগল নয়—নবাবের গুপ্তচর।

রাজ। চলুন—চলুন, অপেক্ষা কর্‌বেন না, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়। তকী একেবারে সৈন্য ল'য়ে উপস্থিত হয়েছে, কলিকাতায় পালা-বারও উপায় নাই।

জগৎ। দেখুন—ধর্ম্ম আছেন। বিনা অপরাধে নবাব দণ্ড দেন, ধর্ম্ম সইবে না!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—দরবার

মীর কাসিম, আমিয়ট, হে ও সভাসদ্‌গণ

কাসিম। আমি বারবার চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি, আপনাদের সহিত বিবাদ না হয়;—এখনো আমার প্রাণপণে সেই ইচ্ছা, কিন্তু আপনারা বিবাদের জন্য প্রস্তুত। নচেৎ অতি ন্যায্য কথা কি নিমিত্ত বুঝ্‌ছেন না?

আমি। আমরা কখনো মাশুল দিই না।

কাসিম। আপনাদের নিকট তো আমি মাশুল চাচ্ছি না।

আমি। আপনি সব্বাইকার মাশুল তুলিয়া দিয়াছেন, ইহাতে হামাদের লোকসান, ইহা আমরা সহ্য করিব না।

কাসিম। আমার রাজ্য, আমি মাশুল গ্রহণ কর্‌বো না, ইহাতে আপনাদের অসহ্য হওয়ার কারণ কি? আপনাদের বাণিজ্যের লোকসান হবে? আর আমার প্রজার সর্ব্বনাশ হবে না? আমি নবাব হয়ে সে সর্ব্বনাশ কেন কর্‌বো? বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম যে তিনটি প্রদেশের আপনাদের সনদ লিখে দিয়েছি, তার কোন কার্য্যে তো আমি হস্তক্ষেপ করি নাই? এ তিনটিই একটি রাজ্য বিশেষ।

আমি। হাঁ হাঁ—সন্ধিপত্র লিখাইয়া লইয়াছেন, তার আর কি বলিব—ভূয়া রাজ্য দিয়াছেন। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর—মারহাট্টার দৌরাত্ম্যে প্রজা নাই, জঙ্গল হইয়া গিয়াছে, কর কিছু আদায় হয় না, আমাদের উপর তাই চাপাইয়া দিয়াছেন। আর চাঁটগা তো পর্তুগিজ জলদস্যু রোজ লুট করে, রোজ রোজ লড়াই করিতে হয়। হলওয়েল সাহেবকে ভুলাইয়া আপনি এই তিনটা দেশ দিয়াছেন। ও তো কোম্পানীর লোকসান। আমাকে ভুলাইতে পারিতেন না।

কাসিম। তখন তো কাউন্সিলের মেম্বাররা খুব আনন্দ ক'রে নিয়েছিলেন, এখন আবার নূতন কথা কেন? আমার বিবাদ কর্‌বার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই, আপনারাই নানা কথা তুলছেন?

হে। আপনি মুখে বলেন, বিবাদ করিবেন না। কাজে তো বিবাদ বাধাইয়াছেন। আমরা লবণের আড়াই আর ঢাকা ও লক্ষ্মীপুরের তামাকের duty দিতে রাজী, আপনি তাহাতে কাণই দিতেছেন না!

কাসিম। আপনার অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত না হওয়া যদি বিবাদ করা হয়, আমি নিরুপায়। আমি জীবন থাক্‌তে প্রজার মঙ্গল সাধন কর্‌বো,—নিশ্চয় জান্‌বেন। আমার রাজ্যে, আমার রাজকার্য্যে আপনারা কি নিমিত্ত হস্তক্ষেপ কচ্ছেন? সকল স্থানেই বল প্রয়োগ ক'রে আমার কর্ম্মচারীর প্রতি অত্যাচার কচ্ছেন—প্রজার সর্ব্বনাশ কচ্ছেন। আমার কর্ম্মচারীগণের কার্য্যে বাধা দিয়ে, ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষগণ নিরস্ত নন। কর্ম্মচারীগণকে বন্ধন করে প্রহার করেন। আমার কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের বিচারক—আপনারা। ইংরাজ অধ্যক্ষগণের অত্যাচার সমর্থন ক'রে আমার শাসনক্ষমতা নষ্ট কচ্ছেন।

আমি। অন্যায় করিতেছেন আপনি—আর আমরা অন্যায় করিতেছি বলিতেছেন। আপনি, আমাদের নৌকা পাটনায় যাইতেছিলো, আটক করিয়াছেন, ছাড়িয়া দিতেছেন না। আমাদের বিবাদ করা ভারি অনিচ্ছা, এ নিমিত্ত বারবার আপনাকে বলিতেছি, ছাড়িয়া দেন। আপনি শুনিতেছেন না, আর আমাদের দোষ দিতেছেন।

কাসিম। আমার বিনানুমতিতে আমার রাজ্যে সিপাই আন্‌ছেন, অস্ত্র-শস্ত্র আন্‌ছেন, কথায় কথায় পাটনার ইলিস্‌ সাহেব আমায় অপমান করেন, তার নিকট আমি ঐসব অস্ত্র-শস্ত্র-সিপাই ছেড়ে দেবো, এই আপনাদের ইচ্ছা? আমার সিপাই, আমার অস্ত্র-শস্ত্র যদি কলিকাতায় উপস্থিত হতো, আপনারা কি বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দিতেন?

আমি। দেখুন নবাব, মিটাইতে চান মিটান—আর না মিটাইতে চান্‌—সাফ্‌ বলেন? আমরা বেশী কথা কহিতে জানি না।

কাসিম। আমিও অল্প কথায় বল্‌ছি, আপনারা যদি শতকরা নয় টাকা শুল্ক দিতে অমত করেন, আমি কারো নিকট শুল্ক গ্রহণ কর্‌বো না; আর যুদ্ধের উপকরণ আমি আটক কর্‌বো—এই আমার কথা।

হে। দেখিতেছি আপনার যুদ্ধেই মন। এখনো আপনার ভালর জন্য বলিতেছি, হামাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না।

কাসিম। সাহেব, আমি বিবাদ কর্‌বো? রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত হ'লে আমার স্বদেশের সর্ব্বনাশ; পরাজয়ে স্বদেশ আপনাদের পদানত। আর বিবাদে আপনার স্বদেশের কোন ক্ষতি নাই,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের কিছু ক্ষতি হ'তে পারে। আপনাদের পরাজয় হ'লে, আপনারা ক'জন মাত্র পরাজিত হবেন, ইংরাজ জাতি পরাজিত হবে না। আমার পরাজয়ে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পরাজিত। এরূপ স্থলে বিবাদ করা যে আমার অনিচ্ছা, আপনারা অনায়াসে বুঝ্‌তে পারেন। কিন্তু আপনারা নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য, একবারও হতভাগ্য বাঙ্গলার প্রজার প্রতি দৃষ্টিপাত কচ্ছেন না! তারা যে অন্নাভাবে দিন দিন কঙ্কালসার হচ্ছে, তা লক্ষ্য কচ্ছেন না! দিন দিন দেশী শিল্প-বাণিজ্য যে নির্ম্মূল হচ্ছে, তা আপনারা জেনেও জান্‌ছেন না! এ কি উদারচেতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজের কর্ত্তব্য? সাহেব, ক্ষান্ত হোন। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করুন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেন, নিরীহ বঙ্গসন্তানের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হবেন না। স্বর্ণপ্রসূ ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত করবেন না; অট্টালিকাশ্রেণী শৃগাল-কুক্কুরের আবাস কর্‌বেন না। সাহেব, ন্যায়ের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করুন,—দীন বঙ্গ-বাসীর উপর কৃপাবান হ'য়ে, যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত থাকুন।

আমি। আপনি ভাল পাদ্‌রী হইতে পারিতেন।

কাসিম। বুঝ্‌লেম আপনারা মীমাংসার নিমিত্ত আসেন নাই;—পরিহাস কর্‌তে এসেছেন, নবাবকে ভয় প্রদর্শন কর্‌তে এসেছেন, দুর্ব্বল পীড়নে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। আমি ব্যঙ্গের উত্তর দিতে প্রস্তুত নই; কিন্তু আমার হৃদয়ে ভয় স্থান পাবে না। আপনারাও যেমন আত্মোন্নতির জন্য দীন প্রজা-পীড়নে কৃতসঙ্কল্প, আমিও সেইরূপ তাদের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করেছি,—প্রজা-রক্ষার্থে নবাবী গ্রহণ করেছি। প্রজা রক্ষা করা যে প্রকৃত নবাবী, তা আমি শয়নে-স্বপনে বিস্মৃত হই নাই।

হে। আপনি ভালরূপে বিবেচনা করুন, আমরা আপনাকে বুঝাইতে আসিয়াছিলাম। কাউন্সিলের প্রধান প্রধান মেম্বার্স আপনার কার্য্যে কুপিত। আপনার ভালাইয়ের নিমিত্ত আমরা আসিয়াছি, তবে সে ভালাই আপনি কেন ছাড়িতেছেন? এখন একটা লড়াই বাধিলে আপনার ক্ষতি, আমাদের ক্ষতি, তবে কেন এ কাজে যাইতেছেন?

কাসিম। যদি কেবল আমার নিজ ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য থাক্‌তো, আমার নিজ ক্ষতি যদি কেবল ক্ষতি বিবেচনা কর্‌তেম, তা'হলে আপনারা যতদূর অন্যায্য প্রস্তাব কর্‌তেন, ততদূর অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হতেম। কিন্তু আপনারা যা প্রস্তাব কচ্ছেন তাতে বঙ্গ-বাসীর সম্পূর্ণ ক্ষতি, আপনাদের সম্পূর্ণ লাভ। আপনারা জনে জনে আমির হবেন, এই ইচ্ছা,—আর বাঙ্গলার আমীর পর্য্যন্ত ফকীর হবে। এ প্রস্তাবে কিরূপে সম্মত হবো? কিন্তু আমার প্রস্তাবে আপনাদের ক্ষতি নাই, কিঞ্চিৎ কম লাভ। বাঙ্গলাকে নিঃস্ব ক'রে, আপনাদের নিজ নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌তে পাচ্ছেন না, এইমাত্র আপনাদের ক্ষতি। এতে আপনারা সম্মত হচ্ছেন না কেন, কে জানে! আপনার কথার আভাস এই, যে আমি সম্মত না হ'লে যুদ্ধ হবে। কিন্তু আমি বল্‌ছি, যে আমার সম্মতির কিছু অপেক্ষা নাই, আপনারা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত। আমার নবাবী আপনাদের মনোনীত নয়, স্বাধীন ইচ্ছাবান্ নবাব আপনাদের মনোনীত নয়; আপনাদের হস্তের পুতুলি—এরূপ নবাব আপনাদের নির্ব্বাচন করা ইচ্ছা।

আমি। কি বলিতেছেন? আপনাকে আমরাই নবাবী দিয়াছি।

কাসিম। দিয়েছেন,—কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন কাজ ভাল হয় নাই, প্রজাশোষণে ব্যাঘাত হচ্ছে,—সেই নিমিত্ত অপর বন্দোবস্ত কর্‌তে চান। যদ্যপি আপনাদের এই ঘোরতর অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হই, তথাপি যে আপনারা নিরস্ত থাক্‌বেন, এ আমার ধারণা নাই। নিত্য নূতন টাকার দাবী কর্‌বেন, যেরূপ

হেষ্টিংসকে দিয়ে পঁাচিশ লক্ষ টাকার দাবী ক’রে পাঠিয়েছিলেন—

হে। সে দাবি তো আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি? আপনি কড়া কড়া কথা বলিতেছেন।

কাসিম। সত্য কথাই বল্‌ছি।

আমি। আপনিই গোড়া হইতে যুদ্ধের সরঞ্জাম করিতেছেন। মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী আনিয়াছেন, ফৌজ বাড়াইয়াছেন, ইউরোপীয়ানদের মতে শিক্ষা দিয়াছেন, গোলাগুলি, বারুদ, কামান প্রস্তুত করিয়াছেন।

কাসিম। আমি নবাব, এ সকল আমার প্রয়োজন। আপনাদের অপর কিছু আপত্তি নাই, আমার ফৌজ তৈয়ার থাক্‌লে আমায় কথায় কথায় দমন কর্‌তে পার্‌বেন না—এই আপত্তি। আমি রাজ্য অধিকার পেয়েছি, রাজ্য দৃঢ় করা আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে আপনাদের সহিত বিবাদ কর্‌বো, এরূপ কেন বিবেচনা করেন?

হে। আপনার ফৌজের কি কাম? দুশ্‌মন আসিলে হামরা লড়িব—

কাসিম। আর সামান্য সৈনিক কথায় কথায় আমায় অপমান কর্‌বে, বিনা অনুমতিতে আমার কেল্লায় প্রবেশ করবে, স্বেচ্ছাচারী হ’য়ে আমার জেনানা মহলে উপস্থিত হবে, আমার দুর্গের সম্মুখে সশস্ত্র সেপাই রাখ্‌বে, আমার কর্ম্মচারীর উপর অত্যাচার হ’লে নিবারণ কর্‌তে সক্ষম হবো না, দোষীর দণ্ড আমি না দিয়ে আপনারা দেবেন, এইরূপ আপনাদের মনস্থ! এ মনস্থ আমি থাক্‌তে সফল হবে না;—আর সফল হবে না জেনেই, আপনারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছেন।

হে। বুঝিতেছি, আপনিই যুদ্ধ করিবেন—আপনিই যুদ্ধ করিবেন, আমাদের আসা ভাল হয় নাই।

আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

আলী। জনাব, সেনানায়ক মীর মেহেদি খাঁ পাটনা হ’তে পত্র প্রেরণ করেছেন,—পত্রের উপর লেখা ‘জরুরি’। (পত্রপ্রদান)

কাসিম। (পত্র পাঠ করিয়া) ইব্রাহিম, সাহেবদের সম্মুখে পত্র পাঠ করো। (সাহেবদের প্রতি) শুনুন, যুদ্ধার্থে আমি প্রস্তুত নই, ইলিস্‌ সাহেবই প্রস্তুত।

আলী। (পত্র পাঠ) আলীজা-নাসির-উল্‌-মোলক্‌—ইম্‌তিয়াজউদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসিম আলী খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর—

কাসিম। পত্রের মর্ম্ম পাঠ করো—

আলী। ‘ইলিস্‌ সাহেব পাটনা অধিকারের নিমিত্ত প্রস্তুত। দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘনের নিমিত্ত মই পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছে ও সৈন্য সামন্তকে সজ্জিত রাখিয়াছে; কখন আক্রমণ করিবে, নিশ্চয় নাই। এখানে অল্পসংখ্যক নবাবী সৈন্য আছে, তাহাদের দ্বারা ইলিস্‌ সাহেবকে প্রতিরোধ করা কঠিন। নবাবী আজ্ঞা প্রতীক্ষায় গোলাম অবস্থিত।’

কাসিম। সাহেব, কি বলেন?

আমি। আপনার কর্ম্মচারীরা যেরূপ মিথ্যা বলে, সেইরূপ বলিয়াছে।

কাসিম। আপনার কর্ম্মচারীগণকে আপনি প্রত্যয় করেন, আমার কর্ম্মচারীগণকেও আমি প্রত্যয় করি। অতএব যে পর্য্যন্ত আমার উকীল ও কর্ম্মচারীগণ, কলিকাতা হ’তে প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন আপনারা মুঙ্গেরে অবস্থান কর্‌তে প্রস্তুত হ’ন।

হে। কি, আপনি আমাদের কয়েদ করিবেন?

কাসিম। না, কলিকাতায় আবদ্ধ মহম্মদ আলী প্রভৃতি আমার কর্ম্মচারীগণ, মুঙ্গেরে যাহাতে নিরাপদে প্রত্যাগমন করে, এ নিমিত্ত আপনাদের প্রতিভূ স্বরূপ এখানে অবস্থিতি কর্‌তে হবে।

আমি। আপনি আমাদের দুইজনকে আবদ্ধ রাখিবেন না, আমরা দূত মাত্র, আপনার অন্যায় হইবে।

কাসিম। ভাল, আপনি যেতে ইচ্ছা করেন, আপনি যান, আমার আপত্তি নাই, হে ও গলষ্টন সাহেব এখানে অবস্থান করুন।

আমি। আচ্ছা আচ্ছা—মিছামিছি এসব করিতেছেন।

কাসিম। ইব্রাহিম, উপযুক্ত কর্ম্মচারীদের অদেশ দাও, যে সাহেবদের থাক্‌বার স্থান ও উত্তম পরিচর্য্যার আয়োজন করে। সে স্থান যেন সর্ব্বদা আমার সতর্ক সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হয়। আমিয়ট সাহেব কলিকাতায় যাবেন, তাঁর বাধা-বিঘ্ন না হয়।

আলী। আসুন সাহেব-

[হে ও আমিয়টকে লইয়া ইব্রাহিমের প্রস্থান।

গুর্‌গিণ খাঁর প্রবেশ

কাসিম। গুর্‌গিণ, আমি তোমার নিকট এই দূত প্রেরণ কচ্ছিলেম।

গুর্। হ্যাঁ জনাব, ঝড় উঠিতেছে, শুনিতেছি।

কাসিম। গুর্‌গিণ, যদিও তুমি বিদেশী, কিন্তু তোমাকে স্বদেশী অপেক্ষা—স্বজাতি অপেক্ষা বিশ্বাস করি। আমরা কতদূর প্রস্তুত?

গুর্। কি জানেন জনাব, ঝড়টা একটু দেরীতে উঠিলেই ভাল হইত। যখন উঠিয়াছে, ডর করি না, লাগিয়া যান।

কাসিম। গুর্‌গিণ, আমার মনের আশঙ্কা শোনো—যুদ্ধভয়, প্রাণভয়, আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, আমার ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই, আমার নবাবী গ্রহণ—কার্য্যের নিমিত্ত—নবাবীর নিমিত্ত নয়। আমার নবাবী যায়, জীবন যায়, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রজা আমার প্রাণ;—ইংরাজ-যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর-অনুগ্রহে স্বর্গে স্থান পাই, তথাপি আমার শান্তি হবে না। আমি প্রজার দুঃখে দিবারাত্র ব্যাকুল। অতি অভাগা! সামান্য জীবজন্তুও আহার পায়, বাঙ্গলার প্রজা অনাহারী;—সমস্ত জীবন দুঃখময়, সমস্ত জীবন পরপীড়ন সহ্য করে, সমস্ত জীবন অধীনতায় অতিবাহিত করে! আমার আশঙ্কা পরাজয়ে তাদের সর্ব্বনাশ হবে,—ইংরাজ-দৌরাত্ম্যে তারা সকলে নষ্ট হবে! এখনো যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। যদি আবার শুল্ক স্থাপনা করি, হয় তো যুদ্ধ রহিত হ'তে পারে;—অবশ্য তথাপি নিশ্চিত নাই, যে তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হবে। তুমি কি বলো, আমিয়ট কলিকাতা যাত্রা করেছে, তাকে ফেরাবো?

গুর্। লড়াই হার হইলে প্রজা বরবাদ যাইবে ভাবিতেছেন, কিন্তু শুল্ক তুলিলে তো এখনি বরবাদ যাইবে।

কাসিম। এই তো সঙ্কট! নচেৎ আমি যতদূর হীনতা স্বীকার কর্‌তে হয়, তা কর্‌তেম। ইংরাজের সকল অপমান উপেক্ষা কর্‌তেম, বেগমের অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে তাদের অর্থ-লিপ্সা তৃপ্ত কর্‌তেম। কিন্তু ইংরাজের এক কথা, সকলের নিকট শুল্ক লও, তাদের রেহাই দাও। শুধু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নয়, যে ইংরাজ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সকলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে!

গুর্। জনাব আর ভাবিবেন না। আমরা সমান সমান আছি, আমার মনে ছিলো, একটু বড় হই; তা যখন বাধিল, পরোয়া নাই।

তকীখাঁর প্রবেশ

তকী। জনাব—ইলিস্ রজনীযোগে পাটনা অধিকার করেছে। ইংরাজ সিপাই পাটনা লুট কর্‌ছে।

কাসিম। গুর্‌গিণ, যেখানে ইংরাজ কুঠী আছে, আক্রমণ করতে আজ্ঞা দাও, যেখানে যে ইংরাজ আছে আবদ্ধ করো, আমিয়ট কোথায় দেখ,—সে না কলিকাতায় পালায়! এখনি সৈন্য সজ্জিত করো, সমরু, মার্কার পাটনার অনতিদূরে আছে, তাদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দাও।

গুর্। যো হুকুম জনাব।

[গুর্‌গিণের প্রস্থান।

তকী। জনাব, যুদ্ধ উপস্থিত, গোলামের প্রতি কিছু আজ্ঞা হোক।

কাসিম। তকী, তুমি কার্য্যভার প্রার্থনা কচ্ছ? অতি গুরুতর কার্য্য আমাদের উভয়ের উপস্থিত,—কার্য্য আত্মত্যাগ। যেদিন বালক-বেশে তুমি আমার নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলে, সেইদিন তোমার বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু একমাত্র বীরত্বের এখন কার্য্য নয়। ইংরাজ সজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে। অবশ্য মীর-জাফরকে পুনর্ব্বার নবাব কর্‌বে। কুলাঙ্গার হিন্দু জমীদার, কুলাঙ্গার মুসলমান ওমরাও,

আবার মীরজাফরের পক্ষ হ'য়ে, ইংরাজের সাহায্য কর্‌বে। কোথাও কৌশলে, কোথাও বলে তাদের দমন কর্‌তে হবে। জেনো, ভারতে বীরত্বের অভাবে পরাজয় হয় নাই, ভারতে বীরত্বের অভাব নাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্য্যাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। সকলকে বিনীতভাবে সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, যাতে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা পাবে; —স্বদেশের শত্রুদমনে যা'তে একাগ্রতা জন্মে, তারই প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে। আমাদের আত্মগৌরব ত্যাগ কর্‌তে হবে। বাঙ্গলার দীন প্রজা একমাত্র আমাদের লক্ষ্য, বিদেশীর করাল কবল হ'তে তাদের রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমিয়ট আর অন্যান্য ইংরাজ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছে, তাদের মুঙ্গেরে প্রেরণ করো। জেনো—তোমার প্রভুভক্তি, স্বদেশভক্তির উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর! এসো, তোমার অনেক কার্য্য, আমার ন্যায় তোমার তিলমাত্র বিশ্রামের অবকাশ নাই।

তকী। জনাব, আশীর্ব্বাদ করুন, জীবন থাকতে যেন জন্মভূমির কার্য্য বিস্মৃত না হই, যেন জন্মভূমির কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়, যেন বঙ্গীয় প্রজা আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় হয়—নচেৎ যেন রণভূমে এ দেহ পতিত হয়।

কাসিম। তোমার বীরবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমরা বিষম সন্ধিস্থলে উপস্থিত। হয় ইংরাজ বাঙ্গলা পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে গমন কর্‌বে, নয় মোগল রাজমুকুট অতলজলে নিক্ষিপ্ত হবে। বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, স্বদেশভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত, দীন প্রজা রক্ষার সময় উপস্থিত, দাম্ভিক প্রজাপীড়কের দমন-সময় উপস্থিত। তকী, আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর; —কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হ'তে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ কর্‌বো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান;—শত্রু-দমন বা প্রাণবিসর্জ্জন! এসো—তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত, (তকীর হস্তধারণ ও তকীর জানু পাতিয়া অভিবাদন) বহু কার্য্য উপস্থিত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—গঙ্গাতীর

আমিয়ট, জোন্স, ওয়ালষ্টন, গর্ডন, কুপার, ডাক্তার ক্রুক প্রভৃতি ইংরাজগণ এবং নৌকাস্থিত ইংরাজসিপাইগণ ও মাজী

আমি। Let us instruct the resident to be on the alert. Ellis will commence hostilities soon.

জোন্স। Aught we not take the resident with us? The Nawab will capture the factory no doubt.

আমি। No, we are sufficiently strong here.

জগৎশেঠ-প্রেরিত দূতের প্রবেশ

দূত। সাহেব, সাহেব, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও, নবাব আপনাদের ধরে নে যাবার হুকুম দিয়েছে, ফৌজদার সইদ মহম্মদ আপনাদের ধর্‌তে আস্‌ছে। মহাতাবচাঁদ জগৎশেঠ মশায়, আপনাকে খবর দেবার জন্য, আমায় পাঠিয়েছেন। আপনাদের কলিকাতা যেতে দেবে না। সাহেব, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও।

[দূতের প্রস্থান।

কুপার। Let's go then.

আমি। No, they are here. They must not think we are afraid of them. We will present a bold front. Too late to attempt escape in this clumsy boat.

সেপাইগণ লইয়া ফৌজদার-দূতের প্রবেশ

দূত। সাহেব, সেলাম। ফৌজদার সইদ মহম্মদ খাঁ বাহাদুর, আপনাদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। তাঁর বাড়ীতে নাচ, আপনারা গিয়ে তাঁরে আপ্যায়িত কর্‌বেন।

আমি। দুঃখিত হইলাম, কলিকাতায় জরুরি দরকার। (মাজীর প্রতি) এ মাজী, বোট ছোড়্‌নে তৈয়ারী হোও।

দূত। সাহেব, না এলে ফৌজদার বাহাদুর আমার উপর রাগ কর্‌বেন। (মাজীর প্রতি) এ মাজী, নৌকা ছাড়তে হবে না।

আমি। কেয়া?

দূত। সাহেব অনুগ্রহ ক'রে আস্‌তে হবে।

আমি। চলা যাও, নেই যাগা।

দূত। না সাহেব, নৌকা ছেড়ে দিতে পার্‌বো না, আমার উপর রাগ কর্‌বে। (সিপাহিগণের প্রতি) ওরে, নৌকা আটক কর্‌।

আমি। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে কেন? তোমার সেপাইদের পেছু হইতে বলো।

দূত। সাহেব, ওরা নৌকা ছেড়ে দেবে না।

আমি। Sepoys, fire.

[ইংরাজ-সিপাইগণের নৌকা হইতে পলায়ন।

কুপার। Oh! the cowards!

জোন্স। Let us surrender. They are too many, we cannot resist them.

আমি। But we can die!

আমিয়ট প্রভৃতি সাহেবের, মুসলমান সিপাহিগণের প্রতি গুলিকরণ

দূত। মারো—মারো (পরস্পর যুদ্ধ)

আমি। Let them see how Englishmen die.

[যুদ্ধে ইংরাজের পতন।

(পতিত অবস্থায়) দেখো মুসলমান, ইংরাজ-রক্ত বাঙ্গলায় পড়িল, বাঙ্গলা জ্বলিয়া যাইবে।

দূত। (সৈন্যদের প্রতি) দ্যাখ, দ্যাখ, নৌকার ভেতর কে আছে দ্যাখ্‌।

কতগুলি মুসলমান সৈন্যের নৌকায় আরোহণ

মাজী। দই মিঞা সাহেবের, দই মিঞা সাহেবের,—মুই মাজী!

দূত। নৌকা তল্লাস করো, চারদিক দেখো, যারে পাও, গ্রেপ্তার করো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটনা—দুর্গপ্রাকার

লালসিং ও জনৈক সৈন্য

জনৈক সৈন্য। বীরবর, আর আমরা দুর্গ রক্ষার বিফল চেষ্টা কচ্ছি! আবার কামান ল'য়ে ইংরাজ সেপাই আস্‌ছে। আমাদের সকলেই আহত, আপনি অস্ত্রাঘাতে বিকল অঙ্গ, আর কেন দুর্গ রক্ষার বিফল প্রয়াস পাচ্ছেন? এখনো ইংরাজ সেপাই দূরে, এখনো আমরা দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে পলায়ন কর্‌তে পার্‌বো। ঐ দেখুন, দূরে ধ্বজা দেখুন, ইংরাজ সেপাই, মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হবে। দুর্গে আহার নাই, স্থানে স্থানে দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন, আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের অনেকেই আহত, অবিরাম যুদ্ধে সকলেই ক্লান্ত। ঐ ধ্বজা দেখুন, মুহূর্ত্তমধ্যে ইংরাজ-সৈন্য দুর্গের নিকটবর্ত্তী হবে।

লালসিং। বার বার ইংরাজ-সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, এবারও পলায়ন কর্‌বে। আর যদি তাদের হস্তে আমাদের মৃত্যু হয়, আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে না। যদি নায়েব-নবাব মীর মেহেদী, অধিকাংশ সৈন্য ল'য়ে না পলায়ন করতেন, আমরা দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকতেম না;—এতক্ষণ পাটনা পুনরুদ্ধার কর্‌তেম। হায় হায়! যদি মীর মেহেদী খাঁ ইংরাজের নিশীথ-আক্রমণে ভয়-বিহ্বল হ'য়ে পলায়ন না কর্‌তেন, তা'হলে নিরীহ প্রজার শোণিত-স্রোত, আজ পাটনার রাজপথ প্লাবিত ক'রে, জাহ্নবী-সলিলে মিশ্রিত হতো না; প্রজার হাহাকার পরিবর্ত্তে ইংরাজ-সৈন্যের হাহাকার উত্থিত হতো; প্রজার গৃহদগ্ধ ধূম গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন না ক'রে, ভগ্ন ইংরাজ-কুঠীর ধূলিরাশি ঘনাকারে সূর্য্য আবরণ কর্‌তো,—ইংরাজকুলকলঙ্ক ইলিসেরা চোরের ন্যায় আক্রমণ, লৌহসদৃশ নিষ্ঠুরতার সমুচিত দণ্ডবিধান কর্‌তে পার্‌তেম! যদি দুর্গ রক্ষা নাই হয়, অধিক কি হবে। আমরা তো জীবন তুচ্ছজ্ঞানে, পলায়নপর না হ'য়ে দুর্গ রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছি; এতক্ষণ দুর্গ রক্ষা করেছি, আর রক্ষা কর্‌তে সক্ষম না হই, প্রাণ-ত্যাগে কে বাধা দেবে! স্থির হও। বীরবর

মহম্মদ আমীন 'চেহেল সেতুন' রক্ষা কর্‌ছেন। পলায়ন কর্‌লে তাঁর নিকট নিন্দনীয় হবো। এত আয়াসের পর জনসমাজে কলঙ্কিত হবো? তোমরা সকলে বীর; বীর,--জীবন তৃণজ্ঞান করে, আমরাও এসো, তৃণজ্ঞানে সমর-স্রোতে জীবন নিক্ষেপ করি।

ইংরাজ সেপাইগণের প্রবেশ

সেপাইগণ। দরজা ভাংগো — তোপ দাগো—

লাল। আরে হীনপ্রাণ ইংরাজ-ভৃত্য ভারতবাসী, আরে স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিঘাতী ভারতকলঙ্ক, তোরা কি পশু অপেক্ষা হৃদয়-শূন্য? পশুরা স্বজাতিদ্রোহী নয়। কুৎসিত বায়স স্বজাতির বিপদে হাহাকার করে। আর স্বজাতিহন্তা! তোরা স্বজাতির প্রাণ সংহার কচ্ছিস্‌, স্বজাতির বিপদে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছিস্‌, স্বজাতির শত্রুর পক্ষে জয়ধ্বনি কচ্ছিস্‌! ধিক্‌ শত ধিক্‌! তোদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয় না, প্রলয়মেঘ তোদের আবরণ করে না, পিশাচের পদাঘাতে তোদের মস্তক চূর্ণ হয় না! ধিক্‌ ধিক্‌ স্বজাতি-হনন—তোদের বীরত্ব!

নেপথ্যে তোপধ্বনি

নেপথ্যে। পালা—পালা—সমরু এলো—সমরু এলো।

ইংরাজ সেপাইগণ। পালা—পালা—ঐ নবাবী ফৌজ—ঐ নবাবী ফৌজ!

[ইংরাজ সেপাইগণের পলায়ন।

মহম্মদ আমীনের প্রবেশ

আমীন। বীরবর এসো, এসো—ইংরাজের কুঠী আক্রমণ করিগে এসো, ঈশ্বর আমাদের উদ্যম সফল করেছেন, পাটনা আবার নবাব-অধিকারে। আমার মুষ্টিমেয় সিপাই অসীম বিক্রম প্রকাশ করেছে; আমি তাদের সাহায্যে 'চেহেল সেতুন' রক্ষা কর্‌তে সমর্থ হয়েছি। শীঘ্র এসো—শীঘ্র এসো—

লাল। বীরবর, তুমি ধন্য, জয় মীর কাসিম আলীখাঁর জয়!

সকলে। জয় মীর কাসিম আলীখাঁর জয়। (নেপথ্যে জয়ধ্বনি, তোপধ্বনি)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মাঞ্জী—গঙ্গাতীর

ইলিস্‌ ও অন্যান্য ইংরাজগণ, ইলিস্‌-পত্নী, ইংরাজ-রমণী ও বালক-বালিকাগণ

১ ইংরাজ। We have made a mistake not to make a stand in the factory.

ইলিস্‌। No, we couldn't resist the attack, we had made a timely flight. Let us go to Oudh not to Calcutta, or we will be captured on our way.

২ ইংরাজ। They are in hot pursuit, they would overtake us soon.

ইলিস্‌। No, Colonel Carstairs with some English soldiers and sepoys is covering our retreat.

একজন হাবিলদারের প্রবেশ

হাবিল। সাহেব ভাগো, ভাগো—সমরু আতা।

ইলিস্‌। Carstairs সাব রোখা নাই?

হাবিল। ওনকা পাশ যো সেপাই রহা, সব ভাগ গিয়া,—গোরা লোক বন্দুক ছোড়্‌কে পাক্‌ড়া দিয়া;—কারোষ্টারস্‌ সাব লড়াইমে জান দিয়া।

ইলিস্‌। There is no boat, how to escape!

হাবিল। ওই একঠো বোট।

ইলিস্‌। এ মাজী এ মাজী—

ইলিস্‌-পত্নী। Oh! they are come.

ইলিস্‌। Courage! they dare not touch English Ladies.

সৈন্যগণ সহ সমরুর প্রবেশ

সমরু। Good morning Mr. Ellish! ফাইথ্‌,—সমরু হিয়ার, ফাইথ্‌!

ইলিস্‌। Samru, we surrender.

সমরু। সারান্দার! প্রাউদ মিষ্টার ইলিস্ সারান্দার! নট গিভ অর্দার, রাইথ—ফ্রন্থ—ফায়ার!

ইলিস্। Come Samru, we give up our weapons.

ইলিস্ প্রভৃতি ইংরাজগণের অস্ত্র প্রদান

সমরু। বেরি গুড বেরি গুড। সেলাম লেদীজ, সেলাম বাবালোক! নবাব প্রিপেয়ার দিনার ফর ইউ—কোম—কোম—

ইলিস্। (স্বগত) I wish I could send a bullet through the dog's head, but the ladies and children are a burden.

১ সৈনিক। (জনান্তিকে সমরুর প্রতি) সমরু সাব, আপকা বাতঠো রহে গিয়া—ইলিস্ সাবকো পাকড়া—নবাব বহুত খুসি হোগা।

সমরু। এখন কি খুসি? যখন সব ইংরাজ মার্‌বো, তখন খুসি! (ইলিসের প্রতি) কোম কোম দিনার কুলিং (সৈন্যগণের প্রতি) লে চলো—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—মীর কাসিমের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

বেগম

গীত

চঞ্চল বীর-তরবারি।
বাজে ভেরী দিক বিদারি॥
পতাকা আকাশে, গরবে বিকাশে,
অধীর বীর সমর-প্রয়াসে,
তড় তড় আসোয়ার, চালিত কুঞ্জর
সমর উল্লাসে;
দ্রুতপদে, দ্রুতপদে বীর অস্ত্রধারী সারি সারি॥

মীর কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। একি, তোমার আজ এত আনন্দের কারণ কি?

বেগম। কেন নবাব? সুদিন উদয় হয়েছে! মুসলমানের গৌরবের দিন, বাঙ্গালার গৌরবের দিন, বীরের গৌরবের দিন, বীর-পত্নীর গৌরবের দিন—ঈশ্বর কৃপায় উপস্থিত। আজ আমি আনন্দ কর্‌বো না কেন? তুমি হাস্‌ছো কেন?

কাসিম। তোমার কথায়! তুমি বালিকার ন্যায় কথা বল্‌ছ? ইংরাজ কিরূপ দুর্দ্দমনীয় শত্রু, তা তুমি জান না, রণক্ষেত্রে ইংরাজের বলবীর্য্য দেখো নাই, সেইজন্য যুদ্ধ-সংবাদে আনন্দ কচ্ছ। জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

বেগম। তুমি আমায় মোগল দুহিতা, মোগল রমণী ব'লে আদর করো, যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত,—একথা আমি জানি না? নবাব, তুমি তো জয়-পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য ক'রে, কার্য্যভার গ্রহণ কর নি! তোমার লক্ষ্য কার্য্য, কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্যের উদ্যম করেছ। দিবা-রাত্র তুমি কার্য্যের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্ত স্থির নও; শত্রু দমনের উদ্যোগে তোমার জীবন সমর্পণ করেছ। উদ্যোগ শেষ হয়েছে, পরীক্ষার দিন উদয়, সে পরীক্ষায় জয়-পরাজয় ঈশ্বরাধীন! তুমি মোগল, তুমি বীর, তুমি আত্মত্যাগী, তুমি উদ্যোগী, তুমি স্বদেশ-বৎসল, তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তুমি প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করেছ। সম্মুখে মহা কর্ত্তব্য উপস্থিত, নবাব, এ তো তোমার আনন্দের দিন;—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমারও আনন্দের দিন, তাই আনন্দ কর্‌ছি।

কাসিম। আমায় যুদ্ধে যেতে হবে, তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

বেগম। যুদ্ধে যাবে—চলো। 'বিদায় নিতে এসেছ' বল্‌চ কেন? তুমি যুদ্ধে যাবে, আমি কোথায় থাক্‌বো? তুমিও মহাকার্য্যে ব্রতী, আমি তোমার পত্নী, আমিও মহাকার্য্যে ব্রতী! যুদ্ধক্ষেত্রে চিরদিন আমায় সঙ্গে নাও, চির-দিনই তোমার বীরত্ব দেখি,—মহাযুদ্ধ উপস্থিত, সে যুদ্ধে আমি তোমার নিকট থাক্‌বো না? রণ-অবসানে, ক্লান্ত হ'য়ে যখন শিবিরে ফির্‌বে, আমি তোমার সেবা কর্‌বো না? তোমার চিন্তাপূর্ণ উষ্ণ মস্তিষ্ক, কার সঙ্গীতে শীতল হবে, কার শুশ্রূষায় তুমি নিদ্রা যাবে? প্রভাতে কে তোমায় রণসজ্জা ক'রে দেবে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রে, উৎসাহবাক্যে কে তোমায় যুদ্ধে পাঠাবে?—আমি! আমায় তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়াছ, সেই শিক্ষার পরিচয় দেবো!

কাসিম। তুমি বোধ হয় সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝতে পার নাই। অতি বিষম সংগ্রাম উপস্থিত। শত্রু অতি প্রবল, অতি রণ-কৌশলী। যুদ্ধ অতি অনিশ্চিত। তুমি বীরাঙ্গনা, এ নিমিত্ত তোমার নিকট প্রকাশ কর্‌ছি—রাজ্যের মমতা, জীবনের মমতা, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে প্রতি মুহূর্ত্তে শত্রু-অস্ত্রে দেহত্যাগের সম্ভব। যুদ্ধে পরাজয় হ'লে তুমি নিকটে থাক্‌লে, তোমায় নিয়ে বিব্রত হবো। যদি সুদিন হয়, আবার দেখা হবে!

বেগম। আমায় নিয়ে বিব্রত হবে কেন? আমি নারী সত্য, কিন্তু বীরনারী। বলবান্ শত্রু, যুদ্ধে যদি পরাজয় হয়, আমায় নিয়ে বিব্রত হবে, এই তোমার আশঙ্কা? যদি যুদ্ধে তোমার দেহ পতন হয়, আমি শত্রুহস্তে পতিত হবো,—এই তোমার আশঙ্কা? সে আশঙ্কা ত্যাগ করো! আমি পতিপ্রাণা, আমি জীবিত থাক্‌তে, কদাচ শত্রু-অস্ত্র তোমায় স্পর্শ কর্‌বে না! এমন বলবান্ শত্রু নাই যে আমায় বন্দী কর্‌বে! জীবনে-মরণে তোমার দাসী, জীবনে-মরণে তোমার সাথী হবো! চলো—যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হই।

খোজার প্রবেশ

খোজা। জনাব, সেনাপতি তকী খাঁ বাহাদুর নবাব-আদেশ অপেক্ষায় উপস্থিত।

কাসিম। তাঁকে অপেক্ষা কর্‌তে বল।

[খোজার প্রস্থান।

বেগম। তকী খাঁ কে?

কাসিম। সেই তাব্রিজ দেশীয় বালক—যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। নিতান্ত প্রভুভক্ত। তার রাজভক্তি, স্বদেশ অনুরাগের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাকে আমি মুর্শিদাবাদে ইংরাজের গতিরোধ কর্‌বার জন্য প্রেরণ কর্‌ছি,—আমার উপ-দেশের নিমিত্ত এসেছে।

বেগম। সে যুদ্ধে যাবার আগে, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে, আমি তার মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

কাসিম। আজ দেখ্‌ছি—তুমি রণোল্লাসে উন্মত্ত;—নবাব-অন্দরে অপর ব্যক্তি প্রবেশ কর্‌বে?

বেগম। আমি রণোল্লাসে উল্লসিত বটে, কিন্তু উন্মত্ততা কি দেখ্‌ছ? তকী বালক অবস্থায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তুমি তারে প্রতিপালন করেছ। সে রাজভক্ত, তুমি তার পিতার স্বরূপ, আমিও তার জননী; নবাব-অন্দরে নবাবের পুত্র প্রবেশ কর্‌বে, এতে উন্মত্ততা কি? মার নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে পুত্র যুদ্ধে গমন কর্‌বে, এতে উন্মত্ততা কি? তুমি বলেছ, প্রজা আমার সন্তান; সন্তানের নিকট আবার বেগমের সম্মান কি? আমি তাদের জননী, আমি তাদের প্রতিপালন কর্‌বো, আমার দৃষ্টান্তে রাজভক্তি শিক্ষা কর্‌বে। তকী তোমার বিশ্বাসপাত্র; যদি অন্দরে আস্‌বার তার অধিকার না থাকে, তবে কিরূপ বিশ্বাসপাত্র? নবাব, তোমার নিকট জানু পেতে আমার মিনতি, যে বিশ্বাস-পাত্র, তারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রো, যে অবিশ্বাসী, সে চিরদিনই অবিশ্বাসী—তারে বর্জ্জন করো। বিশ্বাসীর নিকট, প্রাণ সমর্পণ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হয়ো না,—নচেৎ তোমার মহাকার্য্যে বিস্তর ব্যাঘাত হবে।

কাসিম। না—না—তকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তোমার উচিত নয়, এতে লোকনিন্দা হবে।

বেগম। লোকনিন্দা! তুমি তো লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি আমায় দুঃখ ক'রে বলেছ,—লোকে তোমাকে নির্দ্দয় বলে, রাজ্যলোলুপ বলে, বিশ্বাস-ঘাতক বলে, সে সমস্তই তুমি উপেক্ষা করেছ,—আর সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, এতে লোকে নিন্দা কর্‌বে, এই ভয় কচ্ছ? আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাক্‌বো, প্রয়োজন হয়, বীরাঙ্গনার ন্যায় উদ্যমভঙ্গ সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান কর্‌বো; প্রয়োজন হয় শত্রুসম্মুখীন হবো; প্রয়োজন হয়, কঠিন রণসন্ধিতে প্রবেশ কর্‌বো; প্রয়োজন হয়, স্বদেশবৎসল বীর-গণের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ কর্‌বো! আমি তোমার পত্নী, তুমি আমায় বিলাসিনী রমণী-জ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না।

কাসিম। ভাল, তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমি তকী খাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

বেগম। বাঁদী!—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বেগম সাব।

বেগম। আমি যে ইরাণী-তরবারি তোমার কাছে রেখেছি, নিয়ে এসো।

[বাঁদীর প্রস্থান।

তরবারি লইয়া বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ এবং বেগমকে তরবারি দিয়া প্রস্থান

তরবারি হস্তে বেগমের গীত

বীর-করে তরবারি ধরে।
তরবারি সাজে, আর কা'র করে॥
বীর বিনা, মাতি বীর-রসে
তরবারি-করে কে সমরে পশে?
চমকে ফলক রবি-কর-পরশে,
অরি-শির অযুত খসে;
রুধির ঝলকে, দামিনী দলকে,
বীর-তরবারি খেলে হরষে!
বীর-তরবারি, বীর-করে—
অরি নেহারে ডরে॥

তকী খাঁর প্রবেশ

বেগম। তকী, এই তরবারি গ্রহণ করো। তুমি রাজভক্ত, এ তরবারি তোমার করে শোভা পাবে। আমি রাজভক্ত বীরের নিমিত্ত, বহু অর্থব্যয়ে এই ইরাণী তরবারি সংগ্রহ করেছি: প্রবাদ আছে, মহামতি বাবর সা এই অস্ত্রে শত্রু দমন করেছিলেন;—তুমি এই অস্ত্রে নবাব-শত্রু দমন করো।

তকী। মা—মা, গোলামের প্রতি এত সম্মান?

বেগম। বাবা, তুমি নবাবভক্ত, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার দ্বারা এই অস্ত্রের গৌরব রক্ষা হবে! যাও বৎস, বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, বাঙ্গালায় অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করো!

তকী। মা, গৌরব স্থাপন কর্‌তে সক্ষম হবো কি না জানি না, কিন্তু ঈশ্বর-সম্মুখে আমার প্রতিজ্ঞা, যে নবাব-বেগম প্রদত্ত অসি হস্তে থাক্‌তে, শত্রু কখনো আমার পৃষ্ঠ দর্শন কর্‌বে না;—যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, ঈশ্বর-কৃপায় যেন বঞ্চিত হই!

বেগম। বাবা, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার গৌরব চিরদিনের জন্য স্থাপিত হবে;—তোমার বীরগাথা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হবে! বীরমাতা তোমার ন্যায় পুত্র কামনা ক'র্‌বে, বীরাঙ্গনা তোমার ন্যায় পতি কামনা ক'র্‌বে, তোমার বীরকাহিনী শ্রবণে শত শত হৃদয় উত্তেজিত হবে! যাও বৎস, গৌরব তোমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান!

তকী। মা, সন্তানের শত শত সেলাম গ্রহণ করুন।

[উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ভ্যান্সিটার্টের কক্ষ

নন্দকুমার, ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস

নন্দকুমার। কাউন্সিলের সকল মেম্বারই একমত হয়েছেন,—তাঁরা আমিয়ট আর হে সাহেবের নিকট যে পত্র প্রেরণ কর্‌তে চেয়েছিলেন, সে পত্র প্রেরিত না হওয়া অনুচিত,—অতএব সে পত্র এখনই প্রেরিত হোক, এই তাঁদের ইচ্ছা।

ভ্যান্সি। তাঁদের ইচ্ছা? আর আমি গভর্ণর, আমি কেহই না! পত্রে লেখা হইয়াছে, যে নবাব যদ্যপি অস্ত্রের নৌকা, যাহা নবাব আটক করিয়াছেন, তাহা যদি না ছাড়েন, আমিয়ট আর হে সাহেব চলিয়া আসিবে, আর নবাবের সাথে লড়াই হইবে। কেন? এরূপ অন্যায় কার্য্য কিরূপে করিতে দিতে পারি? নবাবের অধিকার,—আমরা ইচ্ছামত অস্ত্র পাঠাইব, সৈন্য পাঠাইব, এ কিরূপ? আমি গভর্ণর থাকিতে কদাচ এরূপ হইবে না। কাউন্সিল যদ্যপি পত্র পাঠাইতে জেদ করেন, আমি কার্য্যে resign দিব।

হেষ্টিংস। I too shall resign.

ব্যাট্‌সনের প্রবেশ

ব্যাট। Yes, you both shall resign! and why pray? Because the council resents the affront given by Nawab to the British flag.

হেষ্টিংস। No, we shall be the last person to submit to any affront to our flag. But the Nawab did no such thing. He simply wants to stand on his rights, of which the council is determined to deprive him.

ব্যাট। Do you mean Mr. Hastings that we will allow the Nawab to dictate our trade?

হেষ্টিংস। The Nawab doesn't dictate, he has a right to abolish duty.

ব্যাট। And ruin our trade.

হেষ্টিংস। Let me tell you Mr. Batson, that our conduct towards the Nawab, to say the least, is not just. Our conduct will be recorded by Historians as "attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost."

ব্যাট। Oh! we did not know that Mr. Vansittart and Mr. Hastings are retained Solicitors of the Nawab.

হেষ্টিংস। We are not, you must withdraw what you said.

ব্যাট। Yes you are, you lie, I will not withdraw!

হেষ্টিংস। You lie in your teeth Batson.

ব্যাট। Damn your eyes.

পরস্পর ঘুসাঘুসি করণ

কাউন্সিলের মেম্বারগণের প্রবেশ ও বিবাদভঙ্গ করণ

হেষ্টিংস। He must give me satisfaction.

ব্যাট। With all my heart, you have only to name, the time and the place.

নন্দ। (স্বগত) ও বাবা এদেরও যে বাদে! শুধু আমাদের হিন্দু-মুসলমানের নয়।

ভ্যান্সি। As president of the council I note that all this was not dignified.

মেম্বারগণ। Certainly not.

একজন হাবিলদারসহ মুন্সির প্রবেশ

মুন্সি। সাহেব, সাহেব—সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমিয়ট সাহেব অন্যান্য সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা আস্‌ছিলেন, নবাবের সেপাই মুর্শিদাবাদে তাঁদের খুন করেছে। এই হাবিলদার সঙ্গে ছিলো, কোন রকমে রক্ষা পেয়ে সংবাদ এনেছে।

ভ্যান্সি। Mr. Amyatt murdered!

হাবিলদার। হাঁ হুজুর! আউর সব গোরা আদমিকো মারা হ্যায়!

একজন ইংরাজ সৈন্যের প্রবেশ

ইং-সৈন্য। Our factory at Patna captured. Mr. Ellis with several gentlemen, ladies and children, taken prisoners by Nawab's General Samru.

সকলে। War—War—War!

ব্যাট। Mr. Hastings, will you pardon me?

হেষ্টিংস। I give you my hand Mr. Batson and my heart with it.

ভ্যান্সি। We depose Mir Kasim and nominate Mir Jafar the Nawab of Bengal, Behar and Orissa. Let's go to his house and sign the treaty to-day.

হেষ্টিংস। Yes, no time to be lost.

ব্যাট। (ইংরাজসৈন্যের প্রতি) Habildar and you come with us, we will hear the details.

[মুন্সি ও নন্দকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মুন্সি। মহারাজ, এত মাপ চাওয়া-চায়ি কিসের?

নন্দ। আরে মুন্সিজী, তুমুল কাণ্ড; হেষ্টিংস সাহেব আর ব্যাট্‌সন সাহেবে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। ময়দানে গিয়ে গুলি চল্‌বে ঠিক হচ্ছিলো, ওদের যেমন ডুয়েল হয়, এমন সময় আপনি এই হাবিলদারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন।

মুন্সি। বিবাদের সূত্রটা কি?

নন্দ। জানেন তো, কাউন্সিলে ঠিক হয়েছিলো—আমিয়ট সাহেবকে চিঠি লেখা হবে, যে যদি অস্ত্রের নৌকা না ছেড়ে দেন, আমিয়ট আর হে সাহেব পত্রপাঠ কলিকাতায় চ'লে আস্‌বেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। সেই পত্র ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব পরামর্শ ক'রে চেপে রেখেছিলেন, পাঠান নাই—

মুন্সি। হাঁ হাঁ—কাউন্সিলে এই সব কথা উঠেছিলো বটে। শুনেছিলেম ভ্যান্সিটার্ট সাহেব আর হেষ্টিংস সাহেব বলেছিলো যদি পত্র পাঠাতে হয় আমরা রিজাইন দেবো।

নন্দ। সেই কথাই এখানে উঠেছিলো। হেষ্টিংস সাহেব বল্লে—'এরূপ অন্যায় পত্র পাঠালে আমাদের কলঙ্ক হবে, লোকে বল্‌বে যে আমরা নিজ নিজ হীন স্বার্থের জন্য নবাবের সঙ্গে বিবাদ করেছি; ইতিহাসে আমাদের কলঙ্ক হবে।'

মুন্সি। এইতে এতটা হ'য়ে উঠলো?

নন্দ। ব্যাট্‌সন সাহেব রেগে বল্লে,—'তোমরা নবাবের উকীল, নবাবের টাকা খেয়ে তার পক্ষ হয়েছ'। এইতে 'লায়ার' বলাবলি, ঘুসোঘুসি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। আমি পালাবার যোগাড় দেখ্‌ছিলেম, ভাব্‌ছিলেম, একটা ঘুসি গায়ে পড়্‌লে বুড়ো হাড় ভেঙ্গে যাবে।

মুন্সি। বটে, এতদূর হ'য়ে গেছে? কিন্তু দেখুন ম'শায়, জাত দেখুন, যেই এই জাত ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড শুন্‌লে আর সব ঝগড়া মিটে গেল, কোলাকুলি ক'রে যুদ্ধে চল্‌লো! আর আমাদের হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এরূপ কলহ হ'লে, যদি সহজে মেট্‌বার কোন সম্ভাবনা থাক্‌তো, এ অবস্থায় সে বিবাদ পাকা হতো; টিট্‌কিরি দিয়ে এক পক্ষের লোক বল্‌তো:—"যেমন নবাবের বিপক্ষ হ'য়ে বিবাদ কর্‌তে গিয়েছ, তেমনি মুখের মত হয়েছে—বেশ হয়েছে!"

নন্দ। ওরা সকলে বণিক, ওদের সকলের এক স্বার্থ!

মুন্সি। মহারাজ, আমরাও তো সকলে বঙ্গবাসী, আমাদের এক স্বার্থ কই? তবে কি জানেন, বল্‌তে পারেন—সকলের এক স্বার্থ হ'লে, মহারাজেরও দাওয়ানী পাবার সম্ভাবনা হতো না, আর আমারও মুন্সিগীরি চল্‌তো না।

নন্দ। বটে বটে, যা বল্‌ছেন—স্বরূপ কথাই বল্‌ছেন,—তবে কি জানেন, কেবল আপনি আমি মিল রেখে তো হবে না, হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্র মিল হয় কই বলুন?

মুন্সি। মহারাজ, সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌বার সময় কতকটা মিল হয়েছিলো।

নন্দ। এবারও দেখ্‌বেন, মীর কাসিমের বেলায় হবে!

মুন্সি। দু'টো দল হবে না?

নন্দ। সেবারও যেমন মোহনলাল, মীরমদন ছিলো, এবারও তেমনি দু'টো একটা থাক্‌বে। চলুন—আমাদের অনেক কাজ পড়্‌বে; আজই নূতন নবাব হবে।

মুন্সি। মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করেছেন; দাওয়ানী নিয়ে মহারাজও ব্যস্ত থাক্‌বেন আর লড়াই বাধলে আমারও ঢের লেখাপড়া পড়্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—দরবার

মীর কাসিম, ইলিস্, গুর্‌গিণ খাঁ, আলি ইব্রাহিম, দূতগণ ও সভাসদ্‌গণ

কাসিম। ইলিস্, তুমি বার বার আমায় অপমান করায়, আমি বিবেচনা করেছিলেম, যে তুমি আমার পরম শত্রু, কিন্তু আমি জানতেম না যে, তুমি আমার পরম বন্ধু! আমি ভ্যান্সিটার্টের কাছে গোটা কতক বন্দুক চেয়েছিলেম, তা তিনি দেন নাই,—কিন্তু তুমি নৌকাপূর্ণ অস্ত্র, কলিকাতা হ'তে এনে,

আমার হস্তে অর্পণ করেছ, পাটনার কুঠীর সমস্ত বন্দুক কামান, গোলা-গুলি আমায় দিয়ে দিয়েছ, একি তোমার সামান্য উদারতা!

ইলিস্। এখন আমাদের বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, যাহা হয় বলিতে পারেন।

কাসিম। যাহা হয় কেন? তুমি যদি রাত্রে চোরের ন্যায় পাটনার দুর্গ আক্রমণ না কর্‌তে, তা'হলে ইংরাজের সহিত এত শীঘ্র সন্ধি-ভঙ্গও হতো না, সমরু, মার্কারও তোমাদের আক্রমণ কর্‌তো না।

ইলিস্। আপনি ব্যঙ্গ করিতে চান—করুন, ব্যঙ্গের উত্তর কি দিব—কিন্তু আমরা মরিতে ভয় করি না।

কাসিম। মার্কারের সহিত যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য ও ইংরাজ সেপাই নিতান্ত নির্ভীকতা প্রদর্শন করে নাই,—আক্রমণ মাত্রেই ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে। তোমার একটি আক্ষেপ রয়ে গেল;—বঙ্গদেশে তোমার যতদূর সাধ্য, অনিষ্টসাধন করেছ,—পালিয়ে সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে গিয়ে, অযোধ্যার অনিষ্ট সাধন কর্‌তে পারো নাই;—এইটুকুই তোমার দুঃখের বিষয়! তোমার হঠাৎ আক্রমণ করা একটু ভুল হয়েছে, বুঝেছ কি? আমিয়ট আর হে সাহেবের সহিত তোমার পরামর্শ ছিল, যে ২৩শে জুন তারিখে, তারা মুঙ্গের হ'তে কলিকাতায় পলায়ন কর্‌বেন, তারপর তুমি পাটনা অধিকার কর্‌বে। তোমারই পত্র হস্তগত হওয়াতে, এ সংবাদ আমি পেয়েছি। কিন্তু তোমার ভুল এই—তাঁরা কলিকাতায় পলায়ন কর্‌তে পারেন নাই; তোমার ন্যায় অনেকেই বন্দী হয়েছেন, আর তোমার ন্যায় হটকারিতায় অনেকে প্রাণত্যাগ করেছেন। যদি তোমার মনুষ্যজীবনের কিঞ্চিন্মাত্র দায়িত্ব-বোধ থাক্‌তো, তাহলে আত্মগৌরবের আশায়, এরূপ অন্যায় আচরণ কর্‌তে না।

ইলিস। এত কথা কেন করিতেছেন? I know my responsibility. আপনার উপদেশ আমি প্রার্থনা করি না। যদি আমায় বধ করিতে চান, বধ করুন,—প্রাণের জন্য আমি ভাবি না।

কাসিম। ইলিস্, বারবার তুমি তোমার প্রাণের উপেক্ষা প্রকাশ কচ্ছ করো,—মৃত্যুভয় নাই প্রচার কচ্ছ;—কিন্তু জেনো, এ সাহস প্রকাশ তোমার গৌরবব্যঞ্জক নয়, তোমার মনুষ্যত্বব্যঞ্জক নয়,—আক্রমিত ব্যাঘ্রও এরূপ জীবনের উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু যদি তুমি মনুষ্যত্বহীন না হ'তে, তা'হলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হতো, যে চোরের ন্যায়, রজনীযোগে নিদ্রিত সৈন্য আক্রমণ করা বীরত্বের পরিচয় নয়, যে স্থানে ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কচ্ছ, যে প্রজার শোণিত শোষণ ক'রে আত্মোদর পূরণ কচ্ছ, উন্মত্ত সৈন্যের দ্বারা সেই নিরীহ প্রজা লুণ্ঠন, তাদের শোণিতে পাটনা রঞ্জিত করা—মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সমরুর হস্তে বন্দী হওয়ায়, বীর-গৌরব প্রকাশ হয় নাই। সমস্ত রাজ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করেছ, যুদ্ধে সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ হবে, এ চিন্তা একবারও তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তুমি বেতনভোগী, আত্মস্বার্থে অন্ধ হ'য়ে, সেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল বাণিজ্যের যে ক্ষতি সম্ভব, সে চিন্তা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত করো নাই। সভাস্থলে তোমার হীন জীবনের মৌখিক উপেক্ষা প্রদর্শনে গৌরব নাই,—ভেবেছ নিরুপায়, তাই সাহস প্রকাশ কচ্ছ! যদি প্রকৃত সাহসী হতে, তা'হলে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ কর্‌তে না।

ইলিস্। একঠো লড়াই নবাব জিতেছ, তাই লম্বা লম্বা কথা কহিতেছ। ইংরাজ সাজিয়া আসুক, তখন বুঝিবে, যে পাটনার এক মুঠি ইংরাজ জিতে, war শেষ হয় নাই। দেখিবে, য'টা ইংরাজ মরিয়াছে, তার পরিবর্ত্তে লাখ কালা মরিবে। আমায় তুমি যাহা খুশী বলিতে পার, বলো। দশগুণ সৈন্য লইয়া আমায় হারাইয়াছ, এইতে বড় জাঁক! আমার প্রতি কি হুকুম দেবে দাও। আমার এইমাত্র কথা, আমিই লড়াই করিয়াছি, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু আর আর গোরা লোক, মেম লোক, বাচ্চা লোক, তাদের কিছুই বলিও না। তাহাতে আখেরে তোমার ভাল হইবে, বলিয়া রাখিতেছি। লড়াই হারিবে। ইংরাজ এই কথাটা মনে রাখিয়া তোমার প্রতি নরম ব্যবহার করিবে।

কাসিম। শোন, তোমার প্রতি আমার

অপর আজ্ঞা নাই, আপাততঃ মুঙ্গেরে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করো। তোমাদের পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। বন্দী অবস্থায় তোমরা রাজ-অতিথি, রাজ-অতিথির ন্যায় অবস্থান কর্‌বে। কিন্তু এক আজ্ঞা তোমায় প্রদান কর্‌বো। যদি তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্ব একেবারে লুপ্ত না হ'য়ে থাকে,—যদি দম্ভের আবরণে, হৃদয়ের কোমলতা কিঞ্চিন্মাত্র থাকে,—তা'হলে তুমি দেখ্‌বে, যে তুমি তোমার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আচরণে কতদূর অনিষ্টসাধন করেছ;—কত স্বদেশী হত্যা করেছ, কত নিরপরাধ বিদেশীর প্রাণ নষ্ট করেছ, কত বালক অনাথ করেছ। মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে, এ-সকল অনিষ্টসাধন কি নিমিত্ত করেছ। আত্মোন্নতির জন্য! যে ব্যক্তি আপনাকে মনুষ্য ব'লে জ্ঞান করে, সে যদি কাহারো কোন হিতসাধনে সক্ষম হয়, ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু এরূপ অনিষ্ট উৎপাদন ক'রে, মৃত্যুকালে তুমি খোদার নিকট কি পরিচয় দেবে? জেনো, সে সময়ে তোমার সমস্ত আচরণ তোমার মনঃক্ষেত্রে উদয় হবে। তোমার সেই আত্মগ্লানি তোমার দণ্ড, তোমায় অপর দণ্ড প্রদান কর্‌বো না। (দূতের প্রতি) যাও, সাহেবকে ল'য়ে যাও। (ইলিসের প্রতি) যাও, আমার দূতের সঙ্গে গিয়ে, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট আবাসে অবস্থান করগে।

[ইলিস্‌কে লইয়া দূতের প্রস্থান।

গুরুগিণ, লালসিং আর মহম্মদ আমীনকে মুঙ্গেরে আস্‌তে ব'লেছ?

গুরুগিণ। জনাবের আজ্ঞা অপেক্ষায় তারা উপস্থিত আছে।

কাসিম। তাদের সত্বর ল'য়ে এসো।

[গুরুগিণের সঙ্কেতানুসারে দূতের প্রস্থান।

তকী খাঁর সাহায্যার্থে কোন্‌ কোন্‌ সেনানায়ক ইংরাজের গতিরোধ কর্‌তে প্রেরিত হয়েছে?

গুরু। জনাব, জাফর খাঁ, আলম খাঁ ও হায়বতুল্লা অগ্রসর হচ্ছেন।

লালসিং ও মহম্মদ আমীনের প্রবেশ ও নবাবকে উভয়ের কুর্ণিশ করণ

কাসিম। (সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া) গাত্রোত্থান করো;—নচেৎ তোমাদের সম্মুখে আমি আসন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না। যদি সামাজিক নীতি-বিরুদ্ধ না হতো, তা'হলে তোমাদের নিকট জানু পেতে আমি তোমাদের সম্মান প্রদান কর্‌তেম।

উভয়ে। জনাব—জনাব—কি আজ্ঞা কচ্ছেন, কি আজ্ঞা কচ্ছেন?

কাসিম। আমি সত্যই বলেছি। লালসিং, তোমার বীর-ললাটে যেরূপ শস্ত্র-অস্ত্র-লেখার শোভা, সে শোভা আমার মুকুটে নাই! মহম্মদ আমীন, তোমার প্রশংসা তোমার অন্তর তোমায় করেছে, আমার অধিক বলা বাহুল্য! প্রথম যুদ্ধে, মুসলমানের গৌরব, তোমার দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে! লালসিং, আমি নিঃস্ব নবাব,—নবাবী যে বৈভব, সে আমার নয়—রাজ্যের; আমার রাজভোগ অতি সামান্য ব্যক্তিও ঈর্ষ্যা কর্‌বে না; মূল্যবান্‌ রাজপরিচ্ছদ সামাজিক প্রয়োজন, নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই; তথাপি তুমি যে পুরস্কার ইচ্ছা করো, আমি সেই পুরস্কারই তোমায় প্রদান কর্‌বো। তোমাদের পুরস্কার প্রদানে রাজঅর্থ অপব্যয় হবে না, রাজসম্মান যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হবে।

আমীন। জনাব, গোলাম কর্ত্তব্যসাধনেই চেষ্টা করেছে, এই সামান্য কর্ত্তব্যপালনে এতাদৃশ সম্মান, কেবলমাত্র জনাবের উদারতার পরিচয়, গোলামের গুণের পরিচয় নয়।

কাসিম। তুমি প্রশংসা গ্রহণে কি নিমিত্ত কুণ্ঠিত হও? তুমি তোমার কার্য্য সামান্য জ্ঞান করো না। নবাব যে কার্য্য, উচ্চ কার্য্য ব'লে উচ্চকণ্ঠে সভায় প্রকাশ কচ্ছে, সে কার্য্য কি নিমিত্ত সামান্য জ্ঞান করো? ইলিসের পাটনা আক্রমণ কালে, তুমি অসীম সাহসে চেহেল সেতুন প্রাসাদ রক্ষা করেছিলে; চতুর্দ্দিকে নবাব-সৈন্য পলায়িত, কিন্তু তুমি অটলভাবে ইংরাজের প্রতিরোধ করেছ। লালসিং তুমি নীরব কেন?

লাল। গোলামের কার্য্যে যদি জনাব সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, গোলাম পুরস্কার প্রার্থনা করে, ইংরেজ-সৈন্য রোধ কর্‌বার নিমিত্ত, মহম্মদ তকী খাঁ বাহাদুর মুর্শিদাবাদে অগ্রসর। গোলাম, খাঁ বাহাদুরের পার্শ্বরক্ষী হবার প্রার্থী। পাটনায় দুর্গ রক্ষার সময়,

হীনবুদ্ধি ইংরাজ-বেতনভোগী স্বদেশীর প্রাণ বধ করেছি,—কিন্তু তরবারি ইংরাজ-শোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। জীবনের উচ্চ কল্পনা, সেই বিদেশী-শত্রুরঞ্জিত তরবারি নবাব-চরণে অর্পণ কর্‌বো; নচেৎ বক্ষের শোণিতে রণভূমি আরক্ত হবে।

কাসিম। লালসিং, আমি তোমার নিকট প্রার্থী! তোমার ন্যায় প্রভুভক্ত হিন্দু, আমায় আর একজন এনে দাও! তারে অর্দ্ধরাজ্য বিনিময়ে গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত। এই স্বদেশ-দ্রোহী সমাজে বাস ক'রে, তোমার এরূপ প্রভুভক্তি, এরূপ শত্রুবিজয়ে অনুরাগ, তোমার এরূপ বীরত্ব! এর পুরস্কার কেবল ঈশ্বর তোমায় প্রদান কর্‌তে পারেন, আমি প্রদান কর্‌তে অক্ষম! লালসিং, হেথায় করজোড়ে শত্রু-সংহার আদেশ প্রার্থনা করছ, কিন্তু এই সময়েই শত শত হিন্দু, শত্রুর জয় কামনায় নিযুক্ত আছে। কেবল হিন্দু কেন—শত শত মুসলমানও এই কুৎসিত কার্য্যে ব্যাপৃত। শত্রু হস্তে স্বদেশ পরাজয়ের নিমিত্ত তারা অর্থদানে প্রস্তুত, সৈন্যদানে প্রস্তুত, পরামর্শ দানে প্রস্তুত, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত, স্বজাতির সর্ব্বনাশে প্রস্তুত, সর্ব্বস্বদানে প্রস্তুত; কিন্তু দেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে অংগুলি উত্তোলন করতেও ভার জ্ঞান করে! তোমার বীর কামনা পূর্ণ হবে,—তোমায় তকীর নিকট প্রেরণ কর্‌বো। মহম্মদ আমীন, এই কৃতঘ্ন রাজ্যে নবাবের শরীর-রক্ষকের অভাব, উপস্থিত তুমি এই স্থানে অবস্থান করো। যাও—গৌরব তোমাদের শিরোভূষণ, তোমাদের শিরোভূষায় নবাব ঈর্ষিত।

[সেলাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

গুর্‌গিণ, কাটোয়ায় সৈন্য প্রেরণ ক'রে নিশ্চিন্ত থেকো না,—যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত,—উপযুক্ত নায়ক-চালিত বহু-সংখ্যক সেনা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করো। অদ্যই আয়োজন করগে।

[গুর্‌গিণের প্রস্থান।

ইব্রাহিম্, এইতো সমরানল প্রজ্বলিত হলো:—এ কিরূপে নির্ব্বাণ হবে? যদি আমার কোটি হৃদয় থাকতো, সেই কোটি হৃদয়ের শোণিত দানে যদি এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হতো, আমি স্বহস্তে বক্ষঃ ছেদ ক'রে প্রদান কর্‌তেম। হায় হায়—ক্রীতদাসের হৃদয়ে, যে স্বাধীনতার ভাব অবস্থান করে, বাঙ্গালায় আমীর-ওমরাও রাজাধিরাজের বক্ষে সে স্বাধীন ভাব নাই! কি কুহক! যাদের নিকট, ইংরাজ দ্বারস্থ হ'য়ে জানু পেতে আবেদন করেছে, তাদের দাসত্ব প্রার্থনায় সকলেই ব্যাকুল! মান, মর্য্যাদা, ধনজন সমস্ত অর্পণ ক'রে, সেই দাসত্ব ক্রয়ের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যাকুল! আমার স্পর্দ্ধা ছিল, আমি মানব-চরিত্র অবগত। কিন্তু ইংরাজ-চরিত্র বোধ হয় স্বর্গ-দূতেরও দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাদী—সত্যবাদী নয়, ন্যায়প্রিয়—ন্যায়প্রিয় নয়, শান্তিপ্রিয়—শান্তিপ্রিয় নয়,—কেবল একমাত্র অর্থই এদের দেবতা! ইংরাজ-চরিত্রে সমস্তই বৈষম্য—সমস্ত ভাবই পরস্পর বিরোধী,—একমাত্র ধনলিপ্সাই প্রবল। বল্‌তে পারো, এরা কিরূপে সকলকে বশীভূত করে?

আলী। আজ্ঞে এতে আমাদেরই বিশেষ গুণপনা,—আমরা যে তাদের ক্রীতদাস হতে চাই, সে আমাদেরই কৌশল! জনাব ইংরাজ-চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন, স্বদেশীচরিত্র বিশ্লেষণ কর্‌লেই সমস্ত অবস্থা বুঝ্‌তে বিলম্ব হবে না; ইংরাজ যেমন অর্থলোলুপ, আমরা সেইরূপ আত্মীয়-ধ্বংসলোলুপ। বঙ্গবাসীর আত্মীয়ই আত্মীয়ের পরম শত্রু। পিতা শত্রু, ভ্রাতা শত্রু, বন্ধু শত্রু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বদেশী সকলেই শত্রু—আর বিদেশী মাত্রই বন্ধু! আমরা বহুদিন হ'তে ক্রীতদাস ক্রয় ক'রে আস্‌ছি, বহুদিন সেই ক্রীতদাসের সংসর্গে আপনারা ক্রীতদাস হয়েছি। কিন্তু এ সকল চিন্তার সময় তো জনাবের নাই? আহার-নিদ্রা তো সামান্য ব্যক্তির ন্যায় জনাবেরও প্রয়োজন? সে প্রয়োজন উপেক্ষা কর্‌লে, জনাবের কার্য্যের ব্যাঘাত হবে।

কাসিম। আলী, আজকাল তুমি আমায় তিরস্কার কেন কর না? আমার সকল কার্য্যই সঙ্গত কেন বিবেচনা করো? কোথায় কি ত্রুটি হচ্ছে—আমায় বলো; অবশ্যই ত্রুটি হচ্ছে।

অতি দুর্দ্দমনীয় শত্রু, এ শত্রু কি দমিত হবে না!

আলী। জনাব, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, বারবার নিবেদন করেছি, এই ত্রুটি অনুসন্ধানই নবাবের ত্রুটি, অপর ত্রুটি নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যভার অর্পণ করেছেন, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, নচেৎ কঠিন চিন্তায়ও কুফল সম্ভব।

কাসিম। কিরূপে নিশ্চিন্ত হবো! কাকে প্রত্যয় কর্‌বো? ভার প্রদান করেছি সত্য—কিন্তু কারো তো মনোভাব অবগত নই; তোমায় নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি বারবার পরীক্ষায় জেনেছি, এ বাঙ্গালায় সুসময়ের বন্ধু আছে, দুঃসময়ের নাই! জানি, যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত। কিন্তু একবার যুদ্ধপরাজয়ে সমস্ত নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা। পরাজয়ে ইংরাজের বল দৃঢ় হয়; কিন্তু বাঙ্গালার বল একেবারে তিরোহিত হবে। এ অবস্থায় কিরূপে নিশ্চিন্ত হব? যাই হোক্—আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাবো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো না। ইব্রাহিম, যুদ্ধ-মৃত্যু কি আমার ললাটে নাই! কই—অনেক যুদ্ধক্ষেত্র তো ভ্রমণ কর্‌লেম। যাবো—যুদ্ধে যাবো—তকী বালক, তার উপরে সমস্ত নির্ভর। মুঙ্গেরের যে অবস্থা হয় হোক্, আমি যুদ্ধে যাবো। না—উদ্বিগ্নের কার্য্য নয়, স্থির-মস্তিষ্কে বিবেচনার আবশ্যক। যাও-যাও—আহার-নিদ্রা প্রয়োজন বটে—আহার-নিদ্রা প্রয়োজন বটে! হা অভাগা বঙ্গভূমি—এ দুর্দ্দশা কতদিন ভোগ কর্‌বে!

[প্রস্থান।

আলী। (স্বগত) ইব্রাহিম, তুমি নবাব নও, তোমার অত চিন্তার প্রয়োজন নাই—তুমি নবাবের গোলাম, নবাব তোমার প্রতিপালক, বন্ধু ব'লে সম্মান করেন, কায়মনোবাক্যে তাঁর কার্য্য সাধন করো। না, চিন্তা—তাড়ালেও তুমি যাবার নও! নবাবের কাজ কচ্ছ—কাজ কর্‌বে ইচ্ছা আছে, তবু তো চিন্তা দূর কর্‌তে পার্‌লে না: ইব্রাহিম নবাবকে দুষলেই হয় না! তা দেখ—তোমারও কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন—চলো।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—চীৎপুরস্থ মীরজাফরের দাওয়ানখানা

মীরজাফর, মণিবেগম ও সামসেরউদ্দীন

মণি। নবাব—নবাব—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আবার তুমি সিংহাসনে বস্‌বে, আবার হিন্দু-মুসলমান তোমায় নবাব ব'লে সেলাম কর্‌বে।

সামসের। আবার সিংহাসন হ'তে উঠে ইংরাজ-দেবতাকে সেলাম কর্‌বেন।

মণি। সামসেরউদ্দিন, তুমি এই শুভ সংবাদে ব্যঙ্গ করো? নবাব চিরদিন তোমায় বন্ধু বলেন। তুমি আনন্দ না ক'রে, কার্য্যে বাধা দেবার চেষ্টা করো। ইংরাজকে সেলাম? ইংরাজের সেলাম পাবার দিন উপস্থিত। ভেবেছ কি তুমি ইংরাজকে সেলাম না দিলে, ইংরাজ সেলাম পাবে না? তোমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তি, মীরজাফরের ন্যায় সহস্র ব্যক্তি, দিবারাত্র ইংরাজকে সেলাম দেবার কামনা কচ্ছে। যার সৌভাগ্য উদয় হয়েছে, সেই ইংরাজকে সেলাম দেবার সুযোগ পাবে। ইংরাজকে সেলাম?—ইংরাজকে সেলাম করা ভারতবর্ষের গৌরব হবে। যে পদপ্রার্থী, ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী, উন্নতি-প্রার্থী—সে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের ধ্যান কর্‌বে,—সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে, ইংরাজকে সেলাম দেবার সুযোগ অনুসন্ধান কর্‌বে। তুমি বর্ব্বর, তাই তুমি একথা বোঝ না।

সামসের। বেগম সাহেব, আমি বর্ব্বর নিশ্চয়। নচেৎ কেন আত্মীয়-বন্ধু, পুত্র-পরিবার ত্যাগ ক'রে, নবাবের সঙ্গে ইংরাজের বন্দী হ'য়ে থাক্‌বো? নচেৎ কেন গর্দ্দভের গর্দ্দভ হব? নচেৎ কেন স্বদেশ বিক্রয় হচ্ছে, স্বজাতি বিক্রয় হচ্ছে, ধন-মান, গৌরব-ঐশ্বর্য্য বিক্রয় হচ্ছে,—কলিকাতায় ব'সে ইংরাজ এ সমস্ত নিলাম কচ্ছে,—এই নূতন ব্যবসায় কেন সহায় হব? বেগম সাহেব, রুষ্ট হবেন না—নবাব নামে আর নবাবী নাই, গোলামের হীন গোলামি! তবে দেখুন—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে না। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে এসেছি, আমিও লম্বা লম্বা সেলাম দেবো।

মণি। তোমার অসহ্য হয়, চ'লে যাও।

তোমার বন্ধু না নবাবী নিলে, ইংরাজ আর নবাবী দেবার লোক পাবে না—নয়?

সাম। বান্দা বর্ব্বর বটে, কিন্তু অতদূর কেন বিবেচনা কচ্ছেন, নবাবীর প্রার্থী যে অনেক আছে, তা বান্দা অবগত নয়।

মণি। তবে কেন বাচালতা কচ্ছ? এখনি ইংরাজ আস্‌বে, কাজের পরামর্শ করো।

সাম। আমাদের অধিক পরামর্শের বিষয় নাই বেগম সাহেব, পরামর্শ সব ঠিক ক'রেই ইংরাজ আস্‌ছে। পরামর্শ ঠিক করেছে, যে মীরজাফর খাঁ সাহেবের সঙ্গে প্রথম সন্ধির সময় কালা আদ্‌মী একবেলা খেতে পেয়েছে, এবার সন্ধিতে কেউ এক গ্রাস খাবে, কেউ বা না খেয়ে থাক্‌বে! কালা আদ্‌মী এক বেলাও পেট ভরে খেলে অসুখ হয়—এ ইংরাজ বুঝেছে। সবই জানি—তবু জেনেশুনে মনে হচ্ছে—মৃত্যু আছে,—স্বর্গ-নরক যেখানে হয়, এক জায়গায় যেতে হবে। সেখান থেকে দেখ্‌তে হবে, যে নিজের পুত্র, নিজের পৌত্র কাঠ কেটে, জল তুলে জীবিকা নির্ব্বাহ কচ্ছে। যাদের নিকট করজোড়ে লোক দণ্ডায়মান হবার কথা, তারা পেটের দায়ে করজোড়ে বিদেশীর দ্বারস্থ। ডঙ্কা বাজিয়ে নবাবের পার্শ্বে গিয়ে বস্‌বো, আর উত্তরাধিকারীরা, ঘণ্টা বাজিয়ে জলের মশক ফিরি কর্‌বে। এ কথাগুলোও এক একবার মনে হচ্ছে!

মণি। এ কথা তুমি জানো, আর আমি জানি না? সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে। এ সকল কথা আগে কেন মনে কর নাই? গলায় জোল পর্‌বার আগে এ সকল কথা কেন বিবেচনা কর নাই? যা ফির্‌বে না, যা হবে না, তার চিন্তা এখন কেন? এখন ভাব—নবাব-পারিষদ্ হবো, ইংরাজকে সেলাম দিয়ে সকলের উপর আধিপত্য কর্‌বো। ইতর লোকে বলে,—'গৃহ দগ্ধ হ'লে দগ্ধ কাষ্ঠ যা পাওয়া যায়, তাই লাভ!' আমাদেরও সেই লাভ। এখন স্থির হও। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রেখেছি, সাহেবরা আস্‌ছে, অভ্যর্থনা ক'রে এখনি নিয়ে আস্‌বে।

মীর। কি—কি?—তোমরা কি বল্‌ছ? কোথায় নবাবী! মিছে গোলমাল কেন কচ্ছ?

মণি। তোমার অত কথায় কাজ কি?—তুমি ঝিমুচ্ছ ঝিমোও!

নেপথ্যে তোপধ্বনি ঃ ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস্, জন কার্ণাক, উইলিয়ম বিলার্স, মেজর অ্যাডাম্‌স প্রভৃতি ইংরাজগণের প্রবেশ

কার্ণাক। নবাব সুজা-উল্-মোলক্ জাফর আলী খাঁ বাহাদুর সেলাম, (মণি বেগমের প্রতি) বেগম সাব সেলাম। এখন তো নবাবী পাইলো। আমরা প্রাণ দিতে চল্‌লো, বড় শক্ত কাজ। কাসিম আলীর বহুত ফৌজ, আমাদের ফৌজ নাই, টাকা নাই, তবু ভি নবাব বাহাদুরের কাজে যাচ্ছে, আমাদের উপর আপনি বিবেচনা কর্‌বেন। ফৌজ কেমন করিয়া যোগাড় করিব ভাবিতেছি। নবাবটা লোকজন লিয়ে তৈয়ারী আছে। আপনি হাসিতেছেন? আমরা কয়টা লোক প্রাণ দিতে যাইতেছি!

মণি। সাহেব, তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে ফৌজের অভাব? যেথায় আট টাকা বেতন পেলে, পিতাকে গুলি কর্‌তে প্রস্তুত, ভাইকে গুলি কর্‌তে প্রস্তুত, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার যে গৃহে অবস্থান কচ্ছে, সে গৃহ দগ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত, সেখানে ফৌজের অভাব?

বিলার্স। Very sensible woman, she talks like a printed book.

কার্ণাক। হাঁ—হাঁ বেগম সাব,—টাকা চাই —টাকা চাই।

মণি। সাহেব, সে চিন্তারও প্রয়োজন নাই। একবার তোমাদের সৈন্য অগ্রসর হ'লে, যে সকল রাজা, জমীদার, আমীর, ওমরাও— কাসিম আলীকে এক কপর্দ্দকও দিতে অনিচ্ছুক, তা'রা সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তোমাদের সাহায্য কর্‌বে। আমার যা আছে, সে তো তোমাদের হস্তগত, এখন কেন সে অর্থ ব্যয় কর্‌বে?

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ—বেগম সাব, এখন সেই সন্ধিপত্রটা আনিয়াছি, সই হো'ক। ফের সন্ধি-পত্রের সর্ত্তটা বুঝিয়া লউন।

মণি। আর কি বুঝ্‌বে?

ভ্যান্সি। সইএর সময় আর একবার বুঝিয়া লউন। মীর কাসিম আমাদের স্বপক্ষে

যে সকল হুকুম দিয়াছে, তাহা ঠিক থাকিবে, আর বিরুদ্ধে যে সকল হুকুম দিয়াছে, তাহা ঠিক থাকিবে না। আমরা বাণিজ্যে শুল্ক দিব না, আর সকলকে দিতে হইবে। ইউ-রোপের আর কেহ কেল্লা বানাইতে পারিবে না। এখন ত্রিশ লাখ টাকা লড়াই খরচ দিতে হইবে, এর পিছে আমাদের ফৌজ রাখিব, তাহার খরচ দিতে হইবে। আউর লড়াই ফতে হইলে, যে গোরা লোক ডাঙ্গায় লড়িবে, পঁচিশ লাখ পাইবে, আর জাহাজী গোরা, সাড়ে বারো লাখ পাইবে। আউর—

মণি। দাও, দাও সাহেব—কাগজ দাও। (কাগজ লইয়া মীরজাফরের প্রতি) নাও, সই করো।

ভ্যান্সি। দেখেন, আমরা ভি সব সাহেব লোক সই করিয়া রাখিয়াছি।

মীর। সই হোক—সই হোক—কিন্তু কথা আছে, বিলেত থেকে আমার নবাবী ঠিক কর্‌তে হবে;—আর যেন কোন সাহেব এসে আমায় পদচ্যুত না করেন।

সাম। সে চিন্তা নাই, সে চিন্তা নাই, সই করুন।

মীরজাফরের সহিকরণ

অ্যাডামস্। হামরা চল্‌লো,—লড়াইয়ের জন্য তৈয়ারী হবো। আপনাকে ভি হামাদের পাছু পাছু যাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদের গদীতে শীঘ্র ভি বসিবেন। সেলাম, (মণি-বেগমের প্রতি) বেগম সাব, সেলাম। চলিলাম।

মণি। সাহেব একটা কথা শোন।

ভ্যান্সি। কি বলেন?

মণি। খোজা পিদ্রুকে কেন কয়েদ ক'রে রেখেছেন?

কার্ণাক। সেটা হামাদের দুশমন জানেন না? সে কাসিম আলীর তরফের আদমি। তার ভাইটা—গুর্‌গিণ খাঁ নবাবের general।

মণি। সাহেব কি বল্‌ছ? এ বাঙ্গালায় কে কার পক্ষ? যখন কাসিম আলীকে তোমরা নবাব করেছিলে, খোজা পিদ্রু তখন তার পক্ষ ছিলো; এখন মীরজাফর খাঁকে নবাব করেছ, এখন আর কেন তার পক্ষ থাক্‌বে? তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাবে,—তার মন্ত্রণায় গুর্‌গিণ খাঁ নবাবের শত্রু হবে। সাহেব দেখ্‌ছো না,—জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ—সকলেই তো কাসিম আলীর পক্ষ হ'য়ে ষড়-যন্ত্র ক'রেছিলো, এখন সকলেই তার বিপক্ষ। বাঙ্গালায় পক্ষাপক্ষ নাই। একটা গোলযোগ চাই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা চাই, বাঙ্গালায় কেউ কারো মুখ চায় না। খোজা পিদ্রু তো আর্ম্মাণী, ওর আর পক্ষাপক্ষ কি? যার জয়—ও তারই পক্ষ। আমার কাছে তারে পাঠিয়ে দিয়ো, তারই দ্বারা গুর্‌গিণকে নবাবের বিপক্ষ কর্‌বো।

কার্ণাক। An inspired lady!

ভ্যান্সি। আচ্ছা বেগম সাব, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই হইবে। আমরাও তার মনটা বুঝিয়া দেখিবো, ভাবিতে-ছিলাম।

মণি। বাঙ্গালায় যেখানে স্বার্থ, সেখানে আর মন বোঝাবুঝি কি?

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ! সেলাম বেগম সাব!

[ইংরাজগণের প্রস্থান।

মণি। দাও, কাগজখানা আমায় দাও। কিন্তু বলে রাখ্‌ছি, গদীতে ব'সেই আমার নজামদ্দৌলাকে যুবরাজ ক'র্‌তে হবে; না হ'লে আমি এক কপর্দ্দকও বা'র কর্‌বো না,—আমি দরিয়ায় ফেলে দেবো—সেও স্বীকার।

মীর। আরে যাও—যাও, আমি তো বলেছি—আমি তো বলেছি।

মণি। আমি এখন চল্লেম, আমার অনেক কাজ, গুর্‌গিণ খাঁর সর্ব্বনাশ আমাকেই কর্‌তে হবে।

[মণি বেগমের প্রস্থান।

সাম। (স্বগত) বাঙ্গালায় যে যার আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তার জন্য চিন্তা নাই।

মীর। হাঁ হে, তুমি বাধা দিলে? আমি কথাটা পাক কচ্ছিলেম। বিলেত থেকে সন্ধিটা ঠিক হয়ে এলে, নবাবীটা পাকা হতো। তুমি বল্লে, 'চিন্তা নাই';—আমি চক্ষুলজ্জায় বেশী জেদ কর্‌তে পার্‌লেম না।

সাম। সাহেবদের কাঁচা পাকা নাই, পুজোর ত্রুটি হ'লেই ফোঁস কর্‌বে;

বিলেতেই সই হোক্ আর যেখানেই সই হোক্। আর এ সন্ধির পরে নবাবী নিতেও কেউ চাইবে না।

মীর। কেন—কেন?

সাম। ভেবেছেন কি, এ সন্ধির পর বাঙ্গালায় আর প্রজা থাক্‌বে? কেউ অন্ন পাবে না, দুর্ভিক্ষে সব মারা যাবে;—বাঙ্গালা মরুভূমি হবে। প্রজার সত্ত্ব থাক্‌লে তো নবাবী কর্‌বেন? এই যুদ্ধে আর ইংরাজের বিনা শুল্কে বাণিজ্যে, কেউ দু'বেলা অন্ন পাবে না, ঠিক জানবেন। বাঙ্গালা মরুভূমি হবে নিশ্চয়।

মীর। তোমার ঐ কথা।

সাম। আমার কথা, আপনার কাজ,—দেখ্‌বেন দুই ঠিক মিল্‌বে। বাঙ্গালায় কৃষী থাক্‌বে না, শিল্পী থাক্‌বে না, তন্তুবায় নাম উঠে যাবে, বাণিজ্য লোকে ভুলে যাবে; জন-কতক লোকের দাসত্ব ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে, আর কোটি কোটি লোক, বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেবে। চলুন, একশো বছরের কাজ আজ একদিনে ক'রেছেন।

মীর। না—না—না—না—

সাম। হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ—চলুন এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক*

মুঙ্গেরে—জগৎশেঠের শয়ন-কক্ষ

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র

জগৎ। আমিয়টকে সতর্ক কর্‌তে লোক পাঠিয়েছিলেম, কিন্তু ফল হ'লো না, শুন্‌ছি দলবল সমেত মারা পড়েছে।

রাজ। আর দুঃখ ক'রে কি করবেন, যা অদৃষ্টে ছিল হয়েছে, আপনার কর্ত্তব্য তো করেছেন।

স্বরূপচাঁদের প্রবেশ

স্বরূপ। দাদা—দাদা,—মীরজাফর আবার নবাব হয়েছেন, সাহেবেরা পাটনা নিয়েছে।

সকলে। সত্য নাকি—সত্য নাকি? তবে খবর ঠিক?

স্বরূপ। হাঁ—হাঁ—সব ঠিক! এখন সাহেবদের তো কিছু টাকা পাঠাতে হবে?

সকলে। পাঠাতে হবে বই কি?—পাঠাতে হবে বই কি?

জগৎ। সেই তো, কি ক'রে পাঠাই। কাসিম আলীর চর তো একেবারে চোখে চোখে রেখেছে।

রাজ। বিষম দুর্ভাবনার কথা!

কৃষ্ণ। দেখুন, দুর্গা আছেন, অকূলে কূল দেবেনই! এ কাসিম আলীর দৌরাত্ম্য থেকে নিস্তার পেলে, একশ' আট বলী দিয়ে পূজো দিই।

রাজ। এক উপায় আছে, কাসিম আলীর বিদেশী সেনানায়ক অনেক আছে, তাদের অর্থ কব্‌লে কার্য্য হ'তে পারে। ইংরাজের চর তাদের কাছে আসা-যাওয়া কর্‌বেই।

রাম। গুর্‌গিণ খাঁর ভাবটা কি?

জগৎ। আমার বোধ হয় এখনো দুনোমনা হ'য়ে আছে।

রাজ। নবাব তো খুব বিশ্বাস করে।

জগৎ। কাসিম আলীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কিছু ব'লো না, ও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—মুঠোম হাত তফাৎ!

স্বরূপ। যাক্—এখন টাকা পাঠাবার চেষ্টা করুন।

জগৎ। দেখা যাক্, নবাবের এত বিশ্বস্ত আমলা রয়েছে, তাদের দিয়ে কি কাজ পাওয়া যাবে না?

কৃষ্ণ। বিশ্বস্ত আমলাকে দিয়ে কাজ পাবেন কি শেঠজি?

জগৎ। আরে মহারাজ, মনে মনে সবাই আমাদের মত,—কাসিম আলীর হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে? অত বড় দুর্জ্জন কি আর জন্মেছে!

একজন নবাব-চরের প্রবেশ

কি ম'শায়,—কি ম'শায়—কি মনে করে?

চর। যুদ্ধ বেধেছে—শুনেছেন?

জগৎ। হাঁ শুন্‌ছি—শুন্‌ছি—

চর। তাই বোধ হয়—আপনারা নবাবের হিতার্থে পরামর্শ কচ্ছেন?

জগৎ। হাঁ—হাঁ—কর্ত্তব্য নয়।

চর। অনেক মুসলমান ওমরাওকেও এই-

রূপ পরামর্শ ক'র্‌তে দেখে এলেম। নবাবকে সংবাদ দিইগে, যে তাঁর রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান অনেকেই প্রভুভক্ত।

জগৎ। হাঁ—তা আপনার নজর তো কিছু দেওয়া হ'লো না?

চর। তার জন্য কি—তার জন্য কি—

জগৎ। দেখুন, কাল প্রাতে বাড়ীতে ব'সে দশ হাজার টাকার হুণ্ডি পাবেন।

চর। বড় বাধিত হলেম—বড় বাধিত হলেম। নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরামর্শ করুন,—আমি চল্লেম।

[নবাব-চরের প্রস্থান।

রাজ। চলুন—চলুন—আর আমরা একত্র হবো না।

জগৎ। না, কর্ত্তব্য নয় বটে। যদি টাকা পাঠাবার কোন সুযোগ কর্‌তে পারেন, আমাদের গুপ্ত সাঙ্কেতিক পত্রের দ্বারা জানাবেন, আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রস্তুত। ইংরাজের এ সময়ে অনেক কাজে লাগ্‌বে।

কৃষ্ণ। এ চর বেটা তো কোন সংবাদ দেবে না?

রাজ। না, সে ভয় নাই, এসেই ইসারায় ঘুস্ চাইলে দেখ্‌লেন না? ঘুস্ কব্‌লানোতে সন্তুষ্ট হ'য়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

কাটোয়া—শিবির

লালসিং, হায়বতুল্লা, আলম খাঁ ও জাফর খাঁ

লালসিং। মহাশয় ঐ রণবাদ্য শুনুন, ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে।

হায়ব। তা আর চিন্তা কি,—স্বয়ং তকী খাঁ বাহাদুর সম্মুখীন রয়েছেন? আমরা তো ক্লেন সাহেবের নিকট পরাভূত হ'য়ে এসেছি, আমরা আর কি কর্‌বো?

লাল। মহাশয়, মিনতি কার, যদি কিছু মনোমালিন্য থাকে, তার সময় এখন নয়। সকলে মিলে ইংরাজকে পরাজিত করুন, পরস্পর বিবাদের অনেক সময় পাবেন, নবাব-কার্য্যে উপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

আলম। তকী খাঁ বাহাদুর কোথায়?

লাল। তিনি সৈন্য সমাবেশে ব্যস্ত আছেন।

হায়ব। আপনাকে কি আমাদের নিকট সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন?

লাল। আজ্ঞে না, তিনি প্রেরণ করেন নাই,—ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে, আমি সংবাদ দিতে উপস্থিত হয়েছি। সকল সেনানায়কেরা এক যোগে আক্রমণ কর্‌লে, ইংরাজ এখনি নষ্ট হবে। সম্মুখে, পার্শ্বে আক্রমিত হ'লে, ক্ষুদ্র বিপক্ষ সৈন্য কদাচ নিস্তার পাবে না।

জাফর। একা তকী খাঁ বাহাদুরের বিক্রমে যুদ্ধ জয় হবে!

হায়ব। আর আমাদের যুদ্ধ-বিক্রম তো নাই, আমরা লেফ্‌টেনাণ্ট গ্লেনের যুদ্ধে পরাভূত হ'য়ে এসেছি। আমাদের নিকট তো কামান ছিলো না, সে সময় তকী খাঁর সেনারা অগ্রসর হ'লে, আর কাটোয়ার দুর্গ গ্লেন অধিকার কর্‌তে পার্‌তেন না। কর্ষিত ভূমি, কামানের মুখে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্য রীতিমত সঞ্চালিত হলো না।

লাল। মহাশয়, এ যুদ্ধে তার প্রতিশোধ দেন। আর বিলম্ব কর্‌বেন না, সৈন্য সমাবেশ হ'তে আজ্ঞা দেন। অনতিবিলম্বেই বিপক্ষ-সৈন্য তকী খাঁর সম্মুখীন হবে।

জাফর। তিনি একলাই যুদ্ধ জয় কর্‌বেন, কেন চিন্তা কচ্ছেন?

লাল। মহাশয়, তকী খাঁ বাহাদুরকে কেন অপরাধী কচ্ছেন? গ্লেনের যুদ্ধে যদি তাঁর সেনানায়কেরা অগ্রসর না হ'য়ে থাকেন, তবে তাঁর সেনানায়কের দোষ, সে সকল মার্জ্জনা করুন। যদি তকী খাঁকেও অপরাধী বিবেচনা করেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সে অপরাধও মার্জ্জনা করুন। সাধারণ শত্রু ধ্বংস ক'রে, পরস্পর শত্রুতার অনেক সময় পাবেন।

হায়ব। লালসিংজি, আমরা সব বুঝি,—সে যুদ্ধে তকী খাঁ বাহাদুরের সম্মতি না ল'য়ে, আমরা অগ্রসর হয়েছিলেম; তাই তাঁর সেনানায়কেরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে, আমাদের পরাজয় দেখেছেন। এখন আমরা তাঁর সৈন্যের বাহু-বলে শত্রুজয় দেখি!

লাল। মহাশয়, আপনারা জনে-জনে বীর-পুরুষ—দৃঢ়ব্রত সেনানায়ক, নবাবের বিশ্বাস-

পাত্র, নবাবের মুকুটরক্ষক, সিংহাসনরক্ষক। ইংরাজ-বিবাদ তকী খাঁর সহিত নয়, নবাবের সহিত। ইংরাজ নবাবের শত্রু, সে শত্রু দমনে কেন ঔদাস্য প্রকাশ কচ্ছেন? তকী খাঁর সেনারা আপনার স্বজাতি,—বিপক্ষ হস্তে তাদের ধ্বংস কিরূপে দেখ্‌বেন? নবাব-আজ্ঞায় যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে আপনারা বাধ্য, পরস্পর সাহায্য কর্‌তে আপনারা বাধ্য,—আসন্ন সমরে এ উদাসীনতা কেন?

আলম। আমরা নবাবের আজ্ঞায় বাধ্য। তকী খাঁর, যুদ্ধে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি, যে কার্য্য আপন বুদ্ধিতে কর্‌বেন, সে কার্য্যে আমরা সাহায্য কর্‌তে কুণ্ঠিত হই। তিনিও একজন সেনানায়ক, আমরাও জনে জনে সেনানায়ক। এ স্থলে সৈন্যাধ্যক্ষ মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইয়দ মহম্মদ খাঁ—তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কার্য্য কর্‌তে পারি না।

লাল। মহাশয়, যদি এই দণ্ডে ইংরাজ সৈন্য আপনাদের শিবির আক্রমণ করে, মুর্শিদাবাদ হ'তে ফৌজদারের আজ্ঞার অপেক্ষায় কি নিরস্ত্র প্রাণত্যাগ কর্‌বেন?

হায়ব। সেরূপ অবস্থা তো উপস্থিত নয়।

লাল। তবে আর কি নিবেদন কর্‌বো?—চল্লেম। হায় হায় এই দারুণ ঈর্ষ্যাই ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ!

[প্রস্থান।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। মহাশয়, ফৌজদার সইয়দ খাঁ বাহাদুর আপনাদের নিকট এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

হায়ব। পত্র কারে লিখেছেন?

দূত। আপনাদের তিনজনকেই পাঠ কর্‌তে বলেছেন।

হায়ব। (পত্র পাঠ করিয়া) দেখুন—দেখুন—তকী খাঁর দম্ভে সকলেই তার বিরূপ। লিখ্‌ছেন—"ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে, অগ্রে তকী খাঁর পরাজয় হোক, তারপর ইংরাজকে আপনারা আক্রমণ কর্‌বেন। যদি সকলের সাহায্যে তকী খাঁ জয়লাভ করে, তাহ'লে দম্ভে আর সে পৃথিবীতে পদার্পণ কর্‌বে না।" আর কি—আমরা নিশ্চিন্ত!

জাফর। চলুন — চলুন — দেখা যাক!—আমরা অকর্ম্মণ্য, যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি,—তকী খাঁ বাহাদুর কিরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করেন, দেখা যাক!

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

কাটোয়া—রণস্থলের বহির্ভাগ

তকী খাঁ ও লালসিং

লাল। মহাশয়, সত্বর একজন নায়ককে প্রেরণ করুন—নবাবকার্য্যে সাহায্য প্রদান কর্‌তে অনুমতি করুন। এতে আপনার মর্য্যাদার ত্রুটি নাই, বীরত্বের ত্রুটি নাই। সেনানায়কেরা আপনার বীরত্বের ঈর্ষ্যা করেন, আপনি স্বয়ং সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, সে ঈর্ষ্যা দূর হবে;—সকলে মিলে রণজয় করুন।

তকী। লালসিং, তোমার প্রভুভক্তি অতি প্রশংসনীয়! তুমি প্রভুকার্য্যে মান-মর্য্যাদা সকলই পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত; কিন্তু বীরবর, সে মনের বল আমার নাই। তুমি কি ভেবেছ, আমি সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁরা সাহায্য দান কর্‌বেন? কদাচ মনে স্থান দিও না। স্বয়ং ফৌজদার সইয়দ মহম্মদ খাঁ, যার উপর সেনাচালনার ভার, তিনি আমার বিরোধী। আমার অপর অপরাধ নাই, নবাব বিশ্বাস করেন, এই আমার অপরাধ। আমি ফৌজদারের নিকট যে আদেশ প্রার্থনা করি, ফৌজদার তার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করেন;—আমার কার্য্যে পদে পদে বাধা প্রদান করেন। লালসিং, আমি নিরুপায়! আমি সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁরা সাহায্য কর্‌বেন না,—তাতে আমি মর্ম্মাহত হবো, আসন্ন যুদ্ধে অন্যমনা হবো। আমি নবাব-কার্য্যে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে প্রতিশ্রুত, প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো।

লাল। হা অভাগিনী বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানের ললাটের কলঙ্ক-কালিমা শোণিত-স্রোতে ধৌত হবে না, জাহ্নবীর পূত সলিলে

ধৌত হবে না,—আসমুদ্র ভারতভূমি কালিমা-ময় হবে!

তকী। কিন্তু বীরবর, বীর শোণিত—কৃতজ্ঞ-শোণিত, সে কালিমার উপর উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার কর্‌বে। চল, কার্য্য উপস্থিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তারার প্রবেশ

তারা। চলো, চলো,—অবিরামগতি চলো, যতক্ষণ না মৃত্তিকার দেহ মৃত্তিকায় মিলিত হয়, ততক্ষণ বিরাম নাই; যতক্ষণ না মেদিনীর অঙ্কে মহানিদ্রাগত হও, ততক্ষণ চলো।—চলো চলো; স্থির হ'তে পার্‌বে না। ঐ শোন গৃধ্রের চঞ্চুধ্বনি, ঐ শোন শকুনির পাখশাট, শৃগালের আনন্দরব! দেখ, দেখ—রুধিরাক্ত রণভূমি দেখ, বীরদেহ শত্রুহস্তে ধূলিশায়ী দেখো;—দেখো; দেখো—রুধির-পিয়াসী বঙ্গ-ভূমি সন্তানের রুধির পান কচ্ছে দেখো! এই যে, এই যে, আর শব্দ দূরে নয়,—ঐ যে মুহু-র্মুহুঃ কামান গর্জ্জন, ঐ যে মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ—সিংহনাদ, ঐ যে অশ্বপদধ্বনি! ঐ যে বীরকণ্ঠে নায়কের উচ্চনাদ! ঐ যে হাহা-কার রবে দিক আচ্ছন্ন! চলো—চলো—অভাগিনী, তোমার আর তিলমাত্র বিলম্ব নাই।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

কাটোয়া—রণস্থলের অপর পার্শ্ব

অ্যাডামস্‌ ও ইংরাজ-সৈন্যগণ

অ্যাডামস্‌। Fix bayonet my hearts, resist. Taki Khan's horse. They are charging our right wing. Throw them as bulldog the cur. Artillery. East. বাবালোক double—double, দুশমন আবি গিরেগা। 57th Lancer forward.

একজন হাবিলদারের প্রবেশ

হাবিল। হুজুর, তকী খাঁকা রোহিলা ফৌজ গেলন সাহেব কা হটায় দিয়া,—কামান ছিন্‌ লিয়া।

অ্যাডামস্‌। 14th Bengal infantry charge west.

একজন ইংরাজ সেনানায়কের প্রবেশ

সেনা। All's lost Major. Taki's Rohillas and Afghans are making tremendous havoc, Major Carnac wants succour.

অ্যাডামস্‌। Tell him to die where he stands. Oh the cowards give way before Taki's horse.

রায়দুর্লভের প্রবেশ

দুর্লভ। সাহেব, সর্ব্বনাশ, আর যুদ্ধ থাকে না। একা তকী সহস্র হ'য়ে সর্ব্বত্র বিচরণ কচ্ছে।

অ্যাডামস্‌। Yes, the demon has hundred lives. গোলা লাগিয়া ঘোড়া মরিল, পায়ে গোলা লাগিল, পড়িয়া গেল,—আবার নওয়া ঘোড়া চড়িয়া লড়াই করিতেছে!

দুর্লভ। সাহেব, এখনি সর্ব্বনাশ হবে। সেপাইদের বলেই কামান রক্ষা হয়েছে, নচেৎ তকী খাঁ কামান কেড়ে নিয়েছিলো। ঐ স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের দক্ষিণভাগে প্রবল বেগে আপতিত হবে। ঐখানে একটা খাল আছে, লুকিয়ে কতগুলো লোক বন্দুক হাতে ঐখানে রেখে দেন, তকী এগুলেই খানা হ'তে গুলি কর্‌বে; একা তকীকেই মার্‌তে পার্‌লে, রণজয় হবে। এদেশী সৈন্যরা নায়ক মলেই ছত্রভঙ্গ হয়,—তোমাদের মত তৎক্ষণাৎ অন্য নায়ক খাড়া হয় না।

অ্যাডামস্‌। Oh you Bengali, if you have only the courage to carry on the plans of your head, you can work wonders!

দুর্লভ। সাহেব, আর বিলম্ব কর্‌বেন না, হুকুম দেন।

অ্যাডামস্‌। ঠিক বাত রাজা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

তকী খাঁ, লালসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ

তকী। (সৈন্যগণের প্রতি) চলো—চলো—ঐ দেখ ইংরাজ সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন কচ্ছে। কেবল দক্ষিণ ভাগ অটল আছে, এখনি আমাদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হবে। আর বিলম্ব নাই, এখনি ইংরাজ আমাদের পদানত হবে।

লাল। বীরবর, শিবিরে প্রত্যাগমন করুন, স্কন্ধদেশ ভেদ ক'রে গুলি বাহির হয়েছে। শুনেছি, মহারাণা প্রতাপসিংহ, হলদীঘাটে সপ্তস্থানে আহত হ'য়ে, রণস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন, আপনি শিবিরে প্রত্যাগমন করুন, আমি সৈন্য পরিচালনা কচ্ছি। আপনার বহুমূল্য জীবন, উপেক্ষা কর্‌বেন না।

তকী। লালসিং, একথা তোমার যোগ্য নয়। ইংরাজ-যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, এই কৃষ্ণ-শ্মশ্রু নবাবকে দেখাবো? বেগম মাতা, আদরে এই তরবারি আমায় প্রদান করেছেন, সেই তরবারি হস্তে, শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো? আমি শত্রুজয় বা দেহ বিসর্জ্জনে, আল্লার নাম নিয়ে বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত। এখনো শত্রুজয় হয় নাই, আমি ফির্‌বো কি করে? আমার ক্ষতস্থান বস্ত্রদ্বারা আবৃত করো,—সৈন্যেরা রক্তমোক্ষণ দেখে ভীত না হয়। চলো, চলো,—অগ্রসর হও। দেখ, দেখ—সশস্ত্র নবাব-নায়কেরা সসৈন্যে পশ্চাতে দণ্ডায়মান। এখনি অগ্রসর হ'লে, শত্রুজয় হয়! ভাল দর্শকের ন্যায় দেখুক, এখনি রণজয় কর্‌বো।

লুক্কাইত ইংরাজ-সৈন্য হইতে গুলি আসিয়া তকীকে আঘাতকরণ

তকী। (পতিত হইয়া) লালসিং, আমার রণ অবসান। এই বেগম দত্ত তরবারি তুমি গ্রহণ করো। যদি নবাবের দর্শন পাও, বোলো, যে তাঁর শত্রুজয় ক'রে, প্রাণত্যাগ ক'রতে পারলেম না,—অনন্ত কাল এই যন্ত্রণা আমি ভোগ কর্‌বো। লালসিং, ঐ সৈন্যেরা আমার পতনে পলায়ন কর্‌ছে,—কোনরূপ উৎসাহ-দানে, তাদের যুদ্ধে ফেরাও, এখনি যুদ্ধ জয় হবে! যাও—যাও—শীঘ্র যাও—নচেৎ তুমি আমার অভিশাপগ্রস্ত হবে।

লাল। সেলাম!—হয় সহস্র ইংরাজ-শোণিতে, নয় বক্ষের শোণিতে তরবারির পূজা হবে।

[প্রস্থান।

তারার প্রবেশ

তারা। এই যে—এই যে আরক্ত আভা, এই যে অস্তাচলগামী সূর্য্যের আরক্ত আভা, এই যে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত, এই যে রণক্ষেত্র রক্তময়! রাক্ষসি, আর কত শোণিত পান কর্‌বি? সন্তানের শোণিত-পানে কি তোর তৃপ্তি নাই? জলস্রোতের ন্যায় শোণিত পান কচ্ছ, তাতে তৃপ্তি নাই! অস্থি-মজ্জা চর্ব্বণ কচ্ছ, তাতে তৃপ্তি নাই! এই যে স্বজাতিবৎসল, প্রভুভক্ত, বীরপুরুষের শোণিত—এতে তোমার তৃপ্তি নাই! সূর্য্যদেব যাও—যাও, তোমার গৌরব প্রত্যহ উজ্জ্বল হবে, মলিন হবে, কিন্তু এই বঙ্গ-সূর্য্য তকী খাঁর গৌরব অনন্তকালে মলিন হবে না! নিশাকালে তুমি প্রভাহীন—কিন্তু যখন ঘোর পরাধীনতা-রজনী বঙ্গভূমি আবরণ কর্‌বে, তখন এই বঙ্গ-সূর্য্য তকী খাঁর গৌরব আরো উজ্জ্বলতর হবে। তুমি বঙ্গমাতার ন্যায় নির্ম্মম,—শশধর-তারা নির্ম্মম, বঙ্গের আকাশ নির্ম্মম, স্থল-জল-বায়ু নির্ম্মম, তোমরা সকলে নির্ম্মম, নচেৎ এত যন্ত্রণা কিরূপে দেখ! কিরূপে আবার প্রভাত-গগনে উদয় হও। আমিও নির্ম্মম, দেখ—দেখ—মমতাহীন হ'য়ে এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি!—চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই, একটি দীর্ঘশ্বাস নাই! প্রস্তরের গঠন, ক্ষয় হবে না, প্রস্তর-বক্ষে বেদনা লাগে না!—নইলে তকী খাঁ ভূতলে, আমি এখনো জীবিত!

তকী। মা, এসেছ! দেখ মা, তোমার আদেশ মত রণক্ষেত্রে বক্ষের শোণিত দান করেছি, তোমার আদেশমত জন্মভূমির জন্য তরবারি মুক্ত করেছি, তোমার আদেশমত বঙ্গবাসীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা পেয়েছি! মৃত্তিকার দেহ উচ্চ কার্য্যভার গ্রহণে অক্ষম! এক মিনতি, আমার এই শোণিতসিক্ত পাগড়ী, যদি পারেন, বেগম মাতাকে দেবেন। মা যেন তাঁর অভাগা সন্তানকে কখনো কখনো স্মরণ করেন। তুমিও মা, আমার অতৃপ্ত আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করো। [মৃত্যু।

তারা। যাও—যাও, বীরলোকে গমন করো!—যাও—যাও—মাতৃবৎসল, স্বদেশবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল যথায় বাস করে—তথায় গমন করো! যাও—যাও—কীর্ত্তিপুরে গমন করো, যথায় আত্মত্যাগী সপুত্র ভীমসিংহ, গোরা, বাদল, হামির বাস করে, যথায় বীরকেশরী, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত, তথায় গমন করো! যথায় হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ বিদলিত, যথা কর্ম্ম কর্ম্মে পুরস্কৃত, যথা গৌরব চিরাশ্রিত, সেই ঈশ্বর-কৃপালোকিত মহালোকে গমন করো। যাও বৎস! ঐ দেখ মীরমদন, মোহনলাল তোমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান!!

চতুর্থ অঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীর

খোজা পিদ্রু ও গুরু্গিণ

পিদ্রু। মাপ করো ভাই, আমি তোমায় বিশ দফা বলেছে, যে বাঙ্গলায় ঘুরিয়ে, ফিরিঙ্গির সাথ চলা-বলা করিয়ে দেশোয়ালী বাতটা ভুলিয়ে গিয়েছে। তুমি লম্বা ইংরাজি ঝাড়ো, ফার্সি ঝাড়ো, আর্ম্মানি ঝাড়ো,—এতে আমি তোমার বাত বুঝিতে পারিবো না,—আর তুমি গজ মাপিয়া কাপড় বেচিতে, তা ভি ঢাকা যাইবে না। এতদুর আগু হইয়া তুমি দোনোমনো করিতেছ কেন?

গুরু্। দেখো ভাই, নবাব এখন ভি বিস্‌ওয়াস করে।

পিদ্রু। বিস্‌ওয়াস্ ক'রে তো গাটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল! এতদিন যে নবাবের ডান হাত আছো, কেতো টাকা রোজগার করিয়াছ? তলব আর তলব! আর এখন দেখ'—মণি বেগম কেমন টাকা ঝাড়্‌ছে? জমীদার, আমীর লোকের কাছে হাত পাত্‌তে হয় না, ঘরে বসিয়া হিন্দুর দেবতার মত—পুজো খাইতেছে! এখন আর দুনোমনার কাম নাই। এখন তোমার কামেই এতটা খারাপ হইয়াছে, নবাবী ফৌজের সর্দ্দারেরা তোমার বাতে ভি আর ফিরিবে না, এখন আর নবাবের তরফ হ'বে না। এ নবাবটা তো গেল! আর কেন ভাই, দুজনে পোঁট্‌লা বাঁধি আয়। একা জগৎশেঠটা, তুমি পাঁচ লাখ মাঙ্গো, দশ লাখ মাঙ্গো, দিয়ে দেবে।

গুরু্। আমি এখন ভি মনে কর্‌লে নবাবটাকে খাড়া রাখ্‌তে পারে।

পিদ্রু। আমি মেনে নিলো—তুমি পারে; লেকেন ফয়্‌দাটা কি ব'লো? দেখো, তুমি কাসিম আলীর মেজাজ থোড়া বুঝিয়াছ; ওর মনে সব্বার উপর ধোঁকা উঠিয়াছে। ও যদি একবার খাড়া হইতে পারে, ওর যার উপর ধোঁকা, তারই গর্দ্দান নেবে। লড়াইগুলো হারিয়া হারিয়া, ওর মেজাজটা কেমন হইয়া গিয়াছে তা কি তুমি জান্‌ছো না? আমি ভাগ্‌ছে, তুমি এই কাম্‌টা করিও, যেন নবাব আপনি না লড়াইয়ে আসে। আপনি লড়াইয়ে এলে খাড়া হ'য়ে যাবে; ওর এখনো ইংরাজের দশগুণ ফৌজ আছে। ও লড়াইয়ে দাঁড়াইলে ওর ফৌজের সর্দ্দার লোক এক-কাট্টা হইয়া লড়্‌বে।—আপনা আপনি রেষারেষি করিবে না। তুমি এই কামটা করিও, ওরে লড়াইয়ে আসিতে দিয়ো না। কাসিম আলী বরবাদ গেলে, তুমি ভি আমীর—হামি ভি আমীর।

গুরু্। আর পিছে ফিরিঙ্গি যদি বেইমানী করে? তোমায় তো কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল?

পিদ্রু। ওরা জিন—দানা-দত্যি! যার উপর খোস থাকে, আমীর করিয়া দেয়। আমি কাসিম আলীর তরফ ছিলো; তাই কয়েদ করিয়াছিলো। হামি চল্‌লো। এই হীরাটা লও, এ মণি বেগমের, এর তিন লাখ দাম। আর কাম ফতে হ'লে একটা মাণিক দেবে,—সে সাত রাজার ধন।

গুরু্। তুমি খুব হুঁসিয়ারীতে যাও, কাসিম আলীর চরগুলো বড় ঘুরচে।

পিদ্রু। হামি হুঁসিয়ার আছি। তুমি মার পেটের ভাই, তুমি চিনলে না, আর কাসিম আলীর চর আমায় চিনে নেবে!

[পিদ্রুর প্রস্থান।

গুরু্। (স্বগত) "Feather your own nest"—ফিরিঙ্গিকা ঠিক বাত!

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরুপচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামনারায়ণ প্রভৃতির প্রবেশ

জগৎ। হ্যাঁ ম'শায় এ কি সত্য,—উদয়নালা ইংরাজ দখল করেছে?

গুরু। হামি তো আপনাদের বার বার ব'লছে, কাসিম আলী আর একটা লড়াই পাবে না, ঐ যা পাটনায় জিতে নিয়েছে।

রাম। কেন হার্‌ছে বলুন দেখি? গিরিয়ায় তো খুব জোগাড় করেছিলো?

গুরু। আরে ম'শায়, পলটনের সর্দ্দার আমার সব হাতে। তারা নবাবের তরফ হ'য়ে লড়্‌বে তো আপনাদের টাকা হামি খাচ্ছি কেন? আর তাদের ভি মুঠা মুঠা টাকা দিচ্ছি কেন? দু'একটা বেকুব সর্দ্দার, নবাবী তরফে লড়ে জান দেয়,—আর আমার টিপ্‌নি খাইয়া, আর আর সর্দ্দার লড়ে না;—যেমন পলাশীর লড়াইয়ে ইয়ারলতিফ, মীরজাফর লড়্‌লো না, তেমন এরা দাঁড়াইয়ে দাঁড়াইয়ে দেখে—লড়ে না। নেই তো কি ইংরাজ এতদিন লড়্‌তো? গিরিয়ার লড়াইয়ের পর জাহাজ ভাসাইত;—ইংরাজ নামটা বাঙ্গালায় থাকিতো না। হামি এখন চল্লো, নবাবের সাথে দেখা করিতে হইবে। আপনারা বেপরোয়া থাকেন। শেঠজি আর রাজা-আমীর সব আছেন, হামার কাম্‌টা যেন মনে রাখিবেন।

জগৎ। মহাশয়, আপ্‌না হ'তে আমাদের ধন-মান-প্রাণ সব রক্ষা হবে, আপনাকে ভুল্‌বো?—আমরা এমন বেইমান নই!

[গুরুগিণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। এই দু' বেটা আর্ম্মানীই মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ কর্‌বে। আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়েছে, আমি চল্লেম।

[কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

রাজ। নবাব খুব ভরসা করেছিলো যে, তকী কাটোয়ার লড়াই ফতে কর্‌বে। তকী খাঁ বাহাদুর আপনি লড়াইয়ে ফতে হ'লেন।

রাম। গিরিয়ায় আমার বড় ভয় ছিলো। শুন্‌তে পাই, সের আলী, গাফিলি না কর্‌লেই ইংরেজ গিয়েছিলো।

স্বরূপ। আহা, অনেক ইংরাজ মারা গিয়েছে। অনেক গোরা পালাতে গিয়ে 'বাঁশলীর' জলে ডুবে মরেছে। গ্লেন্ আগেই মরে, ষ্টিবার্টের আট জায়গায় সঙ্গিন আঘাত লেগেছে।

রাজ। মীর বদরুদ্দিন খাঁ, বাহাদুরী কর্‌তে গিয়ে খুব চোট খেয়েছেন, তাঁকে আর ঘোড়সওয়ার হয়ে লড়াইয়ে যেতে হবে না।

জগৎ। মীর নাসির খাঁ বেটা মলো না! আমার লোক বেটাকে লাখ টাকা ঘুস দিতে গিয়েছিলো, নেয় নাই, বেটা নবাবের সম্পূর্ণ পক্ষ।

রাজ। আর পক্ষাপক্ষ দু'দিন। পনের হাজার লোক উদয়নালায় মারা গিয়েছে। সমরু, মার্কার—ল্যাজ তুলে দৌড়! এবার মুঙ্গের নিলেই ফর্‌সা!

রাম। পাটনার কেল্লাও খুব মজবুত করেছে শুন্‌তে পাই।

রাজ। আর দিনকতক চেপে থাকুন—নবাবকে সেলাম দেন,—তারপর নবাবী সব বেরিয়ে যাবে। "অরুণ নয়—বরুণ নয়—রামের সঙ্গে বাদ!"

জগৎ। চুপ করুন্—চুপ করুন্—নবাব আস্‌ছে।

কয়েকজন সৈন্যসহ মীর কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। কি মহাশয়, আপনাদের এখানে কি হ'চ্ছে?

জগৎ। আজ্ঞে, আমরা হিন্দু, গঙ্গাতীরে একটু এসেছি।

কাসিম। বটে—বটে, বড় আক্ষেপ, সহরের বাইরে যেতে পারেন নাই!

জগৎ। সে কি জনাব, পরম সমাদরে নবাবের আশ্রয়ে বাস ক'চ্ছি।

কাসিম। হ্যাঁ, আপনারা নবাবের শুভানু-ধ্যায়ী! সকল সংবাদ জানেন কি? প্রথম কাটোয়া, তারপর গিরিয়া, তারপর উদয়নালাও ইংরাজ অধিকার ক'রেছে।

জগৎ। আজ্ঞে, কিরূপে কর্‌লে, আমরা তাই বলাবলি কচ্ছিলেম। জনাব তো যৎপরো-নাস্তি সৈন্য-সমাবেশ ক'রে ইংরাজ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। উপর্য্যুপরি এরূপ পরাজয় কেন হলো?

কাসিম। শেঠজি, এ কথা জানেন না? সেই রাজ্যলোলুপ মীরজাফর,—সেই ইংরাজ সহায়,—সেই জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, সেই মহারাজ রাজবল্লভ। এই ষড়যন্ত্রে সিরাজ-দ্দৌলার পতন হয়েছে। সে সময় ইংরাজ দুর্ব্বল ছিলো,—আমি তো সামান্য ব্যক্তি,—এ

সময়ে ইংরাজ বলবান, পরাজয়ের কারণ তো দূরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই? যাক্— শুনেছি, আপনাদের গঙ্গার মাহাত্ম্যে মহাপাপ বিনাশ হয়; কি কি পাপ বিনাশ হয় বল্‌তে পারেন? জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, আপনি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, শাস্ত্রাদি বিশেষ জানেন, সকল মহাপাপ ধ্বংস হয় কি?

জগৎ। আজ্ঞে, শাস্ত্রের এইরূপ বচন— শাস্ত্রের এইরূপ বচন।

কাসিম। শাস্ত্রের বচন। উপস্থিত বাঙ্গালায় যে সকল মহাপাতক হ'চ্ছে, সে সকল মহাপাতকের কল্পনা কি শাস্ত্রকারেরা করেছেন? অবশ্য রাজদ্রোহিতা কল্পনা ক'রে থাক্‌বেন। বল্‌তে পারেন—মুসলমান রাজা, তাতে হিন্দুর রাজদ্রোহিতা কি? কিন্তু স্বদেশদ্রোহিতা, বিজাতির পক্ষ হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, দীন প্রজা ধ্বংস, আত্মীয় হত্যা—এ সব মহাপাপ কি গঙ্গার মাহাত্ম্যে মোচন হয়? এ সকল মহাপাপ কি হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা কল্পনা করেছেন? যদি কল্পনা ক'রে থাকেন, তাঁরা দূরদর্শী বটে!— নীরব কেন?

জগৎ। আজ্ঞে, জনাবের ভাব কিছু গোলামের উপলব্ধি হ'চ্ছে না, যেন আমাদের প্রতি দোষারোপ কচ্ছেন?

কাসিম। দোষ আরোপ? — গঙ্গাতীরে মিথ্যা কথা বল্‌ছেন? তবে কি মুসলমান-সংসর্গে আপনারা গঙ্গা-মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না? নচেৎ গঙ্গাতীরে মিথ্যা বল্‌ছেন কিরূপে?

জগৎ। জনাব, মিথ্যা নয়, আমরা জনাবের ক্রীতদাস।

কাসিম। শুনুন্ আমি আপনাদের রাজা। প্রজার ধর্ম্মরক্ষা করা—আপনাদের শাস্ত্রে আছে—রাজার কর্ত্তব্য। আজীবন মহাপাপ অনুষ্ঠান ক'রে আস্‌ছেন, সেই মহাপাপে আমি বাধা প্রদান কর্‌বো। রাজা রাজবল্লভ শুন্‌ছেন কি? আপনার পুত্র কৃষ্ণদাস শ্বারাই কালসর্প গৃহে পুষ্ট হয়েছে। রাজা রামনারায়ণ, আপনি সিরাজদ্দৌলার পক্ষে ছিলেন, সেই কার্য্য স্মরণ করে এতদিন মার্জ্জনা করেছি, অধিক মার্জ্জনায় আপনাদের মহাপাপের অংশী হবো। গঙ্গাজলে আপনাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক! (সৈন্যগণের প্রতি) এদের বন্ধন করো; বালুকাপূর্ণ গণি* এদের গলদেশে বন্ধন ক'রে, এদের সকলকে দুর্গ প্রাচীর হ'তে গঙ্গায় নিক্ষেপ করো।

সৈন্যগণের সকলকে বন্ধনকরণ

সকলে। জনাব—জনাব! বিনা অপরাধে গোলামদের প্রাণ বধ কর্‌বেন না!

কাসিম। চুপ! অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও, আমি তোমাদের প্রতি কৃপাবান্, এই নিমিত্ত তোমাদের পরকাল নষ্ট কচ্ছিনে। শুনেছি— তোমাদের গঙ্গামৃত্যু প্রার্থনীয়, সেই প্রার্থনীয় মৃত্যুতে তোমাদের মহাপাপের শান্তি হোক্। মৃত্যুতে তোমাদের ভয়? তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ করো, অচিরে আমার মৃত্যু হোক্। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, আর স্বদেশ-উৎপীড়ন সহ্য হয় না, আর প্রজার হাহাকার সহ্য হয় না! (সৈন্যগণের প্রতি) যাও, আজ্ঞা পালন করো।

[মীর কাসিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আশা, তুমি অতি বলবান্!
বিফল মন্ত্রণা,
অনাহারে অনিদ্রায় বিফল উদ্যম!
পুনঃপুনঃ পরাজয় বিপক্ষ-বিগ্রহে।
পুনঃপুনঃ হৃদি ভঙ্গ বিপক্ষের বলে,
তথাপি হৃদয়ে আশা করে জয় গান;
তবু আশা কয়, হবে রণজয়;
তবু মনে হয়, দমিয়ে প্রচণ্ড রিপু—
সাধিতে সক্ষম হব বঙ্গের কল্যাণ;—
দীন প্রজাগণে বিপক্ষের করাল পীড়নে,
পাবে ত্রাণ প্রভাবে আমার।
কেন-কেন, এত চিন্তা কিসের কারণ?
কেবা আমি—বঙ্গবাসী মাত্র একজন।
শত শত বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান,
সর্ব্বনাশ করিতে সাধন,
বিদেশীর উন্নতি কারণ,
নিয়োজিত কায়মনোবাক্যে সবে।
আমি কেন একমাত্র বাধা
কেন অনাহারে অনিদ্রায়—

*গণি='gunny' অর্থাৎ পাটের বস্তা বা থলি। [দে. ভ.]

চিন্তা করি প্রজার কল্যাণ?
কিসের প্রয়াসে—কিবা সুখ আশে?
আত্মহত্যা পাপ কি কারণ?
জ্বালি হৃদে প্রবল অনল,
দিবারাত্র ঘৃত করি দান।
যত জ্বলে, তত হৃদি স্থলে—
আশা হয় উদ্দীপিত!
পরাজয় নিশ্চয় সমরে—
সুমেরু সদৃশ বাধা প্রদানি শত্রুরে
নারিলাম নিবারিতে:
তবু প্রাণ চায় রোধিবারে—
মৃত্তিকা প্রাচীর সম্মুখে নির্ম্মাণ করি।
যে হয়—সে হয়—
রণে ভঙ্গ কদাচ না দিব,
সহিতে জনম—
সহিব সকলি—যতদিন দেহে রবে প্রাণ!

তারার প্রবেশ

তারা। বাবা, তুমি হেথায় কি ক'চ্ছ? কি চিন্তা কচ্ছ? আর চিন্তার সময় কই? ঘোর কার্য্য উপস্থিত! কার উপর যুদ্ধভার অর্পণ ক'রে, তুমি নিজ্জর্নে অবস্থান কচ্ছ? তোমার শত্রু আগতপ্রায়, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। ভাব্‌ছো, তোমার সৈন্য সুশিক্ষিত, তারা রণজয় কর্‌বে;—তোমার সেনায়কেরা সব রণদক্ষ, তারা সমর জয় কর্‌বে, তাদের কি সাধ্য যে রণজয় করে? তারা শিক্ষিত ব'লে কে তোমায় প্রতারিত করেছে? তারা বর্ব্বর, তারা ঈর্ষ্যাপূর্ণ, তারা দাম্ভিক, তারা আত্ম-গৌরব, আত্মযশ প্রার্থী,—তারা স্বদেশগৌরব, স্বজাতি-গৌরব প্রার্থী নয়: তারা শত্রু-গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার নিমিত্ত ব্যগ্র নয়; তারা সহকারী সামন্তের গৌরব খর্ব্বের নিমিত্ত ব্যগ্র;—যাতে স্বজাতির উন্নত শির শত্রুপদে অবনত হয়, তার নিমিত্ত ব্যগ্র। প্রধান শিক্ষা—একতা! তারা একতাবর্জ্জিত, তাদের উপর নির্ভর করো না। যদি সমস্ত সেনানায়ক একতায় চালিত হতো, যদি কাটোয়ার যুদ্ধে জাফর খাঁ, আলম খাঁ, সেখ হায়বতুল্লা, তকী খাঁর বীরত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ না হ'য়ে, তকীর সাহায্যে অগ্রসর হতো, যদি সৈন্যাধ্যক্ষ ভীরু ফৌজদার সইদ মহম্মদ, পুনঃ পুনঃ আদেশ দ্বারা ঐ সকল সেনানায়কদের ঈর্ষ্যা বর্দ্ধন না কর্‌তো, তা হলে কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ইংরাজের সমাধি-ভূমি হতো, তা হলে গিরিয়ায় স্বদেশভক্ত মীর বদরুদ্দিন, শের আলী খাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হতো, তা হ'লে গিরিয়া হ'তে ইংরাজ স্বদেশে পলায়ন কর্‌তো। যদি উদয়নালায় সমস্ত সামন্ত একতায় চালিত হতো, যদি পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা ক'রে, অসতর্কভাবে অবস্থান না কর্‌তো, তা হ'লে একজন নবাব-পক্ষীয় ইংরাজ-সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায়, উদয়নালা শত্রুর হস্তগত হতো না;—পঞ্চদশ সহস্র নবাবসৈন্য বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর্‌তো না। তোমার কার্য্য, তুমি সাধন করো, অন্যের উপর নির্ভর কর্‌লে পুনঃপুনঃ বিপদ্‌গ্রস্ত হবে।

কাসিম। তুমি কি সেই ফকিরণী? তুমি আমার উপর মহাকার্য্য কেন অর্পণ করে-ছিলে? এ গুরুভার গ্রহণ কর্‌তে আমায় কেন উপদেশ দিয়েছিলে? শত্রু-পীড়ন হতে স্বদেশ রক্ষা করবার আমার শক্তি কই? নিরাশ্রয় প্রজার শান্তি স্থাপনে আমি অক্ষম! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লেম, আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত হ'য়ে দিবারাত্র উদ্যম কর্‌লেম, নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হ'য়ে অর্থসঞ্চয় কর্‌লেম, অকাতরে সেই অর্থ ব্যয় ক'রে সৈন্য সঞ্চয় কর্‌লেম, সুশিক্ষিত সেনা-নায়ক দ্বারা শিক্ষা দান কর্‌লেম, রণবিশারদ সেনানায়ক নিযুক্ত কর্‌লেম, আমার যথাসাধ্য কর্‌লেম,—কি ফল হলো? পুনঃপুনঃ পরাজয়! মুষ্টিমেয় সৈন্য, যেন কুহকবলে, শতগুণ সৈন্য বিমুখ কর্‌লে। তবে আর কি উপায় আছে—কি উপায় হবে? আর কেন আমায় উত্তেজিত করতে এসেছ?

তারা। মীর কাসিম, তুমি স্বদেশবৎসল! বঙ্গমাতা অতি কঠিনা জননী! তাঁর শোণিত-পিপাসা প্রবল, সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই! স্বদেশভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বদেশপ্রিয়, স্বার্থশূন্য-হৃদয়ের শোণিত পানে পিপাসা!—সে পিপাসা তৃপ্ত না হ'লে, বঙ্গভূমি প্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্রসর হও, বক্ষের শোণিত দান ক'রো,—তোমার ন্যায় স্বদেশবৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান করো। কঠিন ব্রত—বক্ষের শোণিতদান-ব্রত—নচেৎ এ মহাব্রত

উদ্‌যাপন হবে না! যাই—যাই, চতুর্দ্দিকে হাহাকার—আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিনে।

[তারার প্রস্থান।

কাসিম। সত্য—এই একমাত্র উপায়;—রণ-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান কর্‌বো! কেন দিবানিশি কণ্টকের উপর পদচালনা করি, কেন চিন্তানলে দিবানিশি দগ্ধ হই? দেহদানে শান্তি লাভ করি।

গুর্‌গিণ ও আরাব আলী খাঁর প্রবেশ

গুর্‌গিণ, চলো যুদ্ধে যাই? আর আমার রণ-স্থল হ'তে দূরে অবস্থান করা উচিত নয়, আর সেনানায়কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়, আর উদাসীনভাবে সৈন্যক্ষয় করা কর্ত্তব্য নয়,—আমি স্বয়ং যুদ্ধে গমন কর্‌বো। আমার পতনে হয় মোগল-গৌরব অন্তর্হিত হোক্, নয় ইংরাজ বাঙ্গলা হ'তে দূর হোক। ইংরাজ মুঙ্গের অভিমুখে আগত, চলো—পথে বাধা প্রদান করি।

গুর্। জনাব বলিতেছেন, তাহার উপর কথা কওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আপনি যুদ্ধে যাইবেন বলিতেছেন। লড়াইয়ের কথা কেহই বলিতে পারে না, একটা মাঝে 'থানা' থাকিলে হার হইয়া যায়। নবাবের কিরমতিয়ো জীবন, একটা গুলির উপর ধরিয়া দেয়া উচিত নয়। তিনবার লড়াই হার হইয়াছে, তবু জনাব খাড়া আছেন, আমরা খাড়া আছি, লোকজন যোগাড় হইতেছে, ঠিকঠাক সব চলিতেছে। দৈবে হার হইয়াছে, তা কি হইবে? এমন অনেক লড়াই হার হয়। জনাব আগু হইলে, পাছে যারা অবিশ্বাসী দুশমন আছে, তারা পিছে খাড়া হইয়া যাইবে, সামনে ইংরাজ দুশমন খাড়া হইবে,—ইহাতে সব বরবাদ হইয়া যাইবে। আমার বিবেচনায়, জনাবের পাটনা যাওয়া কর্ত্তব্য।

আরাব। জনাব, গোলামের আবেদন, অনেক সেনাপতির উপর নির্ভর করেছেন, গোলামকে একবার মুঙ্গের রক্ষার ভার প্রদান করুন। গোলাম জনাবের নিকট প্রতিশ্রুত হচ্ছে, ইংরাজ সেনাপতি অ্যাডাম্‌সের মস্তক জনাবের পদ-তলে অর্পণ কর্‌বে। জনাব নিশ্চিন্ত হ'য়ে পাটনা গমন করুন। মুঙ্গেরে জনাব অবস্থান কর্‌লে, দুর্গরক্ষা ও নবাব-রক্ষার নিমিত্ত সেনারা ব্যাকুল হবে। জনাব, গোলামকে একবার ভার প্রদান করুন।

কাসিম। বারবার পলায়নপর হবো—এই কি যুক্তি? আমি স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত না হ'য়ে, পাটনায় গিয়ে লুক্কায়িত হবো—এই কি যুক্তি? না—কদাচ নয়। আমি স্বয়ং মুঙ্গেরে অবস্থান কর্‌বো। আরাব আলী, তুমি আমার সহকারী হও। গুর্‌গিণ, তুমি পাটনায় গমন ক'রো, মুঙ্গেরের সাহায্যার্থে, তথা হ'তে সৈন্য প্রেরণ করো আমি ইংরাজ-প্রতীক্ষায় মুঙ্গেরে অবস্থান করি।

গুর্। আচ্ছা,—জনাব বলিতেছেন, সেই-রূপ হইবে।

কাসিম। তবে সত্বর প্রস্তুত হও।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

আরাব। খাঁ বাহাদুর, এ কিরূপ ব্যবস্থা করলেন? নবাব মুঙ্গেরে থাক্‌লে আমি কিরূপে ইংরাজকে মুঙ্গের দুর্গ অর্পণ কর্‌বো।

গুর্। কেন ভাবিতেছ,—ওইটো তো আমি চাই। নবাব কতক্ষণ মুঙ্গের রাখ্‌বে? ইংরাজ সামনে খাড়া হবে, আমি যত সব বেগোড় জমীদার-উমীদার লিয়ে, মুঙ্গেরের উপর পড়্‌বো। নবাব পাক্‌ড়া যাবে, ইংরাজ দুনা এনাম দিবে।

মীর কাসিমের পুনঃ প্রবেশ

কাসিম। গুর্‌গিণ, আমি পাটনা যাত্রা কর্‌বো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আরাব আলী, তুমি আমার বিশ্বাসী, দেখো বিশ্বাস-ঘাতকতা করো না। যদি আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করো, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বদেশ, স্বজাতিকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ কোর না;—ইংরাজ জয় করো। যদি তোমার উচ্চ বাসনা থাকে, আমি মাতৃভূমির নামে শপথ কচ্ছি, সে উচ্চ বাসনা তোমার পূর্ণ কর্‌বো। তুমি যদি নবাবীর প্রার্থী হও, তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে। যে ইংরাজ জয় কর্‌বে, আমি রাজমুকুট তার শিরে স্বহস্তে পরিয়ে দেবো, আমি স্বয়ং জানু পেতে নবাব ব'লে তারে সেলাম কর্‌বো। আমি

নবাবীর প্রার্থী হ'য়ে নবাবী গ্রহণ করি নাই। আমি স্বদেশ উদ্ধারের প্রার্থী, স্বদেশ-পীড়ক দমনের প্রার্থী, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপন প্রার্থী। যে এ মহাকার্য্য সাধন কর্‌বে, তারে আমি নবাবী প্রদান ক'রে ফকির হ'য়ে মক্কায় গমন কর্‌বো। একদিন—এক মুহূর্ত্ত যদি বাঙ্গালা ইংরাজবর্জ্জিত দেখে আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী। বাঙ্গলা বাঙ্গালীর হোক এই আমার প্রার্থনা। যে বঙ্গভূমি রক্ষা কর্‌বে—সেই নবাব, —আমি তার দাসানুদাস। আরাব আলী, তোমার উপর আমি এই উচ্চ কার্য্য প্রদান কর্‌লেম, দেখো কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়ো না। যদি সমস্ত বঙ্গবাসী না বোঝে, তুমি বোঝ, যে স্বাধীনতা পরম রত্ন—স্বর্গীয় রত্ন;—স্বর্গের সুখ স্বাধীনতা—অপর সুখ স্বর্গে নাই। স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করো।

আরাব। জনাব, গোলাম মুখে কি বাচালতা কর্‌বে, গোলামের পরিচয় পাটনায় ব'সে পাবেন। বঙ্গেশ্বর, চিরদিনের জন্য বঙ্গেশ্বর! আরাব আলী খাঁ তাঁর ভৃত্য। আরাব আলী খাঁর অপর উচ্চ কামনা নাই।

কাসিম। আরাব আলী—আরাব আলী—আমায় আলিঙ্গন প্রদান করো, আমার উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করো। আমি পাটনায় চল্লেম, দেখো যেন নিরাশ না হই।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

গুর্। আর কি—সব কাজটা তো হইয়া গেল—ইংরাজ আসিলেই দোর খুলিয়া দিবে।

আরাব। চলুন—চলুন, আর আমরা একত্র থাক্‌বো না। আমার পুরস্কার তো নিশ্চয় পাবো?

গুর্। না পাইলে—অ্যাডামস্‌কে দোর খুলিয়া দিবেন কেন?

[উভয়ের প্রস্থান।

মীর কাসিমের পুনঃ প্রবেশ

কাসিম। আমি কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছিনে,—কে শত্রু কে মিত্র, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। আলী ইব্রাহিম আমার শত্রু কি গুর্‌গিণ আমার শত্রু? আলী ইব্রাহিম আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু অনেক বাল্যবন্ধু তো আমায় পরিত্যাগ ক'রে, শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে! মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে, অনেকে আমায় জানু পেতে নবাব ব'লে অভিবাদন ক'রেছে,—তারাই তো এখন মীরজাফরকে নবাব ব'লে, উচ্চ-জয়ধ্বনি উত্থিত ক'চ্ছে? না, গুর্‌গিণ খাঁর ভাব কিছু বুঝতে পারছি নে। আমায় যুদ্ধে যেতে কেন নিবারণ করে? সঙ্গত কথাই বলেছে, যুক্তিযুক্ত কথা;—আমার অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু যখন পাটনায় যেতে আজ্ঞা দিলেম, তার মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখেছি।

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। খাঁ-বাহাদুর, খোজা পিদ্রু সাহেবের পত্র গ্রহণ করুন।

কাসিম। কে তুমি?

দূত। আপনার ভ্রাতা খোজা পিদ্রু আমায় প্রেরণ ক'রেছেন।

কাসিম। তুমি গুর্‌গিণ খাঁকে চেনো? আমায় চেনো?

দূত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—খাঁ সাহেব, অদ্য এই স্থানে, এই সময় থাক্‌বেন, খোজা পিদ্রু সাহেব আমায় এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

কাসিম। তুমি মুসলমান?

দূত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাসিম। তুমি মুসলমানের উপযুক্ত কাজ করেছ! কে আছ—

দুজন সৈনিকের প্রবেশ

এ ব্যক্তিকে গোপনে কারাগারে ল'য়ে রাখো। কেউ এর সঙ্গে কথা না কয়।

[দূতকে লইয়া সৈন্যাদ্বয়ের প্রস্থান।

(পত্র পাঠ করিয়া) এই যে গুরগিণ! পত্রে তোমার স্বরূপ চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। আলী ইব্রাহিম, আমি তোমায় সন্দেহ ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা করো। কিম্বা তোমার কি মনোভাব আমি অবগত নই—আমি আপনার মনোভাব অবগত নই।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

গুরুগিণ খাঁর পুনঃ প্রবেশ

গুরু। (নোটবুক বাহির করিয়া) এই তো, ঠিক এই সময়ে খোজা পিদ্রু আমায় চিঠি দেবার কথা। কই কাকে তো দেখি না। খোজা পিদ্রু কি ভুলিয়া গেল? মণি বেগমটা আমার আসনায়ে পড়িয়াছে। শুনিয়াছি, তার এত উমের, কিন্তু আজও এমন সুন্দরী রহিয়াছে, —যেন একটা ছুক্‌রি! নেই তো কি মীরজাফর খাঁ, একটা নাচনাউলীকে নিকা ক'রে বেগম করে! আমি একটু আগু হইয়া দেখে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মীরজাফরের শিবির

অ্যাডামস্, খোজা পিদ্রু ও মণি বেগম

অ্যাডামস্। কাসিম আলী কি পত্র লিখিয়াছে জানো? এখনো তার তেজ কমে নাই! বলে—'ফাঁকি দিয়ে দু'চারঠো বরকন্দাজ মারিয়াছ, এখন লড়াই জিত হয় নাই।' আমায় শাসাইয়াছে—যে মিষ্টার ইলিস্ আর যে সব ইংরাজ কয়েদ আছে, তাদের মার্‌বে। আমি সেই ডরে আগু হইতে পারিতেছি না।

পিদ্রু। আর নবাবী লোক তো কয়েদ আছে, আপনি শাসাইয়া দেন, তাদের খুন কর্‌বেন।

অ্যাডামস্। We are men, not cowards. এ কাজটা হামরা পাবিবে না! আর ইংরাজের রক্তের শোধ কালা কাটিয়া যাইবে? তুমি যাও, ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে বলো, নবাবকে পত্র লিখে, যে কয়েদী ইংরাজের সহিত বদিয়াতি করিলে, পৃথিবীর উল্টা পিঠে গিয়া পলাইলে বাঁচিবে না। ভ্যান্সিটার্টের কথাটা কাসিম আলী শুনে।

পিদ্রু। আচ্ছা সাহেব, আমি যাচ্ছি।

[খোজা পিদ্রুর প্রস্থান।

মণি। ইলিস্ সাহেব নাকি তোমায় পত্র লিখেছে?

অ্যাডামস্। হ্যাঁ বেগম সাহেব। ইলিস সাহেব with true Roman courage পত্র লিখিয়াছেন যে, নবাব হামাদের মারে মারুক, মুঙ্গেরের উপর হামাদের চড়াও হইতে লিখিয়াছে। আমি বড় ভাবিতেছি।

মণি। সাহেব, কেন ভাব্‌ছো? ইলিস্ সাহেব ঠিক লিখেছেন? ইংরাজ ফৌজ—মুঙ্গের আক্রমণ কর্‌লেই, মুঙ্গের অধিকার হবে। গুরুগিণ খাঁ সব ঠিক করেছে। আমি অর্থে তাদের সকলকে বশীভূত করেছি। বিনা-যুদ্ধে মুঙ্গের হস্তগত হবে। ইলিস্ সাহেবদের উদ্ধার কর্‌তে পারবে.—কিছু চিন্তা ক'রো না।

অ্যাডামস্। গুরুগিণ খাঁর মৎলব আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তার কথার উপর প্রত্যয় করিয়া, বন্দী ইংরাজদিগের জীবন নির্ভর করিতে পারি না।

মণি। সাহেব, তোমার এখনো অবিশ্বাস? গিরিয়ার যুদ্ধে যদি সের আলী অগ্রসর হতো, তা হ'লে কি তোমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিলো? সে কি নিমিত্ত যুদ্ধে অগ্রসর হয় নি? গুরুগিণ খাঁর উপদেশে। সে উপদেশ মণিবেগমের অর্থে ক্রয় হ'য়েছিলো। যে দিন উদয়নালা তোমাদের হস্তগত হয় সে দিন কেল্লার সমস্ত প্রহরী কি নিমিত্ত অসতর্ক ছিলো? আমার প্রেরিত নর্ত্তকীরা রজনীযোগে নৃত্য-গীত ক'রেছে, আমার অর্থব্যয়ে সরাব-স্রোত সকলের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ক'রেছিল। গুরুগিণ খাঁর সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য সাধন হ'তো না। কঠিন কাসিম খাঁর শাসনে দুর্গে নর্ত্তকী প্রবেশ কর্‌তে পার্‌তো না। সম্মুখীন শত্রু—তথাচ আমোদ-উৎসব হ'তো না। গুরুগিণ খাঁ অর্থ লোভে সম্পূর্ণ প্রতারিত হ'য়েছে। তার মনে মনে ধারণা, যে আমি তার বশীভূত। তার নিকট, আমার একজন ক্রীতদাসীর তস্‌বীর প্রেরণ ক'রেছিলেম; সেই তস্‌বীর দেখে সে মুগ্ধ হ'য়েছে। তার ধারণা, তস্‌বীর আমার। তস্‌বীর গোপনে রেখেছে তাব ভাই খোজা পিদ্রুকেও দেখায় নাই। হীনবুদ্ধি আর্ম্মাণী মনে ক'রেছে, আমি তার বাঁদী হবো। মীরজাফর আমার জীবন! বর্ব্বর মনে করে, আমি মীরজাফরকে পরিত্যাগ ক'রে, তার বশীভূত হবো! বর্ব্বর খোজা পিদ্রুর দ্বারা এ প্রস্তাব কর্‌তেও সাহসী হ'য়েছে। আগে কার্য্যোদ্ধার

হোক্, মূর্খ এই স্পর্দ্ধার সমুচিত দণ্ড পাবে।

অ্যাডামস্। নবাব মীরজাফর খাঁকে আমার সহিত যাইতে হইবে। তাঁর নামে হিন্দু-মুসলমান সব হামাদের দিকে হইতেছে। মুর্শিদাবাদে যেরূপ হইয়াছিলো, মুঙ্গেরেও সেইরূপ হইবে। নবাব হামাদের সঙ্গে থাকিলে, মীর কাসিমের দিক্ বড়ই হাল্কা হইবে।

মণি। সাহেব, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সৈন্যদের কুচ কর্তে হুকুম দাও। আমি নবাবকে নিয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছি।

হেস্টিংস, ইংরেজ খাঁ, সামসেরউদ্দীন প্রভৃতির সহিত মীরজাফরের প্রবেশ

অ্যাডামস্। আইসেন জনাব — আইসেন জনাব!

মীর। সাহেব, মুঙ্গের হ'তে দূত এসেছে, —তোমরা অগ্রসর হ'বা মাত্র যত বড়লোক, আমায় নবাব ব'লে অভিবাদন কর্বে, পথে রসদেরও অভাব হবে না। জমীদার ও ওমরাও-দের গোমস্তারা সমস্ত আয়োজন ক'রে রেখেছে। আপনি অগ্রসর হোন।

হেষ্টিংস। Major Adams, the council earnestly requests you to fall upon Monghyr at once.

অ্যাডামস্। Does not the council consider that the lives of the English prisoners are at stake?

হেষ্টিংস। I do not know, my instructions are peremptory.

তারার প্রবেশ

তারা। (হেষ্টিংসের প্রতি) সাহেব, তুমি না বাঙ্গলার দুর্গতি দেখে, বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপন কর্বে, প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে? তুমি না প্রজার দুঃখ মোচন কর্বে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে? কই—তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? শান্তির পরিবর্ত্তে সমরানল প্রজ্বলিত করেছ, রক্তস্রোত প্রবাহিত ক'রেছ, প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামসের। আরে মাগি, তই ফকীর, কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিস্? ফকীরি ক'রগে যা: রক্তস্রোত—সমরানল—ওসব তোর কেন? আমরা সকলে মিলে যে কাজ কচ্ছি, তুই এক্লা বাধা দিবি মনে ক'রেছিস? এ তো ফকীরি নয়, এ রাজ্য বেচাকেনা—তুই মাগী কি বুঝ্বি? চলে যা।

তারা। মা, তুমি বঙ্গ-রমণী, তোমরা সকলে বঙ্গবাসী, কি সর্ব্বনাশ কচ্ছ? কার জন্য কচ্ছ? তোমাদের কি আত্মীয়ের মমতা নাই? স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কি সুখ লাভ কর্বে? সন্তানসন্ততিকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে কি ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্বে? ক'দিনের জন্য ভোগ কর্বে? ক্ষণস্থায়ী জীবন কেন কলঙ্ক-কালিমা পূর্ণ করবে? এখনো নিরস্ত হও, এখনো ইংরাজকে শান্ত করো, এখনও স্বাধীনতা রক্ষা ক'রো। নবাবী, আমীরি, জমিদারী—তোমাদের কি স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়? মা, তোমায় বলি, তুমি সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রেছ, সামান্য ঐশ্বর্য্য-লালসায় সন্তানের মমতা বর্জ্জন ক'রো না। তুমি রমণী, তোমার রমণী-হৃদয় বর্জ্জন করো না। দয়া, রমণী-হৃদয়ের প্রধান বৃত্তি;—স্বামীর প্রতি দয়া করো, স্বামীকে পরাধীন করো না; সন্তানের প্রতি দয়া করো, সন্তানকে পরাধীন করো না; বাসস্থানের প্রতি দয়া করো, নিজ আবাসভূমিকে পরাধীন করো না; জাতির প্রতি দয়া করো, স্বজাতিকে পরাধীন করো না; স্বদেশের প্রতি দয়া করো, স্বদেশীকে পরাধীন করো না; স্বামীর রাজ্য-লালসা নিবারণ করো, তোমার রাজ্য-লালসা নিবারণ করো। তমি রমণী, রমণীর কার্য্য করো, বাঙ্গালায় উচ্চ আদর্শ স্থাপন করো, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চির-পূজ্যা হ'য়ে, অনন্তকালের নিমিত্ত অবস্থান করো।

মণি। তুমি ফকীর, তুমি সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ,—তুমি আমার মর্ম্মব্যথা কিরূপে বুঝ্বে? তুমি স্বামী-পুত্রের হাত ধ'রে, সিংহাসন হ'তে এনে পর-পদ-প্রান্তে স্থাপন করো নাই। যে স্বামী, হীন নর্ত্তকীকে বেগম-পদে স্থাপন করেছিলো, রাজ্যলোলুপ জামাতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সে স্বামীকে পদচ্যুত করো নাই; তুমি প্রিয় ভাষায় প্রতারিত হ'য়ে, আপনার সর্ব্বনাশ করো নাই;

ধূর্ত্তকে বিশ্বাস ক'রে, তোমার বিশ্বাসভঙ্গ হয় নাই; তুমি স্বামীর মস্তক হ'তে রাজ-মুকুট ল'য়ে, গোলামের শিরে দাও নাই! তুমি কি নিমিত্ত ব্যাকুলা? বঙ্গভূমির নিমিত্ত? দেখো—সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করো—দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করো,—যদি একজন স্বার্থত্যাগী পাও, যদি একজনকে বঙ্গভূমির জন্য কাতর দেখো, যদি এমন কাকেও দেখ্‌তে পাও, সে আত্মোন্নতি পরিত্যাগ ক'রে দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল, তারে আমার কাছে নিয়ে এসো। যদি সত্য কেউ এমন মহাপুরুষ থাকে, যদি আমার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়, যে সত্যই সে স্বার্থত্যাগী, সত্যই সে স্বদেশের উন্নতি কামনা করে, আমি সকল লালসা বর্জ্জন কর্‌বো;—আপনি নিরস্ত হবো, স্বামীকে নিরস্ত কর্‌বো, আশ্রয়দাতা ইংরাজের শত্রু হবো,—তোমার ন্যায় ফকীরি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কর্‌বো। যাও, এ বাঙ্গালা তোমার স্থান নয়, তুমি বৃথা ভ্রমণ কচ্ছ! স্বার্থপর বঙ্গভূমির পরাধীনতা ভিন্ন উন্নতি-সাধনের আর অন্য উপায় নাই। রক্তস্রোত দেখে কাতরা হ'চ্ছ, পরাধীনতা ভিন্ন রক্তস্রোত নিবারণ হবে না! নচেৎ দিন দিন, পিতা পুত্রের শত্রু—ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু—আত্মীয় আত্মীয়ের শত্রু হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের রুধির মোক্ষণ কর্‌বে; বাঙ্গালা অরণ্যে পরিণত হবে। এই রুধিরস্রোত নিবারণের জন্য, বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপনের জন্য, ঈশ্বর-প্রেরিত ইংরাজ উদয় হয়েছে। তুমি ফকীরাণী, ঈশ্বর-কার্য্যে বাধা প্রদান করো না।

তারা। এ কি—এ কি—কি হলো—কি হলো—

[তারার প্রস্থান।

ইরেজ খাঁ। একে আবদ্ধ করা উচিত;—এর কথায়, অনেকেই মীর কাসিমের পক্ষ হ'বার সম্ভব।

সামসের। ম'শায় বুড়ো হ'য়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি সব খুইয়েছেন। জাত, মান, ধন, গৌরব—সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে যে জাতি প্রস্তুত, ঐ স্ত্রীলোকের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে, তারা আমাদের শত্রুতাচরণ কর্‌বে?—এ কথা কদাচ মনে স্থান দেবেন না। সাহেব, আমায় মার্জ্জনা করুন, বাঙ্গালার যদি সে অবস্থা হতো, তা হ'লে একজন বিদেশীও বাঙ্গালায় পদবিক্ষেপ কর্‌তে সাহসী হতো না।

অ্যাডামস্‌। Mr. Hastings, a patriotic lady!

হেষ্টিংস। She should have been born in Europe. Are you ready to attack Monghyr, Mr. Adams?

অ্যাডামস্‌। Yes, I bow to the decision of the council. আমরা মুঙ্গের যাইতে প্রস্তুত হই, জনাবও তৈয়ারী হোন।

মণি। হ্যাঁ সাহেব—প্রস্তুত হও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গুর্‌গিণ খাঁর শিবির

তসবীর হস্তে গুর্‌গিণ

গুর্‌। নবাবটাকে ইংরাজগুলাকে বধ করিতে বলিয়া আসিয়াছি। নবাব বধ করিবে; বধ করিলে কিছুতেই peace হইবে না। কয়দিনের জন্যে মীরজাফর খাঁ নবাব থাকে—থাক; মণিবেগম আমার হইলে, নবাবী আমারই! এমন খুবসুরৎ! বুড়ো নবাবটাকে পছন্দ হইবে কেন? আমার সব কাজ গিয়াছে—খালি ওরই চেহারাটা ভাবিতেছি!

চারিজন সৈনিকের প্রবেশ

তোমরা কি নিমিত্ত আমার আরামের ব্যাঘাত দিতে আসিয়াছ? দূর হও!

১ সৈন্য। আমাদের তলব চাই?

গুর্‌। নয় রোজ আগে নবাব সব তলব চুকাইয়া দিয়াছে। মিছামিছি কি নিমিত্ত আসিয়াছ, দূর হও!

২ সৈন্য। হুজুরের হাতে ও কি অস্ত্র? যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে, কি নূতন অস্ত্র তৈয়ারী করেছেন?

গুর্‌। কি, তুমি আমার সহিত ঠাট্টা-তামাসা করো? তুমি রাজদ্রোহী-অপরাধে মারা যাবে?

২ সৈন্য। হ্যাঁ, আজ রাজদ্রোহী মারা যাবে—নিশ্চিত।

গুর্‌। বেকুব, প্রাণের ভয় রাখো না?

২ সৈন্য। ধূর্ত্ত, রাজদ্রোহী, তোমার প্রাণের ভয় নাই? বিশ্বাসঘাতক, নারকীয় আত্মা—বস্ত্র-বিক্রেতা ছিলে, নবাব-কৃপায় সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছ,—এ একবার স্মরণ করো না? অকৃতজ্ঞ পশু, কায়-মনোবাক্যে নবাবের অমঙ্গল সাধন কচ্ছ? বার বার নবাবের সৈন্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেছ? আজ তোমার পাপ-ক্রিয়ার অবসান হোক।

গুর্। মারিয়ো না—মারিয়ো না, যেতো টাকা চাও—দিব।

২ সৈন্য। না। তোমার ন্যায় অর্থপ্রিয় সকলকে মনে করো না, তোমার ন্যায় বিশ্বাস-ঘাতক সকলে নয়। আমরা কে জানো? বীরবর তকী খাঁর সেনা!—যে তকী খাঁ তোমার কৌশলে শত্রুযুদ্ধে হত হয়েছেন,—আমরা তাঁর শিক্ষায় নিমকহালাল। আক্ষেপ, তোমার সহস্র জীবন নাই, তা হ'লে তকী খাঁর মৃত্যুর কতক প্রতিশোধ হতো।

গুর্। মারিয়ো না—মারিয়ো না, দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি।

২ সৈন্য। এখনি পৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। চরম কালে আল্লার শরণাপন্ন হও,—তোমার বিলম্ব নাই।

গুর্। মারিয়ো না—মারিয়ো না, আমার যাহা আছে তাহা দিব।

২ সৈন্য। প্রাণদানে প্রায়শ্চিত্ত করো। (আঘাত ও গুর্‌গিণের পতন) চলো, শবদেহ কবরে দিতে নবাবের আজ্ঞা।

১ সৈন্য। পিশাচের শবদেহের আবার কবর কি?

২ সৈন্য। না—এখন মৃত! মৃতদেহের সৎকার করা জীবিতের কার্য্য। সেই কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে নবাব আজ্ঞা দিয়েছেন; কদাচ সে আজ্ঞা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাটনা—শিবির-পথ

মীর কাসিম ও আলী ইব্রাহিম

আলী। জনাব, আরাব আলী খাঁ, মুঙ্গের ইংরাজ-করে অর্পণ করেছে।

কাসিম। এ সংবাদের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলেম, সংবাদ নূতন নয়। আর কি সংবাদ?

আলী। দুই শত বিশ্বাসী সিপাই-এর সহিত লালসিং, মুমূর্ষু অবস্থায় ইংরাজ-করে বন্দী হয়েছে।

কাসিম। লালসিং এখনো আমায় ভোলে নাই?—সে কি ভারতবাসী নয়! অপর সৈন্য-সকল কি নিহত হয়েছে?

আলী। না, অধিকাংশই ইংরাজ-দলভুক্ত হয়েছে।

কাসিম। এইরূপ হওয়াই সম্ভব বটে! আর কোন সংবাদ আছে?

আলী। ইংরাজ শিবির হ'তে পত্র এসেছে। বোধহয় সেনাপতি অ্যাডাম্‌স, জনাবের পত্রের উত্তর দিয়েছেন।

কাসিম। কি উত্তর—সন্ধি না করিবে?

হোক রণ—সন্ধি নাহি চাই!
আলী, পার কি বলিতে—কেবা আমি?
কেন বহি এই চিন্তাভার?
কেন সহি দুঃসহ যন্ত্রণা?
জান কি—পার কি বলিতে?
সন্দিগ্ধ স্বভাব মম চিরদিন—
বিশ্বাস কি করি আপনায়?
বাল্যবন্ধু তুমি—তব 'পরে আছে কি প্রত্যয়?

হতভাগ্য আমি—
হতভাগ্য এই বঙ্গভূমি—
হতভাগ্য দীন প্রজাগণে!
দেখ দেখ কঠিন নয়নে—
অদ্যাপিও নহে শুষ্ক বারি!
কাহার মমতা—কার হেতু এই কোমলতা—
পাষাণ—পাষাণ আমি!

দাও, ইংরাজ সেনাপতির পত্র দাও। (পত্র পাঠ করিয়া) আলী, পত্রে কি লিখেছে জানো? আমি পত্র লিখেছিলেম, "যদিচ বার বার জয়-লাভ করেছ, সে জয় তোমার বীর্য্যবলে নয়—কৌশলে—বিশ্বাসঘাতকতার প্রভাবে! এখনো রণজয় হয় নাই। যদি স্বজাতির কল্যাণ প্রার্থনা করো, যুদ্ধে ক্ষমা দাও, আর বাঙ্গালার দুর্দ্দশা সাধন করো না।" উত্তর—"ক্ষমা নাই—যুদ্ধ!" পত্রে অ্যাডাম্‌স লিখ্‌ছে, ইলিস্‌ তার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছে, "অ্যাডাম্‌স যেন

ইংরাজ বন্দীগণের কল্যাণ কামনা ক'রে, যুদ্ধে ক্ষমা না দেয়।" অ্যাডামস্ দম্ভ করে লিখেছে —"যদি একজন ইংরাজ বন্দীর আমি কেশ স্পর্শ করি, তা হ'লে আমার নিস্তার নাই,— নরক-অন্ধকারে লুক্কাইত হ'লেও ইংরাজের ক্রোধ, তথায় আমার দণ্ড প্রদান কর্‌বে।" ভাল —ভাল—এই যে সমরু।

সমরুর প্রবেশ

সমরু, ইংরাজ তোমার শত্রু?

সমরু। হ্যাঁ জনাব!

কাসিম। কাল প্রাতে যেন একজনও ইংরাজ বন্দী জীবিত না থাকে। কেবল ডাক্তার ফুলারটনকে বধ ক'রো না।

সমরু। জনাব, আমার ছাতি পুরা হইল, —একটা কাল বাঁচিবে না; আমার মনের দাগা তুল্‌বে!

[সমরুর প্রস্থান।

আলী। জনাব, কি আজ্ঞা প্রচার কর্‌লেন? নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা-আজ্ঞা মকুব করুন। আমায় বন্দীদের প্রাণভিক্ষা দেন।

কাসিম। নীরব হও না,—নীরব হও না— আরো কি মিনতি কর্‌বে শুনি! দেখি তোমার কত বাক্‌চাতুরী—দেখি তোমার কিরূপ দয়ার্দ্র হৃদয়!

আলী। জনাব, মহাকলঙ্ক হবে!

কাসিম। হোক। শোনো ইব্রাহিম! বন্দী ক'রে অতি যত্নে ইংরাজদের রেখেছিলেম। ভেবেছিলেম রণজয় হবে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতক, মমতাশূন্য বিশ্বাসঘাতক,— নিরীহ প্রজার প্রতি মমতাশূন্য—সয়তান অনুচর হিন্দু-মুসলমান,—আমার জয়-আশা বিলুপ্ত। কিন্তু নির্ব্বিরোধী প্রজার পক্ষে কেবল আমি; তাদের হাহাকার ধ্বনি কেবল আমি শুনেছি, আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছে, তাদের হ'য়ে আমি প্রতিহিংসা প্রদান কর্‌বো। কলঙ্ক হবে—হোক! নিরীহ প্রজার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হবে। সোনার বাঙ্গালায় কে এ দানবদের আসতে আহবান করেছিল?—কেন তারা এসেছে?—কেন তারা প্রজার সর্ব্বনাশ কচ্ছে!—তাদের দৌরাত্ম্যে অনাহারে শত শত নিরীহ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ কচ্ছে, তাতে তাদের কলঙ্ক হয় না? এই দৌরাত্ম্যে যারা সাহায্য কচ্ছে, তাদের কলঙ্ক হয় না? আর এই স্বদেশশত্রুর প্রাণনাশ করতে আমার কলঙ্ক হবে? হোক! প্রজার যন্ত্রণা অনেক সহ্য করেছি। দেখি, যদি এই বন্দীর শোণিতে পাটনার নিরীহ, নিদ্রিত নগরবাসীর শোণিত-স্রোতের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ হয়।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

আলী। কোন রূপে বেগমকে সংবাদ দিই, তিনি মিনতি কর্‌লে ক্রোধের শান্তি হ'তে পারে, নচেৎ আর কোন উপায় দেখি নে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—মীর কাসিমের অন্তঃপুর

মীর কাসিম ও বেগম

কাসিম। আমি ভেবেছিলেম, আলী ইব্রাহিম এতক্ষণ তোমায় সংবাদ দিয়েছে। তার দয়ার্দ্র হৃদয়,—একেবারে বিগলিত হয়েছে। ইংরাজ বন্দী মারা যাবে—আহা কি দয়া! এই প্রত্যেক বন্দী, শত শত প্রজার শোণিত শোষণ করেছে, শত শত নিরীহ প্রজা হত্যা করেছে, অহেতু প্রহারে শত শত বণিক, শত শত শিল্পী জীবন্মৃত হ'য়ে আছে। ইব্রাহিম বলে,— 'তাদের হত্যায় কলঙ্ক হবে।'

বেগম। জনাব, নবাব, প্রভু, স্বামী, আমায় তাদের জীবন ভিক্ষা দাও। এখন তারা বন্দী, তোমার আশ্রিত। আশ্রিতকে বধ করো না। অসহায় প্রজার দুঃখে কাতর হয়েছ। তারাও এখন অসহায়; তারা এখন তোমার অনিষ্টসাধনে সক্ষম নয়। যারা তোমার অনিষ্ট-সাধন কচ্ছে, তাদের দণ্ড দাও। চলো—স্বয়ং রণস্থলে চলো। কি সামান্য ক'জন বন্দীর প্রাণনাশ ক'রে তৃপ্তিসাধন কর্‌বে?—তুমি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবেশ কর্‌লে শত শত সশস্ত্র ইংরাজের নিধন-সাধন হবে। তুমি বীর, বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করো না।

কাসিম। যাও, দূর হও, আমি কারো উপদেশ চাইনে। বধ কর্‌বো না!—না, একদিন চিন্তা করি। খোজা—

খোজার প্রবেশ

খোজা। জনাব!

কাসিম। সমরুকে ডাকতে দূত প্রেরণ করো।

[খোজার সেলাম করিয়া প্রস্থান।

তোমার ইচ্ছা, আমি যুদ্ধে যাই। ভাল, যাবো। আমার যুদ্ধে যাওয়া তোমার সাধ কেন? আমার কি যুদ্ধ-মৃত্যু ইচ্ছা করো? আমি কি তোমার ভার? (পরিক্রমণ করিয়া) না—না—ক্ষমা করো! দেখ, দারুণ সন্দেহ—দারুণ সন্দেহ! আমার আপনাকে সন্দেহ, তোমাকে সন্দেহ, আলী ইব্রাহিমকে সন্দেহ! যাবো যুদ্ধে, এখনি যাবো—এই দণ্ডে প্রস্তুত হবো। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) বেগম, তুমি রোটাস দুর্গে যাও, এখানে আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা নিরাপদে অবস্থান করো গে। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বো।

বেগম। আমি কদাচ তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বো না।

কাসিম। কি, আমি নবাব, আমার আজ্ঞা—আজ্ঞা নয়। সকলেই অবাধ্য—তুমিও অবাধ্য? দণ্ড পাবে, যাও—দূর হও—আমি তোমাকে ত্যাগ কর্‌লেম। সকলে অবাধ্য, সকলে অবাধ্য! যদি মঙ্গল চাও, রোটাস দুর্গে গিয়ে বাস করো! শোণিত-স্রোতে ভাস্‌বো! যুদ্ধ—যুদ্ধ! বেগম, তুমিও অবাধ্য?

বেগম। যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, সে কার্য্যে আমি শত বার অবাধ্য; যে কার্য্যে তোমার মঙ্গল, সে কার্য্যে কায়মনোবাক্যে আমি তোমার বাঁদী। একে একে তোমায় সকলে পরিত্যাগ কচ্ছে। শত্রুর মধ্যে তোমায় রেখে, বিপজ্জালে জড়িত দেখে, আমি রোটাস দুর্গে নিরাপদে বাস কর্‌বো,—নবাব, তুমি এ কথা সম্ভব বিবেচনা করো? যদি অবাধ্য জ্ঞানে, ক্রোধে তুমি আমার প্রাণবধ করো, তথাপি আমার আত্মা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বে না। আমি তোমার চিরদিনের সঙ্গী হবো, শপথ করেছি;—আমার সে শপথ কদাচ ভঙ্গ হবে না। আমি রোটাসে কদাচ যাবো না। আমার প্রতি যে দণ্ড আজ্ঞা হয়—হোক্। এক ভিক্ষা, আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞার পূর্ব্বে ইংরাজ বন্দীর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা মকুব করো। নচেৎ আমি বেগম, আমি সমরুকে নিরস্ত হ'তে আজ্ঞা দেবো। সমরুর সাধ্য নাই যে, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে।

কাসিম। তোমার অতিশয় মমতা! ইংরাজ বন্দীর প্রতি তোমার যে মমতা, সে মমতা তোমার প্রজার প্রতি নাই, তোমার স্বামীর প্রতি নাই,—তোমার মমতা তোমার স্বামীর শত্রুর প্রতি। ভাল—ভাল, অনেক নূতন দেখ্‌ছি,—এও এক নূতন! বল্লে—'ইংরাজ বন্দী আমার আশ্রিত!' না আশ্রিত নয়;—এখনো তাদের দম্ভ দূর হয় নাই, এখনো তারা বন্দী অবস্থায় রাজদণ্ড উপেক্ষা করে। তারা দানব—দানব-প্রকৃতি, শঙ্কার লেশ তাদের নাই, মমতার কণামাত্র তাদের হৃদয়ে নাই; পর-পীড়ক, বঙ্গ-বাসী-পীড়ক;—যুদ্ধই তাদের ব্যবসা, অন্যায় তাদের কার্য্য। আমার আক্ষেপ, তারা কয়জন মাত্র। তাদের শোণিত প্রবাহিত হ'য়ে, যদি শোণিত-সাগর হয়, সেই রক্ত-তরঙ্গে ফেনা উত্থিত হয়, তা দেখে আমার মমতা হবে না। তারা নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর! সকলকে প্রতারিত করেছে, বঙ্গবাসীকে তাদের কুমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তাদের মন্ত্রণায় সকলে আত্ম-হিত পরিত্যাগ করেছে। আমি এখনো তাদের রাজা, কাল আমার অবস্থা কি হয় জানি না, তুমি তাদের রক্ষা করতে পার্‌বে না। তুমি আমার অবাধ্য হয়ো না, রোটাসে যাও;—নচেৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তোমায় তথায় প্রেরণ কর্‌বো। আর আমি সে মীর কাসিম নই,—তোমার প্রণয়ী মীর কাসিম নাই! তোমার মুখ মলিন দেখ্‌লে আর আমার ব্যথা লাগে না, তোমার চক্ষের জল দেখে আর আমি দুঃখিত হবো না, তোমার শোণিত দর্শনে আর আমি কাতর হবো না! আমার সঙ্গ তোমার কি নিমিত্ত প্রার্থনীয়? আমি নিদারুণ ইংরাজ-দানব-সংঘর্ষে দানব প্রকৃতি লাভ করেছি। দয়া—মায়া—স্নেহ—মমতা আর আমার কিছুই নাই! সংহার—সংহার—একমাত্র ইংরাজ সংহারই আমার প্রতিজ্ঞা! যে তাদের সহায়, তাদের সংহার আমার প্রতিজ্ঞা! শত্রু দমন কর্‌বো—শত্রু দমন কর্‌বো এতে যে বাধা দেবে—সেই আমার শত্রু! আমি আপনার শত্রু।

মহম্মদ ইসাখের প্রবেশ

এই যে মহম্মদ ইসাখ এসেছ? নবাব-অন্দরে আস্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না। আজ হ'তে বেগমের ভার তোমার, পুরস্ত্রীগণের ভার তোমার,—তুমি সকলকে রোটাসে লয়ে যাও। দেখো, মুসলমানের দ্বারা সমস্ত অপকীর্ত্তি সম্ভব হয়েছে, কিন্তু জেনানার মর্য্যাদা এখনো রক্ষিত; সেই মর্য্যাদা রক্ষা করো—এই আমার মিনতি।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

বেগম। মহম্মদ ইসাখ, তুমি আমায় একটি ভিক্ষা দাও। আর সমস্ত নবাব-মহিলাকে লয়ে তুমি রোটাসে যাও,—আমায় পরিত্যাগ করো।

ইসাখ। মা, আপনি কোথায় থাক্‌বেন? নবাবের অবাধ্য হ'লে নবাব ক্রুদ্ধ হবেন। আমিও নবাব-আজ্ঞা কি সাহসে হেলন কর্‌বো!

বেগম। তুমি চিন্তিত হয়ো না,—আমি নবাবের নিকটে থাক্‌বো, একবারও নবাব আমার চক্ষের অন্তরালে থাক্‌বেন না;—কিন্তু নবাব জানবেন না, যে আমি তাঁর নিকটে আছি। নবাবের অবস্থা দেখ্‌ছ? চতুর্দ্দিকে শত্রু দেখ্‌ছ? তিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম দেখ্‌ছ? তাঁর বুদ্ধি-ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য করেছ? যদি আমি না তাঁর নিকটে থাকি, তা হ'লে তিনি শত্রুর হস্তে বন্দী হবেন। আমি অলক্ষিতে তাঁকে রক্ষা কর্‌বো। বৎস, সতীর আদেশ উপেক্ষা করো না, আমায় পতির নিকট হ'তে ল'য়ে যাবার প্রয়াস পেয়ো না। তুমি 'মা' বলে আমায় সম্বোধন করেছ, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার মঙ্গল হবে। নবাব কোনরূপে জান্‌বেন না, যে তুমি আমায় সঙ্গে লও নাই।

ইসাখ। মা, আপনি কিরূপে অবস্থান কর্‌বেন?

বেগম। আমি জানি নি, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর্‌বো! তিনি যেরূপ মতি দেবেন, সেইরূপ কর্‌বো। তুমি স্থির জেনো—চিরদিন স্বামীর সঙ্গিনী থাক্‌বো, চরম দিনে একত্রে মহাধামে গমন কর্‌বো।

ইসাখ। মা, আপনার যেরূপ আজ্ঞা,—চল্লেম।

বেগম। যাও বৎস, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মীর কাসিমের কক্ষ

মীর কাসিম ও সমরু

কাসিম। সমরু, তোমায় বালক আর স্ত্রীলোককে বধ কর্‌বার কি আমি আজ্ঞা দিয়েছি? তবে বালক আর স্ত্রী হত্যা কেন কর্‌লে?

সমরু। জনাব, সব দুশমন, ওর ছোট-বড় কে আছে? ছেলেগুলো সয়তানের ডিম, মাগী-গুলো সয়তানের মা!

কাসিম। না, তোমার দোষ নাই। বাঙ্গালায় অনেক অবলা হাহাকার ক'রে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছে, অনেক বালক অন্নাভাবে মরেছে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়—কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেছে। এরা অস্ত্রাঘাতে মরেছে, তা অপেক্ষা এদের সুখ-মৃত্যু! যাও, যা হবার হয়েছে!

সমরু। জনাব, ডাক্তার ফুলারটনকে মারি নাই।

কাসিম। যাও, যাও—

[সমরুর প্রস্থান।

গুরুতর কলঙ্ক! তাতে আমার ভয় কি? কলঙ্কসাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, সামান্য কলঙ্কে ভয় কি? হিন্দু-মুসলমান অনেককে বধ করেছি। গণ্যমান্য বৃদ্ধ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করেছি, রাজা রামনারায়ণকে বধ করেছি, ইংরাজস্থাপক কৃষ্ণদাসের পিতা—রাজা রাজ-বল্লভকে বধ করেছি, রাজ্যের শত্রু বধ করেছি; বিশ্বাসঘাতকদের বধ করেছি, গুরুগিণকে বধ করেছি। এতে আমার কলঙ্ক কি? কিসের কলঙ্ক? যারে পাবো, তারে বধ কর্‌বো। যে বিশ্বাসঘাতক, তার প্রাণবধ কর্‌বো। এতে আত্মীয় বিচার নাই, বন্ধু বিচার নাই, স্ত্রী বিচার নাই, পুত্র বিচার নাই। যে রাজ্যের শত্রু, যে প্রজার শত্রু, যে আমার শত্রু, তাদের

সকলকে বধ কর্‌বো। এ দুর্দ্দশায় বধ-কার্য্যই আমার একমাত্র তৃপ্তি। ইলিস্‌, হে, লুসিংটন প্রভৃতি ইংরাজ বন্দীগণ নিপাত হয়েছে। উত্তম হয়েছে! যে, নিরীহ রাজ্যে রণ উপস্থিত করেছে, সেই ইলিস্‌ বধ হয়েছে। কতক প্রতিশোধ বটে!

ফুলারটনের প্রবেশ

ফুলার। জনাবের কি আজ্ঞা?

কাসিম। ডাক্তার, তুমি বেগমকে আরোগ্য করেছিলে, এ নিমিত্ত তোমার প্রাণবধ হয় নাই।

ফুলার। ইহাতে আমি জনাবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি বেগম সাহেবকে আরোগ্য করিয়াছিলাম, আমার কর্ত্তব্য কাজ, নবাবের নিকট পুরস্কৃত হইয়াছি। সেজন্য নবাবকে আমার নিকট ঋণী বোধ করি নাই। আজ আমার স্মরণ হইতেছে, বাউটন নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার, স্বর্গীয় সম্রাট সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদ্‌সা, তাহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদ্‌সাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোরপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই true born Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া, বাঙ্গালায় ইংরাজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনন্দ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমি নবাব-বেগমকে আরাম করিয়াছি। স্বদেশীর হত্যা দেখিবার জন্য আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল। জনাব আমার স্বদেশীকে মারিয়াছেন। তাদের হাতে অস্ত্র ছিলো না, তাহারা প্রাতঃকালে চা খাইতেছিলো, এমন সময় সমরু আক্রমণ করিল। মেমলোক, বাবালোক কারো কিছু দোষ করে নাই, তাহারা ভি হত্যা হইয়াছে। আমি বাঁচিয়া আমার যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা শোধ যাইবে না। জনাবকে একটা কথা বলি। যেখন নিরস্ত্র, তেখন আক্রমণ করিল। সোডা ওয়াটারের বোতল, শিশি, ডিস, ছুরি, কাঁটা, চেয়ার, কৌচ লইয়া অস্ত্রধারী সৈন্যের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল,—যদ্যপি দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন—ইংরাজ কিরূপ শত্রু! বুঝিতেন, এই ভারতবর্ষের লাখ লাখ সেনা লইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে পারিবেন না। কতক বুঝিয়াছেন, আর কিছুদিনে সম্পূর্ণ বুঝিবেন। আপনি ইংরাজদিগকে কসাইয়ের মত মারিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজের নিকট যে সকল আপনার আদমী বন্দী আছে, তাদের একটাকে ছোঁবে না। লুটের সময় ভি ছেলে-বুড়ো, আওরাতকে মারিবে না। ইংরাজের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ হত্যা করা, তাদের দোষের ভিতর নয়।

কাসিম। ডাক্তার, এখন তো আমি ইংরাজের পরম শত্রু?

ফুলার। অবশ্য।

কাসিম। ভাল, আমি যদি ধরা দিই, তা হ'লে সন্ধি হয়? শোনো—শোনো, মস্তক সঞ্চালন করো না,—আমার সন্ধির প্রস্তাব শোনো,—সন্ধি আমার সহিত নয়, আমি তাদের বন্দী হবো—সন্ধি প্রজার সহিত। এই মাত্র ইংরাজ স্বীকার পা'ক, যে অযথা বাণিজ্যে প্রজার সর্ব্বনাশ কর্‌বে না। আমি তাদের ধরা দিচ্ছি। আমার চর্ম্ম খুলে বধ করুক, কুক্কুরের দ্বারা বধ করুক বা অপর যে কঠিন দণ্ড তাদের অভিপ্রেত, সেই দণ্ড দিয়ে বধ করুক। কেবল বাঙ্গালার প্রজাদের রক্ষা করুক, এই মাত্র আমার সন্ধির সর্ত্ত।

ফুলার। জনাব, আপনি বুদ্ধিমান হইয়াও বুদ্ধিমান নন। জনে জনে জিজ্ঞাসা করুন—কি নিমিত্ত স্বদেশ ছাড়িয়া, স্বজাতি ছাড়িয়া, সকলে ইংরাজের বশীভূত হইতেছে। তারা বুঝিয়াছে কি জানেন? হিন্দুরা বুঝিয়াছে—মুসলমান তাদের উপর জবরদস্তি করে, ইংরাজ তাদের পাল্‌বে। মুসলমান বুঝিয়াছে—যে আমরা সব নবাব হইতে পারি, এ কেন আমাকে ছাড়াইয়া বড় হইবে; যদি সর্ব্বনাশ হয়, সবারই হোক! যেখানে এমন অবস্থা, যেখানে এইরূপ অসভ্যতা, সেখানে প্রজার দুঃখ বই আর সুখ হয় না। ভারতবর্ষের চারদিকে দুঃখ! বড়লোকে লড়ে, গরীবলোক মারা যায়। তাই ইংরাজের জয় হইতেছে! ইংরাজের অধিকারে যে একটা পানের খিলি বেচে, তাকে আমীরি দিলে ভি ইংরাজের রাজ ছাড়িয়া মুসলমানের তাঁবেদারি করিবে না। আপনি বুঝিয়াও বুঝিতে

পারেন নাই, আপনি যোগ্য হইয়াও যোগ্য নয়। লোকের বিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কাহাকেও বিশ্বাস করেন নাই। আপনার রাজ্য কদাচ রাখিতে পারিবেন না। দেখিবেন, ক্রমে আপনার একটা বন্ধু থাকিবে না।

কাসিম। তবে সন্ধি কোন রকমে সম্ভব নয়?

ফুলার। না জনাব।

কাসিম। আচ্ছা যাও।

[ফুলারের কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান।

আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

আলী, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু তোমাকেও আমি সন্দেহ করি। তুমি দুঃখিত হ'ও না,—আমি সন্দেহে পরিপূর্ণ; আমি বিষময়চক্ষে সংসার দেখ্‌ছি; সকলকে নর-চর্ম্মাবৃত নরকের অনুচর জ্ঞান হচ্ছে। আমি তোমায় সন্দেহ করি, বেগমকে সন্দেহ করি, আমি আপনার হৃদয়কে সন্দেহ করি। আমার মনে সন্দেহ হয়, সত্য কি আমি দেশের জন্য কাতর? সত্য কি আমি প্রজার দুঃখে দুঃখিত? কিম্বা স্বদেশহিত, প্রজার মঙ্গল—আমার স্বার্থের আবরণ? কেন? আমি রণস্থলে স্বয়ং কি নিমিত্ত উপস্থিত হই না? এ কি প্রাণভয়ে? তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমায় পরীক্ষা কর্‌বে? আমি ভীরু, স্বার্থপর, না স্বদেশের দুর্গতিতে কাতর?

আলী। জনাব আমায় বাল্যবন্ধু ব'লে চিরদিনই সম্বোধন করেন, কিন্তু আমি আপনার গোলামের যোগ্য নই। আপনার উচ্চ প্রকৃতি। আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা আপনার প্রকৃতি কিরূপে পরীক্ষিত হবে? আপনার মনোভাব গোলামের অনুভূত হচ্ছে না। কি আজ্ঞা কচ্ছেন, প্রকাশ করুন। যদি অতি কঠিন আদেশ হয়, গোলাম চেষ্টা কর্‌তে পরাঙ্মুখ হবে না। মৃত্যুকালে যদি আমার নিকট কেহ উপস্থিত থাকে, সে শুন্‌বে—ঈশ্বরের নামের পরিবর্ত্তে জনাবের নাম আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আমি আপনার নিকট বহু ঋণে ঋণী, আপনার ক্রীতদাস। কি আজ্ঞা কর্‌বেন করুন।

কাসিম। তুমি আমার নিকট শপথ ক'রে রাজমুকুট গ্রহণ করো। আমায় তোমার সেনাপতি করো, আমি সমরক্ষেত্রে একবার ইংরাজের বল পরীক্ষা করি। আমি শতবার মনে করি, স্বয়ং যুদ্ধে যাই, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হই। মৃত্যুভয়ে—মৃত্যুভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হই! মৃত্যুভয়, আমার জীবনের জন্য নয়,-স্বদেশের জন্য, অভাগিনী বঙ্গ-ভূমির জন্য। আমি অবর্ত্তমানে বঙ্গভূমির দুঃখে কারও হৃদয়ে বেদনা লাগ্‌বে না, প্রজার দুঃখে কেউ কাতর হবে না। একজন সামান্য ব্যক্তির সামান্য লৌহ-গুলিতে আমার জীবন যেতে পারে,—আমার সেই ভয়। নচেৎ শত মৃত্যু আমি উপেক্ষা কর্‌তেম। তুমি রাজ-মুকুট গ্রহণ করো, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করি;—মনের দারুণ সন্তাপ নিবারণ কর্‌তে আমায় সুযোগ দাও।

আলী। জনাব, আপনার আদেশ আমি এই দণ্ডে পালন কর্‌তে প্রস্তুত হতেম। জনাবের উচ্চ সংসর্গে জন্মভূমির প্রতি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতদূর অনুরাগ সম্ভব, সে অনুরাগের অভাব নাই। আমি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নই। জনাব যদি যুদ্ধে গেলে রণজয়ের সম্ভব থাক্‌তো, আমি স্বহস্তে সাজিয়ে জনাবকে যুদ্ধে পাঠাতেম। কিন্তু উপস্থিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমার নিশ্চিত ধারণা—পাটনা এখন শত্রুকরগত হয়েছে। আপনার সৈন্যের উপর, সেনানায়কের উপর, কোনো প্রত্যয় নাই। যে মুষ্টিমেয় হিন্দু-মুসলমান প্রভুভক্ত ছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত, অনেকেই মুমূর্ষু; অবশিষ্ট সকলে বারবার পরাজয়ে উৎসাহ-ভঙ্গ। এরূপ সৈন্য-সামন্ত ল'য়ে রণবিজয়ী শত্রুর সম্মুখীন হওয়া পরাজয় নিশ্চয়। এ অবস্থায় ক্রীতদাস জনাবকে যুদ্ধে যেতে কদাচ পরামর্শ দেবে না। যদি অনুমতি হয়, দাস যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। জীবন থাক্‌তে শত্রুর সম্মুখে পশ্চাদ্‌পদ হবো না।

কাসিম। না না, তুমি যুদ্ধে গেলে আমি জীবনধারণ কর্‌তে পার্‌বো না, দারুণ দুশ্চিন্তায় আমার প্রাণ বিয়োগ হবে। এই শত্রুসঙ্কুল রাজ্যে যে দিক দেখি, সেই

দিক অন্ধকার, কেবল তোমার মুখ দেখে আমি স্থির থাকি,—তোমার মুখ দেখে ভাবি আমার আজও আপনার লোক আছে। তুমি যেরূপ বল্লে, আমি সেই আশঙ্কায় যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত হই নাই। তুমি অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত। আমি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট উপঢৌকন দিয়ে দূত প্রেরণ করেছি। বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান সকলেই রাজদ্রোহী, অথবা ভগ্নোদ্যম। সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রাপ্ত হ'লে, হয়তো অভাগা বঙ্গভূমির উদ্ধার-সাধনে সক্ষম হবো। দিল্লীর সাজাদাও সুজাউদ্দৌলার করগত। সাজাদার নামে এখনো মুসলমান-হৃদয় উৎসাহিত হবার সম্ভাবনা।

আলী। জনাবের নিকট আমি সেই প্রস্তাব কর্‌তে উপস্থিত হয়েছিলেম। জনাব সুযুক্তি করেছেন।

কাসিম। তোমার অভিমত? দেখ'—চিন্তা করো, আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছে। একবার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে আর ফেরা দুষ্কর। চলো, যাই, যদি পাটনায় কোন সংবাদ এসে থাকে।

আলী। জনাব, জনশ্রুতি — পাটনা ইংরাজের করগত।

কাসিম। আর জনশ্রুতি নয়, সংবাদ সত্য। চলো, আজই সসৈন্যে রোটাস দুর্গ হ'তে ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ ল'য়ে সুজা-উদ্দৌলার রাজ্যাভিমুখে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ভ্যান্সিটার্টের কক্ষ

ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস প্রভৃতি কাউন্সিলের মেম্বারগণ

ভ্যান্সি। We renounce our dinner today, observe mourning for a fort-night. Let mourning-gun fire from the rampart. We assemble at church to-night to offer prayer for the souls of the brave Englishmen, ladies and children so ruthlessly murdered by the demon incarnate. Let the whole town be clad in mourning.

হেষ্টিংস। Oh brave martyrs!

সকলে। Revenge — Revenge — Revenge!

ভ্যান্সি। মুন্সি—

নেপথ্যে। Yes sir!

রিক্তপদে মুন্সির প্রবেশ

ভ্যান্সি। আপনি সকল জায়গায় ইস্তাহার পাঠান, যে ব্যক্তি মীর কাসিম ও সমরুকে ধরিয়া দিবে, তাহার লক্ষ টাকা পুরস্কার। তাহাকে ইংরাজ চিরদিনের জন্য বন্ধু বলিয়া জানিবে। এই ইস্তাহার যাহাতে সকল জায়গায় পেঁছে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আর মিনিট বইয়ে যাহা আমি লিখিব, তাহা ফার্সিতে তরজমা করিয়া প্রচার করুন,—'অদ্য আমরা খানা খাইব না, একপক্ষ আমরা পাটনার হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করিব—কেল্লা হইতে mourning-gun ছুড়িব, সারা সহরে কালা নিশান উড়িবে।'

মুন্সি। যে আজ্ঞে সাহেব।

ভ্যান্সি। আপনি খালি পা করিয়াছেন কেন?

মুন্সি। সাহেব, আমাদের এই শোক-চিহ্ন।

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ, আপনি ইংরাজের পরম বন্ধু।

[ইংরাজগণের প্রস্থান।

মুন্সি। গঙ্গাগোবিন্দবাবু—

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

গঙ্গাগোবিন্দবাবুর প্রবেশ

মুন্সি। আজকের দিন তুমি জুতা পায়ে এ'টে এসেছ? জুতো লুকিয়ে ফেলো—জুতো লুকিয়ে ফেলো—কি হুলস্থূল পড়েছে জান? চলো—লাখ এস্তেহার ছাপাতে হবে,—অনেক কাজ—খাবার শোবার সময় পাবে না। ভাল চাও তো—চোদ্দদিন খালি পায়ে অফিসে এসো। এসো, এসো, চলে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক*

প্রান্তর

আলী ইব্রাহিম ও বেগম

আলী। ছোকরা, তুমি কে হে?

বেগম। আমি পাষণ্ডদলন।

আলী। আরে বাহবা! আমি পাষণ্ড, আমায় দলন কর্‌তে পারো?

বেগম। তারই জন্য তো এসেছি।

আলী। আরে বা—বা!—তবে আজই কাজ আরম্ভ ক'রে দাও।

বেগম। তুমি না রাজবন্ধু ব'লে আপনাকে জানো? তুমি না নবাবকে উপদেশ দাও? কি উপদেশ দিয়েছ! নবাব বুদ্ধিহারা হয়েছে; তুমিও কি বুদ্ধিহারা হয়েছ; সুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে? সাজাদার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে? সুজাউদ্দৌলা ক'দিক সামলাবে। দিল্লীর শত্রু দমন কর্‌বে, সাজাদাকে করগত রাখবে, না বাঙ্গালায় ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? ভাল দু'টা লোকের আশ্রয় নিয়েছ! সাজাদা ইংরাজের বন্দী হয়েছিল জানো? যদি ইংরাজ প্রতিশ্রুত হয়, যে তাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন কর্‌বে, তাহ'লে এখনি তোমার নবাবকে ইংরাজের হাতে ধরিয়ে দেবে। আর সুজাউদ্দৌলা নবাবের ধন-সম্পত্তির জন্য লালায়িত।

আলী। আরে—বা ছোক্‌রা, তুমি এ সব কোথায় পেলে! তোমায় নজিব খাঁ পাঠিয়েছেন না কি?

বেগম। শোন,—যে পাঠাক। তুমি কি মনে করো, কেবল বাঙ্গালার মুসলমানই স্বদেশদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক? তা নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান-হৃদয় কলঙ্কিত হয়েছে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত। স্বদেশের মমতা কারো হৃদয়ে নাই। বাঙ্গালারও যে অবস্থা, অযোধ্যারও সেই অবস্থা! বাঙ্গালায় যেরূপ শত্রু প্রবেশ করেছে, সেইরূপ একবার অযোধ্যায় শত্রু প্রবেশ কর্‌লে, সকলই প্রকাশ পাবে। প্রকাশ পাবে বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের যে অবস্থা—অযোধ্যারও হিন্দু-মুসলমানের সেই অবস্থা। আর মুসলমান নামের গৌরব নাই, মুসলমানের হৃদয় কলঙ্কিত। সেই কলঙ্ক-কালি সকলের মুখে অচিরে প্রকাশ পাবে।

আলী। ছোকরা তুমি কে? অবশ্যই তুমি কোন রাজনীতি বিশারদ মহাত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েছ। উপস্থিত অবস্থায় তোমার কি পরামর্শ?

বেগম। মহারাষ্ট্রীয়েরা সজ্জিত, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করো। তারা হিন্দু বটে, ভারতবাসী বটে, তারা দস্যু বটে, কিন্তু তথাপি তাদের হৃদয় এখনও কলঙ্কিত নয়। মহাত্মা শিবাজীর প্রসাদে তারা নব-জীবন-সম্পন্ন। তারা সমরোপযোগী অর্থ পেলে, ইংরাজকে জয় কর্‌তে সক্ষম হবে। কোরাণ ল'য়ে সুজাউদ্দৌলা আস্‌ছে কিন্তু কদাচ প্রত্যয় করো না। কোরাণ স্পর্শ ক'রে মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ হবে শপথ করেছিলো। কোরাণ স্পর্শ ক'রে, সুজাউদ্দৌলাও সেইরূপ কপট শপথ কর্‌বে। কদাচ বিশ্বাস করো না—কদাচ বিশ্বাস করো না।

[বেগমের প্রস্থান।

আলী। আরে ছোকরা, শোনো—শোনো, তুমি এসব সংবাদ কোথায় পেলে?

নেপথ্যে। যেথায় পাই, সংবাদ সত্য জেনো।

আলী। বালক যথার্থ বলেছে, কিন্তু এখন আর কি উপায় আছে! দরবার-তাঁবু সজ্জিত, সুজাউদ্দৌল্লা আগতপ্রায়। এ কি কোন শত্রুর চর? অসম্ভব নয়। সুজাউদ্দৌলা বীরপুরুষ, তাঁর দ্বারা এরূপ অন্যায় কার্য্য কদাচ সম্ভবে না। তিনি কোরাণ স্পর্শ ক'রে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কর্‌বেন, এ তো প্রত্যয় হয় না। বালক নিশ্চয় কোন শত্রুর চর, এরূপ উচ্চ সম্মিলনে বাধা দেবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছিল। না,—আমার মনে সন্দেহ দূর হচ্ছে না। বালকের মুখমণ্ডলে সরলতার প্রতিভা বিকশিত, প্রফুল্ল নয়ন দেবভাবে প্রদ্দীপ্ত!—না—না, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে!

[আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

সুজাউদ্দৌলার শিবির

সুজাউদ্দৌলা, মীর কাসিম ও সভাসদ্‌গণ

সুজা। আজ হ'তে আপনি আমার ধর্ম্মভ্রাতা! ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে আজ আপনাকে আমি আলিঙ্গন কচ্ছি!—এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে, আজ হ'তে উভয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ!!—অচিরে আপনাকে বঙ্গ-সিংহাসনে পুনঃ-স্থাপিত কর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা!

কাসিম। মহাশয়, আপনি বীর, বীরের ন্যায় আপনার সমস্ত কার্য্য। এ অসহায় অবস্থায় ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে সম্বোধন ক'রে আমায় কৃতার্থ কর্‌লেন! আমি কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বো! আমার ধন, প্রাণ, মন,—সমস্তই ভ্রাতৃচরণে অর্পণ কর্‌লেম।

সুজা। কি বলেন—কি বলেন! যেদিন আপনাকে বঙ্গ-সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন কর্‌তে পার্‌বো, সেইদিন আমার জীবন সার্থক! দেখুন—দেখুন, সাজাদা স্বয়ং আগত!

সাহ আলমের প্রবেশ

সাজাদা, আমরা ভ্রাতৃদ্বয়ে সাজাদাকে অভিবাদন কর্‌বার নিমিত্ত গমন কর্‌ছিলেম। সাজাদার সাতিশয় অনুগ্রহ!

কাসিম। দাস করজোড়ে দণ্ডায়মান, নজর গ্রহণ করুন। (নজর প্রদান)

সুজা। (স্বগত) এ কি!—বাঙ্গালার নবাব কি রত্নের খনি;—এর এক একটি রত্নের বিনিময়ে এক একটি রাজ্য ক্রয় হয়!

সাহ। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, আমরা সাতিশয় সন্তোষ লাভ কর্‌লেম। চিন্তা দূরে করুন, ইংরাজের পতন নিকট। যখন আমাদের আশ্রয়ে আপনি উপস্থিত হয়েছেন, বাঙ্গালার গদী আপনার করগত।

কাসিম। ক্রীতদাস চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

তারার প্রবেশ

তারা। সাজাদা, অযোধ্যাপতি, বঙ্গেশ্বর,—উদাসিনীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ভারতের স্বাধীনতা তোমাদের হস্তে, দুঃখিনী ভারত-মাতা তোমাদের মুখাপেক্ষী। আবার মোগল-কীর্ত্তি স্থাপিত হোক, আবার মোগল-কেতন শত্রুর ভয়োৎপাদন করুক, আবার উল্লসিত প্রজাপুঞ্জের জয়ধ্বনি—দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হোক, আবার ভারতশত্রু বিলুপ্ত হোক, আবার রাজলক্ষ্মী মোগলের আশ্রিতা হোন, আবার ভারত ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা হোক; আবার কীর্ত্তি-স্তম্ভ ভারতে শান্তিস্থাপন করুক! তোমরা ভারত-মাতার শেষ ভরসা! ভারতমাতার সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত!—মুমূর্ষু মাতার জীবন সঞ্চার করো, জয়যুক্ত হ'য়ে ভারতশাসন করো, মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে রক্ষা করো;—বীরের ন্যায় অগ্রসর হও, কীর্ত্তি তোমাদের আহ্বান কচ্ছে! কপটতা দূরে পরিহার করো, একতাবন্ধনে জন্মভূমির কার্য্যে জীবন অর্পণ করো, মোগল-কলঙ্ক—ভারত-কলঙ্ক—মোচন করো! কপটতায় ভারতের সর্ব্বনাশ হবে! স্বার্থ—কপটতা পদদলিত ক'রে বীর-কীর্ত্তি জগতে স্থাপিত করো!

[তারার প্রস্থান।

সাহ। কে এ সন্ন্যাসিনী?

কাসিম। সাহান সা! অতি নির্ম্মল-আত্মা, স্বদেশ দুঃখে উদাসিনী; যথায় রোগ-শোক-সন্তাপ—দেবদূতের ন্যায় তথায় ইনি উদয় হন!

দূতের প্রবেশ

দূত। জনাব, ইংরাজ সেনাপতি অ্যাডাম্‌স এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

সাহ। কি পত্র উজির?

সুজা। সাহান সা, ইংরাজ অতি দাম্ভিক। দম্ভ ক'রে পত্র লিখেছে, "মীরজাফর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, কাসিম আলী রাজ-বিদ্রোহী, ইংরাজ হত্যাকারী,—তাকে আশ্রয় দিলে আমার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হবে।" হাঁ, অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হবে নিশ্চয়। (দূতের প্রতি) ইংরাজ-দূত কোথায়?

দূত। শিবির-দ্বারে দণ্ডায়মান।

সুজা। সাহান সার সম্মুখে লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

ইংরাজ দর্প খর্ব্ব করা অচিরে কর্ত্তব্য।

ইংরাজ-দূতের প্রবেশ

দূত, তোমার সেনাপতিকে ব'লো, যে অযোধ্যার নবাব বর্ব্বর ইংরাজের পত্র পদদলিত করে। দাম্ভিক অ্যাডাম্‌সকে জানাইও, যে ইংরাজ নাম অচিরে ভারতে লুপ্ত হবে। জয় দিল্লীশ্বর সাহ আলমের জয়!

[ইংরাজ-দূতের প্রস্থান।

সকলে। জয় সাহ আলমের জয়! জয় সুজাউদ্দৌলার জয়!! জয় কাসিম আলী খাঁর জয়!!! জয় ভারতের জয়!!!!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আসমান

সময় ও ক্রিয়াসঙ্গিণীগণ

গীত

ছিলাম, রহিব জানে তো সকলে,
আছি কি না আছি কে জানে।
অনুপল মিলি এ বিপুল কায়,
জেনেশুনে তবু কে মানে!
জনম-মরণ নাহি নিরূপণ,
চলে মম ধারা নহে নিবারণ,
কভু নাহি ফিরি উজানে।
ভালমন্দ মাথা দুটি পাখা বয়,
পাখসাটে কোথা কেবা স্থির রয়,
কত শত হয়, কত শত লয়,
বিহার বিপুল স্থানে।
নানা-রঙ্গিনী—ক্রিয়াসঙ্গিনী,
ক্রিয়া মম পরিমাণ,
ক্রিয়ার প্রচার, ভুবনে বিহার,
রবে না জীবন, ক্রিয়াসঙ্গিনী
হবে যবে অবসান;
ক্রিয়ায় আমার নাহি কোন ভেদ,
ক্রিয়ায় পেয়েছি প্রাণ,
ক্রিয়ায় আমায় মাখামাখি প্রাণে প্রাণে।
জাফরে বসায়ে রতন-আসনে,
খেলি অযোধ্যায় কাসিমের সনে,
দেখ' পুনরায় কোথা ভেসে যায়,
দেখ কোথা যায় আমার টানে;
জানো বা না জানো সকল বারতা,
ক্রিয়াসনে তাই প্রকাশি গানে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মীরজাফরের শিবির

মীরজাফর, নন্দকুমার ও মণি বেগম

মীর। মহারাজ নন্দকুমার, সদ্‌যুক্তি এই —সুজাউদ্দৌলাকে পরামর্শ দেওয়া যাক, কাসিম আলীর বিস্তর অর্থ গোপনে আছে. সেই অর্থ হস্তগত করুন। এ কার্য্য সম্পাদন করা কঠিন হবে না, অর্থের লোভে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, তবে কত অর্থ—আর কোথায় আছে, এ সন্ধান এখনো প্রাপ্ত হয় নাই।

নন্দ। জনাব, আমার যুক্তি এই, কাসিমের কোষাধ্যক্ষ মীর সলিমানকে বশীভূত করা আর তার নিকটেই যে অধিকাংশ অর্থ আছে, তার সন্ধান সুজাউদ্দৌলাকে দেওয়া।

মীর। সদ্‌যুক্তিই করেছেন। এ কার্য্যে আমি উপযুক্ত ব্যক্তিই নিযুক্ত করেছি। সামসেরউদ্দীন সেই কার্য্যসাধনের নিমিত্তই অযোধ্যায় বিলম্ব কচ্ছে। কিন্তু সহসা সে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। সুজাউদ্দৌলা, লোকলজ্জায় সহসা কাসিমের সহিত প্রকাশ্যে বিরোধ কর্‌তে পাচ্ছে না। কিন্তু সামসের-উদ্দীন যে উপায় করেছে, এবার প্রকাশ্য বিরোধ ঘট্‌বার সম্ভাবনা। তার পত্রে অবগত হলেম, যে তার উপদেশে সমরু, সুজা-উদ্দৌলার নিকট প্রকাশ করেছে, যে পাটনা আক্রমণের সময়, যখন সুজাউদ্দৌলা পরাভূত হ'য়ে পলায়নপর হয়, তখন সমরুকে কাসিম আলী, সুজাউদ্দৌলার প্রাণবধ কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলো।

নন্দ। কাসিম আলী যে সুজাউদ্দৌলাকে বধ কর্‌বার নিমিত্ত, সমরুকে আজ্ঞা দিয়ে-ছিলো, এরূপ কল্পিত কথায় কি সুজা-উদ্দৌলা প্রত্যয় কর্‌বে?

মীর। সম্ভব। সুজাউদ্দৌলার পাত্র-মিত্রেরা আর সেরূপ উৎকোচ প্রাপ্ত হয় না। বুদ্ধিভ্রমে মীরকাসিম সাহ আলমের পারিষদ্-

বর্গকেই অধিক অর্থ প্রদান কচ্ছে, সেই নিমিত্ত সুজাউদ্দৌলার পারিষদ্‌বর্গ ঈর্ষিত। আর সুজাউদ্দৌলারও এ কথায় বিশ্বাস করা স্বার্থ; এই ছলে কাসিম আলীর অর্থ অপহরণেরও সুযোগ পাবে।

দূতের প্রবেশ

দূত। জনাব, সাহ আলমের শিবির হ'তে পত্র এসেছে।

মীর। মহারাজ, পত্রের মর্ম্ম আমায় সংক্ষেপে অবগত করুন।

মণি। চেঁচিয়ে পড়ুন না—সব শুনি।

মীর। ব্যস্ত হয়ো না—ব্যস্ত হয়ো না, এ নৃত্যগীত নয়, রাজনৈতিক কার্য্য। এ গুরুগিণকে চটক দেখান, কি সামান্য সামান্য সেনানায়ককে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করা নয়।

মণি। এখন গদীতে বসেছ কি না, তাই টিট্‌কিরি দেওয়া হচ্ছে! আমি গুরুগিণকে চটক দেখাতে গিয়েছিলেম? তুমি বড় অধার্ম্মিক, এখন কথায় কথায় নানা ছটায় তিরস্কার করো! চীৎপুরে যখন মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলে, তখন এই নর্ত্তকীই তোমার সিংহাসন আরোহণের পথ পরিষ্কার করেছে! এখন অহিফেনের প্রভাবে সব ভুলে গেছ।

মীর। না—না, তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন? এখন স্থির হ'য়ে সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হবে। ইংরাজের ভাব বুঝ্‌ছো না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছা—আর যুদ্ধ না হয়। হিন্দুস্থানে মোগলের প্রকৃত অবস্থা তারা অবগত নয়। তাদের উপস্থিত রাজ্য-লালসা নাই। সুজাউদ্দৌলাকে বলবান বিবেচনা করে; মোগলরাজ্য যে অন্তঃসারহীন, তা তাদের ধারণা নাই; সন্ধির জন্য তারা ব্যগ্র। এ বড় সঙ্কটের সময়! এখন সুজাউদ্দৌলার সহিত শত্রুতা যাতে স্থায়ী হয়, এর সম্পূর্ণ চেষ্টা কর্‌তে হবে। যদি মীর কাসিম, আমিয়ট ও ইংরাজ বন্দীদের না হত্যা কর্‌তো, তাহ'লে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টার্‌দের আদেশমত মীর কাসিমকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান কর্‌তো। আমার ভয়, পাছে সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি ক'রে আমায় সিংহাসনচ্যুত করে। বুঝেছ?—স্থির হও, সমস্ত বিষয় বিবেচনা কর্‌তে দাও। কৌশলে সে আমায় পরাজয় কর্‌তে সক্ষম, সে কূটবুদ্ধিতে সয়তানের প্রধান অনুচর! (নন্দকুমারের প্রতি) মহারাজ! পত্রের কি মর্ম্ম!

নন্দ। জনাব, সাজাদা জনাবের পুনঃ পুনঃ জয়লাভে অতিশয় সন্তুষ্ট! সুযোগ হ'লেই তিনি ইংরাজ-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বেন, আর জনাবকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী ব'লে স্বীকার করেছেন। আর তাঁর পত্রে কাসিম আলীর সহিত সুজাউদ্দৌলার বিরোধেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মীর। এ অতি সুসংবাদ! পত্র আমায় দেন, আমি সময়ান্তরে সাবধানে পাঠ কর্‌বো; এ সময় সকল কথা প্রত্যয় করা উচিত নয়। আপনি আসুন, আমিও আরাম করিগে।

[মীরজাফরের প্রস্থান।

মণি। মহারাজ নন্দকুমার, উনি যে পরামর্শ হয় করুন, আপনি ইংরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে সম্মত করুন। অর্থবলে মীর কাসিমের সেনানায়কদের বশীভূত করেছিলেম, সেই অর্থবলে সুজাউদ্দৌলারও সেনানায়কদের বশীভূত কর্‌বো। আর কোষাধ্যক্ষ সলিমানকে যেরূপে হয় বশ করুন, মীর কাসিমের সমস্ত অর্থ সুজাউদ্দৌলার করগত হোক। তাহলে তো নিশ্চিন্ত? ভারি ভূরি চক্ষু বুজে পরামর্শ ত এই! সহজে কার্য্য হাসিল করুন।

নন্দ। বেগম সাহেব, গোলামের কোনও প্রকার ত্রুটি হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

সলিমান ও সামসেরউদ্দিন

সলিমান। আচ্ছা, আপনার এতে লাভ কি?

সামসের। আমার* লাভ আছে কি না জেনে, ম'শায়ের তো কিছু লাভ নাই। আমার প্রস্তাবে আপনার লাভ, না চিনির বলদ হ'য়ে

ক্যাসিম আলীর অর্থ রক্ষা করা লাভ, সেইটে বিবেচনা করুন। উপস্থিত নবাব মীরজাফর খাঁ আপনাকে যে রত্ন দিতে প্রস্তুত, তার মূল্য ন্যূনসংখ্যা তিন লক্ষ টাকা। আর কাসিম আলীর অর্থ উজির-নবাব বাহাদুরকে দিলে, তিনি তার দু' আনা আপনাকে দেবেন, এইরূপ আমার নিকট প্রতিশ্রুত।

সলি। আমার নিকট তো সমস্ত অর্থ নাই, অধিকাংশ অর্থই মহম্মদ ইসাখের নিকট।

সাম। সে সম্বন্ধে তো মহাশয়ের নিকট কথা নয়। আপনার জিম্মায় অর্থের সম্বন্ধে মহাশয়ের সহিত কথা। দেখুন, বুঝুন,—শুনেছি মূষিকেরা গৃহপতনের পূর্ব্বে সে গৃহ ত্যাগ করে—কাসিম আলীর পতন নিকট। সমরু প্রভৃতি সেনানায়কেরা উজির-নবাবের বশীভূত। মীর আব্বু আর আর অধিকাংশ নবাব-অমাত্যেরা নবাব-উজিরের চরের স্বরূপ কাসিম আলীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কাসিম আলীর সহিত উজির-নবাবের প্রকাশ্য বিরোধ হলো ব'লে। এ অবস্থায় আপনার কি কর্ত্তব্য স্থির করুন।

সলি। আমি তো অর্থ উজির-নবাবকে অর্পণ করবো, কিন্তু শেষে যদি বঞ্চিত হই?

সাম। ধরুন, যদি বঞ্চিতই হন, নবাব মীর-জাফরের তিন লক্ষ মূল্যের রত্নাদিতে তো বঞ্চিত হচ্ছেন না? ইচ্ছা করেন, এই দণ্ডে গ্রহণ করুন। আর আমার কথায় যদি প্রত্যয় করেন, উজির-নবাব কদাচ আপনাকে বঞ্চিত করবেন না। তার কারণ, আপনাকে বঞ্চিত করলে, অপরাপর কাসিম আলীর পক্ষীয় ব্যক্তি যাঁকে প্রলোভন দ্বারা নিজপক্ষে গ্রহণ কচ্ছেন, আপনার সহিত শঠতা করলে, তাদেরও বিশ্বাসভঙ্গ হবে। বলুন—আপনি প্রস্তুত কি না?—আমার সময় নাই।

সলি। আমি প্রস্তুত— প্রস্তুত।

সাম। এই জহরত গ্রহণ করুন, এর মূল্য আপনি অবগত। (রত্ন প্রদান)

সলি। সেলাম—সেলাম, বড় বাধিত হলেম! আমি চল্লেম, আজই ধনরত্ন ল'য়ে উজির-নবাবকে অর্পণ করবো।

[সলিমানের প্রস্থান।

সাম। কাসিম আলী! তোমার সর্ব্বনাশে বোধহয় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হবো! কেবল তোমার সর্ব্বনাশ কেন? নিজের সর্ব্বনাশ, নিজের বংশধরগণের সর্ব্বনাশ, বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হবো! এই যে সাজাদা ছদ্মবেশে আগত।

সাহ আলমের প্রবেশ

সাহ। কি—কি—সংবাদ কি? তোমার কথামত গোপনে এসেছি।

সাম। জাঁহাপনা, আমায় মার্জ্জনা করুন, জাঁহাপনার পারিষদ্‌বর্গের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আমি সম্পূর্ণ অসম্মত। জাঁহাপনার শিবির গুপ্তমন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান নয়। এই জন্যই ক্রীতদাস আপনাকে ক্লেশ দিয়েছে।

সাহ। যাক—যাক,—সে জন্য চিন্তিত হয়ো না, সেজন্য চিন্তিত হয়ো না। কি কথা বল?

সাম। জাঁহাপনা, বিবেচনা করে দেখুন, এস্থলে তো উজির-নবাবের একরূপ বন্দী অবস্থায় জাঁহাপনা অবস্থান কচ্ছেন? জাঁহাপনার স্বাধীন ইচ্ছা চলে না! ইংরাজ আপনাকে দিল্লীর সিংহাসন দিতে প্রস্তুত; জাঁহাপনা উজির-নবাবের পক্ষ ত্যাগ করুন।

সাহ। কিরূপে ত্যাগ করবো?

সাম। বক্সারে যুদ্ধ উপস্থিত। আপনার সৈন্যেরা উজির-নবাবের না সাহায্য করে; আর নবাব মীরজাফরকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সনন্দ প্রদান করুন।

সাহ। আমি তো সে সম্বন্ধে মীরজাফর খাঁকে পত্র লিখেছি।

সাম। জাঁহাপনার অনুগ্রহ। এখন উজির-নবাব হ'তে সতর্ক থাকুন। তাঁর ইচ্ছা স্বয়ং দিল্লীশ্বর হন। সময়ে সময়ে তাঁর মন্তব্য গোলাম জাঁহাপনাকে অবগত করবে, জাঁহাপনাও গোলামের উপদেশ গ্রহণ করলে গোলাম কৃতার্থ হবে। আর ইংরাজও জাঁহাপনাকে নিশ্চয় দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করবে। জাঁহাপনা প্রত্যাগমন করুন, বিলম্ব করা উচিত নয়।

সাহ। বটে—বটে—ঠিক বলেছ! উজিরের মন্তব্য ভাল নয়। তুমি আমার পরম বন্ধু,

কার্য্যসিদ্ধি হোক, তোমায় আমি উজিরী দেবো।

সাম। সেলাম।

[সাহ আলমের প্রস্থান।

(স্বগত) কাসিম তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছি, আর আমার অধিক কার্য্য বাকী নাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সুজাউদ্দৌলার শিবির

সুজাউদ্দৌলা ও সমরু

সুজা। কি বুঝতে পাচ্ছ না? শোনো, —আমি কাসিম আলীর অর্থের সন্ধান পেয়েই তারে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হই। যেদিন সাহাজাদাকে আর আমাকে উপঢৌকন দেয়, সেই দিনই বুঝেছিলেম যে বাঙ্গালার নবাব রত্নের খনি, যেরূপে পারি, সেই রত্ন সংগ্রহ কর্‌বো। এই অভিপ্রায়ে মহা সমাদরে তারে স্থান দিয়েছিলেম। সে সময় জান তো, বুন্দেলখণ্ডের রাজা আমার সহিত বিরোধ কর্‌তে অগ্রসর হয়েছিলো। আমি কাসিম আলীকে বল্‌লেম,—"বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে দমন না ক'রে, আমি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে পার্‌বো না।" কাসিম আলী, বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে স্বয়ং দমন কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়। আমি ভেবেছিলেম—ওর সব অর্থ আমার কাছে রেখে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধে হেরে আস্‌বে, তখন একটা গোলযোগ ক'রে হয় বন্দী কর্‌বো, নয় বিতাড়িত কর্‌বো। ও যে অর্থ সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর যুদ্ধে জিতে আস্‌বে, এ আমার ধারণা ছিল না।

সমরু। কাসিম আলী তেমন, আপনার কাছে টাকা রেখে যাবে! তারপর কাসিম আলী লড়াই জিতে এলো, এসব তো গোলাম জানে, গোলাম তো লড়াইয়ে ছিলো। এটা গোলাম বুঝ্‌তে পারে না,—কাসিম আলী ফিরে এলো, তারপর উজির-নবাব, কাসিম আলীর সাথ মিলে-জুলে পাটনা কেন ইংরাজের ঠেঙে ছিনিয়ে নিতে গেলেন?

সুজা। স্থির হ'য়ে শোনো—আমার মন্তব্য বোঝো,—আমি ভেবেছিলেম, কাসিম আলীর সহিত মিলিত হ'য়ে ইংরাজকে পরাজয় ক'রে স্বয়ং বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী হবো, কাসিম আলীকে করপ্রদ নবাব রাখ্‌বো। কাসিম আলী যদি পাটনা উদ্ধারের সময়, সমরক্ষেত্রে না পেঁছিয়ে থাক্‌তো, আমার সাহায্যে অগ্রসর হতো, তাহলে আমি নিশ্চয় জয়লাভ কর্‌তেম;—আমার অভিসন্ধি সিদ্ধ হ'ত।

সমরু। হ্যাঁ, হ্যাঁ হাম বুঝলো।—পেছিয়ে ছিলো, তাতে ওর দোষ নাই। ঝড় উঠ্‌লো, ও দুশমন ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লে না।

সুজা। এখন আমার অভিপ্রায়, ইংরাজ বক্সারে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের পরাস্ত ক'রে বাঙ্গালার গদী গ্রহণ কর্‌বো, এই নিমিত্ত তোমার সাহায্য চাই।—তুমি কাসিম আলীকে পরিত্যাগ ক'রে আমার সৈন্যদলভুক্ত হও।

সমরু। আমি তো জনাবের কাছে শিরটে বেচেছে!

সুজা। যদি যুদ্ধে জয় হয়, বিশ লক্ষ টাকা মুনাফার তালুক তোমায় অর্পণ কর্‌বো, —অগ্রেই তার লিখিত সনন্দ লও।

সমরু। জনাবের মর্জ্জি, জনাবের মর্জ্জি! গোলাম সব কাজ ফতে কর্‌বে। তা দেখেন, এখন হামার কথাটা শুনিয়ে লেন,—কাসিম আলীর খাজাঞ্চি সলিমানকে হাত করিয়া টাকাটা লিয়ে নেন; আর আমি ফৌজের তলবের জন্য ঝগড়া ক'রে আপনার দিকে আস্‌বো। কি হুকুম করেন?

সুজা। আমি ভাব্‌ছি,—কাসিম আলীর সঙ্গে ঝগড়া কি ক'রে করি?

সমরু। এ তো সিদা রাস্তা রহিয়াছে, জনাবকে তো সে রাস্তা আগেই দেখাইয়া দিয়াছি।—পাটনার লড়াইয়ে, ও পিছাইয়া ছিলো, সেই দোষটা দিয়ে দেন, আর রটাইয়া দেন যে আপনাকে বধ কর্‌তে কাসিম আলী আমাকে হুকুম দিয়েছিলো; আমি সাক্ষী দিবো।

সুজা। এই পরামর্শই ঠিক। তুমি এসো, যেরূপ হয়, আমি তোমায় আদেশ প্রদান কর্‌বো।

[সমরুর প্রস্থান।

সলিমানকে লইয়া মীর আব্দুর প্রবেশ

আব্দু। জনাব, সলিমান উজির-নবাব দর্শনে উপস্থিত।

সলি। উজির-নবাব বাহাদুর, আমার জেম্মা কাসিম আলীর সমস্ত অর্থ, গোলাম, জনাবের রাজকোষে জমা দিয়েছে, তার দু'-আনা অংশ অঙ্গীকার মত গোলামের প্রতি আজ্ঞা হোক।

সুজা। অবশ্য—অবশ্য। সমস্ত অর্থ এনে জমা দিয়েছ?

সলি। হাঁ জনাব। কাসিম আলী জনাবের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এখনি উপস্থিত হবে।

সুজা। আচ্ছা, তুমি স্থানান্তরে থাকগে, সে নিমিত্ত তোমার কোন চিন্তা নাই।

সলি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আব্দু। জনাব, বোধহয় মীর কাসিম আস্‌ছে। আমি অন্তরালে অবস্থান করি, আমায় না দেখে।

[প্রস্থান।

সুজা। (স্বগত) সলিমানকে দু'আনা অংশ দিতে হবে, নচেৎ মীর কাসিমের লোকেরা আমায় বিশ্বাস কর্‌বে না।

মীর কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। নবাব-উজির বাহাদুর, বিশ্বাস-ঘাতক সলিমান আমার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করেছে। তারে দণ্ডপ্রদান ক'রে আমার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান কর্‌তে বলুন।

সুজা। হাঁ এসেছেন—ভালই হয়েছে। সমস্ত সেনার তঙ্কা দেবার আপনার কথা, তা আজও দেন নাই। আর আপনার যদি এরূপ যুদ্ধভয়, সৈন্য সজ্জিত ক'রে পাটনা উদ্ধারের নিমিত্ত, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে কেন অগ্রসর হয়েছিলেন? যদি আপনার সাহায্য পাব না জান্‌তেম, তাহ'লে সাবধানে ইংরাজকে আক্রমণ কর্‌তেম; আমি স্বয়ং রণজয় কর্‌তেম, এরূপ পরাজয় হতো না।

কাসিম। সমস্ত অবস্থা অবগত হ'য়ে যদি বার বার আমায় এরূপ ভর্ৎসনা করেন, আমি নিরুপায়। আমি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করেছি, রণস্থলে যখন আপনার সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ হয়, প্রবল ঝটিকায় ঘোর ধূলিরাশি উত্থিত হয়েছিলো,—সে সময় শত্রু-মিত্র লক্ষ্য করা অসাধ্য,—এই নিমিত্ত আমি নিরস্ত ছিলেম। যখন অগ্রসর হ'তে সক্ষম হলেম, তখন আপনি রণস্থল হ'তে প্রত্যাগমন কচ্ছেন;—পথিমধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ।

সুজা। যাক—যাক—যা হ'য়ে গেছে, তার আর কথা কি! আপনার ব্যবহারে সমরু বলে কি জানেন, যে আপনি আমার প্রাণবধ কর্‌তে তারে উপদেশ দেন। সে কথা আমি ধরি না। এখন সৈন্যের তঙ্কার কি বলুন?

কাসিম। মহাশয়, আমরা পাটনা অধিকার কর্‌তে অক্ষম হলেম, বিহার হ'তে কর আদায় ক'রে তঙ্কা দেবার কথা। তার উপরে বাধ্য হ'য়ে অজস্র অর্থব্যয় কর্‌চি, তাতে আমার রাজকোষ শূন্যপ্রায়। এক্ষণে সর্ব্বস্ব অপহৃত। আপনি আমায় পরীক্ষা কচ্ছেন কি, কি?—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। এ অন্যায় দাবী এবং অসম্মান-সূচক বাক্য কি নিমিত্ত আমার উপর প্রয়োগ হচ্ছে? ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে আলিঙ্গন ক'রেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ভ্রাতৃভাব দূরে থাক, সামান্য অতিথির সম্মান দূরে থাক, দরবারে আবেদন ক'রে উপেক্ষিত হচ্ছি; আমায় আসন গ্রহণ কর্‌তেও আদেশ কর্‌লেন না! বুঝলেম, আমার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল,—আমি চল্লেম।

সুজা। সে আপনার ইচ্ছা।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

মীর আব্দুর পুনঃ প্রবেশ

আব্দু। এখনো ওর যথেষ্ট অর্থ আছে।

সুজা। আমি সে সংবাদ পেয়েছি, অনেক গুপ্তধন আছে।

আব্দু। ওকে ইংরাজ-করে অর্পণ ক'রে সন্ধিস্থাপন করুন না? তাহ'লেই তো সমস্ত অর্থ করগত হবে।

সুজা। না,—প্রথমতঃ তাতে অতিশয় লোকনিন্দা। তাও উপেক্ষা কর্‌তেম, কিন্তু বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকার আমার চির-

আকাঙ্ক্ষা। মীর কাসিমের সহিত যুদ্ধ ক'রে ইংরাজ ক্লান্ত হ'য়েছে, এক্ষণে আমি তাদের অনায়াসে পরাজয় কর্‌তে সক্ষম হবো। বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হ'লে, অযোধ্যা দিল্লীর ন্যায় গৌরবের রাজধানী হবে। মীর কাসিমকে উপস্থিত বন্দী ক'রে রাখ্‌বো। যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, তখন মীর কাসিমকে ইংরাজ-করে অর্পণ ক'রে, ইংরাজের সহিত সন্ধির চেষ্টা পাব।

আব্দু। কিন্তু মীর কাসিম যেরূপ ভর্ৎসিত হলো, বোধ হয় আজই তার বাকী অর্থাদি ল'য়ে, শিবির ভঙ্গ ক'রে, সম্ভবতঃ রোহিলখণ্ডে পলায়ন কর্‌বে। আপনার নিকট সলিমানের বিরুদ্ধে আবেদন কর্‌তে আসবার পূর্ব্বে কল্পনা করেছিল, যদি আবেদন অগ্রাহ্য হয়, আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বে না।

সুজা। সত্য না কি?

আব্দু। এইরূপ আমার অনুমান।

সুজা। তাহ'লে কৌশলে তাকে নিরস্ত কর্‌তে হবে। তোমায় কতক বিশ্বাস করে, তুমি তত্ত্ব লও;—সমরুকে আমার মন্ত্রণা-গৃহে প্রেরণ করো।*

[উভয়ের প্রস্থান।

সমরুর পুনঃ প্রবেশ

সমরু। জনাব—জনাব, মীর কাসিম পালাবে। হুকুম হয় আমার তৈলিঙ্গি ফৌজ লিয়ে, ওর তাঁবু লুট ক'রে, ওকে কয়েদ করি।

সুজা। হাঁ হাঁ—যাও যাও, আমি সেই-জন্যই তোমায় ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলেম।

সমরু। জনাব, সেলাম। (স্বগত) জেনানা তাঁবুতে এখনো ঢের টাকা আছে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক*

শিবির-সম্মুখ

ফকীরের বেশে মীর কাসিম

কাসিম। অযোধ্যায় ফুরাল সকলি:
রাজ্য আশা অতল সলিলে!
যথা যাই তথা প্রতারণা!
প্রতারণাপরায়ণ আত্মীয় স্বজন,
প্রতারক সৈন্যাধ্যক্ষচয়,
প্রতারক পারিষদ্‌-কর্ম্মচারীগণে,
প্রতারক আশ্রয়প্রদানকারী!
হায়, এইরূপ বালক সিরাজ
হয়েছিলো প্রতারিত!
সে সময় হ'তে—
প্রতারণা-শিক্ষা প্রচারিত
প্রতারণা-শিক্ষাদাতা আমি!
বিফল আক্ষেপ!
প্রবাহিত সময় প্রবাহ,
ফিরিবে না আর—
অনুতাপে কার্য্যফল না হবে মোচন!
স্বপ্নসম তিরোহিত সকলি জীবন,
দুঃস্বপন মুকুট ধারণ,
দুঃস্বপ্ন উদ্যম,
দুঃস্বপন স্বাধীনতা-তৃষা!
প্রজার মঙ্গল দুঃস্বপন!!
দেখি এবে স্বপ্নধারা বহে কোন্ দিকে!
ছিল শিরে মুকুট শোভন,
এবে ফকীরের নগ্নশির পরিবর্ত্তে তার।
আজি এই যোগ্য পরিচ্ছদ মম;
একাকী বান্ধবহীন বিপুল কান্তারে।

আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

আলী। জনাব, একি রহস্য?

কাসিম। নহে এই রহস্য নূতন।
ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ
করেছিল বালক সিরাজ!
ত্যজি রাজ-পরিচ্ছদ
ভিখারীর বেশে, ফকীর-আবাসে,
এসেছিল ক্ষুধার তাড়নে।
রাজ-রাজেশ্বর—
করিলাম বন্দী দম্ভভরে।
দেখি কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত তার
হয় যদি ফকীরি গ্রহণে।
কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
প্রকৃত ফকীর আমি;—
ধনজন-সম্পত্তি-বিহীন

* সময় সংক্ষেপার্থে পরবর্ত্তী পঞ্চম গর্ভাঙ্ক অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হওয়ায়, নিম্নলিখিত অংশ এই গর্ভাঙ্কের শেষভাগে সংযোজিত হইয়াছে।

ফকীর—ফকীর বেশধারী,
নহে এ তো রহস্য নূতন!

আলী। এ কি! গোলাম আত্মহারা হচ্ছে! কৃপা ক'রে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করুন। যদি জনাব ফকীর হ'য়ে থাকেন, ক্রীতদাসও আজ হ'তে ফকীর।

কাসিম। আলী, সহিয়াছি অশেষ যন্ত্রণা
বাঙ্গালায় নবাবী গ্রহণে।
কিন্তু যে যন্ত্রণা সহিলাম সুজার আশ্রয়ে—
সহিয়াছি ইতিপূর্ব্বে যত—
বিন্দু সম সিন্ধু তুলনায়!
ভ্রাতৃভাবে প্রথমে গ্রহণ
ক্রমে হতাদর, উপেক্ষা তৎপরে,
আজি প্রকাশ্য সভায়—
সহিলাম কঠিন ভর্ৎসনা।
নিশ্চয় এ দেহ মম পাষাণে নির্ম্মিত,
নহে হ'ত বিদারিত
আরোপিত ঘোর অপবাদে!
শুনিলাম সভাস্থলে,—
উজিরের নিধন সাধন সঙ্কল্প আমার।
ধূর্ত্ত সলিমান,
করি মম সর্ব্বস্ব হরণ
করিয়াছে উজিরের আশ্রয় গ্রহণ।
জানাইতে আবেদন উজির সমীপে
বিধিমতে হই তিরস্কৃত।
বুঝিলাম,—
উজিরের অনুচর ধূর্ত্ত সলিমান।
নিঃস্ব আমি:
ফকীরি ব্যতীত এবে কিবা পন্থা আর!
হতেছে বিস্ময়—
বন্দী নহি কিহেতু এখন':
কেন শত্রু-করে হইনি অর্পিত!
ভাই ইব্রাহিম,
দেহ বিদায় আমায়:
রেখো কভু অভাগারে মনে।
এক ভার অর্পি তব করে:—
এখনো কিঞ্চিৎ অর্থ রেখেছি গোপনে:
তকীর শিক্ষিত সেনা আছে কয়জন—
ছিল মম শরীর-রক্ষক তারা—
যথাযোগ্য সে সবারে ক'রো পুরস্কৃত।
এনে দিই অর্থ তব করে।

[মীর কাসিমের পটমণ্ডপে প্রবেশ।

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। এই যে আলী ইব্রাহিম, নবাব কোথায়?

ইব্রা। উজির-নবাব বাহাদুর! কোন্ নবাবের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন?

সুজা। কি, তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো? সাবধানে কথা কও!

আলী। উজির-নবাব বাহাদুর, আমি কি নিমিত্ত সাবধানে কথা কবো? আমার হৃদয়ে মিথ্যা নাই, কপটতা নাই, বিশ্বাসভঙ্গের ছায়ামাত্র নাই, কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ ভঙ্গ করি নাই, কোরাণ-বাক্যে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করি, আশ্রিতের সহিত প্রতারণা করি নাই, ছলনায় নবাবকে ফকীর করি নাই। তবে এক গুরুতর অপরাধ করেছি। আমার প্রভু, আমার প্রতি-পালক, অন্নদাতা, সম্মানদাতা নবাবকে কপট-চারীর আশ্রয়ে এনে, ফকীর-বেশ ধারণ করিয়েছি। কিন্তু আমার অপরাধ জ্ঞানকৃত নয়, ঈশ্বর আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন। আপনার নিকট যদি দণ্ডিত হই, সে আমার প্রার্থনীয়, তাহ'লে পাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমায় সাবধান হতে বৃথা আজ্ঞা কচ্ছেন, আমার সাবধান হবার প্রয়োজন নাই; আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভয় করি, আমার অন্য ভয় নাই।

সুজা। আলী ইব্রাহিম, তুমি আমার প্রতি অহেতু দোষারোপ কচ্ছ। আমি নবাবকে ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে সম্বোধন করেছি, নবাব আমার ধর্ম্মভ্রাতা। কিন্তু সহোদর ভ্রাতায় পরস্পর কথান্তর হ'য়ে থাকে। তার নিমিত্ত ক্রোধ ক'রে ফকীরি গ্রহণ উচিত নয়,—আমায় জনসমাজে কলঙ্কিত করা উচিত নয়।

মীর কাসিমের পুনঃ প্রবেশ

আমি আপনার মন পরীক্ষা কর্‌ছিলেম, তা আপনি বোঝেন নাই। আমাদের উভয়ের কপট পারিষদ্‌রা, আমাদের উভয়ের মনো-মালিন্য ঘটাবার চেষ্টা পাচ্ছে। আপনার মনোমালিন্য ঘটেছে কি না, সেই জান্‌বার নিমিত্ত সভায় কপটাচার ক'রেছিলেম। দেখ্‌লেম আপনার মনোমালিন্য ঘটেছে;— সেইজন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। পুনর্ব্বার

রাজবেশ গ্রহণ করুন। আলী, ওঁর মুকুট আনো, আমি স্বহস্তে ওঁকে পরিয়ে দিই।

আলী। উজির-নবাব বাহাদুর, বর্ব্বর গোলামের প্রতি মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়—জনাবের এরূপ উচ্চ অন্তঃকরণ, আমি হীন ব্যক্তি, আমার উপলব্ধি হয় নাই। আমি মুকুট আন্‌ছি।

পটমণ্ডপে প্রবেশ

সুজা। বঙ্গেশ্বর, নীরব কেন? ধর্ম্ম-ভ্রাতাকে আলিঙ্গন প্রদান করুন। আপনার বিবেচনায় কি আমি এতই বর্ব্বর, যে আপনি আমার প্রাণসংহার কর্‌বার আদেশ দিয়েছেন বিশ্বাস কর্‌বো? কেন, আপনার এতে স্বার্থ কি? আমরা উভয় ভ্রাতা একত্র হ'য়ে শত্রু-দমন কর্‌বো।

কাসিম। নবাব-উজির, সত্যই আমার মতিভ্রম হয়েছে। আপনি কোরাণ স্পর্শ ক'রে ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে আমায় আলিঙ্গন দিয়েছিলেন, তা আমি বিস্মৃত হয়েছিলেম। দুর্দ্দশায় মতিচ্ছন্ন হয়, এ আপনার অবিদিত নাই।

নবাব-পরিচ্ছদ লইয়া আলী ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ

সুজা। (মুকুট লইয়া) ভ্রাতঃ, তোমার ধর্ম্মভ্রাতা তোমার মস্তক মুকুটে ভূষিত কচ্ছে; এ মুকুট চিরস্থায়ী হবে। প্রস্তুত হোন, দূত মুখে সংবাদ পেলেম, ইংরাজ বক্সার অভিমুখে আগত, আমরা তাদের প্রতিরোধ কর্‌বো। চল্লেম, মনোমালিন্য দূর করুন।

কাসিম। বার বার এরূপ বলায় আমি অপ্রতিভ হই।

[সুজাউদ্দৌলার প্রস্থান।

আলী, বুঝেছ কি? কপট এ মুকুট প্রদান!
কিন্তু না জানি কি মনের গঠন,
আশা নারি করিতে বর্জ্জন,
ইংরাজ-বিদ্বেষ, অগ্নিসম জ্বলে হৃদে!
বুঝেছি নিশ্চয়—
পাথার মাঝারে, ক্ষীণ তৃণ আশ্রয় আমার।
লোকাচার ভয়ে ক'রে গেল সৌহার্দ্দ
স্থাপন।
কিন্তু তবু দেখি,—কিবা হয় শেষে;
দেখিব যদ্যপি থাকে উপায় এখনো;
স্বদেশমমতা হৃদিমাঝে এখনো প্রবল;
দেখি কিবা পরিণাম।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

সামসেরউদ্দিনের প্রবেশ

সাম। আলী ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর!

আলী। কে আপনি?

সাম। আমায় চিন্‌ছেন না কেন? আমি সামসেরউদ্দীন—আপনার শত্রু, আপনার প্রভুর শত্রু, দেশের শত্রু,—নবাব মীরজাফর খাঁর গোলাম। আপনার প্রভুর কার্য্য করুন, আমায় বধ করুন।

আলী। আপনি হেথায় কি নিমিত্ত?

সাম। আপনার প্রভুর সর্ব্বনাশের নিমিত্ত। আমার প্রভু মীরজাফরের আজ্ঞায় সাহ আলমের নিকট প্রেরিত হয়েছি, সুজা-উদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হয়েছি। উভয়কে উভয়ের শত্রু করা আমার প্রতি আদেশ ছিল, সে আদেশ সম্পন্ন হয়েছে; আর তোমার প্রভুরও সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হয়েছি; আমার দৌত্যকার্য্যসিদ্ধ হয়েছে, মরণের অবকাশ হয়েছে, আমায় বধ করুন। এক অনুরোধ, আমার এই পত্রখানি নবাব মীর-জাফর খাঁর নিকট প্রেরণ কর্‌বেন। এতে অপর কিছু লেখা নাই,—কেবল মাত্র এই লেখা, যে তাঁর কার্য্য আমি যথাসাধ্য করেছি। এখন আমায় বধ করুন।

আলী। মহাশয় অতিশয় অনুতপ্ত হয়েছেন নিশ্চয়, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রার্থনা কচ্ছেন। কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষা অপর উচ্চ প্রায়শ্চিত্ত আছে। যদি এরূপ কুৎসিৎ স্বদেশ-দ্রোহিতা-অপরাধে লিপ্ত হ'য়ে থাকেন, স্বদেশ-হিতসাধনে প্রবৃত্ত হোন; আমার প্রভুর পক্ষ হ'য়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য করেছেন, তা প্রতিরোধ কর্‌বার চেষ্টা করুন। তা অপেক্ষা আপনার মহৎ অন্তঃকরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে?

সাম। মহাশয়, সে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে আমি অক্ষম; আমার বলহীন হৃদয়। মীর-জাফর আমার বাল্যবন্ধু, তাঁরই অনুগ্রহে আমি বহু সম্মানিত, তাঁর কার্য্য পরিত্যাগ

করা আমার সাধ্য নাই। কিন্তু গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তও আবশ্যক; সেই নিমিত্ত মৃত্যু কামনা কচ্ছি। আত্মহত্যা কোরাণের নিষেধ; তাই আপনার নিকট মৃত্যু কামনা ক'রে উপস্থিত হয়েছি। কে জানে কেন মতিভ্রম জন্মাচ্ছে, কেন কাসিম আলীর জন্য ব্যথিত হচ্ছি। জান্‌বেন লোকভয়ে বা ধর্ম্ম-ভয়ে আজও মীর কাসিম ইংরাজ-হস্তে অর্পিত হন নাই; কিন্তু কদিন আর এ বাধা থাকবে জানি না। সম্পূর্ণ মনোমালিন্য ইতি-পূর্ব্বে ঘটেছিলো, ভদ্রতার আচরণও দূর হয়েছে। কাসিম আলী যেন তিলমাত্র আর এ স্থানে অবস্থান না করেন। আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌বেন না, অদ্য রাত্রে দেখ্‌বেন, সমরুর সেনারা বেতনের নিমিত্ত দ্বন্দ্ব উপস্থিত ক'রে তাঁরে বন্দী কর্‌বে।

আলী। ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণ কর্‌বে?

সাম। না, বন্দী অবস্থায় রাখ্‌বে। উপস্থিত ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণ করা অভিপ্রায় নয়, লুণ্ঠনই অভিপ্রায়, পরে যেরূপ হয়। কাসিম আলীর পরিবর্ত্তে আপনি শিবিরে থাক্‌লে আমার কথার প্রমাণ পাবেন। আমার বধ সাধনে যদি আপনি অসম্মত হন, আমি চল্লেম। আপনি ধার্ম্মিক, যে প্রায়শ্চিত্ত আজ্ঞা করেছেন, সে প্রায়শ্চিত্তে আমি অক্ষম; মীরজাফরের কার্য্য নষ্ট আমার দ্বারা হবে না। রাজদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহীর মৃত্যু ভিন্ন অপর কি প্রায়শ্চিত্ত আছে জানেন? সেলাম, আমি চল্লেম। আমার কলুষিত আত্মার নিমিত্ত কখনো কখনো প্যাগম্বরের নিকট প্রার্থনা কর্‌বেন। আমি চল্লেম, আমার সংসর্গে আপনার অন্তরাত্মাও মলিন হবে।

আলী। আপনার প্রতি দোষারোপ কর্‌তে আমি সক্ষম নই। যেদিন ইংরাজ-বন্দীর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, সেই দিন নবাবের কার্য্য পরিত্যাগ কর্‌বো ভেবেছিলেম, কিন্তু পারি নাই। আপনিও কেন মীরজাফর খাঁকে পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন না, তা আমার উপলব্ধি হয়েছে। আপনি আসুন—সেলাম।

সাম। সেলাম।

[উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শিবির

মীর কাসিম নিদ্রিত

বেগে আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ

আলী। সমস্তই সত্য, নবাবকে কিরূপে রক্ষা কর্‌বো! জনাব উঠুন, পলায়ন করুন, সমরু আপনাকে বন্দী কর্‌তে আস্‌ছে।

কাসিম। কি—কি?

আলী। কথার সময় নাই, শীঘ্র পলায়ন করুন।

নেপথ্যে। যাও—ঘুসো—ডর কেয়া!

আলী। জনাব, শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে পলায়ন করুন।

কাসিম। আলী, আর কুক্কুরের ন্যায় পলায়নের প্রয়োজন নাই।

সৈন্যগণসহ সমরুর প্রবেশ

সমরু। আর পালাবে কোথায়? ধরো—বাঁধো—

আলী। আরে নারকী ক্রীতদাস!

সমরু। এই যে আলী ইব্রাহিম সাহেব, কাসিম আলীর পিছে আর কেন ঘুর্‌ছো? উজির-বাহাদুরের কামটা লিয়ে লাও, তোমায় দাওয়ানি দিবে ব'লেছে।

আলী। আরে নীচাত্মা ম্লেচ্ছ, খোদা তোদের কি নিমিত্ত নরাকারে নির্ম্মাণ করেছে! সয়তান-অনুচরেরাও সয়তানের বশীভূত, সয়তানের আজ্ঞাবাহী। তোরা কোন্ দানবের বংশ? পশুত্বে তোদের সমকক্ষ পশু নাই! সয়তান-রাজ্যে তোর সমকক্ষ নাই! হীন, পথের ভিখারী, নবাব-কৃপায় আমীরের আমীর হয়েছিস্, তা একবার স্মরণ কচ্ছিস নি? নবাব-কৃপায় তোর মান, মর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, তা তোর একবার মনে স্থান পাচ্ছে না? আমি আমি নিশ্চয় বলছি, সয়তান বিস্মিত হ'য়ে তোর কার্য্য দেখ্‌ছে; সয়তানের মস্তিষ্কেও এত বিশ্বাসঘাতকতা নাই! ম্লেচ্ছ, কৃতঘ্নের প্রতিমূর্ত্তি,—তোর মৃত্যু নিকট।

সমরুর সহিত আলীর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও সমরু-সৈন্যগণের মীর কাসিমকে আক্রমণ; মীর কাসিমের অসি অর্দ্ধ উন্মুক্ত করিয়া পুনরায়

কোষমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান এবং সমরু-সৈন্যগণের মীর কাসিমকে বন্দীকরণ

কাসিম। (স্বগত) সুজাউদ্দৌলা, তুমি যথার্থ মুসলমান, যথার্থ কোরাণ স্পর্শ ক'রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দিয়েছ!

[মীর কাসিমকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

পথ

সমরু ও মীর কাসিমকে টানিয়া সৈন্যগণের প্রবেশ

সমরু। আরে টানিয়া লে চল। তলবের টাকা দিতে পারে না, নবাবী করে—লম্বা বাত ছাড়ে! লে চল—টানিয়া লে চল।

কাসিম। সমরু তুমি কি জাত? তুমি তোমায় ফরাসী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে। নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমানের সংযোগে তোমার জন্ম, হিন্দু-মুসলমানের শোণিত-অস্থি তোমার দেহে, নচেৎ এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু-মুসলমান হ'তেও সম্ভব নয়।

সমরু। আরে চল—চল—অন্ধকার ঘরে ব'সে নবাবী কর্‌বে। (সৈন্যগণের প্রতি) জেনানা তাঁবু লোটো—

কাসিম। সমরু, তোমাদের যেরূপ বিশ্বাস করেছিলেম, স্বদেশী, স্বজাতিকে সেরূপ বিশ্বাস করি নাই, তার প্রতিফল পেলেম। সমরু, একটি কথার কি স্বরূপ উত্তর দেবে? নবাব-উজির কি তোমায় আজ্ঞা দিয়াছেন?

সমরু। আরে চলো—চলো, বক্‌-বক্‌ করবার তোমার ফুরসৎ আছে, সমরুর নাই।

[মীর কাসিমকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শিবির

শয্যা-শায়িত আহত আলী ইব্রাহিম ও সম্মুখে বালকবেশী বেগম

আলী। আমি কি জীবিত? এখনো আল্লা আমায় তাঁর রাজ্যে স্থান দিয়েছেন,—এখনো পৃথিবীতে আছি, এখনো সয়তানের অধিকারে যাই নাই! বালক, তুমি কে? কেন আমার শুশ্রূষা কচ্ছ? আমার নিকট হ'তে যাও, আমার সংসর্গে কলুষিত হবে।

বেগম। বাবা তুমি কেন অনুতাপ কচ্ছ?

আলী। কেন অনুতাপ কচ্ছি? কই অনুতাপ কচ্ছি? নরকানলে এখনো দগ্ধ হই নাই! এখনো গৃধিনী আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে নাই! আমি বন্ধুদ্রোহী, প্রভুদ্রোহী, রাজদ্রোহী, আমি আমার আশ্রয়দাতা পুরুষ-সিংহকে এনে, কিরাতের পিঞ্জরাবদ্ধ করেছি, স্বদেশবৎসল রাজ্যেশ্বরকে পাষণ্ডের অতিথি করেছি, আমার মন্ত্রণায় রাজ্যেশ্বর কারাবাসে, আমার মন্ত্রণায় রাজ্যেশ্বর নিঃস্ব! এ কলঙ্ক আমার কি অপনীত হবে? এ স্মৃতি কি আমার মৃত্যুতে লোপ হবে? বালক, তোমার শুশ্রূষা আমার তিরস্কার! তুমি পাষণ্ডদলন ব'লে আমার নিকট পরিচয় দিয়েছিলে, কিন্তু কই তোমার সে দলন-শক্তি কই? আমার শুশ্রূষা করো না, যদি তোমার নিকট অস্ত্র থাকে, আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত ক'রে আমার যন্ত্রণার অবসান করো।

বেগম। বীরবর, তুমি কেন অহেতুক আত্মগ্লানি কচ্ছ? যা' মনুষ্যেতে অসম্ভব, তা' তোমাতে সম্ভব হয়েছে; তুমি কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্ত্তি, সত্যবাদী, সরলতা তোমার জীবন, তুমি কুটিলের কুটিলতা ভেদ কর্‌তে পার নাই, এ নিমিত্ত আক্ষেপ করো না। তুমি প্রকৃত মুসলমান। মুসলমান যে কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে পারে, এ তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ কর্‌বে? তুমি নবাবের রক্ষার্থে একাকী সহস্র সৈন্য বিমুখ করেছ! তোমার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি হয় নাই; এখনো তোমার দ্বারা নবাবের মুক্তি সাধন হ'তে পারে। তুমি স্থির হও, আমার কথা শোনো, এখনি নবাবের উদ্ধার সাধনে সক্ষম হবে।

আলী। বালক—বালক, বৃথা আশা আমায় দিয়ো না, মরুভূমে সুশীতল বারি কেন বর্ষণ কচ্ছ? তুমি আমায় প্রতারিত করো না, তোমার কথায় আমার জীবনের সাধ হচ্ছে, —বলো, কিরূপে নবাবকে উদ্ধার কর্‌বো?

বেগম। সমরু এখনি তোমার নিকট গুপ্ত-ধন অন্বেষণে আস্‌বে। তুমি তারে

বলো, যে সুজাউদ্দৌলা মীর কাসিমকে বন্দী করেছে, তার কারণ, যদি বক্সার যুদ্ধে পরাজয় হয়, সমরুকে আর নবাবকে ইংরাজ-করে সমর্পণ ক'রে সন্ধিস্থাপন কর্‌বে। এই কথায় যদি তুমি সমরুর প্রতীতি জন্মাতে পারো, তাহলে সমরুর দ্বারা তোমার প্রভু মুক্তি লাভ কর্‌বেন।

আলী। যাও—যাও, তুমি সমরুকে নিয়ে এসো; আর আমার মিথ্যা বল্‌তে ভয় নাই, আর আমার কোন মহাপাপে ভয় নাই; নবাবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি সকল দুষ্কর্ম্মে সম্মত। যাও, যাও—সমরুকে নিয়ে এসো।

বেগম। তোমার মিথ্যা বল্‌বার প্রয়োজন নাই। যেরূপ বল্লেম, নবাব-উজিরের সত্যই সেইরূপ অভিপ্রায়। সমরু আস্‌ছে, আমিও তোমায় সাহায্য কর্‌বো।

আলী। মিথ্যা হোক, কপটতা হোক, আমি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নই, সমরুকে নিয়ে এসো।

বেগম। স্থির হও, সমরু আস্‌ছে।

সমরুর প্রবেশ

সমরু। এই যে আলী ইব্রাহিম শুয়ে আছে। তুমি খুব তলোয়ারবাজ, হামি দেখ্‌লো, আমার একশো তৈলিঙ্গি ফৌজ ঘা'ল করিয়াছ। তেখন আমি নবাবকে ধরিতে ব্যস্ত ছিলাম, তোমার কিছু করিতে পারি নাই, এখন এসেছি। তোমার জিম্মায় নবাবের কি আছে দাও, তাহ'লে প্রাণটা বাঁচবে। নইলে সমরুর তলোয়ার মেয়ে বাছে না, ছেলে বাছে না, বুড়া বাছে না, আঘাতী বাছে না—সকলের রক্ত খেতে চায়।

বেগম। সমরু সাহেব, আপনি একে মার্‌তে এসেছেন? এ আপনার বন্ধু, কি বলছে শুনুন।

সমরু। আরে না না ছোকরা, তোমায় দম দিয়েছে, ও নবাবের দোস্ত, তুমি এখানে কি কর্‌তে এসেছ?

বেগম। আপনারই কাজে এসেছি। আমি এর সেবা ক'রেছি, তাই এখনো জীবিত আছে। এ মরে গেলে, আপনাকে গুপ্ত-ধনের কে সন্ধান ব'লে দেবে? তাই এর সেবা ক'রে জীবিত রেখেছি। যা শুনুলেম, তাতে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে।

সমরু। তোমার ছোত ছোত হাত-পা তাই পেটের মধ্যে ঘুসেছে। তোমার মতলবটা কিছু হামি বুঝিতে পারিতেছে না। তুমি নবাব-উজিরের কামটা ছেড়ে আমার কামে আস্‌তে চাও কেন? নবাব কি আমার উপর তোমায় চর রাখিয়াছে?

বেগম। হুঁ।

সমরু। আরে তুমি কি বল্‌ছে?

বেগম। আপনার কাছে আমি কখনো মিথ্যা বল্‌বো না, নবাব-উজির আমায় চর রেখেছেন বটে। কিন্তু আপনি বীরপুরুষ, আমি আপনার কাছে যুদ্ধ শিখ্‌বো। আপনি সামান্য সৈনিক ছিলেন, বুদ্ধিবলে এতদূর উন্নতি লাভ করেছেন। নবাব-উজিরের কাছে গোলামী ক'রে কি কর্‌বো? আপনার কাছে থাক্‌লে একজন যোদ্ধা হবো। সে কথা যাক, এখন আলী ইব্রাহিম কি বলে—শুনুন।

সমরু। কি বল্‌ছে—আলি ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর?

আলী। সমরু, তুমি খুব চতুর, কিন্তু সুজাউদ্দৌলার চাতুরী ভেদ কর্‌তে পারো নাই। মনে ক'রো না যে আমি তোমার বন্ধু, সেইজন্য তোমায় সতর্ক কচ্ছি,—আমি আমার নবাবের জন্য তোমায় সতর্ক কচ্ছি। সুজা-উদ্দৌলা, নবাবকে বন্দী আর তোমায় সৈন্য দলভুক্ত করেছে কেন জান?—যদি এই উপস্থিত বক্সার-যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয়, তোমাদের দু'জনকে ইংরাজ-করে অর্পিত ক'রে সন্ধিস্থাপন কর্‌বে। আমি তোমায় সতর্ক কচ্ছি দুই উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্য—নবাবকে মুক্ত কর্‌বো—দ্বিতীয় তোমার দ্বারা প্রতিহিংসা লব। যখন ইংরাজ-যুদ্ধে সুজা-উদ্দৌলা নিযুক্ত থাক্‌বে, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর তাঁবুতে এসে, যদি সমস্ত ধনরত্ন ল'য়ে পলায়ন করো, তা' হলে আমার প্রতি-হিংসা তৃপ্ত হবে। আমার কথা শেষ হয়েছে, আমায় বধ কর্‌তে এসেছ—বধ করো।

সমরু। শুনো—শুনো—আমি কাসিম আলীকে কেমন করিয়া ছাড়াবো?

বেগম। সে অতি সহজ কথা। নবাব আমায় চর রেখেছে। আমি নবাবকে খবর দিচ্ছি যে আপনার তৈলিঙ্গি ফৌজেরা কাসিম আলীর নিমক খেয়েছে, কাসিম আলীকে মুক্তি না দিলে তারা যুদ্ধ কর্‌বে না। নবাব আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আপনিও সেইরূপ বল্‌বেন। উপস্থিত যুদ্ধে আপনার তৈলিঙ্গি সৈন্যের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। কাসিম আলী মুক্ত হ'লে, ইংরাজের সহিত নবাব আর সন্ধি কর্‌তে পার্‌বে না;—জানেন তো ইংরাজ আপনাদের উভয়কে না পেলে, সন্ধি কর্‌তে সম্মত হবে না।

সমরু। হুঁ হুঁ—কথাটা লাগ্‌ছে।

বেগম। আমি চল্লেম, যুদ্ধস্থলে নবাব-ভাণ্ডার কোথায় থাক্‌বে, তাও আমি আপনাকে সন্ধান ক'রে ব'লে দেবো। কিন্তু আমায় ভুল্‌বেন না, আমার বড় উচ্চ আশা, আপনার কৃপায়, আমার যেন সে আশা পূর্ণ হয়।

সমরু। হাঁ হাঁ ছোকরা, তুমি খুব মজপুত—হামি বুঝে লিয়েছে,—তোমাকে দিয়ে হামি ঢের কাম পাবো; তোমার মিঠে কথায় হামার মন ভুলেছে, হামি তোমায় ছোড়্‌বে না।

[বেগমের প্রস্থান।

এ বাতটা তো হলো,—এখন তোমার জিম্মায় নবাবের কি আছে, আমায় দাও।

আলী। নবাবের যা ছিলো, মহম্মদ ইসাখ ল'য়ে স'রে গেছে, আমার জিম্মায় আর কিছু নাই। যদি তুমি নবাবকে মুক্ত কর্‌তে পারো, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চর পাঠিয়ো। মহম্মদ ইসাখ যেখানে আছে, নবাব সেইখানেই যাবে। তুমি সমস্ত অর্থের সন্ধান পাবে।

সমরু। মহম্মদ ইসাখের হাতে কেতো টাকা আছে?

আলী। সমস্তই আছে, তুমি অতি সামান্য লুট করেছ বই তো নয়।

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। সমরু, তোমার তৈলিঙ্গি ফৌজেরা কি বলে? আমার বালক-ভৃত্যের মুখে শুন্‌লেম, কাসিম আলীকে মুক্তি না দিলে তারা নাকি যুদ্ধ কর্‌তে সম্মত নয়?

সমরু। হাঁ জনাব, তারা বলে, কাসিম আলীর এতদিন নিমক খাইলো—(স্বগত) ছোঁড়াটা খুব মজপুত আছে।

সুজা। তাদের তুমি সজ্জিত হ'তে বলো,—আমি কাসিম আলীকে মুক্তি প্রদান করেছি; তারে একটা হস্তী দিয়েছি, সে এতক্ষণে নগরের বাইরে গেছে।

সমরু। (স্বগত) ছোঁড়াটা তাড়াতাড়ি কাম সার্‌লে। (প্রকাশ্যে) এখন লড়াই সাম্‌নে, নবাব কোন হাতীটা দিলেন?

সুজা। তোমার চিন্তা নাই, একটা খঞ্জ হস্তী দিয়েছি, সে অতি অকর্ম্মণ্য হস্তী।

সমরু। হামি চল্লো—চল্লো,—হামার তৈলিঙ্গি ফৌজকে তৈয়ার হ'তে বলি। সেলাম। (স্বগত) কাসিম আলীর পিছে লোক লাগাতে হবে, ল্যাংড়া হাতী কত দূর যাবে। তারপর তো ইংরাজকে ধরিয়ে দিব।

[সমরুর প্রস্থান।

সুজা। আলী ইব্রাহিম, শুন্‌লেম তুমি আহত, আমি তোমাকেই দেখতে এসেছি। তুমি আমায় দোষী করো না। নবাব কাসিম আলী খাঁ অতি সন্দিগ্ধচিত্ত, তিনি আমার প্রাণবধ কর্‌তে সত্যই আদেশ দিয়েছিলেন; এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমি দেবো। তুমি আরোগ্য লাভ করো, রাজ-বৈদ্য তোমার চিকিৎসা কর্‌বে। কাসিম আলীর নিকট যেমন সমাদরে ছিলে, সেইরূপ আমার নিকটে থাক্‌বে।

আলী। জনাব, আপনার অভিপ্রায় আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে,—আমার জীবনে সাধও হচ্ছে! এরূপ প্রতারণার পরিণাম কি, তা জান্‌বার কৌতূহল হচ্ছে। আপনার মন্তব্য,—আমি বঙ্গেশ্বরের বন্ধু ছিলেম, লোকের নিকট, কি জানি কেন আমার 'ধার্ম্মিক' ব'লে প্রবাদ আছে—আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে, জনসমাজে আপনার কলঙ্ক কতক অপনোদন হ'তে পারে, এই আপনার মন্তব্য।• কিন্তু জান্‌বেন, এ কলঙ্ক দূরপণেয়; মানবস্মৃতি হ'তে কখনো দূর হবে না, আপনার স্মৃতি হ'তে দূর হবে না,

মৃত্যুকালে সমস্ত ঘটনা আপনার সম্মুখে উদয় হবে। সুজাউদ্দৌলা, উচ্চকীর্তি স্থাপনে সক্ষম হ'তে, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌তে সক্ষম হ'তে, মোগল-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌তে সক্ষম হ'তে, দুর্ব্বুদ্ধিতে সকল নষ্ট করেছ! আমার দিন সংক্ষেপ, আমার কার্য্য অবসান, রাজ-বৈদ্যের চিকিৎসা নিষ্ফল হবে।

[মূর্চ্ছা।

সুজা। কে আছ, আলী ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুরকে যত্নপূর্ব্বক আমার শিবিরে ল'য়ে যাও।

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

(স্বগত) কলঙ্কিত মুসলমান-সমাজে এই একমাত্র প্রকৃত মুসলমান। এর জীবন অতি মূল্যবান, কিরূপে রক্ষা কর্‌বো?

[সুজাউদ্দৌলার ও তৎপশ্চাৎ আলী ইব্রাহিমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

ফকীরবেশে মীর কাসিম ও পশ্চাৎ বালকবেশী বেগম

কাসিম। চলো—চলো—অলস হয়ো না,—এখানেও নরসমাগম সম্ভব! বন্য কণ্টকে ভয় কি? হৃদি-কণ্টক অপেক্ষা তীক্ষ্ম নয়! চলো—চলো—দূরে—পর্ব্বতগহ্বরে—গভীর অন্ধকারে—নচেৎ নরমুখ দর্শন করতে হবে!

বেগম। পথিক, এই পথে এসো!

কাসিম। বালক, এখনো তুমি আমায় পরিত্যাগ করো নাই? কেন তুমি নরাকারে এসেছ? তোমার মুখ দেখেও আমার শঙ্কা হয়, তোমার মুখ দেখেও আমার হৃদ্‌কম্প হয়! তুমি যাও—যাও, তুমি নর-শিশু, তুমি আমার কাছে থেকো না—তোমার ভয় নাই, একাকী আমার সঙ্গে বন-পথে এসেছ? কে আমি জানো? মানব-বৈরী! মানুষ আমার শত্রু, আমিও মানুষের শত্রু। তুমি কি জান না, আমি নরহত্যায় কুণ্ঠিত নই? নরহত্যায় আমার উল্লাস? এখনি তোমায় বধ কর্‌বো। যাও—যাও—পালাও—পালাও।

বেগম। পথিক, এই পথে এসো,—এদিকে ঘোর বন—কণ্টকাকীর্ণ, প্রবেশ করতে পারবে না, এই পথে এসো। ইংরাজ-অনুচর, সমরু-অনুচর তোমার অন্বেষণে ভ্রমণ কচ্ছে। তুমি শীঘ্র বন অতিক্রম ক'রে পলায়ন করো, নচেৎ ইংরাজের পুরস্কার লোভে, তোমায় ধৃত কর্‌বে। এসো—এসো—কি চিন্তা কচ্ছ?

কাসিম। কোথায় যাবো?—বনপ্রান্তে?—বনপ্রান্তে কে আশ্রয় দেবে? বনপ্রান্তে তো নরের আবাস! সেখানে আমার আশ্রয় কোথায়? আমার কোথাও আশ্রয় নাই! আমি কে জানো?—জান না! নচেৎ আমার নিমিত্ত তুমি ব্যাকুল হ'তে না! আমি জন্মভূমে সমরানল প্রজ্বলিত করেছি, শত শত নরহত্যা করেছি, রক্তস্রোতে আজীবন ভেসেছি! গ্রাম দগ্ধ হয়েছে, অট্টালিকা ভগ্ন হয়েছে, হাহাকারে দিক পূর্ণ হয়েছে! আমার আশ্রয় নাই!

বেগম। পথিক, তোমার কি ইচ্ছা ইংরাজের করগত হও? ইংরাজের তীব্র তিরস্কার সহ্য করো,—ইংরাজের দণ্ড গ্রহণ করো? যতদিন তুমি জীবিত থাক্‌বে, ইংরাজ নিশ্চিন্ত থাক্‌বে না;—এখনো তুমি তাঁদের শত্রুতাসাধনে সক্ষম হবে, এখনো কোন ইংরাজ-বিদ্বেষী নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করো।

কাসিম। সত্য—সত্য—ঠিক বলেছ। তুমি কে—তোমার স্বর যেন পরিচিত? কোথায় যাবো? ইংরাজ-বিদ্বেষী নরপতি?—কে সে? সে কি নরদেহধারী? ইংরাজ-বিদ্বেষী কে আছে? ভারত—গোলামের আবাসভূমি! হেথায় স্বাধীনতাপ্রিয় কে আছে? কেউ নয়—কেউ নয়!—তবে কোথায় যাব? আশ্রয় গ্রহণ?—আবার নর-আশ্রয় গ্রহণ?—বড় আশায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম, নিরাশ হয়েছি! আর কোথায় আশ্রয়?

বেগম। আমার সঙ্গে এসো—

কাসিম। যাবো? তুমি নর-শিশু, তোমার সঙ্গে যাবো? যাই, আর কি উপায় আছে! তুমি কে?—তুমি কি ইংরাজ-বিদ্বেষী? আহা! এ বালক বয়সে তুমি অতি অভাগা; তুমি আমা অপেক্ষা অভাগা! দেখ তুমি ইংরাজ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করো। যন্ত্রণা পাবে, বড় যন্ত্রণা,—তোমার কোমল হৃদয়ে সহ্য হবে না।

বেগম। আমার সকল সহ্য হবে; যন্ত্রণা আমার সঙ্গী, যন্ত্রণা আমার জীবন, আজীবন যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছি, আজীবন আমার আশ্রয়-দাতার যন্ত্রণা দেখ্‌ছি; যন্ত্রণায় আমার ভয় নাই। তুমি এই পথে যাও, আর আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো না। তোমার অনুসন্ধানে চারি-দিকে লোক ভ্রমণ কচ্ছে, আমি তাদের নিরস্ত কর্‌বো। তুমি একমাত্র আশা অবলম্বনে জীবনভার বহন করেছ, এখনো জীবন আছে, আশা কেন পরিত্যাগ কর্‌বে?

কাসিম। সত্য—সত্য, কেন আশা পরি-ত্যাগ কর্‌বো? এখনো জীবন আছে,—এখনো আশা আছে,—চল্লেম—চল্লেম—

[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক*

ইংরাজ-শিবির

সাহ আলম, মেজর মন্‌রো, খোজা পিদ্রু ও ইংরাজ-সৈন্যগণ

সাহ আলম। মেজর মন্‌রো, তোমাদের জয়লাভে আমরা যে কি পর্যন্ত আনন্দিত, তা কথায় কি প্রকাশ কর্‌বো! রণস্থলে দেখে-ছিলে, আমাদের আজ্ঞায় আমাদের সেনারা দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে একটি অসিও কোষমুক্ত হয় নাই, তোমাদের জয়লাভই আমাদের সম্পূর্ণ বাসনা ছিলো; সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই আহ্লাদ সহকারে আজ ইংরাজকে আমি বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দাওয়ানী ও অযোধ্যার উজিরী প্রদান কচ্ছি। সনন্দ প্রস্তুত করো, আমরা স্বাক্ষর কর্‌বো।

মন্‌রো। জাঁহাপনার অনুগ্রহে বড়ই বাধিত হইলাম। লেকেন আমি একটা Soldier, জাঁহাপনার দান কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? Calcutta Council-এ পত্র লিখিব, তাঁহাদের মতানুসারে কার্য্য হইবে।

সাহ। ভাল—ভাল, পত্র লেখো, কিম্বা আমরা সনন্দ স্বাক্ষর করি, প্রেরণ করো; দিল্লীশ্বরের দান, কাউন্সিল কখনো উপেক্ষা কর্‌বে না।

মন্‌রো। অবশ্য না—অবশ্য না, কিন্তু সনন্দটা এখন থাক, জনাব আমার এইটা মার্জ্জনা করিবেন। আমি পত্র লিখিতেছি।

সাহ। সুজাউদ্দোলা আপনাদের সহিত বিরোধ ক'রে নিতান্ত বর্ব্বরতা প্রকাশ করেছে। আমরা আপনাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য এত উপদেশ দিলেম, সে সকল উপেক্ষা ক'রে তার সমুচিত দণ্ড পেয়েছে। আর নির্ব্বোধ কাসিম আলী নিরুদ্দেশ; পাপের উপযুক্ত শাস্তিভোগ কর্‌ছে।

মন্‌রো। সাহন্‌সা, কাসিম আলী যদিচ নিষ্ঠুররূপে ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে, তথাপি আমি তাঁহাকে নির্ব্বোধ, বা হীন ব্যক্তি বলিতে প্রস্তুত নহি; তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরাজ-চক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় নাই। তিনি ইংরাজদের একজন উপযুক্ত শত্রু। আমি অন্তরের সহিত তাঁহাকে নবাব মীরজাফর খাঁ অপেক্ষা শ্রদ্ধা করি।

সাহ। হাঁ—হাঁ আপনারা এরূপ উচ্চ-চেতাই বটেন।

তারার প্রবেশ

তারা। সাজাদা, যেদিন তুমি, সুজা-উদ্দৌলা, মীর কাসিম তিনজনে একত্র মিলিত হও, সেদিন এই উদাসিনী মোগলের জয়ধ্বনি করেছিলো, আজ ইংরাজের জয়ধ্বনির নিমিত্ত ইংরাজ-শিবিরে উপস্থিত। সে দিন আমি বৃথা আশায় প্রতারিত হ'য়ে জয়ধ্বনি করে-ছিলেম, সেদিন আমি অন্ধ ছিলেম, সেদিন প্রকৃত ঘটনাস্রোত আমার উপলব্ধি হয় নাই, সেদিন আমার ধারণা হয়েছিলো, তোমরাই ভারতের স্তম্ভ, তোমাদের দ্বারা ভারত-দুর্গতি দূর হবে, তাই তোমাদের জয়ধ্বনি করেছিলেম। সাহেব, আজ তোমাদের জয়-ধ্বনি কর্‌ছি। এতদিন বণিক ছিলে, অর্থো-পার্জ্জন তোমাদের কার্য্য ছিলো, সেই অর্থো-পার্জ্জনে ভারতবাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করো নাই। কিন্তু আজ ভারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষি, শান্তিহীন প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা-দ্বেষ, আত্মীয় হত্যায় ভারত জর্জ্জরী-

ভূত! তোমাদের রাজ-শাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষাভার, রক্ষাভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে জয়যুক্ত। ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা দীনরক্ষক নামে জগদ্বিখ্যাত! স্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের আশ্রয়ে অধীনতা-শৃঙ্খল স্খলিত হয়। আজ ভারত তোমাদের অধীন, দুখিনী ভারত তোমাদের আশ্রিতা। ভারতকে আশ্রয় দান করো, তোমাদের জাতিধর্ম্ম প্রতি-পালন করো, নিরাশ্রয়কে রক্ষা করো! দেখো আর যেন রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, আর যেন গ্রাম দগ্ধ, অট্টালিকা ভগ্ন, শস্যক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত না হয়; শান্তিদেবী তোমাদের শাসনাধীন হোক, দগ্ধ ভারতহৃদয় শীতল হোক, উদাসিনী মুক্তকণ্ঠে তোমাদের জয়-ধ্বনি কর্‌ছে। এখনো আমার কাজ আছে, আমি চল্লেম। এখনো একজন মাতৃবৎসল মুসলমান জীবিত আছে, এখনো জন্মভূমির দুঃখে তার নয়নে বারিধারা প্রবাহিত, এখনো স্বজাতির জন্য, স্বদেশীর জন্য সে ব্যাকুল, এখনো অশান্ত হৃদয়ে জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায় নিয়োজিত, এখনো তার ভগ্নদেহে জীবন আছে। আমি চল্লেম, সে একা, স্বদেশ-বৎসল একা, আমি চল্লেম—আমি চল্লেম—এখনো আমার কার্য্য অবসান হয় নাই!

[প্রস্থান।

সাহ। সাহেব, তোমাদের শিবিরে এ দেওয়ানা কিরূপে প্রবেশ কর্‌লে? শিবির রক্ষকেরা নিবারণ করলে না?

মন্‌রো। জাঁহাপনা, উহাকে নিবারণ করিবার শক্তি কাহারো নাই, উনি ঈশ্বর-আশ্রিতা রমণী। লড়াই শেষ হইলে দেখেন নাই, দেবদূতের মত আসিয়া আহত সৈন্য-দিগের সেবা করিয়াছেন? তাহাতে ইংরাজ আর ভারতবাসী প্রভেদ করেন নাই, সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়াছেন, সকলকে সমান সেবা করিয়াছেন! আমি উহাকে দেবদূত জানিয়া সেলাম করি। জাঁহাপনার আরামের সময় হইয়াছে, চলুন আরাম করিবেন। আমরা জাঁহাপনার নিমিত্ত যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করি-য়াছি; অনেক ত্রুটি হইবে, মার্জ্জনা করিবেন। (খোজা পিদ্রুর প্রতি) পিদ্রু সাহেব অপেক্ষা করুন।

[সাহ আলমকে লইয়া মেজর মন্‌রোর প্রস্থান।

পিদ্রু। (স্বগত) এখনি মীরজাফরের কপালটা ভাঙ্গিয়াছিল। দেওয়ানী সনন্দটা কেন নিল না—কে জানে?

মেজর মন্‌রোর পুনঃ প্রবেশ

মন্‌রো। আমি আপনাকে দুইটা চিঠি দিতেছি, একটা নবাব মীরজাফর খাঁকে দিবেন, আর একটা Calcutta Council-এ পেশ করিবেন।

পিদ্রু। মেজার সাহেব, কেন সনন্দটা লিয়ে নিলেন না? নবাব আমায় কেতো দিব বলিয়া-ছিলো, কিছু দিলে না। নবাবের কাম করতে আমার ভাইটাকে মীর কাসিম মারলো, তা ভি বিবেচনা করিল না। মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ আর গুরুগিণ খাঁকে দিয়া করিয়াছিলাম। এখন কাজ হইয়া গেল, এখন আর মনে রাখে না। (স্বগত) যেমন বেইমান, তেমন কুঠ্‌ হইয়াছে।

মন্‌রো। কি বলিতেছেন?

পিদ্রু। সনন্দটা নিয়ে নিলে ভাল হইত।

মন্‌রো। মিষ্টার পিদ্রু, তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনো ইংরাজকে চিনো না; দু'একটা লোভী ইংরাজ দেখিয়াছ, তাই ইংরাজকে বুঝো না। রাজ নিলে পালন করিবার ভার লইতে হয়। মীর কাসিম শুল্কা উঠাইয়াছিলো, কালা গোরা সমান করিতে চাহিয়াছিলো। আমরা রাজা নয়, আমরা প্রজার মুখ চাহিল না, মীর কাসিমের সাথ লড়াই করিল। এখন বক্সার যুদ্ধ জিতিয়া হামরা রাজা হইয়াছি, বড় ভার হামাদের উপর আসিল। ঐ যে ফকীরণী যে যে কথা বলিয়া গেল, সব কথাটা ঠিক জানিবেন। আমাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে, Parliament-এ তাহার impeachment হইবে। দু'একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতি ন্যায়বান, Europe-এ আমাদের ন্যায়বান বলিয়া প্রশংসা। ভারতে আমাদের শান্তি রাখিতে হইবে, সনন্দটা নিয়ে নিলেই হয় না!

এখনো আমরা মীরজাফরের আড়ে আছি, সনন্দটা নিলে সব কাজ এক দম মাথায় পড়িবে। রাজা হইয়া অন্যায় করিলে, আমাদের রাজ্য থাকিবে না, বল থাকিবে না, যেমন এ লোক হারিয়া যায়, আমরাও তেমন হারিয়া যাইব, আমাদের দূর হইয়া যাইতে হইবে! রাজা হওয়া বড় ভারি কাজ জানিবেন। আইসেন।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

মীরজাফরের কক্ষ

মণি বেগম ও ডাক্তার ফুলারটন

ফুলার। বেগম সাব, কুষ্ঠ রোগ আরাম হইবার নয়। একটা সাবধান করিয়া দিই, খারাপ রোগ, আপনি একটু সতর্ক থাকিবেন, এ সংক্রামক রোগ।

মণি। ডাক্তার সাহেব কি বল্‌ছ? সংক্রামক রোগ আমার হবে, এই জন্য আমি সেবা কর্‌বো না? যদি এমন কোন উপায় থাকে বলুন, যা'তে নবাব মুক্ত হ'য়ে, নবাবের রোগ আমার হয়! সংক্রামক রোগ ব'লে আমি সেবা কর্‌বো না? তবে কে সেবা কর্‌বে? কে এ দারুণ যন্ত্রণার উপশমের চেষ্টা পাবে? সাহেব, নবাব-কৃপায় আমি বেগম। কিন্তু আমি ওকে একদিনের জন্যও বিরাম দিই নাই, দিবারাত্র বিব্রত করেছি। তোমাদের অর্থ তাড়না, কোম্পানীর অর্থ তাড়না, প্রতি কুঠিয়াল সাহেবের অর্থ তাড়না, আমার উত্তেজনা,—নবাব একদণ্ডের নিমিত্ত বিশ্রামের সময় পান নাই। মীর কাসিমকে নবাবী দিয়ে নিরস্ত ছিলেন, আমিই তাড়না ক'রে তাঁরে নবাবী গ্রহণ করিয়েছি। যদি তাঁর যন্ত্রণার অংশ গ্রহণ কর্‌তে আমি সমর্থ হতেম, আপনাকে ধন্য-জ্ঞান কর্‌তেম।

ফুলার। আপনি সাধ্বী, আপনার পতি-ভক্তি অতি উচ্চ, ইংরাজ-মেম মাত্রেই অতিশয় প্রশংসা করে।

মণি। সাহেব, শোনো—শোনো,—আমি প্রশংসার প্রার্থী নই। যদিচ ইংরাজের উপর্যুপরি অর্থ-দাবিতে রাজকোষ শূন্য, নবাবী ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, তথাপি আমার এখনো দু'একটা বহুমূল্য রত্ন আছে; সে সমস্ত আপনাকে অর্পণ কচ্ছি,—যদি অসাধ্য রোগ হয়, যন্ত্রণা যাতে কিছুমাত্র উপশম হয়, তার বিধান করুন।

ফুলার। বেগম সাহেব, দেখেন, এত আফিম খাইয়া, যখন যন্ত্রণা উপশম হইতেছে না, তখন আমি কি করিতে পারি? দেখি যতদূর হয়; আপনি ঠাণ্ডা রাখিবার চেষ্টা পাইবেন।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফরের প্রবেশ

মণি। তুমি উঠে এলে কেন? কথা বল্লে শোন না, ওইতে আমার বড় রাগ হয়। একটু স্থির থাক্‌তে পারো না?

মীর। আর কেন রাগ কচ্ছ? আর কার উপর রাগ কচ্ছ? স্থির হবো?—কি ক'রে স্থির হব? মনের ভেতরে আগুন, সমস্ত শরীরে আগুন, মস্তিষ্কের ভেতর আগুন—অগ্নিময় কণ্টকে দিবা-রাত্র বিদ্ধ কচ্ছে, নরকের কীট দংশন কচ্ছে, চক্ষু বুজ্‌লে নরকের অনুচরেরা কর্ণের নিকট বল্‌ছে,—'এই কৃতঘ্ন, এই স্বদেশদ্রোহী, এই রাজদ্রোহী!' আমি কি ক'রে স্থির হব?

মণি। নাও—বসো—বসো;—আবার প্রলেপ ফেলে দিয়েছ?

মীর। তুমি এখনো বুঝতে পাচ্ছ না, কোথায় কি প্রলেপ আছে, যে আমার উপশম করবে? আমার দেহ ক্ষতপূর্ণ, মন ক্ষতপূর্ণ, আত্মা ক্ষতপূর্ণ! এত যন্ত্রণা, তবু আমার মন বল্‌ছে—আমার সমুচিত দণ্ড হয় নাই! বেগম, তুমি তোমার পুত্র নজামদ্দৌলাকে স্নেহ করো; আমি তোমায় বারণ কচ্ছি, তারে সিংহাসন দিও না। এ দারুণ যন্ত্রণা নিজের সন্তানকে দিয়ো না! বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা! —বেগম, সে বালক, এ যন্ত্রণা তার এক দণ্ড সহ্য হবে না! এসো—এসো—কাছে এসো, আমার প্রাণ অধীর হচ্ছে, বেরিয়ে যাবে, ধ'রে রাখো!

মণি। এই যে তোমার কাছে রয়েছি। স্থির হও—স্থির হও—ভয় কি?

মীর। স্থির হবার শক্তি নাই, মহাপাতকীর স্থির হ'বার শক্তি নাই! শান্তিহীন হৃদয় স্থির হয় না! দারুণ আত্মগ্লানি—দারুণ আত্মগ্লানি, পালাই চলো—পালাই—চলো—

[মীরজাফর ও তৎপশ্চাৎ মণি বেগমের প্রস্থান।

ফুলার। The punishment of sin may begin here but not end here.

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

পর্ণকুটীর

বিকৃত-মস্তিষ্ক ভূপতিত মীর কাসিম

কাসিম। আবার জগৎশেঠ,—আবার রামনারায়ণ,—আবার সকলে নরক হ'তে উঠে এসেছ! আবার বাঙ্গালায় ষড়যন্ত্র কচ্ছ। জানি—জানি—তোমাদের পাপ—তোমাদের গঙ্গাজলে যাবে না, সহস্র বৎসর আগুনে পুড়ে যাবে না! (বেগে উত্থিত হইয়া) আমি আবার তোমাদের দণ্ড দেবো! গুরুর্গিণ—গুরুর্গিণ যুদ্ধে চলো, ছিন্ন মস্তক হাতে ল'য়ে যুদ্ধে চলো,—চলো—চলো—যুদ্ধে চলো! সকল সেনানায়ক বেইমান! তকী—তকী এখনো ফিরে এলো না, কাটোয়ায় কি হলো? সিরাজ—সিরাজ—তুমি আমায় তিরস্কার কচ্ছ না? তোমার মর্ম্মব্যথা আমি বুঝেছি।—রাজ্যেশ্বর, আবার রাজ্য গ্রহণ করো;—আমি তোমার ক্রীতদাস, আমি তোমার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো। আহা প্রজার দুঃখে তোমার হৃদয় ব্যথিত!—শান্ত হও, রাজ্যেশ্বর শান্ত হও!

তারার প্রবেশ

তারা। এই যে কাসিম! আহা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির এই দশা!

কাসিম। কে মীরজাফর! তুমি তোমার বৈভব দেখাতে এসেছ? তোমার বৈভবে আমি ঈর্ষিত নই। ইংরাজ-পাদুকা তোমার রাজছত্র, কলঙ্ক তোমার মুকুট, ইংরাজ-দণ্ড তোমার রাজদণ্ড, স্বদেশীর কঙ্কাল তোমার কণ্টকময় আসন, ভোগ করো,—ভোগ করো,—দাসত্ব বৈভব ভোগ করো;—এ নীচ বৈভব আমি ঈর্ষ্যা করি না! যুদ্ধ, যুদ্ধ—একজন পদাতি থাক্‌তে সন্ধি নয়, একখানি তরবারি থাক্‌তে সন্ধি নয়, এক কপর্দ্দক থাক্‌তে সন্ধি নয়।

পতন

তারা। অশান্ত-হৃদয়! শান্তি লাভ করো। তোমার কার্য্য অবসান, কিন্তু তোমার গৌরব অবসান হয় নাই; পরাজয়ে তোমার গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে।

কাসিম। (সবেগে উত্থিত হইয়া) পরাজয়?—কে বলে পরাজয়—কিসের পরাজয়! এখনো উদয়নালা রয়েছে, উদয়নালায় ইংরাজ ধ্বংস হবে, উদয়নালায় অ্যাডাম্‌সের কবরভূমি হবে। পাটনা গেল—পাটনা গেল।—সুজাউদ্দৌলা—সুজাউদ্দৌলা—সেই একমাত্র উপায়। সুজা—সুজা, তুমি আলিঙ্গন দাও;—তুমি আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছ, তবু তোমায় মার্জ্জনা করেছি;—বক্সারে ইংরাজশোণিত পাত করেছ, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—ধর্ম্মভ্রাতা! পরাজয়ে ভগ্নহৃদয় হয়ো না, যাও—যাও, আবার যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে—তোমার জয় হবে! (পরিক্রমণ)

তারা। বাবা, আর কেন? আর তো দুখিনী বঙ্গভূমির উপায় নাই! তুমি শান্ত হও, বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক; স্বদেশদ্রোহিতা মহাপাপ, কঠোর অধীনতা ভিন্ন তার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি নির্ম্মল-আত্মা, কলুষিত ভারত তোমার স্থান নয়। স্বাধীন দেশে স্বাধীন সমাজে তোমার কার্য্য, তুমি স্বাধীন সেনার নেতা; হেথায় কপটচারী, ক্রীতদাস,—হেথায় তোমার কার্য্য নাই! অশান্ত-আত্মা, শান্তিলাভ করো। আমিও অশান্ত, তোমায় শান্ত দেখে আমি শান্ত হবো।

কাসিম। মা এসেছ? কেন এসেছ? অকর্ম্মণ্যকে কি ভার দিতে এসেছ? কি বল্‌ছ—শান্ত হবো? কি ক'রে শান্ত হবো! সকল কপটচারীর মস্তক আমার নিকট আনো, পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে শান্ত হই! আমার নরকে প্রবেশ কর্‌তে ভয় নাই, সেখানে কপটচারীরা আছে, সেখানে গিয়ে দণ্ড দেবো। আহা অভাগিনী, ওহো পরাধীনা—ওহো স্বর্ণপ্রসূ

জন্মভূমি!—তোমার শীতল-অঙ্কে অভাগা সন্তানকে স্থান দাও, হা জন্মভূমি!

পতন ও মৃত্যু

তারা। তোমার উচ্চলোকে স্থান, কলঙ্কিত ভারতে তোমার স্থান নয়। সে অতি উচ্চলোক, সে স্থান আমার লক্ষ্য হয় না, সেথায় তোমার রাজ্য। একাকী দুরন্ত দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করেছ,—পরাজিত ভারতে তুমি একাকী অপরাজিত, এই সংকীর্ণ কুটীরে তুমি স্বাধীন! যদিচ তুমি নিঃস্ব—তত্রাচ তুমি গৌরবে সম্রাট! তোমার প্রশংসাগান দেবদূত কচ্ছে, আমি তোমার প্রশংসাবাদে অক্ষম। এখনো আমার কার্য্য আছে, তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমার কার্য্য! কার্য্যান্তে আমিও তোমার পশ্চাদ্‌গামী হবো।

বেগমের প্রবেশ

বেগম। মা, মা—তুমি আগে এসেছ? আমায় বঞ্চিত ক'রে তুমি সেবা করেছ! দেখ মা দেখ—আমার চক্ষে বারিবিন্দু নাই, রাজ্যেশ্বরকে ভূপতিত দেখে বারিবিন্দু নাই; আমি চির-দিন এ'র সাথী, আমাদের বিচ্ছেদ হয় নাই! যারা ওঁর অনুসরণ করেছিলো, তাদের প্রতারিত কর্‌বার জন্য ওঁর সঙ্গে ত্যাগ করে-ছিলেম; ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ হয়েছিলো, আর বিচ্ছেদ হবে না মা, আমি চল্লেম, আমার স্বামী ক্লান্ত, আমার সেবা ভিন্ন ক্লান্তি দূর হবে না। ঐ যে আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান! মা, বিদায়!

পতন ও মৃত্যু

তারা। রাজদম্পতি, মহানিদ্রায় শয়ন করো, সুস্বপ্নে নিমগ্ন থাকো, ঈশ্বর আজ্ঞায় জাগ্রত হ'য়ে, স্বাধীনলোকে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করো! যাই—যাই (কুটীরের মধ্যে একখানি ছিন্ন শাল দৃষ্টে তাহা উত্তোলন করিয়া) এই জীর্ণ শাল মাত্র সম্বল, এরই বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় ক'রে, তোমাদের সমাধি-কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো! তোমাদের স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন নাই, কীর্ত্তিই তোমাদের স্মৃতি!!

যবনিকা পতন

চৈতন্য-লীলা

[ভক্তিমূলক নাটক]

(১৯শে শ্রাবণ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

জগন্নাথ মিশ্র (নদীয়া-নিবাসী ব্রাহ্মণ)। নিমাই (জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, শ্রীশ্রীচৈতন্য অবতার)। নিত্যানন্দ (অবধূত)। গঙ্গাদাস (অধ্যাপক)। অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ (বৈষ্ণবগণ)। হরিদাস (যবন-বৈষ্ণব)। জগাই, মাধাই (পাষণ্ডদ্বয়)। ষড়্‌রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য), কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, পণ্ডিত, মুনি, ঋষি ও বিদ্যাধরগণ, দেবগণ, অতিথি, বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ, গণক, সন্ন্যাসী, ভট্টাচার্য্যদ্বয়, প্রতিবাসীদ্বয়, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শচীদেবী (জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী)। লক্ষ্মীদেবী (নিমাইয়ের প্রথমা পত্নী)। বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ের দ্বিতীয়া পত্নী)। পাপ, ভক্তি, বিদ্যাধরীগণ, নারীগণ, প্রতিবাসিনীগণ, দেবীগণ, মালিনী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাপের সভা

পাপ ও ছয় রিপু

পাপ। যত্নবান্ কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,
মম অধিকার করেছ প্রচার;
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি
নাহি পায় স্থান,
কোথা প্রস্থান করেছে তারা:
কৈ, দেখি নাই বহুদিন।
কার্য্যাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে,
দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্দ্ধন,
যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে।
কর কাম, গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।
কাম। কিবা নাহি জান মাতা—
মম শক্তি তোমার কৃপায়।
কুৎসিত প্রকৃতিরূপা তুমি,
ব্যাপী আকাশ পাতালভূমি—
চিরদিন করহ বিহার,
মোহিনী তোমার
বর্ণিবারে কেবা পারে?
শুন মাতা, যথাসাধ্য করি তব কাজ।
বসে নারী বিলাস-ভবনে,
বিলোল-নয়নে—
দর্পণে অধর-রাগ হেরে;
কাকপক্ষ সম,
নিতম্ব-লুণ্ঠিত সুচিকণ কেশজাল,
যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে;
মনোলোভা ধবল সরল
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
ফুল্লমন;
সুগন্ধের ভার—কুসুমের হার
পরে গলে,
দোলে মালা পীন-পয়োধরে;
ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,
"কেন লো কেন লো সুলোচনে,
একা হেথা বসি অযতনে,
যুবা-মন করি আকর্ষণ
কেন নাহি রাখ বেঁধে?
যাও যাও, অলসে কি হেতু রও?
দম্ভ করে যুবাগণে সহ বা কেমনে,
কেন না কাঁদাও,
চরণে না লুটাও সবারে?
দেখ লো নিবিড় কেশজাল,
যাহে যুবা-মন ক্ষুদ্র মীন সম
শত শত রহিবে জড়িত;

দেখ দেখ, কটাক্ষে তোমার
কত শত ফুলশর;
মন্মথমোহিনী অধরে দেখ না রাগ,
হেরে তোর পীন-পয়োধর
কার প্রাণ না হয় কাতর?
বিচঞ্চল লাবণ্যের জল
ঢল ঢল কলেবরে।
হেরে তৃষানল প্রবল না হবে কার?"
স্থির-মনে শুনে বামা,
উঠে সে ঈষৎ হাসি,
প্রতিবিম্ব আরসী সম্মুখে ধরে—
ধায় বিমোহিনী দিগ্বিজয় করিবারে।
অলস হেরিলে নরে, কহি গিয়া তারে,
"কি কর হে ভুবন-মোহন?
দেখ দেখ, মরে নারী তোর তরে,
যাও ফুল-শয্যা পরে।
আদরে তোমারে হৃদয়ে ধরিবে বালা,
ভৃঙ্গ তুমি নানা ফুলে পিও মধু।"
শুনি মম মধুর বচন,
কুৎসিত যে জন
রতিপতি ভাবে আপনারে,
হেথা ধনী আঁখিবাণ হানে
বিচলিত প্রাণে
ছলনায় যুবক-যুবতী মরে;
ভুঞ্জে শেষে বিষময় ফল,
দিবারাতি দহে অন্তস্তল,
পশে আসি তব অধিকারে;
না ফুরায় 'হায় হায়' তার।
পাপ। কহ ক্রোধ, তব কার্য্য কিবা?
ক্রোধ। রণ সৃজন আমার,
মম উপদেশে বিচার হারায় নর,
হত্যা পরস্পর,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু;
বধে বৃদ্ধে, অবলায় নাহি করে দয়া,
বধে নিজ জায়া,
বধ করে আপন সন্তান।
যোগী, ভোগী, বালক, রমণী
সবারে উন্মত্ত করি,
চৈতন্য হারায়—
পশে আসি তব অধিকারে।
নাহি মম বাক্যের পটুতা;
অধিক বলিতে নারি।

পাপ। লোভ, মম কিরূপে করহ হিত?
লোভ। আমি যথা যাই হিত তথা নাই,
পুত্র দেয় পিতারে গরল,
ছল শিখে সরল বালক,
নরকের আধিপত্য বাড়ে;
হত্যা, প্রতারণা কে করে গণনা,
কত হয় প্রভাবে আমার।
অধিক কি কব মাতঃ!
পাপ। কহ মোহ, কেমনে মজাও নরে।
মোহ। কি কব জননি,
বেড়িয়ে অবনী,
দেখ মম প্রভাব বিস্তার,
কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
সকলি মা, আমার কৌশল।
মৃত্যুমুখে যায়
নাহি স্মরে দেবতায়,
তবু ফিরে চায় সজলনয়নে;
বিষময় বিষয় ভোলে না,
তবু বলে 'আমার আমার—
পুত্র পরিবার!'
বুঝ মাতা, নরক-বিস্তার
হয় বা না হয় ইথে।
পাপ। মদ, কিবা মহিমা তোমার?
মদ। 'আমি' 'আমি' কথা লোকময়,
দাস তার মূলাধার।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
বল কি করিত,
'আমি' যদি না রহিত মানব-হৃদয়ে?
বিনা অহঙ্কার
বল মাতা, পতন কাহার?
মম ছলনায়—নর পরাজয়,
তাই অন্য রিপু পায় স্থল।
পাপ। হে মাৎসর্য্য, করহ বর্ণন—
নরকবর্দ্ধন তুমি বা কিরূপে কর?
মাৎসর্য্য। যদি মাতা, কর গো প্রত্যয়,
একা আমি করি সমুদয়;
অতি হীন, শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ পরাজয়—
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার।
বুদ্ধি তারে বলে,

ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই;
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দেবে?
ভাবে মনে ভ্রান্ত সর্ব্বজন,
সাধুবাক্য ঠেলে সর্ব্বক্ষণ
অধিকার বর্দ্ধন করে মা তব।

নেপথ্যে হরিধ্বনি

পাপ। এ কি! বধির শ্রবণ।
বজ্রনাদে উঠে ধ্বনি ভেদিয়া গগন।
কহ রিপুগণে
কিরূপ শাসন সবাকার?
হেন জয়োল্লাস কত দিনে হবে দূর?
সকলে। বুঝিতে না পারি মাতা,
অকস্মাৎ কি হেতু এ রব।

কলির প্রবেশ

কলি। শুন শুন, সর্ব্বনাশ হইল উদয়,
এত দিনে গেল, তব অধিকার,
কাঁপিছে অবনী, শুন হরিধ্বনি।
পাপ। কিসের এ গণ্ডগোল কহ মহাশয়?
কলি। বচন না যুয়ায় আমার,
চৈতন্য হলেন অবতার,
মজিল মজিল, অধিকার গেল তব!
পাপ। কেন, কি করিবে চৈতন্য আমার?
কলি। জনমে যাহার
হরিধ্বনি রটিল সংসারে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন,
যবে প্রভু
সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
হরিনাম দিবেন সবারে।
পাপ। ওহো! বুঝিলাম কলরব কিবা হেতু।
দেখ, রাহু গ্রাসে শশধর,
গ্রহণ-সময় চিরদিন এই রব হয়,
নাহি ভয়, যাবে সব রিপুর তাড়নে।
কলি। কি করিতে পারে রিপুগণে,
ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার?
রিপু দাস তার,
ভক্ত-অবতার উদয় চৈতন্যরূপে।
পাপ। কহ প্রভু, কেবা এ সংসারে,
যার হৃদে নাহি বি'ধে অঙ্গনার আঁখি,
রোষ যারে অবশ না করে,
লোভে নাহি ঘেরে,
না হয় আচ্ছন্ন মোহে,
কেবা ধরে কায়,
মদ না নাচায় যারে,
নর-কলেবরে মাৎসর্য্যে কে অনাদরে?
কলি। শুন শুন, ভক্তে নাহি জান,
কিঙ্কর সমান
কাম তার কার্য্যে রবে রত,
অশ্বসম, নিত্যধামে বহি লয়ে যাবে তারে।
চিত্তের দমনে নিয়োগ করিবে ক্রোধে;
লোভ কি করিবে,
লোভে ফিরাইবে, পাইতে পরম পদ;
মোহে অনিবার নয়নের ধার
বহিবে ঈশ্বর-পদে,
মদে মত্ত রবে ঈশ্বর-সাধনে সদা;
মাৎসর্য্যে তাড়িবে—সদা কবে
'বল্ ওরে বল্ কেবা সনাতন?'
ষড়্রিপু করিয়ে মোহন,
সাধিবে আপন কাজ
হেরি বিভু পরম সুন্দর
নশ্বর সৌন্দর্য্য নাহি চাবে।
মহাকামে উন্মত্ত রহিবে।
করযোড়ে ইন্দ্রিয় থাকিবে সদা।
পাপ। ভাল, দেখিব কেমনে
যৌবনে ইন্দ্রিয় নাহি পূজে।
কলি। জীবন-যৌবন
সনাতনে যে করে অর্পণ,
আত্মবিসর্জ্জন প্রাণের সুসার যার,
তার সনে দ্বন্দ্ব কার সাজে?
শিখাইতে আত্মবিসর্জ্জন,
প্রেমের জনম,
নারায়ণ প্রেমে অবতার।
অধিকার গেল এতদিনে,
চল মিশ্রের আলয়,
চোখে দেখে ঘুচাও সংশয়,
একাধারে রাধা-কৃষ্ণ অবনীতে।
পাপ। ভাল, যদি ঈশ্বর-কৃপায়
রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে,
শাসন করিব ধরা।
কলি। ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গনিচয়
সভয় হৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।
মদনমোহন,

মাধুরী করিলে দরশন,
গলিবে প্রস্তর-হৃদি তব,
পরাভব আপনি মানিবে,
এস, লহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
পাপ। হায়!
কব কারে মনের বেদনা;
এবে ত্রিসংসার তব অধিকার
তবু কি হে পীড়ন সহিতে হবে?
চল যাই,
দেখি কে জন্মিল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি

বিবেক। কহ দেবি!
আর কিবা কাজে রব ধরামাঝে,
কোথা পাব স্থান করিতে বিশ্রাম,
ঘুরিতেছি দিবানিশি।
অতি আশে প্রবেশি যে পুরে,
নৈরাশ অধিক তথা;
ভ্রমিলাম কত স্থান লইতে আশ্রয়,
ভয় পেয়ে আইলাম পলায়ে সত্বর।
হেরিলাম পর্ব্বত-গহবরে,
ব'সে অন্ধকারে, যোগে মগ্ন যোগিগণ।
দূর হ'তে হেরিয়ে আকার;
হ'লো মনে আশার সঞ্চার।
মনে হ'লে এখন গো হৃদয় শুকায়,
পূর্ণ কামনায় মাৎসর্য্যের দাস সবে।
গরিমা অন্তরে, নরে ঘৃণা করে,
যোগবলে অষ্টসিদ্ধি চায়;
বিনা ঈশ্বর-কৃপায়
শক্তি পাবে আপন চেষ্টায়।
হেরে সে সবারে
আইলাম পলাইয়ে দূরে
জিজ্ঞাসহ মম সহোদরে,
বৈরাগ্য আছিল সাথে।
বৈরাগ্য। দেবি!
সত্য যাহা বিবেক কহিল।
হেরিলাম দীর্ঘজটাধারী
ব'সে আছে নয়ন মুদিয়ে,
কাছে গিয়ে কি দেখিনু!
পদশব্দে চাহিল নয়নকোণে,
ভাবে মনে কেবা আসে
দিবে কি আমারে কিছু?
অতি লোভী অল্পে নাহি তোষ,
কারে রোষ, সন্তোষ কাহার প্রতি,
সঙ্গ তার তখনি ত্যজিনু।
বিবেক। শুন পুনঃ অদ্ভুত কথন,
কতদূরে গিয়ে দেখি ব'সে এক জন
চিন্তায় মগন, ত্যজিয়ে বিষয়,
রিপু করি জয়,
ভাবে মনে মানবের হিত।
চিন্তা নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর,
কিন্তু হায়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধকারে!
ভাবে—বিজ্ঞান কেবল মানবের বল,
কতমত করিছে কৌশল;—
তড়িৎ কিঙ্করী, সদা আজ্ঞাকারী,
দেশে দেশে বার্ত্তা বহে তার;
লয়ে বাষ্পযান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়ে যায়।
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।
লিখে দম্ভভরে
ঈশ-জ্ঞান অনর্থের হেতু,
মহাভয়ে দ্রুত আইনু পলাইয়ে।
বৈরাগ্য। কেহ তন্ত্র করিয়া আশ্রয়,
অধর্ম্মেরে দিতেছে প্রশ্রয়,
না বুঝিয়ে মর্ম্ম, ত্যজে লোকধর্ম্ম
মদ্য-মাংস-রমণী লইয়ে খেলা।
এ হেন ধরায় কেমনে রহিতে বল?
ভক্তি। এল আনন্দের দিন,
চিন্তা কর দূর,
গোলোকবিহারী হরি,
ধরায় উদয়।
হেরি জীবের দুর্গতি,
আপনি শ্রীপতি, নবভাবে অবতার;
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা,
দ্রব হবে শিলা,
হরিনাম শুনি তাঁর মুখে।
রসের তুফান বহিবে উজান
বাহ্য-রাধা অন্তঃ-কৃষ্ণ অপূর্ব্ব এ ভাব;
হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে।

ধন্য ধন্য কলির মানব,
হরিনামোৎসব—
পাইবে দুর্লভ পদ সবে;
শাখী পাখী প্রেম-পূর্ণ হবে,
হরিনাম হরিনাম ধরাময়!

নেপথ্যে হরিধ্বনি

শুন শুন সিন্ধুনাদ জিনি,
কাঁপায়ে অবনী,
হরিধ্বনি শুন রে উল্লাসে।
ধন্য ধরা—নদীয়ায় এল গোরা!
দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে,
আসিতেছে হরি-দরশনে,
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিহ্বল,
মুনিঋষি আসিছে সকল,
হরিবোল, নাহি আর হরিবোল বিনা;
নাচে বাহু তুলে হরি হরি ব'লে,
ত্রিভুবনে হরিগুণ গায়, গোলোক কে চায়,
মোরা সবে রহিব ধরায়,
সাঁতারিব প্রেমের সাগরে।
চল চল হরি ব'লে
দেখি গিয়ে মদনমোহন।

[সকলের প্রস্থান।

ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

দেশ-মিশ্র—একতালা

পুরুষগণ।—
কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী।
স্ত্রীগণ।—
মাধব-মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥
সকলে।—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।
পুরুষগণ।—
বজ্রকিশোর কালীয়হর, কাতর-ভয়ভঞ্জন,
স্ত্রীগণ।—
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
পুরুষগণ।—
গোবর্দ্ধন-ধারণ,
স্ত্রীগণ।—
বন-কুসুমভূষণ,
পুরুষগণ।—
দামোদর কংস-দর্পহারী,
স্ত্রীগণ।—
শ্যাম রাসরসবিহারী।
সকলে।—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চণ্ডীমণ্ডপ

জগন্নাথ মিশ্র ও পণ্ডিত

মিশ্র। শুনহ আশ্চর্য্য বিবরণ;
হেরিলাম গৃহিণীর অদ্ভুত বিকাশ,
অকস্মাৎ বেড়িল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ।
একদিন কহিল আমারে,—
"দিবানিশি শুনি, শূন্যে আনন্দের ধ্বনি,
নৃত্যগীত কঙ্কণের রোল,
ধীরে পশে শ্রবণে আমার।
কভু অজানিত কুসুম-সৌরভে
দিক্ পূর্ণ হয় জ্ঞান;
হ'লে অন্যমনা—
স্তুতিবাদ শ্রবণে পরশ
যেন অহর্নিশি কেবা আসে কেবা যায়;
গর্ভে মম সন্তান-সঞ্চার,
তাই এ লক্ষণে ভয় হয় মনে—
দেবলীলা বুঝিতে না পারি।"
শুনি গৃহিণীর বাণী,
অকস্মাৎ হইল স্মরণ—
অদ্ভুত স্বপনকথা;
যামিনীর শেষে—নিদ্রা-ঘোরে অচেতন,
হেরিলাম,
জ্যোতিঃরাশি অতীব উজ্জ্বল,
পশিল হৃদয়ে, দেহ মম আনন্দে পূরিল,
দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্দেহী কয়জন
বেড়িল আমায়,
আরম্ভিল নৃত্য-গীত করতালি দিয়া
কহিল সকলে,—
"ভাগ্যবলে দেহে তোর
পশিলেন ভগবান্,
তোমা হ'তে
তব প্রকৃতিতে করিবেন অবস্থান।"

কহ বুধগণে
এ লক্ষণে কিবা হয় অনুমান?
পণ্ডিত। মীমাংসা করিতে কিছু নারি।
অদ্ভুত লক্ষণ
হেরিলাম শিশু-কলেবরে,
উচ্চলগ্নে জন্মিল কুমার,
বেড়িয়াছে উজ্জ্বল কিরণ,
এই সবে শ্যামবর্ণ হ'লে সংঘটন
নারায়ণ হইত নির্ণয়;
বর্ণ বিনা অবতার-লক্ষণ যে সব
অবয়ব সকলি প্রকাশে;
কিন্তু বর্ণে মনে জন্মিছে সংশয়।

মুনিঋষি ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ

গীত

দেশ-মিশ্র—একতালা

পুরুষগণ—
কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
স্ত্রীগণ।—
প্রেম-সাগরে উঠলো তুফান,
থাকবে না আর কুলমান॥
সকলে।—
মন মজালে গৌর হে।
পুরুষগণ।—
ব্রজমাঝে রাখাল-সাজে
চরালে গোধন।
স্ত্রীগণ।—
ধরলে করে মোহন বাঁশী,
মজলো গোপীর মন॥
পুরুষগণ।—
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন।
স্ত্রীগণ।—
মানের দায়, ধরে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
সকলে।—
মন মজালে গৌর হে॥

মিশ্র। কহ মোর কুমারে হেরিয়ে,
হরি ব'লে নৃত্য কর কি হেতু সকলে?
একে একে অষ্ট কন্যা দিয়েছি শমনে,
তাই শঙ্কা হয়, সুলক্ষণ এ তনয়,
রবে কি জুড়াতে আঁখি?
বল সত্য, বল কেন কর হরিগুণগান?

১ ঋষি। নবদ্বীপে নয়ন কি নাহি কারু,
হেরি পূর্ণ অবতার
মনের বিকার দূর নাহি হয় কার?
পণ্ডিত। অবতারে যে সব লক্ষণ,
অবয়বে করি দরশন
কিন্তু হেরি গৌর-বরণ
বিস্ময় হতেছে মনে,—
শ্যামবর্ণ অবতার চিরদিন।
১ ঋষি। অদ্ভুত এ লীলা—
এক অঙ্গে রাধাশ্যাম!
পুরুষ-প্রকৃতি এক দেহে রতি—
জীবে গতি করিতে প্রদান,
বুঝহ যুক্তিতে ঈশ্বর শক্তিতে
'হ্লাদিনী' শক্তিসার—
'হ্লাদিনী' শক্তির আধার।
গৌর আকার।
এক অঙ্গে সগুণ নির্গুণ।
১ বিদ্যাধর। অত কেন তর্ক নিরূপণ,
হের রূপ মদনমোহন
ত্রিভুবন কখন কি করিয়াছে দরশন?
রূপে প্রাণ গলে—
মুগ্ধ মন আপন পাসরে,
প্রেমের তুফান সংসার-সাগরে খেলে,
গৌরাঙ্গ অন্তরে, গৌরাঙ্গ বাহিরে,
গৌরাঙ্গ জগৎময়।
এল গুণমণি, পবিত্র অবনী,
হরিধ্বনি তোল সবে।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত

দেশ-মিশ্র—যৎ

পুরুষগণ।—
একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
স্ত্রীগণ।—
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা,
কাঁদ হে গৌর-সাজে॥
সকলে।—
দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার।
পুরুষগণ।—
আনন্দে ভাস্‌লো ধরা এল গৌরচাঁদ।
স্ত্রীগণ।—
মন মজালে মোহনবেশে,
পাতলে প্রেমের ফাঁদ।

পুরুষগণ।—
হরিনাম রটলো রে দেশে।
স্ত্রীগণ।—
প্রেম বিলাবে প্রেম-নীরে ভেসে।
পুরুষগণ।—
পিবে সুধা প্রাণ পদরাজীবরাজে।
স্ত্রীগণ।—
দাঁড়াবে বাঁকা হয়ে হৃদয়মাঝে।
সকলে।—
দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী

নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ

১ বালক। নিমাই, লিখতে আস্‌বে না?

নিমাই। না ভাই, বাবা মানা ক'রে দেছে, তোরাও যাস্‌ নি, আজ খেলা করবো।

১ বালক। গুরুমশাই তো মার্‌বে ভাই?

নিমাই। না, মার্‌বে কেন? ফিকির কর্‌বো এখন।

১ বালক। তোর বাপ ভাই তোকে লিখতে যেতে দেয় না কেন?

নিমাই। দাদা যে সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আমি কি আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাব, তাই লিখতে যেতে দেয় না, আয় ভাই খেল্‌বি আয়।

১ বালক। গুরুমশাই তো ভাই মার্‌বে না?

নিমাই। মারবে কোথা? পালিয়ে থাক্‌বো এখন।

বালকগণ। তুই ভাই তবে ফিকির করিস্‌।

নিমাই। তা কর্‌বো এখন, কৃষ্ণলীলা খেলি আয়।

গীত

বিভাস—একতালা

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদামায়ী।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবল শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট,
কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি কাঁহা হামারা রাই॥

বিভাস—কাওয়ালী

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন আসে না॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গোর হয়ে ধর্‌ব পায়ে
আর ত কাল রব না॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগিবেশে ফির্‌বো দেশে
ঘরে ত মন বসে না॥

নিমাই। দাঁড়া দাঁড়া ভাই, ওই অতিথি আবার ভাত নিয়ে চোখ বুজে ব'সে আছে, আমি ওর এ'টো ক'রে দিই। দুবার এ'টো করেছি, এইবার হ'লে বার বার তিনবার হয়।

অন্নভক্ষণকরণ

অতিথি। এ কি! তুমি আবার উচ্ছিষ্ট কর্‌লে?

নিমাই। কেন, তুমি যে আমায় খেতে বল্‌লে?

অতিথি। এ ত সামান্য কথা নয়, তোমায় খেতে বল্লেম?

নিমাই। না বল্‌লে তোমার ভাত খাব কেন?

অতিথি। প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বুঝিতে পারি নি।

জয় জয় জনার্দ্দন মুকুন্দ মুরারি।
জয় জয় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী॥
নম মৎস্য কলেবরে বেদের উদ্ধার।
নম কূর্ম্মদেহে ধর পৃথিবীর ভার॥
নমস্তে বরাহরূপে ধরণী দশনে।
নম নরসিংহরূপে দানব-দলনে॥
নমস্তে বামনরূপে বলির ছলন।
নম ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়শাসন॥
নমস্তে ধনুকধারী দর্পহারী রাম।
নমস্তে অনন্তশক্তি হলধর নাম॥
নমো নবঘনশ্যাম গোপিনী-মোহন।

কল্কিরূপী নম নম ম্লেচ্ছবিনাশন॥
পুন নরদেহ ধরি,
কি ভাবে এসেছ হরি—
গৌরাঙ্গের কি লীলা অনুপম।
ভক্তের আনন্দ মেলা,
কি ভাবে করহ খেলা,
ঘুচাও এ অজ্ঞানের ভ্রম।
কৌমুদী ঠিকরে অঙ্গে,
বল কিবা নবরঙ্গে,
কি ভাব-তরঙ্গ নদীয়ায়!
দেখা দেছ কৃপা করি,
বন্ধন ঘুচাও হরি,
রেখ হে দুর্ল্লভ রাঙা পায়।

নিমাই। চল ভাই, গঙ্গাতীরে যাই, নৈবিদ্যি কেড়ে খাই গে!

১ বালক। না ভাই, সব মার্‌তে আসে, গালাগালি দেয়।

নিমাই। আমি তোদের কেড়ে দেব এখন, চল্ না।

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

মিশ্রের প্রবেশ

মিশ্র। ঠাকুর! আপনি আহার করেন নাই?

অতিথি। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি। মিশ্র! তুমি বড় ভাগ্যবান্, তোমার পুত্ররূপে ভগবান্ বিহার কচ্চেন! আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করেছি, আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণকৃপায় জগৎ পবিত্র হবে, তোমার অতিথি-সৎকারে চরিতার্থ হলেম। এখন এই দক্ষিণা দাও, তোমরা স্ত্রী-পুরুষে দাঁড়াও, আমি প্রণাম ক'রে যাই।

মিশ্র। সে কি প্রভু! আপনার অন্নব্যঞ্জন সকলি প'ড়ে রয়েছে।

অতিথি। আমি মহাপ্রসাদ লয়ে যাব, দেশে দেশে বিতরণ কর্‌ব। মিশ্র! মায়ায় বুঝতে পাচ্চ না, তোমার পুত্র কে? তোমার গৃহিণীকে ডাক, তোমরাও সামান্য নও।

মিশ্র। গৃহিণি! গৃহিণি! দেখ সর্ব্বনাশ! নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট করেছে।

শচীর প্রবেশ

শচী। অ্যা! কি সর্ব্বনাশ! নিমাই কোথা গেল? এই যে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম। প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অতিথি। শোন, আমি যখন ইষ্টদেবকে নিবেদন ক'রে দিই, আমার বোধ হ'ল, তিনিই প্রসন্ন হয়ে অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ কর্‌ছেন; চেয়ে দেখি, তোমার বালক ভক্ষণ কর্‌ছে। তিন-বারই এই ভাব, আবার ধ্যান ক'রে দেখি, ইষ্ট-দেবতা প্রসন্ন হয়ে ভক্ষণ কর্‌ছেন। তোমার বালকই আমার ইষ্টদেবতা, উভয়ে আশীর্ব্বাদ কর, ইষ্টদেবতার পদে আমার মতি থাকুক। আমি বিদায় হলেম; কিছু সঙ্কুচিত হয়ো না, পরম বস্তু তোমার গৃহে।

গীত

টোরী-ভৈরবী—একতালা

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীব-প্রাণ-ভীত ভয়বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ,
নব লীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরাভার-ধারণ!
তাপহারী প্রেমবারি,
বিতর রস রাসবিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট-ত্রাসকারণ।

[অতিথির প্রস্থান।

মিশ্র। অদ্ভুত সকলি!

শচী। শুন প্রভু, বুঝিতে না পারি
কি আছে অদৃষ্টে আর।
বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে,
নিমায়ের আশা তিল মাত্র নাহি করি।
নয়ন মুদিলে শুনি
চরণে নূপুর বাজে তার,
অহর্নিশি শূন্যে উঠে স্তুতিবাণী।

মিশ্র। আমিও বুঝিতে কিছু নারি,
নিমাই চঞ্চল অতি,
যে দিন শাসন করি,
স্বপনেতে হেরি আসে দেবগণ,
সবে করে নিবারণ,
শাসন করিতে মোরে।
বলে দেবতামণ্ডলে
"নিত্য ধন তোমার নন্দন,

জগজ্জন-তারণ-কারণ।
ধরামাঝে অবতার
দেশে দেশে বিলাইবে নাম।”
সদা কাঁপে প্রাণ কি হবে কি হবে,
নিমাই কি ছেড়ে চ'লে যাবে।
গেছে বিশ্বরূপ,
সে অবধি আশঙ্কা অধিক বাড়ে মম।
শচী। কোথায় নিমাই?
গৃহে তারে দেখিতে না পাই,
গেছে বুঝি খেলিবারে।
মিশ্র। যাও গৃহে, খুঁজে আনি তারে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

পূজায় নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, লক্ষ্মী ও স্ত্রীগণ
নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ

নিমাই ও বালকগণ। গীত

বিভাস-মিশ্র—একতালা

আমরা রাখাল-বালক,
মাঠে ধেনু চরাই।
ক্ষিধে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মা গো, এসেছি তাই॥
দে না মা, যা দিবি আদর ক'রে,
আদর ক'রে দিলে মনে ধরে,
দেরি ক'র না মা, মোরা খেলিতে যাই॥

১ স্ত্রী। এই নাও।

নিমাই। তোর সাতটি ছেলে হবে, আর তোর গোলাভরা ধান হবে, ছেলেরা সব ঢোল কর্‌বে।—(অন্যের প্রতি) তুই কিছু দে না মা!

২ স্ত্রী। যা যা, দুষ্টুমি করিস্ নি, বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্যি নিয়ে যাচ্ছি।

নিমাই। দিলি নে? তোর চারটে সতীন হবে।

২ স্ত্রী। না না, গাল দিস্ না, এই নে।

নিমাই। তোরও সাত বেটা হবে, ঢোল কর্‌বে। এই সব শোন, আমি বিষ্ণু, যে যা নৈবিদ্যি আন, আমায় দাও, আমি খেলেই পূজা হবে। এই নে ভাই, তোরা খাবার নে।

১ বালক। তুই কিছু খাবি নি ভাই?

নিমাই। তোরা খা না, আমি আবার নেব এখন।

১ ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, নৈবিদ্যি কেড়ে নিলি?

নিমাই। তোমার বৈকুণ্ঠে বাস হবে।

২ ব্রাহ্মণ। বেল্লিক, মার খাবি?

নিমাই। কৈ, মার না? গঙ্গা পাবে না।

নৈবেদ্য কাড়িয়া লওন

১ ব্রাহ্মণ। আরে বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস্? সর্ব্বনাশ হবে তোর।

নিমাই। হাঁ ঠাকুর! সত্যি সর্ব্বনাশ হবে!

১ ব্রাহ্মণ। এই নিলে—নিলে, কেড়ে নিলে।

নিমাই গমনোদ্যত

স্ত্রীগণ। নিমাই, ফিরে আয়, ফিরে আয়।

নিমাই। না, আমি খেলি গে।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

১ বালক। নিমাই, ফির্‌লি যে?

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল!

১ স্ত্রী। (লক্ষ্মীকে দেখাইয়া) নিমাই, বল দেখি, এর কেমন বর হবে।

নিমাই। আমি জানি না, তুমি হরিবোল বল, হরিবোল, হরিবোল।

১ স্ত্রী। এই নে না, এর নৈবিদ্যিখানা।

নিমাই। না, আমি ও নৈবিদ্যি নেব না, হরিবোল, হরিবোল।

১ স্ত্রী। দেখ দেখি, কেমন মেয়েটি, বে' কর্‌বি?

নিমাই। তোমরা হরিবোল বল্‌বে না, আমি চল্লেম।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল।

১ স্ত্রী। এই নৈবিদ্যি নে না।

নিমাই। না, ও হরি বলে না, আমি ও নৈবিদ্যি নেব না।

১ স্ত্রী। লক্ষ্মি, হরি বল তো।

লক্ষ্মী। হরিবোল, হরিবোল, আমি নৈবিদ্যি দেব না।

নিমাই। আমি নৈবিদ্যি নেব না।

১ স্ত্রী। শোন্ না নিমাই, এই মেয়েটিকে বে' কর্‌বি?

নিমাই। আমায় ও নৈবিদ্যি দেয় না, আমি চল্লেম।

১ স্ত্রী। না, শোন্ না, আমরা হরিবোল দিই, তুই একটি গান গা দেখি।

নিমাই ও বালকগণ। গীত

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা

রাধা বই আর নাহিক আমার,
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভালবাসি!

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

১ স্ত্রী। লক্ষ্মি! তুই চেয়ে রয়েছিস্ কি? ও তো চলে গেল!

লক্ষ্মী। আমার কি ঐ বর?

১ স্ত্রী। হাঁ।

লক্ষ্মী। তবে আর বে কর্‌তে কাঁদ্‌ব না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা কর্‌বো।

১ স্ত্রী। আর ও যে তোকে বে' কর্‌বে না বল্‌লে?

লক্ষ্মী। না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা কর্‌ব।

১ স্ত্রী। তা কান্না কিসের—খেলা করিস।

২ স্ত্রী। আহা! নিমাইয়ের সঙ্গে বে হ'লে দিব্বি সাজে।

১ স্ত্রী। তুই যে খেলা কর্‌বি বল্‌চিস, গান গাইতে পার্‌বি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, অমনি ক'রে গান কর্‌ব, নাচব।

৩ স্ত্রী। তোমরা চল্‌লে? দাঁড়াও না, আমিও যাই।

মিশ্রের প্রবেশ

মিশ্র। কৈ, এখানেও তো নিমাই নাই।

১ স্ত্রী। এই যে সব নৈবিদ্যি-টৈবিদ্যি কেড়ে খেয়ে চ'লে গেল।

মিশ্র। অ্যাঁ! নৈবিদ্যি খেয়ে গেল! কোথা গেল দুষ্ট—দেখি।

১ স্ত্রী। না গো, কিছু ব'লো না, কেড়ে কি নিতে পারে? আমরা দিয়েছি, তবে নিয়েছে।

১ ব্রাহ্মণ। মিশ্র! তোমার ভাগ্যের কথা আমরা কিছু বলতে পারি না, কোন্ মহাপুরুষ তোমার সন্তানরূপে অবস্থান করছেন, নির্ণয় করা অসাধ্য। আমি বিষ্ণুকে নৈবিদ্য নিবেদন ক'রে দিচ্ছি, নিমাই এসে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না কর্‌তে গেলেম, নিমাই পালাল, নূপুরের ধ্বনি শুন্‌লেম, কিন্তু পায়ে নূপুর নাই; ভাবলেম, আমার ভ্রম হয়েছে, কিন্তু মৃত্তিকার পদাঙ্কে দেখি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন, আমি বিস্মিত হয়ে রইলেম। আমি নিশ্চয় বল্‌চি, তোমার পুত্র সামান্য নয়, তুমি শাসন ক'রো না, কে লীলা-ভূমিতে লীলা কর্‌তে এসেছে, বলা যায় না।

মিশ্র। আশ্চর্য্য! বালকের স্বভাব কিছু বোঝা যায় না, সকলেই এরূপ কথা বলে, তার কারণ কি? গৃহিণীও তো এইরূপ নূপুরের ধ্বনি শুনেছিল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মিশ্রের বাটী

গণক ও শচী

গণক। তুমি মা বড় ভাগ্যবতী! আমি এরূপ অপূর্ব্ব লক্ষণ কোন স্ত্রীলোকের দেখি না।

শচী। বাবা! আমি ভাগ্যবতী কেমন ক'রে? আমি একে একে আটটি সন্তান খেয়েছি, বড় ছেলেটি বিবাগী হয়ে গিয়েছে, ছোট ছেলেটি পাগলের মত বেড়িয়ে বেড়ায়; বাবা, যদি এমন কোন উপায় করতে পার, ছেলেটির মন স্থির হয়, তা হ'লে তোমার চরণে কেনা হয়ে থাকি। ঠাকুর! দেখ, ঐ পাগলের মত আস্‌ছে।

নিমাইয়ের প্রবেশ

গণক। এইটি তোমার ছেলে? কৈ দেখি, হাত দেখি। (হাত দেখিয়া) মা! তুমি এই সন্তানটিকে পাগল বল্‌ছিলে, তোমার এই সন্তানের জন্মে বংশ পবিত্র—পৃথিবী পবিত্র।

নিমাই। গণককার ঠাকুর! তোমার ঝুলিতে কি দেখি?

শচী। ছিঃ বাবা! দুরন্তপনা কর্‌তে আছে? গণকঠাকুরকে নমস্কার কর।

নিমাই। গণকঠাকুর! বল দেখি, আমি আর জন্মে কি ছিলুম?

শচী। দেখলে বাবা! পাগলামো দেখলে?

গণক। না মা! এ পাগলামো না, আর জন্মে তুমি গোপ ছিলে।

নিমাই। কি পুণ্যে বামুন হলেম?

গণক। দেখ, তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে চিনেছি; তোমারই কৃপায়, আমার বিদ্যা বিফল নয়; তোমার পাপপুণ্য নাই, ইচ্ছাতে হয়েছ।

নিমাই। তবে আমি তোমার ঝুলি কেড়ে নিই, তুমি বল্‌তে পার্‌লে না।

ঝুলি কাড়িয়া লওন

শচী। হতভাগা ছেলে, দেবতা বামুন মান না?

ঝুলি দেওন

নিমাই। তুমি বক্‌লে, তবে আমি এ'টো হাঁড়ী ছোঁবো।

শচী। কি করিস্, কি করিস্? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! যা, আজ তোকে ভাত দেব না।

নিমাই। ভাত দেবে না, দেখ না ঠাকুর হয়ে বসি।

সিংহাসন হইতে বিষ্ণুকে নামাইয়া নিমাইয়ের সিংহাসনে উপবেশন

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্,
কৃষ্ণ-রাধার দোল্,
দোল্ দোল্ দোল্;
দোলে শ্যাম, বামে দোলে রাই।
নীলমণি আর কাঁচা সোনা,
রূপের সীমা নাই।
রাঙা সখী ফাগে রাঙা রাঙা বৃন্দাবন।
রাঙা রাধা, রাঙা বাঁকা মদনমোহন।
দিচ্ছে সবাই করতালি হচ্চে বড় গোল।
হরিনামের ধ্বজা তোল্ বোল্ হরিবোল্॥
শারী শুকে মুখে মুখে কর্‌ছে ব'সে গান।
গুণগুণিয়ে ভোম্‌রা ছোটে
পদ্মের টোটে মান॥
প্যাখম ধ'রে নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী।
কুতূহলে হাসে দুলে ফুলের মঞ্জরী॥
যমুনা যায় উজান বয়ে আনন্দে বিভোল।
গগন ভ'রে উঠছে কেবল হরিনামের রোল॥
বোল্ হরিবোল্ দোল্ দোল্ দোল,
কৃষ্ণরাধার দোল্!

মিশ্রের প্রবেশ

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
উচ্ছিষ্ট পরশে অশুচি হইয়ে,
বিষ্ণু-সিংহাসনে
দেখ নিমাই বসেছে গিয়ে!
ভাবি তাই, কি হবে,—কি হবে,
গৃহবাস সকলি মজিবে,
আরে রে নিমাই,
মাথা খেয়ে করিলি কি সর্ব্বনাশ!

মিশ্র। আরে পাষণ্ড জন্মিলি কুলে,
শাস্তি তোর দিব যথোচিত!

[নিমাইয়ের পলায়ন।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। মিশ্র মহাশয়!
উগ্রভাবে কোথায় গমন?
দেখিলাম নিমাই পলায়,
যাও বুঝি করিতে শাসন?

মিশ্র। মহাশয়! পুত্র বুঝি পাষণ্ড হইল,
বসেছিল বিষ্ণু-সিংহাসনে।

গঙ্গা। বিচিত্র এ কথা নয়,
বিদ্যা-উপার্জ্জনে
পিতা হয়ে কর প্রতিরোধ,
সঙ্গত নহে ত আচরণ;
বুদ্ধি যার যতই প্রবল,
সেই হয় ততই চঞ্চল,
বিদ্যাভারে হয় স্থির:
অসামান্য বুদ্ধিশক্তি নিমায়ের তব,
অধিক কি কব,
বৎসরের পাঠ লয় এক দিনে!
এ সন্তান মূর্খ করি রাখ ঘরে—
পিতা নহ—অরি তুমি তার।
প্রথমতঃ আয়ুর কামনা—

কিন্তু আয়ু ভারমাত্র বিদ্যা বিনা;
কর পুত্রে আমারে অর্পণ,
পণ্ডিত নন্দন ফিরাইয়ে দিব আমি।
মিশ্র। তব উপদেশ,
গ্রহণ করিব মহাশয়!
শীঘ্র দিব যজ্ঞ-উপবীত,
পরে আজ্ঞা তব করিব পালন;
যাই,—দেখি কোথা গেল দুষ্টমতি।
গঙ্গা। ধর মিশ্র, আমার বচন,
নাহি কর পুত্রেরে শাসন!
পশুবৃত্তি অধিক যাহার
সেই হয় শাসন-অধীন;
উচ্চরুচি তোমার পুত্রের,
বিপরীত ফল হবে করিলে তাড়না!
কে এ ব্রাহ্মণ?
গণক। গ্রহাচার্য্য আমি।
গঙ্গা। ভাল ভাল।
শাস্ত্র কিছু করেছ কি অধ্যয়ন?
গণক। জানি কিছু গুরু-উপদেশে।
গঙ্গা। ভাল, বল দেখি কেবা আমি?
গণক। গণনার নাহি প্রয়োজন,
অধ্যাপক বুঝেছি কথায়;
কিংবা ভাগ্য তব অতি বলবান্,
সম্মানভাজন হবে জগৎ-মাঝারে—
পাঠ দিয়ে মিশ্রের বালকে।
মম নিবেদন শুন মিশ্র মহাশয়,
সামান্য তনয় তব নাহি কর জ্ঞান,
জড়নেত্রে হের শিশু কুমার তোমার।
কিন্তু জেন সার,
ভব-পারাবারে কর্ণধার অবতার!
গুরুর কৃপায়—
মিথ্যা কভু না হয় গণন।
গঙ্গা। ভাল, ভাল!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন-পথ

পাপ ও কলির প্রবেশ

পাপ। প্রভু, শচীর নন্দনে
অসামান্য লক্ষণ না হেরি,
সত্য বটে সুন্দর লাবণ্য তার,
তাহে একে হবে আর,
চঞ্চল যে জন, রূপ তার মহা অরি।
বাল্যকালে যেই বৃত্তি হইলে প্রবল,
কালে হয় মম করতল,
সে সকল বলবান্ নেহার শিশুতে;
দেব-দ্বিজ নাহি মানে, সদা অনাচার।
দেখেছ কি জাহ্নবীর তীরে
বালিকারে হেরে
কামবৃত্তি উদ্দীপন হ'লো মনে?
নাহি ভয়,
ধরাময় মম রাজ্য হইবে বিস্তার।
কলি। অল্পদৃষ্টি তব,
বালকের ভাব নাহি হয় অনুভব;
দেখ প্রেম বিনা কিছু নাহি জানে,
প্রেমে মত্ত খেলে শিশুসনে,
প্রেমে আচার-ব্যাভার না করে বিচার।
শঙ্কাশূন্য আনন্দ-আগার দেহ,
খেলিতে খেলিতে
নৈবেদ্য লইল কাড়ি,
কেবা তাহে হ'ল অসন্তোষ?
যার মনে যেই আকিঞ্চন
প্রেমে তাহা করে সংপূরণ;
দেখ কর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝ তার;
প্রেমের বিহার নাহি কোন প্রয়োজন,
যে হেরে কুমারে
প্রেমের সাগরে ভাসে।
কারে বল কাম উদ্দীপন?
সেবক যেমন কাম আসি করে পূজা।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীদেবী আপনি ধরায়,
তাই প্রভু দরশন দিলেন কৃপায়;
বিষ্ণুপদে যেই দ্রব্য করে সমর্পণ,
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ
বিতরণ করে অন্যজনে।
বুঝহ লক্ষণে,
প্রয়োজনহীন এ বালক।
লোক বুঝাবারে ধরণী-মাঝারে,
নরদেহ ধ'রে বিরাজেন ভগবান্।
মনোবৃত্তি প্রবল সকল,
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন।
পাপ। প্রথমত ইচ্ছাধীন বৃত্তি সবাকার,
পরে হয় দুর্নিবার।
দেখ এ সংসারের রীতি—

আগে রাজা মন;
ইন্দ্রিয় সকল প্রবল যখন
মন হয় দাস সবাকার;
অন্ধপ্রায় ঘুরিয়ে বেড়ায়
ধায় যথা লয়ে যায় ইন্দ্রিয় তাহার।
কহি নিশ্চয় তোমায়,
অসংশয় বালকে করিব জয়।
কলি। বৃথা আশা—
যম-জয়ী হরিনাম বদনে যাহার,
কি সাধ্য তোমার
স্পর্শ করিবারে তারে?
শিশুরে সামান্য ভাব মনে,
হরিনাম বিনা নাহি জানে।
হরি হরি বলে,
হরিলীলা খেলে শিশু মিলে,
যেই হরি বলে, ধেয়ে কোলে যায় তার,
অশান্ত হইলে,
হরি ব'লে ভুলায় বালকে।
ভৃঙ্গ যথা মধুগন্ধে ধায়,
হরিধ্বনি হয় হে যথায়,
পুলকে বালক তথা নাচে;
কিবা শক্তি আছে বালকে করিতে জয়?
দেখ—দিতে উপবীত,
দেবগণ আসে ত্বরান্বিত।

নেপথ্যে হরিধ্বনি

শুন শুন, হরিধ্বনি মিশ্রের ভবনে,
ধরণীতে নাহিক তোমার স্থান।
পাপ। ওই নাম সহিতে না পারি,
ওই নাম ভয় করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রবেশ

বৈরাগ্য। দেবি! অদ্ভুত কথন,
সত্যযুগে বলির ছলন,
কলিতে বামনরূপ কিবা প্রয়োজন?
ভক্তি। অপূর্ব্ব চৈতন্যলীলা,
ধরাভার করিতে হরণ,
যুগে যুগে অবতার নারায়ণ,
অংশ পূর্ণ প্রয়োজন মতে।
কৃষ্ণরূপে পূর্ণ-অবতার
তাহে অংশ বিরাজিত সমুদয়,
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভিন্নকায়ে লীলা,
নদীয়ায় এক অঙ্গে অনুরূপ তার,
রাধাকৃষ্ণ একত্রে বিহার;
নহে জড়-নয়ন-গোচর তাহা।
ভাবুক-হৃদয় তন্ন তন্ন হেরে সমুদয়,
জড়-আঁখি হেরে মাত্র শচীর বালক,
কলিকালে সম প্রয়োজন,—
পাষণ্ডদলন, ভক্তপ্রাণ উত্তেজনা,
লীলা অন্তরে অন্তরে,
বাহ্যে তার নাহিক প্রকাশ।
দানব-প্রকৃতিগত দম্ভ অহঙ্কার
প্রেমে হবে পরাভূত;
দেবভাব হইবে বিস্তার
হবে নরদেহ তাহে প্রেমের আগার।
যুগে যুগে যত অবতার
হ্লাদিনী প্রধানা শক্তি তার,
সেই শক্তি বিকশিত নদীয়ায়।
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি
যত লীলা করেছেন হরি,
ভাবুক হেরিবে তাহা।
আজি উপনয়ন তাঁহার,
ভিক্ষা করিবেন হরি।
ভক্ত তাহে হেরিবে বামনরূপ।
বিবেক। কহ দেবি,
কলিযুগে কেন লীলা সমুদয়?
ভক্তি। অল্পজীবী অল্পশক্তি কলির মানব,
শ্রমসাধ্য সাধনে অক্ষম,
প্রেম বিনা গতি নাহি আর।
স্বল্পদৃষ্টি দূর নাহি হেরে,
ঘূর্ণমান সংশয়-সাগরে,
ভেদজ্ঞান প্রধান প্রকৃতি তার,
লীলা যবে একত্রে হেরিবে—
ভেদজ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন।
অন্যযুগে নীরস-সাধন
নির্গুণ ঈশ্বর পূজা,
কলিযুগে দীক্ষামাত্র নাম,
প্রেমামৃত পান,
হরিনাম সাধন কেবল,
যেই নাম—সেই হরি করিতে প্রচার,
নদীয়ায় প্রভু অবতার;
উন্মত্ত হইয়ে

নাম গেয়ে ফিরিবেন দেশে দেশে।
নিরঞ্জন হেরি বিদ্যমান,
আপামর পাবে দিব্যজ্ঞান,
এককালে হেরিবে সকল লীলা।
হের দেব-দেবীগণে আসিছে বিমানে,
হেরিতে বামনরূপ।

বৈরাগ্য। দেবি! না ঘুচে সংশয়,
সুধাই তোমায়,
কৃষ্ণলীলা রাখাল গোপিনী লয়ে,
শুনিলাম একাধারে রাধাশ্যাম;
কোথা বলরাম,
শ্রীদাম, সুদাম,
কোথায় গোপিনীগণ?

ভক্তি। হের যোগদৃষ্টিবলে
নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধূত চলে;
নিত্যানন্দ নাম
ঐ দেহে বিরাজেন বলরাম।
হের নদীয়ায়
ভক্তবৃন্দ জ্যোতির্ম্ময় কায়,
কেহ সখা, সখীভাবে কেহ;
আত্মাসনে আত্মার বিহার,
ভাব তাহে সার,
আধার প্রভেদমাত্র তাহে।
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার!
লীলার তরঙ্গ যবে বহিবে যৌবনে,
ভক্ত সনে,
দেহে নানা ভাব পাইবে বিকাশ,
নিষ্কাম ব্রজের সেই ভাব সমুদয়।

বৈরাগ্য। কহ দেবি! ঘুচুক সংশয়,
রাধাভাবে কেন দয়াময়?
গোলোকে দেখি নি হেন লীলা,
পুরুষ-প্রকৃতিভাবে, তত্ত্ব কিবা তার?

ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেমে বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
না করিত সুখের কামনা;
নিষ্কাম রাধার প্রেম,
কিন্তু শতগুণে সুখের পয়োধি
উথলিত হৃদয়ে সবার।
'হ্লাদিনী' শক্তির আধার
রাধা-প্রেম, রাধা-ভাব বিনা
নাহি হয় অনুভব।
পেতে সেই প্রেমের আস্বাদ
কালাচাঁদ শ্রীরাধার ভাবে।
সেই প্রেমে জগৎ মাতিবে
প্রেমময়ী কিশোরীর প্রেম;
গৌরাঙ্গ উদয়—
বিলাইতে সে প্রেমের কণা।
মুক্তি তুচ্ছ করিবে মানব,
প্রেমার্ণবে আমরা ভাসিব সুখে;
চল হেরি বাল্য-প্রেম বামনের লীলা!
(নেপথ্যে।) হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল!
শুন হরিধ্বনি উঠে পুনঃ পুনঃ।

বিবেক। তবু মম না ঘুচে সংশয়,
বাৎসল্যভাবের লীলা কোথা সমুদয়?

ভক্তি। ভাবুক-হৃদয় হেরেছে সকল লীলা,
মৃত্তিকা-ভক্ষণে কৃষ্ণের বদনে,
চতুর্দ্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী;
মৃত্তিকা-ভক্ষণে শচীর কুমার
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে।
মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান্,
সবিস্ময়ে জনক-জননী
শুনিল নূপুরধ্বনি—
নূপুরবিহীন পায়।
যথা গোপ-গৃহে মাখন-হরণ,
ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
খাদ্যদ্রব্য চুরি করে হরি।
প্রেমের কৃত্রিম কোপে, ধায় প্রতিবাসী
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শশী,
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ;
দম্ভের দলন দানব-নাশন
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়,
হেরে মুখ প্রেমে গ'লে প্রাণ,
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান,
যার দ্রব্য যায়, সেই পুন চায়—
আসি পুনঃ করুন হরণ।
গোষ্ঠলীলা শিশুসনে খেলা,
সখ্য প্রেম-বিতরণ প্রেমিকের সনে,
মধুলীলা—ভাতিবে যৌবনে।
চল চল বামন-দর্শনে,
বিলম্ব না কর আর।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর

নিমাই, প্রতিবাসিনীগণ ও শচীর প্রবেশ

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা!
১ প্রতি। এ সুখের দিনে
কেন কাঁদ শচীদেবী?
শচী। মা গো! পোড়া আঁখি নিবারিতে নারি,
নিমাই আমার সেজেছে সন্ন্যাসী,
তাই গো মা, আঁখিজলে ভাসি,
কত কথা পড়ে মনে মা আমার,
যোগিবেশে বিশ্বরূপ ভিক্ষা চেয়েছিল;
আহা! বাছা কোথা চ'লে গেল,
সেই বেশ নিমাইয়ের আজি হেরি!
মাণিক-কাঞ্চন প'রে
কার পুত্র হেন রূপ ধরে,
হেরে নারি ফিরাইতে আঁখি!
ভাবি তাই,
এ নিধি কি নিরবধি রবে মম কোলে?

১ প্রতি। শুভদিনে চোখের জল ফেল না।

শচী। বাবা, ভিক্ষা কর!

নিমাই। ভিক্ষা দাও মা!

১ প্রতি। নিমাই! তোর সেই ছড়াটি ব'লে ভিক্ষা কর!

নিমাইয়ের গীত

বারোঁয়া মিশ্র—একতালা

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী, ফিরি কেঁদে কেঁদে॥
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
ওগো তাই তো আসি, দেখ্ মা উপবাসী।
দেখ্ মা দ্বারে যোগী, বলে 'রাধে রাধে'॥
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনাতীরে,
আঁখি-নীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে॥

ভিক্ষা দেওন

নিমাই। আমি ছড়া বল্লেম, তোমরা হরি হরি বল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নিমাই। রাধে রাধে!

চক্ষু মুদ্রিত করণ

শচী। ও মা! ছেলে অমন হ'ল কেন গো? নিমাই, নিমাই!

নিমাই। কৈ মা, আমার রাধা কৈ মা?
যোগী হয়ে তবু রাধার
পেলেম না চরণ;—
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার, প্রাণধন!
বদন তোল দেখ লো কিশোরী,
ভিক্ষা দেহ মান, ধরি পায়ে ধরি।
ওহো কি হ'ল, কি হ'ল,
প্যারী কোথা গেল,
রাধে, দেখা দাও,—দেখা দাও,
হেরি চাঁদবদন!
না পাই নিদর্শন শূন্য মন,
দেখ ঝরে দুনয়ন,
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার, প্রাণধন!

শচী। ও মা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

নিমাই। না মা, আমি ছড়া বলচি।
মম প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই,
লুকাল কোথায়, কোথা দেখা পাই!
মরি দেখ দেখ, রাই রাখ, রাই রাখ,
কিশোরী, শিরে ধরি শ্রীচরণ।
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য নিধুবন,
কোথা রাই আমার, জীবনের জীবন;
কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
কোথা রাই আমার প্রাণধন।

শচী। না বাবা! আর তোর ছড়া বলায় কাজ নেই।

মিশ্রের প্রবেশ

মিশ্র। ও গো! তোমরা সর, কতকগুলি বিদেশী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছেন। আমি কোনমতে তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পার্‌লেম না। তাঁরা সব হরিবোল দে আস্‌ছেন, দেবতার ন্যায় রূপের জ্যোতি, আমার নিমাইয়ের জন্মদিনে তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হরিধ্বনি করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে দেবদেবীগণের প্রবেশ

সুরট-মিশ্র—একতালা

পুরুষগণ।—
চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নব বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ।—
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জচারী॥
নিমাই।—
জয় রাধে, শ্রীরাধে।
পুরুষগণ।—
ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
স্ত্রীগণ।—
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
পুরুষগণ।—
দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
স্ত্রীগণ।—
ব্রজবিহারী, গোপনারী-মান-ভিখারী।
নিমাই।—
জয় রাধে, শ্রীরাধে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখ

শ্রীবাস, অদ্বৈত ও মুকুন্দ

শ্রীবাস। কেবা হরিদাস?
অদ্বৈত। মহাবিষ্ণুপরায়ণ যবন-শরীরে;
প্রভুর মহিমা কিবা, সীমা কত তার,
শ্রেষ্ঠ নীচ নাহিক বিচার,
ভক্তি যথা তথায় বিরাজমান।
ভক্তিপণে হরিদাস নামেতে যবন
কিনিয়াছে নারায়ণ,
অদ্ভুত কথন তাঁর আচরণ।
নবাব শুনিল তাঁর হরিভক্তি কথা,
বাঁধিয়ে আনিল দরবারে;
মহারোষে হরিদাসে করিয়া তর্জ্জন
কহিতে লাগিল, "এ কি আচরণ তোর,
কাফেরের ধর্ম্ম কেন নিলি?"
হরিদাস করিল উত্তর,
"প্রভু পরাৎপর—
নানারূপে করেন বিহার,
নীচের উদ্ধার হেতু আকার তাঁহার;
এক বিভু ভিন্নমাত্র ভক্তের কারণ।
দয়াময় যেইরূপে দেন যারে দেখা,
সেই তাঁরে পূজে সেই ভাবে।
নাহি হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবন,
যেই পূজে সেই নিরঞ্জন,
নরদেহ সার্থক তাহার।
মনের বিকার—উচ্চ-নীচ অভিমান;
যেইরূপে দয়াময় করেছেন দয়া,
সেইরূপে পূজা করি তাঁর।"
শ্রীবাস। সাধু সাধু,
কে বুঝিবে প্রভুর করুণা।
অদ্বৈত। সার কথা মূঢ় নাহি শুনে;
কাজীর মন্ত্রণা শুনে—
আজ্ঞা দিলা অনুচরে,
"বাজারে বাজারে কর প্রহার নফরে;
তাহে যদি রহে এর প্রাণ
তবে ত জানিব ওর হরি।"
দুষ্ট দূতগণ করিয়ে বন্ধন
প্রহার করিল কত;
হরিদাস প্রভুপদে আশ
নাহি গণে যতেক তাড়না;
মনে মনে করিল কামনা,
'দয়াময়, অজ্ঞান এ অনুচরগণ
তাই মোরে করিছে পীড়ন,
অপরাধ মার্জ্জনা করহ সবাকার।'
শ্রীবাস। বৈষ্ণবের চূড়ামণি, যবন সে নয়।
এবম্বিধ সাধুর কৃপায়—
কলিযুগে তরিবে মানব।
শুনি কিবা হ'লো অতঃপর?
অদ্বৈত। হরিপদে মতি-গতি যার,
কি করিবে যবন তাহার?
পুষ্প-বরিষণ সম সহিল প্রহার;
চমৎকার নবাব মানিল,
পদে ধ'রে মিনতি করিল।
মিষ্টভাষে হরিদাস তুষিল সবারে।
শ্রীবাস। হায়! কত পুণ্যফলে
হেন ভক্তি মিলে।
অদ্বৈত। শুনি সেই সাধূত্তম আসিবে হেথায়?

অনুগ্রহে তাঁর—
ভক্তিবৃদ্ধি হবে মো-সবার,
ছিল কলুষিত বেশ্যা এক জন,
হরিদাসে করি দরশন
দিব্যজ্ঞান জন্মিল তাহার;
এ-ও এক অদ্ভুত কথন।

শ্রীবাস। কিবা এর বিবরণ?

অদ্বৈত। কোন মূঢ়জন
হরিদাসে করিতে ছলন,
কুটীরে তাঁহার
পাঠাইয়ে দিলা বারনারী।
হরিদাস জিজ্ঞাসিল—"প্রয়োজন?"
পাপ অভিপ্রায় বেশ্যা করিল প্রচার।
বৈষ্ণবের নাহি কোন মনের বিকার,
কহিল তাহারে,—"বস তুমি,
করি জপ সমাপন।"
হরিধ্যানে হ'লো নিশা অবসান।
পরদিন আসিতে বলিল তারে,
সে রাত্রিও গেল সেইরূপে।
পররাত্রও সেরূপে কাটিল!
বারাঙ্গনা আশ্চর্য্য মানিল,
পদতলে হইল লুণ্ঠিত;
হরিমন্ত্র দিল হরিদাস,
পাপক্ষয় হ'লো তার।
এবে বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী,
হয়ে সর্ব্বত্যাগী হরি-পদ-অনুরাগী,
দিবানিশি করে সে সাধন।

শ্রীবাস। দেখ, লৌহ হইল কাঞ্চন
অয়স্কান্তমণির পরশে।
কত দিনে আসিবে সে মহাজন?

অদ্বৈত। কত দিন না জানি নিশ্চয়,
শুনি শীঘ্র আসিবেন নদীয়ায়।

বাজার করিয়া প্রতিবাসীগণের প্রবেশ

১ প্রতি। বলি হাঁ হে, তোমরা কাউকে ঘুমুতে দেবে না? যদি পাঁচজন মিলেছ তো শেয়ালের মত ডাক তুলেছ! চিক্কুড়ি না কর্‌লে কি তোমার হরি শুনতে পায় না? (মুকুন্দকে দেখিয়া) এই যে তুমি জুটেছ! দেশটা মজালে আর কি। ভাল মানুষের ছেলে, কাজ গেল, কর্ম্ম গেল, গাধার ডাক ডাক্‌তে দলে নিয়ে নিয়েছ আর কি।

মুকুন্দ। কেন মশাই, আমরা কেবল হরি-গুণ-গান করি বই তো না?

১ প্রতি। হরিগুণ-গান কর তো গাধার মত চেঁচাও কেন?

শ্রীবাস। সংকীর্ত্তন করি।

১ প্রতি। কেন মনে মনে হরিনাম কর্‌লে হয় না? তোমরা যে সব নূতন শাস্ত্র ক'রে তুল্‌লে হে? এত বদিয়াতী কর্‌লে লোক টেঁকতে পার্‌বে কেন? তোমাদের চিক্কুড়িতে কি রাতদিন লোক ঘুমুবে না? আর কীর্ত্তনের তো মাথা-মুণ্ডও কিছু বুঝতে পারি না, "প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে" ও তো টপ্পাবাজি, অমন চেঁচামেচি কর্‌লে কিন্তু ভাল হবে না বাপু! মানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে একটু আলিস্যি রাখবে, না অম্‌নি ডাকাত-পড়া চীৎকার তুললে।

মুকুন্দ। গীত

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা

আর ঘুমা'ও না মন।
মায়া-ঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥
কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে,
চাহ রে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে,
নিত্যানন্দ হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন॥

১ প্রতি। বলি, তোমরা নেহাত বেহায়া। বলি, বৈষ্ণব হ'লে কি জেগে ঘুমায়? 'ঘুমুও না মন; ঘুমুও না মন' করচ। আমি তোমাদের পরিষ্কার বল্‌ছি বাপু, নদেয় ও সব হবে না।

শ্রীবাস। কি বলেন, নদে হরিনামের স্থান, নদেয় হবে না তো কোথায় হবে?

১ প্রতি। আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি, গ্রামের পাঁচ জনের কাছে যাই; বলি গে যে, গাধার ডাক ডাক্‌বেই ডাক্‌বে, তোমরা থাক্‌তে পার থাক।

[প্রথম প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শ্রীবাস। দীননাথ!
কত দিনে হরিভক্তি উদয় হইবে,
হরিনামে মাতিবে নদীয়াবাসী।

সবে মিলে হরিগুণ গাবে,
পশু পক্ষী পতঙ্গ তরিবে,
পুলকে উঠিবে হরিধ্বনি;
হরি-প্রেমপ্রবাহ বহিবে
গোলোক অবনী হবে,
প্রস্তরে বহিবে প্রেম-নীর।
অদ্বৈত। দিব্যচক্ষে করি দরশন,
নাহি বহুদিন আর—
ভবে হরিনাম ত্বরায় প্রচার হবে।
মত্ত হয়ে হরিগুণ গেয়ে
ভুঞ্জিব দিবস-নিশি।
বৈষ্ণবের কিবা আছে ভয়?
প্রাণ হরিময়
হরিধ্বনি কর প্রাণ ভ'রে।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!
নেপথ্যে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!
অদ্বৈত। আহা!
কে বিদেশী, সুমধুর স্বরে
হরিনাম করে প্রাণ ভ'রে!
বৈষ্ণবের প্রায়, জ্যোতির্ম্ময় কায়,
হবে কোন মহাজন।

হরিদাসের প্রবেশ

হরি। মহাশয়! আইলাম হরিনাম শুনে,
হরিভক্তগণে করিবারে দরশন,
আজি মম সফল জীবন,
সাধুসঙ্গ হ'লো লাভ।
কহ কৃষ্ণকথা,
তৃপ্ত কর মনের পিপাসা,
হরিদাস নাম মম।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
অদ্বৈত। পবিত্র নদীয়া-পুরী।
এই সেই মহাজন ভক্তির আধার।
যদি মম ধামে হইলেন অধিষ্ঠান,
হরিগুণ-গান শুনি তব মুখে।
হরিদাস। ভক্ত-সহবাসে
পবিত্র হইব—অভিলাষ।
অদ্বৈত। ভাগ্য মো-সবার,
যাবে দিন বৈষ্ণব-সেবায়।
হরিদাস। আছে এক বাসনা আমার,
নবদ্বীপে হরিনাম হইবে প্রচার,
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
প্রচারক লয়েছে জনম,
আসিয়াছি তাঁর দরশনে।
শ্রীবাস। মহাশয়, কেবা প্রচারক—
কত দিনে হরিনাম হইবে কীর্ত্তন?
মহোৎসবে মিলিবে বৈষ্ণব
মহানন্দে হরিনাম-রব
তুলিবে গগনপথে।
হরিদাস। শুন বিবরণ,
কালি সন্ধ্যাকালে বসিলাম ধ্যানে
মানস নয়নে—
হেরিলাম অপূর্ব্ব মূরতি—
দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ সে পুরুষ,
যেন সুমধুর ভাষে সম্ভাষি আমায়,
নদীয়ায় আসিবারে দিলা উপদেশ,
কহিলেন,—'নরদেহ করেছি ধারণ
হরিনাম বিতরণ হেতু,
কিন্তু কাল পূর্ণ হয় নি এখন,
চারি দিক্ হ'তে যবে আসিবে বৈষ্ণব,
নদীয়ায় একত্রে মিলিবে,
নামোৎসব হবে সেইকালে।'
অদ্বৈত। বলিয়াছি, বলিয়াছি,—তোমা সবে।
কৃষ্ণচন্দ্র আপনি আসিবে,
হরিনামে হবে ধরা মাতোয়ারা,
শুনহ প্রমাণ তার মহাজনমুখে।
কিবা ভয় আর?
আর না মানিব মানা,
এস প্রাণ ভ'রে করি হরিধ্বনি।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!
২ প্রতি। প্রভু, সংশয়সাগরে
আলোড়িত মন মম,
নিবেদন পদে—
ভক্তির প্রসঙ্গ কিছু করিব শ্রবণ।
হেরি মহাশয়-মহাজ্ঞানী,
বলুন আমায়
জ্ঞান বিনা ভক্তি কোথা পায় স্থান?
হরিদাস। ভক্তিতত্ত্ব কৃপায় সুধাও,
শুন কহি সাধ্যমত।
কষ্টসাধ্য জ্ঞান-উপার্জ্জন,
নীরস সাধন—মদন-দহন করি।
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন;
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিহীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী।

রসে দিবানিশি ভাসে
এ সাধন মদনমোহন করি
রূপ আজ্ঞাকারী
প্রয়োজনবিহীন কামনা,
নব ভাবে নিত্য উত্তেজনা
অনন্ত—অনন্ত নবভাব।
মানবের পরম বৈভব,
ভোগ, মোক্ষ, পদানত,
সীমাশূন্য ভক্তির মহিমা।

২ প্রতি। জ্ঞান বিনা ভক্তি হৃদে
কেমনে জন্মিবে,
জ্ঞানে করি বস্তুর বিচার,
ভক্তিসার জ্ঞানেই বুঝিব,
জ্ঞান বিনা ভালমন্দ বিচার কে করে?

হরিদাস। ভক্তির মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত ভুবনে,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ইথে,
যথা প্রাণ চায়, প্রাণ তথা ধায়
হেতু বস্তু না করে বিচার।
আকর্ষিত প্রাণ, নাহি হিতাহিত জ্ঞান,
শুভাশুভ নাহি প্রয়োজন,
ভক্তিই জীবন—ভক্তিই ভক্তির হেতু।

৩ প্রতি। সঙ্গত এ নয়,
যথা প্রাণ ধায়
তথা যদি করিব গমন,
বুদ্ধিবৃত্তি সব অকারণ,
কেমনে বা হবে রিপুর দমন?

হরিদাস। শুভাশুভ যে করে বিচার,
বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তার,
ইন্দ্রিয়-দমনে সেই হয় যত্নশীল।
কিন্তু যেই আকাঙ্ক্ষাবিহীন
কোন্ শক্তি তার প্রয়োজন?
ভেবে দেখ মনে,
বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
অহেতু যাইত কৃষ্ণে করিতে দর্শন,
কলঙ্ক রটিল, তাহা না মানিল,
কৃষ্ণ বিনা দিবানিশি করিল রোদন,
তবু কোথা কৃষ্ণধন, কোথা কৃষ্ণধন,
দিবানিশি বলিল বদনে।
কৃষ্ণধন সার,
হিতাহিত নাহিক বিচার,
জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব;
বিনা বস্তুর বিচার
ভক্তিলাভ করেছিল অনায়াসে।

২ প্রতি। দেব! ক্ষমুন আমায়,
ব্রজাঙ্গনাগণে
সুখী হ'ত কৃষ্ণ দরশনে
তাই কৃষ্ণে করিত কামনা।

হরিদাস। ব্রজাঙ্গনাগণে
কৃষ্ণ দরশনে অবশ্য হইত সুখী,
বিরহ-বেদনা হ'ত প্রাণে,
তথাপিও দুরূহ বিরহ
হৃদিমাঝে দেছে স্থান।
জ্ঞান অবশ্যই কয়,
যাহে দুঃখ হয়, কর তাহে পরিত্যাগ।
কিন্তু ব্রজে হের ভাব
নিত্য নব-রাগ, সুখ দুঃখ নাহিক বিচার,
সুখে দুখে কৃষ্ণময় প্রাণ
সুখে দুঃখে কৃষ্ণগুণগান,
প্রাণ অনুগামী
অন্য যুক্তি গোপী না মানিত।

শ্রীবাস। মিথ্যা কেন করিবে বিচার,
এস সংকীর্ত্তন করিব সকলে।

২ প্রতি। আজি মম নূতন জীবন,
হরিবোল, হরিবোল!

অদ্বৈত। এস প্রভু, বাটীর ভিতর,
রুদ্ধদ্বারে করি সংকীর্ত্তন,
নহে পাষণ্ড করিবে জ্বালাতন।

[সকলের প্রস্থান।

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

জগাই। আজ তোরে আমি দিব্বি ক'রে বল্‌চি, এক এক শালাকে ধরব, আর এক এক পাত্র গালে ঢেলে দেব।

মাধাই। আর আমি একখানা পাঁটার হাড় গুঁজে দেব। শালারা ভোর দিন মালপো ঠুস্‌ছে, আর চেল্লাচ্ছে।

জগাই। চেল্লায় কেন জানিস্? খিদে বাগিয়ে নিচ্চে; ব্যাটারা হাড়িকাঠ দেখলে চোখে হাত দেয়, আর কপালের উপর হাড়ি-কাঠ আঁকে।

মাধাই। তুমিও যেমন, শালাদের সব ভণ্ডামী। তুই বল্‌চিস্ মদ দিবি, লুকিয়ে শালারা সের সের মদ খায়। বেটারা বদ্‌মাইসের যাসু, এমন বিপরীত গানও শুনি নি।

জগাই। আমি বলি, এক এক শালাকে ধরি, আর কামড়ে চাট করি। ওই নিমাই পণ্ডিতটার কি ঠাওরালি, ওকে দলে নিতে পারবি? ব্যাটা ত বৈষ্ণবের সঙ্গে লাগতো, কিন্তু মদে বড় এগোয় না।

মাধাই। ভয় ভাঙ্গেনি, (দোর ঠেলিয়া) এই রে, শালারা দোর দিয়েছে, মদ দে।

জগা। গিল্লি—আর পাব কোথা?

মাধাই। তবে তুই কি ভণ্ডামী কর্‌তে এলি? চল, মদ নিয়ে আসি—দোরে বমি ক'রে দে যাব। (নেপথ্যে খোলের শব্দ) এই রে, শালারা সুরু করেছে, দাঁড়া, মদ নিয়ে আসি, আজ দোর ভেঙ্গে ঢুক্‌বো। শুনচি, বেটারা ভোর দিন চীৎকার করচে, সেই সকালে আরম্ভ করেছে, আর এই ভোর ফের হয়। গোটা দুই কলসী তুলে আনি গে, চল, আজ শালাদের ধর টিকি, মার কিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

মালিনী আসীনা

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কি মালিনি! এখানে ব'সে রয়েছ কেন?

মালিনী। দেখ, আমি একছড়া মালা গেঁথে এনেছি, সকলে তোমায় চন্দন মাখিয়ে দেয়, মালা পরিয়ে দেয়, আমার সাধ হয়েছে, তোমায় এই মালা ছড়াটি পরাই। আমি বড় সাধ ক'রে গেঁথেছি, তুমি পরবে?

নিমাই। দাও। (মালা পরাইয়া দেওন) কি দেখছ মালিনি?

মালিনী। কি দেখি! কি দেখি আর! তোমায় দেখছি। আহা! এমন ত আমি কখন দেখি নি! আহা, কি রূপ! আমি কত কোটি জন্ম পুণ্য করেছিলুম, আমার প্রাণ ভ'রে গেল। আহা! কি মধুর বংশীধ্বনি! প্রভু! আবার বাজাও, মরি মরি, প্রাণ ভ'রে গেল।

শচীর প্রবেশ

শচী। ও মা, এ কি? নিমাই—বাবা!

নিমাই। (ভাবাবেশে) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারি,
হের, করজোড়ে ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার,
দানবসংহার হেতু।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান।

শচী। নিমাই, নিমাই, বাবা, এ কি?

নিমাই। দেখ দেখ; খোলহ নয়ন,
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দরশন,
কেবা পিতা-মাতা, কেবা পুত্র-ভ্রাতা,
বহুরূপে আমিই সংসারে।

শচী। সর্ব্বনাশ! কি হ'লো আমার!
নিমাই, নিমাই! স্থির হও বাপধন!

নিমাই। কেবা তুমি, কে তব নিমাই!
একা আমি অন্য আর নাই,
বহুরূপা প্রকৃতি-নর্ত্তকী।

শচী। ও মা, কি হ'লো আমার!
ডাকিনী কি পশিল নিমায়ে?
কিংবা বায়ু-রোগ হ'লো,
এ কি মোর বিড়ম্বনা!

নিমাই। অনন্তশয্যায় মগ্ন একার্ণব-মাঝে,
যোগমায়াবলে, পদসেবা ছলে
ব'সে লক্ষ্মী পদতলে;
কে করে নির্ণয়—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্ত্তেকে;
মায়ায় সৃজন, মায়ায় পালন,
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক মায়া—বহু আবরণে;
যুগ বর্ষ পল মায়ায় সকল,
মায়াবলে স্থান-নিরূপণ,
ভ্রান্তিরূপা মায়ায় প্রভেদজ্ঞান।

প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ

প্রতি। দেবি! কি হয়েছে পুত্রের তোমার?

শচী। না জানি কি হ'লো, বাছা ঘরে এলো,
কিবা বলে বুঝিতে না পারি।
কহে "একমাত্র আমি নিরঞ্জন,
একা আমি, কিছু নাহি আর—
মায়াবশে ভেদজ্ঞান।"

নিমাই। বাসনায় জগৎ সৃজন,
কর জীব বাসনা-বর্জ্জন,

নিত্যধন পাবে অনায়াসে;
বাসনায় মনের জনম,
মন সৃষ্টি করে এ শরীর।
অনন্ত বাসনা উঠে তার,
ভাসে মন বাসনা-সাগরে।
মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে,
শিব ভুলি হয় জীব।
আমি আমি—জন্মে মহাভ্রম,
সুখ-আশে দুঃখে নিমগন,
গতাগতি দুর্গতি অপার,
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্ম-মৃত্যু সহে অনিবার,
নিস্তারের না ভাবে উপায়।
জীবে কৃপা করি,
আসিয়াছি নরদেহ ধরি,
হরিনামে হরিব জীবের মোহ;
তাপিত যে জন—লহ রে শরণ
বন্ধন ঘুচিবে তোর।

শচী। দেখ সর্ব্বনাশ!
শুন শুন পুত্রের বচন।

নিমাই। বাজায়ে বাঁশরী বৃন্দাবনে ফিরি,
গোপাল-গোপীর প্রেমদায়ে,
যেবা প্রেম চায় বিলাই তাহায়,
দূরে যায় সংসারবাসনা তার,
অনিবার বহে প্রেমধার,
আয় দিব কে আছ পিপাসী।

প্রতি। শচীদেবী, করি নিবেদন
পূর্ব্বকথা করহ স্মরণ,
বাল্যকালে রোদন করিত পুত্র তব,
শান্ত হ'তো হরিনামে।
হরিনামে হবে রোগ-উপশম,
এস সবে করি হরিধ্বনি।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নিমাই। উচ্চশব্দে কর হরিনাম,
নাম বিনা নাহি আর,
নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাম,
নাম উচ্চ, উচ্চ নাহি নাম হ'তে—
গাও হরিনাম, জপ হরিনাম—
হরিনাম বল অবিরাম;
নামে মোক্ষ—সংশয় নাহিক তায়।
যেই নাম গায়,
তায় আমি প্রসন্ন সর্ব্বদা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

শচী। নিমাই, নিমাই, কেন হলি রে এমন,
বাপধন! অন্ধের নয়ন তুই;
দেখ দুঃখিনী জননী তোর করিছে রোদন।

নিমাই। (ভাবাবসানে) মা! মা! কেন এত
লোক-সমাগম?

শচী। নিমাই! নিমাই!
কে তোরে কি করেছিল বল,
কেন তোর হ'লো ভাবান্তর?

নিমাই। ভাবান্তর কিবা মাতা?

শচী। বাপধন, অঞ্চলের নিধি!
কেন কর অভাগীর সর্ব্বনাশ?
আয় বাছা!
গেল দিন, কর নি ভোজন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

জগাই। দেখ্ ভাই, ব্যাটাদের টিকিতে চালতা বেঁধে তাড়া দেব।

মাধাই। আমি ধরতে পার্‌লেই শালাদের তিলক চেটে নেব; গোঁপ কামিয়ে শালারা সব সখী হয়, কোন শালা বৃন্দে, কোন শালা ললিতে—নন্দের ব্যাটার আর গলায় দড়ি জোটে নি।

জগাই। তুই নিমাই পণ্ডিতের বে'তে গিয়েছিলি?

মাধাই। পাঁটার রোঁ গাছটা নেই, গিয়ে কি কর্‌বো? আমি কলসী ক'রে পাঁটার রক্ত ধ'রে রেখেছি, অদ্বৈতের বাড়ীর দোর-গোড়ায় ঢেলে দেব। দেখ্, ব্যাটা গয়া থেকে এসে পালে মিশে গেছে, আগে নিমাই পণ্ডিতটাকে দেখলে শালারা পালাতো। কি বাবা, নেড়ানেড়ীর হেঙ্গাম নদেয় এল?

জগাই। নিমাইটাকে দলে নিতে পারিস্? ওটা খুব জাঁহাবাজ আছে।

মাধাই। এক দিন ছটাকখানেক মদ আর একখানা পাঁটার মিটুলি দিতে পারিস্? নিমাইটাকে পেলে ব্যাটাদের ঘরে ঘরে তাড়া করি, বলি 'তর্ক কর'।

জগাই। ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে গেছে, দু-দুটোর বে'তে দু'হাতে খরচ করেছে, এখনো বোধ করি, পোঁতা টাকা আছে। দেখ্, বাড়ীতে যেন সদাব্রত, যে ব্যাটা যায়, হেউ ঢেউ খেয়ে এসে। বামুনবৈষ্ণব হ'লে তো সিকিটে আধুলিটে দক্ষিণাও মেরে দিলে।

মাধাই। চল্ না, একদিন রাত্রিতে ব্যাটার বাড়ী গিয়ে পড়ি।

জগাই। না রে, দলে নিয়ে নে, সব রকমই চল্‌বে। ব্যাটা, এখন খুব পণ্ডিত হয়েছে। এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছিল, দু'কথায় 'থ' বানিয়ে দিলে। দেখ্, এক ব্যাটা সন্ন্যাসী আস্‌ছে, ব্যাটার ঠেঁয়ে ঝুলি কেড়ে নেওয়া যাক্, বুঝি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী থেকে আস্‌ছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জয় হোক্—জয় হোক্—বহু-কাল এমন চর্ব্ব্যচুষ্য আহার হয় নি।

মাধাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর! প্রণাম! আমার পেটে শূলব্যথা আছে, ভাল ক'রে দিতে পার?

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমি ভিকিরী, আমি কি ওষুধ জানি?

মাধাই। না না, জান বই কি।

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই, ওষুধপত্র কিছুই জানি না।

মাধাই। তা এক ছিলিম গাঁজা টেনে যাও।

সন্ন্যাসী। না বাবা। আমি গাঁজা খাব না।

মাধাই। খাবে বই কি, ব'সো না! জগা, গাঁজা সাজতো।

জগাই। এই যে টিপ তোয়েরি।

মাধাই। ব'সো ঠাকুর, ব'সো, ঝুলি রাখ, বেশ ভাল ক'রে ব'সো।

[জগাইয়ের ঝুলি লইয়া প্রস্থান।

সন্ন্যাসী। ও কি, ঝুলি নিয়ে যাও কোথা?

মাধাই। এই তোমার বাসায় রাখতে চল্‌লো আর কি।

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমার ঝুলি দাও।

মাধাই। শালা, আমি নিয়েছি—তবে রে শালা—

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! বলি বাবা! আমি বড় গরীব বাবা।

মাধাই। মার শালাকে।

সন্ন্যাসী। বাবা রে,—বাবা রে।

[সন্ন্যাসীর বেগে প্রস্থান।

জগাইয়ের পুনঃ প্রবেশ

মাধাই। জগা! ঝুলিটে কোথায় রাখলি?

জগাই। আধুলিটে বার ক'রে নে ফেলে দিয়েছি, আর কি। দাঁড়া, আজ সব শালা নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছে, এই পথ দে ফিরে যাবে।

মাধাই। শালাদের যে ধরতে পারি নি, ধরতে পার্‌লে বুঝি। জগা, তুই কাল কোথা ছিলি? আমি একটা গয়না-গাঁটি শুদ্ধ ছুঁড়ী ধ'রেছিলুম, বড় মাতাল ছিলুম, হাত ছাড়িয়ে পালালো।

জগাই। আমিও মাঠে গিয়েছিলুম, দু'-শালাকে ধর্‌লুম, কিন্তু কিছু আদায় হ'লো না।

মাধাই। নিধিরাম বাঁড়ুয্যের ছেলে ব্যাটাকে ধর্‌তে পার্‌লি নি? তা হ'লে দিন কতক সুবিধা হ'তো।

জগাই। না, সে ব্যাটা নেহাত বেল্লিক, সে ছোঁড়া নিমাই পণ্ডিতের টোলে গেল।

মাধাই। মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে সে ব্যাটার কাজ?

জগাই। সাধ্যি কি!

মাধাই। দ্যাখ্ জগা, গাছে উঠি আয়।

জগাই। কেন রে, তুই বাঁদর নাকি? গাছে উঠ্‌বি কেন?

মাধাই। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পাবে, এদিক দিয়ে কেউ যাবে না।

জগাই। না না, এই আড়ালে দাঁড়াই আয়, আমার পা টলছে, গাছে উঠতে পারবো না।

মাধাই। কে দু'ব্যাটা আসছে দেখ্, টিকি-দাস ভট্‌চায্।

জগাই। ও ব্যাটাদের নিয়ে খানিক রঙ করা যাবে এখন।

দুইজন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

১ ভট্টা। ওহে! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথা বলতে পার?

জগাই। নিমাই পণ্ডিত?

১ ভট্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত যে।

জগাই। (ক্রন্দনের সুরে) সে যে আজ দু'দিন মারা গিয়েছে। আহা! বড় পণ্ডিতই ছিল বটে, জ্বরবিকার হ'লো, আর নাই।

ইত্যবসরে মাধাই কর্ত্তৃক উভয়ের টিকি বন্ধন

১ ভট্টা। সে কি?

জগাই। আর সে কি।

২ ভট্টা। না, ও মিছে কথা, দেখতে পাচ্ছ না, ব্যঙ্গ করচে, ওরা বেল্লিক।

জগাই। ভট্‌চায্‌, 'বেল্লিক' বল্লে, একপাত্র মদ খেয়ে যেতে হবে। মেধো! দে' ত একপাত্র মদ।

মাধাই। ভট্‌চায্‌, খাও।

১ ভট্টা। আরে রাম রাম।

২ ভট্টা। আরে চৈতন বেঁধেছে।

জগাই। আরে ধর শালাকে।

১ ভট্টা। আরে গিছি, গিছি, গিছি—ভট্টাচার্য্য এদিকে, ভট্টাচার্য্য এদিকে।

মাধাই। যাবি কোথা শালা, মদ খেয়ে যা।

২ ভট্টা। আরে র—আরে র—

জগাই। ধর্‌ শালাকে—ধর্‌ শালাকে—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মিশ্রের বাটী

শচী ও শ্রীবাস

শচী। শুনহ বৈষ্ণবচূড়ামণি,
মম সম নাহিক দুঃখিনী,
জন্ম গেল কাঁদিতে কাঁদিতে।
বিশ্বরূপ ছেড়ে চ'লে গেছে,
সে শেল রয়েছে—
পতি-শোকে সদা দহে প্রাণ!
রূপগুণযুতা
বধূমাতা আনিলাম ঘরে,
যমে নিল হ'রে,
সে শোক ভুলিতে নারি।
মন্ত্রণা করিয়ে, পুন বধূ আনিলাম গৃহে,
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,
নাহি জানি কি দুর্গতি হবে তার।
গিয়েছিল গয়াধামে নিমাই আমার,
না জানি কি বিষম বিকার
উঠিল অন্তরে তার!
সদা মৌন রয়, কথা নাহি কয়,
কভু হাসে, কভু কাঁদে পাগলের প্রায়;
রজনীতে আচম্বিতে করে গো চীৎকার,—
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা বাপ আমার!"
শতধার নেত্রদ্বয়ে বহে,
কভু মূর্চ্ছা হয়ে লুটে ভূমিতলে,
সবে বলে বায়ুগ্রস্ত কুমার আমার;
যেবা হয় কর প্রতিকার।
প্রাণ আমার বুঝাইতে নারি,
বুঝি ডাকিনী-যোগিনী লঙ্ঘিল বাছায়,
কি উপায় করিব না জানি।

শ্রীবাস। নাহি ভাব, শচী ঠাকুরাণী!
যে বিকার পুত্রের তোমার,
ব্রহ্মা শিব সদা বাঞ্ছে তাহা;
কৃষ্ণ নাম মুখে সদা যার
রোগ কোথা তার,
কেন বৃথা বিপদ্‌ আশংকা কর?
পুত্র তব মহা গুণবান্‌
কৃষ্ণময় প্রাণ,
তুমি পুণ্যবতী,—
তাই সতী, হেন পুত্রে ধরেছ জঠরে!
ভক্তিরসে দিবানিশি ভাসে,
হাসে কাঁদে সে কারণ,
ত্যজ শোক মন—
কৃষ্ণধন পাবে তুমি তনয়ের গুণে।
বায়ুরোগ বলে—যত জ্ঞানহীন জনে,
নাহি কর ভয়, রহ অসংশয়,
সকলি হইবে শুভ কৃষ্ণের কৃপায়,
সার্থক জীবন—যার হরিভক্তি আছে।

শচী। যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।
তাই ত্বরা ক'রে দিলাম বিবাহ পুনঃ,
কিন্তু যে আচার বধূর সহিত
দেখে মম কাঁপে বুক!
ছিল ভাল,
যতদিন গয়াধামে না যাইল।
এবে যদি বধূমাতা বসে কাছে,
কভু মৌনে রয়, কভু বা তর্জ্জন করে,
ডরে যায় পলায়ে বালিকা।

লয়ে পরের বাছায় ঠেকিয়াছি দায়!
আহা, অবোধ বালিকা কাঁদে দিবানিশি,
অভাগীর না জানি কি দশা হবে!
কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমায়ে আমার,
গৃহধর্ম্মে দেয় মন,
শুন শুন বৈষ্ণব সুজন,
আঁধার-সংসারে দীপ নিমাই আমার!
শ্রীবাস। ঠাকুরাণি! আমি কি বুঝাব,
পুত্র তব নহে সাধারণ,
হরিসংকীর্ত্তন হেতু জনম তাহার।
ভাগ্যবতী বধূমাতা তব,
হেন পতি কার ভাগ্যে ঘটে আর,
প্রসাদে যাহার—
ভবভার হইবে খণ্ডন,
ভুবনপাবন নন্দন তোমার—জেন সার।
শচী। আহা! দেখ দেখ পাগলের প্রায়
আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়,
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে?
শ্রীবাস। ভাবে ভাব বাড়িবে নূতন,
নব আকর্ষণ—
কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট পরাণ:
ঠাকুরাণি! চিন্তা কর দূর।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ধন্য তুমি, ধন্য গো জননি,
বৈষ্ণবের পদার্পণ তব পুরে।
কই প্রভু! কই মম কৃষ্ণভক্তি হ'লো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল।
বল প্রভু,
কৃষ্ণ কই, কোথা কৃষ্ণ পাব?
দেহ পদধূলি, বনমালী যেন পাই।
তুমি ভক্ত সাধুজন,
করি তব চরণবন্দন,
কৃষ্ণধন পাই যেন তব আশীর্ব্বাদে।
নাহি অন্য আশ,
যেন হই বৈষ্ণবের দাস,
অনায়াসে তাহে পাব গোলোকবিহারী।
হায় কোথা গেল হরি,
হরি, হরি, কোথা তুমি দয়াময়। (মূর্চ্ছা)
শচী। ওগো, কি হ'লো, কি হ'লো?
শ্রীবাস। নাহি ভয়, কর হরিধ্বনি।
উভয়ে। হরিবোল,—হরিবোল!—
নিমাই। আহা, কিবা সুধাময় নাম!
নাম বিনা কিছু নাহি আর,
নামের মহিমা, ব্রহ্মা-শিব দিতে নারে সীমা,
নাম সম ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর।
গাও হরিনাম,
ধরাধর শ্রেষ্ঠ হবে গোলোক হইতে।
ধন্য ধন্য ধন্য এ মানব-দেহ,
যাহে কৃপা করি ভবের কাণ্ডারী,
দিয়াছেন হরিনাম বলিতে শকতি;
ধন্য এ রসনা, যাহে হরিনাম করি গান;
ধন্যা বসুমতী, হরিভক্তি প্রচার যথায়।
হরিবোল, হরিবোল!

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। ভাল হ'লো, শচীঠাকরুণ রয়েছেন। বলি নিমাই, তোমায় কি এই নিমিত্ত অধ্যয়ন করিয়েছিলুম। শ্রীবাসঠাকুর! আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা ক'রে থাকি, কিন্তু আপনারা মিলে দেখ্‌ছি, এই সংসারটা ছারখার কর্‌লেন। আহা! স্বর্গীয় মিশ্র নিমাইকে আমার হাতে স'পে দিয়েছিলেন।

শ্রীবাস। পণ্ডিত মহাশয়! আমার অপরাধ কি? শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেছেন, আমি কি কর্‌বো?

গঙ্গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কথা আপনি অর্ব্বাচীনকে বোঝাবেন। বেগবান্ হৃদয় যে দিকে লওয়াবেন, সেই দিকেই যাবে। ওহে নিমাই! তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে,—তুমি আমার সহিত তর্ক কর, সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম প্রধান, আমায় বোঝাও, তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার কেন কর?

নিমাই। প্রভু! কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি—কি করি!
ভাবি কূলে রই—
কূলে আর রহিতে না পারি।
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।
মন প্রাণ মজেছে আমার,
বল কিবা করিব বিচার।
কৃষ্ণ সার,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর,
কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বল গো আমায়;

জন্ম'লে মরি আর তাঁর বিরহ সহিতে নারি।
হায়, কোথা তুমি হরি,
লুকাইলে মন-প্রাণ হরি,
প্রাণ যায়—দেখা দাও!

গঙ্গা। শ্রীবাস-ঠাকুর! যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি একটু অন্তর হন, আমি আমার শিষ্যের সহিত দুটো কথা কই।

শ্রীবাস। যে আজ্ঞে। (নিমাইয়ের প্রতি) সন্ধ্যার সময় দেখা হবে, তুমি তোমার অধ্যাপকের সহিত কথা কও।

নিমাই। প্রভু! আছে মম বিশেষ বারতা,
কৃপা ক'রে রাখিবেন পায়।
পাই যেন দরশন।

[শ্রীবাসের প্রস্থান।

গঙ্গা। ভাল নিমাই! যার প্রতি প্রাণ ধায়, তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই। সামান্য পুণ্যে অধ্যাপকের কার্য্যপ্রাপ্তি হয় না, তুমি সরস্বতীর কৃপায় সে পদ পেয়ে কেন অনাদর কর?

নিমাই। দেব! যথাশক্তি শিষ্যদিগের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না, এই নিমিত্ত তাদের বলেছি, স্থানান্তরে অধ্যয়ন কর গে।

গঙ্গা। কিরূপ যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর? ন্যায়, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সকলই তোমার 'কৃষ্ণ'। ধাতু জিজ্ঞাসা করলে বল, 'কৃষ্ণের ধাতু', সকল কথাতেই কৃষ্ণ। এতে শিষ্যদিগের মন কিরূপে তৃপ্ত হবে?

নিমাই। প্রভু!
শাস্ত্রমর্ম্ম এইমাত্র বুঝিয়াছি সার,
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায়, কৃষ্ণ অলঙ্কার,
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,—
কৃষ্ণের কৃপায় জীবের চেতন,
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন,
সার মর্ম্ম শাস্ত্রের এ জানি।

গঙ্গা। না না, ও ত উন্মত্ততা, ও ত প্রলাপ! সঙ্গত কথা কও, গয়াধাম হ'তে এসে তোমার মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, তোমায় এ উপদেশ কে দিলে? তোমার মা ঠাকুরুণ, তোমার স্ত্রী, তাদের আর কে আছে? তোমার মুখ চেয়ে তাঁরা আছেন, তাঁদের ভরণপোষণের ভার কি তোমার নয়?

নিমাই। প্রভু!
কেবা আমি ভার কিবা মম,
সর্ব্বশক্তি বিশ্বের আধার,
কৃষ্ণ বিনা ভার আর কার?
প্রস্তর-মাঝারে
কীটাণুরে কে করে পালন?
আমি কেবা, কি করিতে পারি,
করি, যেবা—করান মুরারি,
সকলের অধিকারী কৃষ্ণধন;
দয়াময় ভুবনপালন,
সম কৃপা সবারে তাঁহার।
জলবিম্ব প্রায় ফুটেছি ধরায়,
বল দেব, আমি কি করিব?

গঙ্গা। যথার্থই কৃষ্ণের সংসার,
পালনের ভার সত্য তাঁর;
কিন্তু নিমিত্ত বিহনে
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য নাহি হয়।
যথা সূর্য্য করিয়ে বেষ্টন
ভ্রমে গ্রহগণ,—
তেমতি সংসারে একে লক্ষ্য ক'রে
রহে যত পরিজন।
কার্য্য-ক্ষেত্রে কার্য্য বিনা কেবা রয়,
কার্য্য বিনা জ্ঞানলাভ নাহি হয়।
কার্য্যই মুক্তির হেতু,
শাস্ত্রমর্ম্ম এই সার।
কিবা কোথা দেখিলে নূতন
যাহে শাস্ত্রধর্ম্ম কর হেলা।

নিমাই। ক্ষমা কর দেব!
একমাত্র নিমিত্ত জগতে
দেখিয়াছি গয়াধামে:
বিষ্ণু-পদ করি প্রদক্ষিণ,
বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,
ক্যার্য্য কিবা সে তো সেই হরি।
হরি ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়,
প্রত্যক্ষ এ কথা,—নহে যুক্তি অনুমান।
জীবে দয়া অপার যাঁহার,
খণ্ডাইতে ভীম ভবভার,
পাদপদ্ম যাঁর বিরাজিত গয়াধামে,
দুর্দ্দৈব আমার—হেন পদে নাহি রুচি।
গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,

বিষ্ণু-পদ-পঙ্কজে করিতে মধুপান
ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী।
কত ব্রহ্মা, শিব নাহি জানি,
সবে হরিময় হরিগুণ কয়;
আমি ভাগ্যহীন নাহি চিনিলাম হরি।
হরি বল দিন গেল,
কুতূহলে নাচ হরি ব'লে,
মাতো হরিপ্রেমে মোক্ষ ঠেল পায়,
অকূল সাগরে কার্য্য দেহ বিসর্জ্জন;
গাও হরিনাম, হরি বিনা নাহি আর,
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ দেহ প্রাণ,
কর কৃষ্ণনাম;
হরি বল, গাও সে অভয় নাম।
গঙ্গা। হরি বোল, হরি বোল!
ওরে দে রে মোরে,
কোথা পেলি হরি-প্রেম?
উভয়ে। হরিবোল, হরিবোল!
গঙ্গা। ভাগ্য মানি শচীঠাকুরাণি,
পুত্র নহে সাক্ষাৎ মুরারি,
হরি বল দিন গেল বয়ে,
হে নিমাই!
শাস্ত্রমর্ম্ম তুমিই বুঝেছ সার,
আর তব সঙ্গ না ছাড়িব,
না করিব কার্য্যের গরিমা।
নিমাই। এস প্রভু!
কৃপা করি মম গৃহে করহ ভোজন।
মাতঃ!
গুরুসেবা সাধ মম, কর আয়োজন।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পথ

নিতাই

গীত

লুম-মিশ্র—একতালা

হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই,
বেলা হ'লো চল, চল গোঠে যাই,
আয় রে কানু আয়।
ওঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথপানে সবে চায়॥
বেলা হ'লো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠ রে ওঠ রে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু,
কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে
ধেনু বনে যেতে নাহি চায়॥

প্রতিবাসিদ্বয়ের প্রবেশ

১ প্রতি। বাবা, এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা! বলি, ওহে হারে রে রে রে, তোমার আবার কি ঢং?

নিতাই। আমি ভিখারী।

১ প্রতি। ভিকিরী ভিক্ষা কর, অমন 'হারে রে' কর্‌ছ কেন?

নিতাই। গীত

ভৈরবী-মিশ্র—একতালা

আমি প্রেমের ভিখারী,
কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল,
কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা,
তাই তো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥

১ প্রতি। ন্যাকামো কর্‌তে আর জায়গা পাওনি? ন্যাকা ব্যাটা! চোর না হয়ে আর যায় না।

২ প্রতি। না হে না, এক জন অবধূত দেখতে পাচ্ছ না?

১ প্রতি। আরে দূর, ও ব্যাটারা চোরের ইষ্টি!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। সার্থক জীবন,
সত্য মম ফলেছে স্বপন,
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে;
দাদা! দাদা! আর কি পালাতে পার?

নিতাই। পালাব কোথায়?
চিরদিন রেখো মোরে পায়:
দাদা ব'লে করেছ আদর,
দেখ যেন ক'রো না হে পর,
চিরাশ্রিত আমি তব।

নিমাই। তুমি সর্ব্বশুভদাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
তোমার কৃপায় হরিগুণ গাব নদীয়ায়.
হরিভক্তি মেগে লব তব পায়,
কৃপা করি ভিক্ষা কর মম পুরে.
একত্রে করিব সংকীর্ত্তন।

নিতাই। সার্থক জীবন, পাইলাম তব দরশন,
পদে তব চিরদিন ভিক্ষা আছে মম।

[নিমাই ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

২ প্রতি। হ্যাঁ, দেখ, নিমাই পণ্ডিতটে ভারী বিগড়াল। গয়া থেকে এসে, টোল-ফোল তো সব ছেড়ে দিলে, তার পর দিনকতক কর্‌লে কি, বামুন বৈষ্ণব সব গঙ্গাস্নানে যায়, ও চাকরের মতন কারুর কাপড় নিয়ে, কারুর কুশাসন ব'য়ে, কারুর নৈবিদ্যি মাথায় ক'রে সঙ্গে যায়, আর বলে, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বিষ্ণুভক্তি হোক্।" আর এখন ধরেছে —ভেউ কেউ কান্না!

১ প্রতি। তাই তো হে, আগে আগে বৈষ্ণব-বৈরিগী দেখলে তাড়া কর্‌তো, এখন পালে মিলে গেল। ব্যাটারা একদিন জগা মাধার পাল্লায় পড়ে!

২ প্রতি। তাই তো হে, নিমাই পণ্ডিত খেপে গেল, ভারী অধ্যাপক হয়ে উঠেছিল। যদি টোলটা এতদিন রাখতো, আর কোন অধ্যাপক ছাত্র পেতো না। ওরে, জগা মাধা এই দিকেই আস্‌ছে। আহা! একটু আগে এলে হ'তো ভাল। স'রে পড়ি, আবার ব্যাটারা হ্যাঙ্গাম কর্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

মাধাই। তুই অতো মালপো পেলি কোথা?

জগাই। তোরে ত বল্লুম, হাঁড়া চুরি করেছিলুম।

মাধাই। তাই বল্‌চি, হাঁড়া চুরি কর্‌লি ক ক'রে বল্ দেখি?

জগাই। নাকে হাড়িকাঠ কেটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম আর কি, দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি, দু'ব্যাটা বৈরাগী বল্‌লে,— "কোথা যাও?" আমি হাঁ ক'রে বল্‌লুম "কামড়াব"। আর দু'খানা খা না।

মাধাই। না ভাই, আর চলে না।

জগাই। ব্যাটারা মদ নিজ্জসই খায়, বড় মোলাম বানায়, ঠিক যেন পাঁঠার মাস।

জগাই। মেধো, আয়, ক্ষিদে করি।

মাধাই। কি ক'রে রে?

জগাই। ব্যাটাদের মতন নাচি আয়, এক এক ব্যাটা নাচে আর দিস্তেখানেক খায়। আচ্ছা মেধো, কিছু বুঝতে পারিস্? ব্যাটারা সখী হয় কি? আমি মনে করতুম, ধোন অধিকারীর মতন সখী সাজে, তা না, ব্যাটারা চৈতন চুটকি উড়িয়ে দিয়েই সখী।

মাধাই। আচ্ছা, ব্যাটারা কি নেশা করে?

জগাই। ঐ মালপোর নেশা।

মাধাই। আচ্ছা, যখন মালপো আন্‌ছিলি —খানিক গরম মসলা ছেড়ে দিতে পারলি না কেন?

জগাই। তুই ভাল মনে করেছিস্, আমি এক শালাকে গরম মসলা মাখিয়ে কামড়াব।

মাধাই। ওরে, ভাল কথা মনে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিতটে খেপে গিয়েছে, বাড়ীই থাকে না, এই তক্কে লুঠ করি আয়।

জগাই। না ভাই আমি দু'দিন ওৎ পেতে ছিলুম, ব্যাটার বাড়ীর পাশে ভারী সাপ! দু'দিনেই সাপে খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাধাই। আঃ! তো শালার যেন ননীচোরা শরীর হয়েছে, সাপে খাবে!—

জগাই। ভাইকে শালা বল্‌তে আছে রে শালা?

মাধাই। বলি একশবার, তোর আক্কেলকে বলি, এমন সুবিধে, যাবি নি চুরি কর্‌তে?

জগাই। না রে—আমায় দুদিন কেউটেয় তাড়া করেছে।

মাধাই। তবে রাতটে কি কর্‌বি?

জগাই। চল না, বৈরাগীদের দোরে পাঁটার নাড়ী ফেলে দে আসি!

মাধাই। গোরুর হাড় দিয়ে দেখিছি, ব্যাটারা ছোঁয়।

জগাই। ব্যাটাদের বাড়ীর ভেতর ফেলতে পারিস্?

মাধাই। চল্, বাঁশে ক'রে দেখি গে।

জগাই। আর এক মজা কর্‌বি, আজ ভূত হবি?

মাধাই। তাই চল্, এক কলসী মদ নিয়ে শ্মশানের দিকে যাই।

জগাই। তুই মদ আন গে, আমি নেড়ে-পাড়া থেকে একটা পাঁটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই।

জগাইয়ের নৃত্য

মাধাই। জগা, তুই নাচচিস কেন?

জগাই। বৈরাগী হব, ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, "হরি হে দেখা দাও।" মেধো! আমার তেলক কেটে দিতে পারিস্? "প্রেমসে কহো ভগী ময়রাণী, হরি হে দেখা দাও।"

মাধাই। আচ্ছা, "হরে" কে সে শালা, জগা, জানিস্? আমি হ'লে বল্‌তেম, "ধরে লে আও শালাকে!" আমার বোধ হয়, এক শালা মালপোওয়ালা, খিদে পেলেই ডাকে। আচ্ছা জগা! তুই যে মালপো চুরি কর্‌তে গেলি, ভাবটা কি বুঝিলি?

জগাই। চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়, তুই দেখলি তো চারখানা খেতেই কুঁপোকাত, "রাধা" বলে, আর এক এক ব্যাটা বিশখানা ওঠায়।

মাধাই। এক শালাকে একদিন তো বাগে পেলুম না।

জগাই। তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস্।

মাধাই। দেখ্, মাতাল বলিস্ তো ভাল হবে না, কোন দিন মাতাল দেখেছিস্? তুই যেমন, ছটাকে, আমি দু'সের খেয়ে সান্‌সা আছি, এখন চলেছিস্ কোথায়?

জগাই। চল্ না, কেত্তন শোনা যাক্ গে, ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, "চাকুম চুকুম ভুশ ভুশ ভুশ।"

মাধাই। তুই বড় গান্ শোন্‌নেওয়ালা!

জগাই। ওরে, বেশ এক রকম "রাধে রাধে" বলে, আমার ভাই রাধী' নাপতিনীকে মনে পড়ে।

মাধাই। তুই দেখছি বৈরাগী হবি।

জগাই। তোর চোদ্দ দুগুণে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।

মাধাই। ভেয়ের চোদ্দপুরুষ তোলে শালা?

জগাই। নে, রাগ করিস্‌নি, মিষ্টি ক'রে —মিষ্টি ক'রে বল্‌লুম, মদ দেব তোর গাল ভ'রে. আয় ছুটে আয় হাঁ ক'রে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শ্রীবাসের বাটী

নিমাই ও ধ্যানমগ্ন শ্রীবাস

নিমাই। কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস,
পূর্ণ তোর আশ—
দেখ মম বিকাশ ধরণীধামে।
গোলোক ত্যজিয়ে,
আসিয়াছি দেখা দিতে তোরে;
কৃষ্ণ ব'লে কতই কেঁদেছ,
কৃষ্ণ নাম কতই গেয়েছ,
সে সকল পূর্ণ এত দিনে।
মত্ত মন যার অন্বেষণে,
চেয়ে দেখ রে নয়নে,
ইষ্টদেবে কর দরশন।

শ্রীবাস। আরে আরে, কে তুই বর্ব্বর,
পূজায় ব্যাঘাত কর?

চক্ষু উন্মীলন করিয়া

প্রভু! অধমেরে এত বিড়ম্বনা!
জয় জয় ষড়্-ভুজধারী
রূপ অনুপম—দুই করে ধর ধনুর্ব্বাণ,
দশস্কন্ধ-দর্প-চূর্ণ যায়!
আহা মরি মরি, গোপিমনোহারী,
দুই করে ধরেছ বাঁশরী,
কি হেরি—কি হেরি—
দুই করে দন্ড কমন্ডুলু—
রূপ হেরি পরাণ জুড়ায়,
তুলনায় তুমিই তুলনা!
গৌরাঙ্গ-সুন্দর গোলোক-ঈশ্বর,
ভক্ত পূর্ণ-আশ ভাবের প্রকাশ,
ধরামাঝে হ'লো এতদিনে,
কৃপা করি কর চিরদাস পদে।

নিতাই, হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ

নিমাই। আয় ভাই আয় রে নিতাই,
অনন্ত অখণ্ড তোর লীলা,
আজি ভক্তের এ মেলা
পূরাইব সবার কামনা।
আয় হরিদাস—
মোর পদে তোর চির-আশ,
তুমি মোর দেহ হ'তে প্রিয়,
আয় করি আলিঙ্গন!

হরিদাস। দেহ শিরে শ্রীচরণ।—
মরি কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম
বাঁশরী বয়ান, ব্রজবালা-হৃদয়বিলাস।
ধন্য আমি, ধন্য তব মহিমা প্রকাশ,
সার্থক যবনদেহ।

নিমাই। আয় শীঘ্র আয়, অদ্বৈত কোথায়,
আরে আরে—
তোর তরে গোলোকে রহিতে নারি,
তোর দায়ে লক্ষ্মীসনে এসেছি ধরায়।

অদ্বৈত। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,
গোলোকবিহারী জয় জয় নিরঞ্জন,
জয় জয় ভক্তের জীবন,
ত্রিভুবনপাবন চরণরজে!
জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি,
রহে যেন মতি রাঙ্গা পদে।

নিমাই। আয় ভক্তবৃন্দ, কর রে আনন্দ,
সবে মিলি করিব রে পাষণ্ডদলন।
করিবারে জীবের উদ্ধার,
দেখ পুনঃ বহি দেহভার;
জীবের দুর্গতি আমি দেখিতে না পারি,
দেখ তাই এসেছে নিতাই,
তাই আমি আপনি এসেছি।
কই—কৃষ্ণ কই,
কোথা গেল কৃষ্ণ প্রাণধন। (মূর্চ্ছা)

নিতাই। ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব,
কোন্ যুগে কে দেখেছে হেন লীলা?
কিশোরীর প্রেমে,
ভ্রমে ভবে ব্রজরাজ,
এলো গোরা হরিনামে মাতে ধরা।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

নিমাই। কে রে হরি ব'লে পরাণ জুড়ালো।
দেহ পদধূলি—
সকলে এ অভাগার শিরে।
ওহে বৈষ্ণবমণ্ডল,
ভক্তিতে বেঁধেছ হরি,
আমি দীন,
হরিধন দেহ কৃপা করি।
আরে শঠ কপট কানাই,
ভুলাইতে চাও,
আর কেবা ভোলে তোর ছলে।

নিমাই। গীত

সুরটমিশ্র—একতালা

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই।
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণে এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই॥
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এল, কোথা গেল, এনে দে লো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,
বলো বলো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই॥

নিমাই। হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণধন।

সকলে। গীত

সিন্ধুড়া-খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক-শারী, মুখোমুখি করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়,
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠ লো কিশোরী॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

প্রতিবাসিদ্বয়

১ প্রতি। নেড়া-নেড়ীর কীর্ত্তিতে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, নিমাই পণ্ডিতটে জুটে একাকার ক'রে তুললে। ব্যাটাদের জাত নাই, ধর্ম্ম নাই, মুসলমানের সঙ্গে ব'সে খায়, বামুনের ছেলে

মুসলমানের পা'র ধুলো নেয়। আর ব্যাটাদের যে দাঁতকপাটী, যাচ্ছে যাচ্ছে ঢিপ ক'রে পড়লো, রেতে দিনে ঘুমোবার যো নাই, এ ডাকাতে কীর্ত্তি নিয়ে কি করা যায়?

২ প্রতি। বলি, কাজীকে ভুলালে কি ক'রে? সে দিন তো কাজী খুব সরগরম হুকুম দিয়ে গেলেন যে, নগরকেত্তন করলেই ধ'রে নিয়ে যাবেন।

১ প্রতি। সেজেগুজে গিয়ে গাঁ গাঁ শব্দে পড়লো।

২ প্রতি। বেড়ে গানটি ধরেছিল, "তুয়া চরণ মন লাগুরে সারঙ্গ ধর।"

১ প্রতি। বলি, তুমিও বৈরাগী হবে না কি? তোমারও যে ভাব লাগে দেখি।

২ প্রতি। রাত-দিন চেল্লায়, এই খারাপি, তা নইলে এক একটা গান ধরে মন্দ নয়।

১ প্রতি। মন্দ না ব'লে কি—রাত-দিন? সে দিন বড় রঙ্গ হ'তে হ'তে রয়ে গেছে! ঐ যে অবধূত ছোঁড়া—যিনি বীর বলাই, সে আর বুড়ো এক ব্যাটা নেড়ে আছে—বাপের নাম পানাউল্লা, ছেলের নাম কেষ্ঠবিলেস।

২ প্রতি। কে ঐ হরিদাস?

১ প্রতি। কে জানে ব্যাটার কি নাম, ওই দুব্যাটাতে জগা মাধার কাছে গিয়ে পড়েছিল।

২ প্রতি। সত্যি নাকি, তার পর, তার পর?

১ প্রতি। তারা "ধর্ ধর্" ক'রে তাড়া করলে আর কি?

২ প্রতি। আর ও ব্যাটারা কি করলে?

১ প্রতি। সে বড় শক্ত পাল্লা, মার দৌড় আর কি?

নেপথ্যে ভেরি-ধ্বনি

ঐ যে ব্যাটারা আস্ছে, গ্রামশুদ্ধ মাতিয়েছে, ব্যাটাদের একঘরে কর্‌বারও যো নাই, ওই নিতাইটা আর হরিদাসটা ঘর ঘরে গিয়ে ভজায়।

২ প্রতি। আচ্ছা, নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিলে কেন? সে বেশ ছিল, রাধিকা সেজে গাইতো, বেশ গাইতো।

১ প্রতি। হ্যাঁ, সে গোঁফ মুড়িয়ে মান কর্‌বার ধুম কি! আজ শালারা যদি আমাদের পাড়ায় যায় তো ঢিল খেয়ে আস্‌বে, সব ছেলেগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছি।

২ প্রতি। ও ব্যাটারা যাদু জানে, ঢিল আর মার্‌তে হয় না, ও ছেলে ব্যাটারাও হাত-তালি দিয়ে নাচবে এখন।

১ প্রতি। আমি আজ আপনি ইট মার্‌বো, চল।

২ প্রতি। বলি, একেবারে অত রাগ কেন, দাঁড়াও না, স্নান কর্‌বে না?

১ প্রতি। আরে দূর, দিক্ করলে, ব্যাটারা চেঁচাচ্ছে দেখেছ!

২ প্রতি। একটা গান শোন।

১ প্রতি। আর তুমি শোন ভাই, আমি চল্লেম।

[প্রথম প্রতিবাসীর প্রস্থান।

২ প্রতি। আহা! বেশ গাচ্ছে।

গান করিতে করিতে নিমাই, নিতাই ইত্যাদি ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

সকলে। গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—যৎ

বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে,
প্রাণ মন কেন মজালে!
সাধে কি কাননে আসি,
কেন হে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল-মাঝে ভাসালে॥

নিমাই। তোমরা আজ কে কোন্ দিকে নাম বিলুতে যাবে?

হরিদাস। (স্বগত) দাঁড়াও, প্রভুকে একটু রাগাই। (প্রকাশ্যে) আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো অবধূত ছোঁড়ার সঙ্গে যাব না!

নিতাই। যাবি নি? আমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। যাবি নি যদি তো আমায় নাম গেয়ে মজালি কেন? আয়।

হরিদাস। প্রভু! এ পাগলের সঙ্গে আমায় দিলেন, আমার প্রাণ বাঁচান ভার; গঙ্গায় লাফিয়ে কুমীর ধর্‌তে যায়, সে দিন দুটো মাতাল খেপালে।

নিমাই। হরিদাস! তুমি যে আমায় খেপালে, তোমার চেয়ে আর পাগল কে?

নিতাই। প্রভু! করুণাময়! তোমার মাহাত্ম্য বুঝবো, যদি সেই মাতাল দু'জনকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মাহাত্ম্য। প্রভু, তারা অতি দীন, অন্ধকূপে পতিত। আহা! তারা হরিনাম শুনে মারতে আসে, তাদের দশা কি হবে?

নিমাই। নিতাই! তুমি যারে উদ্ধার কর্‌বে ভাবছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ কে আছে? তোমার প্রেমে কীট-পতঙ্গ উদ্ধার হবে।

নিতাই। না ঠাকুর, ভাঁড়ালে হবে না। জগাই মাধাই-এর মত পাপী নাই; তাদের উদ্ধার ক'র্‌তে হবে, যে হরি বলে, সে ত আপনার গুণে তরবে, প্রভু! এই দীন মাতাল-দের নিজগুণে তরাও।

নিমাই। নিতাই! তোমার মনস্কামনা হরি অবশ্যই সিদ্ধ করবেন। জগাই মাধাই ধন্য!—যাকে তুমি প্রেমদান করেছ। কে কোন্ দিকে যাবে, চল—ঘরে ঘরে নাম বিলুই। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ।

সকলে। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ।

[নিতাই ও নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিমাই। নিতাই! যাবে না?

নিতাই। আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব।

নিমাই। তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে, আমাদেরও একটু দিও।

[নিমাইয়ের প্রস্থান।

নিতাই। গীত

ভৈরোঁ-মিশ্র—একতালা

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী,
প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে
প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ

জগাই। কে রে—কে রে—কে রে ব্যাটা রাইকিশোরী?

নিতাই। বাবা! আমি অবধূত।

মাধাই। এই দিকে আয় শালা, আমি তোর যমের দূত। হুঁ! আজ আর যাও কোথা শালা? সে দিন বড় পালিয়েছিলি, বল্ শালা, তুই সখী না বৃন্দে?

নিতাই। তুমি যে হও, একবার হরি বল।

মাধাই। শালা, আবার আজ!

কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার

নিতাই। প্রভু! অপরাধ কর হে মার্জ্জনা,
জানে না জানে না—জ্ঞানহীন সন্তান তোমার,
দয়াময়, নিজগুণে পতিতে নিস্তার কর।

মাধাই। আবার শালা,—

জগাই। কেন বল্ দেখি, তুই ওকে মার্‌বি?

মাধাই। মার্‌বো, তুই কি রাখবি?

জগাই। কখনই মারতে দেব না।

নিতাই। গীত

ভৈরোঁ-মিশ্র—একতালা

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই।
বল রে হরিবোল,
প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল রে তোল, হরিনামের রোল,
পাও নি প্রেমের স্বাদ,
ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরবি হৃদয়চাঁদ;
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

জগাই। মেধো! হরি বল, নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে!

মাধাই। রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ, তুই হরি বল্। আচ্ছা বাবাজী, মারবো না—আবার গাও।

নিতাই। গীত

মঙ্গল-মিশ্র—একতালা

এমন সাধের হরিনাম—হরি বল না।
সাধের পণে কিনবি হরি,
সাধ কেন তোর হ'লো না।
পাপী তাপী নাইক রে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলো না।

নিমাই ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

নিমাই। এ কি নিতাই, কে তোমার এ দশা কর্‌লে? কোন নরাধম সর্ব্বনাশ করলে?

নিতাই। ত্যজ ক্রোধ, ব্যথা লাগে নাই,
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুই জনে।
দুটি ভাই জগাই মাধাই
মোহঘোরে ফেরে অন্ধকারে।
প্রেমদান কর হে দোঁহারে।
তোমা বিনা—পাতকীরে কেবা রাখে পায়?
ম'জে ঘোর দায়
হ'লে তব রোষ
কোনকালে নিস্তার না পাবে,
কলঙ্ক পড়িবে তব দয়াময় নামে।
মাধাই মারিল, জগাই বারিল,
দেখ দোঁহে ভয়ে জড়সড়,
প্রভু! দুঃখ হর করহ অভয় দান।

নিমাই। আয় রে জগাই,
তুমি কিনেছ আমায়,
নিতায়েরে রক্ষা ক'রে;
আয় আয় লহ আলিঙ্গন,
কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।

জগাই। প্রভু! দয়া কর—
দয়া কর, আমি নরাধম!

নিমাই। তুমি মম প্রাণের দোসর,
হরিময় হবে তব প্রাণ,
পাবে পরিত্রাণ—কর হরিগুণগান।

জগাই। হরি দয়া কর, হরি দয়া কর! ওরে মেধো! পায়ে ধর।

মাধাই। প্রভু! আমার কি হবে? প্রভু, আমার কি হবে?

নিমাই। যাঁর কাছে অপরাধী তুমি,
তাঁর ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার;
মহাজনে করেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ,
উপায় কেবল তাঁর পায়।

মাধাই। প্রভু! দয়া কর, আমি অধম, রক্ষা কর।

নিতাই। হরিনাম গুণে যদি পুণ্য থাকে মোর,
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,—
আরে রে মাধাই, তোর প্রেম চাই,
হরি ব'লে প্রেম দে আমায়।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

মাধাই। ওরে জগাই! আমি কোন্ নরকে ঠাঁই পাব? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি, আমি পাষাণ, আমার কি পরিত্রাণ আছে? আমার মহাপাপ কি নষ্ট হবে? আমার অন্তরে আগুন জ্বল্‌ছে। প্রভু, আমি জানি না, আমি অজ্ঞান, আমায় ক্ষমা কর, আমায় পরিত্রাণ কর।

নিতাই। মাধাই, তোর ভয় নাই, যে হরি বলে, তার কোটি জন্মের পাপ যায়। আমি তোরে আমার পুণ্য দিয়েছি, তোর আর পাপ নেই।

মাধাই। আহা প্রভু, তুমি যেমন দয়াল, আমি তেম্‌নি পাতকী, এ মহাপাতকীর কি উদ্ধার আছে?

জগাই। প্রভু! তোমার পাদপদ্ম আমি কখন ছাড়বো না, আমরা দু'ভাই মহাপাতকী, আমাদের উপায় ক'রতে হবে, আমরা অশেষ দোষের আকর, আমরা বৈষ্ণব-হিংসক, প্রভু! আমাদের পায়ে রাখ।

মাধাই। হায়, আমরা অতি দীন, মানব-দেহে শূকর অপেক্ষা হীন। প্রভু, একবার পাদ-পদ্ম বক্ষে দাও, আমার প্রাণ শীতল কর।

নিমাই। আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল, হরি বিনা নাই,
হরি বল, পাপ হবে ক্ষয়,
হরিনামে পাপ ভস্ম হয়,
তুলা যথা অনল-পরশে;
কি কব রে হরির দয়ার কথা,

দীন-বন্ধু করুণা-সাগর
ভবে যেই, ভয় পায়,
আদরে তাহারে দেন কোল,
নাম নিলে—
ভবসিন্ধু গোখুর সমান তরি,
প্রাণ ভ'রে হরি বল দু'টি ভাই,
আর পাপ নাই,
হরি বল স্নিগ্ধ হবে তাপিত অন্তর;
নামে সুধা ক্ষরে, প্রাণে তাপ হরে,
অতুল হরির নাম,
হরি ব'লে ডাক রে অভয়ে।

মাধাই। হরিবোল, হরিবোল! হরি! বিপদভঞ্জন হরি! পতিতকে পদে স্থান দাও, হরি! তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর।

জগাই। হরি! যেমন তোমার নামের গুণ —আমরা তেম্‌নি পাপী; পতিতপাবন! আমাদের তুল্য আর পতিত নাই।

প্রভু! যদি দয়া ক'রে দিলে নাম,
দেহ শ্রীচরণে স্থান,
আজ্ঞা কর দাস হয়ে করি সেবা।
আর গৃহে নাহি যাব,
পদাশ্রয়ে সদা রব।

নিমাই। শুন শুন জগাই মাধাই,
আর ভয় নাই—
পদছায়া দিয়েছেন হরি,
কর দোঁহে নাম সংকীর্ত্তন।
ভবের বন্ধন—
খসে যাবে অনায়াসে,
হৃদাকাশে হইবে চৈতন্যোদয়,
না কর সংশয়—অভয় হরির নাম,
আজি হ'তে সংকীর্ত্তনে নাচিব দুজনে।
যাও সবে নগর-ভ্রমণে,
রব আমি নিতাইয়ের সনে।

সকলে। গীত

কাফি—বাঁরোয়া—একতালা

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরিবোল;
ঘুচবে মনের কালিমা॥

হরি নামের রসে পাষাণ গলে,
আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি ব'লে ভবে যাই চলে—
হরি হৃদয়-মাঝে উদয় হবে,
হরি-প্রেমের নাই সীমা।

[বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

নিমাই। ধর ধর নিতাই আমারে,
প্রাণ যে করে কি কব তোমারে আর,
দুস্তর এ ভব-পারাবার,
কিসে জীব হইবে নিস্তার,
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল,
তুমি ধন্য, ধন্য তব প্রেম!
তব প্রেমে অধম তরিল,
আমি আর গৃহে নাহি রব,
সন্ন্যাস লইব—
হরিনাম দেশে দেশে দিব,
জীবের দুর্গতি সহিতে না পারি।
মিলে দু'টি ভাই—দেশে দেশে যাই,
হরিনাম চল রে বিলাই;
হরিনামে পাতকী তরিবে,
ভবে আনন্দ উঠিবে,
সন্তাপ রবে না এ সংসারে।
হরিপ্রেমে হইব সন্ন্যাসী,
আর কেন রব গৃহবাসী,
পিপাসীরে ঢেলে দিব প্রেমবারি,
কাঁদে প্রাণ জীবের বিষাদে,
ধর ধর নিতাই আমায়,
হরিপ্রেমে সঁপিয়াছি প্রাণ,
নদীয়ার কার্য্য সমাধান,
চল যাই, মিছে কেন দেরী করি।

নিতাই। ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার,
জীবকুল হইল অভয়,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপবিমোচন—
হরি সংকীর্ত্তন রটিল ভুবনময়।

নিমাই। এস হে নিতাই—
আজি আমি বিদায় লইব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুরে

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচে কেন? আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে। মা গো, প্রভু কোথায় গেলেন? ও মা, কেন এত প্রাণ আমার ব্যাকুল হ'লো? মা গো! আমায় ধর।

শচী। মা, ভয় কি মা! নিমাই আমার এখনি বাড়ী আস্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, আমার প্রাণ স্থির হয় না, মনে হয়, যেন আমি আর দেখতে পাব না। মা গো! সকলি অন্ধকার দেখ্‌ছি, এ কি? আমার কি হ'লো?

শচী। বিধাতা! তোমার মনে কি আছে জানি না! বৌমা অমন কেন হ'ল, আবার কি কপাল ভাঙ্গলো? বৌমা! গৃহকাজে যাও, ঐ যে আমার নিমাই ঘরে আস্‌ছে। ছি মা! অমঙ্গল ভাবনা কর্‌তে আছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আমার প্রাণ কিছুতেই বোঝে না। মা গো! আমি অভাগিনী, আমার গুণমণি কি আমার হবে? সদাই ভয় হয়, কি জানি মা, যদি শ্রীচরণ হারাই।

শচী। যাও মা! গৃহকাজে যাও, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর গে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, একবার দেখে যাই।

শচী। দেখতে পাচ্ছ না, ঐ যে নিমাই আস্‌ছে, কাজে যাও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা, আমার ধন আমি পাব তো?

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

শচী। হায়! অদৃষ্টে কি আছে, বল্‌তে পারি নি। বধূমাতা আমার অতি ধীর,—সহসা অত চঞ্চলা হ'ল কেন? হরি! অভাগিনীর ভাগ্যে কত দুঃখ লিখেছ?

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। মাতা! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি,
ঘরে আর রহিতে না পারি,
যাব মা গো, বিলাইতে নাম,
যেন পুরে মনস্কাম,
কর মাতা আশীর্ব্বাদ,
প্রাতে যাব গৃহ পরিহরি।

শচী। নিমাই! নিমাই! কি বলিস্‌?
কোথা যাবি—কে আছে আমার!

নিমাই। মা গো! হরি-প্রেমে হইব সন্ন্যাসী।

শচী। আরে আরে কেন বধ জননীরে!

মূর্চ্ছা

নিমাই। মা, মা, উঠ মা আমার,
উচ্চ কার্য্যে নাহি কর প্রতিরোধ,
উঠ গো জননি—
মায়াবশে দেবকার্য্যে নাহি দেহ বাধা।

শচী। নিমাই, নিমাই,
ওরে আমার কি হ'লো,
বাছা! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দিব,
যাস্‌ যদি মাতৃঘাতী হবি।

নিমাই। মাতঃ! সংবর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে কি হেতু নিষেধ কর,
অন্য অন্য জন—
নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ,
আনে নানা রত্নধন,
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব,
তবে কেন কর মা রোদন?
সামান্য রতন হেতু গেলে মা সন্তান,
হাস্যমুখে জননী বিদায় দেয়,
কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষণে করিব গমন,
কি হেতু মা, কর নিবারণ?
বুঝ মনে জননী আমার,
দেবকার্য্যে বহি দেহভার,
অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য্য হেলনে!

শচী। আরে রে নিমাই!
কি নিয়ে সংসারে রব বল?
আছে মম একটি বন্ধন,
কেন তাহা করিবে ছেদন,
তোমা বিনা গৃহ মম অরণ্য সমান,
শ্মশানে কেমনে রব একা?
আরে রে নিমাই, নিমাই আমার,
বজ্রাঘাত ক'রো না হৃদয়ে,
এই হেতু জঠরে ধরেছি তোরে?

নিমাই। 'কৃষ্ণ' ব'লে কাঁদ মা জননি,
কেঁদ না 'নিমাই' ব'লে।
'কৃষ্ণ' ব'লে কাঁদিলে সকলই পাবে,

কাঁদিলে 'নিমাই' ব'লে নিমাই হারাবে,
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কেঁদ না মা, মায়া কর দূর—
জেন মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার—
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননি!
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা, ততই মজিবে,
ততই মা, বাড়িবে রোদন;
কাঁদ 'কৃষ্ণ' ব'লে আর না কাঁদিতে হবে।
ধন্য তুমি জননী আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে,
ভবে কেবা কবে হেন গৌরবিনী?
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে,
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব সুত,
বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার,
হরিনামে নাচিবে সংসার,
হেন কার্য্যভার—
পুত্রেরে কি দিতে নার?
পশু-মন করিয়া ছেদন,
সনাতন করিব মা অন্বেষণ;
ধ'রে মানব-জীবন,
পশু হয়ে কেন রব?
ব্রহ্মার দুর্লভ ভবের বৈভব
শ্রীপদপল্লব এনে দিব তোরে,
তবে কেন কর মা রোদন?
যেই লয় কৃষ্ণপদ-ছায়া,
তার তরে কেন কর মায়া?
অতুল সম্পদ—
করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন,
মায়াবশে নাহি কর নিবারণ।

শচী। আরে রে নিমাই,
তোর মুখপানে চাই,
তাই প্রাণ আছে দেহে।
দেবকার্য্যে বাছা তুই যাবি,
আমি রে অভাগী,—
কাঁদিতে জনম গেল।

নিমাই। মাতঃ, যে করে রোদন,
ধন্য সেই জন,
নারায়ণ শ্রীচরণ দেন তাঁরে!

শচী। আহা।
বধূমাতা, সত্য তুমি অভাগিনী,
সত্য বজ্রাঘাত শিরে।

নিমাই। মাতা, রহিলাম হেথা
করিয়ে সন্ন্যাস-ব্রত,
প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীবাসের বাটী

অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, জগাই ও মাধাই

অদ্বৈত। আরে আরে—কি শুনি কি শুনি,
গৌর গুণমণি,—
ছেড়ে যাবে মো সবারে।
অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত,
প্রাণহারা কেমনে রহিব?—

শ্রীবাস। চল ভাই,
সবে মিলি করি নিবারণ,
জীবনের জীবন গৌরধন,
না দেখে কেমনে রব?

জগাই। আরে রে মাধাই,
প্রভুর চরণ দেখিতে না পাব ভাই!

মাধাই। মম সম পাষণ্ড, দুর্জ্জন,
যেই স্থানে ধরে রে জীবন,
গৌরচন্দ্র সেথায় কি রয়?
কি উপায় হবে,
শ্রীচরণে কে আর রাখিবে?

নিতাইয়ের প্রবেশ

হরিদাস। নিত্যানন্দ,
বল, কি হ'লো, কি হ'লো,
পদে কি হয়েছি অপরাধী,
তাই প্রভু ছেড়ে যাবে?
চল সবে কেঁদে গিয়ে ধরি পায়।
হরি একি হলো—
হরি হরি দীননাথ,
কর দয়া দীন জনে।
চল যাই ধরি গিয়ে প্রভুর চরণে।

নিমাইয়ের প্রবেশ

সকলে। প্রভু প্রভু!
কোথা যাবে নদীয়া ত্যজিয়ে?

হরিদাস। প্রভু!
কভু যেতে তো দেবো না,
বৃন্দাবনে—
রথচক্র ধরেছিল গোপীগণে
আজি সবে রাখিব তোমারে ধ'রে;
ওহো!
কেবা রহে প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন?
নিমাই। শুন শুন হরিভক্তগণ,
করেছি মনন,
হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে,
ভবে এসে ভাসে জীব অকূল পাথারে;
দিব সবে হরি-পদতরী
মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি।
কর সবে হরিগুণগান
কাঁদাইও না আর
কোল দাও প্রফুল্লবদনে সবে,
কর আশীর্ব্বাদ
আশা পূর্ণ হয় মোর।
এস এস হে নিতাই,
হরি ব'লে চ'লে যাই গৃহ ত্যজি।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

শচীর প্রবেশ

শচী। ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হ'লো?

মূর্চ্ছা

নিতাই। দেখ ভাই, জননী লুটায় ভূমে।
নিমাই। অবধূত কেন হে ভুলাও মোরে?
নিতাই। উঠ মা আমার।
মায়া কর পরিহার।
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে—
কাঁদিলে নিমাই পাবে।
নিমাই। মাতঃ! বাঁধ প্রাণ,
সত্য করি কহি তব স্থান,
পুনঃ মাতঃ, দেখা পাবে।
শচী। হরি হরি! বিপদে কাণ্ডারী
অভাগীরে কৃপা কর।
নিমাই। সবে মিলি কর হরিধ্বনি
শুনি আমি প্রাণ ভ'রে।
সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

গীত

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়॥
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী কর্‌লে উদাসী,
কুল ত্যজি হে অকূলে ভাসি,—
হৃদ্‌বিহারী, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।

যবনিকা পতন

ভ্রান্তি

[ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক]

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

(৩রা শ্রাবণ, ১৩০৯ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মুরশিদকুলিখাঁ (বাঙ্গালার নবাব)। সরফরাজখাঁ (মুরশিদকুলিখাঁর দৌহিত্র)। উদয়নারায়ণ (রাজসাহীর জমীদার)। শালিগ্রাম রায় (রাজমহলের জমীদার)। নিরঞ্জন (শালিগ্রামের পুত্র)। পুরঞ্জন (মালদহের জমীদারপুত্র)। রঙ্গলাল (নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু)। গোলাম মহম্মদ (উদয়নারায়ণের সেনানায়ক)। গয়ারাম (পুরঞ্জনের ভৃত্য)। জমীদারগণ, পারিষদ্‌গণ, দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অন্নদা (উদয়নারায়ণের গোপনে বিবাহিতা স্ত্রী)। মাধুরী (অন্নদার কন্যা)। ললিতা (উদয়নারায়ণের প্রতিপালিতা বন্ধুকন্যা)। গঙ্গা (নর্ত্তকী, বাই)। সখীগণ, যোগবালাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

ললিতা ও নিরঞ্জন

ললিতা। মার্‌বেন না—মার্‌বেন না—আপনাদের ন্যায় বীরপুরুষের অস্ত্র সিংহ-ব্যাঘ্রের জন্য, সামান্য শশকের জন্য নয়।

নিরঞ্জন। সুন্দরি, মার্জ্জনা করুন, অপরাধ ক'রেছি।

ললিতা। দেখুন—প্রাণভয়ে ব্যাকুল হ'য়েছে দেখুন!

নিরঞ্জন। আর ওর এখন ভয় কি? আপনি যখন ওকে বুকে নিয়ে রক্ষা ক'র্‌ছেন, ওর মত ভাগ্যবান্ কে? আপনি কে? অকস্মাৎ বন-দেবীর মত এ বনমধ্যে উদয় হ'য়েছেন!

ললিতা। আমরা পূজা দিতে এসেছি, সুন্দর ফুল ফুটে র'য়েছে, ফুল পাড়্‌তে এদিকে এসেছিলুম।

নিরঞ্জন। যদি অনুমতি করেন, আমি পেড়ে দি!

ললিতা। পেড়ে দেন, দেব-পূজায় লাগ্‌বে। উঁচু ডালে দিব্য ফুলগুলি ফুটে র'য়েছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, আমি ধনুক দিয়ে ডাল নুইয়ে ধর্‌ছি; দেব-পূজার ফুল—আমি আমার অপবিত্র হস্তে পাড়্‌বো না, আপনি তুলে নেন।

পুষ্প-চয়ন,—একটী ফুল ভূমে পতিত হওন

ভূঁয়ে প'ড়ে গেল, এটি তো আপনি নেবেন না, পূজায় লাগ্‌বে না।

ললিতা। না।

নিরঞ্জন। তবে আপনার হাতের পাড়া ফুল আমি নিই।

ললিতা। ওদিকে বিস্তর ফুল র'য়েছে, আমি পাড়ি গে।

নিরঞ্জন। চলুন, আমি ডাল নুইয়ে ধরি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনের অপর পার্শ্ব

মাধুরী ও পুরঞ্জন

মাধুরী। আহা, সুন্দর পাখী।

পুরঞ্জন। আমি ধ'রে দেব?

মাধুরী। না, না—ধরো না। বনের পাখী বনে বনে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

পুরঞ্জন। তুমি পাখী পোষ না?

মাধুরী। না—পিঞ্জরে রেখে পুষি না। কিন্তু আমাদের উপবনে নিত্য কত পাখী আসে, আমার হাত থেকে তণ্ডুলকণা খেয়ে যায়। আমি যখন উপবনে আসি, তখন তারা উড়ে উড়ে গান করে।

পুরঞ্জন। তুমি কি কর?

মাধুরী। আমিও তা'দের সঙ্গে গান করি। আহা, দেখেছো, দেবীর উপবনে কি সুন্দর ফুল ফোটে;—আহা, মরি মরি! কি সুন্দর রক্তোৎপলগুলি ফুটে র'য়েছে, যেন দেবীর চরণ!

পুরঞ্জন। আমি তুলে এনে দিচ্ছি।

মাধুরী। (হাত ধরিয়া) না, না,—যেও না, ওখানে বড় সাপ।

পুরঞ্জন। আমি এই বর্শা দিয়ে দল টেনে আন্‌বো।

মাধুরী। না, না, ও মায়ের ফুল, মায়ের পূজায় যাবে। তুমি অস্ত্র এনেছ কেন?

পুরঞ্জন। আমি শিকার ক'রতে এসেছি।

মাধুরী। শিকার কর!—তোমার মায়া হয় না? আমার বড় মায়া হয়, তুমি শিকার ক'রো না।

পুরঞ্জন। না, আমি আর কখনও শিকার কর্‌বো না।

মাধুরী। আমি তবে আসি।

পুরঞ্জন। তুমি হেথায় কি কর্‌তে এসেছিলে?

মাধুরী। বাবা দেবীপূজা কর্‌তে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

পুরঞ্জন। তোমার পিতা কে?

মাধুরী। মহারাজ আমার পিতা।

পুরঞ্জন। কে?—রাজা উদয়নারায়ণ?

মাধুরী। হ্যাঁ।

পুরঞ্জন। আপনার নাম কি?

মাধুরী। মাধুরী। আবার যদি কখন আসি, আপনিও যদি আসেন, তবে আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

পুরঞ্জন। স্বপ্নের ন্যায় চ'লে গেল। এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য, এমন সরলতা আমি কখনো দেখি নাই।

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। হাঁ ক'রে চেয়ে র'য়েছ যে?

পুরঞ্জন। বেশ, তোমায় চা'রদিক্ খুঁজ্‌ছি। হ্যাঁ, হে! এখানে কি রাজা উদয়নারায়ণ পূজা দিতে এসেছেন?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, সেই এক বিপদ। তাঁর বাড়ীতে 'হোরি'র নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

পুরঞ্জন। তা তোমার জোর বরাত।

নিরঞ্জন। তোমার বরাতও খুব জোর; এই দেখ, এই বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লিখে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছেন। যাওয়া উচিত, কি বল?

পুরঞ্জন। না যাওয়া ভাল দেখায় না। রাজা বুঝি পূজা দিতে এসেছেন?—ওঁর সঙ্গে কে আছে?

নিরঞ্জন। কে অত ঠাউরে দেখে—অলঙ্কারের শব্দ হ'চ্ছিল বটে, বোধ হয় স্ত্রীলোক সঙ্গে আছে।

পুরঞ্জন। তা তুমি মন্দিরে গিয়েছিলে কি ক'র্‌তে?

নিরঞ্জন। এদিকে এসে প'ড়েছি, একবার দেবী-দর্শন ক'র্‌লেম।

পুরঞ্জন। অসুরের মত তলোয়ার কোমরে বেঁধে দেবীর সম্মুখে হাজির হ'লে যে,—কোন যুবতীর পেছনে পেছনে যাও নি তো?

নিরঞ্জন। ওঃ! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, কেন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে! কোন সুন্দরীর সঙ্গে বুঝি প্রেমালাপ হ'চ্ছিল? সুন্দরী চ'লে গেল—তাই পথপানে চেয়েছিলে?

পুরঞ্জন। হাঁ হাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি—ঐ যে মাথায় গায়ে ফুল র'য়েছে, কোন সুন্দরীকে কি ফুল পেড়ে দিচ্ছিলে?

নিরঞ্জন। তা যদি ফুল পেড়ে দিয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি?

পুরঞ্জন। তা আমি যদি পথপানে চেয়ে থাকি, তাতে দোষটা কি?

নিরঞ্জন। দোষ আর কি, তা রাজাকে ব'লে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বে' দিয়ে দেব;—দিব্য সুন্দরী, তোমার তারে মনে ধ'র্‌বে।

পুরঞ্জন। তুমি তাকে দেখেছ না কি?

নিরঞ্জন। বোধ হয়, দেখেছি।

পুরঞ্জন। ওঃ! তাই মন্দিরের দিকে ধাওয়া ক'রেছিলে!

নিরঞ্জন। না না, তা নয়, দেবী প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছিলেম্‌। চল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাজবাড়ীতে যেতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গা-তীর

গঙ্গা ও রঙ্গলাল

গঙ্গা। তুমি কে গা?

রঙ্গলাল। তাই তো, কেউ একজন হ'ব বোধ হয়, না?

গঙ্গা। হ্যাঁ, তা একজন বোধ হ'চ্ছে বটে।

রঙ্গলাল। বাঃ, তোমার বেশ বোধ-সোধ।

গঙ্গা। তা এখানে কেন?

রঙ্গলাল। যতদিন বে'চে থাকি, এক জায়গায় থাক্‌তে হবে তো চাঁদ!

গঙ্গা। মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাও না!

রঙ্গলাল। চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

গঙ্গা। হোক্‌—চাও, দু'টো কথা কও।

রঙ্গলাল। কথা তো ক'চ্ছি, এই নাও চাইলুম। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—কি বল?

গঙ্গা। এখানে কি ক'চ্ছ?

রঙ্গলাল। তোমার কি দরকার, তা বল না?

গঙ্গা। আমি তোমায় দেখে মোহিত হ'য়েছি।

রঙ্গলাল। বেশ, তোমায় বাহবা দিলুম।

গঙ্গা। তুমিও আমায় দে'খে একটু মোহিত হও না!

রঙ্গলাল। মনে কর—হ'য়েছি।

গঙ্গা। তবে আমাদের বাড়ী এসো।

রঙ্গলাল। দেখ, তা'হলে বড় পীরিতের যুত হবে না। পীরিতের সুখই হ'ল বিচ্ছেদ। তুমি ঘরে গিয়ে বিরহে হা-হুতাশ কর গে,—আমিও এখানে ব'সে অঝরঝরে কাঁদি; ব্যস, প্রেমের তুফান উঠে যাবে।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার সে বন্ধু দু'টি কোথা?

রঙ্গলাল। তার ভেতর কোন্‌টিকে তোমার দরকার?

গঙ্গা। দরকার আমার তোমায়।

রঙ্গলাল। সে দরকার তো মিট্‌লো, এখন ও দু'টির মধ্যে কোন্‌টিকে দরকার বল না?

গঙ্গা। তোমাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়?

রঙ্গলাল। এতদিন তো ছিল, এখন বোধ হয়, দুষমন হ'য়ে দাঁড়াবে।

গঙ্গা। কেন?

রঙ্গলাল। এই তোমায় আমায় যখন পীরিত হ'লো, তখন বন্ধুত্বের গোড়ায় কুড়ুল প'ড়্‌লো।

গঙ্গা। কই পীরিত হ'লো?

রঙ্গলাল। ইস্‌ এ'তেও পীরিত হ'লো না? তবে তুমি পথ দেখ।

গঙ্গা। আচ্ছা, তুমি কি কর?

রঙ্গলাল। তুমি কি কর?

গঙ্গা। আমি নাচি, গাই, মুজ্‌রো করি।

রঙ্গলাল। আমি দালালী করি।

গঙ্গা। কিসের?

রঙ্গলাল। ফপলের।

গঙ্গা। ওঃ! তুমি ফপল-দালাল! আমার মুজ্‌রোর দালালী ক'র্‌তে পার?

রঙ্গলাল। কেন, তোমার ভাঙ্গা দশা হ'য়ে এসেছে না কি? দালাল না হ'লে খদ্দের জোটে না?

গঙ্গা। এখন তোমার মত সব বেরসিক লোক হ'য়েছে, খদ্দের জুট্‌বে কোত্থেকে বল?

রঙ্গলাল। তবে তুমি এক কাজ কর, হয় পীরের দর্‌গায় সিন্নি মান, নয় পৈরাগে মাথা মুড়োও।

গঙ্গা। বালাই, আমি মাথা মুড়োব কেন? আমার দিব্যি চুলগুলি।

রঙ্গলাল। তা বেশ, বাড়ীতে ব'সে বিনুনি ঝোলাও গে।

গঙ্গা। তোমায় আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ না।

রঙ্গলাল। দুনিয়ায় সব কথা কে বোঝে বল?

গঙ্গা। পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকীও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাকো, বে'থাও করো নি, খবর রেখেছি,—মেয়ে

মানুষের কাছেও যাও না; দান ধ্যানও করো, এদিকে পুজা-আশ্রয়ের ধারও ধার না।

রঙ্গলাল। আমার প্রতি এ শুভদৃষ্টি প'ড়েছে কেন? কামদেবও নই, আর তেমন ট্যাঁক্ও ভারী নয়। কিছু মতলব আছে কি?

গঙ্গা। তুমি আমায় চিনেছ?

রঙ্গলাল। না, ও চাঁদবদন তো আমার মনে প'ড়্ছে না।

গঙ্গা। এই তো, আরও গোল বাধাও।

রঙ্গলাল। কেন?

গঙ্গা। আজ ক' বছরের কথা,—আমি ঠাকুরতলায় সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি; বেশ্যা ব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এলে। আপনি নীচে শুয়ে, নিজের বিছানায় জায়গা দিলে। যে যত্ন ক'র্লে ভালবাসার লোকও সে রকম করে না। আমি তখন মনে ক'রেছিলুম যে, তোমার মনের কথা বুঝি কিছু আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলে আমাদের গোলামের মত সেবা করে; পা টেপে, গা টেপে, তারা মনে করে—আমাদের পীরিতের লোক হওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় আর পুরুষত্ব নাই। ভেবেছিলেম, বুঝি তুমিও সেই একরকম। তার পর যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না।

রঙ্গলাল। পাঁচ রকম তো লোক থাকে, বুঝে নাও না,—আমি ঐ এক রকম।

গঙ্গা। তুমি কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব কর না?

রঙ্গলাল। কেন চাঁদবদনি! এই যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় ক'র্ছি।

গঙ্গা। দেখ, আমরা বেশ্যা;—ভাল কিছু বুঝি না বুঝি, মন্দটা আগে বুঝি। ঢং-ঢাঙে যে আমাদের বড় কেউ ফাঁকি দেবেন, সে বড় সোজা নয়, তবে ফাঁকে যদি আপনি পড়ি তো পড়ি। তুমি কথা ক'চ্চ, ইয়ারকী দিচ্চ, কিন্তু তোমার মুখ-চোকের ভাবে বোধ হয়, বরং ঐ গাছটার পানে দরদ ক'রে চাইচ, তবু আমার পানে চাইচ না। অনেক রাজা-রাজড়ার মজলিস বেড়িয়েছি—আমি হেসে কথা কইলে মন টলে নি, এমন লোক আমি দেখি নি।

রঙ্গলাল। দেখ বিবিজান্, একটু আধটু যার নেশা হয়, তার মন টল-বেটল ক'রতে থাকে, কিন্তু আমি তোমার রূপের নেশায় ভরপুর হ'য়ে গেছি, যতদূর নাকাল হ'বার তা হ'য়েছি, এখন তুমি কৃপা ক'রে স'রে পড়।

গঙ্গা। না, আমি যাব না, তুমি কি মতলবে এখানে ব'সে আছ, আমি দেখ্‌বো।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, আমি যদি স্বীকার পাই, তোমার বাড়ী যাব,—তা হ'লে তুমি সর?

গঙ্গা। না, তা হ'লে তো স'র্‌বই না।

রঙ্গলাল। আচ্ছা থাক,—তুমি আমার একটি কাজ ক'র্‌বে?

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। খুব সোজা কাজ, এক ব্যাটাকে পীরিতে ফেলার চেয়েও সোজা কাজ।

গঙ্গা। পীরিতে ফেলা যদি সোজা হ'তো, তা হ'লে তোমায় তো পীরিতে ফেল্‌তুম।

রঙ্গলাল। দেখ, ঐ অনুগ্রহটি আমায় ক'রো না। আমি একটা বোকারাম, আমায় পীরিতে ফে'লে মজা পাবে না। আমার বাবার বাবা ইস্তক পীরিতে প'ড়েছে। একটা পাট্টা ছোঁড়া দেখে পীরিতে ফেল যে, আরাম পাবে, গা-পা টিপে দেবে।

গঙ্গা। আরাম ছিল—তোমায় পীরিতে ফেল্‌তে পার্‌লে।

রঙ্গলাল। তা একটা অ্যারাটে ফ্যারাটে দেখে ক্ষেমাঘেন্না ক'র্‌লেই বা!

গঙ্গা। তোমার খুব ঢং আছে, আমি বুঝেছি। এখন তোমার কি কাজ বল?

রঙ্গলাল। দেখ, ঐ এক পাগ্‌লী আস্‌ছে। এই খাবারগুলি রইল; তুমি ব'লো যে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি খাও।

গঙ্গা। কে পাঠিয়ে দিয়েছে ব'ল্‌বো?

রঙ্গলাল। ব'ল্‌বে, সে পাঠিয়ে দিয়েছে।—ভাবটা এই, তুমি যেন ওর কোন ভালবাসার দূতী,—ও যেমন যেমন কথা ব'ল্‌বে, তুমি তেমন তেমন ওর কথার জবাব ক'রো;—এই যেমন রসাভাষ ক'রে আমার সঙ্গে কথা ক'চ্চো।

গঙ্গা। তুমি স'রে যাচ্ছ কেন?

রঙ্গলাল। আমি দিনকতক ঘটকালী ক'রেছিলুম। এখন আর মাগী আমার ঘটকালীতে বিশ্বাস করে না। ইঃ, বেটী এদিকে আস্‌বে না, না কি?

গঙ্গা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বামুন, এই গঙ্গাতীরে আমায় মিথ্যাকথা কইতে শেখাচ্ছ, আর তুমিও মিথ্যা কও?

রঙ্গলাল। আমি তো তোমায় বলি নাই যে, আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,—মিথ্যাকথা কই না।

গঙ্গা। হোক্, এদিক্ ওদিকে মিথ্যাকথা কও;—তবে গঙ্গা-তীরে দাঁড়িয়ে!

রঙ্গলাল। বিবি, কথাটা পাড়্‌লে তো শোন। মা গঙ্গা যদি জগদীশ্বরী হন, তা হ'লে সর্ব্বত্রই তিনি আছেন, যেখানে মিথ্যা কথা ব'লবে, সেইখানেই দোষ। অন্য জায়গায় মিথ্যাকথা কওয়াও যা, এখানেও মিথ্যাকথা কওয়াও তাই। আর যদি লোক ভোলাতে অন্য জায়গায় মিথ্যাকথা ক'বার দোষ না থাকে, এখানেও একজন অনাথাকে আহার দিতে মিথ্যাকথা ক'বার দোষ নাই। ঐ আস্‌চে, তুমি খাইও। [প্রস্থান।

অন্নদার প্রবেশ

গঙ্গা। ওগো, এই খাবার নাও।

অন্নদা। কেন লো মাগী, তোর খাবার নেব! আঃ গেল,—আমি রাজরাণী, তোর খাবার কেন নিতে যাব?

গঙ্গা। আহা, সে যত্ন ক'রে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

অন্নদা। অ্যাঁ!—সে পাঠিয়ে দিয়েছে? দেখ, তুমি তারে বল গে, আমার আমোদে পেট ভরে আছে, আমি আর খেতে পার্‌বো না, আমার মেয়ের বে,—আমোদে আমি নেচে বেড়াচ্ছি,—বুঝেছ মা! ঐটি আমার সর্ব্বস্ব। আমি দেখা দিইনি কেন জান, আড়াল থেকে দেখি,—হিঃ হিঃ, সব খপর রাখি—তার মাথা হেঁট হবে।

গঙ্গা। কেন—মাথা হেঁট হবে কেন?

অন্নদা। হবে না?—পোড়া লোককে তুমি জান না,—লোকের জিবে বিষ আছে মা! আমি সতী, তা কি তারা বিশ্বাস করে? এই গঙ্গার তীরে, এই এম্‌নি সময়, সুয্যি অস্ত যাচ্চে, মা গঙ্গা সোণা প'রে নাচ্চে, গঙ্গা সাক্ষী ক'রে, সুয্যি সাক্ষী ক'রে এই ঘাটে মালা প'রেছি। পোড়া লোকে কি তা বিশ্বাস করে! দেখ, সে বাপের ভয়ে লোককে ব'লতে পারে নি, তার বাপ আমার সঙ্গে বে' দিতে চায় নি, তাই আমরা লুকিয়ে বে' ক'রেছিলুম, বুঝ্‌লে মা! দেখা দিইনি—দেখা করিনি, মেয়ের মাথা হেঁট হবে!

গঙ্গা। তুমি কে গা?

অন্নদা। আমি রাজরাণী, আমি কাঙ্গালিনী, আমি পতিসোহাগিনী, আমি অনাথিনী; আমি বেঁচেছিলুম,—ম'রেছি, আবার বাঁচ্‌বো; বুড়ো হ'য়েছি, আবার যৌবন ফিরবে, আবার সোহাগ ক'রে তার গলা ধ'র্‌বো। আমি কে, তুই চিনিস্ নে? আমি ছাওয়া, আমি হাওয়া, আমি সর্ব্বত্রে ঘুরি, কি করি, তা জানিনে; আমায় কেউ দেখে না, আমি সবাইকে দেখি; আমি এক্‌লা, আমার কেউ নাই; বালাই!—আমার সব আছে, আমার সোণার চাঁদ মেয়ে আছে। দেখ,—তুমি নাচ্‌তে পার? তোমার মত অনেকে আমাদের বাড়ী নাচ্‌তে আস্‌তো; আমার বিয়েতে নেচেছে, আমার মেয়ে হ'লে নেচেছে, তুমি নাচ্‌তে পার?

গঙ্গা। পারি।

অন্নদা। আচ্ছা, তুমি মহলা দাও; আমার মেয়ের বে'তে তোমাকে নাচ্‌তে নিয়ে যাব; যা চাও, তাই দেব।

গঙ্গা। না, আমি মহলা দেব না। তুমি খাও যদি ত মহলা দিই। আমি দিব্যি গাইতে পারি;—যার মেয়ের বে'তে গাই, তার ঝি-জামাইতে বড় ভাব হয়। তুমি যদি খাও, তা হ'লে মহলা দিই।

অন্নদা। সত্যি না কি—সত্যি?

গঙ্গা। এই দেখ না, কেমন গাই।

গীত

সাধ করে, সে ডাকে আদরে,
তারে আদর করি।
সে তো মনেরি মতন, কেন নহে সে আপন,
হ'লো বিফল যতন, তবু ভুলিতে নারি,—
তবু ভুলিতে ডরি!

তুলি আকাশ-কুসুম, ভরি সাধের ডালা,
মন ভুলিয়ে হেলা, গাঁথে সোহাগে মালা,
মালা ধরি হৃদয়ে মালা হৃদয় দহে,
ভাসি বিষাদে, নারি ত্যজিতে সাধে—
দিন অবশে হরি!

অন্নদা। আর বাছা খাওয়া হবে না! মনের ভেতর সমুদ্র উথলে উঠ্‌লো, সব কথা মনে পড়্‌লো! আমার কিসের খাওয়া—কিসের খাওয়া!—লোকভয়ে সে আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আমার কিসের খাওয়া,—কিসের খাওয়া! তার খাবার তারে ফিরিয়ে দিও। (প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। ওগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমার মেয়ের বিয়েতে আমায় নিয়ে যাবে না?

অন্নদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব। এস, এস।

গঙ্গা। দেখি, যদি ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবন

হোরির গান গাহিতে গাহিতে ললিতা ও স্ত্রীগণের প্রবেশ

লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি।
লাল ব্রজাঙ্গনা, লাল কালিয়া বনমালী॥
যৌবন মাতুয়ারী, সমরি ব্রজনারী,
ভরি ভরি পিচকারী,
হোরিকা মেলা, আবির খেলা,
রসরঙ্গ তরঙ্গ উথালি॥
ফাগুন আগুন, সোহাগ দ্বিগুণ,
মদন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল,
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুঙ্কুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি॥

[ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাব্‌চি, কত কি ভাব্‌চি,—ভেবে কি হবে? পরের মন পর কি বোঝে! আমি তার মন কি ক'রে বুঝ্‌বো? আমার মুখপানে চেয়ে রইল;—অমন ত চায়, ফুলটি বুকে তুলে রাখ্‌লে, এতে কি বুঝ্‌বো? কিন্তু বুঝেছি, আমি জন্মের মত ম'জেছি! সে উড়ো পাখী এলো, চলে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস ক'র্‌বে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস ক'রেছি! মনের আগুনে পুড়ে খাক হবো। আমায় সে কেন চাইবে?—কত শত সুন্দরী আছে। আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে দুটো মিষ্টি কথা ক'য়েছে;—ও পুরুষের স্বভাব।

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। এই যে, আমার প্রাণপ্রতিমা এইখানে ব'সে! আহা মরি মরি, রূপের লহরী যেন খেল্‌চে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন? আমার জন্য কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে প'ড়েছে। হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

নিরঞ্জন। দেবি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে আছে. কিছু মনে ক'রো না। (ফাগ দেওন)

ললিতা। তোমার গায়ে ফাগ দিই, কিছু মনে ক'রো না। (ফাগ দেওন)

নিরঞ্জন। মনে ক'র্‌বো না!—চেয়ে দেখ. সেই ফুলটি আমি বুকে রেখেছি!

ললিতা। শুকিয়ে গেলে ফেলে দিও।

নিরঞ্জন। তোমার হাতের ফুল কখনো শুকোবে না. তবে যদি আমার বুকের তাপে শুকোয়।

ললিতা। ইস্‌.—তোমার বুকে কি বড় তাপ!

নিরঞ্জন। তুমি কি বুঝতে পারছ না?

ললিতা। আমি তো তোমার বুকে হাত দিই নাই.—কেমন ক'রে বুঝ্‌বো?

(নেপথ্যে) মাধুরি! মাধুরি! কোথা গেল?

ললিতা। ঐ সখীরা খুঁজ্‌চে।

(নেপথ্যে) মাধুরি—মাধুরি!

ললিতা। আমি চ'ল্‌লুম।

নিরঞ্জন। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার দেখা দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উপবনের বাহিরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক একবার এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। নাম শুনলুম মাধুরী,—রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই সেই মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখ্‌বো। যদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন, তবেই বিবাহ ক'র্‌বো, নচেৎ আর বিবাহ ক'র্‌বো না। পুরঞ্জনকে এ কথা জানাবো না, সে ব্যঙ্গ ক'র্‌বে। মরি মরি, কি মাধুরীময়ী নাম! মুহুর্মুহুঃ নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর মাধুরীতে ভুবন মাধুরীময়, প্রকৃতি মাধুরীপ্রবাহে পরিপূর্ণ! মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, বচনে মাধুরী, নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়! দেখা কি পাবো?—নিত্য ভ্রমণচ্ছলে আস্‌বো—দেখা কি পাবো না?

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাসি হ'য়েছে; লুকিয়ে ভালবাসা—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়; কি জানি, শেষে কি হয়। খুব ভাল-বাসাবাসি! খুব ভালবাসাবাসি! আমারও এমনি হ'য়েছিল। লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়,—দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পেতে হয়—পথে পথে ঘুর্‌তে হয়,—ভালবাসা যায় না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মাধুরীর কক্ষ

গঙ্গা ও মাধুরী

গঙ্গা। কেন গা কুমারি, আজ অমন দেখ্‌ছি কেন? কোন অসুখ হ'য়েছে কি?

মাধুরী। কে জানে গঙ্গা, আজ আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে,—আচ্ছা, বাবা যাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, তারা কে, তুমি জান?

গঙ্গা। ওঃ, বুঝেছি! তা কারে দে'খে মন কেমন ক'র্‌ছে?

মাধুরী। না, তা নয়, আমার মন কেমন হ'য়ে গেছে, আমি তার হাত ধ'রেছিলুম, যেন আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খে'লে গেল! আমি তার কথা শুনেছিলুম, এমন কথা আমি কখনো শুনি নাই। এ কি হ'লো, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, বনে গিয়ে আবার তার সঙ্গে কথা কই।

গঙ্গা। কুমারি! তোমার বে'র ফুল ফুটেছে, তাই মন অমন হ'য়েছে।

মাধুরী। বে'র ফুল ফোটা কি? তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি ব'ল্লুম যে, জীবজন্তু মার্‌লে আমার মন কেমন করে, সে বল্লে, "আর আমি শিকার ক'র্‌বো না," সত্যি শিকার ক'র্‌বে না,—সে আমার কথা শুন্‌লে কেন?

গঙ্গা। সে তোমায় দে'খে ভালবেসেছে।

মাধুরী। ভালবেসেছে?—সে তো আমার কেউ নয়,—আমায় ভালবাস্‌লে কেন?

গঙ্গা। তুমি তারে ভালবাস্‌লে কেন?

মাধুরী। আমি তারে ভালবেসেছি?—কই, কেমন ক'রে?

গঙ্গা। ঐ অমনি ক'রে।

মাধুরী। না—না, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না,—আমার মন হু হু ক'র্‌ছে! বাবাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না! ললিতাকে ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হু হু করে না!

গঙ্গা। কুমারি, একটি গান শুন্‌বে?

মাধুরী। না না, আমার গান শুন্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, গান গাইতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, কিছু ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না।

গঙ্গা। তারে দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে?

মাধুরী। হ্যাঁ! তাতে দোষ আছে কি? না, আমি দেখা ক'র্‌বো না, আমার লজ্জা ক'র্‌বে। দেখ, এতদিন আমি লজ্জা ক'র্‌তে পার্‌তুম না, আজ আমার লজ্জা হ'চ্ছে! ছিঃ ছিঃ, আমি হাত ধ'র্‌লুম, সে কি মনে ক'র্‌লে! বাবাকে যদি ব'লে দেয়, তা হ'লে আর আমি বাবার সাম্‌নে বেরুতে পার্‌বো না। আমি ভুলে হাত ধ'রেছি,—সে আমার জন্য রক্তকমল তুল্‌তে জলে নাম্‌তে যাচ্ছিল, সেখানে বড় সাপের ভয় জান তো, তাই ভয়ে হাত ধ'রে মানা ক'রেছি।

গঙ্গা। সে কি ক'র্‌লে?

মাধুরী। আমার মুখপানে চেয়ে রইলো;—আর পদ্ম তুল্‌তে গেল না।

গঙ্গা। গীত

কে জানে কেমন—
যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি,
নই তো আর তেমন!
কে জানে কি যেন চাই,
কি যেন হারাই হারাই,
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,
মনের কথা মনে বলে না, সরমে করে বারণ॥
কেন মন উদাস হ'য়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি সুধায়,
বুকের ভিতর উথ্‌লে উঠে আঁখি ব'য়ে যায়,
সাধের সনে বিষাদ মিলে
চ'লেছে সোণার স্বপন!

মাধুরী। দেখ, তোমার গান শুনে আরও আমার কান্না পাচ্চে,—আরও যেন কি মনে হ'চ্ছে!—মনে হ'চ্ছে, সে যেন আমার আপনার লোক, কোথায় যেন তারে দেখেছি, কোথায় যেন তার সঙ্গে কথা ক'য়েছি—ব'ল্‌তে পার, কোথাও কি দেখেছি?

গঙ্গা। গীত

এ কি দায়, মন কেন তায় চায়?
পায় কি না পায় ভাবে না হায়
উধাও হ'য়ে ধায়!
অঘোরে সোহাগ ভরে,
আপ্‌নি বিকোয় কিন্‌তে পরে,
আশা ধ'রে আকুল অন্তরে,
কাঁপে আশা প্রাণ কাঁপায়।
মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গাগড়া,
অকূল সাগরে, ভাসে সাধ ক'রে,
কাঁদে প্রাণ ফির্‌তে কূলে,
সাধের তরী ব'য়ে যায়!

মাধুরী। ঠিক ব'লেছ গঙ্গা!—তুমি এত জান্‌লে কি ক'রে, তোমার কি অম্‌নি আপনার লোক আছে?

গঙ্গা। না।

মাধুরী। তবে তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে কেন?—আমার কথা শুনে কি তোমার ব্যথা লাগ্‌লো?

গঙ্গা। কুমারি, আমরা এমন আপনার লোক কোথা পাব?

মাধুরী। কেন, আর কি কেউ এমন পায়না! তুমি ওর সঙ্গে কথা ক'য়েছ?

গঙ্গা। না, আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন কেন?

মাধুরী। কথা কইবে;—তুমি কথা ক'য়ে দেখো দেখি!—কথা শুন্‌লে মনে হবে, তোমার আপনার লোক,—সত্যি আপনার লোক—পর ব'ল্‌তে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে! তুমি তারে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার, সে কি আমায় আপনার ভাবে?—ভাবে, নইলে আমি কেন তারে আপনার মনে ক'র্‌বো?

গঙ্গা। কুমারি! তুমিই তারে এই কথা জিজ্ঞাসা কর না কেন?

মাধুরী। কোথা দেখা পাব, কি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো?

গঙ্গা। আচ্ছা, যদি আমি তোমার মহলে তারে নিয়ে আসি?

মাধুরী। কি ক'রে, কেউ যে টের পাবে, সকলে যে বলে, পুরুষ মানুষকে মহলে আন্‌তে নাই?

গঙ্গা। পর-পুরুষকে আন্‌তে নাই, যে আপনার, তারে আন্‌তে দোষ কি?

মাধুরী। না না, তুমি লুকিয়ে আন্‌তে পার তো এনো। না না,—এনো না, কিছু যদি মনে করে!

গঙ্গা। কি মনে ক'র্‌বে?

মাধুরী। কি জানি, আমার ভয় হয়—আমি যেন আর এক রকম্‌ হ'য়েছি,—আমার এ সব ছিল না। আমার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, কিছু গোপন করতে পারতুম না। লোকে চুপি চুপি পরামর্শ ক'র্‌তো, আমি হাস্‌তুম,—ভাব্‌তুম, লুকোনো কথা আবার কি? কিন্তু লুকোনো কথা আছে—সে কথা ব'ল্‌তে নাই—বলা যায় না।

গঙ্গা। তুমি দেখা ক'র্‌বে?

মাধুরী। ক'র্‌বো, না না, কি ক'র্‌বো বল দেখি?

গঙ্গা। যদি দেখা কর তো আজকের মত সুযোগ আর হবে না। আজ হোরির দিনে দোষ নাই, সকলের সঙ্গে হোরি খেল্‌তে হয়। আমি রাত্রে তোমার কাছে আন্‌বো, দু'জনে হোরি খেলো।

মাধুরী। চুপি চুপি এনো, কেউ যেন টের না পায়। আমি কি সেজে গুজে দেখা ক'র্‌বো? আচ্ছা—কি প'র্‌লে আমায় ভাল দেখায়? তুমি আমায় সাজিয়ে দেবে?—না, এই সাজেই দেখা ক'র্‌বো।

গঙ্গা। হোরির দিনে বেশ ফুলের গয়না প'রো।

মাধুরী। গঙ্গা, তুমি ঠিক ব'লেছ। কিন্তু যদি ভাল না দেখায়, সে গয়না আর প'র্‌বো না,—আমি ঠাকুরবাড়ী যে গয়না প'রে গিয়েছিলুম, তাই প'র্‌বো। আমি তফাৎ থেকে তার গায়ে ফাগ দেবো, ছোঁব না—ছুঁলে কেমন হ'য়ে যাব, কথা কইতে পার্‌বো না। ছুঁয়েছিলুম, সে কথা মনে হ'লে কেমন হ'য়ে যায়। দেখ গঙ্গা, কি ক'র্‌বো, আমি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

গঙ্গা। কুমারি, ঠিক বুঝ্‌তে পারবে, মনের কথা মনই ব'লে দেবে। আমি চল্লুম।

মাধুরী। তুমি যাচ্ছ?—তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না, এই কথাই তোমার সঙ্গে কইতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, তবে যাও, আমি কোথায় থাক্‌বো?—এইখানেই থাক্‌বো, না না—দেখ, কুঞ্জের মধ্যে দেখা ক'র্‌বো। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, সেই দেবীর উপবনে দেখা করি। তুমি এসো। আমি যাই—এক্‌লা গিয়ে ভাবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ

উদয়নারায়ণ

উদয়। কন্যা—কন্যা—কেন জন্মে হিন্দুর আলয়ে?

যেতে হ'ল পরবাসে কন্যাদান হেতু!
কি কুক্ষণে দেখা মম অন্নদার সনে,
পিতৃবাক্য করি অবহেলা
সহি এই মনস্তাপ।
ক্ষুদ্র শালিগ্রাম, তার এত মান,
অসম্মত কন্যা মম নিতে ঘরে!
তাই করে এত ছল।
কি করিব—কলঙ্ক রটেছে।
সুপাত্র,—তনয়ারে বাসে ভাল,
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়—
বেশ্যা বলি পরিচয় দিয়াছি সতীরে।

মাধুরী ও ললিতার প্রবেশ

মা, এতদিনে আমি এক দায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম। যে দু'টি যুবা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছে, ওর একটির নাম নিরঞ্জন,—

ললিতা। নিরঞ্জন কে?

উদয়। রূপে গুণে দুটিই সমান বটে, আমারই ভ্রম হয়, তা তোমরা তো তফাৎ হ'তে দেখেছ। শুনেছি নাকি, সে মাধুরীকে দেখেছে, তার মন—মাধুরীকে বিবাহ করে।

ললিতা। কে, নিরঞ্জন?

উদয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোন্ না—আমিও তার বাপ শালিগ্রামকে পত্র লিখেছিলেম, তিনি বিবাহে সম্মত। কিন্তু অপমান স্বীকার ক'র্‌তে হবে;—কি ক'র্‌বো, তাদের কুলপ্রথামত মেয়ে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে হবে।

মাধুরী। বাবা, বাবা! এতে তোমার অপমান হবে, আমি বিবাহ ক'র্‌বো না।

উদয়। আরে ছাই, আমি কি সম্মত হ'তেম, বড় দায়ে প'ড়েই সম্মত হ'য়েছি। কুলোকে কু-কথা কয়,—বিশেষ ললিতাকে নিয়ে আমি আরও বিপদে প'ড়েছি।

ললিতা। কেন—কেন—মহারাজ, আমায় নিয়ে বিপদ্ কি?

উদয়। মা, তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে নও, আমার আপনার কন্যার অধিক। তোমারও বিবাহ দিতে পার্‌ছি নে। নিরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ দিতে পার্‌লে তোমার বিবাহ নিয়ে আর আমায় দায়ে ঠেক্‌তে হবে না।

ললিতা। নিরঞ্জন?

উদয়। আরে, এই দুটো নাম আর মনে রাখ্‌তে পারিস্ নে?—পুরঞ্জন আর নিরঞ্জন—শালিগ্রামের ছেলের নাম নিরঞ্জন। মাধুরি, তোর কি অসুখ হ'য়েছে?

মাধুরী। বাবা, তোমার এতে বড় অপমান হবে।

উদয়। আমার তোদের নিয়ে মান-অপমান। সুপাত্র পাওয়া গিয়েছে, কি বলিস্ ললিতা?

ললিতা। নিরঞ্জন কি বাড়ী গেছে?

উদয়। যাবে না! বে' নিয়ে একটা কথা উঠেছে, এখানে থাক্‌লে তার বাপ কি ব'ল্‌বে? পুরঞ্জনও আজ তার দেশে যেতো, তা যাত্রা ক'র্‌বার সময় হাঁচি পড়েছে, না কি হ'য়েছে, তাই আজ গেল না। এঃ—হোরিতে ক'দিন দু'জনে রাত জেগে খুব অসুখ ক'রেছিস্‌ দেখ্‌ছি।

ললিতা। হ্যাঁ মহারাজ! আমার শরীর কেমন হ'য়েছে, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমার মাথা ঘুরুচে।

উদয়। সে কি রে? কাল যে আমাদের যেতে হবে; তবে যা, শুগে যা।

ললিতা। না না—বলুন না, শুনে যাই;—নিরঞ্জন কি বলে—সে মাধুরীকে দেখেছে, মাধুরীকে ভালবাসে?

উদয়। তুই যে অন্যমনা হ'চ্ছিস্‌;—সে বে' ক'র্‌তে চাইতো না, মাধুরীকে দে'খে বাড়ীতে পত্র লিখেছে যে, "ঐ মেয়ে হয় তো বে' ক'র্‌বো।" বড় সুখের কথা, কি বলিস্‌?

ললিতা। তা বই কি! (মাধুরীর প্রতি) কেমন লা—না?

উদয়। নে নে, তোরা দু'জনে পরিহাস করিস্‌ এখন, কথা শোন। (ললিতার প্রতি) এখন তোমার মা একটি সুপাত্র দে'খে দিতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হই।

ললিতা। তা নিরঞ্জন কি বলে?

উদয়। দ্যাখ্‌, এ কথা প্রকাশ করিস্‌ নে। সে যে ক'দিন আমার বাড়ী ছিল, সে উপবনের বাইরে এসে ছাদের উপর চেয়ে থাক্‌তো, যদি একবার মাধুরীকে দেখ্‌তে পায়। আমি সেই জন্যই অপমান স্বীকার ক'র্‌লেম।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মাধুরী ছাদে উঠ্‌তো বটে।

মাধুরী। নে, মিছে কথা ব'লিস্‌ নে। বাবা, আমা হ'তে তোমার অপমান হ'লো।

উদয়। তা হোক, আমার সহস্র অপমান হোক, তুই সুখে থাক্‌লেই আমার হ'লো।

মাধুরী। না বাবা, আমি বড় অসুখী হব।

উদয়। তা যা হয়, তা হবে, নে। (স্বগত) মেয়েটা ভালমন্দ কিছুই জানে না; বে'র ক'— ব'ল্‌ছি—তা একটু লজ্জা হ'চ্চে না! (প্রকাশ্যে) ললিতা, কি বল্‌তে এসেছি, শোন্‌। মাধুরী, মনোযোগ দাও। শ্বশুর-বাড়ীতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তাতে মনে কিছু ক'রো না। তোমার মা পরম পবিত্রা, কিন্তু লোকে কলঙ্ক দেয়। তার কারণ, আমি পিতার অমতে বিবাহ ক'রেছিলুম, সেই জন্য সে বিবাহ প্রকাশ ক'র্‌তে পারি নাই। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, যাকে তুমি মা ব'ল্‌তে, সে নিঃসন্তান; তোমায় মানুষ ক'রেছিল। কিন্তু আমার পিতার পরলোকের পরও লোকনিন্দার ভয়ে তোমার মাকে ঘরে আন্‌তে পারি নাই। অভিমানিনী চ'লে গিয়ে শুনি না কি কাশীধামে প্রাণত্যাগ ক'রেছে, সে দাগ আজও আমার প্রাণ হ'তে উঠে নাই, কি ক'র্‌বো ফের্‌বার নয়। আহা! মাধুরীর বে' সে দেখ্‌তে পেলে না, এই আমার পরম দুঃখ!

ললিতা। আহা! ছোট মা থাক্‌লে এ বে'তে খুব আনন্দ ক'র্‌তেন!

উদয়। আর বাছা, সে সব ভেবে কি ক'র্‌বো! এখন এক দায়ে নিশ্চিন্ত হ'লেম, তোমার বিবাহটি দিতে পারলেই তোমার স্বামীকে তোমার বিষয়-আশয় দিয়ে আমি জুড়ুই। লোকে কি বলে জান মা, আমি বিষয়ের লোভে তোমাকে এনে গৃহে পালন ক'রেছিলুম। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে কি বন্ধুত্ব ছিল, তা হীনবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে বল? মা, তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

ললিতা। এতদিনে মাধুরী আমায় ছেড়ে যাবে!

উদয়। তা মা, চিরদিন কি তোমাদের আইবুড়ো রাখ্‌বো? পুরঞ্জনও অতি সুপাত্র, ভেবেছি, তোমার বিয়ে আমি তার সঙ্গে দেব।

মাধুরী। পুরঞ্জন!—সে কি ললিতাকে ভালবাসে?

উদয়। তা কই কিছু শুনি নাই। তা ভালবাস্‌বেই না বা কেন? মা আমার জগদ্ধাত্রী!

ললিতা। রাজমহলে কি আমায়ও যেতে হবে? আমার শরীর বড় অসুখ।

উদয়। ঘুমুলেই সেরে যাবে। কি ক'র্‌বো, অপমান স্বীকার ক'র্‌তে হ'লো। দুর্জ্জনেরা বলে কি জানিস্‌, যে, মাধুরীর গর্ভধারিণীর

কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই,—আরও কত কলঙ্ক দেয়, তা উচ্চারণ ক'র্‌তে জিহ্বা দগ্ধ হয়। আমি চ'ল্লেম, তোরা শুগে যা।

মাধুরী। বাবা বাবা, পুরঞ্জন কি ললিতাকে বিবাহ ক'র্‌বে? আপনাকে কিছু জানিয়েছে?

উদয়। সে পরের কথা পরে।

[প্রস্থান।

ললিতা। তুই মনের মতন রতন পেয়েছিস!

[প্রস্থান।

মাধুরী। প্রাণ বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই! যে দিন পুরঞ্জনকে দেখেছি, সেদিন ম'জেছি, তার পায়ে বিকিয়েছি, তারেও মজিয়েছি। কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে পিতাকে জানাব? অন্যের গলায় কেমন ক'রে মালা দেব? এ কি, এ কি, কি হ'লো! কার কাছে যাব!—কি হ'লো, কেন সে এলো—পাখী ধ'রে দেবে—রক্তোৎপল তুল্‌বে—সে নয়, তবে কে?—কি হবে, কি হ'লো—কোথায় যাব'—এই যে—এই যে!—কই—কি!—আর তো দেখা হবে না, আর তো দেখা হবে না!

পুরঞ্জনের প্রবেশ

পুরঞ্জন। এ কি, এ কি? মাধুরি, মাধুরি!

মাধুরী। তুমি এসেছ, আমায় নিয়ে যাও, আমায় ফেলে যেও না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস কি?

পুরঞ্জন। কি ব'ল্‌ছো—তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আবার শীঘ্রই আস্‌বো। আমার পিতা পত্র লিখেছেন তাই যাচ্ছি।

মাধুরী। তুমি চ'ল্লে—যাও—যাও।

পুরঞ্জন। তুমি না বল, আমি যাব না।

মাধুরী। না, না, যাও—যাও, আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমায় মনে রেখো।

পুরঞ্জন। সে কি,—তুমি অমন ক'চ্ছ কেন?

মাধুরী। তুমি শুনো না—তোমায় ব'ল্‌বো না—শুন্‌লে তুমি যেতে পার্‌বে না! আমিও তোমায় ব'ল্‌বো না। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, তুমি কারেও ব'লো না; আমিও কারে ব'ল্‌বো না। তোমায় আমি ভালবাসি, এ কথা কারে জানিও না।

পুরঞ্জন। কেন—কেন? কি হ'য়েছে?

মাধুরী। এখন নয়, এখন নয়, যদি কখনো দেখা হয় সব ব'ল্‌বো। তোমায় না ব'লে কারে ব'ল্‌বো! এখন যাও।—পার যদি যাবার সময় আর একবার দেখা ক'রো। এখানে আর এসো না—এলে তোমায় লোকে নিন্দা ক'র্‌বে, আমায় লোকে নিন্দা ক'র্‌বে। পার যদি আর একবার দেখা দিও। তুমি রাস্তায় দাঁড়িও, আমি জানালা হ'তে তোমায় দেখ্‌বো। আমি চ'ল্লুম, তোমার কাছে আর আমি থাক্‌বো না।

পুরঞ্জন। মাধুরি, যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন যেতে ব'ল্‌ছো? নিন্দা হয় হবে।

মাধুরী। না, না, তোমায় ভালবাস্‌তে নাই,—আমিও তোমায় ভালবাস্‌বো না, তুমিও আমায় ভালবেসো না। তুমিও আমায় ভুলে যাও, আমিও তোমায় ভুলে যাব।

পুরঞ্জন। কেন মাধুরী, তুমি ত আমায় ভালবাস!

মাধুরী। না, না, তুমি বিশ্বাস ক'রো না। —আমি কেন ভালবাসি ব'লেছি, জানি নে। তুমিও আমায় ভালবেসো না, দুঃখ পাবে, দুঃখ পাবে। যাও, যাও। আমি চ'ল্লুম, তুমিও হেথায় থেকো না।

[মাধুরীর প্রস্থান।

পুরঞ্জন। এ কি? সহসা উন্মাদিনী হ'লো না কি? আমি যাব ব'লে কি অভিমান ক'রেছে? কোন কি বিপদ্ হ'য়েছে? কারে জিজ্ঞাসা কর্‌বো? আমায় ভালবাসে! কি ক'র্‌বো? যাব না! না, না,—যাই। পিতার কাছে বিবাহের অনুমতি লব।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

ললিতা

ললিতা। প্রতারণা—সকলই প্রতারণা,—মেদিনী প্রতারণাপূর্ণ! মাধুরীও আমার কাছে মনের কথা বলে নাই। এখনও ভাণ ক'র্‌লে, যেন সে নিরঞ্জনকে চায় না। যে দিন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়,—ধিক্ মন, এখনো তার আকিঞ্চন!—সে আমার নয়, সে মাধুরীকে ভালবাসে। সয় স'ক, আমারই প্রাণে স'ক্! পুরুষ এত কপট, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বনে ফুলের ডাল নুইয়ে ধ'র্‌লে—আমার মনে হ'লো—যেন ফুল পেড়ে আমায় পূজা ক'র্‌বে। একটি ফুল আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল, সেই ফুলটি তুলে বুকে রাখ্‌লে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে, ভাবভঙ্গীতে জানাতো, যেন আমার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু কি অদ্ভুত ছল! মাধুরীর জন্য আস্‌তো, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে।—কিম্বা তার সকলেরই সঙ্গে প্রতারণা করা স্বভাব;—না, মাধুরীকে ভালবাসে, নচেৎ বিবাহ ক'র্‌তে চাইবে কেন?

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। আপনি আমায় ডেকেছেন?

ললিতা। কেন, ডাক্‌তে নাই?

গঙ্গা। না, আপ্‌নি তো বড় ডাকেন না! আর আমিই বা কি গান শোনাব, আপনার কাছে বড় বড় গায়িকা এসে শিখে যেতে পারে।

ললিতা। তুমি কত দিন মুজরো ক'চ্চ?

গঙ্গা। ষোল বছর বয়স হ'তে এই কাজ ক'চ্চি।

ললিতা। অনেক পুরুষ দেখেছ?

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো দেবি! যে ডাকে সেইখানেই যেতে হয়; পাঁচ দোরের ভিকিরী। আর জাত-জন্ম যখন ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন আমাদের আর কি!

ললিতা। আচ্ছা,—পুরুষ তোমার কি রকম মনে হয়? বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী?

গঙ্গা। এ কথার উত্তর কি দেব দেবি! আমাদের কাছে যারা আসে, আমাদের সঙ্গে যারা আলাপ করে, কেউ ভালবেসে আসে না, চোখের নেশায় দুটো মিষ্টি কথা বলে। জানে কুকর্ম্ম ক'চ্চি, তবু স্বভাবের দোষে আসে। কিন্তু যে পুরুষমাত্রেই অবিশ্বাসী, এ কথা আমি ব'ল্‌তে পারি নে।

ললিতা। আচ্ছা,—তুমি ত অনেককেই দেখেছ,—তোমার কাউকে বিশ্বাস হয়?

গঙ্গা। বিশ্বাস ক'র্‌লে আমাদের ব্যবসা চলে না। বিশ্বাসে ভালবাসা জন্মায়, ভালবাস্‌লেই আমাদের সর্ব্বনাশ। ভালবাসা আর রোজগার একত্রে দুই হয় না। দেবি, আমরা বড় অসুখী! লোকের মন ভোলাবার জন্য বেশভূষা করি, হেসে হেসে প্রেমকথা কই, কিন্তু সদাই সতর্ক থাকি, পাছে কারো ভালবাসাতে পড়ি। যতদিন যৌবন আছে—তত দিন, তারপর সকলেরই ঘৃণ্য;—আমাদের আপনার লোক নাই।

ললিতা। আপনার লোক কেউ নাই! আপনার লোক হয় না! ভালবাস না, তাই সুখে আছ। ভালবাস্‌লে যন্ত্রণা পেতে, কেউ ফিরিয়ে ভালবাস্‌তো না! পুরুষ স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসী বলে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে অবিশ্বাসী কেউ নাই।

গঙ্গা। অমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমি দেবতার মত পুরুষ দেখেছি। কি ক'র্‌বো, সে আমার হ'বার নয়! সে যদি আমার হ'তো, তা'হলে পৃথিবীতে স্বর্গ পেতেম!

ললিতা। চমৎকার বটে!—কে বলে মেয়েমানুষের মন কুটিল?—সে আমাদের মন জানে না! তুমি বেশ্যা, তুমিও ভালবাস্‌তে চাও, কিন্তু পুরুষের মনে ভালবাসা নাই,—ভালবাসার ভাণ জানে।

গঙ্গা। দেবি, যদি মার্জ্জনা কর তো একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কুলবালা, কখনও পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন নাই, পুরুষের কথা কি ক'রে জান্‌লেন?

ললিতা। আমি একটি গল্প প'ড়েছি; চমৎকার গল্প! একটি নায়িকার সঙ্গে একটি নায়কের দেবমন্দিরে দেখা হয়। নিত্য সেই যুবা সেই যুবতীর সহিত দেখা ক'র্‌তে আস্‌তো। যুবতী মনে ক'র্‌তো, তারে কত ভালবাসে, কিন্তু তা নয়, তার দেখা ক'র্‌তে

আসা ভাণ মাত্র। হঠাৎ সেই যুবতীর সখীকে সে বিবাহ ক'র্লে। যার সঙ্গে দেখা ক'র্তে আস্তো, তার আর কোনও সংবাদ নিলে না!

গঙ্গা। তারপর সে যুবতী কি ক'র্লে?

ললিতা। তারপর যুবতী এ সংবাদ পেয়ে, মনে ক'র্লে আত্মহত্যা ক'র্বে। প'ড়্তে প'ড়্তে আমার মন কেমন হ'য়ে উঠ্লো।

গঙ্গা। তারপর সে ম'লো?

ললিতা। ম'র্বে কি না ম'র্বে, মনের ভেতর তোলাপাড়া ক'র্ছে;—তারপর আর আমি প'ড়্তে পার্লুম না।

গঙ্গা। আমার সঙ্গে যদি সে যুবতীর আলাপ থাক্তো তা হ'লে আমি তারে ম'র্তে দিতেম না।

ললিতা। কেন? তার বেঁচে সুখ? আজীবন দুঃখ পাওয়ার চেয়ে মরাই ভাল!

গঙ্গা। কেন, মরা কেন? ম'লেই ত সকল আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেল।

ললিতা। আশা-ভরসা তো তার সব ফুরিয়েছে!

গঙ্গা। কেন, কি ফুরিয়েছে? সে তো তারে ভালবাসে, মনে ক'র্লে তো তার সঙ্গে দেখা ক'র্তে পারে, তার সেবা ক'র্তে পারে, তার দাসী হ'তে পারে! পৃথিবীতে আপনার সুখই যে সুখ, তা নয়! যদি সে নায়িকা যথার্থ তারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে সুখী হ'তে পারে।

ললিতা। তা কি হয়?

গঙ্গা। সবই হয়;—মন নিয়ে কথা। ভালবাসার সুখই তো—যারে ভালবাসি, তারই সুখে সুখ। নইলে আমাদের বেশ্যার ভাল-বাসা! যতদিন দিলে থুলে, মিষ্টি কথা ব'ল্লে, ভালবাসলুম, তারপর ফুর্লো। আমাদেরও ভালবাসার লোকের জন্য বিষ খাওয়া-খায়ি হয়। কিন্তু সে ছ্যাঁচড়া ভালবাসা, তারে আমি ভালবাসা বলি নে। আমি চ'ল্লেম।

ললিতা। আচ্ছা,—তোমার কেউ ছিল না ব'ল্চো, যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন বেরিয়েছ, তোমার ভাবনা হ'তো না?

গঙ্গা। অনেক ভেবেছি। তারপর দেখ্-লুম, পৃথিবী প'ড়ে র'য়েছে, ভগবান্ দু'টি খেতে দেন।

ললিতা। এক্লা বেড়িয়ে বেড়াও, তোমার ভয় হয় না?

গঙ্গা। প্রথম প্রথম ভয় হ'তো, তারপর স'য়ে গেছে।

ললিতা। আচ্ছা,—কত লোক এমন তোমার মত একা বেড়াচ্চে?

গঙ্গা। কত শত!

ললিতা। তবে ভগবান্ সকলকেই দেখেন, সকলকেই রক্ষা করেন। আচ্ছা, তুমি এসো।

[গঙ্গার প্রস্থান।

ললিতা। আর কেন? শত শত লোক এক্লা বেড়াচ্চে, আমিও বেড়াব। কি ভয়? মৃত্যুর উপায় তো নিজের কাছে। পোড়া মন, এখনো নিরঞ্জনকে দেখ্তে চাস্? মাধুরীকে বামে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা ক'বে, তাই দেখ্বি? তোরে উপহাস ক'র্বে, তাই শুন্বি? যাই। কিন্তু প্রহরীরা যে ধ'র্বে! নর্ত্তকীর বেশে যাই। গঙ্গা মনে ক'রে ছেড়ে দেবে। ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল! কত সাধ মনে উঠেছিল, কত কথা মনে হ'তো, আজ ফুর্লো!

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। তুই কি ভাব্চিস্? চ'লে যাবি! আমি বুঝেছি, তোর আমার দশা হ'য়েছে! দ্যাখ, আমি পাগ্লী বটে, যদি কেউ অকূল পাথার ভাবে, তার মুখ দে'খে আমি বুঝ্তে পারি। আমিও অকূলে ভেসেছি, অকূলে কেন ভাসে, তা জানি। আমি বুঝ্তে পারি, বুঝ্তে পারি।

ললিতা। তুমি কে?

অন্নদা। আমি যে হই না,—তোর তো অকূল পাথার, তোর আর ভয় কি? ঘেন্নায় বড় ব্যথা লাগে! যারে আপনার ভাবি, সে আপনার না হ'লে বড় ব্যথা লাগে! আমি জানি—আমি জানি! তুই আস্বি? আমার সঙ্গে আয়।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। ঠিকানা ক'রে কি যেতে পার্বি? ঠিকানা ক'রে যেতে চাস্তো ঘরে থাক্; সইতে পারিস্ তো ঘরে থাক্। কিন্তু সইবে না—সইবে না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

ললিতা। মা, তুমি কে? আমার ব্যথার ব্যথী কেন?

অন্নদা। মা বলিস্ নি, মা বলিস্ নি! আমায় মা ব'ল্লে তোর কলঙ্ক হবে, তোর মাথা হেঁট হবে, তোরে ঘেন্না ক'র্‌বে,—আমায় মা বলিস্ নে!

ললিতা। কেন, কেন? তুমি কে?

অন্নদা। আমি কে, তা কি জানি!–তবে লোকে পাগ্‌লী ব'ল্‌বে কেন? স্রোতে পাঁচটা কুটো ভাসে না?—আমিও তেম্‌নি ভাস্‌চি। তুই যাবি? চ,—তুই যারে ভালবাসিস্, জানি। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। চল্—চল্।

ললিতা। আমি কারে ভালবাসি?

অন্নদা। আমি কি জানি নি!—আমি সব জানি। সে তোর গায়ে ফাগ দিয়েছিল জানি, তুই তার গায়ে ফাগ দিয়েছিলি জানি। সে তোর—সে তোর। দেখা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বি। মিছি মিছি মন খারাপ করিস্ নে। তারে দেখ্‌বি আয়—দেখ্‌বি আয়।

ললিতা। আর সে যদি আমায় না চায়?

অন্নদা। না চায়, ভেসে বেড়াবি। কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌বি নি, ভুল্‌তে পার্‌বি নি,—ভোলা যায় না—ভোলা যায় না—সে দাগ উঠে না! এই দ্যাখ্ না, আমি পাগল হ'য়েছি, তবু ভুল্‌তে পারি নে। আয়, আয়, আর দেরী করিস নে। এখনি সকলে জাগ্‌বে, রাজমহলে যাবার জন্য ত'য়ের হবে।—তুই চল্—তুই চল্, তুই তারে পাবি!—আমি মিলিয়ে দেব। আমি মিছে কথা কই নে, মিছে কথা জানি নে, আমার বড় সরল প্রাণ! তুই আমার সঙ্গে থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। চল্ না, চল্ না, সব দিক্ বজায় থাক্‌বে। যার যে—সে তার হবে। তোর ধন আমি তোরে দিইয়ে দেব। যার ধন, সেই পাবে,—আমিও পাব! তারপর তাব চিতেয় শুয়ে কুলের কলঙ্ক ঘোচাব। কারো মুখ হেঁট হবে না, কারো কলঙ্ক রবে না, প্রাণ দিয়ে কলঙ্ক দূর ক'র্‌বো, চিতেয় শুয়ে জুড়ুবো। সব দিক্ বজায় ক'র্‌বো!—নইলে এত দিন বাঁচ্‌তেম না! আয়, আয়—শীগ্‌গির আয়—ভাবিস্ নে।

ললিতা। চল মা, তোমার কথায় অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

অন্নদা। কি ভাব্‌ছিস্—কি ভাব্‌ছিস্?—আমি লুকিয়ে রাখ্‌বো, কেউ খুঁজে পাবে না। ওরা সব বজ্‌রায় গিয়েছে, তোদের বজ্‌রা পেছিয়ে আছে। রাজা এগিয়ে গিয়েছে, মাধুরী তার সঙ্গে গেছে, তোর আর খোঁজ ক'র্‌বে কে?—তোর তো আর কেউ নেই।

ললিতা। না মা, ত্রিভুবনে আমার কেউ নাই।

অন্নদা। আছে, সব আছে—সব পাবি। বিধাতার বাঁধন—জন্মের আগে বাঁধন, দিনকতক বিচ্ছেদ—এখানে না দেখা হয়, সেখানে দেখা হবে, চিতেয় দেখা হবে। চল্, চল্, কেন ভাবছিস্? কালীবাড়ীর দোর খুলে রেখেছি, প্রহরীরা টের পাবে না, কেউ জেগে নেই, আর দেরী করিস্ নে, চল্—চল্।

ললিতা। মিছে কেন ভাবি, ঘরে ব'সে কেন জ্ব'ল্‌বো, সে পরের—আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। না না—আত্মহত্যা ক'র্‌বো না, চ'লে যাই।

অন্নদা। আয় আয়, কথা ক'স্‌নে, পেছনে পেছনে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠ

পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন

নিরঞ্জন। কি হে, তুমি আমার পত্র না পেয়েই বেরিয়ে প'ড়েছ নাকি?

পুরঞ্জন। কই, তোমার পত্র তো পাই নাই, আমি অম্‌নিই বেরিয়ে এসেছি। কেন, খবর কি?

নিরঞ্জন। এই তুমি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির এসো, আমার ব'ল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে।

পুরঞ্জন। কি, কথাটা কি?

নিরঞ্জন। যদি আমার বে' হয় তো কি বল?

পুরঞ্জন। ব'ল্‌বো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল।

নিরঞ্জন। সত্যি আমার বে'।

পুরঞ্জন। এর আর সত্যি মিথ্যে কি,—তোমার যদি বে' হয়, কোন্ না আমারও বে' হবে।

নিরঞ্জন। উপহাস ক'চ্ছ, আমি কোন্ না উপহাস ক'ত্তেম, কিন্তু যে দিন আমার মত ঠেক্‌বে, সে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে। এতদিন মনে ক'রতেম, ভালবাসা একটা কথার কথা—প্রণয় একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাই, রাজসাহী গিয়ে আমার চৈতন্য হ'য়েছে। প্রেমই মানব-জীবনে সর্ব্বস্ব। এতদিন জীবনে লক্ষ্যহীন বেড়িয়েছি, ভেবেছিলেম, স্বাধীনভাবে কাটাবো, কিন্তু সে সব ব'দ্‌লে গিয়েছে।

পুরঞ্জন। তা বেশ তো, তুমিও ব'দ্‌লেছ, আমিও বদ্‌লাব। ব্যস্‌, শোধ-বোদ যাবে।

নিরঞ্জন। যথার্থ ভাই, আমি ম'জেছি। আমার দিবারাত্রি এক ধ্যান, এক জ্ঞান। যত-দিন না তার সঙ্গে মিলন হয়, আমার একদিন যুগ মনে হ'চ্ছে। যেন নূতন চক্ষু পেয়েছি, নূতন সংসার দেখ্‌ছি।

পুরঞ্জন। তা বেশ ক'চ্ছ, আমিও দেখ্‌বো, তার আর ভাবনাটা কি!

নিরঞ্জন। শোন, তারপর বাক্‌চাতুরী ঝেড়ো।

পুরঞ্জন। শুনতে নারাজ কিসে বুঝ্‌ছো বল? তোমার পালা তুমি গেয়ে নাও, তারপর আমার পালা আমি গাচ্ছি। আমিও এক সাট বেঁধে এনেছি, মনে ক'র্‌ছ কি, তুমি এক্‌লাই আসর মাতাবে?

নিরঞ্জন। তুমি রাজা উদয়নারায়ণের মেয়ে মাধুরীকে দেখেছ?

পুরঞ্জন। কেন? কে জানে? দেখেছি বোধ হয়।

নিরঞ্জন। না, তুমি নিশ্চয় দেখ নাই, যদি দেখ্‌তে, তুমি হাজার পাষাণ হও, কখন ভুল্‌তে না। মানবীতে যে কখনও এমন রূপ সম্ভব, তা কেউ কল্পনাতেও জানে না।

পুরঞ্জন। হ'তে পারে,—তা কি,—তুমি তারে দেখেছ না কি? কোথায় দেখ্‌লে? তোমার সঙ্গে কি তার আলাপ হ'য়েছে? কি, কোথায় আলাপ হ'লো? কেমন ক'রে হ'লো?

নিরঞ্জন। ইস্‌, তুমি যে প্রশ্নের ঝাঁক ছেড়ে দিলে! আমি কটার উত্তর ক'র্‌বো বল? সব ব'ল্‌ছি, শোন না।

পুরঞ্জন। বল না, বল না, তোমার সুখের কথা শুন্‌বো, তাই মনটায় আগ্রহ হ'য়েছে।

নিরঞ্জন। সে ফুল তুল্‌তে এসেছিল। মৃগয়া ক'র্‌তে গিয়ে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা হয়।

পুরঞ্জন। তোমার সঙ্গে প্রণয় হ'লো না কি? তোমাকে মহলে নিয়ে যেত? তাই কি তুমি রাজবাড়ী হ'তে আসতে চাইতে না? সে তোমায় ভালবাসে?

নিরঞ্জন। তা ব'ল্‌তে পারি নে। নিত্য উপবনের বাইরে আমি থাক্‌তেম, সে নিত্য উপবনে আসতো,—দেখা হ'তো।

পুরঞ্জন। না, তুমি ব'ল্‌ছো না, তোমায় তার মহলে নিয়ে যেতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গোধূলির সময়টা বড় উতলা হ'তে—দেখেছি। তার পর, তার পর কি হলো?

নিরঞ্জন। তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছ না কি? অমন বক্তা হ'য়েছ কেন? শোন না, সব ব'ল্‌ছি।

পুরঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু খেয়েছি,—বল বল, শুনি।

নিরঞ্জন। তার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হ'য়েছে।

পুরঞ্জন। কি, তোমার বাপ রাজী হ'য়েছেন? উদয়নারায়ণের কুলে যে একটা কলঙ্ক আছে! তোমার বাপ রাজী হ'য়েছেন?

নিরঞ্জন। সে মিথ্যা কলঙ্ক। মাধুরী উদয়-নারায়ণের পত্নীর গর্ভের কন্যা।

পুরঞ্জন। তবে বিবাহের সব ঠিক হ'য়েছে? উপবনে নিত্য দেখা হ'তো? কারেও বিশ্বাস নাই, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই, ওরা অদ্ভুত সরলতার ভাণ জানে, কে শিখালে জানি নি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নিরঞ্জন। ভাই, আমিও ঐরূপ মনে ক'রতেম। কিন্তু না, সে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লে, তোমার মনেও সন্দেহ থাক্‌তো না।

পুরঞ্জন। হ'তে পারে,—না, কখনো না, তুমি জান না, বড় কুটিল, স্ত্রীলোক অতি কপট, কি নাম ব'ল্লে—মাধুরী? উদয়নারায়ণের কন্যা

মাধুরী? যার বাড়ীতে অতিথি হ'য়েছিলেম, তার কন্যা?

নিরঞ্জন। কি হে, তুমি কি ব'ক্‌চো?

পুরঞ্জন। কে জানে, আমার নেশা হ'য়েছে, আমার শরীর কেমন হ'য়েছে। আমার বড় অসুখ,—এসে ভাল করিনি। আমি কালই বাড়ী চ'লে যাব। তুমি এখন যাও ভাই, আমি দাঁড়াতে পাচ্চি নি। সকালে এসো—সব শুন্‌বো। এখন আমার মাথা ঠিক নাই, কে জানে ভাই, কি রকম হ'য়ে গেছে। প্রাণ কেমন ক'চ্ছে—প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

নিরঞ্জন। ইস্‌! তুমি বেজায় নেশা ক'রেছ দেখ্‌ছি। চল, তুমি শোবে, তোমার মাথায় জল দি গে।

পুরঞ্জন। না না, কিছু ক'র্‌তে হবে না। আমি ঘুমুলেই সুস্থ হব। তুমি এসো, তুমি থাক্‌লে ব'ক্‌বো, ব'ক্‌লেই নেশা বাড়্‌বে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তবে তুমি স্থির হ'য়ে শোও গে, আমি আসি।

পুরঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো এসো! স্থির হব—স্থির হওয়া ভিন্ন উপায় কি! এসো এসো, দেরি ক'রো না, আমার নেশা বাড়্‌বে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, আমি তোমার চাকরকে ডেকে দিয়ে যাই, তোমার মাথায় জল দিক্‌। তুমি স্থির হ'য়ে শোও গে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আমাকে যেমন গোপনে ঘরে নিয়ে যেতো, ওকেও তেম্‌নি নিয়ে যেতো। না না, তা কি হয়! তা হ'লে যে মারা যাব, কি ক'রে প্রাণ ধ'র্‌বো, বুক ফেটে যাবে। না না, মাধুরী নয়, আর কে!

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আপনি না উপায় ক'র্‌লে আর উপায় নাই!

পুরঞ্জন। আমি কি উপায় ক'র্‌বো! তার এত ছল, তার এত কপটতা! না না, আমা হ'তে কি উপায় হবে! উপায় তারে ক'র্‌তে বল। নিজের উপায় নিজে করুক, আমা হ'তে হবে না, আমি কি ক'র্‌বো!

গঙ্গা। সে বালিকা, সে কি উপায় ক'র্‌বে? সে সব কথা তার পিতাকে কেমন ক'রে ব'ল্‌বে? অনর্থ ঘট্‌বে। আপনি নিবারণ করুন, সে আপনা ভিন্ন কারেও জানে না। সে উন্মাদিনীর মত হ'য়েছে, দিবারাত্রি কাঁদ্‌ছে। আপনি সব কথা আপনার বন্ধুকে খুলে বলুন। তিনি সদাশয়, এ সব কথা জান্‌লে তিনি কদাচ বিবাহ ক'র্‌বেন না।

পুরঞ্জন। তুমি কি আমার বন্ধুকে দেখেছ? সে আনন্দে উন্মত্ত হ'য়েছে, পল গুণ্‌ছে, জগৎ মাধুরীময় দেখ্‌ছে! সে আমার বাল্যবন্ধু, এ আনন্দে তারে নিরানন্দ ক'র্‌বো? তার সরল বুকে ছুরি মার্‌বো? এ কাজ আমা হ'তে হবে না। তুমি জান না, পুরুষের প্রাণ তোমাদের মত নয়। লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা তোমাদের কাজ, আমাদের প্রাণ সেরূপ নয়।

গঙ্গা। প্রাণের গরব ক'চ্ছেন? এই কি উচ্চ প্রাণের পরিচয়? যে সরলা বালিকা জীবন-যৌবন অর্পণ ক'রেছে, তারে অকূলে ভাসিয়ে দেবেন? তারে কলঙ্কিনী কর্‌বেন? তার জীবন শ্মশান ক'র্‌বেন? ভাল, খুব উচ্চ প্রাণের পরিচয় দিচ্চেন বটে! কঠিনতার আর এক নাম পুরুষ! নচেৎ এ কমল-কলি চরণে দলিত ক'র্‌তে পার্‌তেন না।

পুরঞ্জন। কেন, কি ব'ল্‌চো, দোষ কি? আমার বন্ধুর মত জগতে রূপ-গুণ কার? আমার বন্ধুর মত কে আদর জানে? অমন ভাল মাধুরীকে আর কে বাস্‌বে? আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, চোখের দেখা দেখেছি, দুটো কথা ক'য়েছি। আমার বন্ধুর আদরে দু'দিন পরে ভুলে যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, বিদায়ের দিন সে আমায় ব'লেছে, সে আমায় ভালবাসে না।

গঙ্গা। যদি বুঝে না বোঝেন, তা হ'লে কি ক'রে বোঝাব বলুন? একবার তারে মনে করুন, বিদায়ের চক্ষুজল মনে করুন, দীর্ঘ-নিশ্বাস মনে করুন, তার সরলতা মনে করুন। প্রফুল্ল কমলবনে আগুন ধরিয়ে দেবেন না। আপনা ভিন্ন সে কিছু জানে না,—আপনি তার ধ্যান-জ্ঞান—জীবন-সর্ব্বস্ব—হৃদয়েশ্বর।

পুরঞ্জন। কেন কেন, আর কেন জ্বালা দাও, আর কেন হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত কর? সত্য

বলেছ, আমি বড় কঠিন, এখন' জীবিত র'য়েছি! কঠিন না হ'লে এতক্ষণে ফেটে যেতেম। পুড়ে খাক হ'চ্ছি, তবু দারুণ অনল চেপে রেখেছি।

গঙ্গা। মহাশয়, অনর্থক কেন এ জ্বালা সহ্য ক'রছেন? কেন আর একজনকে জ্বালাচ্ছেন? কেন বালিকার সর্ব্বনাশ, আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছেন? সব দিক্‌ বজায় থাক্‌বে, আপনি সমস্ত কথা বন্ধুকে ভেঙ্গে বলুন। দেখুন—বালিকা আপন প্রাণ-মন সর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ ক'রেছে। তার সঙ্গে অন্যের বিবাহ হবে, এতে তার সর্ব্বনাশ হবে, আপনার অধর্ম্ম হবে। আপনার বন্ধুকে বলুন, বালিকার মিনতি রাখুন। আপনার বন্ধুর অতি উচ্চ প্রাণ, জান্‌লে কখনো এ অনিষ্ট ঘট্‌তে দেবেন না।

পুরঞ্জন। নিরঞ্জনের উচ্চ প্রাণ, তা তুমি আমার কাছে পরিচয় দিচ্ছ? এ কথা আমি জানি না? আমার জন্য সে সব পারে, সে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে সর্ব্ব-ত্যাগী হ'তে পারে। আমি ব'ল্লে—সে সমুদ্রে ভেসে যেতে প্রস্তুত। তুমি জান না, আমি তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আমার মলিন মুখ দেখ্‌লে সে দশদিক্‌ অন্ধকার দেখে, ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, ক্রীতদাসে যেমন মন যোগায়, সেইরূপ আমার শুশ্রূষা করে;—এই বন্ধুর প্রাণে আমি আঘাত দেব?—একজন স্ত্রীলোকের জন্য এই বন্ধুকে আমি পর ক'র্‌বো?—কখনো না—কখনো না—প্রাণ থাক্‌তে না! আমি মরি মলুম, মাধুরী মরে মরুক্‌, ধর্ম্ম নষ্ট হয় হোক্‌, সংসার ভেসে যায় যাক্‌, নিরঞ্জন সুখে থাকুক্‌।

গঙ্গা। বুঝ্‌লেম — অবলা অকূলে ভাস্‌লো!

পুরঞ্জন। তুমি যাও, আর সে কথা তুলো না। মাধুরীকে মনে হ'লে আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি কর্ত্তব্য ভুলে যাব, বন্ধুকে ভুলে যাব, আমি কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার ক'র্‌বো, আমি নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো। যাও—যাও।

গঙ্গা। এর অধিক আর কাপুরুষত্ব কি ক'র্‌বেন?

পুরঞ্জন। তিরস্কার কর, যত পার তিরস্কার কর, তারে তিরস্কার ক'র্‌তে ব'লো। ভেব না—ভেব না—আর এ পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। আমি প্রাণত্যাগ ক'রে তার হৃদয়ের কণ্টক দূর ক'র্‌বো। আমি ম'লে সব কণ্টক দূর হবে, দু'দিন বাদে সকল স্মৃতি লোপ হবে, নিরঞ্জনকে নিয়ে সে সুখে থাক্‌বে।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। আমিই সর্ব্বনাশের মূল! কি উপায় ক'র্‌বো?—কেন দু'জনের মিলন ক'রে দিয়েছিলেম! আমি রাজা উদয়নারায়ণকে কি জানাব? কি ফল হবে—আমারই প্রাণবধ হবে। জান্‌লেও এ বিবাহ রদ হবে না। পুরঞ্জন এর না উপায় ক'র্‌লে উপায় হবে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুষ্প-বাটিকা

রঙ্গলাল ও নিরঞ্জন

রঙ্গলাল। তোমার কিছু গাঢ় প্রণয়,—প্রেম হ'তে না হ'তে বিরহ-যন্ত্রণা! এই তো তোমার বাপও বিবাহ দিতে রাজী হ'য়েছেন, আর উদয়-নারায়ণ তো—"খ্যাপা, ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা?" তোমার বাপের কথা বজায় রেখে, তোমাদের কুলপ্রথা-মতে অত বড় একটা মানী লোক হ'য়ে, ক'নে ঘাড়ে ক'রে তোমাদের দেশে বিবাহ দিতে আস্‌ছে, এখন আর দুর্ভাবনা কেন?

নিরঞ্জন। দুর্ভাবনা কিসের?

রঙ্গলাল। দুর্ভাবনা কিসের? নাগাড় দুর্ভাবনা চ'লেছে! এতেও যদি তোমার না ভরপুর হ'য়ে থাকে, তোমার পীরিতকে দু'শো ছেলাম!

নিরঞ্জন। আমার মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে।

রঙ্গলাল। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লম্ফ-ঝম্প—প্রেমের অঙ্গ, এ সব ত আছেই,—এ সব তো আর নূতন নয়।

নিরঞ্জন। দেখ, পুরঞ্জনের মনে কি হ'য়েছে,—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যে বাল্যাবধি আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সে যেন ইচ্ছা ক'রে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে।

সদাই অন্যমনস্ক, সদাই মলিন বদন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, আমাদের সঙ্গ ছেড়ে নির্জ্জনে নদীর ধারে গিয়ে ব'সে থাকে।

রঙ্গলাল। ওর বাড়ীর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই তো?

নিরঞ্জন। এই তো আমোদ ক'রে বাড়ী থেকে এলো।

রঙ্গলাল। হ'য়েছে, রোগের লক্ষণ আমি বুঝেছি। এখন মনে প'ড়্লো—তোমার সঙ্গে রাজসাহী বরা শিকার ক'রতে গিয়েছিল।

নিরঞ্জন। তাতে কি?

রঙ্গলাল। পীরিতে প'ড়েছে আর কি!

নিরঞ্জন। কিসে জান্‌লে?

রঙ্গলাল। ও একলষেঁড়ে চাল প্রায়ই পীরিতের লক্ষণ।

নিরঞ্জন। না না,—পীরিতে প'ড়্বে কেন? —বরাবরই তো জানিস্, তার বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছা নাই, আর কিছু হ'য়েছে।

রঙ্গলাল। কেন, তোমারও তো বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছা ছিল না। তারপর রাজসাহী হ'তে এসে পীরিতে একেবারে লাট্টু হ'য়ে গেছ। উনিও রাজসাহী গিয়েছেন, শিকারেও ফিরেছেন, তোমার মত দৈববিপাকবশতঃ কোন কামিনীর কুঞ্জে গিয়ে প'ড়্বার আপত্তিটে কি? তারপর শিকার ক'রতে গিয়ে, তোমারই মতন শিকার হ'য়ে এসেচেন।

নিরঞ্জন। দ্যাখ্, তোর কথাটা আমার এক রকম লাগ্‌ছে। আমি যখন রোজ সন্ধ্যাবেলা গোপনে মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যেতেম, ও-ও কোথা যেতো। আমি আগে ফিরে আস্‌তুম, কোন কোন দিন সে আগে ফিরে আস্‌তো।

রঙ্গলাল। তার পর তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌তে,—"এই এদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম", সেও ব'ল্‌তো, "এই ওদিকে একটু বেড়িয়ে এলেম।" পরস্পর কেউ কারে কিছু ভাঙ্‌তে না।

নিরঞ্জন। তুই খুব বিদ্বান্, আমি শুনেছি,—কিন্তু তোর এমন যে হাতগোণা বিদ্যা আছে, তা আমি জান্‌তেম না। দ্যাখ্, এখন আমার মনে প'ড়্ছে, আমিও যেমন কখন বেরুই কখন বেরুই ক'র্‌তেম, ও-ও তেম্‌নি কখন্ বেরুই কখন্ বেরুই ক'র্‌তো। আর আমিও যেখানে মাধুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যেতেম, ও-ও বোধ হয়, তার কাছাকাছি কোথায় যেতো। হুঁ—ঠিক!—বোধহয়, সেই বাড়ীতেই কার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তো;—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হ'চ্ছে—ঐ-ই বটে। একদিন গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরুতে দেখেছি,—অন্ধকারে আমি ভাল ক'রে ঠাওরাতে পারি নাই। আর মাঝে মাঝে ঐ পথে দেখা হ'তো। আমি ওরে দেখেও দেখ্‌তেম না, পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতেম।

রঙ্গলাল। তুমি একা পাশ কাটাতে না ও-ও পাশ কাটিয়ে স'র্‌তো। তুমিও যেমন দেখেও দেখ্‌তে না, ও-ও তেম্‌নি দেখেও দেখ্‌তো না। এবার ঠিক ধ'রেছি, পীরিতে প'ড়েছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তুইও কেন পীরিতে পড়্ না,—তুই একা কেন ফাঁকে পড়িস্?

রঙ্গলাল। রসো, প্রেমতীর্থ রাজসাহী একবার ভ্রমণ ক'রে আসি। রাজসাহী তো নয় —বোধহয় ঐখানে প্রমীলার পুরী ছিল; দেখ্‌ছি—প্রেমের বাগান; দু-দুটো বয়ারকে প্রেমে জর-জর ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

নিরঞ্জন। নে, তুই-ও একটা দে'খে শুনে পীরিতে পড়্।

রঙ্গলাল। ও দে'খে শুনে কি আর পড়ে? প'ড়্বো যখন—হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়্বো।

নিরঞ্জন। আচ্ছা, তুই বে' ক'র্‌বি নে?

রঙ্গলাল। বে' ক'র্‌বো না ব'ল্‌বো, যখন মেয়েমানুষ-বংশ নির্ব্বংশ হবে, কিম্বা যখন কণ্ঠশ্বাস হবে। নইলে তোমাদের মতন তাল ঠুকে পালোয়ানী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে কার কুঞ্জে গিয়ে সেঁধুবো, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাক্‌বো, আর সরল প্রাণে তিন পাক দে গাঁট দেবো।

নিরঞ্জন। সে কি, প্রেমে নূতন জীবন হয়, তা জানিস্? সে দিন গান গাইলে শুন্‌লি নি,—"পীরিতে গজায় নূতন প্রাণ।"

রঙ্গলাল। পুরণো প্রাণে এখনও একটু দরদ আছে, প্রেমের শুট্‌কো চারা সখের হৃদ্‌বাগানে পুর্‌তে চাই নি।

নিরঞ্জন। প্রেম শুট্‌কো? কে তোরে বিদ্বান্ বলে? তুই মূর্খ। প্রেমে প্রাণ উদার করে, তা জানিস্?

রঙ্গলাল। এই যেমন উদার প্রাণ তোমরা দুজনে হ'য়েছ। বাবা, আমি ঢের দেখেছি, যেই একটি মাগী জুট্‌লো, অম্‌নি লুকোচুরী আরম্ভ হ'লো, বন্ধুত্বের গয়ায় অম্‌নি পিণ্ডি প'ড়্‌লো, মনের দ্বারে অম্‌নি বিধুমুখী চাবী দিলেন! আপনা হ'তেই বোঝ না। এক আত্মা, এক প্রাণ—দুই বন্ধুতে শিকারে গেলে, তার পর বিধুমুখীদের পাল্লায় প'ড়ে মনের দোরে আগড় দিয়ে জুদো হ'য়ে এলে, প্রেমের কথা কেউ কারেও ভাঙ্গ্‌লে না।

নিরঞ্জন। আমি যে ভাই, কুটেগিরি ক'রে ভাঙ্গিনি, তা নয়, আমি ওরে ভয় ক'র্‌তুম্। ওর বড় পট্‌পটানি, জানিস্ তো, মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌তে নাই ব'ল্‌তো; কি জানি, উপদেশের লম্বা এক ছড়া আউড়ে দেবে, তাই বলি নাই।

রঙ্গলাল। ও-ও, উপদেশের ভয়ে তোমায় ভাঙ্গে নাই, তা জেনো। তুমিও কি কম পালোয়ানী ক'র্‌তে, তুমিও যে কতবার ব'ল্‌তে, "মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াতে নাই!" তোমারই মুখে শুনেছি, "মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ে দশরথ রামকে বনে দিলেন, কৃষ্ণ গয়লার ভাত খেয়ে বাঁশী বাজালেন—তার পর বিধুবদনীদের পায়ে ধ'রে আমানী ঝোঁমানী কাঁদ্‌লেন!"

নিরঞ্জন। দ্যাখ্ দ্যাখ্, পুরঞ্জন আমাদের দে'খে স'রে যাচ্ছে, আজ ওরে চাপাচাপি ক'রে ধ'র্‌তে হবে। দেখ্‌তে পেয়েছি হে—দেখ্‌তে পেয়েছি, পালাচ্ছ কোথায়?

পুরঞ্জনের প্রবেশ

পুরঞ্জন। এ্যাঁ—তোমরা হেথায়?

রঙ্গলাল। আমি ভাই পালাবো পালাবো ক'র্‌ছিলুম, ভাব্‌ছিলুম,—কোন নদীর ধারে গিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বো, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়ে না, ও ওর প্রেমের কথা ব'ল্‌ছে।

পুরঞ্জন। কেন, নদীর ধারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বে কেন?

রঙ্গলাল। কেন? রাজসাহী যে তোমাদের একচেটে ইজারা তা তো নয়, আমিও শিকার ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। তোমাদের মতন আমারও এক জমীদারের বাড়ীতে হোরির নিমন্ত্রণ হয়। সেইখানে হোরি খেল্‌তে খেল্‌তে বাগানে তোমাদেরই মতন এক নাগরীর সঙ্গে দেখা; তার কি রূপ! কি গুণ! চকোর খেতে মুখে চাঁদ এসে নাব্‌ছে. মৃণালের মত সরু সরু কাঁটাওয়ালা দুই ভুজ, হাত দু'খানি সহস্রদল পদ্ম ফুটে র'য়েছে, আর পদ্মপাতার মতন ঘোরালো দুই চক্ষু—তাতে আরক্ত আভা, সদ্য যেন ছাগল কেটে রক্ত দিয়েছে! কম্বুকণ্ঠী বামা পোঁ পোঁ মধুর ধ্বনিতে যেন আরতি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি অম্‌নি অনিমিষ-নয়নে লাল দুই তেলাকুচা অধরে কোকিলের মত শাঁস খাবার জন্যে অধীর হ'লেম;—এখন সেই তেলাকুচা অধর-শাঁসের বিরহে আমার কোকিল-প্রাণ নিরিবিলি কোন্ নির্জ্জন কুঞ্জে কু-কু ক'র্‌বে—ভাব্‌ছে।

পুরঞ্জন। তুই নেহাত বেল্লিক, কে বলে তুই লেখাপড়া শিখেছিস্?—কবিরা মৃণাল-ভুজ, কম্বুকণ্ঠী, বিম্বাধর, করকমল, মুখচন্দ্র ব'লে বর্ণনা করে, তাই তোর ঠাট্টা হ'চ্ছে, তুই নেহাত বেরসিক।

রঙ্গলাল। ব্যস্ — রাজসাহী বেড়িয়ে এলেম, আবার বেরসিক! প্রাণে কবিতার লহরী খেল্‌ছে!—

ভ্রমণ করিনু সখা রাজসাহী বিমল আকাশে,
পুরাতন কেশজাল তার ছিল জাগিয়া বসিয়ে,
লম্ফ দিয়া ধরিল আমায়—
সুপ্রবীণা সে নাগরী,
মরি, হৃদয়ে কৈল বিদ্যুৎগর্জ্জন।

নিরঞ্জন। আঃ, চুপ কর। পুরঞ্জন, তোমার কি হ'য়েছে?

পুরঞ্জন। সে কি হে, কি হবে?

নিরঞ্জন। কেন ভাই, আমাদের কাছে গোপন কর কেন? তুমি বল, আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েছে। এই জিজ্ঞাসা কর, রঙ্গলালকে আমি এই কথা ব'ল্‌ছিলুম। দু'দিন বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌লে না, আমার কাছে ছুটে এলে। কিন্তু আমি যখন পরিচয় দিলেম যে, রাজা

উদয়নারায়ণের কন্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হ'য়েছে, তুমি যেন কি রকম হ'য়ে গেলে। এ বিবাহে কি তোমার অমত?

পুরঞ্জন। না না, তুমি তারে ভালবাস, সে যদি তোমায় ভালবাসে, তা হ'লে আমার অমত ঠাওরাও কেন?

নিরঞ্জন। তোমায় তো ব'লেছি, সে ভালবাসে কি না জানিনে, কিন্তু আমি তারে যেদিন অবধি দেখেছি, সেদিন হ'তে তারে আমি ভুলি নাই। কিন্তু বল, যদি তোমার অমত হয়, আমি প্রাণ ছিঁড়ে ফেলে দেব, তোমার অমতে আমি কোন কার্য্যই ক'র্‌বো না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। পুরঞ্জন, আমি ভুলি নাই, যে জিনিষ তোমার মিষ্ট লাগ্‌তো, সেই জিনিষ তুমি আমায় দেবার জন্য তুলে রাখ্‌তে; আমি পড়া বুঝ্‌তে পার্‌তেম না, তুমি আমায় শিক্ষা দিতে; তোমার শিক্ষায় আমি অস্ত্রবিদ্যায় দেশবিখ্যাত। বাল্যকালে আমার প্রায়ই উৎকট পীড়া হ'তো, তুমি জীবন উপেক্ষা ক'রে আমার শুশ্রূষা ক'র্‌তে। তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে বিদেশে আমার কাছে থাক্‌তে ভালবাস। তুমি বল, এ বিবাহে কি তুমি অসম্মত?

পুরঞ্জন। না না, কেন তুমি এ কথা মনে ক'চ্ছ? তুমি আবার কি ভাব্‌বে—আমার শরীর বড় অসুস্থ—কে জানে, কেন এমন হ'য়েছে;—আমার অমত নয়—আমার অমত নয়!—আমি ভাই চ'ল্লুম, কতকগুলো পত্রের জবাব দিই নাই, জবাবগুলো দিতে হবে, আমি চ'ল্লুম।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

নিরঞ্জন। কেমন হ'য়েছে দেখ্‌লি?

রঙ্গলাল। আচ্ছা ব'ল্‌ছি। তোমরা দু'জন রাজসাহী গেলে, তুমি ডাল নুইয়ে ধ'র্‌লে, রূপসী ফুল পেড়ে নিলেন, তার পর উদয়-নারায়ণ তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল, সেদিন হোরি, তোমরা দু'জন রইলে, তারপর?—

নিরঞ্জন। তার পর তো ব'লেছি ভাঙ্ খেয়ে গায়ে ফাগ দেওয়া-দেয়ি ক'র্‌লেম, তার পর নেশার ঝোঁকে অন্দরমহলের উপবনে গিয়ে পড়ি, দেখ্‌লেম, ওড়নাতে ফাগ নিয়ে, ফাগে সর্ব্ব-শরীর লাল, একটি যুবতী দাঁড়িয়ে।

রঙ্গলাল। তিনি সেই রূপসী, যিনি—তুমি ডাল নুইয়ে ধ'রেছিলে, তিনি ফুল পেড়ে নিয়েছিলেন। তার পর?—

নিরঞ্জন। আমি সম্মানের সহিত তার গায়ে ফাগ দিলেম যুবতীও হেসে আমার গায়ে ফাগ দিলে। এমন সময় কে একজন 'মাধুরী' 'মাধুরী' ব'লে ডাক্‌লে, সে অমনি চ'লে গেল।

রঙ্গলাল। তাইতে বুঝ্‌লে, যুবতীর নাম মাধুরী?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তার পর অনুসন্ধানে জান্‌লেম, মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা।

রঙ্গলাল। মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যারে দেখেছ, তার নাম মাধুরী কিনা, ঠিক জান? সে যুবতী মাধুরীর কোন সখীও তো হ'তে পারে?

নিরঞ্জন। না না, আমি যারে দেখেছি, সেই মাধুরী। তার পরিচ্ছদ, চাল-চলন সব রাজ-কুমারীর ন্যায়। উদয়নারায়ণের একটি বই কন্যা নয়। তবে সে যদি মাধুরী না হয়, তবে অমন সুন্দরী, সুবেশা রমণী উদয়নারায়ণের অন্তঃপুরে আর কে হবে?

রঙ্গলাল। বুঝ্‌লেম, তোমার রোগ এইখানে ধ'র্‌লো। তার পর একটু স্মরণ করো,—তুমি যখন নেশায় মেতে হোরি খেল্‌তে লেগে গেলে, তখন বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পুরঞ্জনও হোরি-যুদ্ধে মেতেছিলেন?

নিরঞ্জন। না, সেদিন যে ও কোথায় ছিল, তা আমি জানি নে। সে রাত্রে দেখাও হয় নাই। পরদিন প্রাতে শুন্‌লেম, বড় নেশা হ'য়েছিল, রাজবাড়ীতেই ছিল।

রঙ্গলাল। দেখ, তুমি ঠিক জেনো, ঐ বাড়ীতে তিনিও কোথায় হোরি খেলেছেন।

নিরঞ্জন। তার পর?

রঙ্গলাল। কালসাপ বুকে কাম্‌ড়ে দিয়েছে আর কি।

নিরঞ্জন। তোমার সাক্ষাতে কোন কথা ভেঙ্গেছে না কি?

রঙ্গলাল। ও ভাঙ্‌গ্‌বার কথা নয়। এমন হৃদ্‌বন্ধু অতি বিরল, যিনি প্রেমের কথা ভাঙ্গেন!

নিরঞ্জন। তোর কি ঠিক বোধ হয়, কারও প্রেমে প'ড়েছে? তা যদি হয়, আমি সে কথা বার ক'রে নিচ্চি।

রঙ্গলাল। সে ব'ল্‌বে না।

নিরঞ্জন। কি, আমায় ব'ল্‌বে না? আমার সঙ্গে কপটতা ক'র্‌লে তার সাম্‌নে আমি বুকে ছুরি দেব না? আমায় বিমর্ষ দেখ্‌লে সে অধীর হয়, তা তো তুই জানিস্‌!

রঙ্গলাল। আচ্ছা, মনে কর, যদি সেই মাধুরীই ওর গায়ে ফাগ দিয়ে থাকে, অমনি ক'রে হেসে চ'লে গিয়ে থাকে?—

নিরঞ্জন। সে কি? তাও কি হয়?

রঙ্গলাল। হবার তো বিশেষ আপত্তি দেখ্‌ছি নে। বোঝ, আমোদ ক'রে দেশ থেকে তোর বাড়ী এলো, বে'র কথা শুনে আমোদ ক'র্‌লে—তার পর যেই শুন্‌লে, উদয়-নারায়ণের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, অম্‌নি মাথা ধ'র্‌লো, ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়, তোর সঙ্গে দেখা করে না। এদিকে রাজ-সাহীতে তুমিও যেদিকে মাধুরীকে খুঁজ্‌তে, সে দিকে তার দেখা পেতে, আর চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, কথা শুন্‌তে পার্‌লে না, মুখ কেমন হয়ে গেল, শরীর অসুখ, বাড়ীতে চিঠি লেখার ধুম প'ড়্‌লো, এদিকে যাচ্ছিলেন নদীর ধারে।

নিরঞ্জন। অ্যাঁ অ্যাঁ! তোর কথা আমার সত্যি বোধ হ'চ্চে। তা হ'লে কি হ'বে?

রঙ্গলাল। হবে আর কি, যখন এক সর্ব্বনাশী এসে মাঝ্‌খানে জুটেছেন, তখন বন্ধুবিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, এই আর কি! শেষ তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাক্‌বে, ও ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাবে। মুখ-দেখা-দেখিটি পর্য্যন্তও থাক্‌বে না,—আর ছুরি-ছোরাও যদি চ'লে যায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হব না। ইস্‌, তোমার ভাব ঘোরাল হ'য়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। একটা কিছু কেলেঙ্কার বাধাবে!

নিরঞ্জন। তুমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার?

রঙ্গলাল। ধর'—ক'র্‌লুম। আর ধ'রে নাও, সে সব মনের কথা খুলে ব'ল্‌লে। জানা গেল যে, ঐ মাধুরীই তার বুকে ছুরি মেরেছে।

নিরঞ্জন। তা যদি সত্য হয়, আমি মাধুরীকে চাইনে, ওর সঙ্গেই বে' দেবার চেষ্টা পাব। মাধুরী যেমন সুন্দরী, তার যোগ্য আমি নই, পুরঞ্জনই তার যোগ্য।

রঙ্গলাল। বিবাহ ত দেবে—তার পর বন-গমন ক'র্‌বে বাসনা ক'চ্ছ? তোমার উঁচু প্রাণ, লম্বা-চওড়া ঝাড়্‌ছো বটে, আর যে ক'র্‌বে, তাও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তার পর ঘরে টেঁক্‌তে পার্‌বে না চাঁদ, প্রাণ হু হু ক'র্‌বে! আর যদি সত্যি পীরিতে প'ড়ে থাক, সে ছিনে জোঁক—ছাড়বে না। ভুল্‌বো মনে ক'র্‌লেই মানুষ যদি ভুল্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে দুনিয়ায় মেয়েমানুষের গোলামত্ব কেউ ক'র্‌তো না, এই তোরে পাকা ব'ল্‌লুম। ও প্রেম—কাঁটালের আটা, এখনও এমন তেল বেরোয় নি, যাতে ও আটা ছাড়ায়।

নিরঞ্জন। হুঁ!

রঙ্গলাল। এই দেখ না, এখন হ'তেই "হুম-হাম" আরম্ভ। একটা কথা শুন্‌বে?

নিরঞ্জন। কি?

রঙ্গলাল। যদি এক রূপসী উভয়ের প্রাণ হ'রে থাকেন, তবে উভয়েই প্রেমে ইস্তোফা দাও। অমন দোনাড়া ধনী কেউ ঘরে এন না।

নিরঞ্জন। তুমি ঠিক বল, জীবন সমস্যা-পূর্ণ!—আমার জীবনে এই প্রথম সমস্যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানসংলগ্ন নদীতীরস্থ পথ

পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন

নিরঞ্জন। হেরিয়ে তোমায় মম উদ্বাহ-সময়,
হ'য়েছিল কি আনন্দে পূর্ণিত হৃদয়—
কথায় কি কব—
বুঝ তুমি আপনার মনে।
কিন্তু হরিষে বিষাদ,
বিবাহের সাধ •
আর মম নাহি পুরঞ্জন!
হেরি তব দিবানিশি মলিন বদন,

দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন;
তব প্রফুল্ল নয়নে
নাহি সে আনন্দ-ছবি!
প্রাণ সম মাধুরী আমার।
কিন্তু হেরি তোমার এ দশা,
প্রেমের পিপাসা নহে আর বলবতী।
যারে করি ধ্যান, ধরা মম স্বর্গ হ'তো জ্ঞান,
সে ছবি বিষাদপূর্ণ আজি।
বিষন্ন তোমারে সখা হেরি
মাধুরীর নাহি সে মাধুরী,
বল ভাই, এ ভাব কি হেতু তব?
এ জীবনে প্রিয় বস্তু যা আছে আমার,
সকলি অসার,
এ দশা তোমার আর সহিতে না পারি।
মনোভাব কি হেতু গোপন কর?
জান তুমি, যদি তব হয় প্রয়োজন,
এ জীবন বিসর্জ্জন দিব অনায়াসে।
বল বল, কেন তব হেন দশা?
পুরঞ্জন। তুমি চির-আনন্দ আমার,
দুই দেহ, তুমি আমি এক প্রাণ।
নিরঞ্জন। তবে কেন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশে হতাশ?
তবে কেন সজল নয়ন,
অবিশ্বাস কি হেতু আমায়,
মনের কপাট নাহি খোল?
যেবা প্রয়োজন,
বিষাদের যে হয় কারণ,
করি জীবন অর্পণ
মোচন করিব তাহা।
কপটতা ক'রো না আমার সনে!
পুরঞ্জন। কেন হে বিষাদপূর্ণ করিব তোমায়?
যে পীড়ার নাহিক উপায়,
শুনি তব বেদনা বাড়িবে,
উপায় না হবে;
জানালে বাড়িবে জ্বালা না হবে নির্ব্বাণ।
নিরঞ্জন। সন্দেহ কি জন্মেছে হে বন্ধুত্বে আমার,
যেই হেতু যত্নে কর হৃদয় গোপন?
পর কি হ'য়েছি এতদিনে?
খেলিতাম বালক যখন;
হ'লে কোন বিষাদ-কারণ,
ছুটিয়া আসিয়ে,
গলা ধ'রে কহিতে আমারে;—
তবে কি হেতু এ কপটতা আজি?
ভেবেছ কি মনে,
বাল্যবন্ধু তব ভুলিয়াছে পূর্ব্ব ভালবাসা?
বাল্যক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ,
জীবন উৎসর্গ পরস্পরে,
আজি কি হে তার ভাবান্তর?
প্রাণান্তরে সম্ভব তো নয়!
হেন কুটিলতা কি হেতু জন্মিল তব মনে?
দেখেছ কি কভু মম কুটিল আচার?
কুটিলতা করি—হেন হয় যদি মনে,
তীক্ষ্ম ছুরিকায়
অন্তরের অভ্যন্তর দেখাব তোমায়!
বিচ্ছেদ-আশঙ্কা মম বাজ সম বাজে।
তোমা বিনা কে আছে আমার?
পুরঞ্জন। হ'য়েছে হৃদয়ে তব প্রেমের সঞ্চার।
মাধুরী তোমার করিয়াছে
প্রেমে প্রতিদান।
কেন প্রাণ করিবে শ্মশান
শুনিয়ে হৃদয়-ব্যথা মম?
নিরঞ্জন। বল, নহে বুঝে যাই
বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ এতদিনে।
ভাই ভাই, আত্মঘাতী করিবে আমায়?
পুরঞ্জন। না জান না জান সখা,
কিবা অস্ত্র ধরি এ জিহ্বায়,
ছিন্ন প্রাণ হবে এক ঘায়।
কর সংবরণ,—জেনো না কারণ,
উদ্গারিতে দারুণ অনল
ক'রো না হে অনুরোধ।
ভস্ম হবে,
ভস্ম হবে দুর্জ্জয় গরলে।
নিরঞ্জন। চাহ যদি দেখিতে মরণ—
করহ গোপন,
নহে জানাও বেদনা তব!
পুরঞ্জন। ভাই, বিষম সঙ্কট!
নিরঞ্জন। হা রঙ্গলাল, সত্য তব অনুমান!
নিদারুণ প্রেমের' মমতা,
বুঝেও না বুঝে মন!
খুলিয়াছে মমতার আবরণ।
পুরঞ্জন। কি—কি?

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, প্রবঞ্চনা ক'রো না আমার সনে,
বুঝিয়াছি কি পীড়া তোমার।
করো না গোপন,
বান্ধব তোমার আমি,
মুগ্ধ তুমি মাধুরীর প্রেমে—
সে তোমার প্রেমে বাঁধা।
দিও না হে মনে স্থান
হেন হীন প্রাণ বন্ধুর তোমার—
বিচ্ছেদ ঘটিবে তোমা সনে
সামান্যা নারীর তরে!
শপথ তোমার,
তব প্রণয়িনী আজি হ'তে আমার ভগিনী,
বান্ধব-রমণী আদরিণী।
তুমি যোগ্য তার!—
মিলন হেরিয়ে আমি জুড়াব জীবন।

পুরঞ্জন। এ কি এ কি, নিরঞ্জন!
কেন দাও আত্ম-বিসর্জ্জন?
ভালবাস তুমি তারে,
সে বিনা হইবে তব জীবন শ্মশান।
বন্ধু হ'য়ে বুকে ছুরি হানিব তোমার!
ছি ছি, ব্যথা আর দিও না আমায়।
সত্য ভালবাসি তারে,
ভুলে যাব দিন দুই পরে।
কিন্তু যদি ভুলিতে না পারি,
এলো গেলো কিবা তাহে।
তোমা হেতু জীবন অর্পণ
ভার নহে জান তুমি!
ভালবাস তারে,—
যদি না হয় মিলন,
তিক্ত হবে সংসার তোমার।

নিরঞ্জন। রূপ-মোহে মুগ্ধ মন;
প্রণয়ে আবদ্ধ নহি তোমা সম!

পুরঞ্জন। ভাল নাহি বাসি তারে?
উদ্বাহের কথা মোরে কহিলে যখন,
অন্তরের প্রেম তব দেখেছি নয়নে,
শুনিয়াছি বচনে সে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ছিলে তুমি আনন্দে বিভোর।
আজি হের দর্পণে বদন,
নাহি সে আনন্দ-ভাব—
অন্তর-মালিন্য দেয় পরিচয় মুখে।
করি তারে ত্যজিবারে পণ,
রসহীন করো না জীবন।
তব সুখের জীবনে দুঃখের কারণ
কি হেতু করিতে চাহ সুহৃদে তোমার?
দেহ বিদায় আমায়,
দেশে যাই চলে,—
দিন দু'য়ে যাব সব ভুলে।

নিরঞ্জন। স্বৈচারিণী পত্নী কি করিবে মোরে দান?
এই কি হে বন্ধুত্ব তোমার?
তোমার রতন করিব গ্রহণ,
বন্ধুর কি এই উপহার?

পুরঞ্জন। কেন, কিসে স্বৈচারিণী?
হয় নাই উদ্বাহ আমার সনে।

নিরঞ্জন। কহ সত্য,
লুকায়ে রেখ না কথা,
দোঁহে দোঁহা প্রেমে বাঁধা বুঝেছি নিশ্চিত।

পুরঞ্জন। শুন তবে স্বরূপ ঘটনা।
হোরি-খেলা হয় যেই দিন,
নর্ত্তকী জনেক,
ল'য়ে গেল মাধুরী-সদন।
সেথা পরস্পর হ'লো বাক্যালাপ।
কিন্তু বাসে বা না বাসে ভাল,
স্থির আমি না জানি অদ্যাপি।
ব'লেছিল বাসি ভাল,
কিন্তু বিদায়ের দিনে
দৃঢ়পণে কহিল আমায়—
তোমারে বাসি না ভাল।
শপথ তোমার—
সন্দেহের ছায়া প'ড়ে র'য়েছে হৃদয়ে।

নিরঞ্জন। যাইতে কি নিত্য তার পাশে?
বিদায়ের কালে—
পুন আসিবারে অনুরোধ করিত রূপসী?

পুরঞ্জন। হাঁ, কিন্তু কে বোঝে নারীর মন!

নিরঞ্জন। কারে কহ ভালবাসা?
পূর্ব্বরাগে হয় সত্য সন্দেহ-সঞ্চার,
মনে হয় বাসে বা না বাসে ভাল।
কিন্তু তুমি বুঝহ লক্ষণ,
অবহেলি কলঙ্কের ডর,
গোপনে আনিত নিত্য নির্জ্জন আলয়।
কেন? কিবা অভিপ্রায়?
নহে কি এ প্রেমের লক্ষণ?

পুরঞ্জন। তুমি কিন্তু ব'লেছ আমায়,
দাঁড়াইত তব প্রতীক্ষায়।
নিরঞ্জন। ভ্রম মম,
প্রতীক্ষায় থাকিত তোমার।
কর অঙ্গীকার গ্রহণ করিবে তারে।
নহে শুন স্বরূপ বচন,
শেষ দেখা তোমায় আমায় আজি।
পুরঞ্জন। কহ যাহা সম্ভব কিরূপে?
তব কুল-প্রথামত,
কন্যা ল'য়ে আসে রাজা উদয়নারা'ণ।
সম্বন্ধ তোমার সনে,
মোরে কেন করিবে অর্পণ?
লোকে কিবা কবে,
দেশে দশে কুরব রটিবে,
এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব?
বিশেষত জানিনি নিশ্চয়,
নহে তব প্রেম-পিপাসিনী।
ক্রীড়াচ্ছলে হয় তো বা ডাকিত আমায়,
অসম্ভব নয়, বালিকা সে নির্ম্মল-হৃদয়,
বোঝে নাই পরিণাম।
নিরঞ্জন। বিশ্বাস যদ্যপি তব থাকে মম ভাষে,
যন্ত্রণা সয়ো না আর।
প্রেমাধিনী সে রমণী তব।
মনে মনে বুঝ নিজ মন,
সরল অন্তর নাহি করে কপটতা।
পুরঞ্জন। কহ ভাই, কিরূপে প্রবোধ দিব মনে,
ছিন্ন করি তোমার হৃদয়?
নিরঞ্জন। মম মমতায় কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ,
ভাসোয়ো না অকূলে বালায়।
মন-প্রাণ অর্পেছে তোমায়,
বরি মোরে হবে দ্বিচারিণী।
আমিও বা কিরূপে তাহারে লব গৃহে?
তুমি যদি কর পরিহার,
কি উপায় আছে তার আর!
হিন্দু-নারী অকূলে ভাসিবে,
নহে ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
জেনে শুনে হেন আচরণ
উপযুক্ত নহে তব।
পুরঞ্জন। সত্য যদি হয় এসকল,
ভাল যদি বাসে সে আমায়,
সম্মত কথায় তব আমি।
কিন্তু মম সনে বিবাহ তাহার
কেমনে হইবে?
নিরঞ্জন। আমি তার করিব উপায়।
পুরঞ্জন। কি উপায়?
পিতারে তোমার কহিবে এ বিবরণ?
নিরঞ্জন। ক্ষতি কিবা?
পুরঞ্জন। না না—
কলঙ্ক রটিবে তার ভুবন ভরিয়ে।
গোপনে সে ল'য়ে যেত নির্জ্জন আবাসে,
লোকে শুনে কি বলিবে?
একে আছে কলঙ্ক মাতার তার,
তার পর এ ঘটনা হইলে প্রচার,
বেশ্যাসুতা—বেশ্যাধিক কহিবে সকলে।
সে যদি না জানাত বারতা,
তনুত্যাগে একথা না কহিতাম কারে।
মিনতি তোমায়,
জানাইও না জনকে তোমার।
নিরঞ্জন। মাধুরীর কলঙ্কে তোমার ডর!
আশঙ্কায় প্রকাশে হৃদয়-অনুরাগ,
ভালবেসে বুঝিয়াছি আতঙ্ক প্রেমের।
রহ নিশ্চিন্ত হৃদয়,
আমি করিব উপায়,
এস ভাই,
সখারে করহ আলিঙ্গন।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর

মাধুরী

মাধুরীর গীত

ফের হে দিনমণি,—
যেও না কলঙ্ক ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী!
সহ তম-সহচরী, আসে নিশা নিশাচরী,
যেও না তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী!
ছায়া হেরি ধরা'পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হবি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়মণি!
পরি পুন হেমভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অনুতাপ-ফণী!

মাধুরী। এই তো সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, রাত্রি এলো, আমারও বলিদানের সময় হ'ল।

যে দিন গেল, আর ফির্‌বে না, সে ছেলে-খেলা ফির্‌বে না, সে চঞ্চলতা ফির্‌বে না, সে মনের সরলতা ফির্‌বে না! দিনদেব, আজ তোমার সঙ্গে সব অস্ত গেল! আজ নির্ম্মলা দেখ্‌ছো, কাল প্রাতে হেসে যখন উদয় হবে, দেখ্‌বে—আমি আর সে নির্ম্মলা বালিকা নাই, —পরে স্পর্শ ক'রেছে, পরের গলায় মালা দিয়েছি, আর সে সরল অকপট হৃদয় ফিরে পাব না, আর মনের কথা কেউ জান্‌বে না। সন্ধ্যার ছায়া যেমন তোমায় ঢাক্‌ছে, কলঙ্কের ছায়া আমার অন্তঃকরণ আবরণ ক'চ্চে। আত্ম-হত্যা মহাপাপ কেন? কোথায় যাব? পিঞ্জরের পাখী কোথায় পালাব? দিনদেব! শুনেছি, তুমি রূপের আকর, আমায় কুরূপা কর! ঘৃণা ক'রে যেন কেউ আমায় স্পর্শ না করে। কি হবে? কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে? শেষে কি স্বৈচারিণী হ'লেম!

উদয়নারায়ণের প্রবেশ

উদয়। হ্যাঁরে, ললিতার অসুখ হ'য়েছে শুনে, তার জন্যে বজরা রেখে এসেছিলেম। তার প্রাতে আস্‌বার কথা, কিন্তু পরি-চারিকারা তারে খুঁজে পায় নাই। শুন্‌ছি, ঠাকুরবাড়ীর দোর্ খুলে কোথায় চ'লে গেছে।

মাধুরী। চ'লে গেছে, কোথায় চ'লে যাবে?—চ'লে যাবার স্থান কোথায় আছে, আমি তাই ভাব্‌চি? কোথায় লুকিয়ে আছে। বোধ হয়, অপমানের ভয়ে রাজমহলে এলো না।

উদয়। তোরে কি কিছু ব'লেছে?

মাধুরী। না, কিছু তো বলে নাই।

উদয়। যা হবার হ'য়েছে, আজকের কথা নয়। ভাবিস্‌নে, সে কোথায় লুকিয়ে আছে। (সখীগণের প্রতি) ওগো বাছারা, কি সব ক'র্‌তে হয়—কর। ক'নে সাজিয়ে গুজিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখ।

[উদয়নারায়ণের প্রস্থান।

মাধুরী। চ'লে গেছে? চ'লে যাবার স্থান আছে? রাত্রি এলো, সব ছায়াময় দেখ্‌ছি—ছায়ার সংসার দেখ্‌ছি—বিপুল ছায়া আমার হৃদয়ে প'ড়েছে।

সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ। গীত

নাই তো তেমন বনে কুসুম
মনে যেমন ফোটে ফুল!
মধুভরে থরে থরে আপ্‌নি মুকুল হয় আকুল।
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা
বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বন্যস্থান—অদূরে শিবির

নিরঞ্জন ও ললিতা

নিরঞ্জন। ওই দূরে নেহারি শিবির;
এসেছে মাধুরী,
মরি ব্যাকুলা সুন্দরী,
কত ব্যথা অবলার মনে!
পিতৃপণে মিলন-আশঙ্কা মম সনে;
কিরাতের জালে বিহঙ্গিনী!
কিন্তু যবে আদরে তাহারে
হৃদয়-পিঞ্জরে
পুরঞ্জন করিবে স্থাপন,
সাধ হয় দেখিতে সে সুখের বয়ান।
নয়নে নয়নে প্রতিদান,
পুলক ঝলক সলাজ রক্তিম আভা!
যাই দূরে—
নহে দূতগণে পাবে অন্বেষণ,
ল'য়ে যাবে পিতার সদন।
বাক্যদত্তা,—অনুরোধ না মানিবে পিতা,—
মাধুরীর সনে বন্ধ হব উদ্বাহবন্ধনে।
শুকাবে কুসুম!
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমন—
বিষাদসাগরে নিমগন হবে পুরঞ্জন।
নির্জ্জন এ স্থান,
অদ্য রাত্রি রহি লুকাইয়ে,
ফিরি প্রাতে বন্ধুরে করিব আলিঙ্গন।
ললিতা। অনন্ত, অনন্ত এই স্থান—
অনন্ত আকাশে ফোটে কত ক্ষুদ্র তারা।
অনন্ত, অনন্ত সময়—

আদি অন্ত নাহি তার।
বহিতেছে অনন্ত প্রবাহ।
অনন্ত প্রবাহে, অনন্ত এ স্থানে—
বুদ্‌বুদের মত কত শত ফুটেছে ললিতা,
কেবা রাখে সমাচার,
মিশে গেছে অনন্ত-সময়ে!
দিন দুই জীবন-উত্তাপ,
ফুরায় সকলি, চিহ্ন তার নাহি রহে।
সময়-প্রবাহে কতশত ললিতা-হৃদয়ে
জ্বলিয়াছে কত তাপ,
নিভে গেছে ক্ষুদ্র হৃদাগারে,
স্মৃতি মাত্র নাহি আর তার।
নিভিবে এ জ্বালা,
ধরা রবে, র'য়েছে যেমন।
নিরঞ্জন! মরণে কি হয় স্মৃতিলোপ!
না হয় না হবে,—
জ্বলে যদি জ্বলুক অনল,
জ্বলে কত শত হৃদিমাঝে।
সহেছে সকলে—সহিবে আমার;—
না না, আত্মহত্যা মহাপাপ।
নিরঞ্জন। থাকি লুকাইয়ে—
যতক্ষণ বিবাহ না হয় সমাধান।
পিতা সনে এসেছে মাধুরী,
পুরঞ্জন সনে রাত্রে মিলন হইবে।
কালি গিয়া করিব দম্পতি-সম্ভাষণ।
(সহসা ললিতাকে দেখিয়া) এ কি,
তুমি হেথা একাকিনী?
ললিতা। নিরঞ্জন!
আরো কিছু আছে কি তোমার মনে?
বল—কি হ'লে সম্পূর্ণ হয় মনের কামনা?
নিরঞ্জন। কেন কেন? পেয়েছ ত মনের মতন!
দিয়েছি তো আত্মবিসর্জ্জন,
নহি আমি পিয়াসী তোমার!
ললিতা। কতদিন সত্য অনুরাগী!
নিরঞ্জন। কেন? কি বিষাদে এসেছ এখানে?
করিয়ে যতন, মিলায়েছি তব প্রাণধনে;
তবে কেন লো বিষন্ন মনে
ব'সেছ বিজনে?
ললিতা। কেন তাই ভাবিয়া না পাই।
বুঝি দেখিতে তোমায়,
কি জানি, না বুঝি আপন মন।
বুঝি তোমার কারণে, এসেছি এখানে,
কে জানে—
কেন এসেছি হেথায়!
বুঝিয়াছি, কেন জান?—
যেন এ জীবনে
আর নাহি দেখা হয়
তোমা সনে,
নিরঞ্জন নাম, শ্রবণে না শুনি আর,
যেন স্মৃতিলোপ হয়,
যেন ভস্ম হয় নারীর হৃদয়।
নিরঞ্জন। কি কি, কেন কর অপরাধী?
ললিতা। অপরাধী! অপরাধী নহ তুমি।
কুক্ষণে কাননে করিলাম কুসুম-চয়ন,
কুক্ষণে তোমার সনে দেখা,
কুক্ষণে জনম,
কুক্ষণে এ জীবন-ধারণ,—
রমণীর কুক্ষণে সকলি।
নিরঞ্জন। কি, কি বল,—
ভালবাস তুমি কি আমায়?
ললিতা। কে ব'লেছে ভালবাসি?
ভালবাসা নারীর লাঞ্ছনা!—
ভালবেসে কিবা ফল।
ভালবাসা! কারে বল ভালবাসা?
ভালবাসা আছে কি ধরায়?
হয় কভু চোখে চোখে দেখা,
ভালবাসা সে তো নয়।
জান তো সকলি,—
ভালবাসা—কথা অতি মধুময়।
তবে প্রতারণাময় এ ধরায়,
কথা মাত্র ভাসে, হৃদে না পরশে,
ভালবাসা—শুনিতে, বলিতে সুমধুর।
নিরঞ্জন। ধন্য নারী, ধন্য লো চাতুরী,
নারী হ'তে সকলি সম্ভব!
হৃদয়-গঠন কুটিল যেমন,
তেমতি কুটিল ভাষা।
ছিঃ ছিঃ! সুখ-আশা ক'রে—
চাহে নারীর প্রণয়।
প্রবঞ্চনা! ভুলায়েছ মজায়েছ মোরে,—
পেয়েছ যাহারে মনে নাহি ধরে,
আর কার তরে ব'সে আছ এ নির্জ্জনে?-
ফুল্ল উপবনে ভ্রমিতে যেমন—
মম দরশন-আশে।
ললিতা। আরো কিছু করিবে লাঞ্ছনা?

তব কল্পনা প্রসর,
কথা তব অতি মনোহর,
শ্রবণ জুড়ায়, হৃদয় জ্বালায়;—
শোন শোন নিরঞ্জন,
তুমি ভুলিবার নয়!
বহু যত্ন করি,
ভুলিতে তোমারে নারি!
কিন্তু যদি আর কভু তোমারে নেহারি,
তীক্ষ্ন ছুরিকায় উপাড়িব দু'নয়ন;
কথা তব শুনি যদি কভু—
হলাহল ঢালিব শ্রবণে।
কিন্তু মন কেমনে করিব নিবারণ,
কি ঔষধে হয় স্মৃতি-লোপ!

প্রস্থানোদ্‌যোগ

নিরঞ্জন। কোথা যাও—কোথা যাও?

ললিতা। যাব, যাব! কোথা যাব?
নাহি হেন নির্জ্জন গহ্বর,
যথা স্মৃতি নাহি রহে সাথে!
অনন্ত আকাশব্যাপী ব্রহ্মান্ডমন্ডলে,
যেতে যদি পারি কোনমতে,
স্মৃতি রবে সাথে;
হ'লে মন আত্মবিস্মরণ,
তথাপি জাগিবে স্মৃতি:
স্মৃতিলোপ স্বপ্নে নাহি হয়!
নিরঞ্জন, এই শেষ দেখা—
যাই আমি যথায় দিয়েছ স্থান।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। কোথা গেল?
এসেছিল ভ্রমণ কারণ,
ফিরিল শিবিরে।
যাই দূরে—
আমারে কি ভালবাসে?
ছল মাত্র।
দেখা যেই দিন,
সেই দিন হ'তে,
মম প্রাণ ল'য়ে করে খেলা!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ

উদয়নারায়ণ, সরাফ্‌রাজ খাঁ ও পারিষদ্‌গণ

উদয়। (স্বগত) চ'লে গেছে? না রাজ-মহলে আস্‌বে না ব'লে কোথায় লুকিয়ে আছে।। চ'লে গেল কি? তা হ'লে তো অপমানের উপর অপমান। দু'টি মেয়ে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হ'লেম। কন্যা নয়—কালসর্প।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আপনার মনে কিছু রনজ্‌ দেখ্‌ছি।

উদয়। না—না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। এই যে দুই তস্‌বীর দেখ্‌লেম, আমার দেল তর্‌ হ'য়ে গেছে। কোন্‌টি আপনার লেড়কী, আর কোন্‌টি আপনার দোস্তের লেড়্‌কী?

উদয়। এইটি আমার কন্যার,—আর এইটি বন্ধু-কন্যার।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, দুনো বরাবর! দুনিয়া ঢুঁড়ে নবাবের ঘরে সুন্দরী নিয়ে আসে, পদ্মিনীর কেচ্ছা শুনা, ও বহুত খুবসুরৎ ছিল, কিন্তু এ দোনোকার বরাবর নেই! বাঃ বাঃ বহুত খুবসুরৎ!

উদয়। দেখুন, আমার প্রতি নবাবের বড় কৃপা, আমার কন্যার বিবাহে নবাব আপনাকে পাঠিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতার কিছু উপহার আমি নবাবকে ছেলাম দিয়ে জানাব।

সরফ্‌রাজ খাঁ। (হস্তস্থিত ছবি দুইখানি দেখিতে দেখিতে) বাঃ বাঃ, দোনই খুবসুরৎ!

শালিগ্রামের প্রবেশ

শালিগ্রাম। মহারাজ, আপনারও সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমারও সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

উদয়। কি বেয়াই?—কি হ'য়েছে?

শালিগ্রাম। বৈবাহিক ব'লে আর আমায় সম্বোধন ক'রবেন না।

উদয়। কেন—কেন, কি হ'য়েছে? কোন অমঙ্গল তো হয় নাই?

শালিগ্রাম। সম্পূর্ণ অমঙ্গল। আমার পুত্র কোথা চ'লে গেছে, আমি উদ্দেশ পাচ্ছিনে। অকস্মাৎ সে তার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করে। আমি অসম্মত হই। সে আমায় ভয় দেখায়, সে কোথায় চ'লে যাবে। আমি তারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেম, কিন্তু সে কিরূপে পলায়ন ক'রেছে, আমি জানিনে।

উদয়। শালিগ্রাম! ঢের হ'য়েছে, আর ভাল দেখায় না! বোধ হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা এ বিবাহে অসম্মত হ'চ্ছে, তাই তুমি এ কৌশল

ক'র্‌ছো। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান। আমার বিবাহিতা পত্নীর কন্যা। যে কারণে তারে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি নাই, তাও তুমি জান। শালিগ্রাম, আমি তোমার দেশে বিবাহ দিতে এসেছি, এই যথেষ্ট হ'য়েছে, আর অপমান ক'রো না। অপমান দূরে থাক্‌, কুলগৌরব দূরে থাক্‌, কন্যার গাত্রহরিদ্রা হ'য়েছে। আজ না বিবাহ হ'লে, পূর্ব্বপুরুষ নরকস্থ হবে। শালিগ্রাম! তোমায় মিনতি ক'র্‌ছি, যোড়হস্ত ক'র্‌ছি, আমার সর্ব্বস্ব তোমার পুত্রের নামে লিখে দিচ্ছি, আমার পিতৃপুরুষ নরকস্থ ক'রো না। তোমার পুত্র আন, আমি কন্যা সম্প্রদান করি। আমার কন্যাকে ঘরে নিও না, তোমার পুত্রের আবার বিবাহ দিও। আমায় রক্ষা কর! শালিগ্রাম, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কথার ছলে তোমার সঙ্গে কখনো বিবাদ হয় নাই।

শালিগ্রাম। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি ছলনা ক'রছি নে। আমার পুত্র যে কোথায় চ'লে গেছে, তা আমি জানিনে। দেখুন, আপনার কন্যাকে দেখ্‌তে এসে আমি মাতৃ-সম্বোধন ক'রেছি, নচেৎ আমি গ্রহণ ক'র্‌তেম। আপনার জাতিপাত হবে না। পুরঞ্জন নামে আমার পুত্রের এক বন্ধু আছে—গুণবান্‌, সদ্বংশজাত, তারে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন।

উদয়। তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দেবে না?

শালিগ্রাম। মহারাজ, ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি, আমার কোন দোষ নাই। অবাধ্য সন্তান, সহসা আমায় বল্লে,—"আমি বিবাহ ক'র্‌বো না।"

উদয়। রায়সাহেব, তুমি পত্র লিখেছিলে যে "আমার কন্যা ব্যতীত তোমার পুত্র অপর কাহারও পাণিগ্রহণ ক'র্‌বে না।" তুমিই পত্র লিখেছিলে,—যদি আমার কন্যার বিবাহ না দিই, তা হ'লে তুমি পুত্রহারা হবে। তুমিই পত্র লিখেছিলে,—তোমার পুত্রে আর আমার কন্যায় হোরি-খেলা হ'য়েছে। তুমিই পত্র লিখেছিলে যে,—নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়ে তোমার পুত্রকে বোঝাতে পার নাই—সে আমার কন্যার একান্ত অনুরাগী। এখন ব'ল্‌ছ, সে বিবাহ ক'র্‌তে অসম্মত, তুমি সৌজন্যবশতঃ তাকে আবদ্ধ ক'রেছিলে, তথাপি সে কোথায় চ'লে গেল। রায় সাহেব, আমি যদি তোমায় এই সব কথা ব'ল্‌তেম, তুমি কি প্রত্যয় ক'র্‌তে?

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি 'না'—কিন্তু আমি স্বরূপ নিবেদন ক'রেছি।

উদয়। ভাল! তোমার পুত্রের বন্ধু কে?

শালিগ্রাম। সেও আপনার অতিথি হ'য়েছিল, রাজা গোপীনাথের পুত্র। আমা অপেক্ষা সম্মানে রাজা গোপীনাথ উচ্চ।

উদয়। লোককে কি ব'ল্‌বো যে, তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হ'লে, দায়ে প'ড়ে যারে হয়—আমি বিবাহ দিয়েছি?

শালিগ্রাম। মহারাজ, কি উত্তর ক'র্‌বো!

উদয়। লোককে জানাব, আমার জারজ দুহিতা, তোমার দ্বারস্থ হ'য়ে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পার্‌লেম না। রায় সাহেব, এতটা অপমান করা তোমার কি কর্ত্তব্য? রায় সাহেব, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে এই তনয়ার জন্ম। আমার স্ত্রী পবিত্রা। আমি লোক-লজ্জায় তারে গ্রহণ করি নাই, সেই অভিমানে সে চ'লে গেছে। তোমার কুলে কোন কলঙ্ক হবে না। তুমিও পূর্ব্ববিবরণ জান। নিন্দুকের কথায় আমায় হীনের হীন করো না! আমি তোমার চরণ ধ'রে মিনতি ক'র্‌ছি।

শালিগ্রাম। মহারাজ, কেন আমায় অপরাধী করেন? আমি নিরুপায়! আমি পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ছি, আমি নিরুপায়, আমি কোন প্রকারে পুত্রের সন্ধান পাচ্ছিনে। আমি সভায় প্রকাশ ক'র্‌ছি, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হ'চ্ছে। আপনি পুরঞ্জনকে কন্যা দান করুন, আপনার কন্যা সুখী হবে। রাজা গোপীনাথের পুত্রকে কন্যা দান ক'র্‌লে আপনার অসম্মান হবে না।

উদয়। নিতান্তই আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌বেন না? তবে আর বিলম্ব নয়, আপনার পুত্রের বন্ধু কোথায়? তারে ল'য়ে আসুন, এখনি মাল্য বদল ক'রে বিবাহ হোক।

শালিগ্রাম। কে আছিস্‌?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ!

শালিগ্রাম। পুরঞ্জনকে ডাক।

উদয়। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) ধাত্রীকে বল, আমার কন্যাকে ল'য়ে আসে। রায়সাহেব, আপনার পুত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে না? বড় অপমানিত হব, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হব, আমার সর্ব্বনাশ হবে!

শালিগ্রাম। মহারাজ, কেন আর অধিক অপরাধী করেন?

উদয়। অপরাধ তোমার নয়, আমার। কেন আমি পিতার অবাধ্য হ'য়েছিলেম, কেন আমি কন্যাকে ঘরে এনে পালন ক'রেছিলেম, কেন আমি বিষদানে তার প্রাণ নষ্ট করি নাই; কেন সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিই নাই, কেন রাজসম্মান গ্রহণ ক'রেছিলেম, কেন আমার দুরন্ত কন্যা জন্মগ্রহণ ক'রেছিল? আহা, বাছার কি দোষ? অবলা—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী দুহিতা! মা গো, তোর অদৃষ্টে এই ছিল, স্বপ্নেও জানিনে!

এক দিক হইতে পুরঞ্জন ও অপর দিক হইতে মাধুরীর প্রবেশ

পুরঞ্জন—বাবা, বাবা, তুমি আমার জাত রক্ষা ক'র্‌বে?

পুরঞ্জন। মহারাজ, আমি আপনার সন্তান।

উদয়। মা, এই যুবা তোমার ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌বে। নিরঞ্জনকে ভুলে যাও, ওরা চণ্ডাল। গলার হার তুমি এ'র গলায় দাও। (মাধুরী কর্ত্তৃক পুরঞ্জনের গলে মাল্য প্রদান) বাবা, আজ হ'তে এর সকল ভার তোমার উপর। আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, কিয়া খুবসুরৎ! ইস্কি ওয়াস্তে জান দেনে সেকে!

উদয়। শালিগ্রাম, আমার দুর্ভাগ্য তো বটেই, হয় তো তোমারও দুর্দ্দিন নিকট। ভেবেছিলেম, বৈবাহিক ব'লে আলিঙ্গন ক'র্‌বো, বোধ হয়, অস্ত্রমুখে আবার সম্ভাষণ হবে; কিম্বা তুমি আমার অস্ত্রেরও উপযুক্ত নও। তুমি হীন, তুমি হিন্দু নও, হিন্দু হ'লে হিন্দুর ধর্ম্মনাশের প্রয়াস পেতে না।

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি সত্য ব'লেছি।

পুরঞ্জন। পিতঃ! সত্যই আমার বন্ধু নিরুদ্দেশ।

উদয়। বাবা, তুমি যেরূপ উচ্চবংশজাত, তোমার সৌজন্যও সেইরূপ। তুমি এই চণ্ডালকে আবরণ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছ, এ হিন্দুকুলাধমের অপরাধ হরণের চেষ্টা পাচ্ছ। কিন্তু কি ক'র্‌বো; সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ওয়া ওয়া ক্যা খুবসুরৎ!

শালিগ্রাম। মহারাজ, আমি অপরাধী নই, মার্জ্জনা করুন।

উদয়। শালিগ্রাম, সাধ্যহীন কার্য্য কিরূপে ক'র্‌বো? যে হিন্দুর মর্য্যাদা জানে না, যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা জানে না, যে অবলার মান জানে না, তারে মার্জ্জনা করাও অপরাধ!

শালিগ্রাম। কি উদয়নারায়ণ, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আমি হিন্দু নই? আমি পিতৃপুরুষকে সম্মান করি না? আমি অবলার মান জানি না? তা নয় উদয়নারায়ণ, তোমার অনুমানই সত্য—আমি বেশ্যা-কন্যার সহিত কেন পুত্রের বিবাহ দিব? আমি পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য, হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষার জন্য—বেশ্যাসক্ত চণ্ডালের বেশ্যা-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিই নাই! তোমার কত দম্ভ, এখনি বুঝ্‌তেম। কিন্তু আমার অধিকারে এসেছ, অতিথি ব'লে এনেছি,—কথার প্রয়োজন নাই—তুমি অতিথি।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাহবা—ক্যা খুবসুরৎ।

উদয়। দেখ, যথেষ্ট হ'য়েছে। আবার তোমার চরণে ধ'র্‌ছি, স্থির হও। আমার কন্যা-জামাতার কর্ণ তোমার কুৎসিত ভাষায় কলুষিত ক'রো না। জেনে শুনে পবিত্রা সতী স্ত্রীর উপর কলঙ্ক-আরোপ ক'রো না। তোমার অধিকার? তুমি জান না, সহস্র নবাব-সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, এ স্থানে উপস্থিত আছে। কিন্তু আজিকার এ কথা নয়।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ, ক্যা খুবসুরৎ!

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। রাজা, রাজা, লুকিয়ে মেয়ের বে' দেবে? আমায় জামাই দেখাবে না? বাঃ বাঃ!

আমার চাঁদপানা জামাই—আমার চাঁদপানা মেয়ে!

শালিগ্রাম। রাজা, এই যে তোমার পত্নী উপস্থিত, পত্নীর সহিত আলাপ করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ইয়া আল্লা—ক্যা খুবসুরৎ!

অন্নদা। না না, আমি ওর উপপত্নী, আমি ওর পত্নী নই। কে বলে—আমি ওর পত্নী? আমার ও মেয়ে নয়। কি ক'র্‌লুম—মেয়ের মুখ হেঁট ক'র্‌লুম! কেন এলুম—কেন এলুম? আমি যাই, আমি যাই! উদয়নারায়ণ আমার পতি নয়—আমার উপপতি।

[প্রস্থান।

শালিগ্রাম। রাজা, ধর্ম্মের ঢাক দেশে দশে বাজে! আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য, আমার কুল কেন কলুষিত হবে!

উদয়। মেদিনি! দ্বিধা হও! (পতনোন্মুখ ও পুরঞ্জন কর্ত্তৃক ধৃত হওন।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দণ্ডভূমি

শালিগ্রাম ও উদয়নারায়ণ

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ, আমায় উদ্বাস্তু ক'রেছ, আমায় কারাগারে দেবার অনুমতি নবাবের নিকট ল'য়েছ, এতে কি তোমার তৃপ্তিসাধন হয় নাই? আমার পুত্রের কেন আর অনুসন্ধান ক'চ্ছ? আমায় কারাগারে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সে বালক—তোমার পুত্রের সদৃশ—তারে এ নিদারুণ যন্ত্রণা দিও না।

উদয়। না না, রায়সাহেব! তুমি না আমায় দণ্ড দেবে? তোমার অধিকারে অতিথি হ'য়েছিলেম, তাই ক্ষমা ক'রেছ! আমার উচ্চ মাথা হেঁট ক'রেছ! আমার কন্যার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ ক'রেছ! তোমার পুত্রের সন্ধান না পেলে এর সমস্ত পরিশোধ হবে না। আমি কারো ঋণ রাখি নাই, তোমারও ঋণ রাখ্‌বো না।

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, যে অপরাধ ক'রে থাকি, তার সমুচিত দণ্ড দিয়েছ। সামান্য অপরাধীর ন্যায় আমায় বিবস্ত্র ক'রে রৌদ্রে হিমে দাঁড় করিয়ে রেখেছ। আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান—মুসলমানেরা উপহাস ক'রে যার নাম "বৈকুণ্ঠ" দিয়েছে, সেখানে আমায় আবদ্ধ ক'রেছ!

উদয়। না, আমার হৃদয়ে এখনও শান্তি হয় নাই। তোমার পুত্রই সকল অনিষ্টের মূল; সর্পশিশু সর্প অপেক্ষা খল। তার দণ্ড তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌বে, তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। মহারাজ, মহারাজ! আপনি যথার্থ অনুমান ক'রেছেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল, আমায় দণ্ড দেন, আমার পিতাকে নিষ্কৃতি দেন। পিতা—পিতা, আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান! হায় হায়, পুত্র হ'য়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'রলেম!

উদয়। না না, তুমি সুসন্তান! পিতার যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছ। রক্ষি! এরে বন্ধন কর। দু'দিন রৌদ্র ও হিমে রেখে দাও, এক বিন্দু জল দিও না; তারপর পিতা-পুত্রকে কারাগারে স্থান দিও। (রক্ষিগণের নিরঞ্জনকে বন্ধনকরণ)

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর! ও বালক—অতি যত্নে লালিত—নরহত্যা, বালকহত্যা ক'রো না; ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, তোমার পদস্পর্শ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত।

উদয়। প্রাচীরকে বলো, প্রস্তরকে বলো, অচল তরুকে তোমার মনের যন্ত্রণা জানাও, আমার ক্ষমা নাই। স্বচক্ষে পুত্রের যন্ত্রণা দেখ', তার পর কারাগারে বাস কর।

শালিগ্রাম। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বালককে ক্ষমা কর!

উদয়। আমিও ঐরূপ অনুনয়-বিনয় বিস্তর ক'রেছি।

শালিগ্রাম। দেখো—দেখো, নিতান্ত বালক, —দুঃখ-তাপে মলিন, পথের ভিখারী,—ক্ষান্ত হও!

নিরঞ্জন। পিতা, কেন কাতর হ'চ্ছেন? আমি আপনার এই গুরুতর যন্ত্রণার কারণ, আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হোক। আপনি কাতর হবেন না। রাজা, আমায় যে যন্ত্রণা দিতে হয় দেন,—ভগবান আমায় বল দেবেন—আমি সহ্য

ক'র্‌বো। মহারাজ, অপরাধীর দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হোন। আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করি নাই। আমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। ইনি আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিলেন, আমি রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে পালিয়েছিলেম। যে শাস্তি আপনার অভিপ্রেত, আমায় দেন, আমার পিতার মুক্তি আদেশ করুন।

উদয়। কারাগার তোমাদের উভয়ের উপযুক্ত স্থান;—তোমাদের অপরাধের অতি সামান্য দণ্ড দিলেম।

[প্রস্থান।

শালিগ্রাম। হা পরমেশ্বর!

নিরঞ্জন। পিতা, কেন শোক করেন? শত্রুর হৃদয় এতে প্রফুল্ল হ'চ্ছে। আমি কুসন্তান, আমার মমতা ত্যাগ করুন। ভগবান্‌ কি দিন দেবেন না!

সরফ্‌রাজ খাঁর প্রবেশ

সরফ্‌রাজ খাঁ। শুন রায় সাহেব! তুমি আমার একটি কাম যদি ক'র্‌তে পারো, আমি তোমাদের উভয়কে মুক্তি দিতে পারি।

শালিগ্রাম। কি, আজ্ঞা করুন? আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

সরফ্‌রাজ খাঁ। অবশ্য তুমি বুঝিয়াছ, যে, রাজা উদয়নারায়ণ তোমার কিছুই করিতে পারিত না। তোমার খাজনা বাকী ছিল না। আমিই নবাবজাদাকে বলিয়া—হিসাব গোল করিয়া—তোমাদের এই দণ্ড দিয়াছি।

শালিগ্রাম। নবাবজাদা, তবে আমাদের মুক্তি দেন, আমাকে না দেন, আমার পুত্রকে মুক্তি দেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, আমি মুক্তি দিব। কিন্তু যদি আমার সেই কার্য্য সাত দিনের মধ্যে করিতে না পার, তবে তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি কোন সন্ধান করিয়া উদয়নারায়ণের কন্যাকে আমায় দিতে পারিবে?

নিরঞ্জন। পিতা, পিতা, এ প্রস্তাবে কর্ণপাত ক'র্‌বেন না। উদয়নারায়ণ চণ্ডাল,—আপনি চণ্ডাল নন—ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য ক'রে সকল সহ্য করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। শুন রায়সাহেব! (রক্ষিগণের প্রতি) ইহাকে আমার পশ্চাৎ লইয়া আইস।

নিরঞ্জন। পিতা, পিতা! আমার মিনতি,—জীবন ক্ষণভঙ্গুর, দুর্দ্দিন স্থায়ী নয়—পুত্রের অনুরোধে অধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

শালিগ্রাম। নবাবজাদা, আমার পুত্রকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি দেন, কারাগারে স্থান দেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, ইহাদের পিতা-পুত্রকে কারাগারে লইয়া আইস। যুবার বন্ধন খুলিয়া দাও।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরঞ্জনের বাটীর কক্ষ

পুরঞ্জন ও মাধুরী

পুরঞ্জন। শুভক্ষণে দেখা তব সনে।
বংশে হ'লো কলঙ্ক-সঞ্চার,
ছারখার বন্ধুর আবাস।
বন্ধু নিরুদ্দেশ,
পিতা তার কারাবাসে।
ঘৃণা হয়,
করি ছার পরিণয়,—
মজায়েছি সুখের সংসার।

মাধুরী। কেন কর অপরাধী!
ভালবাসি, নহি অন্য দোষে দোষী!
দেছ পদাশ্রয়, হ'য়োনা নিদয়,
ভয় হয় কথায় তোমার:—
বিমুখ না হও প্রভু, অধিনীর প্রতি।

পুরঞ্জন। ভালবাস!
বেশ্যাসুতা—বেশ্যার আচার—
ভালবাস কত জনে?
ভালবাসা ভাণ ক'রেছিলে নিরঞ্জন সনে;
ভালবাসা ভাণ দেখালে আমায়;
কেবা জানে, আর কত জন
হবে তব ভালবাসা-অধিকারী।
কলঙ্কিনি! জান অতি সুমধুর বাণী!—
কে জানিত, চিকণ সাপিনী
গরল তোমার এত।
নটীর আচার—
মুখে মাখা সরলতা—

কপটতা আপাদ-মস্তক।
ভালবাস?
দেখ, আছে বহু পুরুষ এ দেশে,—
মম সম, নিরঞ্জন সম,—
প্রতারিত হবে অনায়াসে;—
যত পার ভালবাসা বিলায়ো তোমার।

মাধুরী। নহি বেশ্যাসুতা,
নিরঞ্জন দেখিনি কেমন,
একমাত্র জানি হে তোমারে।
কটুভাষা ব'লো না ব'লো না,
অকারণ দিও না বেদনা,
আমি পরিণীতা পত্নী তব।

পুরঞ্জন। আপাদ-মস্তক তব মিথ্যায় গঠন!
ধন্য ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল;—
ধন্য, ধন্য চাতুরী তোমার!
নাহি হেন সন্দিগ্ধহৃদয়, না করে প্রত্যয়
কথায় তোমার,
নেহারি চাতুরীপূর্ণ বদনের ভাব,—
সরলতা-মাখা যেন!
সুশিক্ষিত ধন্য তব দু'নয়ন,
স্বেচ্ছায় সলিলপূর্ণ হয়!
ভুলিয়াছি—ভুলিব না আর।
রাখিয়াছ পিতার সম্মান।
বেশ্যা-সুতা ক'রেছেন দান;—
সফল হোরির নিমন্ত্রণ।

মাধুরী। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,
অহেতু ক'রো না তিরস্কার!
যদি হ'য়ে থাকি ভার,—
গৃহে স্থান দিও না আমায়,
রাখ কোন নির্জ্জন কুটীরে;—
দাসী আমি, দিও মাত্র সেবা-অধিকার।

পুরঞ্জন। কেন? কুটীরে কি হেতু রবে?
লাবণ্য শুকাবে,
নাহি রবে বদনে আরক্ত আভা।
তবে কেমনে ভুলাবে আমা সম অন্য জনে?
র'য়েছে যৌবন,
প্রেম-অভিনয় কি হেতু করিবে সমাপন?
যাও ফিরে পিত্রালয়ে।
পুনঃ হবে হোরির সময়,
এনো গৃহে সরল যুবায়।
ক'রো প্রেম সম্ভাষণ বিরল নিকুঞ্জে ব'সে,
করিলাম বর্জ্জন তোমায়।
যেবা ইচ্ছা হয় কর তুমি,
নাহি মম বাধা;—
কলুষিত ক'রো না আলয়,
এইমাত্র প্রার্থনা আমার।

মাধুরী। কোথা যাব?

পুরঞ্জন। যথা ইচ্ছা তব।
যাও কাশীধামে,
গিয়াছিল জননী তোমার।
কিম্বা যাও পিত্রালয়ে—
ঘটকের শিরোমণি তিনি।
ফুরায়েছে এই অভিনয়,
অন্য নাট্য কর আয়োজন।

মাধুরী। রাখ রাখ, অবলায় দেহ স্থান পদে।

পুরঞ্জন। বেশ্যাসুতা—বেশ্যা কলঙ্কিনী,
এখনো কি প্রতারণা?
জানিহ নিশ্চয়,
গ্রহণ না করিব তোমায়।
খুলেছে নয়ন,
ভুলাইতে না পারিবে আর।

মাধুরী। সাক্ষী হও অলক্ষ্য-শরীরী দেবগণ,
সাক্ষী হও জন্মদে মেদিনী,
সাক্ষী হও স্থল, জল, বন,
সাক্ষী হও পবন, তপন,
স্বামী মোরে করেন বর্জ্জন;—
কিন্তু আমি দাসী তাঁর চিরদিন।
যদি অন্য জন কভু হৃদে পায় স্থান,
কালসর্প দংশে যেন শিরে,
তনু যেন হয় পরমাণু,
তিন লোকে না পাই আশ্রয়।
করহ বিদায়—
কিন্তু আমি তব দাসী চিরদিন।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি দেহ প্রাণ,
পতি তুমি সর্ব্বস্ব সতীর।

পুরঞ্জন। যাও যাও,—শিবিকা প্রস্তুত,
ল'য়ে যাবে আজ্ঞামত তব।

মাধুরী। প্রভু, প্রণাম চরণে!

[মাধুরীর প্রস্থান।

পুরঞ্জন। এত ভাণ! তবু কাঁদে প্রাণ,
রূপমোহ অতি চমৎকার!
পেয়েছি প্রমাণ,—তবু হয় জ্ঞান
যেন আমা বিনা নাহি জানে।
মন চায় করিতে প্রত্যয়—

ছিঃ ছিঃ কলঙ্কিনী পত্নী মোর!
মনে হয় আনি ফিরাইয়ে—
আদরে হৃদয়ে ধরি।
বিষম দংশন—বিষম দংশন,
মরুভূমি ক'রেছে জীবন,
পড়িলাম বেশ্যার প্রণয়ে!
কে আছ রে?
(নেপথ্যে)। মহারাজ!

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

পুরঞ্জন। যাও, কর আয়োজন, যাইব ভ্রমণে।
নিরঞ্জন, কোথা আছ ভুলে!
দেখ এসে ত্যজিয়াছি পাপিনীরে;
আর কেন আছ লুকাইয়ে?
দিক্ অন্ত করিয়া ভ্রমণ
করিব তোমার অন্বেষণ,
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর বিলাস-কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ, উদয়নারাণ ও বাঁদীগণ

বাঁদীগণ। গীত

কালো কোকিল-তানে প্রাণে হানে শর!
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর,
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুসুম-অধর।
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
লুটিল পরিমল দিক মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা বিরহিণী জর জর!

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, নবাবজাদাকো বোল্‌কে তোম্ যো মাঙ্গা সব কিয়া;—বাপ্ বেটাকো কয়েদ কিয়া, মোকাম লুট কিয়া।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার অপার কৃপা।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্‌বি জেরা কৃপা কিয়ো।

উদয়। কৃপা! নবাবজাদা, এমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমিই আপনার কৃপাপ্রার্থী।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই, হাম তোমারা দোয়ারমে ফকির হ্যায়, ভিক্ মাঙনেওয়ালা।

উদয়। নবাবজাদা আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। আপনি অনুগ্রহ করে হুকুম করুন, গোলাম হুকুম তামিল ক'র্‌বে। নবাবজাদা, আমার হৃদয়ের আগুন নির্ব্বাণ ক'রেছেন! শালিগ্রামকে কয়েদ ক'রে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত ক'রেছেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ওস্‌কো জাত লেঙ্গে—মুসলমান করেঙ্গে।

উদয়। না, না, তা ক'র্‌বেন না, ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌বেন না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই? আচ্ছা, নেই করেঙ্গে। দেখো, তোমারা দেল হাম্ ঠাণ্ডা কিয়া—

উদয়। আমার অপমানের সমুচিত দণ্ড আপনি দিয়েছেন। অধিক কি জানাবো, আপনার শত্রুর তরবারি আর আপনার মাঝে আমি যদি বুক দিতে পারি, তবে এর কিঞ্চিৎ প্রতিদান হবে। আমি বড় অপমানিত হ'য়েছিলেম, আপনার কৃপায় তা পরিশোধ হ'য়েছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, তোমারা লেড়্‌কী বড় খুবসুরৎ!

উদয়। ত্রিভুবনে অমন আর আছে কি না, জানি নে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হ্যায়;—তোমারা দোস্তকা লেড়্‌কী! ওস্‌কা কুছ পাত্তা মিলা?

উদয়। না, কেউ তো কোথাও খুঁজে পেলে না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম্‌বি ঢুঁড়্‌তে হেঁ।

উদয়। আপনার এমনই অনুগ্রহ বটে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারা জান তো ঠাণ্ডা হো গিয়া?—আউর কুছ মাঙ্গো? নবাবকা উজীর হোনে মাঙ্গো?

উদয়। না নবাবজাদা! নবাবের অনুগ্রহে সমস্ত রাজসাহীর খাজনা আদায়ের ভার আমার উপর, আমার আর অধিক প্রার্থনা নাই।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমরা জিউ তো ঠাণ্ডা হ্যায়?

উদয়। নবাবজাদা, সকলি আপনার কৃপায়।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, নবাবকা শ্বশুর হোনে মাঙ্গো?

উদয়। এ কি!

সরফ্‌রাজ খাঁ। আরে, বাতিকা বাত হাম পুছে।

উদয়। না না, আপনার কৃপায় আমার যা আছে, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হ্যায়?

উদয়। আপনার কৃপায় বহুৎ ঠাণ্ডা।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হামারা জিউ ঠাণ্ডা করো।

উদয়। কি ব'ল্‌ছেন?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম দানা-পানি ছোড় দিয়া।

উদয়। কেন, কেন, আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হ্যাঁ;—ইস্‌কা মারে, দোস্তিকা মারে। তোমারা লেড়্‌কীকো হাম দেখা।

উদয়। নারায়ণ! কি বলে!

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো, আকবর শা চলন কিয়া হ্যায়, হিন্দু লোক মুসলমানকো ঘরমে আওরাত দেতাথা দেখো মানসিং কবুল কিয়া।

উদয়। হাঁ হাঁ—নবাবজাদা,—কিন্তু সবাই কি তা করে—সবাই কি তা ক'রে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। উস্‌মে গুণা ক্যা, হামারা জান বাঁচাও।

উদয়। নবাবজাদা, আর তো আমার কন্যা নাই।

সরফ্‌রাজ খাঁ। সে তো মালুম হ্যায়, লেকেন একঠো তো হ্যায়।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার সাম্‌নে তো সাদি হ'য়েছে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পরোয়া ক্যা—কল্‌মা পড়ায়কে ঘর্‌মে লেঙ্গে।

উদয়। না না, হিন্দুর ঘরে তা হয় না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। রাজা সা'ব, সব কুছ হোতা। পইলে পইলে রাজোয়াড়ামে এ বাত উঠা; লেকেন কোন্‌ শাজাদা না হিন্দুকা লেড়কী বেগম কিয়া? তোমারা ধরম বড়া সিদা হায়;—সব কুছ সড়ক মিলে,—সব হো সেক্তা। হাম নবাব হোঙ্গে তোমকো উজিরী মিলেগা, উস্‌কা খসম্‌কো দশহাজারী করেঙ্গে। আচ্ছা সাদি দেলায়ে দেঙ্গে।

উদয়। নবাবজাদা, এ কাজ আমার জীবন থাক্‌তে হবে না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পইলে সবকোই উসি-মাফিক বোল্‌তা, লেকেন সম্‌জো, নবাবকা মেহেরবানগি থোড়া নেহি। মেরি বাত্‌সে নবাব উঠে বৈঠে। দেখো, শালিগ্রাম খাজনা দিয়া, নবাবকো বহুৎ সেলাম দিয়া, উস্‌কা কয়েদ কেস্‌ ওয়াস্তে হুয়া? হামারা বাত্‌সে। হাম ওজর কিয়া নবাব মান লিয়া। নবাবকা লেড়কা নাই—হাম বেটীকো লেড়কা হামকো নবাবী দেঙ্গে—নেইতো শালিগ্রাম ক্যা কসুর কিয়া, বাপ-বেটা কয়েদ হুয়া। দেখো, বেটীকা মাঙ্গায়কে হামারা পাশ ভেজ দিও। তোমারা দোস্তকা লেড়্‌কীকো হাম ঢূঁড় ঢূঁড় পাক্‌ড়াঙ্গে। ও বি বেগমকা লায়েকী। দুনো বরাবর—দুনো খুবসুরৎ।

উদয়। নবাবজাদা, আমার লেড়কী তো আমার কাছে নেই, তার কথা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো?

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, তোম উস্‌কি সম্‌ঝাও, হাম্‌কো দেনেকা তোমারা মতলব নেই হ্যায়, হাম সম্‌জা। তোমারা গোস্বা হুয়া হাম দেখ্‌তে; লেকেন হামারা দাদা কো রাজমে রহোগে, কাঁহা যাওগে চাচা! থোড়া সমঝ্‌কে লেড়কীকো ভেজ দেও। যাও, যাও, সমঝ্‌কে পিছে কহিও।

[সরফ্‌রাজ খাঁর প্রস্থান।

উদয়। বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়! হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ ক'রেছি, এই বুঝি বা আমার দণ্ড।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার-দ্বার

জমাদার ও প্রহরীদ্বয়

জমাদার। দেখো, রায় সাহেব আর উস্‌কা লেড়কা কভি নেহি ভাগে—নবাবজাদা সরফ্‌-রাজ্‌ খাঁকা জোর হুকুম হ্যায়,—বহুৎ হুঁসিয়ার! বহুৎ হুঁসিয়ার!!

১ প্রহরী। বহুৎ হুঁসিয়ার হ্যায় খামিন।

[জমাদারের প্রস্থান।

রঙ্গলালের প্রবেশ

১ প্রহরী। কোন্ রে?

রঙ্গলাল। তোম্ তো গোলাম আলী হ্যায়, আর তোম তো নসীবক্স?

১ প্রহরী। তব্ কা?

রঙ্গলাল। এই পীরের দরগার সিন্নি নাও, আর দু তোড়া টাকা নাও—একশো একশো আছে—ফকিরসাহেব তোমাদের দিয়ে পাঠিয়েছেন।

১ প্রহরী। ফকির সা'ব?

রঙ্গলাল। আরে, তোমাদের নসীব ফিরে গেছে। একজন হিন্দু যদি পাক্‌ড়াতে পার—যারে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়—তা হ'লে তোমাদের জায়গীর আর এক এক নবাবজাদী মেলে। নাও নাও টাকাগুলো তোল, আমায় ফকির সাহেবকে খবর দিতে হবে।

২ প্রহরী। আরে, এ ক্যা বাৎ বোলে?

রঙ্গলাল। গুণ্‌বে তো গোণো, রাত হ'য়েছে, আমি চ'লে যাই।

১ প্রহরী। আরে শুনো তো ভাই—শুনো তো ভাই!

রঙ্গলাল। আর কি শুন্‌বো বল? একটা হিন্দু পাক্‌ড়াবার যোগাড় দেখ না, যে এমনই কসুর করে, যাতে কোত্তা খাওয়াবার হুকুম হয়। বলি, পার্‌বে? ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। পীরের কোত্তা একটা হিন্দু খাবার জন্যে খেপেছে।

১ প্রহরী। আরে, এসা হিন্দু কাঁহা মিলে ভাই? গারদমে পাহারা দেতে হেঁ।

রঙ্গলাল। কেন, তার ভাব্‌না কি? সরফ্‌রাজ খাঁর তো হুকুম এই যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে কেউ যদি গারদ হ'তে বা'র ক'রে দেয়, তারে ধ'র্‌তে পার্‌লে কোত্তা খাওয়াবে, এই সহরে সহরে ঢাঁড়্‌ড়া দিয়েছে।

২ প্রহরী। আরে, সো তো দিয়া, সো তো দিয়া!

১ প্রহরী। আরে, হাম লোক পাহারা দেতা, কোন্ আয়েগা?

রঙ্গলাল। কেন, খুব সোজা—এই ধর, আমি এসেছি। এই কথার কথা ব'ল্‌ছি, ধর' —আমি এসেছি।—তোমার হাতে চাবী, তুমি চাবী খুলে দু'জনকে বার ক'রে দিলে, তার পর আমায় পাক্‌ড়ালে। নবাব সাহেব কোত্তা খাওয়াবার হুকুম দিলে,—তোমরা দু'জন জায়গীর পেলে, নবাবজাদী পেলে।

১ প্রহরী। আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ!—

রঙ্গলাল। আরো মজা শোন। কোন্ না দু'চার ঘা মা'র্‌বে, হাতের সুখ কোন্ না হবে? তোমরা গারদে পাহারা দাও, কাউকে মা'র্‌তে ধ'র্‌তে পাও না,—সে খুব মজা হবে!

২ প্রহরী। আরে, সে তো ঠিক—আরে সো তো ঠিক—লেকেন এসা হিন্দু মিলে কাঁহা?

রঙ্গলাল। কেন, যে হিন্দুর বরাত ভাল, সেই তোমাদের হাতে ধরা প'ড়্‌বে।

১ প্রহরী। এ বড়া মজেকা বাত ব'লে! কাহে কাহে, ওস্কা বক্‌ৎ কাহে আচ্ছা?

রঙ্গলাল। কি জান—তুমি কা'ল সকালে ফকির সাহেবের কাছে যেও না, শুন্‌বে—ঐ পীরের কোত্তা সে হিন্দুকে যত কামড় খাবে, তত লাখ লাখ বরষ সে বেহেস্তে হাউড়ি নিয়ে থাক্‌বে। কা'ল ছুটী হ'লে ফকির সাহেবের কাছে গিয়ে শুনো না!

২ প্রহরী। আরে শুন্‌কে ক্যা করে ভাই! হিন্দুকা বিচ্‌মে ধরম করে, এসা আদমি কাঁহা?

রঙ্গলাল। কেন, অমন কথা ব'লো না; আমার ধরম ক'র্‌তে ভারি মন।

১ প্রহরী। কেঁও, তোম্ পাক্‌ড়া যানে রাজী?

রঙ্গলাল। রাজী হ'য়ে কি ক'র্‌বো বল! তুমি যদি আমায় ধরো, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে? আমি একা, হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে বল যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে আমি গারদ হ'তে বা'র ক'র্‌তে এসেছি। ওঃ হরি! একটি কথা ভুল হ'য়েছে। ফকির সাহেব এক পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ হবে, একজন হিন্দুকে কা'ল ভুলিয়ে ভালিয়ে এনো। তার পর চাবী খুলে দিয়ে তাদের তো বিদায় ক'রে দিলে। সে হিন্দু যেন খুব জোয়ান, তোমাদের একজনকে বে'ধে ফেলেছে, আর একজন যেন ধ'রে ফেলেছো।

২ প্রহরী। ক্যা, হাম সম্‌জা নেই।

রঙ্গলাল। এই দেখ, তোমায় সমজে দি। এই যেন তোমার তলোয়ারখানা আমি নিয়েছি,—(তলোয়ার গ্রহণ করিয়া) কেমন, নিলুম বল?—

২ প্রহরী। হ্যাঁ হ্যাঁ।

রঙ্গলাল। আর এরও এমনি তলোয়ার নিয়েছি। (১ম প্রহরীর তলোয়ার গ্রহণ করিয়া) এই দড়ি দিয়ে দু'জনকে বেঁধেছি, বেশ ক'রে জড়াচ্ছি, (তদ্রূপ করণ) চ্যাঁচালে বুকে দেব। এই চাবী নিয়ে দরজা খুল্‌লুম, চ্যাঁচালেই বুকে দেব। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, চ্যাঁচাবারও যো রাখ্‌ছি নে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছি। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো, দোর খুলে দিয়েছি, ঘোড়া তোয়ের আছে, শীগ্‌গির পালাও।

নিরঞ্জন। তুমি?

রঙ্গলাল। শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও—ফাটকের প্রহরী ভাং খেয়ে প'ড়ে আছে। (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) নড়বার চড়বার চেষ্টা ক'রো না। এই বুকে তলোয়ার দেবো।

[শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। ও কি ক'চ্চ, খুলে দিচ্ছ যে?

রঙ্গলাল। কেন, এদের দু'জনকে মার্‌বো আঁচ ক'চ্চ কি? তুমি পালাও—নইলে তোমায় ধ'র্‌বে আমায়ও ধ'র্‌বে।

গঙ্গা। কি ক'চ্চ, ধরা দেবে না কি?

রঙ্গলাল। তা নয় তো কি, এই গরীব দু'জনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো? পালাও পালাও—তুমি স'রে যাও—নইলে ধরা প'ড়বে।

গঙ্গা। না না, তুমি এসো।

রঙ্গলাল। চল, তোমায় রেখে এসে এদের খুলে দেব।

গঙ্গা। নিশ্চয় আমি যাব না।

রঙ্গলাল। তুমি না আমায় বল, ভালবাস? যদি ভালবাস, তবে কথা শোন। যাও—শীগ্‌গির যাও, নইলে এই দেখ, আমি আত্মঘাতী হব।

গঙ্গা। ভগবান্, এ কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লেম! কেন প্রহরীদের ভাং খাওয়ালেম!

রঙ্গলাল। সর্ব্বনাশ করনি, বেশ ক'রেছ। যাবে তো যাও, নইলে এই আমি বুকে মার্‌লুম।

গঙ্গা। ভগবান, কি ক'রলে!

[গঙ্গার প্রস্থান।

রঙ্গলাল। এইবার মিঞাসাহেব! মুখের কাপড় খুলে দিলেম। ব্যস্ত হ'য়ো না, এই বাঁধন কেটে দিচ্ছি। (তথা করণ) চ্যাঁচাবে কেন? এই তা আমি ধরা দিচ্চি। দেখ, দুটো গরাদে কেটে ফেল, এই আমার কাছে উকো আছে। ব'ল্‌বে, তিনজনের সঙ্গে দু'জনে পার নাই। দু'জন বেরিয়ে গেছে, একজনকে ধ'রেছো। কেমন মিঞাসাহেব, আমায় কুকুরে খাবে, খুব মজা হবে! দেখো, আমি বড় কাছড়াই, একটু মারো আর আমি অম্‌নি ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বো।

১ প্রহরী। তোবা তোবা!—

রঙ্গলাল। তোবা কেন, আমায় পিছমোড়া ক'রে বাঁধো না! তবে জাইগীর আর নবাবজাদী যদি না পাও, এই নাও, দু'টুক্‌রো হীরে নাও।

২ প্রহরী। তোম্ কোন হ্যায়?

রঙ্গলাল। হাম্ হিন্দু হ্যায়, আর কোন্ হ্যায়?

১ প্রহরী। হাম লোক্‌কা জান যাগা।

রঙ্গলাল। কিছু পরোয়া ক'রো না মিঞা সাহেব, এই দেখ, যেন ওদের ঠেঙ্গে উকো ছিল, রেল কেটে বেরিয়েছে। আমি যেন দোরের প্রহরীদের ভাঙ্‌ খাইয়ে এখানে এসেছি। ওরা বেরিয়ে গেছে, আমি তোমাদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'রেছি—ব্যাস্! কত সুক্ষ্মবিচার হয়, তা তো তোমরা জান; আর আমি এক রকম ক'রে বুঝিয়ে দেব, ভেবো না।

২ প্রহরী। জমাদার কো ক্যা সম্‌জায়েগা, হাম লোক চিল্লায় নেই কাহে?

রঙ্গলাল। এখন চেল্লাও না।

১ প্রহরী। (উচ্চৈঃস্বরে) জমাদার—জমাদার, কয়েদী ভাগা।

রঙ্গলাল। দেখ, ততক্ষণ তোমরা কানটা-

আস্‌টা মলো, দু'চার ঘা মারো, খুব আমোদ করো না।

১ প্রহরী। শালা বেইমান! (প্রহারকরণ)

রঙ্গলাল। ও বাপরে—গেলুম রে! কেমন, আমোদ হ'চ্ছে না?

২ প্রহরী। আরে মার মাৎ, শালা দেও হ্যায়!

জমাদারের প্রবেশ

জমাদার। ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া?

১ প্রহরী। কয়েদী ভাগা!

জমাদার প্রভৃতি সকলে। কয়েদী ভাগা—কয়েদী ভাগা—

[রঙ্গলালকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ, শালিগ্রাম ও মাধুরী

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম কোন্?

শালিগ্রাম। আমি শালিগ্রাম রায়।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম গারদসে কেস তরে নিকালা?

শালিগ্রাম। তা তোমায় ব'লছি, ফিরে গারদে দিতে হয় দাও, কিন্তু এই উদয়নারায়ণের কন্যা এনেছি দেখ। তুমি বলেছিলে, কারাগারে মুক্তি দেবে,—যদি আমি উদয়নারায়ণের কন্যাকে এনে দিতে পারি।

মাধুরী। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমার পিতা কোথায় রায় সাহেব?

সরফ্‌রাজ খাঁ। ডরো মাৎ পিয়ারি! এ সহরমে হ্যায়। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমকো ক্যায়সে মিলা? রায় সাহেব, বহুত সেলাম।

শালিগ্রাম। আমি গারদ থেকে পালাচ্ছিলুম, পথে এর সঙ্গে দেখা। উদয়নারায়ণের বাসা খুঁজে পাচ্ছিল না, আমায় বন্ধু বিবেচনা ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আপনার কাছে এনেছি।

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাঃ, রাজা তো চলা গিয়া। দেখো বড় মজা হুয়া! হাম ওসকা লেড়কীকো মাঙ্গে থি, ও গোস্বা হোকে চলা গিয়া। তোম্ বহুৎ কাম কিয়া। আল্লা ক্যা মিলা দিয়া!—তোমারা যাহা খুসী চলা যাও, এই আঙ্গুটি লেও—কোই নেহি রোখে গা।

শালিগ্রাম। একটি অনুগ্রহ ক'র্‌তে হবে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ক্যা কহো? হামার দেলখোস হো গিয়া, যো মাঙ্গো, সো দেঙ্গে।

শালিগ্রাম। রঙ্গলাল ব'লে একজন, সে আমাদের মুক্ত ক'রেছে, মুক্ত ক'রে আপনি কয়েদ হ'য়েছে;—তারে আপনি মুক্তি দেন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। কুছ পরোয়া নেই, আবি দেঙ্গে।

মাধুরী। এ কি রায় সাহেব, কোথায় আনলেন?

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ।

মাধুরী। সাহেব—সাহেব! আমায় ছেড়ে দেন!

সরফ্‌রাজ খাঁ। পরোয়া মাৎ করো বিবি, ঠাণ্ডা হও। (শালিগ্রামের প্রতি) কাঁহা তোমারা রঙ্গ দুলাল? ঠারো। এসমালি!

এস্‌মালি। (প্রবেশ করিয়া) খামিন্!

সরফ্‌রাজ খাঁ। এই আঙ্গুটি লেকে যাও, গারদমে যাকে কহো—রঙ্গ দুলালকো ছোড়নে হামারা হুকুম হুয়া। (শালিগ্রামের প্রতি) তোমারা জমীদারী তোমকো মিলে গা—যাও।

মাধুরী। রায় সাহেব, রায় সাহেব! আপনি কি অনাথিনী, পথের কাঙ্গালিনী কুলকামিনীর সহিত প্রতারণা ক'রেছেন? আপনি কি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের গৌরব—সতীত্ব—যবনের পায়ে ফেলে দিতে এনেছেন? সত্যই কি আপনি রায় সাহেব?—আমি আপনার দুহিতা, আশ্রিতা, আমায় রক্ষা করুন। আমি তো আপনার চরণে অপরাধিনী নই। কেন আমায় কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন?

শালিগ্রাম। কেন? বেগম হ'য়ে তোমার পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আনন্দ ক'র্‌বেন। তিনি আরও নবাবের কৃপাভাজন হবেন। তিনি আরও অনেক জমীদারকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে তাঁদের সর্ব্বনাশ ক'রতে পারবেন। তিনি তোমায় তাঁর কুলের গৌরব মনে ক'র্‌বেন। ভেবোনা ভেবোনা—বেগম হবে! তোমার পিতা নবাবজাদার শ্বশুর হবেন!

মাধুরী। কি ব'লছেন? কি ব'লছেন?—আমি যে আপনার কুলকামিনী, আমি যে আপনার অন্তঃপুরনিবাসিনী! আমার পিতা আপনার শত্রু হ'তে পারেন, আমি নই। তিনি আপনার ঐহিক সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, সেই অপরাধে নিরপরাধিনীর ঐহিক পারমার্থিক সর্ব্বনাশ ক'রবেন না। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এত কুটিলতা আপনাতে সম্ভবে না! আপনি হিন্দু—বাঙ্গালী। যে বাঙ্গালী-রমণী পতির সহমৃতা হয়—সেই সতী-বঙ্গরমণীর গর্ভে আপনার জন্ম। আপনি সতীত্বের আদর করুন, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা করুন। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

শালিগ্রাম। কে বলে আমি হিন্দু? আমি কারাগারে যবন-অন্নে প্রতিপালিত। আমি নিরপরাধী, নিরপরাধী পুত্রের সহিত কারাগারে বাস ক'রেছি। যবনের দানাপানিতে আমার দেহ পুষ্ট হ'য়েছে, সে তোমার পিতার প্রসাদাৎ! সে ঋণ কি আমি রাখ্‌তে পারি? তোমার মত আমিও 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' ব'লে চীৎকার ক'রেছি, নিরপরাধী পুত্রের প্রতি 'দয়া কর, দয়া কর,' ব'লেছি।—তিনি আমার শিক্ষাদাতা, তাঁর শিক্ষা ভুল্‌বো কেমন ক'রে!

[শালিগ্রামের প্রস্থান।

মাধুরী। কি হ'লো! কি হ'লো!

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি—বিবি, ডরো মাৎ!

মাধুরী। নবাবজাদা, আমি আপনার প্রজা—দুহিতা—আমায় সতীত্ব ভিক্ষা দেন! আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, জাতি রক্ষা করুন, রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। পিয়ারি, তোম্‌ হামারা দেল্‌মে কাটারি মারি!—বহুৎ যতনসে ছাতি-পর রাখেঙ্গে। ডরো মাৎ।

মাধুরী। নবাবজাদা, সতীর সতীত্ব নাশ ক'র্‌বেন?—সহস্র নবাব একত্র হ'য়ে পা'র্‌বেন না। মা নিস্তারিণী সতীকুলরাণী আমায় লোহার পিঞ্জর ভেঙ্গে নিয়ে যাবেন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতী হই, সতীত্ব প্রভাবে আমার দেহ অনিলে মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণ মৃত্তিকা-পিঞ্জর ভেঙ্গে পতির পদে লয় হবে! নবাব সাহেব, আমায় রাখ্‌তে পা'র্‌বে না, সতীত্ব নাশ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমার মা স্বর্গ হ'তে ডাক্‌ছেন, আমার প্রাণ দেহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে চল্‌লো। (মূর্চ্ছা)

সরফ্‌রাজ খাঁ। এ কিয়া! গুল কেয়া শুখ গেয়ী? বিবি—বিবি! বাঁদী—

বাঁদীর প্রবেশ

দেখো,—লে যাও—যতনমে রাখো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির

ললিতা ও যোগবালাগণ

সকলের গীত*

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী,
মুক্তিযোগ-রঙ্গিণী।
দোহিত-বাসনা-বিভূতি-ভূষণা,
জ্ঞানকরুণা সঙ্গিনী॥
সত্ত্বা নিত্য, নিত্য বিত্ত, সত্যচিত্তবাসিনী—
সাধক-শান্তি, বিবেক-কান্তি,
শ্রান্তি-ভ্রান্তিনাশিনী,
উপাধি নগনা, সমাধিমগনা,
ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী॥
কারণার্ণব, (অ)নাদি প্রণব,
ভাবাভাব ভঙ্গিনী॥

[যোগবালাগণের প্রস্থান।

ললিতা। মা গিরিনন্দিনি, শিবরাণি, মা কৌমারীস্বরূপিনি, কুমার-জননি, মা যোগিনি, শান্তিদায়িনি, আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত কর মা! আমি কৌমার-ব্রত গ্রহণ ক'রে তোমার চরণে আশ্রিতা, আমার চিত্ত স্থির কর মা! আমার চঞ্চল মন-প্রবাহ এখনও তার প্রতি ধাবিত। মা, তোমার ধ্যান করি—তার মুখ মনে পড়ে,—তোমায় অন্তর-ব্যথা জানাতে গেলে, জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে কথা ক'চ্ছি। মা, তোমার দর্শনে এসে, আগে তারে দেখ্‌তে পাই! এ কি মা, এ আমার কি হ'লো! সদাই মনে হয়

*এই গীতের বিশেষত্ব এই,—সাকার ভাবে নিরাকার যোগমায়া বর্ণিত হইয়াছে।

—সে আস্‌ছে, সে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মা, তোমার পদে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে ব্রতভঙ্গ হবে? মা, আমার হৃদয়-ভাবে কি তোমার মন্দির কলুষিত হবে? তোমার চরণে কি আমার এই কলুষিত বাসনা অঞ্জলি দেব? এ কি হ'লো! কি ক'রে তারে ভুল্‌বো?

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। কে ও, মাধুরী?

ললিতা। না না নিরঞ্জন, আমি মাধুরী নই; যদি মাধুরী হ'তেম, তোমায় পেতেম। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন?

নিরঞ্জন। মাধুরি—মাধুরি! তুমি বল, তুমি হেথায় কেন?

ললিতা। মাধুরী হেথায় আস্‌বে কেন? স্থির হও, চেয়ে দেখ, আমি মাধুরী নই।

নিরঞ্জন। তোমার কি হ'য়েছে, তোমার এ সন্ন্যাসিনী বেশ কেন? তুমি কি পূজা দিতে এসেছ?

ললিতা। তাতে তোমার কি?

নিরঞ্জন। আমার কিছু নয়, তুমি ভাল আছ তো?

ললিতা। কেন, আমার ভালোয় তোমার কি?

নিরঞ্জন। এখনও তুমি এ কথা ব'ল্‌ছো? দেখ, তোমার জন্যে আমি পথের ভিখারী, পিতার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কিন্তু তাতে আমার খেদ নাই। তুমি বলো, তুমি সুখে আছ—শুনে আমি চ'লে যাই। তুমি আমার হবে, বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হ'লো। আমার অদৃষ্ট! তোমার ভালই আমার ভালো। বল, তুমি সুখে আছ, তা হ'লে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

ললিতা। নিরঞ্জন, এখনো প্রতারণা! কেন, আর প্রতারণার প্রয়োজন কি? তুমি তো আমায় ভাসিয়ে দেছ, তবে আর কেন সোহাগ জানাও? চেয়ে দেখ, তোমার মাধুরী নই, দেখ, দুখিনী—উদাসিনী—বর্জ্জিতা—ঘৃণিতা!

নিরঞ্জন। কি কি, কি হ'য়েছে?

ললিতা। না, কিছুই নয়। তুমি হেথা আর থেকো না। কেন আমায় পাতকিনী ক'র্‌বে? তোমার কথা শুন্‌লে, তোমায় দেখ্‌লে—আমি ধর্ম্ম রাখ্‌তে পার্‌বো না, তোমায় পাব না, কিন্তু আমি—তাতে তোমার কি এসে যায়, কেন তোমায় বলি?—নিরঞ্জন, আর আমায় পতিতা ক'রো না। যা হবার হ'য়েছে, তুমি চ'লে যাও। এই আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান না পাও। অনেক চেষ্টা ক'রেছি, এ জীবনে তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না। চ'লে যাও, চ'লে যাও, আমায় মহাপাতকিনী ক'রো না।

নিরঞ্জন। চল্লুম, আর তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে না।

ললিতা। সেই ভাল;—সুখে থাক, দেবীর কাছে এই আমার প্রার্থনা।

নিরঞ্জন। সুখ;—সুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

ললিতা। আবার ঐ কথা! আমি চল্লুম।

[ললিতার প্রস্থান।

নিরঞ্জন। এ কি! পুরঞ্জনের কি অমঙ্গল হ'লো? দুর্দ্দম মনোবেগ কোনমতেই ফেরাতে পারি নে;—দিবারাত্র পরস্ত্রীর চিন্তা। ইচ্ছা হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেম প্রার্থনা করি। পিতার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, পরিবারবর্গ পথে পথে ফির্‌ছে, নিজে পথের ভিখারী হয়েছি, এ দুরবস্থায়ও মাধুরী! এই কি আত্মত্যাগ, এই কি স্বার্থবিসর্জ্জন! ধিক্! আমার আত্মবিসর্জ্জনে ধিক্, আমার বন্ধুত্বে ধিক্! যাই, পুরঞ্জনের সন্ধান নেব; তার পর মাধুরীকে যদি না ভুল্‌তে পারি, মার চরণে কলুষিত বক্ষের শোণিতদানে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো!

[প্রস্থান।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। মা! শুনেছি, সকল নারী-দেহে তুমি বিরাজিতা। আমি পাতকিনী, আমি কলঙ্কিনী, কিন্তু মা, তুমি পতিতপাবনী,—পতিতা দুহিতাকে দয়া কর। মা অন্তর্য্যামিনি, আমার অন্তরের কথা বোঝো,—আমার রঙ্গলাল কারাগারে। আমার মহাপাপের শাস্তি যা তোমার ইচ্ছা দাও, কোটি ক্রোটি জন্ম আমার শরীর নরকের কীটে দংশন করুক্—মা, আমার রঙ্গ-লালকে মুক্তি দান করো; আমি তারে চাইনে,

আমি দেখি, সে মুক্ত হ'য়েছে! মা, মা, বাঞ্ছা-কল্পতরু!

রঙ্গলালের প্রবেশ

কি, তুমি পালিয়ে এসেছ?

রঙ্গলাল। তোমার কি বোধ হ'চ্ছে, কারাগারে আছি?

গঙ্গা। কি জানি! তোমার ঢংএর কথা তুমিই জানো।

রঙ্গলাল। আ মরি মরি! ঢং-ঢাং যা তোমাতে নাই!

গঙ্গা। হ্যাঁ, ঢং-ঢাং আমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমার মত নয়।

রঙ্গলাল। তুমি আমায় ভালবাসোই বাসো, —কি বল?

গঙ্গা। সে আমরা অমন কত লোককে বলি।

রঙ্গলাল। বল না কেন, একটু ভালবাস, না?

গঙ্গা। তোমায় ভালবেসে কি ক'র্‌বো, তোমার কাছে তো এক পয়সার পিত্তেশ নেই।

রঙ্গলাল। কেন বিবি, আমি তো তোমায় টাকা দিতে চেয়েছিলুম। তুমি প্রহরীদের ভাঙ্ খাইয়েছ, আমায় কিনে রেখেছ। তুমি যা চাও, আমি তো দিতে রাজী।

গঙ্গা। আমি তোমায় চাই।

রঙ্গলাল। তা আমায় কিনে নিও, আর একটি কাজ ক'রো।

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। রাজা উদয়নারায়ণের কন্যাকে সরফ্‌রাজ খাঁ তার বেগমমহলে নিয়ে গেছে,— সতীর ধর্ম্ম নষ্ট হবে, তারে তুমি রক্ষা কর।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার পরের জন্য অত মাথা ব্যথা কেন? তুমি তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সাম্‌নে একবার মাথাটাও নোয়ালে না।

রঙ্গলাল। মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার প্রণাম করে বল? ক'বার স্তবস্তুতি করে? ক'বার বলে,—তুমি হ্যান, তুমি ত্যান? ক্ষিদে পেলে, দরকার হলে এসে—মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয়? তবে সৎমা হ'লে নানা কথা কইতে হয় বটে। ব'ল্‌তে হয়,—মা গো, জননী গো, আর মনে হয়, সর্ব্বনাশী গো, কখন্ কি ত্রুটি হবে গো, অমনি ঘাড় ভাঙ্‌বে গো;—তাই মুখে ব'ল্‌তে হয়,—তুমি জননী গো, তুমি কি না পার গো!

গঙ্গা। তবে তুমি মাকে মান?

রঙ্গলাল। অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না; দেখ না, এক পোড়ার মুখ নিয়ে প'ড়ে আছেন, না হয়, জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলি,—থাক মা, বিল্বপত্রের গাদায়, টিকিদাস ভট্‌চায্যির মুখে "চিঁড়িং চাড়াং ফিড়িং ফাড়াং" শোনো।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক নাকি?

রঙ্গলাল। আমি নাস্তিক! যে আমায় নাস্তিক বলে সেই নাস্তিক। আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ! আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর!

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গলাল। মানুষ আমার দেবতা!—যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান বলে—ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ;—যার সেবা ক'র্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হয় না—ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি,—যে দেবতা পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই। দেখ বিবিজান, একবার মানুষের সেবা ক'রে দেখ, প্রাণ তর্ হ'য়ে যাবে। এই ত ঢং-ঢাং ক'রে রোজগার ক'রেছ, মনে মনে এক-বারও ওঠে যতই মনকে চাপা দাও যে কসব্ করাটা বড় ভাল কাজ হয় নাই। কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি করো, তা হ'লে মনে ক'র্‌বে, টাকা রোজগার ক'রেছ সার্থক, ঠিক্‌ঠাক্ দেবতার পূজায় লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি, তুমি নাস্তিক।

রঙ্গলাল। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভট্‌চায্যিকে জিজ্ঞাসা ক'রো,—ব'ল্‌তে হ'বে, সকল মানুষেই মা আছেন; বড়

বড় মোল্লা মান্‌বে—খোদার অংশে সবাকার জান; পাদ্‌রীতে ব'লবে—ভগবান্ ফুঁ ঝেড়ে মানুষ তৈয়ারি ক'রেছেন; তা হ'লে আর আমি নাস্তিক কি ক'রে বল? 'মা সর্ব্বময়ী—মা সর্ব্বময়ী' ব'লে পূজো দিয়ে গেল, মুখে ব'লেন, সর্ব্বভূতে মা আছেন, আর জীবজন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরী দেন। একশ টাকা ধার দিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তার পর তারে কয়েদ দিলে; ক্ষিদেয় একটা লোক হা-হা ক'চ্ছে, আপনি পেট ঠাণ্ডা ক'রে দরোয়ানকে ব'ল্লে, 'নিকাল দেও'। কিন্তু প্রতি হাতে বলা আছে,—'মা ব্রহ্মময়ী, তুমি সর্ব্বভূতে আছ।' তার মা বলা তাতেই থাক্, অমন মা আমি ব'লতে চাইনে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হোন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দু' একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপ্‌ছে, তাকে একখান কম্বল দিতে পারি, তা হ'লেই আমি চরিতার্থ হব।

গঙ্গা। ঠাকুর-দেবতা মান না—তুমি নরকে যাবে।

রঙ্গলাল। মানি নে কেন ব'লছো বল?—এই যে তোমায় বুঝিয়ে ব'ল্লুম। আর এতে যদি নরকে যেতে হয়, আমি রাজী আছি। বিবিসাহেব, তোমায় একটা কথা বলি।

গঙ্গা। কি?

রঙ্গলাল। দেখ, একদিন একজনকে—খুব ক্ষিদে পে'য়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিও,—খেয়ে ব্যাটারা 'আঃ' ক'র্‌বে, শুনে যে তোমার সুখ হ'বে, কোন ব্যাটার চোদ্দপুরুষে কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে, এত সুখ সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে নাই। জোর স্বর্গসুখ ক'রেছে কি জান?—অপ্সরীর সঙ্গে প্রেমালাপ হ'লো, পারিজাতের মালা গলায় দিলে, খাঁটি না খেয়ে একটু সুধা খেলে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ফুরোলো, পারিজাতের মালা বাসি হ'লো, আর অমৃতের নেশার খোঁয়ারী এলো। এ গুলো বিবিজান, তুমি তো দেখেছ, এ আমোদ, না ছাই! ব্যাটারা সন্দেশ ফেলে বিষ্ঠে খায়! যাক্, রাত ফুরুলো, সকালেই তোমাকে এ কাজ ক'র্‌তে হ'বে।

গঙ্গা। কি ক'র্‌বো বল?

রঙ্গলাল। মাধুরীকে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।

গঙ্গা। কি ক'রে?

রঙ্গলাল। তা তুমিই জান। যদি পার, স্বর্গ কোথায় বুঝ্‌বে। আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

গঙ্গা। রঙ্গলাল, তুমিই আমার স্বর্গ!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ ও মাধুরী

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবিজান, মেহেরবাণী করো, নেক্ নজর দাও।

মাধুরী। এ কি! পাপ দেহে এখনও জীবন র'য়েছে, এখনও মুসলমানের গৃহে র'য়েছি!

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি, গোলামসে জেরা বাৎ করো, তোম্ দেলখোস হ্যায়!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। গঙ্গা তয়ফাওয়ালী আয়ি,—

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাম নেই বোলায়া, তোম্-লোক চলা যাও, মাৎ আও। (মাধুরীর প্রতি) বিবিজান, ছাতি পর লুটো, সিনা পর লুটো!—(আক্রমণোদ্যত)

মাধুরী। ভগবান্, রক্ষা ক'র! (মূর্চ্ছা)

গঙ্গার প্রবেশ

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্ কাহে হি'য়া আয়ি?

গঙ্গা। নবাবজাদা, বুঝ্‌ছো না, কেন জোর্‌জবরদস্তি ক'র্‌ছ? তোমার জন্য ও মরে!

সরফ্‌রাজ খাঁ। ক্যা—ক্যা?

গঙ্গা। ওর বে'র দিন তুমি ছিলে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, উসি ওয়াক্ত জান মে কাটারি লাগা!

গঙ্গা। এই দেখ, ঠিক হ'য়েছে! এই তোমার চিন্‌তে পাচ্ছে না, তাই এমন ক'চ্চে!

তুমি সেই পোষাকটি প'রে এসো দেখি, তা হ'লেই তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তোমার মুখ-চুম্বন ক'র্‌বে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। সাচ্‌?

গঙ্গা। নবাবজাদা, তোমায় মিছে ব'ল্‌চি? ওর স্বামীকে ভুলিয়ে শুধু শুধু মুরশিদাবাদে এসেছে? ও বাপকে খুঁজ্‌তে আস্‌বে কেন?—ওর বাপ কি হারিয়েছে, যে খুঁজ্‌তে আস্‌বে?

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো গঙ্গা, ইস্‌কি ঠাণ্ডা করো, হাম ঐ পোষাক পিহিনকে আওয়ে।

গঙ্গা। যাও—যাও সাজাদা, শীগ্‌গির এসো।

[সরফ্‌রাজ খাঁর প্রস্থান।

গঙ্গা। দেবি, ওঠো শীগ্‌গির ওঠো, এই ওড়না মুড়ি দিয়ে পালাও।

মাধুরী। মা, মা, কে তুমি?

গঙ্গা। কথার সময় নাই, শীগ্‌গির পালাও,—নইলে এখনি জাত যাবে। শোয়ারি ত'য়ের আছে, তুমি শীগ্‌গির পালাও!

[মাধুরীর প্রস্থান।

গঙ্গা কর্ত্তৃক সরফ্‌রাজ খাঁর অন্য পলঙ্কোপরি উপাধান ওড়না দিয়া আচ্ছাদন

সরফ্‌রাজ খাঁর প্রবেশ

সরফ্‌রাজ খাঁ। গঙ্গা, গঙ্গা,—বিবিকো দেখ্‌লাও, হাম ঐ পোষাক পিহিনা।

গঙ্গা। চুপ, কথা কয়োনা, মান ক'রে ওড়না গায়ে দিয়ে প'ড়ে আছে, তুমি কিছু ব'লো না। দেখ না, তোমার বুকের উপর গিয়ে প'ড়্‌বে। ও যেমন মান ক'রেছে, তুমিও তেম্‌নি একটু মান ক'রো না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা! কই কই, নেই তো আয়া?

গঙ্গা। আঃ, তুমি ঠাণ্ডা হও না, মুখে কাপড় দিয়ে শোও না!

সরফ্‌রাজ খাঁ। (শয়ন করিয়া) কই, আবি নেই উঠা গঙ্গা?

গঙ্গা। আরে, আমার সাম্‌নে উঠ্‌বে কি?

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম হট্‌ যাও—তোম হট্‌ যাও।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[গঙ্গার প্রস্থান।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই আতি—আতি আতি, হাম ছিপায়কে রহে! ওড়না হেল্‌তি—এই আতি এই আতি, ছাতি পর লোটেঙ্গি! উঠ্‌তে নেহি, জবর মান কি! হাম ওড়না উখাড় লে! (উত্থান ও পালঙ্কোপরি উপাধানের ওড়না উত্তোলন) আরে, ওই কাঁহা গিয়া! আরে পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো!—

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ

উদয়নারায়ণ, গোলাম মহম্মদ ও জমীদারগণ

উদয়। (স্বগত) সরফ্‌রাজ!
তোমার শোণিত-তৃষা হয় বলবতী।
বিমল পদ্মিনী-ঘ্রাণ কুক্কুরের অভিলাষ!
তনয়ারে যাচিল যখন,
পারিতাম সেই দণ্ডে মস্তক করিতে ছেদ!
কিন্তু সহিল সকলি—
নবাব প্রতাপশালী,
জয়-আশা নাহিক বিদ্রোহে।
বিশেষতঃ নবাব উদারচেতা পক্ষপাতহীন।
সরফ্‌রাজ!—
অগ্নিসম দহে তার বাণী—
কিন্তু বিগ্রহে নিশ্চয় পরাজয়।

১ জমীদার। মহারাজ, কি চিন্তা ক'চ্ছেন? অস্ত্রধারণ করুন;—মুসলমানের অত্যাচারে মাতৃভূমি নিপীড়িত।

উদয়। পরাজয় নিশ্চয়। রাজদ্রোহী হ'য়ে যে জয়লাভ হবে, কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ নবাব অতি সদাশয়,—

১ জমীদার। মহারাজ! আপনি যদি জমীদারের দুর্গতির দিকে দৃষ্টি না করেন; তা হ'লে আর কে ক'রবে? দেখুন, এক কপর্দ্দকও খাজনা বাকী থাক্‌লে, নিদারুণ হিমে, দুরন্ত গ্রীষ্মে বিবস্ত্র ক'রে বেঁধে রাখে; কুৎসিত আবর্জ্জনা পূর্ণ গহ্বরে আবদ্ধ করে, উপহাস ক'রে তার নাম দিয়েছে "বৈকুণ্ঠ"।

গোলাম। বেসক্‌—বেসক্‌!

উদয়। নবাবের কর্ম্মচারীরা এরূপ করে।

২ জমীদার। একই কথা। নবাবের দিল্লীতে খাজনা পাঠান চায়ই, সে খাজনা যেমন ক'রে পারে—আদায় ক'র্‌বে! কর্ম্ম-চারীরা উপলক্ষ্য মাত্র, সমস্ত কার্য্যই নবাবের।

গোলাম। বেসক্!

উদয়। আমাদের সৈন্য কই?

৩ জমীদার। কেন? সকল জমীদারেরই সুশিক্ষিত পা'ক আছে। রাজসাহীর খাজনা আদায়ের জন্য নবাবই আপনাকে সৈন্য দিয়েছেন,—তারা আপনার করগত। বিশেষ, এই গোলাম মহম্মদ মহা বীরপুরুষ, এর ইঙ্গিতে সৈন্য সৃজন হবে।

গোলাম। বেসক্!

উদয়। কিন্তু দেখুন, নবাবের অপরিমিত অর্থ, সুশিক্ষিত সেনা—নব আবিষ্কৃত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত,—জয়লাভ সুকঠিন।

২ জমীদার। যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাহই প্রধান। মর্ম্মপীড়িত সমস্ত জমীদার যুদ্ধ ক'র্‌বে। নবাবসৈন্য বেতনভোগী মাত্র, এতে কেন পরাজয় আশঙ্কা ক'রছেন?

গোলাম। বেসক্!

উদয়। খাঁ সাহেব, তুমি সমস্ত বিবেচনা কর। প্রবলপ্রতাপশালী নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ ক'রে কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পা'র্‌বো, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। একে প্রজা নিপীড়িত, তার উপর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত ক'ল্লে প্রজার অশেষ দুর্গতি হবে। সকল দিক্ বিবেচনা করুন, সহসা এ গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করা কতদূর সঙ্গত?

গোলাম। ফৌজ আপ্‌কা ওয়াস্তে জান দেগা। তলপ বাকী রহা, আপ্ প্রজাসে আদায় কর্‌নে হুকুম দিয়া, সব্‌কোইকো দুনা তলব মিল্ গিয়া। ডরিয়ে মাৎ—আপ নবাব হোঙ্গে।

উদয়। আপনার অনুরোধে আমি প্রজাদের নিকট হতে বেতন আদায়ের হুকুম দিয়েছি। শুনতে পাই, তাতে প্রজাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হ'য়েছে।

গোলাম। নেহি, নেহি মহারাজ!

উদয়। আমি আজ বিবেচনা করি, কাল উত্তর দেব।

১ জমীদার। বিবেচনা কি ক'র্‌বেন? কৃতসংকল্প হোন, মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য!

গোলাম। বেসক্!

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। ঐ আস্‌ছে! ঐ আস্‌ছে! আমায় ধ'র্‌বে! বাবা, রক্ষা করো, আমার জাত খাবে! আমায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল! আবার যদি নিয়ে যায়, আমি বাঁচ্‌বো না। তারা আস্‌ছে, আমায় ধ'র্‌বে, এবার ধ'র্‌লে আর পালাতে পা'র্‌বো না! বাবা, বাবা, পালাও!

উদয়। এ কি—মাধুরী!

শালিগ্রামকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ, ছিপায়কে সব সল্লা এ আদ্‌মি শুনতা রাহা।

উদয়। কে তুমি?

শালিগ্রাম। আমায় তো চেন, নূতন পরিচয় তো নয়, আমি শালিগ্রাম।

উদয়। শালিগ্রাম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি না বুঝে রোষবশতঃ তোমাদের পিতা-পুত্রকে কারাগারে দিয়েছিলেম,—অতি মূঢ়ের কার্য্য ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা কর।

শালিগ্রাম। মার্জ্জনার স্থান আমার হৃদয়ে নাই। বিধর্ম্মী-কারাগারে বাস ক'রেছি, এক মাত্র সন্তানের যন্ত্রণা দেখেছি, আমার প্রতি-হিংসা-তৃষা এখনো মেটে নাই,—সেই কারাগারে তোমায় দিলে মিট্‌তো। কিন্তু আর এক প্রতিশোধ আমি পেয়েছি, তাতেই কতকটা শান্ত আছি।

উদয়। যা হবার হ'য়েছে, তুমি মার্জ্জনা কর। আমি অপরাধী, তোমার পায়ে ধ'রে স্বীকার পাচ্ছি। নবাবের দৌহিত্র উপস্থিত ছিল, তার সাম্‌নে তুমি আমার কন্যাকে বেশ্যা-কন্যা ব'লেছ। দেখ, মানুষ সব সময় বুঝ্‌তে পারে না, বুদ্ধি স্থির থাকে না। শালিগ্রাম, আমি বড় অপরাধী।

শালিগ্রাম। সরফ্‌রাজ খাঁর সাম্‌নে তোমার কন্যাকে বেশ্যার কন্যা ব'লেছি, এতেই তোমার বড় অপমান হ'য়েছিল! কিন্তু আজ তোমায় ব'ল্‌ছি, আবার তোমায় ব'ল্‌ছি—তোমার বেশ্যা-কন্যা আজ সরফ্‌রাজ খাঁর উপপত্নী!

মাধুরী। বাবা—বাবা, রক্ষা কর। এই আমায় নিয়ে গিয়েছিল, এই আমায় ব'লেছিল, তোমার বাপের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছিল। বাবা, বাবা—পালাও,—ও আবার আমাদের ধরিয়ে দেবে।

শালিগ্রাম। উদয়নারায়ণ, সমস্ত শুনলে? আর তো তোমার অবিশ্বাস নাই? সরফ্‌রাজ খাঁর অন্দরে আমি তোমার কন্যাকে নিয়ে গেছি। বেশ্যাকন্যা ব'লেছিলেম ব'লে বড় অপমান হ'য়েছিল! সমস্ত জমীদার শোন,—সরফ্‌রাজ খাঁর অন্দরে, রাজা উদয়নারায়ণের কন্যা গিয়েছিল। উদয়নারায়ণ, মার্জ্জনা তুমি চেয়ো না, আমি না হয় মার্জ্জনা চাই! মার্জ্জনাই বা চাইবো কেন?—তুমি নবাব-জাদার শ্বশুর!

মাধুরী। বাবা, বাবা! একে তাড়িয়ে দাও। পালাও—পালাও, আবার আমাকে ধ'র্‌বে, আবার আমায় সেখানে নিয়ে যাবে।

উদয়। রায় সাহেব, দেখ্‌ছি তুমি নিরস্ত্র। প্রহরি, দু'খানা অস্ত্র দাও। (প্রহরীর অস্ত্র প্রদান) কোন্‌ তরবারি তুমি নেবে নাও।

শালিগ্রাম। ভাল, ভাল উদয়নারায়ণ, তোমার উদারতা আছে! তোমার বক্ষের শোণিত যদি দেখ্‌তে পাই—বড় তৃপ্ত হব! এসো, আমি প্রস্তুত। (উভয়ের অস্ত্র গ্রহণ)।

উদয়। সকলে সাক্ষী হও, আমি অন্যায় যুদ্ধ ক'র্‌বো না। (যুদ্ধ করিতে করিতে) হ'য়েছে, ক্ষান্ত হও।

শালিগ্রাম। না—না, ক্ষান্ত কেন হব? (পুনরায় যুদ্ধ)

উদয়। এখনো ক্ষান্ত হও।

শালিগ্রাম। এখনো বল আছে, তোমার বক্ষের রক্ত দেখ্‌তে পারি, ক্ষান্ত হব না।

উদয়। না—না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

শালিগ্রাম। তোমার কন্যা—বেশ্যা-কন্যা, তোমার কন্যা মুসলমানের উপপত্নী, তুমি হিন্দু নও, তোমার মুখে আমি নিষ্ঠীবন দি।

উদয়। তবে মর; মুসলমানের কবর-ভূমিতে তোমায় ফেলে দেব। (শালিগ্রাম রায়ের পতন) কে আছিস্‌?—একে ল'য়ে গিয়ে, মুসলমানের কবর স্থানে ফেলে দিয়ে আয়।

[শালিগ্রামের দেহ লইয়া প্রস্থান।

খাঁ সাহেব, সমাগত জমীদারবৃন্দ, আমি বিদ্রোহে প্রস্তুত। সরফ্‌রাজ খাঁর শোণিত যদি দেখ্‌তে পাই, তবে আমার তৃপ্তি হবে! চণ্ডাল আমায় ব'লেছিল,—"তোমার কন্যাকে আমার বেগম কর", এর কি প্রতিশোধ হবে! আমি নরশোণিতসিক্ত অসি ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি,—নবাব-বংশ ধ্বংস ক'র্‌বো, নচেৎ প্রাণ আমার তৃণজ্ঞান হ'চ্ছে, তুচ্ছ প্রাণ এখনই ত্যাগ ক'র্‌তে আমি প্রস্তুত। আপনারা সকলে এক্ষণে আসুন। বহু দিনের পর আমার কন্যার দেখা পেয়েছি, দু'টো কথা কব।

[মাধুরী ও উদয়নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরি, তোমার অঙ্গে আমি অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে পা'র্‌বো না, কিন্তু তুমি কিসে ম'র্‌বে? অস্ত্রে, অনলে, সলিলে না বিষপানে? ম'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা—বাবা, আমায় মেরে ফেলুন। আপনিই আমায় অস্ত্রাঘাত করুন, আমি বুঝেছি,—মরণই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমি কলঙ্কিনী, আমার জন্য অনেক স'য়েছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ, বাবা, আমায় বধ কর।

উদয়। না, বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না! তোমার মুখ দেখ্‌লে তার মুখ মনে পড়ে; ঠিক তার মত চক্ষু, ঠিক তার মত অধর, তার মত অবয়ব, তার মত কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম, আমি স্বহস্তে তোমায় বধ ক'র্‌তে পার্‌বো না!—তুমি আপনি মর; অস্ত্রে, অনলে, গরলে বা গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হও। তুমি আমার কলঙ্কের কারণ, তা বুঝেছ; তবে মরণে প্রস্তুত হও।

মাধুরী। বাবা,—আমি কালসর্পিণী, তা আমি বুঝেছি, আমি কলঙ্কিনী, তা আমি বুঝেছি, আমি পতিবর্জ্জিতা—তা আমার হৃদয়ে বিঁধে আছে, আমি মুসলমানের ঘরে গিয়েছি, তা আমার স্মৃতিতে জ্ব'ল্‌ছে,—বাবা, আমি মরণে প্রস্তুত।

অন্নদার প্রবেশ

অন্নদা। রাজা, ভেবো না—ভেবো না, আমি পাগলিনী নই; কন্যা তোমার নয়—আমার।

আমি তোমার চক্ষে নিরুদ্দেশ, সকলের চক্ষে নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমি সর্ব্বস্থানে বেড়িয়েছি, সকল দেখেছি, পাখীর মতন আমার বাছাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তোমার মেয়ে নয়, তুমি আর দেখা পাবে না; মৃত্যুকালে দেখ্‌বে, আমি তোমায় দেখাবো। আমি যেমন সতী, আমি যেমন পবিত্রা, আমি যেমন পতি-অনুরাগিনী, আমার কন্যাও সেইরূপ, মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে। রাজা, আমি অনেক স'য়েছি, তুমিও কিছু সও। আমার কন্যা আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় আর ভার নিতে হবে না।

উদয়। অন্নদা—অন্নদা!—(মূর্চ্ছা)

অন্নদা। আয় আয়, চ'লে আয়, আমার সঙ্গে আয়! আয় আয়, তুই সতীর কন্যা সতী—মনে দুঃখ করিস্‌নে! আয় আয়, হেথা থাকিস্ নে—শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়! তোর পিতা নয়—তোর শত্রু।

[মাধুরীকে লইয়া অন্নদার প্রস্থান।

উদয়। (উত্থিত হইয়া) এ কি, আবার কি দুঃস্বপন দেখ্‌লেম! কে এলো? প্রহরি, প্রহরি,—

প্রহরী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ, মহারাজ! দেও আয়িথি! আঁখ জ্বল্‌তা রহা, শ্বাসমে আগ্ ছুট্‌তা, মহারাজ, আয়ি,—চলা গেয়ি। দেও—দেও—মহারাজ দেও!

উদয়। কোথা গেল—কোথা গেল—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেব-মন্দির

গঙ্গা ও ললিতা

গঙ্গা। দেবি, আপনি হেথায় কেন?

ললিতা। কি গঙ্গা, রাজমহলে বে' দে'খে এলে?

গঙ্গা। না।

ললিতা। কেন? তুমি তো রাজমহলে বে' দেখ্‌তেই গেলে?

গঙ্গা। আমি একজনকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম।

ললিতা। কে?—যারে তুমি ভালবাস?

গঙ্গা। আমি তো সর্ব্বত্রই ঘুরি, আপনি এখানে কেন?

ললিতা। তুমি তো ব'লেছ, সংসারে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্চে।

গঙ্গা। (স্বগত) বুঝি বিষের জ্বালায় বেরিয়ে এসে সংসারে ভেসে বেড়াচ্চে। ছিঃ ছিঃ আমিই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম। রঙ্গলালকে খুঁজে যদি পেতেম, উপায় হ'তো। সে দিকে সে জ্বলচে,—এ দিকে এ জ্বল্‌ছে। সংসারে আগুন জ্বালতেই এসেছিলেম, কত সরল হৃদয়ে আগুন জেলে দিয়েছি,—শেষে কুলবালা মজালুম।

ললিতা। কি গঙ্গা, কি ভাব্‌ছো?

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হ'য়েছেন?

ললিতা। না, আমার বেশ দে'খে ভুলো না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয়, তুমি প্রণয়হীনা বারবিলাসিনী, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে, আমিও রমণী, মনে করি উদাসিনী, কিন্তু উদাসিনী নই। কই—উদাসিনী তো হওয়া যায় না!

গঙ্গা। আপনি কি গৃহত্যাগ ক'রে এসেছেন?

ললিতা। আমার কোনো গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই। আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজও যে নাই, তা ব'ল্‌তে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক দিন যারে যত্ন ক'রেছি, কত সোহাগ ক'রেছি, কত তার মধুময় কথা শুনেছি, তারে ছাড়্‌বো মনে করি, ছাড়্‌তে পারি না। তখন সে আদরিণী ছিল, সোহাগিনী ছিল, এখন সে সাপিনী—দংশন ক'র্‌ছে; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গঙ্গা। যা ছাড়া যায় না, তবে ছাড়বার চেষ্টা কেন ক'র্‌ছেন? কেন ফিরে যান না?

ললিতা। ফির্‌বো কোথায়? ফিরে কি ক'র্‌বো? আমার সোহাগই আমায় ফির্‌তে দেয় নাই। আচ্ছা, তুমি কি এখনো ব'ল, যে যারে ভালবাসে, তারে সুখী দে'খে তার সুখ?

গঙ্গা। তারে দে'খে সুখ, তারে ভেবে সুখ, তার কথায় সুখ, তারে নিয়ে দুঃখে সুখ।

ললিতা। কিন্তু আমি একটি গান শুনেছিলেম, শোন—

গীত

কেন চাহিব তারে,—যারে দিয়েছি পরে!
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,
কেন নয়ন ঝরে!
সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি যাতনা, ছিঃ ছিঃ ভাল এতো না;
তবে এ কি লো জ্বালা, গলে শুকাল মালা,
ছিঃ ছিঃ মালা ছেড়ে না, ফুল ঝ'রে পড়ে না,
নীরস হারে, কেন যতন করে, কেন হৃদয়ে ধরে।

তুমি গানটি বুঝ্‌তে পার?

গঙ্গা। বেশ বুঝ্‌তে পারি। আমার মালাও জ্বালিয়েছে, আমার মালাও শুকিয়েছে, কিন্তু ছেড়ে নি, ছিঁড়্‌তে পারি নি; এখনও সে শুকনো ফুল ঝরে নাই। তবু তারে আদর করি, তবু তারে হৃদয়ে ধরি, মনে হয় যেন সেই শুক্‌নো ফুল আবার ফুট্‌বে।

ললিতা। গীত

এত নয়ন-জল ঢালি,
কই সরস হয় কলি?
শুকিয়ে মধু গরল হ'লো,
তাইতো লো জ্বলি!
অযতনে ফোটে এ মুকুল,
হৃদয় আমোদ করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল;
কেন সে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আগুনে;
এ ভুলের কুসুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি!

গঙ্গা। ভুল্‌লে যদি ভোলা যায় না, তবে ভুল্‌বো ব'লে আবার ভুল ক'র কেন? যা হয় না, যা হবার নয়, তা মিছে ভেবে কি হবে?

ললিতা। মিছে ভাব্‌লে যদি মিছে হ'তো, তবে অনেক জিনিস মিছে হ'য়ে যেতো। সকলই মিছে হ'তো, আমিও মিছে হ'য়ে যেতেম, কিন্তু মিছেও নয়—সত্যও নয়, এই এক বড় খেলা!

গঙ্গা। দেবি, কি মিছে ব'ল্‌চেন? খেলা বটে, কিন্তু মিছে খেলা নয়—প্রাণের খেলা; এ খেলা মিছে ব'লে শেষ হ'বে না, সত্যি ব'লে শেষ হ'বে না, খেলে শেষ হ'বে না, না খেলে শেষ হ'বে না।

ললিতা। তবে কি হ'বে?

গঙ্গা। কি হবে জান্‌লে আমি একটা রকম ক'র্‌তুম। কেন খেল্‌চি, জানি নে, কিন্তু খেল্‌চি; কেন মজ্‌চি, জানি নে, কিন্তু মজেছি; কেন চাচ্ছি, জানি নে, কিন্তু চা'চ্ছি।

ললিতা। এমন কেন হ'লো!—এ কি ভাল?

গঙ্গা। ভালমন্দ ছাড়া এ এক নূতন জিনিস। ভালমন্দের ভেতর এরে পাই নি। তবে মনে করি, যদি ভাল ভেবে নিই, তবে বুঝি হয় তো ভাল হয়। আপনি কি সত্য সত্যই সন্ন্যাসিনী হ'বেন?

ললিতা। এখন তো এই, তার পর কি হ'বে—কে জানে!

গঙ্গা। সন্ন্যাসিনী হ'য়ে আপনিই তো ব'ল্‌চেন, ভুল্‌তে পা'র্‌বেন না; তবে কেন গৃহে যান না? আপনার সব আছে—সবই হবে।

ললিতা। গঙ্গা, তুমি ভালবাসো না, মন বোঝ না, মনে ক'রেছ ভালবেসেছ। এখনো ফের, অনায়াসে ফির্‌তে পার্‌বে। এখনো তোমার দাগ পড়ে নি,—মুছে ফেল্‌বার চেষ্টা কর, মুছে ফেল্‌তে পা'র্‌বে। আমার দাগ প'ড়েছে, আর উঠ্‌বে না: মোছ্‌বার যো থাক্‌লে, মুছে ফেলে ঘরে থাক্‌তুম।

গঙ্গা। এখানেও কোন্ মুছে ফেল্‌তে পা'র্‌ছেন? তবে কেন ঘরে যাবেন না?

ললিতা। কেন? তুমি যে রাজমহলে বে' দেখ নি, তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি তাদের দু'জনের একবার আনন্দমুখ দেখ্‌তে, তা হ'লে বুঝতে—কেন? যদি ছলঢাকা সরল আবরণপূর্ণ মুখ দেখ্‌তে, তাহ'লে বুঝ্‌তে—কেন? যদি সেই চাতুরী-ঢাকা মধুময় কথা শুনে—আশা ধ'রে ভেসে অকূলে ডুবতে, তা হ'লে বুঝ্‌তে কেন? সে স্থান বিষ, সে কথা বিষ, সে হাসি বিষ, সে চোখের চাহনি বিষ, কিন্তু সে বিষে যে জ্ব'ল্‌ছি—আমি তারে দেখাব না। সে দেখে যেন উপহাস না করে, সে দেখে যেন মুচ্‌কে হেসে চ'লে না যায়, সে যেন মাধুরীর গলা ধ'রে দেখ্‌তে না আসে।

গঙ্গা, হ'লো না, তোমার কাছে থাক্‌বো না, তুমি জ্বলে যাবে—ভস্ম হ'বে। দেখ, পার যদি একবার দে'খে এসো, তারা কেমন আছে দে'খে এসো, আমায় ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়, কেমন আছে—ব'লো,—না—ব'লো না। তোমার যা ইচ্ছা হয়—ক'রো।

গঙ্গা। আমি দেখ্‌তে চ'ল্লুম, যদি ফিরে আসি, তবে কোথায় দেখা পাব?

ললিতা। বোধ হয়, এইখানে।

গঙ্গা। কিন্তু যদি মাধুরী দেবী পুরঞ্জনের অনুরাগিনী হন, তা হ'লে তাঁর জ্বালা আপনার চেয়ে বেশী।

ললিতা। কেন?

গঙ্গা। দেবি, আমরা বেশ্যা; অনেকের কঠোর করস্পর্শ আমাদের অনিচ্ছায় সহ্য ক'র্‌তে হয়, সে সহ্য করা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সে যে কি জ্বালা, তা যে জানে,—সেই জানে।

ললিতা। কেন, নিরঞ্জন তো তাঁরে ভালবাসে? কিম্বা কে জানে,—সে চাতুরীময়, হয় তো তারেও মজিয়েছে; সে সকলই পারে, চতুরে সকলি সম্ভব।

গঙ্গা। আর মাধুরী যদি তারে না ভালবাসে?

ললিতা। এ্যাঁ! না, তুমি জান না। নিরঞ্জন নিত্য আস্‌তো, সেও ছাদের উপর প্রতীক্ষায় থাক্‌তো; চোখে চোখে কথা হ'য়েছে। মনের ভাব চোখে চোখে ব্যক্ত হ'য়েছে, সে আমায় দেখ্‌তে আস্‌তো না; ছলনা—ছলনা; না—না—আর ও কথায় কাজ নাই, আমি চ'ল্লুম।

[ললিতার প্রস্থান।

গঙ্গা। এ কি! তবে কি মাঝে ভুল হ'লো? নিরঞ্জন কি একেই মাধুরী ভেবেছে? মাধুরী তো পুরঞ্জনেরই প্রত্যাশায় থাক্‌তো, নিরঞ্জনের নয়। ইনিই কি নিরঞ্জনের প্রত্যাশায় থাকতেন? রাজসাহীতে যে গল্প ব'লেছিলেন, সে গল্পের ভাবে আগেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। এখন আমার স্পষ্ট অনুভূত হ'লো, ইনি আপনিই সেই নায়িকা। আত্মহত্যা না ক'রে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছেন। তবে তো বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি রাজমহলে যাই, এর তত্ত্ব নিই। রঙ্গলাল কোথায় গেল? তারে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। তার দেখা পেলে উপায় হতো; এখনও উপায় হয়, সে সব পারে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য-পথ

নিরঞ্জন

নিরঞ্জন। আমি কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম! মাধুরী কি আমার জন্য উদাসিনী হ'য়েছে? পুরঞ্জন কি তারে ত্যাগ ক'রেছে? কি হ'লো, সকল দিকেই বিভ্রাট হ'লো! পৃথিবীতে আমি একটি কণ্টক জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম; পিতার কণ্টক, বন্ধুর কণ্টক, মাধুরীর সুখের কণ্টক, আমার আপনার হৃদয়ের কণ্টক! হয় তো পুরঞ্জন মাধুরীর বিরহে অতিশয় কাতর। শুনেছি, সে দেশে দেশে পর্য্যটন ক'চ্ছে, মাধুরীকে খুঁজ্‌ছে। যদি দেখা পাই, সংবাদ দেব, পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা পাব। এই যে পুরঞ্জন! দেখা দেব কি? হ্যাঁ, দেখা দি, মাধুরীর সংবাদ ব'লে দি।

গয়ারাম ও উদাসভাবে পুরঞ্জনের প্রবেশ

গয়ারাম। তবে রে ব্যাটা, আবার ঘুর্‌ ঘুর্‌ ক'রে ফির্‌চো?

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্ক ভাবে) কে ও?

গয়ারাম। আজ্ঞে, ও বদ্‌মাইস, কি দাঁওয়ে ঘুর্‌চে। ব্যাটা ভিকিরী সেজেছে,—ডাকাতীর চেষ্টায় ফির্‌চে। খালি সন্ধান রাখ্‌ছে, আপনি কোথায় যান, কি ক'রেন। ব্যাটা, ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেব ব্যাটা!

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) না না, কিছু ব'লো না, কি চায়, জিজ্ঞাসা কর।

গয়ারাম। কি চাস্‌ রে ব্যাটা—কি চাস?

নিরঞ্জন। আমি, আমি,—

গয়ারাম। তুমি, তুমি! ধাড়ী বদ্‌মায়েস ব্যাটা, ডাকাত ব্যাটা!

নিরঞ্জন। তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

গয়ারাম। অত রসে কাজ নাই ব্যাটা, দূর হ ব্যাটা! আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাচ্ছে ব্যাটা।

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) কিছু দিয়ে দাও।

নিরঞ্জন। (স্বগত) এ কি! আমায় চিন্‌তে পাচ্ছে না? আমি তো সহস্র লোকের ভিতর পুরঞ্জনকে চিন্‌তে পারি! না, আমার দৈন্যদশা দে'খে বোধ হয়, ইচ্ছা ক'রে চিন্‌তে পাচ্চে না; নচেৎ আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, কোন-রূপে সম্ভব নয়। কথা কই।

গয়ারাম। এই নে রে ব্যাটা নে, ব্যাটা দেখ্‌ছে দেখ হ্যাঁ করে! না নিস্‌, ব্যাটা চ'লে যা।

পুরঞ্জন। (অন্যমনস্কভাবে) কি, কি বলে?

গয়ারাম। আজ্ঞে একটা টাকা দিয়েছি, ব্যাটার পছন্দ হ'চ্ছে না।

পুরঞ্জন। দাও, একটা মোহর দাও। বোধ হয়, বেশী আশা ক'রে আমার কাছে এসেছে।

গয়ারাম। (মোহর দিয়া) ব্যাটা খুব দাঁও মার্‌লে!

নিরঞ্জন। তুমি, তুমি—

গয়ারাম। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, তোমার বোনাই আমি, তোমার সম্বন্ধী আমি,—দু'ঘা লাগাতে পা'র্‌লে বুঝ্‌তেম আমি,—ব্যাটার মোহরও মনে ধ'র্‌চে না। সোণা রে ব্যাটা সোণা, মোহর রে ব্যাটা মোহর, তোর বাপ দাদা কখনো দেখে নাই রে ব্যাটা!

পুরঞ্জন। (স্বগত) আর কোথায় দেখা পাব? কোথা যাব, নিশ্চয়ই বেঁ'চে নাই! নিরঞ্জন, একবার যদি তোমার দেখা পেতেম, তা হ'লে এই দণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আমি প্রস্তুত। ভাই, তুমি আমায় ভুলে র'য়েছ!

নিরঞ্জন। (স্বগত) মুখ ফিরিয়ে নিলে, চিনেও চিন্‌লে না, তবে আর কেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই! দেহ ভার ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গয়ারাম। দেখুন ম'শায়—দেখুন, ব্যাটা মোহর ফেলে ছুট্‌লো' ব্যাটা রাহাজানি ক'র্‌বে ম'শায়, দলে খবর দিতে গেল ম'শায়! আপনি আবার আপনার বন্ধুকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছে ব্যাটা। কোন্‌ দিকে যান, তার তাগ্‌ রাখ্‌ছিলো।

পুরঞ্জন। কি, মোহর নিলে না!—ডাকো, ডাকো।

গয়ারাম। ওরে, ফের রে ব্যাটা—ফের।

পুরঞ্জন। যাও, তুমি ওরে ধরো।

গয়ারাম। আজ্ঞে দেখুন ম'শায়, ব্যাটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে ম'শায়! আমি ধ'র্‌তে পা'র্‌বো না ম'শায়, ব্যাটা ছুরী হেনে দেবে ম'শায়! ব্যাটা বদমাইস ম'শায়, রাহাজানির ফিকিরে আছে ম'শায়!

রঙ্গলালের প্রবেশ

রঙ্গলাল। কি হে, নিরঞ্জন তোমার কাছে এসেছে?

পুরঞ্জন। না, সে কোথায়?

রঙ্গলাল। দেখ, কারাগার হ'তে বেরিয়ে যে কোথা চ'লে গেছে, তার আমি কিছু নির্ণয় ক'র্‌তে পাচ্ছি নে। নবাব তার বাপের জমীদারী ফিরিয়ে দিয়েছে, এ সংবাদ সে জানে না।

পুরঞ্জন। আমি তো ভাই, তার দেশে দেশে অনুসন্ধান ক'রেছি। পুরস্কার স্বীকার ক'রে, শত শত লোক চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো তার তত্ত্ব পেলেম না। ভাই, রঙ্গলাল, আমার পিতা অতুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে সমস্ত তুমি লও, তোমার সৎকার্য্যে ব্যয় ক'রো। আমার জীবনে ঘৃণা হ'য়েছে! নিরঞ্জন বোধ হয় বেঁ'চে নাই, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তো। আমিই সকল সর্ব্বনাশের মূল, আমার মরণই মঙ্গল।

রঙ্গলাল। মরণ যে মঙ্গল, এ তো আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রেও পড়ি নাই, লোকেও বলে না। তবে প্রেমের নূতন বিধি, সে বিধিতে কি লেখে, জানি নে।

পুরঞ্জন। রঙ্গলাল, তুমি এখনও পরিহাস ক'চ্ছ?

রঙ্গলাল। মরি মরি, কি তোমার চমৎকার অনুমান! তুমি ম'র্‌তে চা'চ্ছ, আর আমি পরিহাস ক'চ্ছি! আমার তো তোমার মত প্রেমিক প্রাণ নয় যে, মরাটা ন'কড়া ছ'কড়া। ম'রো না এখন, দু'দিন থাকই না। মরণ বড় খুঁজ্‌তে হ'বে না, সেই খুঁজে পেতে নেবে এখন।

পুরঞ্জন। না না, আমার জীবনে ঘৃণা হ'য়েছে!

রঙ্গলাল। তা বেশ তো, ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে দু'দিন টেঁকেই যাও না। ম'রে কি বাহাদুরী ক'র্‌বে বল? জ্যান্ত থাক্‌তে থাক্‌তে খুঁজে যদি বন্ধুর দেখা পাও, সে একটা কাজ হবে। যদি সে মরেই থাকে, তার ছেলে পিলে নাই, একটা পিণ্ডি ত দিতে পা'র্‌বে। বন্ধুর খাতিরে তার বাপেরও কিছু উপকার ক'র্‌তে পার্‌বে। তা 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ব'লে বিশেষ কিছু ত সুবিধা হবে না। সংসারটা চেয়ে দেখ, বড় যে খুব সুখে সবাই আছে, তা নয়। একটা না একটা বেগোড় চ'লেইছে। তোমার জন্য তো আর নূতন সংসার হ'বে না। এরকম গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে, দিনকতক কাটিয়ে দাও।

পুরঞ্জন। আহা, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে বেড়াচ্ছে!

রঙ্গলাল। এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি। এ কথা তো বিশেষ কোন সংবাদ হ'লো না।

পুরঞ্জন। কি ক'র্‌বো?

রঙ্গলাল। হারালে খুঁজ্‌তে হয়, এ নিয়ে তো বেশী তর্ক-বিতর্কের দরকার নাই।

পুরঞ্জন। নিরঞ্জনের ছবি আমার কাছে ছিল। আমি তার অনুরূপ সহস্র ছবি তয়েরি ক'রে লোক দিয়ে চতুর্দ্দিকে পাঠিয়েছি।

রঙ্গলাল। সে বেশ ক'রেছ।

পুরঞ্জন। তবে এখন কি ক'র্‌বো, কোথায় খুঁজ্‌বো?

রঙ্গলাল। কোথায় খুঁজতে হবে, যদি জান্‌তেম, তা হ'লে তোমার খোঁজ ক'র্‌তেম্ না তোমার কাছে আস্‌তেম না। সেইটুকু না জেনে প্যাঁচ প'ড়েছে। তাই তোমার কাছে এসেছি। আর এক কথা,—শুন্‌ছি নাকি, তুমি তোমার স্ত্রী ত্যাগ ক'রেছ?

পুরঞ্জন। হ্যাঁ, সেই সর্ব্বনাশের মূল!

রঙ্গলাল। বেশ ঠাউরেছ। প্রেম ক'র্‌লে তুমি, নির্জ্জন নিকুঞ্জে গেলে তুমি, আর সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—সেই অবলা!

পুরঞ্জন। বেশ্যা-কন্যা—বেশ্যা! সে নিরঞ্জনকে মজিয়েছে, আমায় মজিয়েছে।

রঙ্গলাল। ম'জ্‌তে ম'জেছে সেই। গলা পেতে বরমাল্য না নিলে না নিতে পার্‌তে, সে জুলুম ক'র্‌তো না। ধর,—তুমি যদি মনে কর, দু'দশটা বিয়ে ক'র্‌তে পার। কিন্তু তার দফা গয়া!

পুরঞ্জন। তুমি কি ক'র্‌তে বল? সেই বেশ্যাকে ঘরে রাখ্‌তে বল?

রঙ্গলাল। একটা সমস্যা বটে। আমি বরাবরই তো বলি, জীবন সমস্যাময়। তবে সমস্যার এক কাটান মন্ত্র আছে।

পুরঞ্জন। কি?

রঙ্গলাল। সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক; কূল-কিনারা নাই। তাতে একটি ধ্রুব-তারা আছে, দয়া! দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদসাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটি প্রত্যক্ষ, তর্কযুক্তির দরকার নাই।

পুরঞ্জন। কি—দয়া! দুর্জ্জনের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়? কপটতার দণ্ড দেওয়া উচিত নয়?

রঙ্গলাল। দেখ, একটা বাড়াবাড়ির কথা তুল্‌ছো। যেন ভট্‌চায্যি হ'য়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি ব'ল্‌তে কইতে বড় সোজা; কিন্তু মনটা উট্‌কে পাট্‌কে দেখ্‌লে ক'জন যে বুকে হাত দিয়ে ব'ল্‌তে পারে, আমি দুর্জ্জন নই, ক'জন যে ব'ল্‌তে পারে, আমি কপট নই,—তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝ্‌তে পারি নাই। যদি কেউ থাকে, তারে দু'শো বাহবা বটে।

পুরঞ্জন। ও কথা যাক;—চল, দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেরুই।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে পড়। আমার একটু কাজ আছে।

পুরঞ্জন। কি কাজ?

রঙ্গলাল। মনে ক'চ্ছি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌বো।

পুরঞ্জন। সে কোথা?

রঙ্গলাল। বোধ হয়, তার বাপের বাড়ী।

পুরঞ্জন। আমি তো পাল্কী ক'রে পাঠিয়েছি বটে; কি হে, তোমায়ও ম'জিয়েছে না কি?

রঙ্গলাল। তোমার তাতে আপত্তি কি? তুমি তো ব'ল্‌ছো, সে বেশ্যা। আর যদি ম'জেই থাকি, কি এমন গুরুতর অপরাধ

ক'রেছি? এমন দশজনে মজে, আমিও না হয় ম'জেছি!

পুরঞ্জন। তবু কথাটা কি শুনি?

রঙ্গলাল। দেখ চাঁদ, মনের উপর জুলুম ক'রো না। তারে ত্যাগ ক'রেছ, তবু কথাটা কি শুনতে চাচ্ছ। ভাব্‌ছো, হা-হুতাশ বন্ধুর জন্যই করো! তা নয়, অর্দ্ধেক নিশ্বাস মাধুরীর চরণে। হাতে পেয়ে পালোয়ানী ক'রে তারে ত্যাগ ক'রেছ, কিন্তু ত্যাগ ক'রেই যে তারে ভুলেছ—এ কথা তুমি দিব্বি ক'র্‌লেও আমার বিশ্বাস হবে না। তুমি তোয়ের আছ দেখ্‌ছি, বেরিয়ে পড়।

গয়ারাম। ঠাকুর বড় কথা জানে!

পুরঞ্জন। তবে, ভাই, আসি।

[পুরঞ্জনের প্রস্থান।

রঙ্গলাল। (গয়ারামের প্রতি) ওহে, তুমি সঙ্গে চ'লেছ, মুনিবটা একটু ক্ষেপামত দেখ্‌ছ তো? হা-হুতাশ করেন ক'র্‌বেন, পরম মঙ্গল মরণ যেন না আলিঙ্গন করেন! তুমি একটু হুঁশিয়ার থেকো, উনি সব পারেন।

গয়ারাম। আজ্ঞে ঠাকুর—আজ্ঞে ঠাকুর, আপনি ঠিক ব'লেছেন,—ক'দিন যেন কেমন কেমন হ'য়েছেন।

[গয়ারামের প্রস্থান।

গঙ্গার প্রবেশ

রঙ্গলাল। কি বিবি, হেথায়ও যে ধাওয়া ক'রেছ?

গঙ্গা। তোমার গুমোর ক'র্‌তে হবে না, তোমার মুখের উপর এই আমি হাত নেড়ে ব'ল্‌ছি, তোমায় আমি চাইনে।

রঙ্গলাল। অমন ক'রে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না, আমি যে তোমায় চাই।

গঙ্গা। মুখপোড়া, তোর কি চোখ আছে যে, তুই আমার পানে চাইবি? তুই কি গানের ধার ধারিস্‌, তুই কি রূপের ধার ধারিস্‌, তুই কি গুণের ধার ধারিস্‌, তুই কি রসিকতার ধার ধারিস্‌? প্রাণে যদি একটু রস থাক্‌তো, তা হ'লে তুই আমায় চাইতিস্‌।

রঙ্গলাল। একটু রস আছে বিবিজান!

গঙ্গা। না, সে নিংড়ে পাওয়া যায় না।

রঙ্গলাল। তোমা চেয়ে আমি রসিক।

গঙ্গা। তোর রসের মুখে আমি নুড়ো দিই।

রঙ্গলাল। দেখ, তোমার চিটেগুড়ের রস! কেমন জান?—মুখে মুখে থুতু খাওয়া-খাওয়ি! নির্জ্জনে চোখে চাওয়া-চাওয়ি, 'তোমায় ভালবাসি মণি, তোমায় ভালবাসি প্রাণ!' এই ত তোমার রস? এ চিটেগুড়ের রস,—দুনিয়ায় ছড়াছড়ি। এক জোড়া পায়রা দেখো, দু'টো চড়াই পাখী দেখো, তারাও ঠিক ঐ চিটেগুড়ের রসিক। তোমরা মানুষ হ'য়ে আর কি বড় বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে!

গঙ্গা। তোমার রসটা কি শুনি?

রঙ্গলাল। এ রসের তরঙ্গ! দুনিয়া একবার ঠাউরে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে, আমার প্রাণে রস আছে কি না। যাকে তুমি রসিক বল, সে তোমায় চাঁদের মতন মুখ ব'ল্‌বে, পদ্মের মত চোখ ব'ল্‌বে, নদীর জলের মত ঢল্‌ঢলে অঙ্গ ব'ল্‌বে;—এই ত তোমার রসিক চূড়া-মণি কবির বর্ণনা। তা চাঁদ দেখ্‌লেম, পদ্ম দেখ্‌লেম, নদীর ঢেউ দেখ্‌লেম, তা হ'লেই ত ফুরোল। কিন্তু গঙ্গা, একটি ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি দেখেছ? চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর ক'রেছ? দেখ, এ দুনিয়া একটা দেখ্‌বার জিনিস। দেখ্‌লে দেখ্‌তে পার। যদি দেখ্‌তে শেখ, তা হ'লে আমার মত একটা ছোটখাট কীট-পতঙ্গ দেখ্‌বে না। তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখ্‌বে যে, রসের তরঙ্গ বইছে!

গঙ্গা। তোমার মত অত রস আমার নেই। আমি একটি ছিটেফোঁটা রসের কথা ব'ল্‌তে এসেছি, শোন।

রঙ্গলাল। কি?

গঙ্গা। একটা ভুলে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমি রাজমহলে গিয়ে শুনলেম, পুরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হ'য়েছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে নয়।

রঙ্গলাল। তা বেশ শুনেছ।

গঙ্গা। তোমার সব কথায় ঠাট্টা, কথাটা শোন না।

রঙ্গলাল। তোমার বলাটা আগে, আমার শোনাটা ত আগে নয়; তুমি ব'ল্‌লেই পার সোণার চাঁদ!

গঙ্গা। ললিতা ব'লে রাজা উদয়নারায়ণের বন্ধুর এক কন্যা ছিল। উদয়নারায়ণ তারে এনে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন মনে ক'রেছে, সেই মাধুরী;—তাইতে এই জঞ্জাল বেধেছে।

রঙ্গলাল। মরি মরি, এটুকু যদি আগে ব'ল্‌তে বিবিজান, তা হ'লে এতটা ওলট-পালট হ'তো না।

গঙ্গা। তুমি আমায় তিরস্কার ক'রো না, তোমার তিরস্কার আমার বাজের মত ঠেকে; তোমার জিবে আগুন আছে, আমায় পুড়িয়ে খাক ক'রে ফেলে।

রঙ্গলাল। দেখ, গল্পে আছে,—এক রকম পাখী বুড়ো হ'লে, আপনি চিতে সাজিয়ে পুড়ে মরে; পুড়ে নবযৌবন পায়। সংসারে এসে যে পুড়্‌তে পারে, সে নবযৌবন পায়। একটু পোড় না, নবযৌবন পাবে।

গঙ্গা। নাও নাও—ন্যাক্‌রা রাখ, এখন কি ক'র্‌বে বল?

রঙ্গলাল। কি ক'র্‌বো ঠাউরে আমি কোন কাজই ক'র্‌তে পারি নে। আমি ঠাউরেছি এক রকম, হ'য়েছে আর এক রকম। কে এক ব্যাটা সয়তান আছে, সে মানুষ নিয়ে খেলা করে। তবে দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যন্ত আমাদের হাত। এই বোঝ না, আর একটু আগে তোমার এই কথা জান্‌লে, ঘটনাস্রোত আর এক রকম চ'ল্‌তো। এখন কোন্ দিক্ দিয়ে কি চ'ল্‌বে, তা তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই। তবে আসি বিবিজান, তুমিও একটু চেষ্টায় থেকো। (প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। শোন না, শোন না,—আমি ললিতা কোথা আছে জানি, কিন্তু নিরঞ্জন কোথা বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে।

রঙ্গলাল। সেই খবরটি চাও? সেটি আমি জানি নে। খুঁজ্‌তে পার তো দেখ, সেলাম!

[প্রস্থান।

গঙ্গা। মন, সত্যই ভালবাস্‌লি? সত্যই দাসী হ'লি?—রাজরাজড়াও যে পায়ে ফিরিয়েছিস্; এই বাউণ্ডুলোকে নিয়ে ম'জ্‌লি, ওর কথার ঠিক নাই, কাজের ঠিক নাই, ওকে কখনো পাবি নি, কিন্তু ও ম'র্‌তে ব'ল্লে অনায়াসে ম'র্‌তে পারিস্! ছিঃ ছিঃ—এ আমার কি হ'লো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কবর-ভূমি

শালিগ্রামের মৃতদেহ পতিত

নিরঞ্জন

নিরঞ্জন। জীবন স্বপ্নমাত্র! সমস্ত জীবনই একটি ঘোর দুঃস্বপ্ন! পুরঞ্জন কি আমায় চিন্‌তে পা'র্‌লে না? এ কি সম্ভব? আমার দুর্দ্দশা দে'খে ঘৃণা ক'র্‌লে! তা কি সম্ভব? কিছু নয়—কিছু নয়, একটি স্বপ্ন—একটি ঘোর দুঃস্বপ্ন! স্বপ্ন ব্যতীত এ ঘটনা কখনো সত্য হ'তে পারে না! কি ছিলেম, কি হ'লেম, সমস্তই স্বপ্ন! এ কি সমাধিক্ষেত্র? অতি-শান্তিময় স্থান! মহানিদ্রায় মহাশ্মশানে নিশ্চিন্ত—আর জ্বালাযন্ত্রণা নাই—জীবনের তাপ শীতল! আশ্চর্য্য!—ক্ষণিক জীবনে এত তাপ? নিদ্রাই আনন্দ—মহানিদ্রায় মহা আনন্দ! এ কি পিতা!—তোমার এ দশা? কুক্ষণে তোমার সন্তান জন্মেছিলেম! কি হ'লো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! এ কি রাজ-অঙ্গুরী! তবে কি নবাব, তুমি বধ ক'রেছো? পিতা—পিতা! একবার চাও, একবার কথা কও! কে-রে নির্দ্দয়, বধ ক'রেও কি তোর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই! এই কুৎসিত স্থানে ফেলে দিয়েছিস!

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

১ প্রহরী। দেখো ভাই, হিঁয়া কোন্? দানা হায়!

২ প্রহরী। নেই—নেই, কবর উখারকে কাপড়া চোরা নে আয়া।

১ প্রহরী। ঠিক্ মুর্দ্দা নিকালা। শালাকো পাকড় লে।

১ প্রহরী। তোম্ কোন্ রে?

নিরঞ্জন। বাবা—বাবা! একবার কথা কও! সন্তান হ'য়ে শেষে কি তোমার এই দশা দেখ্‌লেম!

১ প্রহরী। হুঁসিয়াররসে পাক্‌ড়ো, শালাকো পাশ হাতিয়ার হ্যায়।

নিরঞ্জন। আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা ছিল!

প্রহরীগণের ধৃতকরণ

১ প্রহরী। এ ক্যা—খুন কিয়া!

নিরঞ্জন। না—না, আমায় বেঁধ না, আমার পিতা!

১ প্রহরী। আরে যেত্‌না কবরমে যো সব আদমী হ্যায়, সব কৈ তেরা বাপ হ্যায়!

২ প্রহরী। আরে চলো, বাবাকো পিছে দেখিও।

নিরঞ্জন। সিপাই—সিপাই—আমি এ'র সন্তান।

১ প্রহরী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেটাকো কাম কিয়া হ্যায়।

নিরঞ্জন। আমায় নিয়ে যেও না, আমায় নিয়ে যেও না। (মূর্চ্ছা)

২ প্রহরী।। শালা সরাপ পিয়া!

১ প্রহরী। ইধার আয়া, বড়া কাম কিয়া।

২ প্রহরী। বর্কসিস্‌ মিলেগা, খুনী পাক্‌ড়া।

১ প্রহরী। রাম নাম সত্য হ্যায়।

২ প্রহরী। তেরা কি চাচা হ্যায়?

১ প্রহরী। চাচা সে বেহেতর। রাম নাম সত্য!

২ প্রহরী। রাম নাম সত্য!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির

ললিতা ও গঙ্গা

গঙ্গা। ললিতা দেবি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! নবাবসরকারের প্রচার যে, নিরঞ্জন কারে হত্যা ক'রেছে। আমি কারাগারে তাকে দে'খে এলেম।

ললিতা। মিথ্যা কথা!

গঙ্গা। মিথ্যা কথা আমি জানি, কিন্তু বিচারস্থানে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই; সাব্যস্ত হ'য়েছে, তিনি হত্যা ক'রেছেন। নবাব সাহেবের ধারণা যে, যারে খুন ক'রেছেন, সে নবাবপক্ষীয়। উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী। সরফ্‌রাজ খাঁ ব'লেছে যে, নিরঞ্জন উদয়-নারায়ণের লোক, তাই খুন ক'রেছে। কে জানে, কেন তিনি নীরব, কোন উত্তর করেন না।

ললিতা। গঙ্গা, আমি বুঝেছি, কেন তিনি কথার উত্তর করেন নাই। আমি কাল-সাপিনী, আমি তাঁর হৃদয়ে দংশন ক'রেছি। সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তার উপর নির্দ্দয় হ'য়েছি, সে জন্য সে জীবনের মমতা রাখে নাই। গঙ্গা, আমার আনন্দ হ'চ্চে!

গঙ্গা। কি কথা ব'ল্‌ছেন?

ললিতা। সত্য ব'ল্‌চি, আমার আনন্দ হ'চ্চে! আমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'র্‌বো। আমি আপনার জীবনদানে তাঁরে দেখাব, যে তাঁর ছবি একদিনের জন্যও আমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই। আমি তাঁর জন্যে সন্ন্যাসিনী, আমি জীবন আহুতি দিয়ে এই প্রেমব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বো।

গঙ্গা। কি ব'ল্‌ছেন,—কি উপায় ক'র্‌-বেন?

ললিতা। গঙ্গা, তোমার অনেক সুন্দর পরিচ্ছদ আছে, একটি আমায় ভিক্ষা দেবে?

গঙ্গা। যা চান—তাই দেব, কিন্তু আপনি কি উপায় ক'র্‌বেন?

ললিতা। উপায় আছে। এটি কি দেখ্‌ছো—এ হলাহল; আর দেখ, এই তীক্ষ্ণ ছুরী—কোমল বক্ষে মমতাশূন্য হ'য়ে প্রবেশ করে। গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি নিরঞ্জনকে রক্ষা ক'র্‌বো। তোমার একটি সুন্দর পরিচ্ছদ দাও। আমায় সুবেশা ক'রে দাও। তুমি বেশ-ভূষা ক'র্‌তে নিপুণা, তুমি আমায় বেশভূষা ক'রে দাও, এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

গঙ্গা। অ্যাঁ!

ললিতা। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? যদি কোন উপায় ক'র্‌তে না পারি, রাজদণ্ডে যদি নিরঞ্জনের প্রাণবধ হয়, তার সঙ্গে সহমরণে আমি যাব। কুরূপা দে'খে সে যেন আমায় ঘৃণা না করে।

গঙ্গা। হায় হায়—কি উপায় হবে! আমি

দূতী হ'য়েই এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমার কি নরকেও স্থান আছে!

ললিতা। কেন গঙ্গা, তুমি কেন খেদ ক'চ্চ? তুমি তো কিছু কর নি। আমার সে প্রাণপতি, আমি মনে মনে তারে বরণ ক'রেছি।

গঙ্গা। না না, আমিই বিভ্রাট ঘটিয়েছি।

ললিতা। গঙ্গা, তোমায় মিনতি, যতক্ষণ না নিরঞ্জনকে উদ্ধার করি, ততদিন আমায় কিছু ব'লো না। তার পর যদি কখনো নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কথার সময় ঢের পাব।

গঙ্গা। (স্বগত) সত্য, এখন জানিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) তুমি অবলা, কি উপায় ক'র্‌বে?

ললিতা। তুমি কেন ভাব্‌ছো, নিশ্চয় উপায় ক'র্‌বো। সতী যদি প্রাণপতির প্রাণ ভিক্ষা চায়, ভগবান্‌ এত নিষ্ঠুর নন, যে তিনি দেবেন না। না পারি, পরিণাম তো আমার নিকটেই র'য়েছে দেখ্‌লে। যখন অসহায় আমি গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসি, তখনই আপনার উপায় আমি ক'রেছি। নিরঞ্জনকে আমি বাঁচাবো, তজ্জন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। মা জগদম্বার রাজ্য, সতী পতিনিন্দা শুনে প্রাণ-ত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি তাঁর কন্যা, তিনি কি আমার স্বামীর প্রাণবধ দেখ্‌তে সৃজন ক'রেছিলেন?—কখনই না। ঐ দেখ মা হাস্‌ছেন, অভয় হাত তুলে ব'ল্‌ছেন—ভয় কি! গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁরে রক্ষা ক'র্‌বো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান ক'রে আসি, অঙ্গের ভস্ম ধুয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো কোথায় গেল? দেখ্‌তে পেলে মুখে নুড়ো জেবলে দিই, পোড়ারমুখো কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাবতেই ভাব্‌তেই গেলেম। গাল দিলে গায়ে মাখে না, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পোড়ারমুখো জন্মেছিল। আমার এত কেন, আমি বেশ্যা, নেচে গেয়ে বেড়াই,—ও মা, কে মরে, কে বাঁচে, আমার এত মাথাব্যথা কিসের গা? ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে! মরে না গা, মরে না? আমার আপদ্‌ চোকে না? দূর ছাই, আর ভাবতে পারি না। ঘা দুই খ্যাংরা মার্‌তে পারি তো গায়ের ঝাল মেটে! পোড়ারমুখো কি জানে, ও অনেককে মজিয়েছে।

রঙ্গলালের প্রবেশ

রঙ্গলাল। গঙ্গা—গঙ্গা, তোমার বেশ চেহারা!

গঙ্গা। পোড়ারমুখো, বল না, তোমার কি কথাটা বল না?

রঙ্গলাল। তোমায় সাজ্‌লে-গুজ্‌লে যা দেখায়, তা তোমায় কি ব'ল্‌বো।

গঙ্গা। হ্যাঁ, তোমার পিণ্ডি দেওয়া হয়।

রঙ্গলাল। গঙ্গা, তুমি বড় চমৎকার দেখ্‌তে!

গঙ্গা। তা বুঝেছি, তোমার কি পিণ্ডিতে লাগ্‌বে বল?

রঙ্গলাল। আমার তো মন ভুলিয়েছ, আর একজনের মন ভোলাতে পার?

গঙ্গা। তোমার মতন ঢং-ঢাং আমি অনেক জানি। সোজা কথায় বল—কি চাও? ওর যেন চোদ্দপুরুষের বাঁদী!

রঙ্গলাল। গঙ্গা, তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যার চৌদ্দপুরুষ না উদ্ধার হ'লো, তার জীবনই বৃথা। তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।

গঙ্গা। দেখ, দিন-রাত্রিই দিচ্চি, তোমার গালে লজ্জা আছে কি? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি।

রঙ্গলাল। আমি যে তোমার পায়ে ধরা।

গঙ্গা। দেখ্‌ মুখপোড়া, অমন বক্‌বক্‌ ক'র্‌বি তো ঝাঁটা খাবি।

রঙ্গলাল। তোমার হাতে তো ঝাঁটা নাই, কেন কষ্ট ক'রে আন্‌তে যাবে?

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, কি ব'ল্‌বি বল্‌, নইলে আমি চ'ল্লেম।

রঙ্গলাল। আমার পীরিতে প'ড়েছ, কোথা আর যাবে বল?

গঙ্গা। ও মা, আমার কান্না পাচ্ছে, এই পোড়ারমুখোকে গর্দ্দান দিয়ে কেউ তাড়িয়ে দেয় না গা!

রঙ্গলাল। কেঁদো না, কেঁদো না, আমি তোমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। আচ্ছা ভাই, আমি রাজী আছি, তুই কি ব'ল্‌বি—বল্‌ না।

রঙ্গলাল। বেশ ক'রে সেজে-গুজে নবাবের মন ভোলাতে পার?

গঙ্গা। ও মা, বুড়ো মুরশিদকুলি খাঁ! পোড়ারমুখো বলে কি গো!

রঙ্গলাল। গঙ্গা, আমি সত্য ব'ল্‌ছি, তোমার গানে দেবতা মোহিত হয়।

গঙ্গা। হয় হবে, আমি কি ক'র্‌বো?

রঙ্গলাল। তুমি সভায় গিয়ে গান কর। যখন তোমায় বখ্‌সিস দিতে চাইবে, তখন তুমি ব'ল্‌বে, যে হিন্দুকে জ্যান্তো কুকুর দিয়ে খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে, তার প্রাণভিক্ষা দেন।

গঙ্গা। কে সে?

রঙ্গলাল। আমি জানি নে, শুনলুম—একজন পাগল।

গঙ্গা। কেন, তুমিও তো নবাবের ব্যামো ভাল ক'রেছিলে, তোমায় তো বখ্‌সিস্‌ দেবে ব'লেছিল, এখন কেন চাও না?

রঙ্গলাল। আমি বিস্তর অনুরোধ ক'রেছি, নবাব কোন কথা শোনেন না, তিনি বলেন, এ রাজা উদয়নারায়ণের চর।

গঙ্গা। তা আমার কথা শুনবে কেন?

রঙ্গলাল। তোমার এক্‌লার কথা শুনবে না, কামদেব তোমার সহায় হবেন। তুমিও যেমন নয়নবাণ মার্‌বে, তিনিও তেম্‌নি পঞ্চবাণ ছেড়ে দেবেন।

গঙ্গা। তুই দূর হ—তুই দূর হ! নইলে পোড়ারমুখো আমি চ'ল্লেম! (স্বগত) থাক্‌ মুখপোড়া, আমি আর এক বুদ্ধি ক'র্‌চি, তোরই বুদ্ধি আছে, আর আমার নাই! আমি আর এক ওষুধ ঝাড়বো, মিন্সে তাক্‌ হ'য়ে যাবে!—দেখ্‌বে, গঙ্গার বুদ্ধি আছে কি না। মিন্সে দেমাকেই মলো—আপনার বুদ্ধির গরবে ফেটে ম'র্‌চে। পোড়ারমুখো জানে না, যে নিরঞ্জন ধরা প'ড়েছে। মনে ক'রেছে আর কে ধরা প'ড়েছে। এখন কিছু ব'ল্‌বো না। আচ্ছা দেখি, তোর কাজ ক'রে দিতে পারি কি না। [প্রস্থান।

রঙ্গলাল। না, তুমি কি সত্যি মা, না জিব বার ক'রে অমনি দাঁড়িয়ে আছ? দুনিয়ায় ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবতা মানামানি—আমি বুঝে নিয়েছি। সংসারের দুঃখ ভোগ ক'রে মানুষের ভোরপুর হয় না। ম'রে স্বর্গে গিয়ে এমনি যাতে খোয়ার হয়, তার চেষ্টা পান। তোমায় দুটো বিল্বপত্র দিয়ে পূজো ক'রে—তারি ফলে স্বর্গে উর্ব্বশী, রম্ভা প্রভৃতি মেয়েমানুষ চান। পরকালেও মান-অপমান খোঁজেন! সাবাস মানুষের বুদ্ধি! মেয়েমানুষ চান, মান চান, আবার সুখও চান! ভাবেন, মেয়েমানুষ আছে—প্রতারণা নাই; মান খোঁজেন—ভাবেন, সেথা অপমান নাই। শুনেছি, তোমার নাম মহামায়া, তুমি যদি সংসার গড়ে থাকো, তোমায় বাহবা বটে! ছিটে-ফোঁটো কি একটু দিয়েছ, মানুষ মনে করে—এই বুদ্ধি। যদি কেউ নির্ব্বোধ বলে, রেগে টং! সব বোঝেন,—শুধু কোথা হ'তে এসেছেন আর কোথায় যাবেন, তা জানেন না! যদি সত্যি সত্যিই এই কীর্ত্তিটা তোমার হয়, তা হ'লে তোমার দেখা পেলে একবার বলি, তুমি সয়তানের সয়তাননী, এত দুঃখও তোয়ের ক'র্‌তে পেরেছ! শাস্ত্রের মুখে ঝাঁটা, বলে লীলা—লীলা—লীলা, তোমার সাতগুষ্টির লীলা, কিন্তু তোমার লীলার চোটে মানুষের প্রাণ হায়রাণ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর বিলাস-কক্ষ

সরফ্‌রাজ খাঁ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ। গীত

চমকি চমকি রহে বিজুরী।
চলে নলকে দলকে নিশা উজারি॥
দমকে দমকে ঘন গরজন গভীর ঘোর,
বাদর থরথর প্রখর;
দুরু দুরু মদন-ডঙ্কা বাজে,
বিরহি-হৃদিমাঝে কঠোর বাজ বাজে;
শ্বাস পবন স্বন—
তর তর ঝর ঝর নয়ন বরিখন,
থর থর কম্পন, মন্মথ শাসন,
কেই সে সামহারি নারী।
পিয়া বিনু কেই সে গুজারি॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

গঙ্গা ও ললিতার প্রবেশ

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোম্‌কা হাম কুত্তা খিলায়েঙ্গে। উস্‌কো বাদ মাধুরীকো পাক্‌ড়াঙ্গে। দেখো, তোমারা ক্যা হাল হোয়।

গঙ্গা। নবাবজাদা, আমার অপরাধ কি? সে যাদু জানে! ওড়না মুড়ি দিয়ে শুলো, আপনি উড়ে গেল, আমায়ও উড়িয়ে দিলে! আচ্ছা দেখ, কারে এনেছি দেখ, তার পর কুত্তা খাইয়ো; দেখ—একবার মুখখানি দেখ।

সরফ্‌রাজ খাঁ। বাঃ বাঃ গঙ্গা! তোম্‌কো ইনাম দেঙ্গে—যো মাঙ্গো। হাম ইস্‌কো মাঙ্গা।

গঙ্গা। আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি কুত্তা খিলাও!

সরফ্‌রাজ খাঁ। (ললিতার প্রতি) বিবি, বিবি, তোম্ মেরা জানি!

গঙ্গা। তুমি এখন তোমার জানি নিয়ে থাকো, আমি চ'ল্লুম।

[গঙ্গার প্রস্থান।

সরফ্‌রাজ খাঁ। যাও যাও, কাল ফজিরমে আও। বিবি, বিবি তোমারি এত্তি মেহেরবান গি!

ললিতা। নবাবজাদা, তোমার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল হ'য়েছি। কতক্ষণে তোমার দেখা পাব—কতক্ষণে তোমার দেখা পাব, এই আমি ভেবেছি।

সরফ্‌রাজ খাঁ। কাহে? কাহে নেই পুর্জ্জা ভেজি? হাম তোম্‌কি ঢ'ুর ঢ'ুরকে হায়রাণ।

ললিতা। সত্যি?

সরফ্‌রাজ খাঁ। বহুৎ সাচ্ হ্যায়।

ললিতা। আচ্ছা, তার একটা প্রমাণ দাও।

সরফ্‌রাজ খাঁ। কহো, ক্যা পরখ মাঙ্গো?

ললিতা। কি মাঙ্‌বো, তাইতো ভাব্‌চি। আচ্ছা, কাল একজনের কুত্তা খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে নয়?

সরফ্‌রাজ খাঁ। হাঁ হাঁ,—সো হুয়া।

ললিতা। আচ্ছা, তারে খালাস দাও। দেখি, কেমন আমায় ভালবাস?

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, ও তোমার কোন হ্যায়?

ললিতা। কেউ নয়, আমি পরখ ক'র্‌ছি, তুমি কত আমায় ভালবাস।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দেখো বিবি, বড়া মুস্কিলকা বাত উঠায়ি! নবাবসাবকা শোবা হুয়া, ও দুশমন হ্যায়। নবাবকা বহুৎ দুশমন খাড়া হো গিয়া, প্রজা বেগড় গিয়া—উস্‌কো তো ছোড়েগা নেই।

ললিতা। ওঃ, তোমার পীরিতের কথা সব মিছে! তবে তোমার সঙ্গে দোস্তি ক'র্‌বো না।

সরফ্‌রাজ খাঁ। ক্যা করোগি? হাম তো তোম্‌কি ছোড়েগা নেই।

ললিতা। নবাবজাদা, এই ছুরী দেখ্‌ছো?

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিস্‌মোল্লা!

ললিতা। চেঁচিও না, আমি তোমায় মার্‌বো না, নিজের বুকে বসিয়ে দেব। যারে ভালবাসি, সে যদি না ভালবাসে, তবে এ প্রাণের আবশ্যক কি? এই দেখ, আমি বুকে বসাই।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই নেই—সবুর। হামকো দাদাকো পাশ জানে দেও।

ললিতা। তুমি যে মিছামিছি আমায় ব'ল্‌বে, তা আমি শুন্‌বো না। আমি দেখ্‌বো, সে ছাড়ান পেলে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। কেইসে দেখোগি?

ললিতা। কেন? যখন কোন কাফেরকে কুত্তা খাওয়ান হয়, বেগমেরা তো সব পরদার আড়াল হ'তে দেখে।

সরফ্‌রাজ খাঁ। আচ্ছা, সোয়ি হোগা। বাঁদী, বাঁদী—

বাঁদীর প্রবেশ

মেরা জানিকি খিদ্‌মদ্ করো।

বাঁদী। যো হুকুম নবাবজাদা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

জনতা—রাজকর্ম্মচারিগণ

রাজকর্ম্মচারিগণ। (ঢেঁড্‌রা দেওন) আজ জিতা আদ্‌মি কুত্তা খিলায়া যাতা, যো দেখোগে, ময়দান মে চল। বহুত হুঁসিয়ার, কোই বিগ্‌ড়ো মাৎ। যো বিগ্‌ড়োগে, নবাবকা

হুকুমসে কুত্তা খিলায়া যাওগে। বিগড়কে নবাবকা দুষমনি মাৎ করো।

[রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

দুই জন মুসলমানের প্রবেশ

১ মুসলমান। হ্যাদে মামু, চ' চ'।

২ মুসলমান। হ্যাদে কনেরে ছাওয়াল!

১ মুসলমান। শোন্‌চিস নে, ঢাঁড্‌রা মাত্তিছে! কোত্তা খাওয়া করাবে?

২ মুসলমান। কেডারে খাওয়া করাবে—কেডারে খাওয়া করাবে?

১ মুসলমান। একটা হে'দুরে—হে'দু!

২ মুসলমান। এ্যাঁ—কি বল্‌ছিস্!—আরে চ' চ'—তোর নানীরে খপর দে; তোর মামীরে খপর দে, তোর দাদারে খপর দে।

১ মুসলমান। আরে সেটা কবরের মুদ্দর, সেটাকে সাথে নিতে চাস্?

২ মুসলমান। আঃ—দেখ্‌তি পাবা না? বুড়া হইচে, তামাসা দেখ্‌বা না?

একজন বৃদ্ধার প্রবেশ

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, এই যে ঢাঁড্‌রা দিচ্ছে, তা কাঙ্গালী বিদেয় ক'র্‌বে না?

১ মুসলমান। হ্যাদে মামু, কইচে কি শোন? বলে,—'কাঙ্গালী বিদায় কর্‌বা না?'

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাবা, নবাব সরকারে কি বিদেয় দেবে বাবা?

১ মুসলমান।। এই এক হাতা খিচাড়ি, আর এক হাতা গোস্ত।

বৃদ্ধা। পয়সা দেবে না বাবা, পয়সা দেবে না? আমরা গোস্ত খাইনি বাবা, দুটি চিঁড়ে-মুড়্‌কি কিনে খাব।

জনৈক হিন্দুর প্রবেশ

হিন্দু। নারায়ণ—নারায়ণ—হিন্দুকো কুত্তা খিলায়েগা!

১ মুসলমান। খেলাবে না—দুষ্‌মুনি ক'র্‌বার পারে?

[হিন্দুর প্রস্থান।

জনৈক বৃদ্ধ মুসলমানের প্রবেশ

বৃদ্ধ মুসলমান। এ বহুৎ তামাসা, এস্‌কা বরাবর তামাসা নেই।

২ মুসলমান। হ্যাঁ খাঁসাহেব,—এ বড় তামাসা হবে এ্যানে। হ্যাদে, এমন তাম্‌সা তুমি কয়ডা দ্যাখ্‌ছো?

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে, এ ক্যা নবাবী জান্‌তা, নবাবী হুয়া এস্‌কা আগাড়ি।

২ মুসলমান। সে নবাবীটা কি ধারা খাঁসাহেব, কি ধারা ?

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে শুন্ লে, হিন্দু চার পাঁচঠো খাড়া কর দিয়া,—ওন লোককা মাথেমে পাট লপেটকে মোশাল বানায়া,—আঃ রোসনাই হো গিয়া! দু'চারঠোকে পিঁজরামে ঘুসাকে দরক্তপর লট্‌কা দিয়া। দানাপানি বেগর চিল্লা চিল্লা মরে।

২ মুসলমান। ওঃ—তেমন তামাসা এখনো হতিছে। আজম খাঁসাহেব জমীদার ধরি আন্‌তিছে, ল্যাংগা ক'রে রোদি রাখতিছে। সেদিন মুই দে'খে এলাম, একটা জমীদারকে বাঁদ্‌ছে, আর সে পানি পানি কত্তিছে,—আঃ, হেস্যে বাঁচি নে।

১ মুসলমান। তোমার নবাবী আমলে কি বৈকুণ্ঠ ছ্যালো? এই বৈকুণ্ঠ মদ্দি জমীদার-গুলোকে ঘোসাচ্চে, আর তোবা-তাল্লা ডাক্‌তিছে।

বৃদ্ধ মুসলমান। আরে, কুত্তা খিলায়াকা সাম্‌নে বহুৎ থোড়া হ্যায়! টুক্‌রা টুক্‌রা গোস্ত ছিন লে, আউর আদ্‌মি তড়পমে লাগে। আর গিদ্ধারকা মাপিক চিল্লাও এ!

২ মুসলমান। আরে, তুই ডব্‌কা ছোরা, তুই কি বুঝ্‌বি,—এটা ভারি তাম্‌সা।

১ মুসলমান। হ্যাদে, তুই চ'না ক্যান, মুই কি মানা কত্তিছি? মুই তো তোরে কলাম।

২ মুসলমান। আরে চ', চ'—ঐ ঘণ্টা দিতিছে।

বৃদ্ধা। দান-বাড়ী কোন্ দিকে বাবা? তোমাদের সঙ্গে যাব বাবা! আমি বড় কাঙ্গাল বাবা!

১ মুসলমান। আরে বক্‌বক্ কত্তিছে,—চল মামু, চল।

[বৃদ্ধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৃদ্ধা। ব'ল্‌বে না, বক্‌রাম্ন কম হবে। দাতায় দান দেবে, কাঙ্গালের বুক ফাটে। মর্—অহঙ্কারে মট্ মট্ ক'র্‌চে। হুন্ হুন্ ক'রে

চ'ল্‌চে, গতরের গুমর কর্‌চে। ও গুমর থাক্‌বে না, আমারও একদিন ছিল।

[প্রস্থান।

গয়ারাম ও পুরঞ্জনের উভয় দিক্‌ হইতে প্রবেশ

পুরঞ্জন। কোথায় ছিলে? চল, প্রস্তুত হও, দেখে যাওয়া যাক্‌। আর কোথায় তার দেখা পাব? সে জীবিত নাই।

গয়ারাম। আজ্ঞে, সেই বদ্‌মাইস ব্যাটা ধরা প'ড়েছে। তারে ডালকুত্তোয় খাওয়াবার হুকুম হ'য়েছে।

পুরঞ্জন। কে বদ্‌মাইস?

গয়ারাম। আজ্ঞে, সেই যে সেই, যেই ব্যাটা মোহর ফেলে পালিয়েছিল। আমি ঠিক ঠাওরেছি, ব্যাটা ডাকাত।

পুরঞ্জন। সে কি ক'রেছে?

গয়ারাম। আজ্ঞে মশায়, শালিগ্রাম রায় সাহেবকে খুন ক'রেছে।

পুরঞ্জন। কেন?

গয়ারাম। আজ্ঞে মশায়, সে বোম্বেটে। ব্যাটা ধরা প'ড়ে এখন পাগল সেজেছে। ব্যাটা পাহারাওয়ালাদের ব'লেছিল যে, রায় সাহেব ওর বাবা। এখন ব্যাটার মুখে আর বাক্যি নাই।

পুরঞ্জন। কি কি, রায় সাহেব তার বাবা?

গয়ারাম। আজ্ঞে না, ব্যাটা দরবারে নবাবের দাব্‌ড়ি খেয়ে চুপ ক'রে রইলো, ব্যাটার মুখে বাক্‌ হরে গেল।

পুরঞ্জন। সে কোথায়?

গয়ারাম। আজ্ঞে, ময়দানে তারে ধ'রে ডালকুত্তা খাওয়াতে এনেছে। দেখ্‌ছেন না, তামাসা দেখ্‌তে ময়দানে পালে পালে লোক ছুটেছে?

[পুরঞ্জনের বেগে প্রস্থান।

ওই! খেপ্‌লো নাকি? ভুলো আমায় এই খ্যাপা মুনিবের কাছে জুটিয়ে দিয়ে গেল। কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে অবধি ঘুরে ঘুরে সারা হ'লেম। দিলে দিলে—বউটাকেই গর্দ্দানা দিলে, মোহরটা মোহরটাই দিয়ে দিলে। দু'হাতে টাকা খরচ ক'র্‌ছি, তার হিসেবও নাই, কিতেবও নাই। মনিবটা খেপাও বটে, ভালও বটে।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বধ্য-ভূমি

মুরশিদকুলি খাঁ, সরফ্‌রাজ খাঁ, অর্দ্ধ-প্রোথিত নিরঞ্জন, জল্লাদ ও প্রহরিগণ ইত্যাদি

সরফ্‌রাজ খাঁ। দাদা, তোমরা গোড় পাক্‌ড়ে, আসামী কো ছোড় দেও, ওস্‌কা কসুর নেই।

মুরশিদকুলি খাঁ। ভেইয়া, তোম তোমারা গাহানা-বাজানাকা কাম্‌ জানো, হাম্‌কো রাজকো কাম কর্‌নে দেও। তোমারা দেল মোলায়েম হ্যায়। ইসি ওয়াস্তে এন্‌কো ছোড়নে মাংগতে হো। লেকেন সমজো, রাজা উদয়নারায়ণকা নোকর বহুৎ ওমরাওকো মারা, —রায়সাহেবকা মারা। এক আদমীকো জান মাংগতে হো, রাতমে বেগড় হোনেসে বহুৎ আদমীকো জান যাগা। এস্‌কো সাজা হোনেসে আদমী লোক ডরেগা।

সরফ্‌রাজ খাঁ। দাদা, মুজপর মেহের-বানগি ফরমাইয়ে, এস্‌কো জান লেনা মৌকুব কি জিয়ে।

মুরশিদকুলি খাঁ। লেড়কা, এন্‌সাফ কর্‌নে দেও। এ আওরাতসে রং-ঢং কি কাম নেই, জুদা কাম। (নিরঞ্জনের প্রতি) তোম কাহে হত্যা করিয়াছ?

সরফ্‌রাজ খাঁ। দাদা—

মুরশিদকুলি খাঁ। হুঁসিয়ার, মায় নবাব হোঁ! (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি কি নিমিত্ত আমার বাক্যের জবাব দিতেছ না? কুক্কুরের দ্বারা তোমায় বধ করিবার হুকুম হইয়াছে, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনো কিছু বলিবার থাকে, বল।

নিরঞ্জন। আমি কোথায়? নরকে কি? নরক যে ভয়ঙ্কর স্থান বলে, কই, যন্ত্রণা কই? পিতৃঘাতীর দণ্ড কই? এ কি সব?

মুরশিদকুলি খাঁ। আমার বাক্য কি তুমি শ্রবণ করিতে পারিতেছ না? তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত প্রকাশ কর। কে তোমার দলপতি, আমার নিকট বল; তাহা হইলে হয় তো তোমায় মাপ করিতে পারি। দেখ, কুক্কুর দেখ—ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয়ঙ্কর,

এখনই তোমার গোস্ত খণ্ড খণ্ড করিবে। এখনো সমস্ত প্রকাশ কর।

নিরঞ্জন। কুক্কুর! নরকের কুক্কুর! আমা অপেক্ষা হীন নয়। কুক্কুর পিতৃঘাতী নয়, কুক্কুর পিতার সর্ব্বনাশ করে না,—আমা অপেক্ষা ভাল—আমা অপেক্ষা ভাল।

মুরশিদকুলি খাঁ। কি বলিতে চাহ, বল? কেন উত্তর করিতেছ না? কেন মৃত্যু মাঙ্গো? বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ কি তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়াছে? রায়সাহেব আমার পক্ষীয়, তাই কি তুমি তারে বধ করিয়াছ? তাহাদের মুখ চাহিও না, তাহারা তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা উদয়নারায়ণের হুকুম তামিল করিয়াছ কি?

নিরঞ্জন। উদয়নারায়ণ! মাধুরীর পিতা! সে এখানে কেন? মাধুরী এখানে কেন? না, অহো—পিতৃঘাতী, পিতৃঘাতী! কই—কই কুক্কুর? কুক্কুরেও আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে না।

মুরশিদকুলি খাঁ। এ কি, তুমি প্রকাশ করিবে না? পাগলের ভাণ করিতেছ? নরকে যাইয়া পাগলাগিরি কর।

নিরঞ্জন। নরক—নরক!

মুরশিদকুলি খাঁ। হাঁ দোজক। জল্লাদ, তৈয়ারী হও।

নেপথ্যে। ছোড় দেও—ছোড় দেও।

পুরঞ্জনের বেগে প্রবেশ

পুরঞ্জন। ভাই, ভাই, নিরঞ্জন! তোমার এ দশা? জনাব! আমি খুন ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। (জল্লাদের প্রতি) সবুর।

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন! তুমি এখানে কেন? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,—পিতৃঘাতীকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হ'বে।

পুরঞ্জন। জনাব, আমি খুন ক'রেছি, আমার শ্বশুরের শত্রু, তাই খুন ক'রেছি। জাঁহাপনা, এক খুন হ'য়েছে. বিনা অপরাধে আর এক খুনের হুকুম দেবেন না।

মুরশিদকুলি খাঁ। কে'ও, তুমি খুন করিয়াছ?

পুরঞ্জন।। হাঁ জনাব,' একে ছেড়ে দেন, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেবেন না, আমায় দণ্ড দেন।

মুরশিদকুলি খাঁ। তুমি আপনার উপর কেন গুনা নিতেছ? কুত্তা গোস্ত ছিনাবে, অনেক দুঃখ পাইবে, তথাপি মউত হইবে না; অনেক দুঃখ! তুমি কবুল করিতেছ কেন? তোমার এরূপ আক্কেল কি নিমিত্ত হইল?

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা, আমি খুন ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। সমজাও, তুমি তথাপি কবুল করিতেছ?

পুরঞ্জন। হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমিই নরহত্যা ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। কেবল নরহত্যার জন্য ইহার দণ্ড হইতেছে না। রাজদ্রোহীরা গোপনে আমার ওমরাওদিগকে বধ করিতেছে। রায় সাহেব আমার একজন মোসাহেব, তাহাকে বধ করিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার গুরুতর দণ্ড হইতেছে। এ রাজা উদয়নারায়ণের অনুচর, বেগড় জমীদারদের পক্ষ লোক।

পুরঞ্জন। না জনাব, এ নির্দ্দোষী।

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া সিধা, জিতা কবরে যাওয়া সিধা, কিন্তু এ বড় দুঃখের মউত। অঙ্গের মাংস কুত্তা ছিনাইয়া লইবে, হাড্ডি থাকিবে, লেকেন তথাপি মউত হইবে না। সমজ্ লেও!

পুরঞ্জন। হাঁ জাঁহাপনা, আমি খুন ক'রেছি। আমার বধের হুকুম দেন, ওকে ছেড়ে দেন। রায় সাহেব এর পিতা, ও কখনো খুন করে নাই।

মুরশিদকুলি খাঁ। রায় সাহেব এর পিতা! এই উল্লু! তোম্ কুছ উজর নেই কিয়া কাহে?

পুরঞ্জন। দুঃখে প'ড়ে ওর মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, ও নির্দ্দোষী। হুজুর, নির্দ্দোষীকে বধ ক'র্‌বেন না।

মুরশিদকুলি খাঁ। হুঁ!

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা, আমি রাজদ্রোহী, আমায় বধ ক'রে নগরে দৃষ্টান্ত প্রচার করুন যে, রাজদ্রোহীর এই দণ্ড হয়। নিরপরাধীকে মুক্তি দেন।

চিন্তিতভাবে মুরশিদকুলি খাঁর পরিভ্রমণ

নিরঞ্জন। এখনো বেঁচে আছি? বাবা, তোমার কাছে এখনো যাই নি? তুমি আমায়

মার্জ্জনা কর, আমি অধম সন্তান, শত শত অপরাধে অপরাধী! এখনো জীবিত আছি! বাবা, তুমি বল, নইলে আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো না। প্রাণ কি এত কঠিন!

মুরশিদকুলি খাঁ। (সরফ্‌রাজ খাঁর প্রতি) ভেইয়া, তোমারা বাৎ আধা রাখ্‌খা। আজ খুন মোউকুব রহে। (প্রহরিগণের প্রতি) এ দোনোকো কয়েদ রাখো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? কেন অকারণ দোষ স্বীকার ক'রে আপনার প্রাণসংশয় ক'র্‌লে? আমার যা হয় হবে। ধিক্ আমায়! শেষে কি তোমারও প্রাণনাশের কারণ হলেম!

পুরঞ্জন। ভাই, তোমার এ সর্ব্বনাশের কারণ কে? কুক্ষণে আমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেম! অহো! অনুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হ'চ্ছে! কি মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেম, তোমায় চিন্‌তে পারি নাই,—ভিখারী ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেম!

নিরঞ্জন। প্রাণদানেও কি তোমার মনে শান্তি হয় নাই? তুমি না আত্মসমর্পণ ক'র্‌লে, এতক্ষণ কুক্কুরের জঠরে আমি থাক্‌তেম। তুমি আদর্শ বন্ধু,—জগতে তোমার তুলনা হয় না! আমার যা হবার হ'য়েছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার প্রাণরক্ষা হবে? তুমি কিরূপে পরিত্রাণ পাবে? আমি এমনি অভাগা, মৃত্যু-কালে মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌বো না যে, তুমি সুখে আছ! বোধ হয়, রাজদূত আমাদের নিতে আস্‌ছে। এস ভাই, একবার শেষ আলিঙ্গন করি।

নবাব-দূতের প্রবেশ

দূত। আপনারা নির্দ্দোষী, নবাব প্রমাণ পেয়েছেন, আপনারা বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হ'য়েছেন, এতে নবাব ক্ষুণ্ণ। আপনাদের পুরস্কার দেবার নিমিত্ত দরবারে যেতে তিনি আহ্বান ক'রেছেন; আপনারা উভয়েই মুক্ত।

পুরঞ্জন। মহাশয়, মহাশয়! নবাব কি প্রমাণ পেয়েছেন?

দূত। এ'র মুক্তির জন্য সরফ্‌রাজ খাঁ যথেষ্ট অনুরোধ করেন, আর রঙ্গলাল নামে একজন হকিম, তিনি এক সময় জাঁহাপনাকে উৎকট পীড়া হ'তে আরোগ্য ক'রেছিলেন, এ'দের দু'জনের অনুরোধে নবাব খুন মৌকুব ক'র্‌বেন ভেবেছিলেন। এমন সময়ে শুন্‌লেন, দু'জন বিদ্রোহী জমীদার জাঁহাপনার শরণাপন্ন হ'য়ে নিবেদন ক'রেছে যে, রায় সাহেবের হত্যা তারা স্বচক্ষে দেখেছে। রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ-মন্ত্রণাগৃহে সে সময় তারা উপস্থিত ছিল।

নিরঞ্জন। কে—কে? কে হত্যা ক'রেছে?

দূত। বিদ্রোহী-প্রধান স্বয়ং রাজা উদয়-নারায়ণ হত্যা ক'রেছে।

নিরঞ্জন। উদয়নারায়ণ — উদয়নারায়ণ? পিতৃঘাতী জীবিত! আমি কারাগারে!—হা পিতঃ, হা পিতঃ! এর কি প্রতিশোধ হ'বে? চণ্ডালের কি দেখা পাব? উদয়নারায়ণ, এত-তেও তৃপ্ত হও নাই, বধ ক'রেও তৃপ্তি হয় নাই—কবরভূমিতে ফেলে দিয়েছ! পিতা—পিতা! ওঃ! আমিই পিতৃঘাতী!

পুরঞ্জন। মাধুরী, তুমিই সর্ব্বনাশের মূল!

দূত। বিনা অপরাধে আপনাদের কারা-রুদ্ধ ক'রে নবাব দুঃখিত হ'য়েছেন। আপনা-দের সসম্মানে পুরস্কার দেবেন, এ নিমিত্ত আহ্বান ক'রেছেন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরবার

মুরশিদকুলি খাঁ, রঙ্গলাল ও অমাত্যগণ

মুরশিদকুলি খাঁ। অ্যায়সা?

রঙ্গলাল। হাঁ• জাঁহাপনা!

মুরশিদকুলি খাঁ। হকিম, বড়া তাজ্জবকি বাৎ!

পুরঞ্জন ও নিরঞ্জনের প্রবেশ

তোমাদের বন্ধুত্বের কথা এই হকিম আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছে। তোমাদের দোস্তি বড় সাচ্চা। খাম্‌খা তুমি দুঃখ পেয়েছ। বেইমান উদয়নারায়ণ তোমার বাপকে খুন ক'রেছে, জমীদার লোককে সব বিগ্‌ড়িয়েছে; হাম তুরান্ত শিখলায়েঙ্গে, কুত্তা বাঙ্গালী লড়াই ক'র্‌বে, বাঙ্গালী এককাট্টা হবে। আধা বেগড় জমীদার লড়াইকা আগে হামারা তরফ আ গিয়া। উদয়নারায়ণ বাওরা হ্যায়। ইস ওয়াস্‌তে নবাবসে বেগড় কিয়া। তুমি কিছু মাঙ্গো, আমি বখ্‌সিস করিব।

নিরঞ্জন। তরবারি ভিক্ষা করি

নবাব-দরবারে,—

যাচি পিতৃ-বৈরি নির্য্যাতন।

জাঁহাপনা, এইমাত্র আকিঞ্চন!

মুরশিদকুলি খাঁ। কি, তুমি লড়াই ক'র্‌বে?

নিরঞ্জন। পিতৃঘাতী পাষণ্ডের

বক্ষের শোণিতে,

করিব হে নরনাথ পিতার তর্পণ;—

নহে তুষানলে তনু-ত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি অধম তনয়,—

জনকের হত্যার কারণ!

জাঁহাপনা,

প্রের এই নফরে সমরে,

পিতৃশত্রু, রাজশত্রু করিব নিধন।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা লেও, হামারা "শামশের" তোম্‌কো দেতা হ্যায়। এহি এনাম, বাঙ্গ্‌লেমে কোইকো নেহি মিলা। আলি মহম্মদ ফৌজ লেকে যাতা হ্যায়, তোম্‌কো ওস্‌কা সাথ মিলায়েঙ্গে। (পুরঞ্জনের প্রতি) তোম কুছ মাঙ্গো।

পুরঞ্জন। জাঁহাপনা,

তব জয় নিশ্চয় হইবে।

সৈন্যগণ করিবে লুণ্ঠন।

প্রভু, করি নিবেদন,

বৃদ্ধ, নারী, বালক বা নির্ব্বিরোধী প্রজা

কিংবা অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু যে জন,

তার প্রতি নাহি হয় অত্যাচার,

নাহি হয় নিপীড়িত সৈন্যের তাড়নে;—

সে সবার রক্ষা-ভার করুন অর্পণ।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তোম্‌কো পরোয়ানা মিলেগা, তোমারা বাৎ হামারা ফৌজ মান লেগা। আর দেখো, এই আংগুটি তোম্‌কো দেতা হ্যায়—বাদসাসে হাম্‌কো মিলাথা, তোমার বন্ধুত্বের পুরস্কার। তোমার নিকট দুনিয়া যেন বন্ধুত্ব শিক্ষা করে। (রঙ্গলালের প্রতি) তোম্‌ কুছ মাঙ্গো।

রঙ্গলাল। হুজুর, যদি লড়াই বাধে—আমি হকিম—শত্রু-মিত্র দু'জনকেই দাওয়াই দেব, এতে যেন কেউ আমায় দুষমন না ঠাওরায়।

মুরশিদকুলি খাঁ। নেহি নেহি, হকিমকো তো ঐ কামই হ্যায়। লেকেন তোম্‌ হামারা দুষমন নেহি হো!

রঙ্গলাল। না হুজুর, জান্‌ থাক্‌তে নয়।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোম্‌ সাচ্চা আদ্‌মী, হাম জান্‌তা। একদফে হামারা জান্‌ বাঁচায়া, কোই হকিম নেহি সেখা। হামারা সাথ আও, তোম্‌কো কুছ পুছেঙ্গে।

[মুরশিদকুলি খাঁ ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। একান্ত কি প্রতিহিংসা-পণ?

নাহি কি মার্জ্জনা?

নিরঞ্জন। মার্জ্জনার আছে সীমা।

নরাধম, হত্যা করি জনকে আমার—

তৃপ্ত না হইল,

হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর না করিল সৎকার,

যবন-সমাধি-স্থলে

ফেলে দিল ব্রাহ্মণের মৃতদেহ,

যাহে পরকালে গতি নাহি পায়।

মার্জ্জনা তাহায়?

শ্বশুর তোমার,

সেই হেতু হেন কথা কও।

কোন্‌ দোষে দোষী মম পিতা?

মাধুরীর সনে তব বিবাহ-কারণ,

নিরুদ্দেশ হইলাম আমি,

সংবাদ না জানিতেন তিনি,

কন্যার তাহার, তোমা সম সুপাত্র মিলিল,

মিনতি করিল কত পিতা,

তাহে তার মন না উঠিল—

রুদ্ধ কৈল কারাগারে;

তবু তাহে হ'লো না মার্জ্জনা,

হত্যা করি অগতি করিল।

বধ করি তারে,
মৃত্যুকালে বারি-বিনিময়ে
যবনের নিষ্ঠিবন পারি যদি দিতে,
শান্তি তাহে হয় কথঞ্চিৎ।

পুরঞ্জন। যথোচিত ক্রোধের কারণ তব;
কিন্তু প্রতিশোধ নাহি জেনো
মার্জ্জনা হইতে।

নিরঞ্জন। হয় নাই পিতৃহত্যা তব,
হয় নাই পিতার অগতি,
মার্জ্জনার ব্যাখ্যা তাই মুখে।
হ'তো যদি অবস্থা বর্ত্তন,
অন্যমত বাক্য নিঃসরণ
হইত জিহ্বায় তব।
যা'ক, তোমায় আমায়
বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।
হৃদে মোর জ্বলে হুতাশন;
শত্রুর শোণিতে তাপ হইবে নির্ব্বাণ।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

পুরঞ্জন। অতিশয় ক্রোধের সময়
তাই রুষ্ট-ভাষা কহিল আমায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরফ্‌রাজ খাঁর কক্ষ

ললিতা

ললিতা। নিরঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, তবে কেন আর জীবনের মমতা করি! এ সময় যদি তার দেখা পেতেম, তা হ'লে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম'র্‌তেম, ব'লে যেতেম, তারে কত ভালবাসি! কিন্তু বৃথা আশা কেন করি! আর বিলম্ব ক'র্‌বো না, জীবিত থাক্‌তে মুসলমান না স্পর্শ করে। বাল্যকাল মনে প'ড়ছে, বাল্য-সঙ্গিনী মনে প'ড়্‌চে, বাল্যক্রীড়া মনে প'ড়্‌চে, যৌবনের আমোদ-প্রমোদ মনে পড়্‌ছে, পুষ্প-চয়ন মনে প'ড়্‌চে, নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা মনে প'ড়্‌চে! এখনও জীবনের মমতা র'য়েছে! ধিক্ আমায়, কি সুখে বাঁচ্‌বার সাধ হ'চ্চে!

সরফ্‌রাজ খাঁর প্রবেশ

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি, তোমারা কাম হুয়া, হাম্‌কো পরখ লিয়া?

ললিতা। হ্যাঁ নবাবজাদা!

সরফ্‌রাজ খাঁ। তব্ হাম্‌সে দোস্তি করো!

ললিতা। নবাবজাদা, শোনো, কাছে এসো না। (ছুরিকা বাহির করণ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। এ কেয়া! ফের ছুরী নিকালতি কাহে?

ললিতা। নবাবজাদা, তুমি আমায় ভালবাস না,—আমার দেহ ভালবাস।

সরফ্‌রাজ খাঁ। নেই নেই, তোম মেরা জানি, তোম মেরা কলিজাকা কলিজা!

ললিতা। না নবাবজাদা, যদি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে, তা হ'লে তুমি আমায় নষ্ট ক'র্‌তে চাইতে না। রমণীর সতীত্বরক্ষা পরম ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ভঙ্গ ক'র্‌তে চাইতে না। আমি মনে-প্রাণে সেই নিরঞ্জনের—যারে তুমি উদ্ধার ক'রেছ। আমি তোমায় দেহ দান ক'র্‌তে আস্‌তেম না, তাতেও আমার মহাপাপ; অন্যে মৃতদেহ স্পর্শ ক'র্‌লেও মহাপাপ। কিন্তু আমি যারে ভালবাসি, তার জন্য পাপভার মাথায় নিয়ে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াব; তাঁরে ব'ল্‌বো,—"প্রভু, নারীর প্রাণ, কি ক'র্‌ম্নে, ভালবেসেছি, তাই মহাপাতকে ভয় করি নাই, অন্যকে দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে দিয়েছি। তুমি দয়াময়, আমায় মার্জ্জনা কর। কিন্তু যদি এ মহাপাতকের মার্জ্জনা না থাকে,—পিতা! দণ্ড গ্রহণ ক'র্‌তে তোমার কন্যা তোমার সম্মুখে উপস্থিত।"

সরফ্‌রাজ খাঁ। বিবি, হামারা দোস্তি তোম কাহে ছোড়্‌তি? দুনিয়াকা বিচমে তোমারি মাংগ্‌নেকা লায়েক কুছ নেই হ্যায়? আও, তোম মেরা সাথ আও, হাম ছোয়েঙ্গে নেই। হামারা মালখানা দেখো, জহরৎ দেখো, সব কুছ তোমারি পায়েরমে ডালেঙ্গে; যেতনি বেগম হ্যায়, তোমারি বাঁদী কর দেঙ্গে। দিল্লীমে যেইসি "নুরজিহান" রহি, বাঙ্গ্‌লেমে তোম ঐসি হয়েগি। মরো মৎ!

ললিতা। নবাবজাদা, কোথাও কোন ইন্দ্র নাই—যার শচী হ'বার আমার সাধ আছে, কোথাও কোন স্বর্গ নাই—যা আমার তুচ্ছ নয়! আমি স্বাধীন নই, আমি পরের বাঁদী, আমার স্বর্গভোগেরও অধিকার নাই। সে আমার ধর্ম্ম,

কর্ম্ম, জীবন, স্বর্গ;—সে বিনা আমার কিছুই নাই। নবাবজাদা, তোমায় এত কথা ব'লতেম না। বল্‌'চি কেন জান? তুমি দু'দিন পরে রাজ্যেশ্বর হবে, হিন্দু রমণী কি, তা জেনে রাখো। কখনো কোন হিন্দু রমণীর অঙ্গে কর-স্পর্শ ক'র্‌বার ইচ্ছে ক'রো না। নবাবজাদা, সেলাম• (বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্‌যোগ)

সরফ্‌রাজ খাঁ। সবুর বিবি, মরো মৎ। তোম চলা যাও—হাম ছোড়্‌ দেতে। হাম তোমারি দোস্ত জান্‌ লিও। যব কুছ্‌ কাম পড়ে, হামকো বাতাইও। সেলাম বিবি! তোম মেরি মায়ী হ্যায়। মায়ি, তোমারি বাৎ হাম সারা জিন্‌দিগি ইয়াদ রাখেঙ্গে। আজতক্‌ হিন্দুকা সব লেড়্‌কী হামরা মায়ী!

ললিতা। নবাবজাদা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সরফ্‌রাজ খাঁ। তোমারি বাৎসে হামারা আঁখি খোলা। তোমারি বাৎসে হামারা আল্লা মিলেগা। তোমারি বাৎসে হাম আজসে দোসরা আদ্‌মী। তোমারি ইয়ারসে মিলো, খোস্‌ রহিও।

• [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুরশিদকুলি খাঁর কক্ষ

মুরশিদকুলি খাঁ ও রঙ্গলাল

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো হকিম, তোম হামারা জান বাঁচায়া, কুছ্‌ হাম্‌সে তোম মাঙ্গো।

রঙ্গলাল। জনাব, আমি যা চেয়েছি, তা তো আপনি দিয়েছেন।

মুরশিদকুলি খাঁ। দেখো হকিম, তুমি দয়ালু ব্যক্তি। তুমি আদ্‌মীর প্রাণরক্ষা ক'র্‌বে, এস্‌মে হাম তোমকো কেয়া দিয়া? তুমি বড় জবর হকিম। তোমার পুরস্কার দেওয়া নবাবের কাজ; এ কাম হামারে করিণে দাও।

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, সে বাহাদুরী আমি জানি, একটু নাক টিপে ধ'র্‌লেই অক্কা পাই। সামনে দুটো চোখ আছে, কিন্তু পেছন হ'তে সাপে কাম্‌ড়ালে টের পাই নে। কিছু কি দেবেন বলুন?—টাকা দেবেন? বেশ স্ফূর্ত্তিতে বেড়াচ্ছি, কেন একটা ভাবনা জোটাবেন? যদি আপনাকে আরাম করাতে খুসী হ'য়ে থাকেন, তবে আমাকে হুকুম করুন, আমি স্ফূর্ত্তি ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াই।

মুরশিদকুলি খাঁ। তুমি কি ফকির? তোমার ফকিরকা মাফিক ঢোল হাম দেখ্‌তা।

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, তবে আপনি কিছু ঠাওরেছেন। কিন্তু আমি তো ঠাওরে পাই না—আমি কি কচ্ছি। যদি ঠাওরাই উত্তরে যাব, কে গলাধাক্কা দিয়ে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। নবাব সাহেব, আমি কে যদি বুঝ্‌তে পা'র্‌তেম, তিন তুড়ি লাফ খেতেম। কিন্তু সে যো কি! খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই বুঝি না। তবে বোঝ্‌বার মধ্যে একটা বোঝা যায় যে, ম'র্‌তে হয়, কিন্তু নানারকম ফন্দী ক'র্‌তে হয়, যাতে না মরি—যা হবার যো নাই।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, আপনি কি? হিন্দু না মুসলমান?

মুরশিদকুলি খাঁ। আরে এ ক্যা বাৎ• হামি তো মুসলমান হ্যায়। তোম্‌বি মুসলমান হো গিয়া। হামারা ঘরমে খিচ্‌ড়ী খায়া, তোমারা জাত মার দিয়া। হাম্‌কো দাওয়াই দেনেকা খাতের, হামারা ঘরমে র'গিয়া, হামারা খানা খায়া। লেকেন আমি গোঁকা গোস্ত নেই দিয়া; দেনেকো মানা কর দিয়া।

রঙ্গলাল। জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু মুসলমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হ'য়েছেন। আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল রেঁধে খাইয়েছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। লেকেন তোম ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমানকো খানা খায়া, তোমরা জাত গিয়া।

রঙ্গলাল। একে একে তো সব যাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও যাবে, না হয় জাত গেছে।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তোম সাদি নেই কিয়া?

রঙ্গলাল। না হুজুর! তোমার মত গোলামি ক'র্‌বার সখ আমার নেই। খিদে পেলে দু'টি খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেম, তোমার মতন গোলামী আমি চাইনে।

মুরশিদকুলি খাঁ। হাম নবাব হ্যায়! হামকো গোলাম কহো?

রঙ্গলাল। গোলামী আর কারে বল নবাব সাহেব? দিল্লীতে খাজনা পাঠাবার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয় না; খাবার দিলে এক জনকে না খাইয়ে খেতে পার না,—মনে করো, কে বিষ দিয়েছে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে উঠ, ভাবো কে ছুরী মার্‌বে। আমার অতশত কিছুই নাই। যেখানে পড়ি, সেইখানেই ঘুমুই, যা পাই, তাই খাই, দিল্লীর খাজনার ভাবনা ভাবি নে! বল দেখি নবাবসাহেব, তুমি নবাব, না আমি নবাব?

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, তোম ডরতা নেই? হামকো গোলাম ব'ল্‌তে হো, হাম তোমারা জান লেনে সেক্তা হ্যায়।

রঙ্গলাল। আচ্ছা, আমার জান তো নিতে পার। কিন্তু নবাব সাহেব, তোমার মউত এলে একদিনও বাঁচতে পা'র্‌বে?—এক ঘণ্টা—এক পল?

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা—হাকিম? তোমারা মনমে এত্তা বল ক্যায়সে? তোমারা এত্তা জোর ক্যায়সে? তোম নবাবকো নেই মানো?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, ভারি সোজা, আবার ভারি শক্ত। আমি যদি আপনার জন্য বাঁচতেম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হোতো—ম'র্‌তে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে ম'র্‌বার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, তা হ'লে একটা পরের কাজ ক'রে যাব; আমি পরের জন্য বেঁচে আছি। এক মরণ-ভয় গেলেই সব ভয় গেল। আপনার জন্যই লোক বেঁচে থাক্‌তে চায়, পরের মাথা কাটা গেলো, তাতে কার কি? আমি ত আমার নই, আমি পরের। তা পর মলো আর রইলো, তাতে আমার কি ব'য়ে গেল।

মুরশিদকুলি খাঁ। হাকিম, তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে অ্যায়সা কর?

রঙ্গলাল। নবাব সাহেব, যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই। সে ব্যাটার মনে ধোঁকা আছে, ম'র্‌তে ভয় আছে। সে ব্যাটা আঁচে কি জানেন—পারে যদি ম'রে একটা কিছু আমোদ ক'র্‌বে; 'বেহেস্তে' যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ও সবের অত তোয়াক্ক রাখিনে। ঐ তো তোমায় ব'ল্‌লেম,—ক্ষিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমুলেন। তবে খেতে শুতে গাঁট দেয় আমি তা দিই না।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোম আবি কাঁহা যাওগে?

রঙ্গলাল। তা যদি জান্‌তেম নবাব সাহেব, তা হ'লে আমি আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম। এক ব্যাটা সয়তান আছে, কাণ পাক্‌ড়ে ঘোরাচ্ছে। যদি ব্যাটার দেখা পেতেম, দু'কথা শুনিয়ে দিতেম।

মুরশিদকুলি খাঁ। ক্যা, তোম খোদা নেহি মান্‌তে হো?

রঙ্গলাল। ইচ্ছা হয় মানি, কিন্তু আক্কেলে গাল দিই। বলি, তোমার এত বদ্‌মাইসি? যদি মানুষ তোমার হাতে গড়া জিনিস হয়, তার সঙ্গে এত বদ্‌মাইসি? রক্ত-মাংসের শরীর দিয়ে পাপ-পুণ্যের নানারকম 'বায়নাক্কা' ক'রেছ! নবাব সাহেব, তুমি আমায় কিছু দিতে চাচ্ছিলে। আমি তোমার কাছে মেগে নিচ্ছি, মানুষকে ভালবেসো। মানুষ বড় দুঃখী! আর একটি নিবেদন—

মুরশিদকুলি খাঁ। ক্যা?

রঙ্গলাল। ইচ্ছে হ'চ্ছে, একবার উদয়-নারায়ণের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। যদি আমি তারে ফেরাতে পারি, আমার প্রার্থনা যে, আপনি তারে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা যাও, তোম ফক্কড় হ্যায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ কুটীর-দ্বার

অন্নদা, মাধুরী ও ললিতা

অন্নদা। এইখানে থাক—দু'টি বোনে থাক। কে আমার মেয়ে, কে আমার মেয়ে নয়, তা আমি চিন্‌তে পাচ্ছি নে। তোমরা দু'টিই আমার মেয়ে, তোমরা দু'টিই সমান। আমার

দু'টি মেয়েরই দু'টি ভাল বর হ'য়েছে; আমার যেমন মনের মতন স্বামী, তোদেরও তেম্‌নি হ'য়েছে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি, আমার মত দুঃখ পাস্‌ নে। ভাবিস্‌ নে—ভাবিস্‌ নে, আমি মিলিয়ে দেব; আমি যখন তার সঙ্গে যাব, মিলিয়ে দিয়ে যাব। কলঙ্কের ভয় রাখিস্‌ নে, আমি কলঙ্ক রাখ্‌বো না। আমি সতী, দেশে-দশে জানিয়ে যাব—রাজ্যময় জানিয়ে যাব। সতীপুরে আমার ঢ্যাড্‌রা বাজিয়ে যাব। ভাবিস্‌ নে—ভাবিস নে, সতী তার পতি পায়, তোরাও পাবি।

উভয়ে। মা, মা—

অন্নদা। না এখন না, অনেক কাজ আছে, আমার মা বলা শুন্‌তে সাধ আছে, শুন্‌বো—শুন্‌বো, এখন নয়, এখন নয়।

[অন্নদার প্রস্থান।

ললিতা। (স্বগত)
বুঝি
জগজ্জননী বিপদ্‌সময়,
মা'র বেশে দেখা দেন দুহিতায়।
চ'লে গেল স্বপন সমান;
পূরিল না—মা ব'লে ডাকিতে সাধ।

মাধুরী। (স্বগত) কে এ পাগলিনী!
জীবিতা কি জননী আমার?
কিম্বা স্নেহ তাঁর ভ্রমে ধরামাঝে
জননীর সাজে,
অনাথিনী দুঃখিনী নন্দিনী সাথে!

ললিতা। মাধুরী!

মাধুরী। ললিতা!
সন্ন্যাসিনী তুমি?

ললিতা। নহি সন্ন্যাসিনী,
বেশে মাত্র সন্ন্যাসিনী হের,
নহে বাসনায় পূর্ণ হৃদাগার।
সাধ মম করিবারে বিরাগ-আচার;
কিন্তু কই, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান!
দিছি পরে, তবু তারে ভুলিবারে নারি;
সে আমারে করিয়াছে অধিকার!
সন্ন্যাসিনী? নহি সন্ন্যাসিনী,
দেখ মাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশ!

মাধুরী। সখি, ভগ্নী আমি তব,
আমারে না কবে মনোব্যথা?
কহ কার তরে তুমি উদাসিনী,
সে কি হেন নির্দ্দয় তোমার প্রতি?
তব রূপের ছটায়
মুগ্ধ করে দেবতায়;
কেবা হেন কঠিন হৃদয় ধরে,
ত্যজেছে তোমারে,
যার প্রেমে বাসনায় দেছ বিসর্জ্জন?
সন্ন্যাসিনী হ'য়েছ লো ভুবনমোহিনী!

ললিতা। কেন সন্ন্যাসিনী?
কেন লো তোমারে দিব ব্যথা!
কিন্তু ব্যথা পাই হেরিয়ে তোমার দশা।
আদরে যে নিয়েছে তোমারে,
কেন সখি, ত্যজিয়ে তাহারে,
কঠোর কুটীরে
আসিয়াছ আশ্রয়ের তরে?
হেরি সীমন্তে সিন্দুর;
তবে কেন অনাথিনী সম
ভ্রম তুমি পাগলিনী সনে?
প্রাণ কাঁদে তোর এ দশায়!
হায় হায় কপট যে হয়,
কপটতা সকলের সনে তার!

মাধুরী। সখি,
অদৃষ্ট লিখন,
দোষ কেন দিব তারে!

ললিতা। ছিঃ ছিঃ, ধিক্‌ নারীর জীবন!
ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন
তবু প্রিয় জনে নাহি পায়;
সাধি কাঁদি, তবু সে নিষ্ঠুর ঠেলে পদে।
কতমত জানায় যতন,
হ'লে বাসনা-পূরণ দেয় বিসর্জ্জন!
পুরুষ পাষাণ;
ছিঃ ছিঃ তবু রমণীর প্রাণ চায় তারে!

মাধুরী। সখি,
তুমিও কি প'ড়েছ এ বিষম প্রমাদে?
তাই কি স্বজনি, সন্ন্যাসিনী তুমি?
কে হেন কঠিন,
করিয়াছে লাঞ্ছনা তোমায়?
সত্য সখি, ধিক্‌ নারী-প্রাণে;
ভোলা তো না যায়,
সাধ হয় হৃদে রাখি তার পা দু'খানি!
ব্যথা পাই, তবু তারে চাই!
এ কি, এ কি সখি বিড়ম্বনা?

ললিতা। কঠিন সে হেন হ'য়েছিল অনুমান;

কিন্তু প্রবোধ দিয়েছি আমি মনে,—
তব অতুল মাধুরী—
হরিবে হৃদয় তার।
ছিঃ ছিঃ, সকলি ছলনা;—
পুরুষের সবই প্রতারণা!
যন্ত্রণা, যন্ত্রণা,—
যন্ত্রণা সহিতে হায় নারীর জনম!

মাধুরী। সখি, তুমি কি বেসেছ ভাল কারে,
নহে ভালবাসা জানিলে কেমনে?
কি পিয়াস, কি নৈরাশ,
নহে শুধু নারীর হৃদয়ে;
ফাটিত পাষাণ!
শত লাঞ্ছনায় রমণী না বুঝে;
সহে, দহে, জেনে শুনে মজে,
তবু সেই ধ্যান জ্ঞান,
সেই মন-প্রাণ!
সখি, এত অযতনে—
বাঁচিতে তো হয় সাধ?
মনে হয় একদিন দেখা পাব তার!

ললিতা। মনে মনে কত কথা বলি,
মনে করি যাব তারে ভুলি;
ভুলিবার নয়—
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে।
সত্য সখি, বিলায়েছি পরে,
তবু হয় নাই মরণ-কামনা;
এ কি মন করে প্রবঞ্চনা,
তথাপি বাসনা—ব্যাকুল দেখিতে তারে!
রহ তুমি, যাব দেবী-পূজা হেতু।

[ললিতার প্রস্থান।

মাধুরী। গীত

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কে'দে মরি তবু কাঁদিতে চাই!
তারি অযতন অতি সযতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই!
ঘুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে ধাই!
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে পিপাসা,
বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই!
বুঝেছি ম'জেছি, মজিতে বাসনা,
যত বুঝি তত মজিয়ে যাই!

[মাধুরীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

উদয়নারায়ণ ও রঙ্গলাল

উদয়। নিশ্চয় নবাবচর তুমি;
নহে গুহ্য-মন্ত্রণার স্থানে
কি কারণে গোপনে এসেছ?

রঙ্গলাল। নহি নবাবের চর।
ভিক্ষা দেহ ব্রাহ্মণে ভূপাল,
রাজ্যের মঙ্গল যাচি।
সমরে না হবে কভু জয়;
জেনো রাজা নবাব দুর্জ্জয়।
অকারণ রাজ্যময় জ্বলিবে অনল,
প্রজাপুঞ্জ হইবে বিকল,
নরহত্যা হবে শত শত।
নিজ নিজ স্বার্থের কারণ,
জমীদারগণ,
উৎসাহিত করিয়াছে আপনারে।
কিন্তু ফেরে ঘরে ঘরে নবাবের চর,—
করে প্রলোভন দান।
রাজ-প্রলোভনে অনেকে ভুলিবে,
জমীদারী পাবে,
পাবে রাজ-সম্মান সকলে,
তব পক্ষে পাবে কয়জন?
যদি প্রজার কারণে,
জমীদারগণে,
নিঃস্বার্থ হইত এই সমরে উৎসাহী,
হ'ত ফলপ্রদ;
নহে নিঃস্বার্থ এই আয়োজন।
স্বার্থ কভু উচ্চ কার্য্য না করে সাধন।

উদয়। তব উপদেশ নাহি প্রয়োজন,—
ত্যজে যদি সকলে আমারে,
একা আমি করিব সমর।
কিন্তু কর আপনার রক্ষার উপায়।
আসিয়াছে মন্ত্রণা-আলয়,
ছেড়ে দিতে নারিব তোমায়।

অস্ত্র ধর পক্ষে মম,
নহে হও প্রস্তুত মরণে।

রঙ্গলাল। মহারাজ, বামুনের ছেলে, হানাহানি, কাটাকাটি আমি পার্‌বো কেন?

উদয়। করো না ছলনা।
এখনি স্বচক্ষে আমি ক'রেছি দর্শন,
নিরস্ত্র একাকী,
পঞ্চজন অস্ত্রধারী ক'রেছে দমন;
বহুকষ্টে ধ'রেছে তোমায়।
বীর তুমি,
তবে মাতৃভূমি হেতু কেন না হও সজ্জিত?

রঙ্গলাল। মহারাজ, আমার যদি শত প্রাণ থাক্‌তো, জননী জন্মভূমির কার্য্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ কর্‌তেম। কিন্তু এ বিদ্রোহের পরিণাম মাতৃভূমির অমঙ্গল। আমায় বধ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু প্রজাদের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন। তাদের সর্ব্বনাশ হবে। নবাব-বিরুদ্ধে জয়লাভ কখনো হবে না।

উদয়। জয় পরাজয় ঈশ্বর নিয়ন্তা তার।
কিন্তু কার্য্যে আছে মানুষের অধিকার;
কাপুরুষ—কার্য্যপরাঙ্মুখ!

রঙ্গলাল। মহারাজ, ঈশ্বরের দোহাইটে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যখন আপনার সৈন্যেরা নিরাশ্রয় প্রজাদের উপর পীড়ন ক'রে বেতন আদায় করে, তখন ঈশ্বরের দোহাই দেন না। মুসলমানেরা অত্যাচারী—বিজাতীয়, রাজ্য অধিকার ক'রেছে; যদি তারা পীড়ন করে, তা কতক মার্জ্জনীয়। কিন্তু আপনারা কি করেন? দীন প্রজাদের কিরূপ পীড়ন ক'রে কর নেন, তা যদি পরমেশ্বর থাকেন, দেখেন; আপনার সৈন্যেরা প্রজার ঘর লুট্ ক'চ্ছে, তা ঈশ্বর দেখেন; নবাবের উপর ক্রোধ হ'য়েছে, নবাব আপনার উপর অত্যাচার ক'রেছেন, তারই প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছেন, জন্মভূমির জন্য অস্ত্র ধরেন নাই—ভগবান্ তা বোঝেন। শুনেছি, ভগবান্ অবতার হ'য়ে, প্রজার মঙ্গল জন্য, রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন দিয়েছিলেন। মুসলমান যদি হিন্দু অপেক্ষা অত্যাচারী হ'তো, তা হ'লে তিনি যবনকে ভারত-অধিকার দিতেন না।

উদয়। দেখ্‌ছি তুমি সম্পূর্ণ নবাবের পক্ষ। তুমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর প্রতি অনুরাগ।

রঙ্গলাল। আপনারও সম্পূর্ণ বিধর্ম্মীর প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত?—বিধর্ম্মীর! দিন দিন যে রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অনুকরণে? বিধর্ম্মীর! কার দোকান হ'তে আসবাব ক্রয় ক'রে—আপনার রাজপ্রাসাদ সজ্জিত?—বিধর্ম্মীর! বিধর্ম্মী পরিত্যাগ ক'রে—কোন্ হিন্দু-শিল্পীকে উৎসাহ দেন? বিধর্ম্মী গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু, সে হিন্দু নয়। মুসলমানকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হ'য়েছে, তাই বিগ্রহে সজ্জিত হ'চ্ছেন।

উদয়। তুমি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হও।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, নবাব-সৈন্য নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে; সংখ্যায় প্রায় দশ সহস্র অনুমিত হ'লো। দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে আলি মহম্মদ ও রঘুবীর নামক একজন সেনানায়ক চালনা ক'চ্ছে, আর এক অংশের নায়ক শালি-গ্রামের পুত্র নিরঞ্জন। গোলাম মহম্মদ মহা-রাজের দুই সহস্র সৈন্য ল'য়ে অগ্রসর হ'য়েছেন। পঞ্চশত অশ্বারোহী প্রস্তুত আছে। গোলাম মহম্মদ ব'লেছেন, তাদের চালনা ক'রে মহারাজ অগ্রসর হউন।

উদয়। জমীদারদের সেনারা কোথায়? জমীদারেরা কি অগ্রসর হ'য়েছে?

দূত। মহারাজ, সে সংবাদ দাস জানে না।

২য় দূতের প্রবেশ

২ দূত। মহারাজ, বড় কুসংবাদ এনেছি,—রাজপদে নিবেদন ক'র্‌তে আশঙ্কা হ'চ্ছে।

উদয়। কি, কি, পরাজয় হ'য়েছে?

২ দূত। আজ্ঞে না, এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

উদয়। তবে কি?

২ দূত। মহারাজ, সমস্ত জমীদারই নবাবপক্ষে মিলিত হ'য়েছে, তারা নিজ দলবলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

উদয়। কি? অসম্ভব—মিথ্যা কথা!

২ দূত। মহারাজ, গোলাম মহম্মদ এই পত্র দিয়েছেন। আমি বেগবান অশ্বারোহণে এসেছি, পথে অশ্ব হত হ'য়েছে, অধিক কি জানাবো।

উদয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর। দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যবাদী।

রঙ্গলাল। মহারাজ, এখনো নিরস্ত হোন, নবাব দয়াবান্।

উদয়। না।

রঙ্গলাল। বাঃ বাঃ—ঠিক এক ব্যাটা সংসার চালাচ্ছে বটে, দেখা পেলে তারে কুর্ণিশ লাগাই।

[প্রস্থান।

উদয়। হে বাঙ্গালি, বাঙ্গালীই তুলনা
তোমার—,
নাহি এ ভুবনে অনুরূপ তব!
সাধু এ ব্রাহ্মণ—সত্যবাদী—
চিনিয়াছে স্বজাতিরে।
সত্য কি সংবাদ?
দেবতায় সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা করিল,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অভিমানে দিয়ে জলাঞ্জলি—
বর্জ্জন করিল মোরে!
হে বাঙ্গালি,
বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাহি কি তোমার!
এ আচার সম্ভব কি নরে!
অশেষ সম্মান দান ক'রেছেন নবাব আমায়,
অত্যাচারী দৌহিত্র তাহার,—
নবাব নহে তো অপরাধী।
পাইয়াছি উপযুক্ত ফল,
কৃতঘ্নের এই পরিণাম!
নিশ্চয় সমরে পরাজয়।
অর্ণব সমান আসে নবাবের সেনা,—
জমীদারবৃন্দ তাহে মিলিত সকলে,
ক্ষুদ্র নদী মিলি যথা ভাগিরথী সনে
প্রবাহ প্রখর করে তার।
পরাজয়!
যা থাকে ললাটে, যুদ্ধে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বন-প্রান্ত

অন্নদা

অন্নদা। আবার সূয্যি হেসে ডুবছে,—আবার সন্ধ্যা আস্‌ছে! সন্ধ্যা! তোমায় বড় ভালবাস্‌তেম! তুমি আমার দূতী ছিলে; তারে আন্‌তে, তারে ডেকে এনে আমার কাছে দিতে। তোমায় বড় ভালবাস্‌তেম, কখন্ এসো, কখন্ এসো—ভাব্‌তেম, এখন আর ভালবাসি নে, তুমি তারে এনে তো দাও না। না না, এখনো ভালবাসি, তোমায় দে'খে সে ছবি আমার মনে হয়। তুমি জান তো, কত সোহাগ ক'র্‌তেম, মুখে মুখে, বুকে বুকে থাক্‌তেম! তখন বিচ্ছেদ হয় নি, বিচ্ছেদের ভয় তখন ছিল না। সে দিন দেখেছ, আজ দেখ; সে দিন পতিসোহাগিনী দেখেছ, আজ পতিবর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী দেখ! সন্ধ্যা, তুমি আমার সখী! মনের কথা তোমায় বলি, আর কারে ব'ল্‌বো, কারে জানাবো, কে শুনবে, পরিহাস ক'র্‌বে।

পুরঞ্জনের প্রবেশ

পুরঞ্জন। এ কি! তিমির বসনা ছায়া-সহচরীর মত তমাচ্ছন্ন বিজনে বেড়াচ্ছে! যেন কোথাও দেখেছি। ভয়ঙ্করী অথচ স্নেহময়ী মূর্ত্তি!

অন্নদা। এসো এসো, তোমার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ পথে আস্‌বে আমি জানি, কে যেন আমায় ব'লে দেয়, আমি আপনার লোকের কথা সব জানি। আমার মন তোমাদের কাছে প'ড়ে আছে, একবারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে থাক, সেখানে থাকে।

পুরঞ্জন। এ কি মাধুরীর মা,—এই কি সেই উন্মাদিনী?

অন্নদা। ভাব্‌চো উন্মাদিনী! উন্মাদিনী নই,—এ সময় উন্মাদিনী নই। আমি দিন গুণ্‌চি, আমার সুখের দিন এলো ব'লে। সে দিন আবার নব-বাসর! সে দিন কেউ পাগ-লিনী ব'ল্‌বে না, সে দিন কেউ ঘেন্না ক'র্‌বে

না, সে দিন আমি তারে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাবো!

পুরঞ্জন। কে মা তুমি!

অন্নদা। দেখ চেয়ে—
বেশ্যা আমি হয় কি প্রত্যয়?
কর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ,
অন্তর-দর্পণ নেহার নয়নে,
কুটিলতা বেশ্যার কি নেহার বদনে?
আমি পতিপ্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিখারিণী—
উন্মাদিনী পতি-প্রেমে আমি;
পতি ধ্যান-জ্ঞান;
আছি এ সংসারে—
পতির হইতে সহগামী।
দেখ দেখ, বুঝহ লক্ষণ,
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন;
রাখিবারে পতির সম্মান,
ভ্রমি দেশে দেশে, ভিখারিণী বেশে,—
রাজরাণী কেহ নাহি জানে।
নাহি কর অধর্ম্ম সঞ্চয়—
সতীরে অসতী জ্ঞানে।
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ।

পুরঞ্জন। কে মা তুমি?

অন্নদা। দেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে!
হয় কি স্মরণ—এসেছিল উন্মাদিনী?
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গালিনী।
স্বেচ্ছায় ক'রেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ,
করি কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর।
তুমি মম দুহিতার পতি।
সতী সে জননী সম তার;
তোমাগত প্রাণা,
দুঃখের পাথারে—
ভাসে বামা তোমার বিরহে।
এস, এস—
উন্মত্ততা আসিবে আবার.
ভুলে যাব অভিপ্রায়।
এস, এস—
মনে উঠে তার নিষ্ঠুরতা,
মনে উঠে সহিয়াছি যতেক যন্ত্রণা;
অনল—অনলে দহে স্মৃতি,
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি!
যাই—যাই গঙ্গাতীরে,—
যথা অস্তাচলগামী পবিত্র তপন,
দেখেছিল সম্মিলন,
যথা পতিত-পাবনী,
সাগর গামিনী—স্বর্ণ আভরণে,
দুলে দুলে যেতেছিল পতি দরশনে।
এস, এস—
যাই—যাই—রহিব না আর।

[অন্নদার প্রস্থান।

পুরঞ্জন। মাধুরীর জননী এ অভাগিনী।
অসতী না হয় অনুমান,
নহে মিথ্যাবাদী;
তবে অকারণে মাধুরীরে ক'রেছি বর্জ্জন!

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

উদয়নারায়ণ

উদয়। স্রোতে তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র সৈন্য ভেসে গেল। যুদ্ধে একমাত্র উপায়—জীবন বিসর্জ্জন। ঐ রঘুবীরের পদাতিক সৈন্য আমার পদাতিক সেনা লক্ষ্য ক'রে আস্‌চে; অসংখ্য অরাতি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ ক'চ্ছে; দেখি, যদি কোনরূপে নিবারণ ক'র্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। অকারণ নরহত্যা ক'চ্ছি। চণ্ডালকে শতবার আক্রমণ ক'র্‌লেম, শতবার আমার হস্ত হ'তে নিস্তার পেলে। এ বয়সে আশ্চর্য্য বীর্য্য—একাকী সহস্র হ'য়ে যুদ্ধ ক'চ্ছে; আশ্চর্য্য পরিচালন শক্তি, ক্ষুদ্র সেনা এখনো দলিত হ'লো না। হা পিতা, হা পিতা! কতক্ষণে তার বক্ষের শোণিত দর্শন ক'র্‌বো! দুরাচার কোথায়? এখনও অসির শোণিত-পিপাসা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না? তবে বৃথা পরিশ্রম, বৃথা নরহত্যা, বৃথা ব্রাহ্মণের হস্ত অস্ত্রধারণে কলুষিত ক'র্‌লেম! কি, পিতৃঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না? আমার জীবন বৃথা! কোথায় গেল, কোথায় গেল? কোথাও তার সাক্ষাৎ পাচ্ছিনে। ঐ যে

—ঐ যে, দুর্জ্জন উচ্চকণ্ঠে সৈন্য উত্তেজিত ক'চ্ছে। [দ্রুতবেগে প্রস্থান।

গঙ্গা ও রঙ্গলালের প্রবেশ

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, এই নে, জল নে। তুই মর মর, আমি নিশ্চিন্দি হই। আরে, এখানে গুলি আস্‌চে যে রে মুখপোড়া,—এখনি মর্‌বি যে।

রঙ্গলাল। তুমি সহমরণে যাবে, ভাবনা কি? আমার সাম্‌নে দাঁড়িও না, স'রে পড়—স'রে পড়, এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আস্‌চে!; বিবিজান স'রে পড়, স'রে পড়.—দোহাই বিবিজান, তোমার পায়ে ধরি—স'রে পড়।

গঙ্গা। তুই আগে মর, তা দে'খে তবে আমি যাব। ও মুখপোড়া. এর পর আসিস্‌ এখন, তার পর জল দিতে হয় দিস্‌।

রঙ্গলাল। (একটা গুলি কুড়াইয়া লইয়া) আহা গুলিচাঁদ! মানুষের বুকের রক্ত খেতে পেলে না, তাই অভিমানে ধুলায় লুট্‌ছো।

গঙ্গা। ও মুখপোড়া, স'রে আয়; নইলে তোর সাম্‌নে আমি স্ত্রীহত্যা হবো।

রঙ্গলাল। (একজনের মুখে জল দিতে দিতে) বিবিজান! সর, এখানে বড় গোলো-যোগ, বড় গরমাগরম গুলি আস্‌চে।

রক্তাক্ত উদয়নারায়ণের প্রবেশ

উদয়। জল—জল—একটু জল দাও, আবার যুদ্ধে যাব। আমাদের হার হ'য়েছে—জল—জল,—একটু জল দাও,—আবার যুদ্ধে যাব। (পতন)

রঙ্গলাল। (মুখে জল দিয়া) বিবিজান, এখানে কোথাও কুটীর-টুটীর আছে?

গঙ্গা। আছে—আছে. নে তোল, আমিও ধ'র্‌ছি।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যাব. ছেড়ে দাও।

রঙ্গলাল। চলুন—চলুন, যাবেন চলুন।

উদয়। জল—জল—

[উভয়ে উদয়নারায়ণকে লইয়া প্রস্থান।

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। কোথায় গেল, আমার অস্ত্রাঘাতে পরিত্রাণ পেলে, ধরাশায়ী হ'লো না? রুধির দর্শন ক'রেছি, কিন্তু বধ ক'র্‌তে পারি নাই—বধ ক'র্‌তে পারি নাই। কোথায় গেল—কোথায় গেল? নিশ্চয় তোমায় বধ ক'র্‌বো; প্রলয়ের ছায়া তোমায় আবরণ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না; তোমার শতজীবন হ'লেও নিস্তার নাই। কোথায় গেল? এ দিক্‌ দিয়ে নিশ্চিত যেতে দেখেছি। কোথায় গেল? আমার কি ভ্রম হলো? পিতা—পিতা, অদ্যই তোমার তর্পণ ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

পুরঞ্জনের প্রবেশ

পুরঞ্জন। এই ত সমর অবসান। প্রজার সর্ব্বনাশ; নবাব-সৈন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ ক'চ্ছে। আমি কত দিক রক্ষা ক'র্‌বো?

নিরঞ্জনের প্রবেশ

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন—পুরঞ্জন,—উদয়নারায়ণ কোন্‌ দিকে গেছে দেখেছ? পালিয়েছে—পালিয়েছে, যাদু জানে, নইলে আমার হাত হ'তে নিস্তার পেতো না। কোথায়—কোথায় ব'ল্‌তে পার?

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন,
এখনো কি হয় নাই সম্পূর্ণ তোমার?
পরাজিত, নিপীড়িত, মুমূর্ষু অরাতি,
তার প্রতি এখনো আক্রোশ?
তোমায় সাজে না ভাই!

নিরঞ্জন। হাঁ হাঁ, জান তবে কোথা সে দুর্জ্জন,—
বোধ হয় অদূরে কুটীরে।

পুরঞ্জন। প্রতিশ্রুত নই আমি দানিতে সংবাদ।

নিরঞ্জন। না—না, নহ প্রতিশ্রুত,
শ্বশুর তোমার, রক্ষিবে তাহায়!
ভুলিয়াছ মম আত্মত্যাগ;
সর্ব্বনাশ হেতু তুমি মম!
করিতাম যদ্যপি উদ্বাহ,—
অপমৃত্যু হ'তো না পিতার,
পুরী না যাইত ছারেখার;
পুরঞ্জন, ভাল তব প্রতিদান!

পুরঞ্জন। সত্য কহি, নাহি জানি—
কোথা সেই উদয়নারা'ণ।

কেন তার হও অনুগামী,
কর ক্ষমা।

নিরঞ্জন। ক্ষমা, ক্ষমা—
উঠিছে তরঙ্গ তব মুখে।
বুকে ধ'রে মাধুরীরে আছ মহাসুখে!
ভিক্ষুকের সম মোরে করিলে বিদায়;
পরে বধ্যভূমে মাহাত্ম্য দেখালে।
জান, নবাব অতীব সদাশয়,—
পত্নীরে পাঠায়ে দিয়ে যবন-আগারে,
প্রাণরক্ষা-উপায় করিয়ে,
বধ্যভূমে ক'রেছিলে মাহাত্ম্য প্রচার।
মিথ্যাবাদী তুমি!
নাহি জান কোথা সেই উদয়নারা'ণ?

দূরে কুটীর দেখিয়া

আমি জানি—আছে ঐ কুটীর-মাঝারে।
বধি তারে—
যবনের করে মৃতদেহ করিব অর্পণ।

পুরঞ্জন। এ সংকল্প তব না পুরিবে—
প্রত্যক্ষে আমার।
হেন অহিন্দু-আচার দেখিতে নারিব,
প্রবেশিতে নারিবে কুটীর-দ্বার।

নিরঞ্জন। ভীরু তুমি! আমায় রোধিবে,
রোধিবারে চাহ পিতৃ-বৎসল তনয়ে?
প্রতিহিংসা বিরোধী হইবে।
ভীরু মিথ্যাবাদী!
শক্তি হেন নাহি তব ভুজে।
তুমি রাজদ্রোহী,
রাজ-শত্রু কর আবরণ।

পুরঞ্জন। রাজদ্রোহী তুমি।
রাজ-আজ্ঞা আছে মম প্রতি,
রক্ষিবারে আহত অরিরে।

নিরঞ্জন। তবে কর রক্ষা—শক্তি থাকে ভীরু!
পশিব কুটীরে আমি
তুচ্ছ করি তোমা হেন জনে।

পুরঞ্জন। মুখের গর্জ্জন আর কার্য্যে পরিচয়
প্রভেদ উভয়ে বহু।

নিরঞ্জন। রোধ তবে কুটীরের দ্বার।

পুরঞ্জনের অস্ত্রাঘাত নিবারণের চেষ্টা

তবে যাও যমপুরে। (পুরঞ্জনের পতন)

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!
ফিরে এস মৃত্যুর সময়।

নিরঞ্জনের কুটীরাভিমুখে যাত্রা;—সহসা
মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার
বেগে বাহির হওন

মাধুরী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, একবার ফিরে চাও! আমি তোমার দাসী, অসতী নই। চাও—চাও—ফিরে চাও—একটি কথা কও! যদি অপরাধিনী হ'য়ে থাকি, আমায় মার্জ্জনা করো, অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব; চিতায় আমায় ত্যাগ ক'রো না।

পুরঞ্জন। কে, মাধুরি! তুমি সতী, সতীর কন্যা আমি জেনেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রঙ্গলাল। (স্বগত) বড় শেষাশেষি জান্‌লে, আগে জান্‌লে বড় মন্দ হ'তো না।

ললিতা। মাধুরি—মাধুরি! নিরঞ্জন তোমার স্বামী নয়?

নিরঞ্জন। এ কি! তুমি মাধুরী নও? তবে কি ভ্রমে ঘুরেছি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

পুরঞ্জন। নিরঞ্জন ভাই! মৃত্যুকালে প্রার্থনা ক'চ্ছি, তুমি উদয়নারায়ণকে মার্জ্জনা কর।

নিরঞ্জন। ভাই—ভাই, নিরস্ত্র তোমায় বধ ক'র্‌লেম! তুমি আত্মদানে আমায় কুক্কুরের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছ, তার যথেষ্ট প্রতিদান দিলেম! আমি অতি হীন! আমি বন্ধুঘাতী!

পুরঞ্জন। তুমি হীন নও, তুমি পিতৃ-বৎসল, তুমি বন্ধুবৎসল,—তুমি আমার জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ, স্বেচ্ছায় নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছ। আমি মৃত্যুকালে মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি, আমি তোমার নিকট ঋণী,—তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।

নিরঞ্জন। পুরঞ্জন, নিরস্ত্র আমি তোমায় বধ ক'র্‌লেম, এ কি ক'রে ভুল্‌বো? এ কি,— তোমায় বধ ক'র্‌লেম!

রঙ্গলাল। তা ক'রেছ—ক'রেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই। (মাধুরীর প্রতি) মা মা, ভয় নাই, তত সাংঘাতিক লাগে নাই। নিরঞ্জন, একটি কাজ কর, উন্মত্ত সৈন্যদের

অত্যাচার নিবারণ কর। পুরঞ্জন আহত, তুমি এ কার্য্যের ভার লও।

নিরঞ্জন। (ললিতার প্রতি) শোন শোন, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর! আমার ভ্রান্তিই সকল সর্ব্বনাশের মূল। পিতার হত্যার কারণ হ'য়েছি, তোমায় সন্ন্যাসিনী ক'রেছি, কাঙ্গাল হ'য়ে আপনি পথে পথে বেড়িয়েছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, অবশেষে বন্ধু হত্যা ক'র্‌লেম! এই প্রার্থনা, আর একবার দেখা দিও, সকল কথা শুনো। যদি অপরাধী বোধ কর, আর কখনও অভাগার দেখা পাবে না।

ললিতা। না—না, তুমি অপরাধী নও, আমি অভাগিনী, কেন মনের কথা গোপন ক'রেছিলেম!

রঙ্গলাল। দিন গিয়েছে, আক্ষেপে ফির্‌বে না। যাও ভাই, উন্মত্ত সৈন্যদের নিবারণ ক'রে এদের রক্ষার উপায় কর। তারা এ দিকে এলে কি জানি, কি হয়।

নিরঞ্জন। সত্য রঙ্গলাল, আমি চ'ল্লেম। পুরঞ্জন, ভাই—

রঙ্গলাল। যাও ভাই, সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণ ক'রে ভ্রান্তির কতক প্রায়শ্চিত্ত কর। অনুতাপের দিন ঢের পাবে, ইচ্ছা হয়, আজীবন অনুতাপ ক'রো।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। (ললিতার প্রতি) কেমন দেবি! যে যারে ভালবাসে, সে কি তারে পায়?

ললিতা। কি হয় কে জানে।

রঙ্গলাল। (পুরঞ্জনের প্রতি) অত বড় জোয়ানটা, একটা পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে,—তাতে অমন ক'চ্ছ কেন? এই লও—এই ঔষধটা খাও।

পুরঞ্জন। রঙ্গলাল, তুমিই সুখী। (ঔষধ সেবন)।

রঙ্গলাল। তা হ'তে পারি, সে প্রশ্ন এখন নয়। এখন তোমার বাঁচ্‌বার কথা, বে'চে উঠ। (গঙ্গার প্রতি) এই যে বিবি সাহেব র'য়েছ?

গঙ্গা। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোমার মুখে নুড়ো দিতে র'য়েছি। দেখ দেখি গা, আমি বেশ্যা, আমার অত কেন গা?

রঙ্গলাল। কি কর্‌বে ভাই, পিরীতে সইতে হয়, একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নিতে হয়। এসো তো চাঁদ, ধরাধরি ক'রে একে একবার কুটীরে নিয়ে যাই।

[পুরঞ্জনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

মুরশিদকুলি খাঁর শিবির

মুরশিদকুলি খাঁ, ওমরাওগণ ইত্যাদি

স্তুতিবাদক। গীত

তব নীতি শাসন স্থল জল কানন মানে।
গগন-ধারা সম তব কৃপা-বরিষণ,
দীন অদীন তব দানে।
যশরস গান, পূর্ণ বিমান,
বিজয়-ধ্বজ হেরি অরি ম্রিয়মাণ;
বরষে জলধর—শ্যামল প্রান্তর,
ফুল্ল নারী-নর শান্তি-বিধানে॥

অন্নদা ও তয়ফাওয়ালীগণের প্রবেশ

তয়ফাওয়ালীগণ। গীত

রসনা কুটিল ফণী মানা মানে না।
জ্বলে নি যার বাসনা,
কত জ্বালা সে জানে না।
ভাবে হায় কথার কথা,
বোঝে না কত ব্যথা,
সরল প্রাণে গরল ঢালে হয় না মমতা;
বুক ফেটে কালিমা ছোটে,
প্রিয়জনের বুকে ফোটে,
বিষ-দাঁতে কলঙ্ক-রেখা লুকিয়ে টানে না।

[তয়ফাওয়ালীগণের প্রস্থান।

মুরশিদকুলি খাঁ। উহারা কোথায় চলিয়া গেল?

অন্নদা। জাঁহাপনা, ওদের আমি সঙ্গে এনেছিলেম, ওদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোম ক্যা মাঙ্গো,—কি চাও? হাম বড়া খোস্ হুয়া।

অন্নদা। জনাব, আমি আমার স্বামী চাই, আমার কন্যার কলঙ্ক মোচন ক'র্‌তে চাই, আমি পতির সহগামিনী হ'তে চাই।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোমার খসম কোন্ ব্যক্তি?

অন্নদা। আপনি অঙ্গীকার করুন, তারে আপনি দেবেন?

মুরশিদকুলি খাঁ। তোমার খসম তোমায় দেব,—এ কেমন অঙ্গীকার?

অন্নদা। আমার স্বামী আমায় গ্রহণ ক'র্‌বেন, আপনি দেখ্‌বেন, আপনি সাক্ষী হবেন, আর কিছুই নয়।

মুরশিদকুলি খাঁ। এ ক্যা দেওয়ানা হ্যায়?

অন্নদা। না নবাব সাহেব, আমি পাগলিনী ছিলেম, এখন আর পাগলিনী নই; আমি ভিখারিণী ছিলেম, এখন আর ভিখারিণী নই! আমি কলঙ্কিনী ছিলেম, এখন আর কলঙ্কিনী নই! আমি সতী, রাজরাণী, আমি জগতে এ কথা প্রচার ক'র্‌বো, নবাব-দরবারে এই আমার প্রার্থনা।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি রাজরাণী— এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার সঙ্গে একবার আসুন, এই আমার প্রার্থনা।

মুরশিদকুলি খাঁ। কাঁহা?

অন্নদা। আমার স্বামী যেখানে ম'র্‌ছে।

মুরশিদকুলি খাঁ। এ ক্যা বাৎ?

অন্নদা। যদি কৃপা হয়, এই ভিক্ষা দিন।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা চল',—কাঁহা লে যানে মাঙ্গো?

অন্নদা। আপনি একা নয়, দরবার শুদ্ধ আসুন।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা, হাম যাতে;— আউর কুছ মাঙ্গো?

অন্নদা। উদয়নারায়ণের দু'টি কন্যা আছে; তারা যেন স্বামী নিয়ে সুখে থাকে, তাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।

মুরশিদকুলি খাঁ। আচ্ছা বিবি, কবুল।

অন্নদা। তবে আসুন, দরবার শুদ্ধ হংস-সরোবরে আসুন।

মুরশিদকুলি খাঁ। তোম কাঁহা যাতি?

অন্নদা। আমি সে তামাসা আরও লোক-দের দেখাব।

[প্রস্থান।

মুরশিদকুলি খাঁ। আও তামাসা দেখে, হিন্দুলোগকা বিচ্‌মে এ'সা তামাসা বহুৎ হোতা।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

হংস-সরোবর

উদয়নারায়ণ

উদয়। আমি কাপুরুষ,—যুদ্ধ হ'তে চ'লে এসেছি—পরিণাম আত্মহত্যা ভিন্ন কি হ'তে পারে! যে অস্ত্রধারী যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে আসে, আত্মহত্যাই তার প্রায়শ্চিত্ত! নবাব-সমীপে আত্মসমর্পণে জীবন-রক্ষা হয়; মুসলমান হব' অঙ্গীকার ক'র্‌লে রাজ্য মান পুনঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হ'য়ে সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেব? এ অপেক্ষা আত্মহত্যা লঘু পাপ! হলাহল, এ সময়ে তুমিই বন্ধু। তোমার সাহায্যে সকল যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাবো,—বিস্মৃতির আবরণে ঘৃণা, উপহাস আর আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে না। তীব্র হলাহল, যত্নে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলেম, এসো— তোমায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করি। (বিষ-পান) এ সময়ে অন্নদাকে মনে প'ড়্‌ছে, মাধুরীকে মনে প'ড়্‌ছে, ললিতাকে মনে প'ড়্‌ছে;—তারা কোথায় গেল? হেথা থাক্‌লে ভাল হ'তো,—একবার দেখ্‌তেম! গরলে দেহ অবসন্ন হ'চ্ছে, ক্রমে জগৎ অন্তরিত হ'চ্ছে, এই আসন্ন সময়।

একদিকে অন্নদা, পুরঞ্জন, নিরঞ্জন, মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার এবং অন্যদিকে স্বদলে মুরশিদকুলিখাঁর প্রবেশ

অন্নদা। বিষ খেয়েছ? তোমার মেয়ে এসেছে; ম'র্‌বার সময় ব'লে যাও যে, তোমার মেয়ে তোমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের।

উদয়। তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলে?

অন্নদা। সে সন্দেহ আমি তোমার সঙ্গে চিতেয় পুড়ে সকলের মন থেকে দূর ক'র্‌বো। এই দেখ, চেয়ে দেখ, আমি সেই বাসরের সাজে এসেছি। ন্যাক্‌ড়া প'রে বেড়াতেম, মড়ার ন্যাক্‌ড়া প'রে বেড়াতেম—কিন্তু এ বেশ আমি তুলে রেখেছিলেম, বাসরে পরেছিলেম, আজ

আবার পরেছি, এবার আর বিচ্ছেদ হবে না! —চেয়ে দেখ, আমি চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

উদয়। অন্নদা, অন্নদা—প্রিয়ে! কাছে এসো —একবার তোমায় দেখি।

অন্নদা। (পুরঞ্জন ও মাধুরীকে দেখাইয়া) এই দেখ, তোমার মেয়েকে দেখ, তোমার জামাইকে দেখ, তুমি বড় অসুখী। এতদিন আমি মনে ক'র্‌তেম, আমি বড় দুঃখিনী, কিন্তু তোমার মত দুঃখ আমি পাই নাই। আমি পাগল হ'য়ে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রেছি, কিন্তু তুমি জ্ব'লেছ;—দিন দিন মেয়ের মুখ দেখেছ, —তোমার আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলেছে। আমি ভুলে থাক্‌তেম,—পাগ্‌লামো ক'রে ভুলে থাক্‌তেম,—কিন্তু তুমি ভোলো নাই, তুমি বড় স'য়েছ, বড় স'য়েছ। আমিও স'য়েছি, পাগল হ'য়েও ভোলা যায় না;—আজ চিতেয় শুয়ে, দু'জনে সব ভুলে যাব। (মুরশিদকুলি খাঁর প্রতি) নবাব সাহেব, তুমি সাক্ষী,—আমি সতী, আমার কন্যার না অপবাদ থাকে।

উদয়। নবাব, এসেছেন? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমি কৃতঘ্ন,—তার দণ্ড আমি আপনি গ্রহণ ক'রেছি।

মুরশিদকুলি খাঁ। (রঙ্গলালের প্রতি) হকিম—হকিম! এস্‌কা কুছ দাওয়াই হ্যায়?

রঙ্গলাল। না জনাব, কালের ঔষধ নাই।

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমায় পুরস্কার দাও—সাক্ষী হও, আমি সতী,—আমার কন্যার কলঙ্কমোচন হোক্‌।

মুরশিদকুলি খাঁ। তু মেরা মায়ী হ্যায়।

অন্নদা। দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—তোমার কন্যা-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

অন্নদা। (ললিতা ও নিরঞ্জনকে দেখাইয়া) এও তোমার কন্যা, এও তোমার জামাতা, এদেরও আশীর্ব্বাদ করো।

উদয়। মা ললিতা, পতি ল'য়ে সুখে থাকো। বাবা নিরঞ্জন, আমায় মার্জ্জনা করো, আমি অনেক অপরাধে অপরাধী। অন্নদা— চ'ল্লেম।

অন্নদা। নবাব সাহেব, সেলাম! আমার মেয়ে দু'টিকে দেখো। মা ললিতা, মাধুরী! আমি চল্লেম! তোরা একবার মা ব'লে ডাক, —আমার 'মা' বলে ডাকা শুন্‌তে সাধ আছে! তোরা মা ব'লে ডাক,—আমি শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার সঙ্গে যাই!

ললিতা ও মাধুরী। মা! মা!

অন্নদা। জগৎ জেনো, আমি অসতী নই। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাচ্চি!

[উদয়নারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন।

রঙ্গলাল। বিবিজান, সংসারে এই প্রেমের খেলা। এ খেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—আগাগোড়া ভ্রান্তি! তবে কাজ কর্‌তে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো। পরের দায় মাথায় নিলে, আপ্‌নার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতটা ঘোর থাক্‌বে না।

গঙ্গা। ঠিক বলেছিস্‌ বামুন!

মুরশিদকুলি খাঁ। ইঃ ক্যা—হকিম দেখো, আওরাৎ মর গিয়া?

রঙ্গলাল। হ্যাঁ জাঁহাপনা, ও ঠিক মরেছে।

মুরশিদকুলি খাঁ। তাজ্জব হ্যায়! তোম লোক আপনাকা দেওতাকা নাম লেও।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরি-বোল!!!

যবনিকা পতন

অশ্রুধারা

[রূপক]

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই সাময়িক ক্ষুদ্র নাট্যখানি রচিত হয়।

(১৩ই মাঘ, ১৩০৭ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র

ভারতমাতা। দুর্ভিক্ষ। প্লেগ। অরাজকতা। ভারতসন্তানগণ। বালকগণ। মহিলাগণ। দেবকন্যাগণ।

প্রস্তাবনা

মেঘান্তরাল

দেবকন্যাগণ

দেবকন্যাগণ। গীত

ত্যজ দেবি, ধরণী ভ্রমণ!—
ধরায় বিতরি শান্তি, মলিন হ'য়েছে কান্তি,
বহুদিন শূন্য তব স্বর্গ নিকেতন॥
দেবদূত করে গান, কার্য্য তব অবসান,
স্থাপিয়াছ দয়ার শাসন,
তোমার দয়ার বলে, নানা জাতি নানা স্থলে,
হৃদে ধরে উচ্চ আশ, এক জাতি এক ভাব,
আনন্দে প'রেছে গলে একতা বন্ধন।
পূর্ণ তব দয়া বিতরণ॥
হরি 'স্থান-পরিমাণ', ছোটে তব বাষ্পযান,
তড়িত কহিয়ে কথা, হরে বিরহীর ব্যথা
স্থিরা সৌদামিনী করে আঁধার বারণ।
খুলিয়ে কুটীর-দ্বার, অজ্ঞানতা অন্ধকার,
বিদ্যা-জ্যোতি করিছে হরণ।
ধন্য তব মুকুট ধারণ।
সসাগরা ধরা, দেবি, করিছে কীর্ত্তন॥

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়-শৃঙ্গ

ভারতমাতা

ভারতমাতা। গীত

কেন দেবি, হ'য়েছ নিদয়া!
কারে স'পে গেলে মোর তনয়-তনয়া?
আমি দীনা হীনা, তব কৃপা বিনা,
বল না কেমনে, পালিব নন্দনে,
কে দিবে আশ্রয়, কে হরিবে ভয়
বিনা দেবী অভয়া!
সন্তান সকল, দরিদ্র দুর্ব্বল,
তব ছায়াতল, আশ্রয় কেবল,
রাণী-শিরোমণি, তুমিই জননী,
তোমার সবার পালনের ভার॥
শোক-পারাবার, বহে অশ্রুধার,
এস ফিরে এস, সিংহাসনে ব'স,
দুখিনীর প্রতি হও গো সদয়া॥

[ভারতমাতার অন্তর্দ্ধান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

ভারতসন্তানগণ

১ ভা। ভাইরে, আজ আমরা যথার্থই মাতৃহীনা হ'লেম;—মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর নাই!

২ ভা। অকস্মাৎ এ বজ্রাঘাত কেন হ'লো ভাই?

১ ভা। ভাইরে, কাল অতি নির্দ্দয়—রাজা প্রজা কারেও বাছে না। একে মহারাণী বহুদিন রাজ্যভার বহন ক'রে প্রজার মঙ্গল-চিন্তায় সতত বিব্রত থাক্‌তেন, ট্রান্সভাল যুদ্ধে আত্মীয়ের শোকসন্তাপ-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌তো, ধারাবাহী—তাঁর যে সকল আত্মীয় স্বজন নিহত হ'য়েছিল—সে সকল মনে হ'ত। স্বামী, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি দুঃসহ শোকভারে হৃদয় ব্যথিত ছিল,—তার পর প্রিয় মধ্যম পুত্রের মৃত্যুতে ভগ্ন হৃদয় আরও ভগ্ন হ'ল।

৩ ভা। কি পীড়া হ'য়েছিল? শুন্‌তে

পাই—বিলেতে বড় বড় ডাক্তার,—তারা কেউ মহারাণীকে ভাল ক'র্‌তে পার্‌লে না!

১ ভা। মহারাণীর ন্যায় মহীয়সী—পীড়ায় অভিভূত হন না। কালে যেমন ফুল্ল-নলিনী প্রস্ফুটিত হ'য়ে ঝ'রে যায়,—শুভ্র তুষার যেমন ধূমাকারে ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে উঠে,—শিশির-বিন্দু যেরূপ সূর্য্য আকর্ষণ করে—সেইরূপ তাঁর স্নেহময়ী বিমল আত্মা পরমেশ্বরের বিমল জ্যোতিতে আকর্ষিত হ'য়ে ছিন্না কমলিনীর ন্যায় দেহ ধরাতলে রেখে, আপনার ভাগ্যবতী জীবনের পরিচয় দিতে গিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের প্রিয় দুহিতা, পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎ-প্রেরিতা। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে নিয়ত প্রজার হিত-সাধনে নিযুক্ত থেকে, জগতে আদর্শ রাজ-দৃষ্টান্ত রেখে, স্বর্গীয় পিতৃচরণে প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছেন।

২ ভা। আচ্ছা, বাহ্যিক মৃত্যু-লক্ষণ কি হ'য়েছিল?

১ ভা। কিছুই নয়। সরকারি তারের খবরে প্রকাশ,—শোকসন্তাপিতা মাতা, প্রজা-বৎসলা মহারাণী, দয়াময়ী রমণী মৃত্তিকা-পিঞ্জরে বদ্ধ কত দিন থাক্‌বেন? দেবলোকে তাঁর উজ্জ্বল সিংহাসন প্রস্তুত। দেবজ্যোতি-বিকসিত-আত্মা মৃত্তিকা-দেহ ভঙ্গ ক'রেছে। তারের খবরে প্রকাশ—মহারাণী আহারনিদ্রা বর্জ্জিতা হন; রাজ-বৈদ্যেরা সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে উপদেশ দেন,—এই উপদেশ পালনে কিঞ্চিৎ সুফলও ফলেছিল। শোনা গেল, মহারাণী আহার ক'রেছেন, নিদ্রা গিয়েছেন; কিন্তু সে বৈদ্যুতিক সংবাদ বৈদ্যুতিক দীপ্তির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হ'ল। শোনা যেতে লাগ্‌লো—মহারাণীর অবস্থা মন্দ,—রাজপুত্র, রাজপরিবার, রাজদৌহিত্র প্রভৃতি তাঁর মৃত্যুশয্যা বেষ্টন ক'রে র'য়েছেন। প্রধান রাজমন্ত্রী মহারাণীর নিকট উপস্থিত,—প্রজাকুল আকুল,—বার বার রাজপুরীর নিশানের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌তে লাগ্‌লো,—কখন সে নিশান অর্দ্ধ পতিত হয়। সকলেই হতাশ। অশুভক্ষণে ২২এ জানুয়ারী প্রভাত হ'য়েছিল,—সে দিন সন্ধ্যা সাতটা ছয় মিনিটের সময়ে ধীর ঘণ্টানাদ মহারাণীর নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ রাজ্যে প্রচার ক'র্‌লে। কঠোর কণ্ঠে কামানের প্রতিধ্বনি রাজ্যময় উত্থিত হ'ল। সকলেই মলিন—জড়ীভূত—সকলেই স্পন্দহীন। নাই—নাই,—মাতৃস্বরূপা মহারাণী নাই! মানব-হৃদয় এ কথা ধারণা ক'র্‌তে পারে না, সংসার বজ্রাহত—অভিভূত! ঐ দেখ, অনাথ বালকেরা কেঁদে কেঁদে আস্‌ছে।

বালকগণের প্রবেশ

গীত

আমরা কেঁদে বেড়াই পথে পথে
চেয়ে দ্যাখ্ মা মুখ তুলে,—
অনাথ ব'লে গেছো কি ভুলে!
আবার কি মা জঠরের জ্বালায়,
অন্নবিনা কেঁদে কেঁদে লুটাব ধুলায়,
দারুণ শীতে বস্ত্রবিহীন কায়,—
কাঁপ্‌বো মাগো ম্যালেরিয়ার ভীষণ তাড়নায়,
তুমি পদ্ম হাতে ধুলো ঝেড়ে
পাঠিয়ে দেছ ইস্কুলে,
যেও না চলে,—অনাথে মা ফেলে অকূলে!

[বালকগণের প্রস্থান।

৩ ভা। উঃ কি নিদারুণ সংবাদ! আবার কি ভারতবর্ষ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হবে, আবার কি আমরা বলিষ্ঠ জাতির পদাবনত হব, আবার কি নিত্য সমরানলে ভারতের শ্যামল শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হবে, আবার কি বর্গীর দৌরাত্ম্যে সদ্য-প্রসূত সন্তান ল'য়ে প্রসূতী পালাবে, মুখের অন্ন ত্যাগ করে বৃদ্ধ দেশ-ত্যাগী হবে,—বলাৎকার, ব্যভিচার আবার কি রাজ্যে নৃত্য ক'র্‌বে,—আবার কি ধনী ধন-হীন, মানী মানহীন, উচ্চনীচ-সম্বন্ধ-বিচার-হীন অরাজকতা ভারত অধিকার ক'র্‌বে? আমরা বাঙ্গালী, আমাদের যে আর কেউ নাই ভাই! কে আমাদের আশ্বাস-বাক্যে উত্তেজিত ক'র্‌বে, কে আমাদের রমণীর গৌরব রক্ষা ক'র্‌বে, কে আমাদের শিশু সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ক'র্‌বে? ভারতে-শ্বরী ভিক্টোরিয়া নাই! কি দুর্দ্দিন! কি দুর্দ্দিন!

২ ভা। কি হবে ভাই?

১ ভা। অকূল পাথার! কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছি নে! মহারাণীর মহিমায় ধনী

নিঃশঙ্কচিত্তে দস্যু-ভয় উপেক্ষা ক'রে সুখে নিদ্রা যেতে সক্ষম; পথিক পথে দস্যুভয় করে না; বিদ্যার্থীর নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়; জেলায় জেলায়—পল্লীতে পল্লীতে রাজ-সাহায্যকৃত বিদ্যালয়; অনাথ রুগ্ণের নিমিত্ত হাঁসপাতাল; চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারের নিমিত্ত বিদ্যালয়; ভারতবর্ষের এক অংশ হ'তে অপর অংশ পর্য্যন্ত এক পয়সায় ডাকপত্র বাহক; সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি—বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালার পুস্তক-প্রকাশকের সম্মান; সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রদান; যোগ্যব্যক্তির রাজ-সম্মান; স্বায়ত্ত্বশাসন স্থাপনে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান; দেশীয় শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি মহারাণীর তিরোভাবে কি বিলুপ্ত হবে!

২ ভা। হায় হায়! কি হ'লো,—সমস্ত সুখে কি আমরা বঞ্চিত হ'লেম।

ভারতমাতার আবির্ভাব

ভারতমাতা। না, না—কদাচ নয়। চল—দেখ্‌বে এস, রাজসিংহাসন শূন্য নয় কাঁদ, শোক কর, কিন্তু মনকে প্রবোধ দাও,—রাজ-সিংহাসন শূন্য নয়; মহারাণীর কীর্ত্তিস্তম্ভ কালস্রোতে বিনষ্ট হবে না। করুণাময়ীর করুণাময় প্রকৃতিগঠিত রাজকুমার সিংহাসনে! মাতৃদৃষ্টান্তে দীক্ষিত যুবরাজ মাতার শাসন-দণ্ড ধারণ ক'রেছেন—মাতার উজ্জ্বল রাজ-মুকুট তাঁর শিরে উজ্জ্বল-আভা-প্রদান ক'চ্চে। তবে কাঁদ,—শোক কর। মহারাণী ভারত-সন্তানের নিমিত্ত অনেক অশ্রুজল বিসর্জ্জন ক'রেছেন, শ্রদ্ধা-অশ্রু তাঁর স্মৃতি-কুসুমে বর্ষণ কর। এস, দেখ্‌বে এস, যুবরাজ সিংহাসনে দেখ্‌বে এস। মহারাণীর স্নেহময়ী আত্মা যুবরাজে বিরাজিত দেখ্‌তে পাবে। হা ভগ্নি! হা মহারাণী!!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পল্লী-প্রান্তর

দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও অরাজকতার প্রবেশ

দুর্ভিক্ষ। ভারতমাতা কেঁদে গড়িয়ে প'ড়্ছেন! কাঁদ—কাঁদ—আর কেঁদে উপায় নাই। বার বার আমায় তাড়িয়েছ, এবার বুকের রক্ত শুষে খাব। আর তোমার ছেলেদের কে কোলে নেবে? আর কে চোখের জল মোছাবে? আর কে খাওয়াবে? যেমন হিমালয়ের চূড়োয় ব'সে থাক, তেম্‌নি তোমার ছেলেদের হাড়ে আমি পাহাড় ক'র্‌বো! মরুভূমি—মরুভূমি—সাহারার মরুভূমি তিন দিনে তৈরি হবে। আমাকে দেখে, আঁৎকে উঠে ছুটে গিয়ে মহারাণীকে 'দুর্ভিক্ষ এসেছে—দুর্ভিক্ষ এসেছে' ব'ল্‌তে। সে কাণে আর তোমার দুঃখের কথা যাবে না,—তোমার ছেলেদের দুঃখ দেখ্‌তে সে চোখ আর খুল্‌বে না! তুমি কাঁদ—কাঁদ, আমি নেচে নেচে বেড়াই!

প্লেগ। তুই আমোদ ক'চ্চিস বটে, কিন্তু আমার আমোদ হ'চ্চে না। আমি যখন ইয়ু-রোপে উঁকি ঝুঁকি মার্‌ছিলুম, একদিন দেবদূতেরা গল্প ক'চ্চে শুন্‌লুম, যে, পৃথিবী হ'তে আমাদের তাড়াবার জন্য দেবলোকে ভগবানের কাছে মহারাণী প্রার্থনা ক'রেছিল, মাগী না কি ভগবানের ভালবাসার পাত্রী ছিল। পৃথিবীর দুঃখে কেঁদে ভগবানের নিকট আজ্ঞা পেয়েছিল, 'পৃথিবীতে যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর'। তাই ইংলণ্ডের রাণী হ'য়ে এসে জন্মেছিল। যা শুন্‌লুম—সে বড় মিথ্যে নয়। দ্যাখ্ না কেন, বেটীর তাড়নায় পৃথিবীর কোন্‌খানে আড্ডা গাড়্‌তে পেরেছি!—তুই যেখানে যাস্—খাবার পাঠায়, আমি যেখানে যাই—ডাক্তার পাঠায়।

অরাজক। আর আমি যেখানে যাই—গোলাগুলি পাঠায়।

দুর্ভিক্ষ। আর তো ভিরকুটী চ'ল্‌বে না। আর তো ফিরে সিংহাসনে ব'স্‌বে না!

অরাজক। ঠিক জানিস্ তো—ঠিক জানিস্ তো, খবর তো মিছে নয়?

দুর্ভিক্ষ। আরে দূর, খবরের কাগজ দেখিস্ নি?

অরাজক। আমি খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করি নি। ওরা মরা কাঁঠাল গাছে ফল ফলায়। আগে একবার ছেপেছিল—জানিস্ নি?

প্লেগ। হাঁ হাঁ, শেষ ঢোঁড়া হল। কিন্তু এবার যেন সত্যি সত্যি লাগ্‌চে।

অরাজক। কিসে বুঝ্‌লি?

প্লেগ। আমি তো ভাই, পালাই পালাই ডাক ছাড়্‌ছিলুম। যাবার সময় ভাবলুম, একবার কল্‌কাতাটা ঘুরে যাই; লাট সাহেবের বাড়ী উঁকি মেরে দেখি, লাট সাহেব তার পরিবার—পাথর হ'য়ে গিয়েছে! চাদ্দিকে সেক্রেটারীরে, তারাও সব পাথর! কেউ নড়ে না—চড়ে না—কথা কয় না! বলি ব্যাপারখানা কি? ভাব্‌তে ভাব্‌তে বড়বাজারের বাসায় ফিরে আস্‌ছি, দেখ্‌লুম—সহর যেন ম'রে প'ড়ে র'য়েছে। সাড়া নাই—শব্দ নাই—জোরে কথা নাই, মানুষ যেন কলে চ'ল্‌ছে। ব'ল্‌বো কি বল, মাতাল ব্যাটারা পর্য্যন্ত মদ খাচ্ছে না।

দুর্ভিক্ষ। মদ খাবে, পেটের ভাত আগে জুটুক। উঃ, এইবার শোধ তুল্‌বো। কুকুর খাওয়াবো—শ্যাল খাওয়াবো—ইন্দুর খাওয়াবো, বিড়াল খাওয়াবো—গাছের পাতা খাওয়াবো—পারি যদি নধর ছেলে কেটে খাওয়াবো! মজায় ফির্‌বো, মজায় ফির্‌বো! কেউ কিছু ব'লবার নাই—কেউ কিছু ব'লবার নাই।

অরাজক। দাঁড়া দাঁড়া, আমোদ করিস্‌ এখন। আচ্ছা, তারপর তোর গল্পটা কি শুনি, দেবদূত কি ব'লছিল, পরমেশ্বরের সে প্রিয়-পাত্রী,—পৃথিবীর দুঃখভার বহন ক'র্‌তে ইংলণ্ডের রাণী হ'য়েছিল, তারপর কি শুন্‌লি?

প্লেগ। শুন্‌তে হবে কেন, তারপর প্রত্যক্ষ তো দেখ্‌লুম।

দুর্ভিক্ষ। আরে ভাই, সে দিন গিয়েছে—সে দিন গিয়েছে, আর তো মাগী ফির্‌চে না!

প্লেগ। ফির্‌চে না বটে, কিন্তু তাদের কথা যদি সত্যি হয়, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

দুর্ভিক্ষ। কেন কেন? সে কি স্বর্গ হ'তে আমাদের শাসিত ক'র্‌বে নাকি?

প্লেগ। তারা যা ব'ল্লে, বড় ভয়ঙ্কর কথা! ভিক্টোরিয়া ফিরে গিয়ে ভগবানের চরণে প্রণাম ক'র্‌বে, ভগবান আদর করে নেবেন, কিন্তু যাবার সময় তার দয়া, তার কোমল প্রকৃতি-গঠিত পুত্রের হৃদয়ে রেখে যাবে।

অরাজক। তাই বটে!—সকালে গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌ ক'রে তোপ ছাড়্‌ছিল—আর আমার বুক কাঁপ্‌ছিলো! আমি ঠিক ঠাওরেছি, ইংরেজের কামানগুলো থাক্‌তে আমার ভালাই নাই। এখন দ্যাখ্‌ ভাই, তোরা ফাঁক-তাল্লে যদি কিছু ক'রে নিতে পারিস, ক'রে নে। আমার বরাত তেমন নয়—আমার বরাত তেমন নয়! ঐ দেখ্‌ না, যেমন পাহারাওয়ালা সার্জ্জন ফির্‌তো, তেমনি ফির্‌চে। তবে লুকিয়ে চুরিয়ে যেখানে যা করি, তালুক নিয়ে লাঠালাঠি, গ্রাম জ্বালান, খাজনা লোটা, চুরিটে বাটপাড়িটে, কোথাও কখন রাহাজানিটে এই পর্য্যন্ত। বুকের ছাতি ফুলিয়ে যে বেড়াব, তার যো নাই।

দুর্ভিক্ষ। দয়া রেখে যাবে, দয়া রেখে যাবে! তার যে অসীম দয়া, তার পুত্রের হৃদয়ে ধ'র্‌বে?

অরাজক। ধর্‌বে না,—তারই প্রকৃতি-গঠিত রাজকুমার।

প্লেগ। তার দয়ার সাগর তার ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পৃথিবী ব্যেপেছে। এই বোঝ্‌ না কেন ভাই দুর্ভিক্ষ! যারা ইংরেজী ভাষা শিখেছে, রাণীর সঙ্গে যাদের সুবাদ সম্বন্ধ আছে, তারাই তোরে তাড়াবার জন্য চাঁদা দিয়েছে।

অরাজক। আর এই দ্যাখ, তুই ব'ল্‌ছিস ম'রেছে, আর ঐ ছুঁড়ীগুলো গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এদিক দে আস্‌ছে।

দুর্ভিক্ষ। তুই যেমন গোঁয়ার, তেমনি হাব্‌লা!—গান ক'চ্চে কি কাঁদ্‌চে, তা বুঝ্‌তে পারিস নে? ঐ দেখ, বেটীরে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে আস্‌চে।

(মহিলাগণের প্রবেশ)

গীত

ওমা বঙ্গমহিলার তোমা বিনা
কে আছে গো আর!
রোদন-ধ্বনি শুন্‌লে জননি,
নয়ন-ধারা মুছাও অমনি,
কোথায় গো রাজকুল-নলিনী!
পতিপুত্র নিয়ে রব, বল্‌ মা কার দোহাই দিব,
শুন মা মেদিনী জুড়ে উঠে হাহাকার।
মহারাণি! মেদিনী আজ অনাথিনী,
কৃপাময়ি, এস ফিরে, দেখ ভাসি নয়ন-নীরে,

তুমি তো মনের ব্যথা বুঝ অবলার,
ভিক্টোরিয়া, কোথা মা আমার!

[প্রস্থান।

প্লেগ। যমের বাড়ী—আর কোথায় পাজী বেটীরে! কাঁদ্‌চ—কাঁদ, এখন কাঁদ্‌বার দিন এল, ভারতে এখন কান্না ফুরোবে না। ঘরে ঘরে সেঁধোবো, তোমাদের পতি-পুত্রের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব। দেখি, আমায় কে তাড়ায়।

দুর্ভিক্ষ। আগে দেখ্‌, কোথাকার জল কোথা মরে। এখন মাগী নাই, তার দয়াও উপে যাবে। নয় তো ভারতবাসী অত কাঁদবে কেন? ঐ শুন্‌ছিস নি, শুধু মাগীরা নয়, চারদিকে কান্নার রোল উঠেছে।

প্লেগ। এবার পাকা ম'রেছে বটে। কান্নার সুর বড় জম্‌কে উঠেছে, (অরাজকের প্রতি) শুন্‌ছিস্‌?

অরাজক। আমার কি তা বল? শ্বেতবংশ না নিব্বংশ হ'লে, আমার আর কোন উপায় নাই।

দুর্ভিক্ষ। আমি জান্‌তুম, তুই খুব গোঁয়ার, ভয়েই মলি! বেয়ে চেয়ে দ্যাখ্‌ই না কেন? বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দিবি? ডাক তোর যে যেখানে আছে—খুন, দাগাবাজী, বলাৎকার; তাড়ায়—না হয় তাড়াবে। দেখাই যাক্‌ না কি হয়। কি সুখের দিন—কি সুখের দিন! চার্‌দিকে হাহাকার!

অরাজক। হ্যাঁরে, তবে আমিও ফুর্ত্তি ক'র্‌বো না কি?

দুর্ভিক্ষ। দ্যাখ্‌, তোর যা খুসী। এমন সুখের দিনে মুখ তুব্‌ড়ে বসে আছিস্‌, আমার ভাল লাগে না।

অরাজক। তবে আমোদ করি আয়!

তিনজনের গীত

সোণার ভারত শ্মশান হবে,
কি আমোদের দিন।
ভয় কি ভাই ভিক্টোরিয়া নাই,
আয়, নরক থেকে হে'কে ডেকে,
দৈত্যি দানা জিন॥
আছিস্‌ কে কোথায়—চলে আয়,
আঁদাড়ে পাঁদাড়ে চলে আয়,
আছিস্‌ যে যেথায়,
হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ—হাসির হর্‌রা তোল,
আয়রে গণ্ডগোল, বাজারে ঢোল,
হাত তালি দে নাচি সবে
ধিনাক্‌ ধিনাক্‌ ধিন॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

ভারতমাতা ও স্ত্রীপুরুষগণ

ভারতমাতা। সসাগরা ধরা যে নারী পূজিত,
জগজন-হিত, যার রাজনীত,
যে নামে সুজন সদা পুলকিত,
যার ধ্বজা হেরি দুর্জ্জন কম্পিত,

গীত

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব,
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। যার বজ্রনাদী কামান-গর্জ্জনে,
কম্পিত হৃদয় নরপতিগণে,
সাগর ব্যাপিত জলতরী যার,
যার পরাক্রম মানে পারাবার,

গীত

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব,
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। যাহার পতাকা বিমল উজ্জ্বল,
খ'সে পড়ে হেরি দাসত্ব-শৃঙ্খল,
যে নারীর ভাষে ভিন্ন জাতিগণ,
করে পরস্পরে সখ্য সম্বোধন,

গীত

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

ভারতমাতা। দেশ দেশান্তর হ'তে রাজকর,
অর্ণব তরণী বহে নিরন্তর,
দূরিত অভাব রাজ্যে সমভাব,
সম উচ্চনীচে ন্যায়ের প্রভাব,

গীত

সকলে। নীরব মানব তমাচ্ছন্ন সব
ভিক্টোরিয়া নাই, ভিক্টোরিয়া নাই,
সসাগরা ধরা শোকপূর্ণ তাই।

১ পুরুষ। মহারাণি, ভিক্টোরিয়া, জননি! —সন্তানের প্রতি কেন বিমুখ হ'লে? মা, অশ্রু-ধারা গ্রহণ কর,—অশ্রু-ধারা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।

ভারতমাতা। বৎস, বৎস! তোমরা শোক সম্বরণ কর। মহারাণীর অনন্ত কীর্ত্তি—অনন্ত কালে তাঁর মৃত্যু নাই।

পটপরিবর্ত্তন

সিংহাসনোপরি সপ্তম এডওয়ার্ড
(ভূত-পূর্ব্ব প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্)

চেয়ে দেখ, মহারাণীর রাজপ্রকৃতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সিংহাসনে বিরাজ ক'চ্চেন। বল, জয় জয় ইংলন্ডেশ্বরের জয়! জয় ভারতেশ্বরের জয়! ঐ দেখ, কোটি কোটি জাতি তাঁর সিংহাসন বহন ক'চ্চে।—ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু এক আত্মা, একান্তর, এক অন্তর হ'য়ে রাজ্যেশ্বরের সিংহাসন শিরে ধারণ ক'রেছে।

১ পুরুষ। ভারতসম্রাট, সিংহাসনে তোমায় দর্শনে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্চে। তুমি ভাগ্যবতী মহারাণীর পুত্র—মহারাণী-দীক্ষিত! জনহিত-সাধনে আজীবন রত, মাতৃকীর্ত্তি-কলাপ-রক্ষার ভার তোমার। আমরা দীন ভারত-সন্তান—কৃপা-কটাক্ষ নিয়ত আমাদের প্রতি রাখ্‌বে,—এই আমাদের ভরসা! তোমার ন্যায় আমরা মাতৃ-শোকাতুর। রাজা, সম্রাট! আমাদের সন্তাপিত প্রাণে শান্তি প্রদান কর। আমরা দুর্ব্বল, বাক্‌শক্তিহীন, চির পরাধীন, রাজ-কৃপা ব্যতীত আমরা বিনষ্ট হব। মহারাজ, মহা-সম্রাট! আমরা যথার্থই তোমার কৃপার পাত্র। অশ্রুধারাই আমাদের সম্বল।

সমবেত সঙ্গীত

ব্যাপি স্থলজল, অচল সচল,
ইংরাজ-শাসন সদা বিদ্যমান।
জয় রাজ্যেশ্বর, করুণা-আকর,
নরশ্রেষ্ঠ নর, নরের সম্মান॥
চির পরাধীনা ভারত মাতার
সন্তানের তার, তব প্রতি ভার,
রাজ্যেশ্বরী মাতা, ত্যজিলা সংসার,
একমাত্র তুমি উপায় সবার,
দুখ-পারাবার, কর প্রভু পার,
তব পদে নত কায়মন প্রাণ।
জয় রাজ্যেশ্বর! জয় রাজ্যেশ্বর!
অশ্রুধারে গায় ভারত-সন্তান॥

যবনিকা পতন

দেলদার

[রূপক গীতিনাট্য]

[২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

দেলদার। নেসা (অপ্সর-কুমার)। গহন (রাজকুমার)। সরল (গহনের সখা)। কুহকী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

পিয়াসা (অপ্সর-কুমারী)। ধারা (অপ্সর-কুমারী)। রেখা (ধারার সখী)। কুহকিনী, স্বর-সঙ্গিনী ও ভাব-সঙ্গিনী অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

অপ্সর-লোক

ভাব-সঙ্গিনী অপ্সরাগণ

গীত

চল্ চল্ দুনিয়া দেখে আসি আয়,—
শুনেছি সখের বাজার,
সখ ক'রে পায় যে যা চায়।
বিকোয় সুধা আর গরল,
কুটিল আর সরল,
বিকোয় অনল শীতল জল,
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল;
সুধা ফেলে গরল কেনে
এমন সখ কে কোথা পায়?
কেন সখে জ্ব'লে হয়লো সারা,
সখ হ'লে ত নিভে যায়।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

দুনিয়া—বাগান

নেসা ও পিয়াসা

গীত

পিয়াসা। (আ মরি হায়রে হায়!)
কি জানি কেমন মনের মতন হ'ল না।
বলে না বুঝ্‌তে নারি মনের ছলনা॥
(হায়রে হায়)
নেসা। গেল না ঘোর গেল না,
দিবানিশি থাকি বিভোর।
অঘোরে সদাই ঘুরে
আরো কত লেগেছে ঘোর॥
(হায়রে হায়!)
পিয়াসা। যেথা যাই যায় ত' সেথা,
তবু ত' দেয় সে ব্যথা,
পায় সে ব্যথা দিয়ে,
কে জানে দিবানিশি আছে কি নিয়ে,
স'য়ে স'য়ে ব্যথা পেয়ে রীত ত' গেল না।
কারে চায় কে যেন তার কাছে এল' না॥
(হায়রে হায়!)
নেসা। দিনে থাকি ধাঁধার ঘোরে,
ঘুমের অঘোর রেতে ঘেরে,
কেন বা ঘুরি ফিরি কি ঘোরের ফেরে।
অঘোরে চোখ খোলে না,
কি জানি কি নেশার ঘোর।
কিসে বা নেশা ভাঙ্গে,
এ ঘোরে কি হবে ভোর॥
(হায়রে হায়!

পিয়াসা। বাহবা, নেশা যে হেথায়?

নেসা। বাহবা, বাহবা—তুমি যে হেথায়?

পিয়াসা। আমি তোমার জ্বালায় পালিয়ে এসেছি।

নেসা। আমি তোমার নেশায় এসে প'ড়েছি।

পিয়াসা। ওঃ—এ যে বেজায় নেশার ঘোর!

নেসা। তোমার এত পিয়াসার জোর না হ'লে আমার এ নেশার ঝোঁকটুকু থাক্‌ত' না'।

পিয়াসা। নেশা কাটিয়ে ফেল,—নেশা কাটিয়ে ফেল।

নেসা। তুমি পিয়াসা মিটিয়ে ফেল,—মিটিয়ে ফেল।

পিয়াসা। আচ্ছা—দেখ্‌বে।

নেসা। তুমি তার চেয়ে দেখ্‌বে।

পিয়াসা। কিসে?

নেসা। আমার নেশার ঘোর বইত' নয়,—অঘোরেই যাবে। তোমার পিয়াসার জোরে জ্ব'লে সারা হবে।

পিয়াসা। বাঃ বাঃ, তোমার নেসার যে কতকটা ঘোর কেটেছে, দেখ্‌তে পাই!

নেসা। বুঝ্‌তে পাচ্চ না,—অঘোরেই আছি। এক ছিটে ঘোর কাট্‌লে কি তোমার কাছে থাক্‌তুম,—ছুটে পালাতুম।

পিয়াসা। আমিও বাঁচ্‌তুম,—নিরিবিলি ব'স্‌তুম।

নেসা। বাঃ বাঃ—চন্দ্রমুখী!

পিয়াসা। আচ্ছা,—তাইত' রোদের টুকরো!

নেসা। বড় পিয়াসার জোর যে শুন্‌ছিলুম।

পিয়াসা। বড় নেশার ঘোর—আমিও শুন্‌লুম।

নেসা। সত্যি।

পিয়াসা। আমারই কি মিছে?

নেসা। পিয়াস মেটালে?

পিয়াসা। নেশা কাটালে?

নেসা। অঘোরে থাকি—কিছু বুঝ্‌তে ত' পার্‌ছি নি।

পিয়াসা। পিয়াস মিট্‌লে আর থাক্‌বে কেন?

নেসা। আচ্ছা, তুমি কেন এসেছ?

পিয়াসা। তুমি কেন এসেছ?

নেসা। শুনেছি, দুনিয়ায় এসে নেশার ঘোর বাড়েও,—আর যদি কাটে ত'—দুনিয়াতেই কাটে।

পিয়াসা। আমিও শুনেছি—দুনিয়াতে পিয়াসা বাড়ে, আর মেটে যদি ত'—দুনিয়াতেই মেটে।

নেসা। আজ একটি পুরোণ' কথা মনে প'ড়্‌চে।

পিয়াসা। কি?

নেসা। অপ্সর-লোকে,—এম্‌নি বাগানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। এমনি দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা ক'য়েছি।

পিয়াসা। তারপর কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল—তোমার মনে আছে?

নেসা। তুমি মনে গাঁট দিয়ে রেখেছ',—আমি ভুলে গেছি।

পিয়াসা। বুঝেছি,—ভোলা প্রাণে ঝগ্‌ড়াটুকু ভোলনি, দোষটুকু ভুলেছ।

নেসা। আর তোমার সরল প্রাণে ঝগড়াটুকু ভুলেছ,—নিজের গুণটুকু মনে আছে!

পিয়াসা। আচ্ছা—সে বাগানে আগে কে গিয়েছিল?

নেসা। স্বীকার ক'র্‌লেম, তুমি! আর যে কেউ সে বাগানে যেতে পার্‌বে না,—এমন কি তোমার কড়া হুকুম?

পিয়াসা। যেতে পার্‌বে না কেন? তা কি আমি মানা ক'রেছিলুম! তাই ব'লে আমি আগে এলুম,—আর একজন ফুল তুল্‌বে?

নেসা। যেতে মানা ক'র্‌বে কেন? এখানে দাঁড়াতে পার্‌বে না,—এখানে অমুক ক'র্‌তে পার্‌বে না, সেখানে তমুক ক'র্‌তে পার্‌বে না,—তবে কি আমি আস্‌মানে থাক্‌বো?

পিয়াসা। আমি না হয় একটা ব'লেইছিলুম;—তোমার এতই কি যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালেই নয়?

নেসা। দেখ চাঁদ, তোমার সঙ্গে আর এক তিলও বেড়াই নি, দেশছাড়া হ'য়ে চ'লে এসেছি!

পিয়াসা। আর আমি প'ড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কে'দেছি!

নেসা। তুমি কাঁদ্‌বে ত' পিয়াসায় ম'র্‌বে কে?

পিয়াসা। এখানে আর সে ঝগড়া কেন? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'তে ত'—আমি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলুম!

নেসা। সুধু এক্‌লা পালাও নি,—আমায়ও দেশত্যাগী ক'রেছিলে!

পিয়াসা। নাও, ঝগড়া থামাও! দুনিয়া দেখ্‌তে এসেছি, দেখে যাই।

নেসা। দুনিয়ায় কিছু দেখ্‌লে?

পিয়াসা। দেখ্‌লুম—একটি সুন্দর কুমার আর একটি সুন্দরী কুমারী! কিন্তু বুঝ্‌লুম,—অপ্সর-লোকেও যেমন, এখানেও তেম্‌নি! দুটিতে মিল হ'লে—বড় সুখের সংসার হয়! এ রাজারও একটি ছেলে, এ রাণীরও একটি মেয়ে!—কিন্তু তা হবার যো নেই!—তুমি কিছু দেখ্‌লে?

নেসা। আমিও ওই দু'টি দেখেছি! কিন্তু কি বংশ-অভিমান দেখ্‌চো! রাজা যেচে পুত্রের সম্বন্ধ ক'র্‌বেন না,—রাণীও মেয়ের মনের মতন বর না হ'লে বে' দেবেন না! এই একটু আড়ে পাহাড়ের আড় হ'য়ে গিয়েছে!

পিয়াসা। কিন্তু কুমার কুমারীতে দেখা হ'লে সব মিটে যায়!

নেসা। চোখের দেখায় মিট্‌তো ত' তোমায় আমায় মিট্‌তো! মনে মনে, মন দে দেখা না হ'লে, মনের মত হয় না!

পিয়াসা। সত্যি! এসনা দু'জনে দেখি! —যদি মেলাতে পারি, তা'লে একটি সুন্দর জিনিস দেখে যাব।

নেসা। কাজ মন্দ বলনি, যখন এসেছি—কিছু করি।

দেলদারের প্রবেশ

গীত

ক'রেছি সাধের বাগান সখ ক'রে,—
হেথা নেশা কাটে পিয়াস মেটে,
আমোদ ছোটে তরতরে।
হেথায় পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে
দেখে যে খেলা,
তার যায় মনের মলা,
হেথা ভালবাসায় ভাসিয়ে নে যায়
গুমোর ছলা;
হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান,
ঢেউয়ে ঢেউ ফাঁপিয়ে তোলে ডোবায় অভিমান!
কান ক'রে কি থাক্‌তে পারে,
ভুলে যায় আপন পরে,—
পরের ব্যথা বুকে নিয়ে,
বুকের ব্যথা যায় স'রে।

দেলদার। আসুন—আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য!

পিয়াসা। আপনি কি আমাদের চেনেন?

দেলদার। এই ত' চিনলুম।

নেসা। আম্‌রা কে—কি ভাবে এসেছি—কিছু জান্‌লেন না—শুন্‌লেন না—অম্‌নি আস্‌তে আজ্ঞা হয়—ব'ল্‌লেন?

দেলদার। জেনে শুনে দেলদারি হয় না। ভাল মন্দ জেনে যে দেলদারি করে,—তার দেলদারি নয়—ঝক্‌মারি! আমি দেলদার,—দেলদারি করি, ভাল মন্দ বাছি নে।

পিয়াসা। আম্‌রা দুনিয়া দেখ্‌তে এসে-ছিলুম। যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তা'হলে তুমি একটা দেখ্‌বার চিজ বটে!

দেলদার। দুনিয়ায় সবই দেখ্‌বার;—ওই আর রকম বেরকম নেই।

নেসা। দুনিয়ায় কি সবই ভাল?—মন্দ কিছু নেই?

দেলদার। মন্দ কিছু না দেখ্‌লেই মন্দ নেই,—ভাল না দেখ্‌লেই ভাল নেই! আমি ভালই দেখি—মন্দ দেখি নে।

পিয়াসা। শুন্‌লুম, তোমার এ সখের বাগান।

দেলদার। সখের মত সখ! ভালর সখ,—ভালাই দেখ্‌বার সখ!

নেসা। কি ভালাই দেখে বেড়াও, আমা-দের দেখাতে পার?

দেলদার। তা দেখাতে পারি নে,—ভাল চোখে দেখ্‌তে হয়! তবে আমার সঙ্গে থেকে দেখ্‌তে চাও—দেখ্‌বে এস!

নেসা। ভাল চোখ পাব কোথা?

দেলদার। মনে ক'র্‌লেই পাও,—মন খোলা হ'লেই পাও! এই দেখ আমার মন খোলা,—তাই ভাল চোখে দেখি।

পিয়াসা। তোমার ত' সবই ছে'দো কথা! তোমার আর মন খোলা কোথা?

দেলদার। বোধ হয় তোমার মন বাঁকা,—তাই আমার ছে'দো কথা ব'ল্‌চো,—আমার অতি সরল কথা।

নেসা। কই—তোমার ত' পরিচয় দিলে না?

দেলদার। পরিচয় যা দেবার দিয়েছি!—বেশী পরিচয় কি চাও বল? আমি হেতায় কেন আছি, কি চাচ্চি,—তা শোন। আমি মনের

মিল দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। এক অপ্সরী রাণী, মানুষের ঔরসে, তাঁর একটি কন্যা আছে। নরলোকে তিনি যোগ্যপাত্র পান না ব'লে, বিবাহ দেন না। তাঁর মনে মনে সাধ যে, কন্যার মনের মতন যে হবে, তাকেই তিনি জামাই ক'র্‌বেন।

পিয়াসা। এ আর বেশী কথা কি?

দেলদার। বেশী কথা নয়? তোমার কি মনের মত কেউ হ'য়েছে? এতদিনে যদি তোমার মনের মতন না হ'য়ে থাকে,—তা'হলে জেন',—দেলদার পারে,—আর কেউ পারে না।

নেসা। তুমি মনের মতন জোটাতে পার?

দেলদার। আবার মনে কর ত'—এ বড় সোজা কাজ। মনের মতনই চাও। গুমোর ক'রে দেখ' না,—মনের মতন আছে কি না? মনের গুমোর নিয়ে থাকো ত'—মনের মতন পাবে কি?

পিয়াসা। এ দিকে ত' শুনলুম,—এক অপ্সরী কুমারী আছে, তার মনের মতন জোটাবে! কাকে জোটাবে—ঠিক করেছ?

দেলদার। ঠিক আপনি হ'য়ে আছে। এক রাজকুমার আছেন,—তাঁর বাপের শিক্ষায় তাঁর মনে ধারণা যে, আধিপত্যই জীবনের সার। পৃথিবীতে সুন্দর কিছুই নেই!—আমার কাজও খুব এগিয়ে আছে।

নেসা। বাঃ—তুমি খুব ঘটক! কুমারীর মনের মতন বরই জুটিয়েছ বটে! (পিয়াসার প্রতি) কেমন পিয়াসা?

পিয়াসা। দাঁড়াও কথাটা বুঝি!—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি!

দেলদার। তুমিই কতক বুঝেছ—উনি কিছুই বোঝেন নি।

নেসা। এ কুমারকে কি ক'রে বোঝাবে?

দেলদার। সুন্দর কখনো দেখেনি ব'লে, মনে করে—সুন্দর নেই! কিন্তু দেখ্‌লেই আর সে অভিমান থাক্‌বে না।

পিয়াসা। তুমি ত খুব ঘটক! এ'র ক'নে জোটাতে পার?

দেলদার। যখন উনি, সখের বাগানে এসেছেন, মনে ক'রেছ কি, ওঁর ক'নে জোটাই নি?

নেসা। বাঃ, তোমার খুব বাহাদুরী বটে! কিন্তু এর চেয়ে বাহাদুরী, যদি এর বর জোটাতে পার।

দেলদার। তাও কি ঠিক করি নি!

পিয়াসা। তাই ত আমি ভাব্‌চি, তোমার ঘটকালি কি দেব?

দেলদার। আমি আপনিই পাব। যখন বরের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, মুখ চেপে হেসে, আড় নয়নে দেখ্‌বে,—দু'জনের মুখ দেখেই আমার ঘটক বিদায় পাব।

নেসা। আচ্ছা দেখি, তোমার ঘটকালিই দেখি!

দেলদার। আগে দেলদার হও! তবে ঠিক ঠিক দেখ্‌তে পাবে।

পিয়াসা। কিসে দেলদার হয়?

দেলদার। আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব দিলে।

নেসা। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর।

দেলদার। তুমি যে হও, ঘুর্‌চো—কি চাও ব'লে, দুনিয়া যখন দেখনি, দুনিয়ার ভালমন্দ জান না,—তখন দুনিয়ায় থাক না, আর কোথাও থাক! দুনিয়ায় থাক্‌লে, হয় ভাল—নয় মন্দ একটা রকম জান্‌তে। যেখানেই থাক,—যেখানকারই লোক হও, খুঁজ্‌চো—কি চাও—কি চাও!—কিন্তু কি চাও বুঝ্‌তে পার না,—মনের ঘোরেই থাক। মনের গুমোর! গুমোর ছাড়া আর মনের ঘোর নেই! বল দেখি,—আমি তোমায় ঠিক চিনেছি কি না?

নেসা। হ্যাঁ—তুমি চিনেছ! আমি একজন অপ্সর-রাজকুমার!—অপ্সর-লোকে থাকি। যত রকম সখের জিনিস হয়, দেখেছি। কিন্তু দেখলুম,—সখের জিনিস কোনটাই নয়!' তাই উদাস হ'য়ে এক রকমে দিন কাটাই! আমি ভাবি,—এই আমার মনের ঘোর! তোমার ঠেঁয়ে শুনলুম তা নয়! মনের ঘোর—মনের গুমোর। আর ঘোর নেই! আমি সত্যি ব'ল্‌চি, এ কথা এখন আমি বুঝ্‌তে পারিনি!

পিয়াসা। মনের ঘোর ত' মনের গুমোর! মনের পিয়াসা কি জান?

দেলদার। সেও মনের গুমোর! তুমিও দুনিয়ার নও,—তাও বুঝেছি। আপনার মুখের ছবি দেখেছ, মনের ছবি দেখনি! যা দেখছ,—তাইতে মেতে থাক'! ভাব—আর

তোমার মতন কেউ হবে না। মনের ছবি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, চাও যদি,—তা পাবে।

পিয়াসা। সত্যি, তুমি যা ব'লেছ! আমিও অপ্সর-কুমারী। শুনেছিলুম, দুনিয়ায় এসে পিয়াস মেটে, তাই এসেছি।

দেলদার। দু'জনে মন খুলেছ,—এখন দেখ্‌বে এস। যদি এমনি সরল প্রাণে, সরল মনে দেখতে পার,—নেশাও কাট্‌বে, পিয়াসও মিট্‌বে।

নেসা, পিয়াসা ও দেলদারের গীত

নেসা ও পিয়াসা। দুনিয়ায় একথা আজগুবি।
পিয়াস নেশা সখে মেটে,
হয় যদি হায় কেয়া খুবি॥
দেলদার। নয়নে নয়নে হানে,
দেখে যে দেখ্‌তে জানে,
চলে না প্রাণের টানে বহুত বেকুবি।
নেসা ও পিয়াসা। দেখে শুনে বুঝি আগে,
আছে কি না কারচুবি॥

[নেসা ও পিয়াসার প্রস্থান।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া

ভাব-সঙ্গিনী অপ্সরাগণের প্রবেশ ও গীত

(হোগা) তোম্‌সে হাম্‌সে দোস্তি
এ দোস্তিকা দুনিয়া।
নেহি আঁখি ঘুমাও, চাও চাও চাও,
দরদ্‌ কি কেও কুচ দিয়া লিয়া॥
হাম্‌তো ইয়ার, হাজের তেয়ার,
কাহে ফারাক্‌ রাখো, হুয়া হায়রাণ দেখো,
মায়তো কভি নেহি গুনাকিয়া॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

পিয়াসা ও স্বরসঙ্গিনীগণ

গীত

কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী।
তারার হারে তাই ত সেজে,
দেখ্‌তে এ'ল যামিনী॥
যামিনী মোহিনী বেশে,
দেখে চাঁদ যায় ভেসে হেসে,
তাই মেদিনী মনোমোহিনী,
গরবে আমোদিনী!
রাখ্‌তে শশী, রাখ্‌তে নিশির মান,
অবোলা পাখীর মুখে গান,
গানে গানে মিলিয়ে সমান,
ঢালবো তান-তরঙ্গিণী॥

[প্রস্থান।

সরল ও গহনের প্রবেশ

সরল। দেখ্‌ দেখি,—হরিণ তাড়া ক'রে কি ফ্যাসাদ ক'র্‌লি!

গহন। কি ফ্যাসাদ রে?—এ মৃগয়া উপবন,—এ ত' আর জঙ্গল নয়।

সরল। হুঁ!—এই বুক বেঁধে আছ! এঁচেছ বুঝি—বাপের বনে বাঘে খায় না। হালুম ক'রে ডেকে এসে, তোমার রাজারাজড়া মান্‌বে না।

গহন। হেথা বাঘ কোথা রে পাগল!

সরল। বাঘের বাবা ওই হরিণ!

গহন। হরিণ বাঘের বাবা কি রে?

সরল। তুমি মনে ক'রেছ বুঝি সত্যি হরিণ! হরিণ সেজেছে! তবে আর ছাই গান কি শুন্‌লি!

গহন। ওরা কে জানিস্‌?

সরল। ওরা হরিণ সাজে!

গহন। কি ছাই ব'ল্‌চিস্‌!

সরল। ওই যে ব'ললুম তোমায়! গল্প শোন নি,—যে হরিণ সেজে, গহন বনে রাজপুত্রকে পেছু পেছু নিয়ে যায়। তার পর তাড়া ক'রে গেলেই, একটা বাড়ীতে নিয়ে গে পোরে! তারপর আর কি!—

গহন। তারপর কি?

সরল। তারপর সেথা থেকে কে ফেরে, যে ব'লবে বল?

গহন। দূর মূর্খ!

সরল। মূর্খ বই কি—আর একটু থাক! সূক্ষ্ম বুদ্ধি বেরুবে এখন! ওই আবার আস্‌ছে,—পালাই চ'! উঁহুঁ পালান হ'ল না! যখন একবার চোখোচোখী ক'রেছে, তখন পাক্‌ দিয়ে নাচাবে, তবে ছাড়্‌বে!

গহন। আবার রইলি যে? চল্ না পালিয়ে যাই!

সরল। তুমি পালাও,—আমার পা ভেরেছে!

গহন। কোন দিকে গানটা হ'লো বল্ দেখি,—বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। সুন্দর বামা-কণ্ঠে গান!—চ' চ'—দেখিগে।

সরল। তোমার সখ থাকে চল, আমি নারাজ। হরিণ সেজে এসেছিল,—তারপর আস্‌মানে গেয়ে গেল।

গহন। পাগ্‌লাম ক'রিস্‌নে, আয় আয়, খুঁজে দেখিগে।

সরল। আর তোমায় খুঁজ্‌তে হবে না,—তারা আপ্‌নারাই খুঁজে আস্‌ছে।

দেলদার, ধারা, রেখা, নেসা, পিয়াসা এবং স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

স্বর-স-গণ। ফুল আপনি গেঁথেছে মালা
তোড়া ক'রেছে।
মধুর অধর খুলে, মধুর হাসি ধ'রেছে॥
লতায় বাঁধা ফুলের থোবা,
মৃদুল দোলায় বায়,
তার ফুলের সনে মাখামাখি
ধীরে লাগে গায়;
যেন একতানে কি গান উঠেছে—
যেন একতানে গান উঠে হায়,
মিলিয়ে যায় কোথায়!
রবে নীরবে এ গান,—
শোনে যে সখে ভাসায় প্রাণ,
নেসা ও পিয়াসা। মান অপমান
মনের গুমোর হ'রেছে,
সখ ক'রে যে সখের মালা প'রেছে॥

[দেলদার, ধারা, নেসা, পিসায়া ও স্বরসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

গহন। মরি মরি—কি সুন্দর!

[প্রস্থান।

সরল। ওঃ—এটা আজ মরিয়া হ'য়েছে! আমার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই! এই খানেই থাকি—আড়াল থেকে দেখি! কিন্তু আমার প্রাণটাও যেন মরিয়া মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ছে,—সামনেই পা টান্‌চে! (রেখার নিকটে আগমন)—এই যে, এ দিকেই! এবার হ্যাঁচ্‌কা টানে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়্‌ব দেখ্‌চি।

রেখা। তুমি আসবে না?—চলনা,—সখের বাগানে যাই।

সরল। পালাব না কি? উঁহু—সাধ্য কি! একদম পা ভেরে দিয়েছে।

রেখা। ভাব্‌ছ কি?

সরল। তোমাদের মধ্যে ভাল হরিণ সাজে কে?

রেখা। হরিণ সাজে কি?

সরল। বলনা বলনা,—আর পালাবার ত' যো রাখ নি! এই যে হরিণটার পেছু পেছু আমরা এলুম?

রেখা। তবে সে আমি সেজেছিলুম?

সরল। আচ্ছা—আমায় ত' ডেকে নিয়ে যাচ্চ;—তার পর ত' ভেড়া ক'র্‌বে?

রেখা। হুঁ!

সরল। ক'টি ক'রেছ?

রেখা। কত।

সরল। কোথায় রাখ?

রেখা। কেন—ভেড়ার গো'লে!

সরল। তুমি কাছে এস?

রেখা। রোজ—দু'বেলা।

সরল। তবে ভেড়া ভেড়াই সই—চল।

রেখা। আমি ত' সব কথা ব'ল্‌লুম; আচ্ছা তুমি বল—তোমাদের মধ্যে ভাল্লুক সাজে কে?

সরল। ভাল্লুক কি?

রেখা। বুনো ভাল্লুক—বুনো ভাল্লুক?

সরল। ওঃ—দম্‌বাজী হ'চ্চে—ঠাট্টা হ'চ্চে?

রেখা। তুমি ভাল্লুক সাজ' না?

সরল। না, তোমার দিব্যি না; আমি ও জানিই নি, তবে ভেড়া সাজাও ত' সাজ্‌বো।

রেখা। এ্যাঃ—তুমি মিছে কথা কও! সখের বাগানে যাওয়া তোমার কর্ম্ম নয়।

সরল। খুব কর্ম্ম—দেখ না!

রেখা। তোমায় নিয়ে যাবে কে বল?

সরল। আর নিয়ে যাবে কে!—আমি আপ্‌নিই যাব।

রেখা। তবে তুমি যাও,—আমি যাব না,—আমি হেথা থাক্‌ব'!

সরল। ওঃ—কি রস গো! তবে আমিই কেন যাব? আমিও হেথায় থাক্‌ব'!

রেখা। আমি হরিণ হ'য়ে পালাব'।

সরল। দেখ দেখ,—ওইটি ক'রো না! তুমি বেজায় লাফ্ মার—আমি ভাল দৌড়ুতে পারি না।

রেখা। আমি হরিণ হলুম ব'লে,—নইলে বল কে ভাল্লুক সাজে?

সরল। না ব'ল্লে হরিণ হবে?

রেখা। নিশ্চয়!

সরল। লাফ্ ঝাড়বে?

রেখা। তার আর কথা আছে!

সরল। তবে আমিই সাজি।

রেখা। কই সাজো!

সরল। এখন ভেড়া হ'য়েছি,—ভাল্লুক সাজ্‌বো কি ক'রে বল?

রেখা। কই ভেড়া হ'য়েছ—দিব্যি মানুষ আছ'!

সরল। ও মানুষও আছি,—ভেড়াও হ'য়েচি,—না তুমি ভেবো না।

উভয়ের গীত

রেখা। যদি বাঁধ্‌তে পারি, তবে বাঁধন পরি।
আল্‌গা বাঁধনে পাছে খুলে যায় ডুরি॥
সরল। তাই ডরি!
রেখা। নিয়ে নারীর ছল চাতুরী,
বিনিয়েছি চিকণ ডুরি,
বুঝ্‌তে নারি—সে ডুরি সাধ করে পরি,—
দেখি দেখি পারি হারি—সাধ করে তো ধরি,
দিয়েছি ধ'রতে ধরা—
সরল। মরি কি করি!

সরল। উঃ—পাক দিয়ে নাচালে! (রেখার পলায়ন) পালিও না—পালিও না,—আমি ছুট্‌তে পারি না!—ও হরিণ সাজা পা!—ঝাঁক্‌কে ঝাঁক্ উধাও হ'ল!—আমায় ও সেরে গেল! এখন মেড়া হ'য়ে বনে চরি! ওগো, ওগো,—যদি কাছে থাক তো শোন: যদি ভাল্লুক সাজাবার সখ হ'য়ে থাকে, ত' সাজাও।—আমি নারাজ নই! না,—সে পালাল!

নেসার প্রবেশ

নেসা। তুমি কে?

সরল। আর ঠিক ঠাওর পাচ্চি নি,—তুমি ব'ল্‌তে পার তো দেখ।

নেসা। সে কি!—তুমি কে ঠাওর পাচ্চ না?

সরল। তোমার জোরে ত' ঠাওর পাব না। তুমি খানিক এখানে থাক না,—তা'হলে তুমিও ঠাওর পাবে না—তুমি কে?

নেসা। কেন?

সরল। কেন!—খানিক দাঁড়িয়ে থেকে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘোচাও না! সে এসে নয়না হান্‌লেই বুঝে নেবে! আচ্ছা, আমি না হয় ফেরে প'ড়ে এখানে এসে প'ড়েছি।—তুমি এখানে কেন?—তুমিও কি হরিণ তাড়া ক'রেছিলে না কি?

নেসা। আমি ঠাওর পাচ্চি নে,—আমি অঘোরে আছি।

সরল। তবে—তোমারও বরাতের জোর বুঝে নিয়েছি! এস—দু'জনে বনে চরি।

নেসা। আমি হেথা থাক্‌বো না, চ'লে যাব।

সরল। আমিও যাব যাব কচ্চি,—যাবার যো কি? পথটি পানে চেয়ে আছি। বন্ধু—প্রাণে মেরে গেল!

নেসা। কে?

সরল। হরিণ আর কে? তোমার সে হুঁসও বুঝি নেই।

নেসা। না,—আমি বেহুঁস হ'য়ে আছি! আমি কে জান?

সরল। আর বেশী জান্‌তে হবে কেন? উল্লুক, ভাল্লুক, ভেড়া, মেড়া যা হয় একটা হবে!

নেসা। আমি নেসা।

সরল। এ আবার কি নূতন জানোয়ার!

নেসা। আমার নাম নেসা।

সরল। হুঁ হুঁ বুঝেছি!—আমি যেমন উল্লুক না ভাল্লুক!

নেসা। তবে তো তুমি ঠিক বুঝেছ!

সরল। তুমি হেথা ক'দ্দিন আছ?

নেসা। এই বছর দুই!

সরল। ও তো মাঝে মাঝে আসে?

নেসা। আসে,—আবার চ'লে যায়।

সরল। আচ্ছা—আমিও র'য়ে গেলুম। দেখ দেখ, আর এক জানোয়ার ঘুরুচে!

দেলদারের প্রবেশ

তুমি হেথা কদ্দিন?

দেলদার। আমি হেথা থাকি।

সরল। ব'ল্‌তে পার—সে আর আস্‌বে কি?

দেলদার। যদি সখ হয় তো আস্‌বে।

সরল। তার তো খুব জানোয়ারের সখ!—আমাদের তিন তিন্‌টেকে ফেলে থাক্‌বে কি?

দেলদার। সব সখের উপর কথা।

সরল। আচ্ছা—তোমায় কি সাজায়?

দেলদার। যা সখ হয়।

সরল। বলি, সখটা কিসের হয় শুনি! এই আমি উল্লুক, ইনি নেসা,—

দেলদার। আমি দেলদার!

সরল। আমি ভেবেছিলুম—কচ্ছপ!

দেলদার। তা না হ'লে তুমি উল্লুক হবে কেন?

সরল। আচ্ছা, তুমি কি ব'ল্লে,—তুমি দাগা ষাঁড় না কি?

দেলদার। হুঁ।

সরল। তোমায় কি ক'র্‌তে হয়?

• দেলদার। চ'র্‌তে হয়।

সরল। সে তো আমাদেরও হ'চ্চে! আর কি ক'র্‌তে হয় বল?

দেলদার। ফুলের মধু খেতে হয়।

সরল। না খেলেই নয়?

দেলদার। না বেলকুল নয়।

সরল। কেন?

দেলদার। সখ।

সরল। আচ্ছা—এ তো একটা! আর কি ক'র্‌তে হয়?

দেলদার। পোয়াটাক চাঁদের সুধা খেতে হয়।

সরল। এও সখ?

দেলদার। হ্যাঁ।

সরল। আর কি ক'র্‌তে হয়?

দেলদার। মলয় হাওয়া ধ'রতে হয়।

সরল। এও সখ?

দেলদার। হ্যাঁ।

সরল। আর কি ক'র্‌তে হয়?

দেলদার। দু' আঁজ্‌লা ফুলের রেণু মাখ্‌তে হয়।

সরল। এ কি সখ?

দেলদার। হ্যাঁ। তোমায় কি ক'র্‌তে হয়?

সরল। ঠিক জানি না! বোধ হয় ডাল ধরে ঝুল্‌তে হয়, আর উকু উকু ক'র্‌তে হয়।

দেলদার। তোমারও কি সখ?

সরল। না—প্যাঁচে প'ড়ে!

দেলদার। আচ্ছা, তুমি তারে দেখ্‌তে চাও?

সরল। তুমি দেখ্‌তে চাও, না শুন্‌তে চাও?

দেলদার। এ সখ, না প্যাঁচে পড়ে?

সরল। এ সখও বটে, প্যাঁচে প'ড়েও বটে!

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

দেল। এসো না আমোদ জান না—
মন টানে কেন মনের কথা মান না?
খোলা মন খোলা কথা কয়,
শুন্‌লে কথা বুঝ্‌বে তখন মিছে কথা নয়!
স্বর-স-গণ। যে ম'জ্‌তে করে ভয়,
পদ্ম ফেলে ম'জ্‌তে পাঁকে হয়,—
প্রাণে যদি বাঁক থাকে বুঝিয়ে আন না।
আমোদের টানে টানে প্রাণকে টান না॥

[নেসা ও পিয়াসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পিয়াসা। দুনিয়ায় কি দেখ্‌লে?

নেসা। দেখ্‌লুম বটে, কিন্তু কিছু বুঝ্‌লুম না।

পিয়াসা। যেন বুঝি বুঝি মনে হয়, আবার যেন গুলিয়ে যায়!

নেসা। কিছু কি বুঝেছ?

পিয়াসা। যেন মনে হয়—এতদিন কিছু বুঝিনি।

নেসা। ঠিক। শেষ দেখে যাব, কি হয়!

পিয়াসা। আমিও তাই মনে ক'রেছি।

গীত

পিয়াসা। মনে যার নাইকো অভিমান,—
সে কেবল রাখ্‌তে পাবে এ বাগানের মান।
সখে গড়া সখের বাগান—সখে মিলে প্রাণ!

নেসা। সখের নেশা,
পিয়াসা। সখের পিয়াসা,

নেসা। সখ থাকে তো নেসা ছোটে,
পিয়াসা। সখ থাকে ত পিয়াসা মেটে,
উভয়ে। দুনিয়ায় সখ ক'রে যায়—
ধ'র্‌লে সখের টান!

দেলদার ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

দেল-স্বর-গণ। যার সখ থাকে,—
তার দুনিয়া সখের—
ঘোচে মনের কান,—
বুকের উপর ব'য়ে যায় সমান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন

ধারা ও গহন

গীত

ধারা। কি যেন মনের মতন নয়।
কে জানে কি যেন হ'লে মনের মতন হয়॥
ধারা কেন আসে চোখে,
একি তুফান খেলে বুকে,
ঘন শ্বাস বহে কেন কে জানে কি অসুখে!
কাটে দিন সুখে কি দুখে,—
নিয়ত কি বারি যাচে পিয়াসী হৃদয়!

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

ওলো সাম্‌নে বারি পিয়াস মেটা না।
এ বারি যায়রে কেনা, দিয়ে আপনি কেনা,
ছেড়ে মনের দোটানা!
পিয়ে প্রাণ ঠান্ডা হবে,
কেনা দিয়ে কেন্‌না তবে,
বোঝ না চায় কি হৃদয়—চাবে কি তবে!
পিয়াসায় লাজ কি বাধে,
জল সাধে কি পিয়াস সাধে,
এ জলে গা ঢেলে দে' সরম টোটা না।

ধারা। কি দেখ্‌ছ'?

গহন। তোমায় দেখ্‌চি।

ধারা। আমায় কি দেখ্‌ছ'?

গহন। এমন কখনো দেখিনি,—কি দেখ্‌ছি,—কেমন ক'রে ব'ল্‌বো?

ধারা। তুমি গান গাইতে জান?

গহন। জানতুম—অনেক জিনিস জানি,—এখন দেখ্‌ছি কিছুই জানি না।

ধারা। তুমি কি ব'ল্‌ছ'?

গহন। জান্‌তুম,—লোক শাসন ক'র্‌তে হয়, লোকপালন ক'র্‌তে হয়,—যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়,—মৃগয়া ক'র্‌তে হয়,—সকলের উপর আধিপত্য ক'র্‌তে হয়। আজ জান্‌লেম,—পূজা ক'র্‌তে হয়—দাস হ'তে হয়।

ধারা। সত্য,—আমারও মনে হ'চ্চে,—পূজা ক'র্‌তে হয়, দাসী হ'তে হয়!

গহন। ব'লো না—তুমি পূজা ক'র্‌বে—তুমি দাসী হবে? আমার অন্তরে বাজে! আমি কি তোমায় কোথাও দেখেছি?

ধারা। মনে হয় না,—কি জানি!—তুমি জান কি?

গহন। আমারও মনে হয় না,—কি জানি! যেন দেখেছি! না,—তা'হলে পূজা শিখ্‌তেম,—আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'ত!—অন্তর বিনত হ'ত!—কারো মনে ব্যথা দিতে পার্‌তেম না!

ধারা। দেখা হয় নি তবে!

গহন। তুমি কি এই উপবনেই থাক?

ধারা। হ্যাঁ,—মা আমাকে দেলদারের কাছে থাক্‌তে ব'লেছেন—হেথায় আমোদে থাক্‌বো বলে।—আমোদেই থাকি—কে জানে কেমন থাকি!

গহন। তুমি আপনি জান না?

ধারা। না,—তুমি জান—তুমি কেমন আছ?

গহন। সত্য—না।—আমি কোথায় আছি—আমি কেমন আছি—আমি কি হ'য়েছি—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না!

ধারা। এখন বুঝেছ'—এ কেমন, কিছু বোঝা যায় না। কি ছিলুম কি হ'য়েছি—কিছুই যেন মনে হয় না।

গহন। তুমি কি কুমারী?

ধারা। হ্যাঁ—আমার মনের মত বর হ'লে, বে' হবে।

গহন। কেউ কি তোমার মনের মত হয় না?

ধারা। কি ক'রে জান্‌বো বল? কি হ'লে মনের মত হয়,—তা তো কেউ আমায় ব'লে দেয় নি! মনের মত কেমন—তা ত' কখনো জানি না!—কি ক'রে ব'ল্‌বো বল?—তুমি তোমার মনের মত কি জান?

গহন। সকলই মনের মত দেখ্‌ছি।

ধারা। তোমার কেমন হ'য়েছে!—আমার মন কেমন ক'চ্চে—আমি চ'ল্লুম। আমার মনের মত হয় নি,—হবে কিনা জানি না।—কি ব'ল্লে? সবই তোমার মনের মতন; আমি বুঝ্লুম, তোমার মনের মত কিছুই নয়। কি, জানি না, —কিন্তু তোমার কথায় মনে হলো যে,—মনের মত একটা হয়।—কিন্তু তোমার যখন সবই মনের মত, তখন আমার মনে হ'চ্চে,—এখানে তোমার কিছুই মনের মতন নয়!

[ধারার প্রস্থান।

গহন। একি মোহিনীতে আচ্ছন্ন হ'লেম! একি সত্যই কোন কুহক! দেখ্তে দেখ্তে কোথায় চ'লে গেল! বনদেবীরা কি এইরূপ খেলা করেন? সুন্দর—সুন্দর বস্তুই বটে!

এতদিন কিছু দেখিনি সুন্দর,—
সুন্দরী দেখিনি তাই;
সুন্দর সুন্দর, অতি মনোহর,—
সুন্দরে মিলা'য়ে যাই!
সুন্দর এ বন, তরু লতাগণ,—
সুন্দর পাখীর গান,
সুন্দর সুন্দর, খেলে শশীকর,—
সুন্দর ফুল বয়ান।
সুন্দর যামিনী, সুন্দর মেদিনী,
অনিল সুন্দর চলে,—
সুন্দর নয়নে, সুন্দর নেহারি,
সুন্দরী হেরিছে ব'লে।
এই ত' কুসুম, এই উপবন,—
এম্‌নি চাঁদিনী রাতি,—
গাহিয়াছে কত, বিহগ-বিহগী,—
কাননে আমোদে মাতি।
ছিল না নয়ন, ছিল না শ্রবণ,
দেখিনি শুনিনি আগে,
সুন্দর নয়ন, সুন্দর শ্রবণ,
সুন্দর হৃদয়ে জাগে।

নেসা, পিয়াসা ও দেলদারের প্রবেশ

গীত

নে, পি, দে। ছোটে না মেটে না ঘোর
তর তর তর।
তর্ তর্ তর্ তর্ তর্ তর্ চলে
কত খেলে হেলে দুলে,—
নেসা পুরা পুরা, নেসা ভরা ভরা, গর গর গর॥
দুর্ দুর্ গুর্ গুর্ ভোরপুর,
টল্ টল্ ঢল ঢল ঝিমিকি ঝিমিকি চলে,
মানা মানে না, মজে তো বোঝে না,
চল চল নেসা স্রোতে বহে জোর—
গমকে দমকে দর দর দর॥
পিয়াসা। পিয়াস নেসা সমান,
বুঝ্লে বুঝি মজে বুঝি প্রাণ,
পিয়াসে আন্‌চান, প্রাণ আন্‌চান,
তেম্‌নি ঘোর তেম্‌নি জোর—
নে, পি, দে। ধীরে ধীরে ধীরে জোর—
পর পর পর॥

গহন। এরা কা'রা? এদের জিজ্ঞাসা করি, —তারা কোথায় গেল? আপনারা ব'ল্‌তে পারেন—যুবতীরা কোথায় গেল?

দেলদার। পারি।

গহন। কোথায় গেল?

দেলদার। ব'ল্‌বো না।

গহন। কেন?

দেলদার। সখ।

গহন। বলুন না ম'শায়?

দেলদার। আচ্ছা তুমি—আমি যা জিজ্ঞাসা করি—বল'?

গহন। জিজ্ঞাসা করুন।

দেলদার। তোমার নাম কি?

গহন। গহন।

দেলদার। এমন সৃষ্টিছাড়া নামও তো শুনি নি।

গহন। আমার গহন বনে জন্ম হয়,—সেই কারণ আমার নাম গহন।

দেলদার। তোমার বে' হ'য়েছে?

গহন। না।

দেলদার। তোমার সঙ্গে যে আর একটি ছিল,—সে কে?

গহন। সে আমার বন্ধু, তার নাম সরল।

দেলদার। তুমি কে?

গহন। ওইটি মার্জ্জনা করুন।

দেলদার। আচ্ছা।

গহন। বলুন—তা'রা কোথা' গেল?

দেলদার। ওইটি মার্জ্জনা করুন।

গহন। সে কি ম'শায়, আমি এত কথা ব'ললুম!

দেলদার। আপনিও জিজ্ঞাসা করুন, আমি আপনার ডবল কথা ব'ল্‌ছি।

গহন। আপনি পরিহাস ক'চ্চেন?

দেলদার। হ্যাঁ।

গহন। আপনার সঙ্গে তো পরিচয় নেই,—আপনি পরিহাস ক'চ্চেন কেন?

দেলদার। সখ! আর পরিচয়ও তো হ'লো।

গহন। আপনি ব'ল্‌বেন না?

দেলদার। না।

গহন। তুমি তো বড় খারাপ লোক হে!

দেলদার। হ্যাঁ।

গহন। পাগল না কি?

দেলদার। হ্যাঁ।

গহন। আচ্ছা তা'রা কো'থা জান?

দেলদার। জানি।

গহন। কিন্তু ব'ল্‌বে না?

দেলদার। না। কেন জান? সখ।

গহন। তোমার এ নচ্ছার সখ!

দেলদার। হ্যাঁ।

গহন। খালি, "হ্যাঁ হ্যাঁই" ক'চ্চ যে?

হেলদার। হ্যাঁ।

গহন। তুমি সাদা কথা কইতে জান না?

দেলদার। না,—কেন জান? সখ।

গহন। আচ্ছা তুমি কে?

দেলদার। আমি।

গহন। সে তো তুমিও আমি,—আমিও আমি! তোমার কিছু পরিচয় নেই?

দেলদার। তোমার কিছু পরিচয় নেই?

গহন। আছে। তোমায় পরিচয় দেবো কেন?

দেলদার। ওইটুকু বুঝ্‌লেই হয়,—আমিই বা তোমায় পরিচয় দেবো কেন?

গহন। এ কে? কে হে—কে তুমি?

নে,পি,দে। চুপ!

গহন। কেন?

নে,পি,দে। চুপ!

দেলদার। চুপ কর, আমি শুন্‌তে পাই নি।

গহন। কেন!—তুমি তো দিব্যি শুন্‌তে পাও।

নে,পি,দে। চুপ!

দেলদার। চুপ!—আমি কথা কইতে পারি নে।

গহন। তুমি কে হে? এই দিব্যি কথা ক'চ্চ!—কথাটা শোনই না।—তুমি যেন শুন্‌তেই পাও না, কথা কইতে পার না?

নে,পি,দে। চুপ!

দেলদার। চুপ!—না।

গহন। খালি, "চুপ চুপ" ছাই ক'চ্চ কেন?

দেলদার। সখ।

গহন। এখানে তোমার এ সখ ধ'র্‌লো কেন?

নে,পি,দে। চুপ!

গহন। আবার চুপ কেন? অনেক তো হ'লো!

দেলদার। আমি রেগেছি।

গহন। বেশ ক'রেচ,—খুব ক'রেছ!—রেগে দু'টো কথা কও।

দেলদার। দেখ্‌চো না,—পায়চারি ক'র্‌চি,—এখন কথার সময় নয়।

গহন। রেগেচ' কেন?

দেলদার। খুব রেগেচি।

গহন। আচ্ছা—রাগ বাপু, রাগ!

নে,পি,দে। চুপ!

গহন। আবার চুপ কেন বাপু?—আমি তো চ'লে যাচ্চি।

দেলদার। যেতে পাবে না। উঁহু কিছুতেই নয়!

গহন। তোরা কে রে?—এমনটা ক'চ্ছিস্ কেন?

নে,পি,দে। চুপ!

গহন। বনের বানর আর কি!

দেলদার। বনের গাড়ল আর কি!

গহন। কি বল্লি?

দেলদার। তুমি সব সুন্দর দেখ, কারো মনে ব্যথা দিতে পার না,—আমাকে কেমন সুন্দর দেখ্‌চো?

গহন। ম'শায়,—মার্জ্জনা করুন;—আমি বর্ব্বর!

দেলদার। আপনি রাজকুমার।

গহন। আপনি আমায় চিনেছেন,—কিন্তু আর সে গৌরব আমার নেই।

দেলদার। চিনেছি বই কি? গহন বনে

জন্মেছিলেন ব'লে,—আপনার নাম গহন। আপনার মাতৃ-বিয়োগে, বাপ প্রতিপালন ক'রেছেন,—কঠোর শিক্ষায় ভাব্‌তেন—সুন্দর আবার কি?

গহন। আপনি সবই জানেন!—কিন্তু আর কেন সে কথা! আমি এ বাগানের মালীর পদ, আমার রাজপদের সহিত বিনিময় ক'র্‌তে এখনই প্রস্তুত। এ সুন্দর বাগানে আমি সুন্দরী দেখেছি, দেখে—সুন্দর-সাগরে ভেসেছি!

দেলদার। কি, তুমি মালী হ'তে চাও?

গহন। আমি তো বল্লেম।

দেলদার। তা হও না—বাধা কি?

গহন। আপনি কে?

দেলদার। আমি দেলদার।

গহন। সত্যই বটে—নইলে এ বাগানে থাকেন!—আপনিই কি ওই সুন্দরীর রক্ষক?

দেলদার। আমি দেলদার,—আর আমার কিছুই পরিচয় নেই।

গহন। আপনি আর একবার আমায় দেখাবেন?

দেলদার। যদি তুমি তোমার পণ রাখ। এ সখের বাগান, তুমি সখ ক'রে পণ ক'রেছ' —মালী হবে। এখন তুমি মালী। এখন আর অন্য পরিচয় নেই।—এ যদি মনে রাখ, তবে আমার সঙ্গে এস।

গহন। মালী হ'লে, তারে দেখ্‌তে পাব?

দেলদার। প্রাণ ভোরে! সে ফুল ভালবাসে, তারে ফুল যুগিও। এস, আমার সঙ্গে এস।

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

ভাল সম্‌জে চল, ফুলের যোগান দেওয়া ভার।
পারে, মন বুঝে ফুল যোগান দিতে,
যে জন হুঁসিয়ার॥
তুল্‌লে ফুল দরদ ক'রে,
তবে যোগান মনে ধরে,
আদরের ফুল না হ'লে, একে হবে আর!
বুঝে মন চেয়ে বদন,
তারি যোগান মনের মতন,
যে জানে যোগান এমন, কদর ভারি তার॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

ধারা ও রেখা

গীত

উভয়ে। এ কি লো বুঝ্‌তে নারি সই,—
হ'য়েছিল কেমন কেমন, তেমন যেন নই!
কে যেন কাছে থাকে, কে যেন সদাই ডাকে,
কি কথা লুকিয়ে রাখে, মন বলে—সই কই?
সরমে বুঝ্‌তে নারে,
ফুল দেখে আর দেখে কারে,—
পাখীর স্বরে বারে বারে, চায়লো ফিরে ওই!
কিরণে ছবি আঁকে, বুকে ছবি লুকিয়ে রাখে,
চমকে ছুঁলে মলয়, জ্বালায় সারা হই!

ধারা। ছিঃ ছিঃ একি একি, যত ভুলে থাকি,
ততই ভুলিতে নারি,
না জানি নয়ন, হ'য়েছে কেমন,
বদন নেহারি তা'রি!
পূরে না ত' সাধ, হেরিয়ে বিষাদ,
বিষাদ যতন করি,
একি সাধে বাদ, বিষাদের সাধ,
সাধে সাধ হৃদে ধরি!
ছিল না যাতনা, ছিল না বাসনা,
বিবশে বাসনা চলে,
ফিরাইতে চাই, পাছু পাছু যাই,
ভাসিয়ে নয়ন-জলে!
কি হয় কি হয়, সদা মনে ভয়,
মন বোঝে কেউ পাছে,
আভাসে বুঝিয়ে, মরমে মজিয়ে,
শরমে ডুবিয়া আছে!
একি নব রসে, থাকিতে স্ববশে,
পরবশ মন চায়,
মনের মতন, হয় কি আপন,
মন মনোমত চায়!

রেখা। অত কে খতায় বল?
মন যদি চায় সঙ্গে চল'।
যেতে সই, ভয় যদি হয়,
এমন ত' নয়,—না গেলে নয়।
মন চেয়েছে, দেখি কেমন!

ফির্‌বো, না হয় মনের মতন।
যা হয় হবে, নিই তো খেলে,
মনের স্রোতে দিই গা ঢেলে!
মন বশে নয়, দেয় না ধরা,
তোলাপাড়া মিছে করা!

গীত

ধারা। মনের মতন চিনেছ ত' মন!
না জানি স্বজনি, তারি হব কি মনের মতন!
আমি তো তারে নেহারি ভুবন রহি পাশরি,
অবশে বুঝিতে নারি, মনের মতন তারি কেমন!
যতন মাখা বদনে, সবারে তার ধরে মনে,
আমি তার হব কেমনে, সর্ব্বস্ব ধন সে যেমন!

গহনের প্রবেশ

গহন। আমার সহিত, সবই বিপরীত,
পাষাণ কোমল কলি!
পাষাণে সলিল, নাহি বহে তিল,
মধু আশে আসে অলি।
ডরে কুরঙ্গিণী, গহন বাসিনী,
বালার সঙ্গিনী বনে,
পাইয়ে তরাস, পাখী ছাড়ে বাস,
পাখী ফেরে এর সনে!
আমার বয়ান, হেরে কাঁপে প্রাণ,
এরে হেরে প্রাণ ফোটে,
কোমল কঠিনে, মিলিবে কেমনে,
তবে কেন মন ছোটে!

আমার মনে হ'চ্ছিল, তোমায় একটি জিনিস দেখাব। তুমি দেখ্‌বে?

ধারা। চল না,—দেখ্‌বো না কেন?

গহন। আমি একটি গাছ পুঁতেছি?

ধারা। বেশ ত'—বেশ ত', আমি গাছ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি। তুমি যখন পুঁতেছ, বোধ হয় অতি সুন্দর গাছ!

গহন। না,—কাঁটা গাছ।

ধারা। কাঁটা গাছে ত' গোলাপ ফোটে।

গহন। ফোটে।—কিন্তু আমি এ কাঁটা গাছে ফুল ফোটাতে জানি না। যদি তুমি ফুল ফোটাও ত' ফোটে।

ধারা। ফুল ত' আপ্‌নি ফোটে, আমি ত' ফুল ফোটাতে জানি না!

গহন। জান—না জান, আমার বোধ হয়, তুমি মনে ক'র্‌লেই ফুল ফোটাও।

ধারা। তুমি কেন এমন মনে কর?

গহন। শুনেচ কি—আমার গহন বনে জন্ম? আমি জন্ম-স্থান দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। দেখ্‌লেম—অতি গহন বন! সেখানে প্রকৃতির ছবি, আমার মনের ছবির সহিত তুলনা হয় মাত্র। কণ্টকময়, হিংস্রক জন্তুর কোলাহল, আমার জন্মস্থানের উপযুক্ত! সেই কঠোর বনে আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, পুরুষের কঠোর কোলে পালিত, পুরুষের কঠোর দীক্ষায় দীক্ষিত। কা'রো রোদন দেখ্‌লে আমার ঘৃণার উদ্রেক হ'ত। ভাব্‌তেম, মানুষে কাঁদে কি ক'রে? ঘৃণা হয় না! এত কি দুঃখ সংসারে আছে যে, পীড়ন ক'রে চক্ষে জল আনে? রণস্থলে উত্তপ্ত বালু-শয্যায় প'ড়ে দেখেছি—চক্ষে জল আসে নাই, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে চক্ষে জল আসে নাই, অন্নাভাবে লুক্কাইত-ভ্রমণে চক্ষে জল আসে নাই, বন্দী-অবস্থায় চক্ষে জল আসে নাই! আজ আমি কি ভাবে আছি—জানি না,—কেন আমার চক্ষে জল আস্‌ছে! এমন আমি কেন হ'য়েছি? আশা করে, কণ্টক বৃক্ষে ফুল ফুট্‌বে ভাবচি—এ আশায় কি নিরাশ হব'?

ধারা। আমি জানি না—তুমি কি ব'ল্‌ছ? —তুমি আপ্‌নাকে কঠিন ব'লে পরিচয় দিলে, —শুন্‌লুম—বিশ্বাস কর্‌লুম। কিন্তু মন বুঝ্‌লো না! তোমার কমল-নয়নে প্রসন্ন চাহনি,—তোমার প্রফুল্ল বদনে প্রসন্ন হাসি, —তোমার প্রশান্ত বক্ষে যে প্রসন্ন কমল প্রস্ফুটিত হয় নাই,—এ আমার মন বোঝে না! মন তোমায় মনের মত দেখেছে,—আর কঠিন কেমন ক'রে ভাব্‌বে! চল, দেখ্‌বে—তোমার কাঁটা গাছে আপ্‌নিই ফুল ফুটেছে! তোমার হাতে যেমন ফুল ফুট্‌বে, আর কারও হাতে তেমন ফুট্‌বে না,—তোমায় দেখে আমার ত' মনে এই হয়! মন ত' দেখ্‌ছে, আমার হৃদ্-পদ্ম তোমায় দেখেই ফুটেছে!

গহন। কি—কিঁ—কি?

ধারা। চল,—তোমার কাঁটা গাছ দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সরলের প্রবেশ

রেখা। এই যে আস্‌ছে!

সরল। দেখ, আমি এসেছি; তোমায় দেখ্‌তে এসেছি! ফিরে চে'য়ে কথা কও না?

রেখা। কে তুমি?

সরল। সেই যে আলাপ হ'ল!

রেখা। তুমি কেমন মানুষ? আমি একা মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে র'য়েছি, তুমি কি না বল্‌ছ, 'কথা কও না,—ফিরে চাও না,—আলাপ হ'য়েছে!'

সরল। আমি কি আর মিছে কথা ব'ল্‌চি,—তুমি একবার ফিরেই দেখ না!

রেখা। কে তুমি?

সরল। আরে সেই যে,—ভেড়া ক'র্‌তে চেয়েছিলে?

রেখা। যাও যাও,—মিছে ব'কো না।

সরল। আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই ভুলে গেলে?

রেখা। নিশ্চয়!

সরল। তোমার এ কি রকম ভুল?

রেখা। ভুলেছি,—তার আর কি ক'রব বল?

সরল। তা আর কি কর্‌বে?—ফের আলাপ কর!

রেখা। কেন,—তোমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বো না।

সরল। এই ত আলাপ কর্‌চ,—ঝঙ্কার না দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বল না?

রেখা। তুমি যদি না চ'লে যাও, আমি হেতা থাক্‌বো না।

সরল। তা যাও না।—আমি বুঝে নি'ছি—তুমি হরিণ নও। আমি পেছনে পেছনে দৌড়ে যেতে পার্‌বো।

রেখা। তুমি পাগল না কি?

সরল। সে একরকম হ'য়ে গে'ছি!

রেখা। আচ্ছা, তুমি যাবে ব'ল্‌লে,—যাও না কেন?

সরল। আচ্ছা, তোমার হাত ধরি,—তুমি যাও দেখি?

রেখা। আমি ত' আর তোমার হাত ধরিনি।

সরল। হাত ধরনি,—আঁত ধ'রেছো! দেখ্‌চ' না, দূর দূর কর্‌চ,'—এক পা স'র্‌তে পাচ্চি নে!

রেখা। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এসেছ' কেন?

সরল। আমি জানি না, তুমি সেটি ব'লে দাও।

রেখা। আমায় তুমি কখনও দেখনি,—আমিও তোমায় কখন' দেখিনি। দেখা হ'লো—হ'ল! তারপর আমিও এলুম, তুমিও চ'লে যেতে পার্‌তে।

সরল। আমিও তো চ'লে এসেছি।

রেখা। তোমার কি বাড়ী-ঘর-দোর কিছু নেই?

সরল। সে তুমি ভাসিয়ে দে'ছ।

রেখা। ছিঃ, আমি কি ক'রলুম বল?

সরল। সে বল আর না বল,—মনে বুঝে দেখ! তুমি ঝঙ্কারই কর, চিন্‌তেই না পার, আর সত্যিই যদি হরিণ হ'য়ে লাফ ছেড়ে পালাও,—আমার মন ছেড়ে যেতে পাচ্চ না! এখন তুমি থাক আর যাও, অত ভাবি না। আমি ত' সঙ্গে থাক্‌ব', তা' হলেই হ'ল!

রেখা। আমি তোমায় সঙ্গে রাখ্‌বো কেন?

সরল। হুঁ রাখ্‌বে! আমার মন বুঝেছে—রাখ্‌বে! তুমি যে ভুলবে, এ কথা ভুলেও আমার মনে আস্‌ছে না। কায়মনোবাক্যে যে তোমাকে দেখ্‌তে চায়,—তাকে তুমি কেমন ক'রে ভুল্‌বে? আমি মানুষ হ'য়ে যে বোধ ছিল না,—তোমার উল্লুক হ'য়ে আমার সে বোধ হ'য়েছে। আমি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি,—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! তুমি যেতে চাচ্ছিলে যাও,—আমি আর ভাবিনি।

রেখা। আচ্ছা, আমি যদি না যাই?

সরল। তারপর—

রেখা। আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি?

সরল। তারপর—

রেখা। আমি যদি তোমায় দেখ্‌তে ভালবাসি?

সরল। তারপর—

রেখা। "তারপর কি"—তুমি বল না?

সরল। তুমি বেশ গুছিয়ে বল্লে বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পার্‌বে না।

রেখা। কেন? তুমিও ত' আমার সঙ্গে থাক্‌তে চাও, দেখ্‌তে চাও—এই!

সরল। চেপে যাও—চেপে যাও! আমি যদি কি চাই, তোমায় বলি—শুন্‌তে শুন্‌তে তুমি বেজার হবে; কিন্তু আমার—আজীবন ব'ল্লেও ফুরোবে না! তুমি জান না,—মনের কথা শোন' নি,—মন যে কি চায়, তা ব'ল্‌তে পার্‌বে না।

রেখা। আর আমি যদি মনের কথা শুনে থাকি!

সরল। ঠিক শোননি, ধোঁকায় আছ। ঠিক শুন্‌লে আমার মত সরল হ'তে!—সরল চাহনিতে আমার সঙ্গে সরল কথা কইতে!

রেখা। সরল না হ'য়ে বেহায়া হ'তেম! যেচে যেচে—তোমার কাছে যেতেম!

সরল। ওইটি বোঝ'নি। আমি কি তোমাকে যাচ্‌তে দিতেম্‌। যদি যাচ্‌তে দিতেম, তা'হলে যেচে আস্‌ব' কেন? তোমায় পাই আর না পাই, আমি চিরদিনই তোমার কাছে থাক্‌বো।

রেখা। তবে, তোমার কাছে থাক্‌বো না!

সরল। যাও না,—আমি ত' তোমাকে মানা করি নি।

[পশ্চাৎ গমন।

রেখা। তুমি কোথায় আস্‌চ'?

সরল। মানা কর—সঙ্গে যাব না,—আমি আর এক দিকে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেলদার, পিয়াসা, নেসা ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

সোহাগের ধার তো ধারে না।
ফিরিয়ে দিলে ফিরে গেলে ধর'তে পারে না॥
ফির্‌তে জানে না পাছে,
ফিরিয়ে দিলে যায় না কাছে,
মন বুঝে যে চলে না—
তার রীত তো সারে না।
যে মনে জোর করে না,
জোর বিনে সে মন হরে না,
যে জোর করে তায় প্রাণ দিতে তো
নারী হারে না॥

[স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

পিয়াসা। কি দেখ্‌লে?

নেসা। এত দূর তোমায় আমায়, অপ্সর-লোকে দেখেছি। মনের গরল ঢাল্‌লে এখনি আগুন জ্ব'ল্‌বে।

দেলদার। সরল প্রাণে জ্ব'ল্‌বে না।

পিয়াসা। জ্বলে না জ্বলে,—আমিও বিষ ঢেলে দেখ্‌বো।

দেলদার। বিষ ঢাল—তোমারই বিষ থাক্‌বে না,—এ সখের বাগানে একটি পাতাও শুকোবে না।

নেসা। কিসে জান্‌লে?

দেলদার। বিষ ঢেলে অমৃত পাবে,—আর ত' বিষ থাক্‌বে না।

পিয়াসা। তোমার ত' সবই ছেঁ'দো কথা।

দেলদার। ঘট্‌কালিতে একটু ছেঁ'দো কথা চাই বই কি?

পিয়াসা। ঘটকালি ক'রে আমার বর জোটাচ্চ না কি?

দেলদার। হ্যাঁ।

পিয়াসা। আর ওঁর ক'নে?

দেলদার। তাও জুটিয়েছি।

পিয়াসা। (নেসার প্রতি) তবে তোমার বরাত ফিরেচে—তোমারও ক'নে জুট্‌বে।

নেসা। তোমার কি মনে হ'চ্চে—জুট্‌বে না? তোমার যদি বর মেলে, আমারও ক'নে মিলবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হবে না।

পিয়াসা। তা কি জানি।

নেসা। তুমি জান আর না জান,—আমি একটু একটু জান্‌চি।

পিয়াসা। কি, আমার বর জুট্‌বে—না তোমার ক'নে জুট্‌বে?

দেলদার। দুই-ই, আমার ঘটকালি তুমি কতক বুঝেছ।

নেসা। উনিও কি বোঝেন নি।

পিয়াসা। আমি অমন আধাআধি বুঝি না।

নেসা। তা বুঝবে কেন?—বুঝলে যে পিয়াসা মিটবে!—তুমি জবাব দিলে না—আমারও নেসা ছুট্‌বে!

পিয়াসা। আমি এমন তোমার মত মিছে কথা বলি না।

নেসা। এই যে ব'ল্‌চ?

পিয়াসা। চল—চল, দেখ্‌বে না বক্‌বে!

নেসা। দেখতেই তো এসেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি—বক্‌ব'! তোমায় দেখে কেমন চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি নি।

পিয়াসা। তোমার তো খালি ঠেসের কথা!

নেসা। না,—আর আমার ঠেসের কথা নেই,—সাদা কথা।

দেলদার। কেমন ঘটকালি দেখেছ'?—সাদা কথা ব'ল্‌তে শিখেছ'! (পিয়াসার প্রতি) তুমিও শিখেছ,—বল্‌চ' না।

পিয়াসা। বাঃ—বাঃ, তুমি বেশ ঘটক!

দেলদার। তোমার বাহবা নিলেম,—মাথায় ক'রে রাখ্‌লেম।

নেসা। কি বল,—আমিও বাহবা দেব?

পিয়াসা। সে তুমি জান',—আমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

নেসা। তুমি যা ব'লবে,—তাই ক'র্‌বো।

পিয়াসা। আগে এস,—বিষ ঢেলে দেখি!

নেসা। আমার আর বড় সখ নেই।—তা' তুমি ব'লচ', তোমার কথা শুনবো।

পিয়াসা। বড় আত্মি-সো' হ'য়েছ যে!

নেসা। সত্যি,—হ'য়েছি।

দেলদার। বিষ ফুরিয়ে এসেছে। আর যে টুকু আছে, ঢেলে দেখ না,—তা'হলেই আর বিষ থাক্‌বে না।

পিয়াসা। আচ্ছা দেখি।

দেলদার। বিষ ঢেলে যদি সুধা না পাও,—আমিও দেলদারি কাজ আব কর্‌ব' না।

[দেলদারের প্রস্থান।

নেসা। বিষ ঢাল্‌তে বল্‌চ' বটে, কিন্তু দেখ্‌চি—আমার আর তেমন বিষ নেই।

পিয়াসা। নেই আবার!—তবে আর কার ভরসায় বিষ ঢাল্‌তে যাচ্চি। আমি যত পারি আর না পারি, তোমার বিষেই জ্ব'লে যাবে।

নেসা। সত্যি—আর তোমার বিষ নেই?

পিয়াসা। আমার তো বিষ কোন কালেই নেই,—তোমার বিষেই জ্বলি!

নেসা। আচ্ছা—আর কি আমার বিষ আছে?

পিয়াসা। একেবারেই ছেড়েছ? তুমি যে একেবারেই বিষ ছাড়তে পার্‌বে,—এমন তো আমার মনে হয় না।

নেসা। মনে কর না—বিষ ছেড়েছি।

পিয়াসা। দেখ, জ্ব'লে জ্ব'লে এক রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে আছি,—আবার যদি মনে ক'রে নূতন জ্বালায় জ্বলি।

নেসা। তা আর জ্ব'ল্‌বে না। আমার তো আর জ্বলন নেই,—তা তোমায় জ্বালাব কি ক'রে?

পিয়াসা। তুমি জ্বালাও কি ক'রে—আমি কি ক'রে ব'ল্‌বো? কিন্তু আমার আর জ্ব'ল্‌তে সাধ নেই।

নেসা। আমারই কি আছে?

পিয়াসা। সে বলব' এখন। এখন দেখিগে চল।

নেসা। তুমি যাও, আমার এইখানেই কাজ—দেখছ' না কে আস্‌চে?

[পিয়াসার প্রস্থান।

সরলের প্রবেশ

কি হে, কেমন আছ?

সরল। ঠিক জানি নি।

নেসা। তুমি সত্যই ব'লেছ। আমি তোমার সঙ্গে তখন পরিহাস ক'চ্ছিলেম, কিন্তু তুমি ঠিক বুঝেছ,—মেয়ে মানুষে জানোয়ার করে বটে!

সরল। কিন্তু তুমি এইটুকু বোঝ নেই,—যদি কেউ মানুষ হয়,—তা সেই জানোয়ার হ'য়েই মানুষ হয়।

নেসা। তুমি কি উল্লুক হ'য়ে মানুষ হ'য়েছ?

সরল। হ্যাঁ। তুমিও যদি ওম্‌নি উল্লুক হ'তে,—তুমিও মানুষ হ'তে।

নেসা। তোমার কথা আমিও বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার মত আমিও হ'য়েছিলুম, কিন্তু বিষের জ্বালায় আজীবন জ্ব'লে মলুম! আমিও ভাল বেসেছি, কিন্তু বুঝেছি

যে,—সাপকে ভালবাসা ভাল, তবু মেয়ে মানুষকে নয়।

সরল। কোথায় কি গোল বাধিয়েছিলে আর কি, তাই জ্বলচ'!

নেসা। আমি তারে দেখ্‌বার জন্য দিবা-নিশি ঘুরতুম। দেখাও দিত,—আমি পদানত হ'লেও কখনো একটি মিষ্টি কথা বল্‌ত না, —আমায় ঝঙ্কার দিয়ে চলে' যেত!—মনে হ'লে সে জ্বালা এখনো জ্বলে উঠে!

সরল। ছিঃ ছিঃ—তুমি জ্ব'ল্‌লে কেন? ঝঙ্কার দিলে ব'লে সে কি পর হল? আমার ত ঝঙ্কার বড় মিষ্টি লাগে। যদি ঝঙ্কার না দিয়ে চ'লে যাবে,—তা'হলে আমি তার পায়ে ফির্‌বো কেন? পায়ে পায়ে ফেরবার্ কি সুখ,—তা তুমি জান না।

নেসা। কত ফিরেছি—তোমায় কত বল্‌ব'! আর কিছু কি প্রাণ চায় না? খালি কি পায়েই ফির্‌বো?

সরল। আচ্ছা, তোমার সব কথাগুলো শুনি;—তুমি এক জনকে ভালবাস্‌তে,—তার পায়ে পায়ে ফির্‌তে। সে ঝঙ্কার দিত'—তুমি কি ক'র্‌তে?

নেসা। ফিরে চ'লে আস্‌তুম—আবার যেতুম!

সরল। চ'লে আস্‌তে?

নেসা। সে ঘৃণা ক'র্‌ত,'—তাচ্ছিল্য ক'র্‌ত,'—ফিরে চাইত না।

সরল। আর?

নেসা। আর কি ক'র্‌বে বল?

সরল। আর তো কিছু নয়!—আমি যদি হ'তেম,—তা হ'লে কি ক'র্‌তেম জান,—কত ঘৃণা ক'র্‌তে পারে দেখতেম,—কত পায়ে ঠেল্‌তে পারে—দেখ্‌তেম। দুঃখ কর্‌তেম না—তাকে নিয়ে ত' থাক্‌তেম।—তাতে তো মন মেখে থাক্‌ত'!

নেসা। আমি কত সাধ্য-সাধনা ক'রেচি,—কত কেঁদেচি,—তার উত্তর কি জান?—"মাধবীলতা কখনো আমড়া গাছে ওঠে না।" সে সুন্দরী, সে আমার যোগ্য নয়,—আমি তার যোগ্য নই। ভালবাসায়—এ সব কথায় মন চটে কি?

সরল। আমি বুঝলুম—সত্যই তুমি তার যোগ্য নয়। তুমি যদি তারে সুন্দরী দেখ্‌তে, তা'হলে আর আপনাকে সুন্দর দেখ্‌তে না। তুমি যদি তারে গুণবতী দেখ্‌তে,—তা'হলে আপ্‌নাকে নির্গুণ মনে ক'র্‌তে! তুমি যদি তারে ভালবাস্‌তে,—তাহ'লে মনে ক'র্‌তে,—সেও তোমায় ভালবাসে,—কুরূপ, নির্গুণ ব'লে ভালবাসে,—তুমি তার যোগ্য নও ব'লে ভালবাসে। এ সব কথা মন ব'লে দেয়,—কিন্তু সরল মনে ব'লে দেয়।

নেসা। তার পর শোন,—তার পর আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ হ'ল—সে দেশত্যাগী হ'য়ে চ'লে গেল।

সরল। গেলেই বা! ভাব্‌লে পর হবে?—তোমায় সে চায় না?—তাহ'লে তুমি ভালবাসা জান না! ভালবাসায় ফুল তুল্‌তে চায় না, আপনি দেখে—আর পরকে দেখায়। ভালবাসায় প্রাণ ভরা থাকে—সকলকে বলে—ভালবাস! যে তাকে ভালবাসে,—তারেও ভালবাসে,—রিষ করে না! ভালবাসায় রিষ থাকে না। তোমার ভালবাসা—এ ভালবাসা নয়! ভালবাসার নাম বিকাস!—হৃদয় প্রস্ফুটিত হয়! তাতে মধু থাকে—গরল থাকে না।

নেসা। তুমি পাগল!

সরল। তবে আর আমায় কি বোঝাবে?—আমি ত' বুঝবো না!

নেসা। আমি বোঝাচ্চি না,—আমার দুঃখের কথা ব'ল্‌চি।

সরল। আমি তোমায় বলি,—"আহা! ভালবাসার আভাস পেয়েছিলে—ধ'রে রাখ্‌তে পার নেই। যদি তোমার মনে জ্বালা থাকে—জুড়োবার চেষ্টা কর! যেথায় পাও—তারে খুঁজে দেখ! তার কাছে মার্জ্জনা চাও! জানু পেতে জোড় হাত ক'রে বল,—যে আমি বর্ব্বর—তুমি মার্জ্জনা কর। তোমার ঘৃণার মান আমি রাখ্‌তে পারি না। নারীর মান রাখ্‌তে শেখ'—মনের অত জ্বালা থাক্‌বে না। যাও—যাও, হেথায় থেকো না,—যেথায় সে আছে, যাও।

নেসা। তুমি যে যাচ্চ না?

সরল। আমার সে কাছেই আছে। সে জানে, আমি বর্ব্বর!—আমায় সে মার্জ্জনা করে। সে মনে জানে, আমি তার অভিমানের

মান রাখ্‌তে চেষ্টা করি। পারি না পারি, অত ধরে না! তুমি বল্‌চ'—যাই।

[প্রস্থান।

নেসা। সত্য কথায় ত' বিষ ঢাল্‌তে পারলেম না। এখন রিষের বিষ ঢেলে দেখি,—জ্বলে কি না?

গহনের প্রবেশ

ম'শায়, আপ্‌নাকে আমি খুঁজ্‌ছিলুম।

গহন। কেন?

নেসা। আমায় একটি স্ত্রীলোক ভালবাসে। কিন্তু সত্যি ভালবাসে কি না—বুঝ্‌তে পারি না। সে সকলকে যত্ন করে,—আদর করে,—সকলেই তার মনের মতন। কেবল আমিই পর! কিন্তু সবাই বলে—আমায় সে ভালবাসে! এই কি তার ভালবাসা? আমার মনে হয়,—হয় সে সকলের সঙ্গে ছল করে, নয় আমার সঙ্গে ছল করে! সকলকেই সে ভালবাসে,—তাতে আমার মনে হয়—কাকেও সে ভালবাসে না! আবার মনে হয়,—আমায় যদি ভালবাসে, তবে আমার সঙ্গে অমন করে কেন?

গহন। তোমায় সে ভালবাসে।

নেসা। তবে কি ধারা আমায় ভালবাসে?

গহন। ধারা?

নেসা। কেন—আপনি শিউরে উঠ্‌লেন কেন? তিনি একটি অপ্সরী-কন্যা! মানবের ঔরসে জন্ম। এই উপবনেই থাকেন।

গহন। এই উপবনেই থাকেন?

নেসা। কেন ম'শায়,—বিস্মিত হ'চ্চেন কেন?

গহন। (স্বগত) যদি সত্য হয়,—আমি চ'লে যাই! কোথায় চ'লে যাব?—এ যে দারুণ দাসত্ব!

নেসা। (স্বগত) এই যে রিষের আগুন ধ'রেছে! (প্রকাশ্যে) কি ভাব্‌চেন? আমার কথার জবাব দিন। সে বনে কেন আছে জানেন?—মনের মত খুঁজে নিতে। আজ পরিহাস ক'রে ব'লেছিল যে, আমি তার মনের মতন।—কেমন মনের মতন জান—যেমন কে এক মালী—তার মনের মতন।

গহন। তুমি মিথ্যাবাদী।

নেসা। (স্বগত) একি!—এরই মধ্যে বিষ উড়িয়ে দিলে না কি? (প্রকাশ্যে) তুমি ত' অতি রূঢ়!

গহন। আমি যা হই,—তুমি স'রে যাও। তুমি তার সখের উপবনে আছ, এইতে আমার হাতে নিস্তার পেলে!—নচেৎ তার নামে তুমি মিথ্যা কথা ব'লেছ,—তোমার জিহ্বা আমি উৎপাটন ক'র্‌তেম।

নেসা। আমি কে জান?

গহন। জানি আর না জানি—তুমি স্ত্রীলোকের নামে অপবাদ দাও,—তুমি অতি হীন ব্যক্তি! তুমি নিকটে থাক্‌লে আমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

পিয়াসা ও দেলদারের প্রবেশ

দেলদার। কি ম'শায়,—কি ভাব্‌চেন?

নেসা। বড় ফ্যাসাদে ফেলেছেন,—পুরোনো কথা ঝালিয়ে তুলেছেন।

দেলদার। বিষ ঢেলেছ?

নেসা। বিষ ঢেলেছি—কিন্তু অমৃত ত' পাই নি!

দেলদার। আগে বিষ ফুরুক,—অমৃত পাবে।

নেসা। যেটুকু আছে, তবে সেটুকু ঢেলে দেখিগে।

গীত

দেলদার। উঠেছে সুধা আগে,
তেতো হ'য়ে হ'ল গরল।
নে ও পি। বিষে যদি না যায় জ'রে
প্রাণটা তখন ক'র্‌ব সরল॥
দেলদার। ভেবো না—সে ত' হবে না,
পিয়াসা। সাধ্‌বো যেচে অত সবে না,
নেসা। দেখ্‌চি তত গুমর রবে না,
নে, পি, নে। অনলে জল পড়ে ত—
ভাঙ্গ্‌বে ছল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যানের অপর পার্শ্ব

পিয়াসা ও রেখা

পিয়াসা। এমন কি রাগ ক'রে কেউ বলে না? আমি ব'লেছিলুম, "সরে যাও!"—অমনি

সে রাগ ক'রে চ'লে গেল!—আর কি ক'র্ব বল?

রেখা। কি আর ক'র্বে?—জ্ব'লে সারা হবে—যেমন হ'চ্চ! আমি হ'লে কি ক'র্তুম জান,—রাগাতে রাগাতে পেছনে পেছনে যেতুম,—হাততালি দিতুম,—ব'ল্তুম,—"দুয়ো! —রেগে পালাল!" এই ভরা যৌবনে ব্যাটা ছেলেকে যত্নে বেঁধে রাখ্তে পার্লিনে? ভালবাসায় খারাপ ভাল কি লা?

পিয়াসা। সে যদি না ভালবাসে,—তাকে কি আমি জোর ক'রে বাসাব?

রেখা। যেখানে জোর চলে—জোর ক'র্বি! যেখানে পায়ে ধ'র্তে হয়,—পায়ে ধর্বি,—যেখানে সাধতে হয়—সাধ্বি,—যেখানে মান ক'র্তে হয়—মান ক'র্বি! নারী হ'য়ে গুমোর ক'রে মান ক'র্তে যাবি,—জ্ব'ল্বি না ত' কি ক'র্বি? আমাদের মান কিসের? এ কথা কি বুঝিস্ না,—পুরুষে মান রাখে কি? পুরুষের ত' চঞ্চল স্বভাব—একটুকুতে চঞ্চল হয়। যত্ন ক'রে স্থির ক'রে না রাখ্লে স্থির থাক্বে কেন? মান সাজ্লে যদি মান কত্তিস্—সে মানও ভাঙ্গ্তো!—অপমান হ'য়ে সে তোর মান রাখ্বে কেন বল্?

পিয়াসা। তুই ত' ভাই আমার সকল কথা শুন্লি নি,—আপনিই ছড়া কাটাতে আরম্ভ ক'র্লি।—আর তোকে বলাও মিছে! তোর বুক ভরা আছে—তোকে সে ভালবাসে! কিন্তু হায়—আমারও একদিন বুক ভরা ছিল, আমিও মনে মনে এই কথা ব'ল্তুম! কিন্তু হায়—সে কথা ফুরিয়েছে!

রেখা। সে কা'র দোষ?

পিয়াসা। আগে শোন,—তার পর তুমিই বিচার কর',—আমি তাকে না দেখ্লে থাক্তে পারতুম না। যেখানে সে থাক্ত'—ছলা ক'রে তার কাছে যেতুম!—যেচে তার সঙ্গে কথা কইতুম। একদিন ব'লেছিলুম,—"তুমি স'রে যাও"! তাতেই চ'লে গেল। ব'লে গেল,—"জন্মেও তোর আর মুখ দেখ্বো না!" ভালবেসে সয়—আর কত সয় বল?

রেখা। তুমি কি উত্তর দিলে?

পিয়াসা। আমি ব'ল্লুম,—সে ত' ভালই,—তুমি কি আমার যোগ্য! আম্ড়া গাছে কখনো কি মাধবীলতা উঠে,—তুমি তা কখনো ভেবো না।

রেখা। তুমি মনে ক'র্তে,—তুমি মাধবীলতা,—সে আমড়া গাছ! এ দু'য়ে তো কখনো মেলে না, তোমাদের মিল্বে কি? মাধবে মাধবী ওঠে।

পিয়াসা। আমি কি সত্যই ব'লেছিলুম,—রাগ ক'রে ব'লেছিলুম।

রেখা। তোমার মনের ধারণা না হ'লে এ উপমা তোমার আস্তো না। তুমি নারীর রূপের গুমোর কি তা জান না? রূপের গুমোর কি তা জান?—পুরুষে আদর করে, তাই তার গুমোর! সুন্দর চোখে পুরুষ দেখে ব'লে—তাই নারী সুন্দর! নচেৎ বনের ফুলের মত ফুটে শুকিয়ে যেত! কেউ জান্তো না, কেউ দেখ্তো না! নারীর গুমোর পুরুষ—আর কিছু নয়।

পিয়াসা। আমিও ওমনি ম'জেছিলুম! কিন্তু যে আমায় চায় না, সে ত' আপন হয় না।

রেখা। চায় না? আপন হয় না? কে কার পানে চায়! কে কার যেচে আপন হয়? ওদের কি আর কাজ নেই যে, তোমার পানে চেয়ে থাক্বে? তুমি চাওয়াতে পার—চেয়ে থাক্বে, আপনার ক'র্তে পার—আপন হবে।

পিয়াসা। দেখো—ভুলো না! আমি তোমায় সতর্ক ক'র্চি, ভুলো না। ও বিষম ছল—তুমি বোঝ না। ও জ্বালাই সার, ভাববার কথাই সার!

রেখা। আর যা ক'র্তে বল, তা পার্বো, ম'জ্তে মানা কর, তা পার্বো না! ভুলেছি, মজেছি,—এখন মানা শুন্বো কি ক'রে? অনেকক্ষণ তারে খেপাই নি, আমি চ'ল্লুম। সে আমার—আমি নিশ্চয় জানি। এ যদি ভুল হয় —শত জন্ম আমার এ ভুল থাকুগ্।

স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

ছিঃ ছিঃ এ ভুল না ত' কি সই!
আপ্নি বিকিয়ে কেন পরের হ'য়ে রই?
না বুঝে সঙ্গে চলে, ভুল বল' আর কারে বলে,

চায় কি না চায়—সম্‌জে দেখে—
মন চলে সই কই?
এ ভুলের মোহন ছাঁদে,
ভুল্‌তে এ ভুল প্রাণ যে কাঁদে,
আদর ক'রে ভুল-বাজারে, ভুলের ব্যাসাত বই!

ধারার প্রবেশ

পিয়াসা। (স্বগত) সোজায় চ'ল্‌লো না! ছল ক'রে দেখি, রিষের বাতি জ্বলে কি না? (প্রকাশ্যে) আমি একটি বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি।

ধারা। কি?

পিয়াসা। এক জনকে আমি বড় ভালবাসি! কিন্তু শুনেছি, সে তোমাকে ভালবাসে! তা হ'লেই আমিও অকূল পাথারে পড়্‌লুম,—সেও অকূল পাথারে প'ড়লো!

ধারা। কেন?

পিয়াসা। তুমি অপ্সর-কুমারী—সে নর! তুমি রাজকুমারী—সে মালী। তোমার মন হ'লেও, তোমার মনের মতন হ'লেও,—তোমার মা তোমাদের মিলন হ'তে দেবেন না। এই সে ম'জ্‌লো,—আর আমি ত ম'জে আছিই! কেননা, সে তোমায় ভালবাসে, আমার পানে ফিরেও চায় না।

ধারা। যদি আমায় ভালবাসে,—তোমায়ও ভালবাসে!

পিয়াসা। সে কি হয়?

ধারা। হয় না? তুমি না ব'ল্‌লে—তুমি ভালবাস? তোমার কেমন ভালবাসা? যে ভালবাসে, সে জগৎ ভালবাসে, তার অভালবাসার জিনিষ কিছুই নেই! কিন্তু তুমি কি ভালবাসার কথা ব'ল্‌চ—জানি না।

পিয়াসা। যারে ভালবাসি, সে আমার হবে, আমার থাক্‌বে,—অন্যকে দিতে যে প্রাণ কাঁদ্‌বে!

ধারা। তুমি নিশ্চয় জেনো, এ ভালবাসা নয়—এ আর কি! বোধ হয় মনের কোন ছলনা! মনের মোহ, বিষম মোহ! কৌটায় পুরে রেখে ভালবাসা হয় না! আমার ভালবাসার জিনিষ সকলে ভালবাস্‌বে, সকলকে ভালবাসাবে—এর নাম ভালবাসা! আর আমার ভালবাসার জিনিষ, আমি নিয়ে থাক্‌বো, আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না, আর কেউ তার ভালবাসা পাবে না, এ ভালবাসা—ভালবাসা নয়! অন্তত তুমি নারী হ'য়ে ব'ল না, এর নাম ভালবাসা!

পিয়াসা। তোমার এ নূতন কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না! আর এক কথা, তোমার মা কি মালীর সঙ্গে মিলনে সম্মত হবেন?

ধারা। মিলন ত' হ'য়েছে। তাঁর অনুমতির তো অপেক্ষা নেই! আমি যা দেখি, তারে দেখি! যা শুনি, তার কথা শুনি! যা ভাবি, তার কথা ভাবি! যা করি, তার কাজ করি! আর মিলনের বাকী কি বল? এক মালা বদল হ'লো না হ'লো! নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত ব্যবধানে এ মিলন ছেদ হবে না। তবে আর সে কথা কেন ব'লচ?

পিয়াসা। আহা, কি প্রতারিত হ'য়েচ? পুরুষের ছলে আমিও এইরূপ প্রতারিত হ'য়েছি।

ধারা। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; কি প্রতারণা ক'র্‌বে? আমি ভালবাস্‌ব' তার প্রতারণায় কি এসে যাবে? আমি যত্ন ক'র্‌বো, তার অযত্নে কি এসে যাবে? ভালবাসার নাম দেওয়া, নেওয়া নয়! ভালবেসেছ, এ কথা কি শেখনি!

পিয়াসা। তুমি বংশ-মর্য্যাদা ছেড়ে দেবে? তুমি রাজকন্যা,—অপ্সরী-কন্যা। সামান্য নর, মালী-বৃত্তি করে, তাতে তুমি আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌বে?

ধারা। বুঝেছি, তোমার ভালবাসায় অভিমান আছে। তুমি দুঃখই পাবে, ভালবাসায় ভেসে যেতে পারবে না। এ অভিমান না ছাড়্‌লে, আমার কথাও বুঝ্‌তে পারবে না।

দেলদার ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

অভিমান তার সাজে যে রাখ্‌তে জানে মান।
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুল-ধরা বাগান॥
না জানি কেমন মনের কান,
নারে ছাড়তে অভিমান,
মনের ছলে, আগুন জেলে, প্রাণ করে শ্মশান।

সাধ্‌তে কি সাধ করে না,
ধ'র্‌তে সেধে মন সরে না,
মানের ঘোরে বুঝ্‌তে নারে মনের টান॥

তৃতীয় দৃশ্য

উপবন

সরল ও দেলদার

সরল। বাহবা, আপনার সঙ্গে যে দেখা হ'য়ে গেল!

দেলদার। কে তুমি?

সরল। আমিও তোমার মতন দাগা ষাঁড় হ'য়ে বেড়াচ্চি।

দেলদার। কি এত বড় কথা বল? আমি দাগা ষাঁড়!

সরল। ও কথা ত' তুমি ব'লেছিলে? আমি ব'ল্‌চি, আমি দাগা ষাঁড়।

দেলদার। তুমি হেথায় কি কর হে?

সরল। হ্যাঁ হ্যাঁ—জিজ্ঞাসা কর, তোমার মত ক'রে, ঠিক ঠাক্ মিলিয়ে নাও। দেখ, তুমিও চ'র্‌তে, আমিও তখন থেকে চরি। আর কি করি, জিজ্ঞাসা কর?

দেলদার। আচ্ছা, আর কি কর?

সরল। ছটাক খানেক ফুলের মধু খাই। আর কি করি, জিজ্ঞাসা কর?

দেলদার। আচ্ছা, আর আমি জিজ্ঞাসা ক'রব না।

সরল। তুমি জিজ্ঞাসা কর আর না কর, আমি কিন্তু ব'লবো,—পোয়াটাক্ চাঁদের সুধা খাই,—কেন জান?

দেলদার। না, আমি জান্‌তে চাই না।

সরল। না ব'ল্‌লে আমি ছাড়ি! কেন জান?—সখ! আর কি ক'র্‌তে হয় জান? মলয় হাওয়া ধ'র্‌তে হয়, কেন জান?—সখ! আর কি ক'র্‌তে হয় শোন।—

দেলদার। আমি চ'ল্লুম।

সরল। চল না, আমি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই চ'ল্‌চি!—দু' আঁজ্‌লা ফুলের রেণু গায়ে মাখি!—কেন জান?—সখ!

রেখার প্রবেশ

রেখা। কি দেলদার, এস আমরা দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা কই।

দেলদার। কথা কব কি! ওই দেখ না, একটা পাগল দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

রেখা। ও কে? কোথায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে? থাকুক্‌গে, এস।

সরল। তুমি কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চ না?

দেলদার। কি ব'ল্‌চে শোন।

রেখা। ও কে? কি ব'ল্‌চে? অত শুন্‌তে গেলে চলে না!

সরল। আমার একটি ভুল হ'য়েছে। তুমি দাগা ষাঁড় নও—কোলা ব্যাঙ্—পদ্মের নীচে থাক।

দেলদার। আর তুমি ত' দাগা ষাঁড়?

সরল। হ'তে পারি; কিন্তু মধু খে'কো ষাঁড় নই, ঘোড়ার ঘাস খে'কো ষাঁড়।

দেলদার। তুমি স'রে যাও না! আমরা দু'জনে একটু কথাবার্ত্তা কব।

সরল। কই আর যাচ্চি! কেন জান?

দেলদার। জানি,—সখ।

সরল। এই বোঝ, তবে না হক জুলুম কচ্চ' কেন?

দেলদার। এমন কি তোমার সখ?

সরল। ওই রকম।

দেলদার। ও ত' ভাল রকম নয়!

সরল। নয়ই ত'। কেন জান?

দেলদার। জানি,—সখ।

সরল। দেখ,—"সখটা" আমি ব'ল্‌বো! তুমি এমন তাড়াতাড়ি বলো না, তা হ'লে মজা হয় না।

দেলদার। তা আমি ব'ল্‌বোই ব'ল্‌ব'। কেন জান?

সরল। আমি ব'ল্‌তে পারতুম চাঁদ, "জানি,—সখ!" কিন্তু ও রকম ব'ল্‌তে আমি চাই না। কেন জান?—সখ। (রেখার প্রতি) কে জব্দ হ'চ্চে? আমরা মজা ক'রে কথাবার্ত্তা কচ্চি, আর তুমি ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে ব'সে আছ।

রেখা। তুমি কাকে ব'ল্‌চ?

সরল। মানও চল্লো না;—কথা ক'য়ে ফেল্‌লে।

রেখা। আহা! তুমি সেই? ব'স ব'স, কেমন আছ? ভাল আছ ত'?

সরল। দেখ, তুমি আহা বোলো না,—ঝাঁজ্ ধর। ব'স্‌তে বলো না, দূর ছাই কর'; —তা'হলে বুঝ্‌বো, তুমি ধাতে আছ! তোমার মিষ্টি আলাপে হৃদ্‌কম্প হয়।

রেখা। এ নেহাৎ পাগল! বুঝেছ দেল্‌দার?

সরল। তুমি দেলদার বটে? তা কিছু মনে ক'রো না! ও দাগা ষাঁড় আর দেলদার—একই কথা।

রেখা। দেখ্‌চ, একেবারে উন্মাদ পাগল!

সরল। ও দেখ্‌চে না—ভাব্‌চে! পাছে ওরেও এমনি পাগল কর।

রেখা। তুমি কোথায় থাক?

সরল। এঃ তুমি সেই পুরোন' পালাই গাবে? তা' শোন,—যেখানে হোক এক যায়গায় ছিলুম, এখন থাকি,—তোমার চরণের দাগে!

রেখা। শুন্‌চ — শুন্‌চ, — মিন্সের কথা শুন্‌চ?

সরল। শুন্‌চে — শুন্‌চে,—ও মধুমাখা কথা শুন্‌চে।

রেখা। শুনুক না শুনুক, তোমার কি?

সরল। আমার ঝক্‌মারি, কিন্তু এ ঝক্‌মারি আমি ছাড়্‌বো না।

রেখা। ঝক্‌মারি তো ক'রো না, স'রে যাও।

সরল। বলাটা তোমার, স'রে যাওয়া না যাওয়াটা আমার। এই আমি স'রে ব'সলুম।

রেখা। আমি চল্লুম।

সরল। দুয়ো! দেলদারের কাছে ব'স্‌তে পারলে না!

রেখা। তা তোমার কি? তুমি তো বড় খারাপ।

সরল। বটে ত'। দুয়ো আমায় রাগাতে পার্‌লে না!

রেখা। আচ্ছা, চল্লুম।

সরল। দুয়ো! হেরে পালাচ্চে!

রেখা। বেশ!

সরল। দুয়ো! দুয়ো দিতে দিতে আমি পেছু পেছু চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেসা, পিয়াসা ও স্বর-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ

গীত

(চল্) যাইলো স'রে পাছে সঙ্গে ফেরে,—
ঘুরে ফিরে যেন ফেলে না ফেরে।
পেতে ছল দাঁড়িয়ে ছিল, এ কি লো এ কে এল,
এল কি চ'লে গেল, দেখ, আঁখি ঠেরে!
বোঝে না ক'ল্লে মানা, মানা করা হার তো মানা,
তারে কি যায় লো জেনা, হারায় যে হেরে!

[নেশা ও পিয়াসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পিয়াসা। রিষের বাতি ত' জেবলে দেখ্‌লুম,—কই, কিছু হ'ল না!

নেসা। আমার বোধ হয়, আমি একটু ধোঁকা দিয়েছি, অন্ততঃ আমার কথায় রাগিয়েছি।

পিয়াসা। ও দু'জনে চখোচখি হ'লে ঘুচে যাবে।

নেসা। তাই তো! ভালবাসা কি সত্যি?

পিয়াসা। আর একটু দেখে ব'ল্‌বো; কষ্টিপাথরে না ক'সলে বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

নেসা। আমি ব'ল্লুম, "ধারা আমায় ভালবাসে!" রিষ জবালাতে পারলুম না, মিথ্যাবাদী ব'লে উড়িয়ে দিলে। তবে একবার একটু ধোঁকা খেয়েছিল বটে!

পিয়াসা। আমিও বল্লুম, "গহনকে আমি ভালবাসি।" সে ব'ল্লে, "বেশ তো, এস না দু'জনে ভালবাসি।" এখানে আর রিষের বিষ পড়ে না।

দেলদারের প্রবেশ

দেলদার। দুনিয়ায় কিছু দেখ্‌লে?

নেসা। দেখ্‌লুম।

দেলদার। আমার ঘটকালি কেমন বুঝ্‌লে?

পিয়াসা। বাইরে বাইরে দেখ্‌লুম বেশ;—কিন্তু বাহ্যিক ভাবে মুখের কথার ভিতরেও ভাণ থাকে। অন্তর না দেখ্‌তে পেলে ঠিক বোঝা যায় না! জান ত' আপ্‌নার মন আপনি বোঝা দায়! অন্তরে দাগ আছে কি না—তা তো বুঝ্‌তে পারলুম না।

দেলদার। কি হ'লে বোঝ?

নেসা। একটি পরীক্ষা ক'র্‌লে বুঝতে পারি।

দেলদার। কি পরীক্ষা?

নেসা। আমাদের অপ্সর-পুরে একটি প্রেমের উপবন আছে। সেই উপবনে আমাদের বিবাহ হয়। যদি মনের মিল না হ'য়ে কেউ কা'কে বিবাহ করে, তা'রা উভয়েই ব্যভিচারী হয়। দুনিয়ায় যেমন ব্যভিচারী নর-নারীর পাষাণময় অন্তর হয়, অপ্সর-লোকেও তেম্‌নি সেই প্রেমের কাননে ব্যভিচারী হ'লে পাষাণ হয়। যদি সেই প্রেমের কাননে এদের মিলন হয়, আর যদি পাষাণ হয়ে না যায় তা' হ'লে বুঝবো যে, দুনিয়ায় এসে একটি ভাল জিনিষ দেখেছি। তুমি সেথায় এদের নিয়ে যেতে পার?

দেলদার। কেন পার্‌বো না? সে আমার সখের কানন।

পিয়াসা। তোমার সখের কানন কি?

দেলদার। আমি দেলদার, আমার সখের প্রাণ। আমি যেখানে থাকি, সেই আমার সখের বাগান।

পিয়াসা। আচ্ছা, বুঝ্‌বো! তোমার সাম্‌নে কেউ না পাষাণ হয়।

দেলদার। যে পাষাণ হয় হবে। কিন্তু তোমরা কি পাষাণ! এ প্রাণময় খেলা বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

পিয়াসা। আচ্ছা সবই বোঝা যাবে। তাদের ডেকে নিয়ে এস, চল সে কাননে যাই।

দেলদার। ভাল, দু'জনে ভাল ক'রে বুঝে নাও। আমিও ভাল ক'রে ঘটকালি পাব।

[দেলদারের প্রস্থান।

নেসা। কি ব'লে গেল?

পিয়াসা। ও ত' অমনি বলে! এস, অপ্সর-লোকে প্রেমের কাননের মত কানন গড়ি।

নেসা। কিন্তু তুমি সেথা যেও না, পাষাণ হবে।

পিয়াসা। হই—দু'জনেই হব।

উভয়ের গীত

ছিঃ ছিঃ এত কিসের জেদ।
মনে কি সাধ ওঠে না—ক'ত্তে পাষাণ ভেদ?
বুকে হায় চাপিয়ে পাষাণ,
কবে কার বেড়েছে মান,
মান আগে কি প্রাণ আগে,
মন বোঝে না—এই খেদ!
বুঝে কি মন বোঝে না,
কান করে তো মান সাজে না,
মান জেনে মান রাখ্‌লে কি হয়—
প্রাণে প্রাণে ছেদ।

চতুর্থ দৃশ্য

কুহক-কাননের প্রবেশ-পথ

কুহকী ও কুহকিনী

গীত

কুহকী। বাগিজা বানানে হুকুম।
দেখোগে দেলকি খেলা হর তরেকা ধুম॥
কুহকিনী। চলেগা ইসকি নেশা,
কুহকী। মিলেগা যেসকি যে সা,
উভয়ে। নেই নেশা যে সা তে সা
পিয়ে সে মালুম॥
কুহকী। কারখানা আজব তরে,
কুহকিনী। কোন এসা যো সমজ করে,
উভয়ে। না পিয়ে নেই পছানে
পিয়ে হোয়ে ঝুম॥

পঞ্চম দৃশ্য

কুহক-কানন

দেলদার, সরল ও গহন

সরল। তুমি বদ্‌খদ্ হও আর যেই হও, বেড়ে বাগান ক'রেছ! এ বাগানে যে সরল প্রাণে না আসে, তার পাষাণ হওয়াই উচিত।

গহন। আহা অতি সুন্দর উপবন!

সরল। কিন্তু বাবা, সাফ্ কথা বলি,—বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে!

দেলদার। তুমি ত' বড় বেরসিক হে! এমন সুন্দর উপবনে এসে ব'ল্‌চ, ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌চে।

সরল। জিজ্ঞাসা কর, আমি একা নই,—ওই একজন র'য়েচে, ও ধর্ম্ম চেয়ে বলুক, ফাঁকা ঠেক্‌চে কি না? তোমার বাবা, ফাঁকা ফাঁকা প্রাণ! তোমার আর ফাঁকাই কি আর পুরোই কি?

গহন। কেমন, এরা হল্লিণ সাজে?

সরল। হরিণের ঠান্‌দিদি সাজে! দেখ না চাঁদ, আট্‌কা প'ড়েছ, আর বেরুতে পাচ্চ?

গহন। তুই যে বল্‌তিস্‌—ভুলিয়ে নিয়ে এসে, কোথায় এনে ফেলে?

সরল। হ্যাঁরে, এই জঙ্গলে এনে ফেলেচে, তবু তোর আক্কেল হল' না! কেমন চাঁদ, এক পা স'র্‌তে পাচ্চ?

গহন। তোর মত আমি নই, মনে করি ত' এখনি চলে যাই!

সরল। মনে ক'ল্লেও, গোলক ধাঁধা থেকে বেরুতে পাচ্চ না!

গহন। আহা, শোন, শোন, কি সুন্দর গান কোথায় হ'চ্চে!

সরল। ও গান ত' হরদম্‌ হ'চ্চে, তার হেতা আর হোতা কি? আমার মনে হয়, আমার মনের ভিতর গানের স্রোত চ'লেচে!

গহন। আচ্ছা, সে যদি তোরে না ভালবাসে?

সরল। তোর কড়া প্রাণে কড়া কথাটা ক'য়ে ফেল্লি বটে,—আমি তোরে ফিরিয়ে ব'ল্‌তে পারবো না! ও কথা মুখে আন্‌তে আমার মন কেমন করে!

গহন। দেখ্‌—একজন ব'লে গেল কি—জানিস্‌? ধারা তা'কে ভালবাসে।

সরল। বল্লেই বা—তোর কি?

গহন। তবে আমাকে যে ভালবাসা দেখালে,—তা কি মিছে?

সরল। মিছে কি সত্যি,—তোর হ'য়ে আমি বুঝবো না কি?—তুই আপনি বোঝ।

গহন। আমি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। সে যে রকম ব'ল্লে,—তা'হলে তার কথা সত্যি হ'লেও হ'তে পারে!

সরল। তুই পালা—পালা,—এ বাগানে থাকিস নি! এ বাগানে যদি সত্যি কেউ পাষাণ হয়,—তুই হবি। তোর মন এখনও সোজা হয় নি—ম'চ্‌কে আছে! তুই না বলিস্‌—তাকে ভালবাসিস্‌?

গহন। সে ত' আমায় ভালবাসে না!

সরল। না বাসে ত' তোর কি? তুই কি তোর ভালবাসা ছাড়বি? যদি ছাড়তে পারিস্‌—তা হ'লে তোর ছলের ভালবাসা—আঁতের নয়!

গহন। সে নিশ্চয় মিছে কথা ক'য়েছে,—সে অতি শঠ!

সরল। হ্যাঁরে, এখনও তুই রাগ কচ্চিস?—তারে "আহা" ব'ল্‌ছিস নে? বুঝতে পারিস নি, সে বড় অভাগা! এমন সুন্দর দেখে মন ভেজে নি, সরল প্রাণে দাগা দিতে এসেছে! নিশ্চয় সে কোথাও দাগা পেয়েছে, আমার তার জন্যে কান্না পাচ্চে।

গহন। সরল, যদি কেউ পাষাণে প্রাণ দিতে পারে, তা তুই পেরেছিস, তুই আমার মনের জ্বালা তুলে নিলি! তুই ত' জানিস, আমি বর্ব্বর! আমি কি তাকে ভালবাস্‌তে পারবো?

সরল। তোর কথায় আমার মনে হ'চ্চে, তুই যেমন পেরেছিস্‌, আমি তেমন পারি নি; যে কত ভালবাসে জানে না, তার ভালবাসাই ভালবাসা; যে ভালবাসা ওজন ক'ত্তে চায়, সে ভালবাসা পায় নি!

গহন। এখন, সে যদি আবার ছল ক'র্‌তে আসে, তা হ'লে কি ব'লবো, জানিস? "আর রাগ ক'রবো না"! তার গলা ধ'রে ব'ল্‌বো, "ভাই, ছল ছাড়, ভালবাসায় যদি দাগা পেয়ে থাক, আরও ভালবাস, দাগা থাক্‌বে না।"

দেলদার। (নেপথ্যে নেসা ও পিয়াসার প্রতি) শুনচ' কি? বিষ ঢাল্‌তে পার, ঢাল!

সরল। আচ্ছা চাঁদ, এ ভূতুড়ে রকম কথা ধ'রলে যে?

দেলদার। তা তোমার কি?

সরল। আমার তেমন কিছু নয়; তবে তোমার ভিটকিলেমিটা কি? তাই বুঝ্‌চি!

দেলদার। আমি এক রকম খ্যাপা মানুষ!

সরল। নেহাৎ খ্যাপা নও চাঁদ; কি একটা দাঁওয়ে ঘুরচো! এখন কিছু ব্যস্ত আছি, একটু ফুরসুৎ হ'লে, তোমার ভাব বুঝ্‌বো।

দেলদার। আচ্ছা, তুমি হেথায় কেন?

সরল। এই ডেকে নিয়ে এলে, আবার ব'লচ, হেথায় কেন? আচ্ছা, আমিও তোমার মত ন্যাকা সাজ্‌ছি; তুমি এখানে কেন?

দেলদার। আমি যেখানে যাই, সেখানেই তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে যাও হে, দেখ্‌তে পাই।

সরল। তুমি এক্‌লা কেন উধাও হও না, কে তোমার তোয়াক্কা রাখ্‌তো! তা নয়, দুটি প্রাণ কেড়ে নিয়ে চ'লে আসবে! এক্‌লা ফুলের

মধু খাবে, অত সইবে কেন, দাগাষাঁড়, না, কোলাব্যাঙ?

দেলদার। সইতেই হবে!

গহন। চুপ, আমি শুনতে পাই নি।

সরল। তোর সঙ্গে বুঝি "চুপের পালা?" তা গেয়ে নে! আমার সঙ্গে ছিল, "সখের পালা"—কি রকম জানিস্? ও বলে "আমি চাঁদ কামড়াই" আবার আপনিই বলে, "কেন জান—সখ"!

গহন। শোন্ না, আমার সঙ্গেও সখের পালা আছে। তুমি কথা কও? তুমি মেলা "চুপ, চুপ" ক'রেছিলে, আমি নিদেন গোটা দুই তিন করি।

দেলদার। চুপ।

গহন। আমিও বল্লুম, 'চুপ,' আর আমি কথা কইতে পারি নে।

দেলদার। এ বড় বিষম কানন, চুপ কর।

গহন। কেন বল দেখি? এ তোমার সখ?

সরল। ও সুর ধরাস নে, তা হলে "সখ, সখ" ক'রে, মাথা ধরিয়ে দেবে। বড় চট্ পালা উল্‌টে নিয়েছ, এবার রুদ্র রসে চ'ল্‌চ!

দেলদার। আমি সত্য ব'লচি, এ বড় বিষম কানন।

সরল। তা তুমি দিব্যি ঘোড়ালুটি খেয়ে গান ধ'রেছিলে।

দেলদার। আমি দেলদার, আমার ভয় নেই।

সরল। আমরাও দেলদার—আমাদের ভয় নেই।

দেলদার। ভয় আছে কি না—বোঝ! যারে মনে কচ্চ'—ভালবাস,—যদি সে তোমার মনের ছল হয়,—চোখের নেশা হয়,—তা'হলে হেথায় তারে দেখ্‌লে,—তার সঙ্গে কথা কইলে, তখনই দু'জনে পাষাণ হবে! যেমন এই সব পাষাণ মুর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চ? কিন্তু যদি তোমাদের নির্ম্মল ভালবাসা হয়,—তোমাদের মিলনে পাষাণে প্রাণ পাবে!

সরল। বলি ও অঙ্ক ত' অভিনয় ক'রেছ,—তারপর হেথায় এনেছ।

দেলদার। এনেই ত' ভয় হ'চ্চে।

সরল। তুমি খুব ছাতি বেঁধে থাক,—আমি ভরসা দিচ্চি।

দেলদার। ধারা ও রেখা, দু'জনে এই কাননে আছে।

সরল। আচ্ছা—তারা যদি থাকে, তোমার বদ্‌খদ্ চেহারা সরাও,—তারপর আমরা বুঝে নেব। এখন ছেঁদো কথা ছেড়ে, তোমার সখের বাগানের সেরা জিনিস দেখাও! দেখ না, এই ভালমানুষ চারিদিকে চাচ্চে।

গহন। দেখ না,—এই ভালমানুষ হাপু-গেলা হ'য়েছে! আচ্ছা, দেখ অত সখ ছড়াছড়ি ক'রলে,—এখন চট্ ক'রে এই সখটি করে ফেল। দেখ না,—পাষাণ হই কিনা?

দেলদার। আমার তোমার মত অমন নচ্ছার সখ নেই।

সরল। না থাকে কি ক'র্‌বে? একটু ক্ষমা ঘেন্না ক'রে নাও! এ ঝুপসি চেহারা কাঁহাতক বরদাস্ত হয়!

দেলদার। আচ্ছা—তোমরা কি ক'র্‌তে এসেছ—কাকে খুঁজচো?

সরল। তোমায় খুঁজ্‌চি না, এটুকু তো ঠাওর পাচ্চ, স'রে পড়।

দেলদার। কিন্তু তোমরা যাদের চাও, যদি তাদেরও ভালবাসায় কিছু কপটতা থাকে, তা' হলেও তোমরা সকলে পাষাণ হবে।

সরল। বেশ কথা। তারা কোথা আছে—ব'লে দিয়ে,—সরে প'ড়!

দেলদার। তুমি কিছু বুঝচ' না?

গহন। তুমি পাগল। তোমার কথার কি উত্তর দেব?

সরল। তুমি একটা উত্তর দাও,—তারা কোথায় আছে বল?

দেলদার। খুঁজে দেখ,—ওই দিকে কোথায় আছে।

[দেলদার, গহন ও সরলের প্রস্থান।

নেপথ্যে মৃদু সঙ্গীত

কার তরে আর হাসে যামিনী,—
ফুলকলি কার তরে আমোদিনী!
কার তরে চলে গুঞ্জরি অলি,
কার তরে কলি সম্ভাষে ঢলি,
শশীকর বুকে ধরে কুমুদিনী!
মলয়া গায় মাখি, কারে ডাকে পাখী,
নব লতা কেন শাখী সোহাগিনী!

কাতরে বারে বারে, নাগর চাহে কারে,
সরমে মরম কেন ঢাকে কামিনী!

নেসা, পিয়াসা, ধারা ও রেখার প্রবেশ

পিয়াসা। আমরা এই বনে এসে,—পাষাণ হই না হই, হৃদয় পাষাণ ক'রেছি। দেখ,—এই বন বড় বিষম,—আপনার মন ভাল ক'রে বোঝো, যেন পাষাণে প্রাণ দিতে এসে—আপনি পাষাণ হ'য়ো না।

ধারা। যার মিছে মন,—সেই তার মন বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু যে ভালবেসেছে, তার আর বোঝাবুঝি নেই!—এ কথা যখন বুঝ্‌বে, —তোমার অন্তরের পাষাণ গ'লে যাবে।

নেসা। তোমরা তারে ভালবাস। কিন্তু তারা যদি না ভালবাসে,—তা'হলে তারাও ত' পাষাণ হবে!

রেখা। এমন হয় না। তুমি বোঝ না,—বুঝ্‌লে তোমারও পাষাণ অন্তর গ'লে যাবে।

দেলদার, সরল ও গহনের প্রবেশ

• ধারা। শোন, শোন,—আমরা দু'জনে কথা কইলে এ পাষাণ মানুষ হবে। এস—তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

গহন। আমায় পাশে দাঁড়াতে হবে না,—তুমি একলাই পাষাণে প্রাণ দেবে,—এই তো আমায় দিয়েছ। তবে, তুমি ব'লচ,—তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখি।

রেখা। (সরলের প্রতি) হ্যাঁ—হ্যাঁ—শোন, শোন!—তুমি আমার পাশে দাঁড়াও, আমোদে ভ'রে যাবে।

সরল। ওহে,—এস এস, দেখ্‌বে,—কতটা পাষাণ হ'য়েছি। পাশে দাঁড়িয়ে গ'লে গেছি চাঁদ—গ'লে গেছি!—তর্ হ'য়ে গেছি!—এমন কি তোমায় রাজপুত্র দেখ্‌চি।

রেখা। অত ব'কো না,—গ'লে গেলে ব'ক্‌তে পারে না।

সরল। ব'ক্‌বো না!—ব'কে ব'কে তোমায় ঝালা পালা ক'রবো!

রেখা। মনেও কর' না,—ওইটি পারবে না। আমি বক্‌বকানি শুন্‌বো ব'লেই ত' তোতা কিনেছি!

ধারা। আমিও কত ব'ক্‌বো ব'লে কেনা দিয়েছি।

রেখা। বাঁচ্‌লুম,—দু'জনে দাঁড়িয়ে একটি কথা কইলে!

সরল। এখন তোমার মুখে একটু কথা স'রলে কতকটা প্রাণ জুড়োয়!

গহন। কেন, তুই আমার হ'য়ে কথা কচ্চিস?

সরল। সকল জায়গায়, ব-কলম আর চলে না চাঁদ! এই যে যার নিজে নিজে—আপনাকে আপনি বেচে চ'লে যাও।

গহন। তবে তুই যে ভারি ফ্যাসাদ ক'র্‌লি।

রেখা। শোন্‌লো শোন,—ও একজন পাকা দোকানদার। ওর কাছে কেনা-বেচা করিস নে।

ধারা। তোর ইচ্ছে হয়,—তুই দর ক'রে কেনা-বেচা কর! আমাদের কেনা-বেচা হ'য়েছে।

গহন। তোমাদের মতন ত' নয়,—আমাদের মুল উঠে দুনো বেসাত হ'য়েছে।

সরল। দেখ দেখি—যাচ্ছেতাই ব'ল্‌চে! ও দুনো বেসাত ক'রেছে—আমি মুল খুইয়েছি!

রেখা। তুমি কি কম দোকানদার!—তুমি কিছু না পেয়ে হাতছাড়া ক'রেছ কি না?

দেলদার। হ্যাঁ দেখ,—আর ভাল দেখায় না! তোমরা দু'জনে যা হয়—এক রকম কেনা-বেচা ক'রে ফেল,—আমার ঘটকালির মান রাখ!

পিয়াসা। শোন,—খ্যাপাটা কি ব'ল্‌চে!

নেসা। তাই ত, শুন্‌চি,—যাহোক একটা কথার জবাব দাও!

পিয়াসা। তুমি পুরুষ হ'য়ে জবাব দিতে পাচ্চ না,—আমি মেয়ে হ'য়ে দেব!

নেসা। ও পাগল, ওকে আর কি ব'ল্‌বো? আমি, তোমায় একটা বলি বলি মনে ক'র-ছিলুম!

দেলদার। যা হয় বলাবলি ক'রে, একটা কাজ শেষ কর না।

পিয়াসা। ও আগে বলুক না!

নেসা। আমি আগে একশ' বার ব'ল্‌চি! এস—এই প্রেমের কাননে,—পাষাণ অন্তরে

পদ্ম ফুল ফোটাই! সৌরভে অমর হ'য়ে নেশা টোটাই,—তুমিও মধু পিয়ে পিয়াসা মেটাও!

পিয়াসা। দেখো দেখো—ছুঁয়ো না যেন! —তুমি ছুঁলে পাষাণ হব'!

নেসা। সে ভাবনা ক'রো না, আমি পাষাণে প্রাণ দেব।

সরল। দেখ সোণার চাঁদ,—বেশ জোড়া জোড়া মেলালে বটে!—কিন্তু আপনি সোঁদা রইলে।

দেলদার। এই আমার দেলদারি। তোমরা ইয়ার এখন বুঝতে পারবে না! যখন ইয়ারের সঙ্গে এক হ'য়ে দেলদার হবে,—তখন আর কিছু ফাঁকা দেখ্‌বে না,—সব পুরোই দেখ্‌বে। আগে দিন কতক ইয়ারকি ক'রে নাও—পরে দেলদারি ক'রো।

নেসা। তোমার ঘটকালি পেয়েছ?

দেলদার। কেমন সখের বাগান দেখ্‌লে বল?

নেসা। দাঁড়াও—তোমার ঘটকালি দিই।

মালা প্রদান

ধারা। আমিও দিই।

রেখা। আমি বাকি থাক্‌বো না কি?

সরল। দাঁড়াও — দাঁড়াও — দেলদার, — যাবে কোথায়? আমরাই ছাড়বো না কি?— আমরাও ঘটকালি দিই।

গহন। আমারও যদি কৃপা ক'রে লও।

দেলদার। তুমি ত বড় কিপ্‌টে হে!— দাও না।

গহন। তোমার মত অমন দেল কোথা পাব যে তোমাকে দেব? আমার এ মালা যদি কথা কয়,—সে তোমাকে ব'লবে যে—তুমি সত্য দেলদার;—আমি অবাক হ'য়েছি!

পিয়াসা। ওই দেখ,—পাষাণে প্রাণ পেয়েছে,

নেসা। আমি তোমার সঙ্গে বাগানে দেখা হবা মাত্রেই বুঝ্‌তে পেরেছি—এ পাষাণে প্রাণ পাবে। তোমার মুখ দেখেই আমার প্রাণ জুড়িয়েছিল!

পিয়াসা। আমি বুঝি শুধু শুধু তোমার সঙ্গ খুঁজেছিলুম?

সরল। (রেখার প্রতি) শুন্‌চ'—শুন্‌চ'— দুটো কথা কইলেই থাবা দাও! আর শোন— কেমন ছড়া কাটাকাটি হ'চ্চে!

ধারা। ওই দেখ—ফুরিয়েছে,—এ এর মুখপানে চেয়ে আছে!

পাষাণ-মূর্ত্তি ভেদ করিয়া রমণীগণের নৃত্যগীত

দেলদার ব্যতীত সকলের গীত

ভোরপুর দেলদারি!
দেখিয়ে পিরীত, পিরীত বাদায়,—
কারিকুরি এর ভারি।
রসে মন ভাসিয়ে দিয়ে,
পাষাণ গলায়—রসায় হিয়ে,
প্রেম দেখে যার প্রেম ফোটে না,
তারই হৃদয় থাক্ ভারি।

যবনিকা পতন

মায়াতরু

[গীতি-নাট্য]

(১০ই মাঘ, ১২৮৭ সাল, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

চিত্রভানু (গন্ধর্ব্বরাজ)। সুরত (গন্ধর্ব্বরাজের দৌহিত্র)। দমনক, হারীত ও মার্কণ্ড (সুরতের সখাগণ), পদ্মরাগ।

স্ত্রী-চরিত্র

উদাসিনী (গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা)। ফুল-হাসি ও ফুল-ধুলো (বনদেবীদ্বয়), সখিগণ।

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা

গীত

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসী।
আমি তো প্রাণ দেব না, প্রাণ নেবো না,
আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষী,
তারা তুলে প'রব চুলে,
ক'রবো চুরি চাঁদের হাসি।

এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুরুষের দাসী হয়? আমি এ মন্দির-সম্মুখে শপথ ক'চ্ছি, আমি কখন' দাসী হব না। এই তো চারি দিকে নীল, অনন্ত নীল, এতে কি প্রাণ ভরে না? এই তো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের মেলা—তবে আর কি চাই? যেন মনে হয়, বিদ্যুৎ ধ'রে সাদা মেঘগুলির গায় হাত বুলুতে বুলুতে, কত দূর—কত দূর চ'লে যাই। ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালায়, অমনি আঁচল বেঁধে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, আঁচলখানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখনো এলো চুলে আঁচল দোলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই। আমার আমি, আর কে আমার? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

নিম্নে সুরত, মার্কণ্ড, দমনক ও হারীতের প্রবেশ

গীত

রাগিণী কেদারা—তাল ফেরতা

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে
মাত রে আমোদে মন;
জানা রে জানা রে প্রাণ,
তোর কিবা প্রয়োজন।
সুরত। সুনীল গগনপানে,
চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন
হারায়েছি কি রতন।
সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—
হারীত। ফুল্ল ফুল অভিলাষে
দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন, হেরি ঝরে দু'নয়ন।
সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—
দম। সুনীল-অম্বর-শিরে,
সুনীল-অম্বর-নীরে,
শ্যামল নবীন দল তরু নীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন!
সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—

খাম্বাজ

মার্কণ্ড। নবীন নবীন ঘাস,
খেয়ে গাভী হাঁসফাঁস,
চ'লে যাই, দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ।

কেদারা

ঘুম এলে, যাই ভুলে, অমনি শয়ন।

মার্কণ্ডের শয়ন

ফুল-হাসি। হায় হায়! এও শোনবার কথা! (সুরতকে দেখিয়া) মরি মরি! এও কি দেখবার জিনিস? না, কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুরত। দেখ ভাই, আজ আমরা কত দূরবনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোক এসে আমাদের আমোদের বিঘ্ন করতে পারবে না। আমরা প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথা গাইতে পারবো। ভাই দমনক, বল দেখি, সুন্দর কি?

দম। ভাই, সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার, পাই যেন পাই না।

হারীত। আমি বলি ভাই, কান্নাই সুন্দর, ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুরত। মার্কণ্ড কি বল?—ঘুমুলে না কি?

মার্কণ্ড। ঘুমুবো কেন? প'ড়ে প'ড়ে শুনছি। তোমার দোরাত্মে তো কোন পুরুষে মেয়েমানুষ দেখি নি।—ময়ূর দেখেছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি, আর সেই ঘুঁটেকুড়নী বুড়ী দেখেছি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথাগুলি বড় মিষ্টি।

সুরত। মার্কণ্ড, পরিহাস রাখ, নবীন দূর্ব্বাদলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখতে সুন্দর, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ নি?

মার্কণ্ড। আমি ছাই কি আর বলতে এলেম, তাই তো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

সুরত। ছিঃ ছিঃ মার্কণ্ড! তুমি কি মলয়-মারুতের সঙ্গীত শোন নাই? এমন সুন্দর কথাতেও পরিহাস! তুমি পাপিষ্ঠা বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্কণ্ড। ভাল, সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে আমার আছে, তোমার কি?

দম। না ভাই, তোমার আর কথায় কাজ নাই, তুমি যেমন ছিলে,—তেমনি থাক, আমরা দু'টো কথা কই।

মার্কণ্ড। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন ওঠে না।

সুরত। ভাই, ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্কণ্ড। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ মনে মেরে প'ড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ ক'রে চ'লে গেল, বল্ বাপু, যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো; তা নয়, কেউ ব'লে উঠলেন, 'কেমন গান ক'রে গেল', কেউ ব'ললেন, 'খেলা করছে', যা নয় তাই সকলে ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। একটি ফুল ফুটেছে, তুলতে গেলুম, ব'ললেন, 'তুল না, তুল না, ব্যথা পাবে।' যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ ক'রে গেল ব'লবো, ফুল ছিঁড়বো; আর একদৌড়ে চ'ললেম, সে মাগীর কথা শুনিগে। আহা, সে কেমন ব'ললে, 'কে গা তুমি?' আর এ'রা হ'লে ব'লতেন, 'মার্কণ্ড, ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাকছে শোন।' গান শুনতে ইচ্ছে হয়, আপনারা গাও, দু'টো কড়ি মধ্যম লাগাও; ক'রে তুলেছেন সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে—সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথা!

হারীত। মার্কণ্ড, তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্কণ্ড। না ভাই সুরত, রাগ ক'র না।

সুরত। দেখ ভাই, স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন, জ্ঞানীলোকের এই মত যে, অমন কুৎসিত বস্তু আর নাই, স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু, সেই স্বর্গ; যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাকতে, তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্কণ্ড। (স্বগত) কে জানে বাবা, কেমন আকরে টানে।

ফুল-হাসি। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত। ভাল আমি দেখবো। এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত, সুন্দর লয়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগলে ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেলবো, আর এ খেলার পানে

ফিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেলবো না—কি খেলবো তাই ভাবি, আর ওরা কি বলে তাই শুনি।

সুরত। (দেবমন্দির-সম্মুখীন হইয়া) দেখ দেখ—কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! এস ভাই, আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি।

ফুল-হাসি। আমায় দেখতে পেয়েছে কি? কে জানে! পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতা কতক কমে।

সুরত, মদনক প্রভৃতি সকলের গীত

খাম্বাজ—একতালা

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিগ্‌বসনা,
নগনা মগনা, রুধির-দশনা ত্রিনয়না তারা,
তার' দীনজনে।
মুক্তকেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ রুধিরে,
তপন-কিরণ, চরণ শোভন,
অট্টহাসি দামিনী দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

[ফুল-হাসি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চিত্রভানুর প্রবেশ

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হয়ে অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বই তো আর গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মহাপাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হয়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ করেছিস, তোর পুত্র তোকে তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা করবে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাকতে সুরত কখনো কোন নারীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করবে না। মা করালবদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নর কিরূপে হরণ করবে? এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমার বুকে বিদ্ধ হবে। হায় হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখলেম না। সুরত! আমার সুরত! হা ধিক্ মনুষ্য-সন্তান!

ফুল-হাসি। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ,—শিক্ষিত বিরাগ—স্বভাবজাত নয়, দেখবো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখতে পারে?

চিত্র। দমনক, হারীত, মার্কণ্ড—এরা মনুষ্যসন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশু-কাল হ'তে লালনপালন করে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিচ্ছি, এমন কি, তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করাল-বদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ, সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পাল্লেম না।

ফুল-হাসি। আমার আক্ষেপ—সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায়, তা দেখাতে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এ দিকে আসবে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করালবদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা—এ খেলা খেলাই থাকে, খেলতে খেলতে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগবে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত-হৃদয় শীতল কর মা! হায়! মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য কুক্ষণে এ কাননবাসী হয়েছিলেম, তা' না হলে চন্দ্রশেখর কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেতো! মাগো! এ অভাগাকে ভুল না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ—জলপ্রপাত

ফুল-ধুলার প্রবেশ

গীত

ভীম-পলাশি—মধ্যমান

ফুল-ধুলো। নির্ঝর শীতল, শীতল ফুলদল,
শীতল চন্দ্রমা হাসি,
কিরণ মাখিয়ে, ফুলদল ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি।

মুক্ত চিকুর, মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন-বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি।

কদিন হাসির গলা ধরে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াতে ভালবাসে। কদিন যেন একলা বেড়ান বেড়েছে।

সুরত প্রভৃতির প্রবেশ

শ্রী—ঝাঁপতাল

সুরত। পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাল হৃদয়;
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পুরিয়ে,
সুর-ব্রহ্মপদে সুর হও গিয়া লয়।
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐকতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ;
ব্যাপিয়া অনন্ত স্থান অনন্ত সময়।

ফুল-ধুলা। আহা! এ কে গান গায়? আহা! কে এ?—আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায়, আমি ওর সঙ্গে কতদূর যাই। ও যদি হাত পাতে, আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখপানে চাই।

গীত

পরজ—একতালা

দম। সিত পীত লোহিত হরিত
মেঘমালা গগন-ভূষিত,
স্বর্ণ-কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে।
পরিয়া লতিকা কুসুমমালা
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা স্বভাব গাঁথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর,
গাইছে শুন মধুর স্বরে।

ফুল-ধুলা। এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর, আর তারা সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর, আর শেফালি সুন্দর; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা, আপনা আপনি সুন্দর।

সুরত। স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে দেখি, আর কি দেখতে চাই ভাই?

ফুল-হাসির প্রবেশ

ফুল-হাসি। আমিও তাই চিরদিন মনে ক'ত্তেম, কি দেখতে চাই? এই যে ধুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখ, ও বুঝি যা দেখতে চায়, তাই দেখছে। চিত্রভানু বলেছিল, কুক্ষণে এ কাননে এসেছি; আমি বুঝেছি, ক্ষণ কু নয়, এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হ'ল; কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ করেছি, স্বাধীনতা হারাবো না। কি জানি, নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা! লতাটি কেমন ডালে ভর দিয়ে রয়েছে। ডালটি না থাকলে অমন আনন্দে দুলতো না।

সুরত। ভাই দমনক, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না?

দম। ভাই, উত্তর আমিও খুঁজছি, পাই না।

সুরত। ভাই, আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন?

হারীত। ভাই! প্রাণ তো সকলই চায়, আবার কিছুই যেন চায় না; দেখ, মার্কণ্ডও বিষণ্ণভাবে বসে আছে।

মার্কণ্ড। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যার কি ভাববো, তাই ভাবছি।

ফুল-ধুলা। ভাল, আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। (প্রকাশ্যে) তোমরা কে বনে বসে গান ক'চ্ছো?

মার্কণ্ড। আহা-হা, মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে, বলবো এখন, তুমি ওমনি করে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা কর।

সুরত। ভাই, এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ করবে। চল আমরা এখান হতে যাই। (স্বগত) এ কি! মায়া-প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারীত। এস মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। বাবা রে! এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই—পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কে' সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুষ, তবু বলবে নয়—নয় তো

নয়! বাপু, তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। (ফুল-ধূলার প্রতি) দেখ, আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটাকতক কথা কও না!

[প্রস্থান।

ফুল-হাসি। এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো!

ফুল-ধূলা। অদৃষ্টে এও ছিল! যারে সুন্দর ভেবে নিকটে গেলেম, সে রাক্ষসী বলে চলে গেল!

ফুল-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) ধূলা! তুমি একলা দাঁড়িয়ে রয়েছ?

ফুল-ধূলা। কি অসার মন! আমায় যে ঘৃণা কল্লে, তার অনুসরণ করতে ইচ্ছা কচ্ছে।

ফুল-হাসি। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে; (প্রকাশ্যে) ভাই, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না, কি ভাবচ?

ফুল-ধূলা। ভাই হাসি! তুমি সত্য বল, একলা বেড়াও কি দেখে? আমিও এবার একলা বেড়াব।

ফুল-হাসি। না না, চল, খেলি গে।

ফুল-ধূলা। না হাসি! আমার খেলার দিন আজ ফুরাল!

[প্রস্থান।

ফুল-হাসি। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। দাসী হব না—শপথ ক'রেছি, কিন্তু প্রাণ দাসী হতে লালায়িত।

গীত

প্রাণ বাঁধিতে ফিরাতে নারি;
মনের অনল মনে নিবারি।
পারি কি না পারি, হারি হারি হারি,
ধিক্ জনম, ধিক্ নারী
আমারি প্রাণ নহে আমারি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ

চিত্রভানুর প্রবেশ

চিত্র। আহা! আমি কদিন হতে স্বপ্ন দেখছি, যেন আমার পদতলে বসে আমার অভাগিনী কন্যা রোদন করে বলছে, "পিতঃ! ক্ষমা কর।" মা করুণাময়ি! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মাগো! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে?

উদাসিনীর প্রবেশ

উদা। (চরণ ধরিয়া) পিতঃ! তবে ক্ষমা করুন।

চিত্র। এ কি! এখনো কি আমি নিদ্রিত?

উদা। পিতঃ! নিদ্রা নয়, সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বতগুহায় বাস করেছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুরতকে কোলে করে কাঁদতেম। সুরতের জ্ঞান হলে কত চেষ্টা করেছি, যে সুরতকে গুহায় লয়ে যাই, কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখবে না বলে আমার মুখাবলোকন করতো না। মার্কণ্ড সুরতের সাথী, সুতরাং আমারও সন্তানতুল্য, আমি কত দিন তারে আদর করে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমায় দেখলে বুড়ী বুড়ী করে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ করে এলে কেন?

উদা। আমার স্বামী লোক-নিন্দার ভয়ে আমার পুত্রকে পুত্র বলে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হতে চলে এসেছিলেম।

চিত্র। সদ্যোজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে সুরতকে তার পরিচয় দিয়েছিলেম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলেম, তুমি মরেছ, এ মিথ্যা কথা লিখলে কেন?

উদা। আমি মরণ সঙ্কল্প করে তিনদিন এই দেবীর নিকট উপবাসী ছিলেম; কিন্তু কি যেন বল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছুদিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে।"

চিত্র। বৎসে! তোমায় কতদিন দেখিনি!

উদা। পিতঃ! চলুন বিশেষ কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফুল-হাসি। মা গো! তোমার মনে কি এই ছিল মা, যে দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহকালে কি শীতল হব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হব না,—আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হব না।—সুরত যদি ঘৃণা করে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুলবো না। কি! দাসী হব?—কখন না;—অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক, কেউ দেখতে পাবে না। মুখে হাসবো, মন কাঁদে কাঁদুক, তবু মনে জানবো, আমি স্বাধীনা। এই যে—ধুলা আসছে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

[অন্তরালে গমন।

ফুল-ধুলার প্রবেশ

ফুল-ধুলা। কৈ, সে যোগিনী যে বলেছিল, আজ আমি দেবী-পূজা করলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; তাকে তো হেথা দেখতে পাচ্ছি না? দেখি কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

ফুল-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) এল আর চলে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।

উদাসিনীর প্রবেশ

উদা। দেখি, কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

[প্রস্থান।

ফুল-ধুলার প্রবেশ

ফুল-ধুলা। আমি মিথ্যা কেন সে যোগিনীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্ছি? মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে, প্রণাম কর, কুম্ভস্থিত জল মস্তকে দাও, তাহলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফুল-ধুলা। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন? করুণাময়ি! আবার বল; কই, আর তো কিছু শুনি না,—ভাল, দেবীর আদেশ পালন করি। (তথাকরণ ও বৃদ্ধাবেশে পরিণত) (জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল? জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন করলে? মা গো! তুমি ত রমণী,—রমণীর রূপই সর্ব্বস্ব, তা কি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেব-বাক্যে বিশ্বাসহারা হয়ো না।

ফুল-ধুলা। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই রবে, আমার আক্ষেপ বৃথা।

মার্কণ্ড ও হারীতের প্রবেশ

মার্কণ্ড। ভাই! সে বুড়ী বলেছে, দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

হারীত। তার মন ফেরাবার জন্য তোমার এত কেন?

মার্কণ্ড। এ কি কথা হলো? মেয়েমানুষের মুখ দেখবে না,—আমি যে আর পারি না।

হারীত। না পার, বে' কর গে।

মার্কণ্ড। সুরত রাগ করে যে, নইলে কি ছাড়তেম? আমি সুরতের রাগ সইতে পারি না। আহা দেখ দেখ—কি রূপ-লাবণ্য দেখ!

হারীত। আরে আ-মলো! ও যে বুড়ো ডাইনী রে, ওর আবার রূপ-লাবণ্য কি?

মার্কণ্ড। তুমি ডাইনী-ফাইনী বলো না বাবা, আত্মবিচ্ছেদ হবে!

হারীত। আরে! চোখ চেয়ে দেখ না, কারে বলছিস সুন্দর?

মার্কণ্ড। মাইরি! রসের কথা দেখ! ওকে সুন্দর না বলে কেলে ভোমরাকে সুন্দর বলবে!

ফুল-ধুলা। হায়! এরা আমায় বিদ্রুপ করছে। আমি এখনি দেবী-সমক্ষে প্রাণত্যাগ করবো। (মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

মার্কণ্ড। ঐ যা, দোর দিলে! বলি দেখ দেখি, এতে কি বলতে ইচ্ছা করে? আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত) ঐ যা, দোরে খিল দেছে—ওগো! আমি তোমায় দেখবো না, দোর খোল!

হারীত। ডাইনী বলে ডাক না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্কণ্ড। ছি! তোমার প্রাণে একটু দরদ নেই। আমার এদিকে প্রাণ কচ্ছে তুলরাম-

খেলারাম, উনি বলছেন ডাইনী। ওগো! দোর খোল। আমি কালী-পূজা করবো। মাইরি! আঃ ছি! দোর দিয়ে রাতদিন তামাসা ভাল লাগে না, খোল না হে! না বাবা, মোলায়েম প্রাণ না; নাও, ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল বলে অত গুমোর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই?—ও ভাই হারীত! তুই ডাক না দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে পড়েছি, একটু উপকার কর ভাই।

হারীত। ডাইনী! দোর খোল—

মার্কণ্ড। ছি! তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না।

হারীত। তুমি এক কাজ কর, একটা গান গাও, তা হলেই দোর খুলবে।

মার্কণ্ড। বেশ বলেছ।

গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা

প্রাণ জ্বলে সখা রে,
সে মুখখানি মনে হলে,—
মনটি করে আঁদাড় পাঁদাড়
ভোলাই তারে কি ছলে।
সাদা সাদা চুলগুলি,
গালেতে পড়েছে ঝুলি,
কপালে পড়েছে রুলি,
চক্ষু দুটি ঢলঢলে।

ওরে—দু'পালটা গাইলেম, তবু দোর খোলে না।

হারীত। তুমি ভাই এক কাজ করতে পার?

মার্কণ্ড। রসো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই। আমার সেই রাগরঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই। ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আনছি, সুরতকে দেখাব বলে তাদের সাজিয়ে রেখেছি। [প্রস্থান।

হারীত। দেখি কি তামাসা করে।
[প্রস্থান।

উদাসিনী ও ফুল-ধুলার পুনঃ প্রবেশ

উদা। বৎসে, আমি যেমন যেমন বলেছি, তোমার সখীগণকে লয়ে তদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফুল-ধুলা। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান কল্লে অবশ্যই হবে। [উদাসিনীর মন্দিরমধ্যে প্রস্থান।
[ফুল-ধুলার প্রস্থান।

সুরত, মার্কণ্ড, হারীত ও পঞ্চরাগের প্রবেশ

শ্রী। আমার বিষম ফাঁদন বুকের শ্রী
মাইরি সবাই দেখে নে;
আমার মাথার ছিরি-গোবরগিরি,
আমি দৌড় দিই টেনে।

রস। র,র,র, শান্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমার।
এমন খোদন-খাদন বদনখানি
বল দেখি কার?
আবার পেছনেতে আসতেছে যে—
বাবা সে আমার।

ভৈরব। ধপাধপ্ তিনটি নয়ন টক্‌টকে,
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে;
আবার এক পাশেতে ঘাপটি মেরে,
নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে
নাদসুরে উঠি ডেকে।

দীপক। দপ্‌দপ্ জ্বলছে আগুন, ধু ধু ধু—

মেঘ। গড়্ গড়্, ফু, ফু, ফু।

দীপক। চোপ্ চোপ্ সামলে থাকিস,
আবার ধু-ধু।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়বি কোথা, আবার
ফু ফু।

দীপক। ধু ধু ধু—

মেঘ। ফু ফু ফু—

দীপক। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার
শালা,—

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড়্ গড়্,
ছুটে পালা।

সকলে। রাগরঙ্গে মোরা বঙ্গ ফাটাই!
সুরের ঈশ্বর সুরের ঠাকুর
জনে জনে মোরা সুরের কানাই।
নাচি গাই, আর কেন যাই
পালাই পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই।
[রাগগণের প্রস্থান।

সুরত। গীত

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রাণ ভরে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটে না।

প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে
কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারু সনে—
সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া পথে
কে যেন কোথা হতে
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাসে না।

চল ভাই, দেবী-পূজা করি। এ কি! মন্দিরের কপাট বন্ধ করলে কে?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হতে ইচ্ছা না থাকে দ্বারে আঘাত করে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুরত। এ কে কথা কয়?

হারীত। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুরত। তিনিই বা হন। মাতামহ বলেছেন যে, এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন, তিনি অতি পবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মা গো! এ দীন সন্তানকে একবার দেখা দেন, আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস, অপেক্ষা কর।

মার্কণ্ড। এইবার বাবা যায় কোথায়!—দোর খুলবে আর ধোরবো আঁচল টেনে, ভস্ম হই—হব।

উদাসিনীর প্রবেশ

ও বাবা! এ কি! এ যে সেই বুড়ীর মতন! আঃ ছি ছি ছি! এর জন্য এত রাগরঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতের প্রতি) বৎস, কি চাও?

সুরত। মা, কি চাই তা জানি না, কি চাই—তা জানতে চাই।

উদা। ভাল, এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা, আমায়ও একটু দিন।

হারীত। আমায়ও একটু।

মার্কণ্ড। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এই চরণামৃত পান কল্লে, সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্কণ্ড। এমন নইলে চন্নামৃত। যেই দেখবো, অমনি তেড়ে গিয়ে ধরবো, কি বলো হারীত?

সুরত। আহা! আমার প্রাণ মাধুরী-লহরে আন্দোলিত! মরি মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হতে হয়? আহা! এমন সুন্দর গুরু তো কখনও দেখি নাই।

বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে গীত

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী

হাসে শশধর মধুরযামিনী।
শীতল সিত করে রজত মেদিনী॥
তারাদল জাগে, প্রেম-অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু-ঢুলু নয়না ভামিনী॥
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর-পরশনে কুমারী কামিনী।
ধূসর নীরদ, চলে ধীর পদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুরত। আহা! একি মায়া-তরু?
আয় তরুবর, তোরে করি আলিঙ্গন।

ফুল-ধুলার তরু হইতে নির্গমন

ফু-ধুলা। রেখ রেখ পদে তব নিলাম শরণ॥

গীত

ভৈরবী—ঠুংরি

রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরুরাজি কুসুমরাশি,
হেরি দিবানিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহি তো প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পূজিত,
না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পূরিল, প্রাণ ভরিল,
কর লো কাতরে করুণা দান।

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

প্রথমা স্ত্রীলোকের তরু হইতে প্রকাশ

প্র-স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়-বল্লভ।

হারীত। আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন
দান।

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধিনী পদে
কুলশীল-মান।

মার্কণ্ড। আয় রে অটবী তোরে ধরি
এঁটে-সেঁটে।

তৃতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি
ফেটে॥

মার্কণ্ড। আরে র, সে যে ছিল লম্বা-চৌড়া, এ যে বেঁটে-সেঁটে; যাই হোক—এ তো আমার হলো একচেটে।

সকলের গীত

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥
মুচকে হাস কুসুম-কলি,
মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি,
সুধার রাশি রে॥

ফু-হাসি। হা! একদিনের খেলা আমার একদিনে ফুরাল।

যবনিকা পতন

মুকুল মুঞ্জরা

[মিলনান্ত নাটক]

(২৪শে মাঘ, ১২৯৯ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

অচ্যুতানন্দ (জনৈক যোগী)। রাজা জয়ধ্বজ (কেরোলির অধিপতি)। চন্দ্রধ্বজ (যুবরাজ, কেরোলির অধিপতির পুত্র)। বীরসেন (পাণ্ডীয়ানার রাজা)। মুকুল (বীরসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র)। ক্ষিতিধর (মুকুলের বিমাতৃপুত্র)। সুসেণ (কেরোলির সৈন্যাধ্যক্ষ)। বরুণচাঁদ (পাণ্ডীয়ানার জনৈক বণিকের পুত্র)। মন্ত্রী (জয়ধ্বজের মন্ত্রী)। ভজনরাম (কেরোলির জনৈক কর্ম্মচারী)। সভাসদ্, রক্ষী, দূত, প্রহরিগণ ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

তারা (পাণ্ডীয়ানার রাজকন্যা, মুকুলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী)। মুঞ্জরা (কেরোলির রাজকন্যা)। চামেলী (মুঞ্জরার সখী)। পান্না (মুঞ্জরার সহচরী)। পরিচারিকা, সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেরোলি—অচ্যুতানন্দের আশ্রম-সন্নিহিত বন

তারা, অচ্যুতানন্দ ও মুকুল

তারা। কর হে করুণা, প্রভু, দাসী অভাগিনী!
অচ্যুত। শিব শিব!—
এ বিজনে কে তুমি জননি?
সঙ্গে যুবা কেবা তব—কোন্ বংশধর?
বল, মা, বিহনে তোমা শূন্য কার ঘর?
ষড়ানন সনে যেন বনে বীণাপাণি!
কেন মা, মলিন হেরি চাঁদ মুখখানি?
তারা। দেবের বাঞ্ছিত পুর পাণ্ডীয়ানা নাম,
প্রজার পালক বীরসেন গুণধাম—
নন্দন-নন্দিনী মোরা; শুন ব্রহ্মচারি,
বিধি বিড়ম্বনে, প্রভু, কানন-বিহারী।
অচ্যুত। অদ্ভুত বিধির লিপি!
কহ গো কল্যাণি,
বীরসেন ভূপতি অহল্যা নামে রাণী—
বিশাল তমালে যেন হেমলতা ছবি,
পদ্মিনীর সনে যেন প্রেমে বাঁধা রবি
ছিল দোঁহে—
তারা। জনম দুখিনী অভাগিনী
জননী আমার আহা ছিল বিষাদিনী!
অচ্যুত। কহ বৎসে,
জান কিছু পূর্ব্ব বিবরণ,—
যজ্ঞফলে জন্মেছ কি নন্দিনী নন্দন?
তারা। যজ্ঞফলে জন্ম; কিন্তু এ ছার কপালে
বিপরীত ফলিল সন্ন্যাসি! ছার ভালে
অমৃতে উঠিল হলাহল; রত্ন-আশে
যত্ন করি সাধু জনে আনিয়ে আবাসে,
অবিরল আঁখিজল—বরিষার বারি
ঢালি ধৌত করি পদ—পুত্রহীনা নারী—
কহিত জননী সকাতরে—"কৃপা কর
কৃপাময়!" একদা আইল যোগীবর,
মেঘাচ্ছন্ন যেন দিনকর আচম্বিত!
মনের বেদনা তাঁরে জানাইল সতী;
আশ্বাসিল উদাসীন—'হবে পুত্রবতী'।
স্বাতী-বারি শুক্তি যথা যত্নে করে পান,
পিয়িল সে আশা বারি পিপাসিত প্রাণ।
অচ্যুত। যজ্ঞ কৈল রাজরাণী সাধুর বচনে?
তারা। সর্ব্বজ্ঞ, কি অজ্ঞাত তোমার
ত্রিভুবনে!—
জন্মিল এ অভাগী-অভাগা পরে পরে
হানিতে দারুণ শেল মায়ের অন্তরে।

ভুবনমোহন এই সুন্দর কুমার!
কিন্তু হায়, কি কহিব কপালে অঙ্গার!—
এ হেন সুন্দর কায় জ্ঞান-জ্যোতিহীন,
শূন্য হৃদি—প্রশস্ত ললাট ধী-বিহীন;
কত যত্নে না হইল মনের বিকাশ,
দিন দিন জননীর বাড়িল হুতাশ।
মুকুল। চল না—
তারা। কোথায়?
মুকুল। যেথা হয়,
তারা। চল যাই,
ভক্তি ক'রে যোগীরে প্রণাম কর, ভাই!
মুকুল। কারে?
তারা। যোগীবরে।
মুকুল। নমো নমঃ।
অচ্যুত। হও সুখী।
অতঃপর কি হইল কহ বিধুমুখি!
তারা। হাবা শিশু কোলে ল'য়ে কাঁদিল জননী,
কত দিনে দেখিল মা, আইল সতিনী।
অচ্যুত। পুনঃ কি করিল রাজা দার পরিগ্রহ?
তারা। শুন প্রভু, পরে পরে মাতার নিগ্রহ।
নবরাণী কতদিনে হইল পুত্রবতী,
আর নাহি সম্ভাষেন মায়েরে নৃপতি,
দম্ভভরে বিমাতা কলহ কইল কত,
কি কহিব, সহিল দুখিনী মাতা যত!
এক দিন মিথ্যাবাণী রচিয়া অদ্ভুত,
বিমাতা কহিল—"রাজা, তব জ্যেষ্ঠ সুত
বধিতে আসিল আজি আমার দুলালে;—
এস্থলে থাকিতে যুক্তি নহে কোন কালে।"
মুকুল। আমি তো মারিনি, মিছে মিছে মিছে—
তারা। না—না—
কূটবুদ্ধি কুটিলতা প্রকাশিল নানা,
প্রত্যয় করিল পিতা বিমাতার বোলে।
অচ্যুত। ধীর জন মুগ্ধ হয় নারীর কৌশলে।
তারা। বধিতে চাহিল রাজা আপন নন্দনে;
ভয়ে মাতা পুত্র ল'য়ে পশিলা গহনে,—
সিংহিনী যেমতি পশে পর্ব্বত-গহ্বরে
সভয়ে শাবক ল'য়ে কেশরীর ডরে;
পুত্র কোলে অভাগিনী আঁখি-জলে ভেসে
কল্যাণ কামনা করি ভ্রমে দেশে দেশে;
সাধুস্থান, দেবস্থান—কৈল পর্য্যটন,
রহিল আঁধার-মগ্ন তনয়ের মন।
তোমার মহিমা, প্রভু, বিখ্যাত সংসারে,—
বড় আশে তব পদে সঁপিতে কুমারে
আসিতে ছিলেন মাতা, নর্ম্মদার জলে
ডুবিল তরণী; হায়, দুরদৃষ্ট ফলে—
হইয়াছে অভাগিনী সলিলে মগন;
আমা দোঁহে তুলিল ধীবর নেয়েগণ।
মুকুল। মা কোথায়?
তারা। ঘুমায় মা।
মুকুল। যাবে না সেথায়?
চল যাই মার কাছে।
তারা। কি হবে উপায়?
অবোধ অজ্ঞানে, প্রভু, রাখ রাঙ্গা পায়।
অচ্যুত। ত্যজ ভয়, মমাশ্রয় করহ গ্রহণ,
এ সকল বার্ত্তা, বৎসে, রেখ সংগোপন,
যেন বার্ত্তা কেহ নাহি জানে। নরপতি
এ রাজ্যের পিতৃ-বন্ধু তব; ভাগ্যবতি,
পাইলে সন্ধান, পাছে বধে প্রাণ, তব
বিমাতার তৃপ্তি হেতু। শুনেছি সম্ভব
আসিছে এ দেশে তব বিমাতা-তনয়,
রাজার কুমারী সনে হবে পরিণয়,—
তাই ডরি, কৃশোদরি!
তারা। কহি সত্য করি
সম্মুখে তোমার যোগীবর! আজি হ'তে
বাক্য মম কেহ না শুনিবে কোন মতে;
বোবা হ'য়ে রব, তব চরণ সেবিব,
আজ্ঞা বিনা কোন স্থানে কভু না যাইব।
অচ্যুত। দেখ, রেখ প্রতিজ্ঞা তোমার, বৎসে!
তারা। মম
প্রতিজ্ঞা অটল, প্রভু, নাহি হবে ভ্রম
তোমার প্রসাদে কভু।
অচ্যুত। এস মমাশ্রয়।
তারা। চল, ভাই, যাই চল।
মুকুল। মা গেছে কোথায়?
তারা। চল যাই যোগীর আশ্রয়।
অচ্যুত। (স্বগত) একি দায়!
মম যজ্ঞফলে এই নন্দিনী-নন্দন,—
হেন বিঘ্ন কি হেতু হইল সংঘটন!
বুঝি রাজা বাক্য মম করিয়ে হেলন,
অসময়ে দেখেছেন পুত্রের বদন।
হর হর! নাহি জানি কি উপায় করি,
এ হেন দশায় হায় অহল্যা সুন্দরী,—

রাজরাণী ধীবরের ঘরে; কন্যাপুত্র
অনাথা বিজনে, ধন্য ধন্য কর্ম্মসূত্র!
(প্রকাশ্যে)
চল বৎসে, রহ সদা দেবের সেবায়,
অশুভ হইবে শুভ মহেশ-কৃপায়।
শিব শিব! আশুতোষ! কপাল-মোচন!
বিঘ্ন দূর হবে, মাগো, ক'র না রোদন।
তারা। আর কি হেরিব, প্রভু,
অভাগা মাতায়?
অচ্যুত। মৃত সঞ্জীবিত হয় হরের কৃপায়।
এস বৎসে!
তারা। চল ভাই!
মুকুল। কোথা মা কোথায়?
তারা। যোগীর আলয়।
অচ্যুত। এস, জ্ঞান-হীন হায়!
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেরোলি—সুসেণের কক্ষ

বরুণচাঁদ ও ভজনরাম

বরুণ। প্রাণের মানুষ মণি, বল দেখি শুনি, মলিন কেন চাল্‌তা-বদন খানি?

ভজন। বিচ্ছেদে হে'সে কে'দে।

বরুণ। আহা বিরহে জর জর হ'য়েছ বটে। প্রাণের মানুষ মণি, কিসের বিচ্ছেদ শুনি?

ভজন। পিরীতে জড়সড় হ'য়ে, বাছাদের কাছে বিদেয় নিয়ে, দুটো বিষম খেয়ে, আহা, বাছারা আমার কে'দে সারা।

বরুণ। মরি মরি, কারা কে'দে সারা হ'ল মণি?

ভজন। আহা, জুতো জোড়াটি হাঁ ক'রে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, পা-জামাটি শত চক্ষে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইছে, আর আমার হৃদ্‌বিহারিণী চাপ-কান অভিমানে থান থান হ'য়ে প'ড়েছেন, আর আমার খিড়্‌কিদার পাক্‌ড়ী ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি খেল্‌ছে, বাছাকে পাকিয়ে, তেলে চুবিয়ে পোড়ালে যদি আমায় ভুলতে পারে! আহা, বাছারা একাদিক্রমে দশ বচ্ছর আমার অঙ্গে অঙ্গে ফিরেছে, আজ পাষাণ প্রাণে তাদের ছেড়ে চ'লে এলেম।

বরুণ। আহা—হা, তাদের ছেড়ে এলে, কোন্ দুটো মিঠে ব'লে এলে!

ভজন। নব অনুরাগে মুখে কথা স'র্‌ল না, নূতন খাটো পায়জামা পায়ে এ'টে ধ'র্‌লে, নূতন চাপকান বুকে-পিঠে সে'টে ধ'র্‌লে, নূতন পাক্‌ড়ী চুম্বন-ছলে মাথায় কাম্‌ড়ে দিলে, আর নব নাগ্‌রা ত্বরায় কুলের বার ক'র্‌লে।

বরুণ। আ মরি মরি! তবে তোমার বিচ্ছেদ-মিলন এক সঙ্গেই হ'ল! আহা! এমন প্রেম কেউ কখন করে নি—কেউ কখন করে নি!

ভজন। আহা, অমন খিদের জ্বালায় কেউ কখন' মরে নি—কেউ কখন' মরে নি।

বরুণ। কেন মণি, গোবরা হাঁয়ে কেন কিছু দিলে না মণি?

ভজন। বদনে কিছু দিতে গেলে, রাস্তা কে চলে বল? শুন্‌ছ না—সহর সরগরম; রকম রকম হুকুম বেরুচ্ছে, কখন্ মহারাজ আসেন—কখন্ মহারাজ আসেন। সাধে কি আর দশবছুরে চাপকানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লো? বেড়ে সব খাটো খাটো নূতন পোষাক বিলি হ'লো, রাজার হবু জামাই বর আসছেন। সেদিকে তারা মায়ে-পোয়ে বেরিয়েছেন, এদিকে আমাদের পেটের নাড়ী বেরুল। সর্দ্দার ঠাকুরের হুকুম কড়া; তাঁরই উপর অভ্যর্থনার ভার,—সাড়ে তিপ্পান্ন জন হরকরা আছে। একবার ভজনরামকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার ভজাকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার ভজনকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার রামকে হুকুম হ'চ্ছে, একবার রামাকে হুকুম হ'চ্ছে, রামভজন—ভজনরাম, রামভজন—ভজনরাম হরদম হ'চ্ছে। টাট্টু ঘোড়ার অংশে—ভাগ্যে দুই চরণ পেয়েছিলেম দাদা!

বরুণ। তাই তো বলি—মনের মানুষ মণি, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শুনি, সহরে কি একটা হ'চ্ছে। খালি আনাগোনা—খালি আনাগোনা—বলি কারখানাটাই কি? নগরে নাগর মনোহর, নাগরটুকু কোথাকার?

ভজন। পাণ্ডীয়ানার রাজা।

বরুণ। আর তাঁর বঙ্গবিদ্যাধরী জননী। ওঃ, তোমাদের রাজকুমারীর পাথরে পাঁচ কিল,

এমন রাজ-চটক সম্বন্ধ কোন্ ঘটক-চূড়ামণি জোটালে?

ভজন। রাণী পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন—'আমি ব্যাটা নিয়ে যাচ্ছি'। রাজা অম্‌নি ঘুরে প'ড়্‌লেন। এমন উচ্চবংশ আর হবে না, কন্যাদান ঐ খানেই ক'র্‌তে হবে।

বরুণ। বংশলোচন বাঁশ বটে, কিন্তু মনের মানুষ মণি, বড় নিরেট কঞ্চি গজিয়েছে, অমন বাপ-তাড়ান বংশ আর হ'বে না।

ভজন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বুড়ো রাজা বেঁচে আছে, কাশী বাস ক'রেছে।

বরুণ। বড় কড়া জান ব'লে মহাপ্রস্থান হয়নি, নইলে বঙ্গসুন্দরীর মহিমায় আর ছেলের গুণ-গরিমায় সশরীরে স্বর্গলাভ না করে, এমন ব্যাটা ছেলেই নাই! ঠাক্‌রুণ আমার পাহাড়ে পাট্টা, যার কাছে যান, তার ঘাড় বেঁকে যায়। পাটরাণী অহল্যা যেন লক্ষ্মী ছিলেন, মাগী দুটো ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে পালাতে পথ পেলে না।

ভজন। তুমি যে স্বয়ং বাল্মীকি বাবা! সাতকাণ্ড রামায়ণ আওড়াচ্ছ!

বরুণ। অরুণকাণ্ড তো শুন্‌লে না? তা হ'লে রাজকুমারীর কত জোর কপাল বুঝ্‌তে।

ভজন। শুন্‌ব কি, তুমি যে শ্লোক পাঠ ক'র্‌ছ—ব্যাখ্যা নইলে বোঝা যায় না তো বাবা!

বরুণ। ব্যাপারখানা কি জান?—রাজা বীরসেনের ছেলে হয়নি, হঠাৎ এক জাগ্রত যোগী এসে উপস্থিত। সে যোগীরাজ কে জান?—যে চাক্ষুষ দেবতা—তোমাদের শিবালয়ে আছেন। আহা! যোগীবরের কি হোমের জোর, প্রথমেই এক কন্যা সন্তান, তার পরেই এক হাবা ছেলে!

ভজন। হাবা ছেলে কি রে? রাজা তো শুন্‌লেম খুব চট্‌পটে।

বরুণ। রোস বাবা, এই তো অরুণকাণ্ড গাচ্ছি, এর মধ্যে অহিরাবণের জন্ম আন্‌লে আমি পেরে উঠ্‌বো কেন?

ভজন। এ বুঝি সে ছেলে নয়?

বরুণ। রহ ধৈর্য্যং, রহ ধৈর্য্যং।

ভজন। সে হাবা ছেলের কি হ'লো?—হাবাটা কি?

বরুণ। হাবার টেক্কা হাবা! দশ বছর অবধি যোগীর বরপুত্রের বাক্ ফুট্‌লো না; বাক্ ফুট্‌লো তো সাত চড়ে 'ক' বেরোয় না।

ভজন। তার পর—তার পর?

বরুণ। তার পর রাজা আমোদে আটখানা।

ভজন। তা হবেই তো—তা হবেই তো!

বরুণ। আহা, এমন শ্রোতা না হ'লে ব্যাখ্যা ক'রে সুখ!

ভজন। না বাবা, ইতি কর, সর্দ্দার আস্‌ছেন, এখনি তাড়া লাগাবেন আর শোনা হবে না,—রাজা কি ক'র্‌লেন?

বরুণ। রাজা বঙ্গসুন্দরীকে ঘরে আন্-লেন, সেই বঙ্গেশ্বরের কন্যে পাণ্ডীয়ানার কুলের ধ্বজা এই রাণী,—যিনি শুভাগমন ক'রেছেন।

ভজন। এ'রও কি হোম ক'রে ছেলে নাকি?

বরুণ। না,—রাজা স্বয়ংই হোম ক'রে-ছিলেন, মাতব্বর যোগীবরকে ডাক্‌তে হয় নি। ছেলে দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো—যেন কচুর তেউড়। আর এদিকে অহল্যারাণী পান্তাভাত খেতে লাগ্‌লেন।

ভজন। রাণী খুব নুন মেখে খেত না কি? তাই ছেলেটা বোকা হ'য়েছিল।

বরুণ। নুন মেখে নয়—নোনা চোখের জল মেখে। রাজা বঙ্গসুন্দরীকে নিয়ে উন্মত্ত, বড় রাণীর পানে ফিরে চান না, এদিকে সো-রাণীর তাড়না!

ভজন। দাঁড়াও—দাঁড়াও!

বরুণ। দাঁড়াব কি, উঠে দাঁড়াব মণি!

ভজন। যা ব'লে যাই শোন; যুবরাজেতে আর সর্দ্দারেতে এই কথাই বুঝি হচ্ছিল, তার পরে তো সো-রাণী রাজাকে কেঁদে ব'ল্‌লে, "তোমার হাবা ছেলে, আমার ছেলেকে আজ কাট্‌তে এসেছিল।"

বরুণ। এই খেই পেয়েছ মণি! আমার পালাটা দেখ্‌ছি আল্‌টপ্পায় মেরে নিয়েছ।

ভজন। আমি ভাল শুনি নি, রাজা তো ছেলেকে কাট্‌তে হুকুম দিলে,—

বরুণ। ব'লে যাও বাবা, যেখানে ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হবে, ধ'রে দেব।

ভজন। রাজা কাট্‌তে হুকুম দিলে,—

বরুণ। ও শেলাক তো পাঠ ক'রেছ—এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে এস।

ভজন। মন্ত্রী নাকি বাঁচিয়ে দিয়েছিল?

বরুণ। ব'লে যাও মণি, ব'লে যাও। আমি তো ব'লেছি,—ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হ'লেই ধ'রে দেবো।

ভজন। সেই রাত্রেই নাকি রাণী ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় পালাল।

বরুণ। এই খানেই অরুণকাণ্ড শেষ, তার পর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড আরম্ভ।

ভজন। কি রকম—কি রকম?

বরুণ। রাণীর কিচমিচিতে রাজ্যে কাক-চিল ব'স্‌তে পায় না, গলাবাজীর ধুম কি—যেন জাম্বুমানের সিংহনাদ! রাজা সেই জ্বালায় আর কুলতিলক পুত্রের মহিমায় দেশ-ত্যাগী হ'য়ে কাশীবাসী হ'য়েছেন।

ভজন। ছেলেটা না কি খুব লম্পট।

বরুণ। সব লুট মণি—সব লুট! এই যে দেখ্‌ছ আমি, আমারও যদি দুটো চারটে গুণের কম থাকে তো মহারাজ আমার নিখুঁত! তবে এক যায়গায় একটু বেয়াড়া ঠ্যাকে; ঐ যে হাবা ভাই ছিল, তার কথা হামেসা বলে, বলে—"দাদা আমায় বড় ভাল-বাস্‌তো।" যথার্থই হাবাটা ভালবাস্‌তো, কোলে পিঠে নিয়ে ফির্‌তো, এটাও খুব তার বশ ছিল, এই বঙ্গসুন্দরীর তর্জ্জন গর্জ্জন আর কি? বলে, "এ্যাঁ! আমার কথা শোনে না, —সতীন পোর বশ হলো।"

ভজন। তাই হাবাটাকে তাড়ালে?

বরুণ। তা না হ'লেও তাড়াতো, কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি, বলতো চালতা-মুখ মণি? আজ তুমি কথা ক'য়ে যে থুথু খরচ ক'র্‌লে, আমি আফিংখোর তার উপর তোমার প্যাঁচা-ভাব! এই যে হঠাৎ তোমার তোতা-ভাবের কারণটা কি?

ভজন। বলি কি জান ভাই! আমার মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে, মেয়েটাকে গৃহিণী মানুষ ক'রতো—ছেলেবেলায় বিস্তর কোলে পিঠে ক'রেছি, একটা খারাপ বরে প'ড়ে যাবে!

বরুণ। তার কি উপায় ক'র্‌বে মণি! যা হবার তা হবে, তুমি আপনিই কেন দেখ না, এই দিব্বি রাজ-সংসারে সুখে ছিলে, রাজা ভালবাস্‌তো, যুবরাজ ভালবাস্‌তো, রাজ-কুমারীকে তো মানুষই ক'রেছিলে। এ সর্দ্দার বাহাদুরের কাছে এসে হাড় মাটী হবে কেন বাবা?

ভজন। এই দেখ না, রাজার কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে আমাকে নিলে।

বরুণ। এই বোঝ, বরাতের ফের—বোঝ; রাজবাড়ীতে লোক ধন চায়, কড়ি চায়, তোমার মতন দাগা ষাঁড়—কে চায় মণি? আমায় দেখ না মণি! সদাগরের ছেলে ছিলুম, পাণ্ডীয়ানার একজন প্রধান লোক! বাপ লেখাপড়া শেখালে, কাজ কর্ম্ম শেখালে, এক মাগীর পাল্লায় প'ড়ে আফিংখোর হ'য়ে অজ্ঞাতবাস, তোমার দাদাই সর্দ্দারের খাস মোসাহেব! তোমার যেমন উপরির মধ্যে চড়টা চাপড়টা, আমার তেমনি খিচুনীটা আস্‌টা; ঐ তোমার সর্দ্দার আস্‌ছে, স'রে পড়, আমারও মৌতাতের সময় হ'য়ে এলো।

ভজনরামের প্রস্থান ও সুসেণের প্রবেশ

সুসেণ। বরুণচাঁদ, আচ্ছা তোকে যদি আমি রাজা ক'রে দিই?

বরুণ। না বাবা, দু'ভরি আফিং আনিয়ে দাও, তা হ'লেই এ কার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখালে!

সুসেণ। আচ্ছা, সত্যি তোরে যদি রাজা করি?

বরুণ। একটু আফিং আনিয়ে দিয়ে যা হয় কর বাবা! আমার আপত্তি নাই। খামকা রাজতক্তায় চড়িয়ে দেবে আর আমি মৌতাতে সারা হব বাবা!

সুসেণ। এই নে—তোর মৌতাত নে। (আফিং প্রদান)

বরুণ। আঃ বাঁচলেম্‌; এখন তোমার যা প্রাণ চায় কর, বাবা! রাজাই কর, আর রাণীই কর, আমি ভরপুর রাজী আছি।

সুসেণ। দ্যাখ্‌—আফিং দুধে ভিজিয়ে রাখ্‌বি।

বরুণ। কড়ার সর্‌টি ছাঁদা ক'রে পাঁকাটির নলটি দিয়ে, ব'সে ব'সে টান।

সুসেণ। পাঁকাটির নল কেন? সোণার নলে টান্‌বি।

বরুণ। না বাবা, তাতে জুৎ আস্‌বে না।

সুসেণ। আর কিসে আফিং টাফিং সেজে কি কর্‌বি রে?

বরুণ। ভরি বিশ-ত্রিশ ক'ল্‌কেয় চ'ড়িয়ে, তোফা কাঁচা তলতার নল ক'রে এক এক টান! —একবার পাঁকাটিতে মুখ, একবার তলতা বাঁশে মুখ।

সুসেণ। আর দুধটুধ খাবি নে?

বরুণ। ঐ যে পাঁকাটি দে সরের এক এক বুক্‌নী মুখে আস্‌ছে?

সুসেণ। আচ্ছা, তোর যদি এ সব হয়?

বরুণ। হাঁ, এ সব ক'রে দিয়ে রাজা ক'রে দাও—রাজী আছি; তখন যদি না রাজা হই—বিশ জুতো লাগিও।

সুসেণ। রাজা না হ'লে কি এ সব হয়?

বরুণ। তাই তো বাবা, মনের সাধ মনে মেরে আছি!

সুসেণ। আর তোরে যদি আমি রাজা ক'র্‌তে পারি?

বরুণ। তা আর পার না? তুমি মনে ক'র্‌লে কি না পার; চল্লিশ পঞ্চাশ ভরি আফিং আর তুমি খরচ ক'র্‌তে পার না?

সুসেণ। আচ্ছা, আমি খরচ ক'র্‌তে রাজী আছি।

বরুণ। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক।

সুসেণ। তোরে পরিচয় দিতে হবে, যে, তুই রাজা বীরসেনের ছেলে।

বরুণ। ছেলে কেন বাবা, প্রপৌত্র হ'তে রাজী আছি।

সুসেণ। আচ্ছা চল।

বরুণ। কোথা যাব?

সুসেণ। শিবগড় পর্ব্বতে।

বরুণ। কি বাবা, তুমি জানকী-হরণ ক'র্‌বে না কি? এই অট্টালিকা ছেড়ে শিবগড় পাহাড়ে! ঐ পাঁচ ভরির মৌতাত চালাও বাবা, খুসী আছি! দু-আঙ্গুল পুরু আফিং ভিজান সরে পাঁকাটি দেব, একি আমার বরাতে হয়? তা হ'লে বাবা সদাগরের ছেলে, ভূঁই থেকে বেভূঁয়ে প'ড়্‌বো কেন বাবা?

সুসেণ। শোন্‌ না, অট্টালিকাতে থাক্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া!

সুসেণ। আফিংয়ের কড়ায় পাঁকাটি দিবি, তল্‌তা বাঁশের নলে আফিং টান্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া!

সুসেণ। চল্‌ শিবগড়ে চল।

বরুণ। বেসুর, বেসুর!

সুসেণ। চল্‌ না কেন?

বরুণ। ফের; ফিরে সুর বাঁধ—ফিরে সুর বাঁধ!

সুসেণ। না যাস্‌ তো তোর মৌতাত বন্ধ ক'রে দেব।

বরুণ। একেবারে কড়ি মধ্যম লাগালে বাবা!

সুসেণ। দ্যাখ, তুই যদি শিবগড় পাহাড়ে না যাস্‌—এই তো, এই শিবালয়ের ওদিকে, তোর কোন কাজ নাই, মজা ক'রে মনের সাধে যত আফিং চাস্‌ দেব, কাজের মধ্যে এই আফিং টান্‌বি আর বল্‌বি যে, আমি রাজা বীরসেনের পুত্র, আর যদি স্বীকার না পাও বাবা, তা হ'লে পাঁচ ভরির মৌতাত যেথা পাও —যাও; আমার সাফ কথা।

বরুণ। বাবা! কুলমান মজিয়ে শেষে নিদারুণ বাণী! সেখানে যে বাঘের ভয়,— বুনোরা থাকে।

সুসেণ। তোর ভয় কি? রাজার শিবিরে থাক্‌বি, তোর রক্ষক থাক্‌বে, তুই খালি আফিং নিয়ে আমীরি ক'র্‌বি।

বরুণ। চারিদিকে 'হালুম হালুম' রবে নেশা যে ভেস্তে যাবে বাবা!

সুসেণ। যাবি কি না বল?

বরুণ। চোখ গরম কর কেন বাবা!

সুসেণ। যাবি কি না?

বরুণ। অগত্যা সম্মত; কি করি বাবা, প্রাণের উপর দাগাবাজী কর।

সুসেণ। রাজী আছিস্‌?

বরুণ। কোন্‌ রাজার শিবিরে যেতে হবে —বড় বাহাদুরের বুঝি? বাবা পাণ্ডীয়ানা থেকে যখন অত দূরে এসেছেন, সহরে ধ্বজা গাড়্‌তে বল না বাবা!

সুসেণ। সে বীরসেনের ছেলে—তোকে পরিচয় দিতে হবে না! আর এক বীরসেন।

বরুণ। বীরসেনই হোন্‌ আর সিংগসেনই

হোন্, আমার আপত্তি নেই বাবা! সহরে আস্‌তে বল।

সুসেণ। তুই যাবি নে?

বরুণ। ব'লছি তো বাবা, অগত্যা সম্মত; নাচার বাবা আফিং না পাই, বাঘে খায় খাক্!

সুসেণ। আচ্ছা তবে ত'য়ের হ'; আমি তোরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

[সুসেণের প্রস্থান।

বরুণ। আচ্ছা বাবা! এ ব্যাটার আচরণ-খানা কি? দেশ থেকে বিদেশে এলুম, ও ব্যাটা তো পথ থেকে আমায় চুনে নিলে! ছিল একভরির মৌতাত—দশভরির মৌতাত তুল্‌লে! আর ঘন দুধের বাটী, গোলাপী খিলি, অম্বুরী তামাক হরদম্ এক বচ্ছর যোগাচ্ছে; ব্যাপারখানা কি? আঃ ব্যাজার ক'র না—ব্যাজার ক'র না! ব্যাটা রাজা ক'র্‌তে চায়, বনে নিয়ে যেতে চায়। ঠাকুমা যে গল্প ব'ল্‌তো, তার মতন বাবা ঠিকঠাক্ হ'য়ে আস্‌ছে, রাজপুত্র নিরুদ্দেশ ছিল, হঠাৎ বন থেকে বেরুল,—"বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে;" রাজপুত্র ষোল বচ্ছর মালিনীর ভ্যাড়া হ'য়ে থাকে!—আমিও তো বাবা সুসেণমালিনীর দেড় বছর আফিংখোর। খামকা বন থেকে বেরুব—রাজা বীরসেনের পুত্র! এর ভিতর কিছু কথা আছে, নেহাৎ মজা ক'রতে জঙ্গলে যাচ্ছে না। আচ্ছা, মন! বল দেখি, কার দরকার বেশী? ব্যাজার ক'র না—ব্যাজার ক'র না, রসো রসো; ও ব্যাটা আমায় রাজা ক'রতে চায়, আমি ওর ঠেঁয়ে আফিং চাই, গরজ কার বেশী?—এখানে ভেড়ে কে?—ভেড়ে ঐ ব্যাটা!

রাজা ক্ষিতিধরের সহিত সুসেণের পুনঃ প্রবেশ

ক্ষিতি। কেমন লুকিয়ে তেরো ব্যাটার পোষাক প'রে তোমায় এসে ধ'রেছি বল! বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! মার কথা কি মিছে হয়? কই, কে এমন লোক আমি দেখি, আমি আপ্‌নি শেখাব।

সুসেণ। (জনান্তিকে) মহারাজ! একে জান্‌তে দেবেন না—আপনি কে, মহারাজ! ও টের না পায় আপনি রাজা, তা হ'লে দমে যাবে, কথার জবাব দেবে না।

ক্ষিতি। আচ্ছা আচ্ছা; ও হে বাপু, আমি রাজা টাজা নই, আমি অমনি একটা, দেখ্‌ছ তো, এই কাপড় চোপড়! কেমন বুঝিয়ে দিলুম? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে!

বরুণ। এই যে, বর সুধাকর স্বয়ং উদয়।

সুসেণ। চলুন চলুন, আপনার শিবিরে গিয়ে কথাবার্ত্তা হবে এখন।

ক্ষিতি। না; তুমি ব'ল্‌লে, কেমন মজার লোক—দেখ্‌বো; নইলে তেরোকে সাজাব। আমি ঠক্‌ব না, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! এ বে' যদি ভেঙ্গে যায় তো বড় মজা হয়, মা নাচ্‌তে থাকে। কই, কেমন মজার লোক দেখি?

বরুণ। (স্বগত) বাবা, যার খাই তার একটু গাই।

ক্ষিতি। কে তুমি?

বরুণ। আমি রাজা বীরসেনের পুত্র, আফিং পানে সদাই মত্ত; যদি মেয়ে দিতে হয় —দাও, নইলে সটান চলে যাও; আমি আমার রাজ্যে ফিরে যাই।

ক্ষিতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! যেন হর্‌বোলা!

বরুণ। পিক্ পিচো!

ক্ষিতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! তোমারও দেখ্‌ছি—বুদ্ধি আছে, তুমি ভারী বুদ্ধি বার ক'রেছ! এ এম্‌নি দুটো বেল্‌কোপনা ক'র্‌লে তোমাদের রাজা আর মেয়ে দিতে চাইবে না। আমি কি আর বেল্‌কোপনা পারি নে?—পারি; কিন্তু তুমি যা ব'ল্‌লে, যদি রাজা তবুও না চটে, আমাদের সমান ঘর ব'লে যদি তবুও মেয়ে গছায়,—গছায়, এর উপর দিয়েই যাবে! ওহে, তোমার ওপর বেল্‌কোপনা পারি।

বরুণ। তা বটেই তো, তা বটেই তো!

ক্ষিতি। আচ্ছা, সব কথা তোমায় ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করি;—ও যেন আমি সাজ্‌লে, তার পর তোমার রাজা দেখা ক'র্‌তে এল;—

সুসেণ। চলুন না মহারাজ! গোপনে সে সব কথা ব'ল্‌ব।

ক্ষিতি। না—না, ভেঙ্গে চুরে নি। মা, রাণীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছে; আজই রাজা আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে, কখন সব বুঝে নেব? এক কথায় বুঝ্‌ব; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! রাজা যদি বেল্‌কোপনায় চটে

—ভাল, নইলে একে বর সাজাব; কি বল—আমার তো আর বে' করা হবে না, চন্দনা বেটী মাথার দিব্যি দিয়েছে! আর যা যা ক'র্‌তে হবে, তুমিই ক'রো। এই দেখাটা হ'য়ে গেলে ঘাম দে জ্বর ছাড়ে; আজকের দেখাই তো দেখা?

সুসেণ। তা বই কি!

ক্ষিতি। বেশ—বেশ হ'লো।

বরুণ। এক রাজ্যি আর অর্দ্ধেক রাজকুমারী।

ক্ষিতি। আমি চ'ল্লেম, তোমরা এস। রাজা যদি দেখা ক'র্‌তে আসে, সকলকে টিপে দিতে হবে কি না? আমি রাজা, এ কথা না বলে। [ক্ষিতিধরের প্রস্থান।

বরুণ। সোণাচুরী, রূপাচুরী, ঘটীচুরী, পুকুরচুরী অবধি শুনেছি; রাজাকে রাজা চুরী, এ বড় জবর!

সুসেণ। আমি আজ তোর উপর ভারী খুসী হ'য়েছি, তুই খুব চালাকী ক'রেছিস্।

বরুণ। খুসী তো হ'লে; একটা প্রাণ খুলে কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ খুলে জবাব দাও দেখি,—রাজকুমারী তোমার—না আমার?

সুসেণ। নে নে, চল—চল; তুই আজ যেমন খুসী ক'রেছিস্, যদি এমনি খুসী ক'র্‌তে পারিস্, তা হ'লে তোর ভাল করি।

বরুণ। আচ্ছা বাবা! বেল্‌কোপনা যত-দূর ক'র্‌তে বল, রাজী আছি; কিন্তু রাজকুমারী টুমারী ঘাড়ে চাপিও না। আফিং না দাও বাবা—নেই দেবে, খামকা যে অবলার জাত কুল খাব, তা পার্‌ব না।

সুসেণ। পাজী ব্যাটা, অবলার জাত কুল কি রে? রাজার সক্ হ'য়েছে, তোকে নিয়ে একটু আমোদ ক'র্‌বে।

বরুণ। আমোদ করেন করুন, কিন্তু মহারাজের এক কাঁটীবেরুণো ধাড়ী চন্দনা আছে, তা আমি শুনেছি।

সুসেণ। তা কি?

বরুণ। কিছু নয়, রাজকুমারীর জোর কপাল! একেবারে তিন বর উপস্থিত:—তুমি, আমি, আর মহারাজ ক্ষিতিধর! চল, তোমায় আমি খুসী ক'রে দিচ্ছি; কিন্তু বাবা, আফিং ছাড়্‌তে কিচিমিচি ক'র না। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর প্রান্তস্থ দেবালয়-সন্নিহিত পথ

রাজা জয়ধ্বজ, মন্ত্রী ও সভাসদ্

জয়। রাণী অতি অমায়িক; সৌজন্যে আমাদের সকলকেই বশ ক'রেছেন। মহিষীর নিকট শুন্‌লেম, 'বেয়ান্ বেয়ান্' ক'রে কত আমোদ। ছেলেটি একটু উগ্রস্বভাব ব'লে যেন ভয়ে জড় সড়! কিন্তু দেখ মন্ত্রি, সিংহের শাবক সিংহই হয়। মহারাজ ক্ষিতিধরকে শিবগড় থেকে আন্‌তে পার্‌লে?—আস্‌বেন কেন? আমরা নারিকেল নিয়ে ভাট্‌কে না পাঠালে, তিনি নগরে আস্‌ছেন না। আমি আজ দেখা ক'রে আসি, কাল নারিকেল পাঠাব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ভাব তো আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না! আপনার রাজ্যে এসে শিবির পেতেছেন, নগর প্রবেশে আর আপত্তি কি?

জয়। আছে, আছে,—কথা আছে; নইলে কি আমি জানুস্পর্শ ক'রে কন্যাদান ক'র্‌তে চাই? শিবগড়—বনই ধ'র্‌তে হবে; যেন মৃগয়া ক'র্‌তে এসে, মৃগ অন্বেষণে এতদূরে এসে প'ড়েছেন; সৈন্য-সামন্ত কিছু সঙ্গে আনেন নাই; দু'চারজন লোক নিয়ে এসেছেন বই তো নয়! লোকে জান্‌বে—মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছেন। আমিও বিবাহ ক'র্‌তে গিয়ে কলিঙ্গের নগর প্রবেশ করি নি,—নার্‌কেল পাঠিয়ে দিলে পর, তবে কলিঙ্গেশ্বরের অভ্যর্থনা গ্রহণ ক'রেছিলাম। পাণ্ডীয়ানা-পতির ব্যবহারে আমি বড় খুসী হ'য়েছি। তবে রাজ্ঞী আমুদে লোক, ব্যাটার বে' হবে—মাগী আমোদে বাঁচ্‌ছে না! আর তাও বলি, মন্ত্রি! আমার ঘরে আস্‌বে না কেন, কলিঙ্গেশ্বরের কন্যা আমার গৃহে! আজি দেবদেবকে পূজা ক'রে আমরা যাই চল।

সভা। আহা দেখুন, মহারাজ! যুবরাজ কার একটি মেয়ে নিয়ে আস্‌ছেন; আহা দেখুন, কি শোভা—যেন রতিদেবী মদনের সঙ্গে আস্‌ছে।

যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের সহিত তারার প্রবেশ

জয়। কে এটি?

চন্দ্র। মহারাজ, এ কোন অভাগিনী বাক্-শক্তিবিহীনা, প্রান্তরে একাকিনী ব'সে ছিল; বোধ হয় আশ্রয়বিহীনা, আমি ইঙ্গিত ক'র্‌তেই সঙ্গে এলো; যদি রাজ-অনুমতি হয়, মুঞ্জরার কাছে এরে স্থান দিই।

মন্ত্রী। কার কন্যা, কোন্ জাতি? বিশেষ পরিচয় গ্রহণ ব্যতীত রাজপুরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সভা। মন্ত্রী মশায়ের কি বিবেচনা—আস্-শেওড়ায় মাধবী-কুসুম ফুটেছে?

মন্ত্রী। তুমি জান না; কে কি ছলে আসে —কে জানে?

চন্দ্র। মন্ত্রিবর, যদি শত্রু আশঙ্কায় অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দিতে সংকুচিত হ'তে হয়, তা হ'লে রাজা অপেক্ষা দীন দরিদ্র হওয়া শ্রেয়ঃ। মহারাজের চরণে মিনতি, বালিকা আশ্বাসিতা হ'য়ে আমার সঙ্গে এসেছে, নিরাশ না হয়।

জয়। মন্ত্রী ব'ল্‌ছেন,—অজ্ঞাতকুলশীলা।

চন্দ্র। হে রাজন্, নেহার বদন সরলতা-
ময়! যদি রসনায় নাহি ধরে ভাষ,
হৃদিভাব সুপ্রকাশ কমল-নয়নে!
যেন ডরি মিথ্যার সংসার, কৃশোদরী
আবদ্ধ ক'রেছে দুটি ওষ্ঠ-কিশলয়!
হের গণ্ড গোলাপনিচয় পরিচয়
করিছে প্রদান; রমণীর সহজাত
লাজ—নম্রমুখী হ'য়ে মৃত্তিকায় চায়,
জানায় রাজায়—'নাহি স্থল ত্রিভুবনে—
আমি অভাগিনী!' রুক্ষকেশে আচ্ছাদিত
কায়, যেন শৈবালবেষ্টিত কমলিনী!
পদ্মিনী হৃদয়ে মধু!—না ধরে গরল।
রাজপুরে রত্নের আদর; অনাদর
অবলায় ক'রনা ভূপাল!—নারীরত্ন।

সভা। যুবরাজ কি ক'নে ধ'রে এনেছেন না কি? আহা, দেখুন দেখুন—মুখে যেন আরক্তআভা লুকোচুরী খেল্‌ছে!

জয়। ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা কর না? যদি কিছু পরিচয় জান্‌তে পারা যায়।

সভাসদের ইঙ্গিত করিয়া পরিচয় গ্রহণ

চন্দ্র। বোধহয় জানাচ্ছে যে, এখান হ'তে আবাস বহুদূর; বনের ফলে আর নদীর জলে জীবন যাপন করে; যেখানে দিনকর অস্ত যান, সেই স্থানেই গৃহ। লতা যেমন আশ্রয়বিহীনা হ'লে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ আশ্রয়-বিহীনা হ'য়ে মলিনা!

জয়। মনোভাব স্পষ্টই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে!

সভাসদের ইঙ্গিতকরণ

চন্দ্র। আহা, মহাশয় দেখুন,—চক্ষু দুটি ছল ছল ক'র্‌ছে; এর সঙ্গেও ব্যঙ্গ করেন!

জয়। কি সভাসদ্?

সভা। আজ্ঞে মহারাজ, ঝক্‌মারি ক'রে আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছি যে, যুবরাজকে বিবাহ ক'র্‌বে? আহা, সত্যই চক্ষু দুটি ছল ছল ক'র্‌ছে! না মা, না—আমি একটা বোকারাম। কিন্তু যুবরাজ, যদি বাক্‌শক্তি থাক্‌তো—এ পারিজাত-হার তোমার যোগ্য।

জয়। মুঞ্জরা যদি স্থান দেয়, আমার আপত্তি নাই। বোধ হয় সুবোধ, আপনার অবস্থা বোঝে; তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। এস মন্ত্রি, আমরা যাই।

[চন্দ্রধ্বজ ও তারা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চন্দ্র। এই যে মুঞ্জরা আস্‌ছে।

মুঞ্জরা, চামেলী ও পান্নার প্রবেশ

চামেলী। চাঁপা ফুলে খোঁপা বেঁধে
পাত্‌ব প্রেমের ফাঁদ,
আড় নয়নে আন্‌ব টেনে
ধ'র্‌ব সোণার চাঁদ।
কৌটা ক'রে রাখ্‌ব তারে
কেউ না দেখে আর,
বিরলে কৌটা খুলে
দেখ্‌ব বারে বার।

মুঞ্জরা। দূর মড়া, দাদা র'য়েছে; দাদা, এটি কে দাদা?

চন্দ্র। ব'লব কেন?

চামেলী। দাদার ক'নে।

চন্দ্র। দূর মুখপুড়ি!

মুঞ্জরা। কে দাদা?

চন্দ্র। এটি কোন অনাথিনী, পথে ব'সে-ছিল, আমি এনেছি,—তুই রাখ্‌বি?

মঞ্জরা। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ।

চন্দ্র। মেয়েটি বোবা, কথা কইতে পারে না।

মঞ্জরা। আহা হা! মেয়েটি বোবা! (তারার প্রতি) তোমার আঁচলে বাঁধা এখানি কি?

চন্দ্র। ওকে কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস? ও বোবা, শুনতে পায় না; ইঙ্গিত না ক'র্‌লে ও বোঝে না।

তারা কর্ত্তৃক মুকুলের ছবি চামেলীকে প্রদান

চামেলী। আহা! কুমারি, দেখ কি চমৎকার ছবি!

মঞ্জরা। মরি কি মুরতি মনোহর, মরি ধন্য
চিত্রকর! মনোহর কল্পনা প্রভাবে
এঁকেছে মোহন ছবি সুন্দর সুন্দর!
একি একি খঞ্জন-গঞ্জন দুটি আঁখি—
আহা, কেন ভাবহীন—যেন বালকের
আঁখি দুটি! যৌবনে সাজে না এ নয়ন!
হৃদয়-দর্পণে নাহি হৃদয় আভাস—
লক্ষ্যশূন্য চক্ষু হীন-প্রভা! কোন্ প্রাণে
কেমনে না জানি চিত্রি চন্দ্রমুখ খানি,
অদ্ভুত তুলির স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—
জ্ঞান-রাগ বর্জ্জিত এঁকেছে আঁখি দুটি!
কার প্রাণে নাহি বাজে সৌরভবিহীন
ফুল্ল ফুল হেরি! এ কি দেখি সুধা নাই
সুধাকরে?

চন্দ্র। নহে চিত্র স্বভাবে অভাব।
হের বামা নিরুপমা! মদন বিরহে
রতি যেন ধরাতলে—বিধাতার ছলে
বাক্‌শক্তিহীন! সিংহাসন সুশোভন
হয় যার রূপে, হের দশা তার;—পথে
পথ ভ্রমে অনাথিনী! চিত্রকর অতি
স্বভাব নিপুণ, কীট কুসুম-মাঝারে,
কলঙ্ক চন্দ্রের হৃদে যার কল্পনায়,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গ'ড়েছে বালায়!

চামেলী। আহা! ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্‌ছে, তোমার কাছে থাক্‌বে—তোমার মালা গাঁথ্‌বে।

মঞ্জরা। পান্না, তুই এরে নিয়ে যা, বেশ ক'রে বেশভূষা করে দিয়ে আমার ভাল কাপড়-খানি প'র্‌তে দিস্। এই নাও তোমার ছবি নাও।

চামেলী। ও ব'ল্‌ছে, তুমি নাও।

মঞ্জরা। আচ্ছা, আমার কাছে থাক্, পান্না, নিয়ে যা।

[তারাকে লইয়া পান্নার প্রস্থান।

দাদা তুমি ব'ল্‌তে পার, এ চোক দু'টিতে কি ভাব দিলে ভাল হয়?

চন্দ্র। ও চোখের ঐ ভাব, ও কোন উন্মাদের ছবি, দেখ্‌ছ না—হাব ভাব সকলি বালকের মত—মন অপ্রস্ফুটিত?

মঞ্জরা। আমার বোধ হয়—নির্ম্মল মন, বাল্য-সরলতা এখনও হৃদয় পরিত্যাগ করে নি, কুটিল-সংসার দেখ্‌বে না ব'লেই যেন চক্ষু লক্ষ্যশূন্য।

চন্দ্র। এই তো তুই ভাবে গদ গদ হ'য়েছিস্! আমি চ'ল্লেম, মহারাজের কাছে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

মঞ্জরা। এ উন্মাদ জগৎ উন্মাদ করে, মরি
অধরে কি অপরূপ ভাব! বাল্যভাব
বিরাজে যৌবনে, অঙ্গে তরুণ-অরুণ-
আভা, ফুলধনু ফুলশর করে, খেলে
কুটিল কুন্তলে! ধরে ধরণী কি হেন
চেতন-বিগ্রহ? ধন্য সেই ধাম, যথা
বিহরে এ মনোহর ঠাম! সুখী তথা
তরুলতা পাখী, দেখি কল্পনা-কৌশল!
বিধাতার ধ্যানের গঠন এ বদন!
উচ্চ ধ্যানে মগ্ন আঁখি তাই লক্ষ্যহীন,
ধরা কি নেহারে কভু ত্রিদিব-নিবাসী?

চামেলী। কি লো, তুই যে গদ গদ! একে পেলে স্বয়ম্বরা হোস্ না কি?

মঞ্জরা। একে পেলে কত লোক স্বয়ম্বরা হয় লো!

চামেলী। বকুল মালা গলায় দিয়ে
এলো বন থেকে,
তাই তো বলি মনের কলি
খুল্‌লো রূপ দখে।

কি লো, তুই থেকে থেকে চম্‌কে উঠেছিস্ না কি?

মঞ্জরা। চামেলি, এ চিত্রকরের কল্পনা নয়, ওই দ্যাখ—সজীব বিগ্রহ!

চামেলী। বোধ হয় বনবাসী, দেবতা পূজা ক'র্‌তে ফুল তুলে এনেছে।

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। তুমি ফুল চাচ্ছিলে, এই নাও।

চামেলী। তুমি কে? আমরা তো ফুল চাই নি।

মুকুল। চাও নি, তুমি ব'ল্‌ছিলে বেশ ফুল ফুটে র'য়েছে! তাই তুলে এনেছি, আমি তখন সেই লতার বনে ব'সেছিলেম।

মঞ্জরা। নে তো চামেলী, ব'লছিলেম বটে।

মুকুল। তুমি নেবে না, তুমি প'র্‌বে বলে এনেছি।

মঞ্জরা। আমি নেব, তুমি কে?

মুকুল। আচ্ছা পর এখন, (চামেলীর প্রতি) প'র্‌লে তুমি দেখ, ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে—বেশ দেখাবে, হি হি হি হি!

মঞ্জরা। তুমি কে?

মুকুল। আমি এইখানে থাকি।

মঞ্জরা। তোমার কে আছে?

মুকুল। মা ছিল, কোথা গিয়েছে, দিদি ছিল, কোথা গিয়েছে, সব্বাই কোথা গিয়েছে। দিদি ব'লেছে, এই বাবার কাছে থাক্‌তে, তাই এখানে থাকি।

মঞ্জরা। তুমি আগে কোথায় ছিলে?

মুকুল। কোথায় ছিলেম—কে জানে!

মঞ্জরা। তোমার কিছু বাল্যকালের কথা মনে হয় না?

মুকুল। না,—আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়, আমার যেন রাত হ'য়েছিল, তোমায় দেখে যেন দিন হ'য়েছে, আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব?

মঞ্জরা। না না,—এই যে ঢের ফুল তুলে এনেছ।

মুকুল। আর ফুল তুলে আন্‌ব না?

মঞ্জরা। না, অনেক ফুল এনেছ; তুমি হাস্‌ছ কেন?

মুকুল। আমি জানি নে, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'র্‌ছে, তাই হাস্‌ছি; কি ক'র্‌ছে বলতে পারব না; তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমি কিছু ব'ল্‌তে পারলেম না; আমার এক একবার মনের ভেতর কেমন ক'র্‌ছে, কেন ব'ল্‌তে পারলেম না; আমার বড্ড ইচ্ছে—তোমাকে ব'ল্‌তে পারি, তুমি আমায় ব'ল্‌তে শেখাবে? ঐ দেখ, আবার হাসি আস্‌ছে, কিন্তু হাস্‌ব না,—আমি হাস্‌লে তুমি ভালবাস না, আমার কেমন হ'য়ে যায়! আমি কত বার মনে ক'রেছি—হাস্‌ব না; আমার কত কি মনে হ'চ্ছে, ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, আমি কিছুই ব'ল্‌তে পাচ্ছি নে; তোমার মনে কিছু দুঃখ হ'চ্ছে?—হুঁ হ'চ্ছে। আমি বুঝ্‌তে পারি, আমি যখন কত কি বলি, আপনি আপনি হাসি, দিদি অম্‌নি আমার মুখপানে চেয়ে থাকে, তার দুঃখ হয়—তার দুঃখ হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি—আমি বুঝ্‌তে পারি।

চামেলী। তুমি সুখ দুঃখ বুঝ্‌তে পার?

মুকুল। না, ওটা বুঝ্‌তে পারিনে, দুঃখ বুঝ্‌তে পারি, ব'ল্‌তেও পারি কেমন। আমি এই চ'লে যাব, এ'কে দেখ্‌তে পাব না, আমার মনটা এক রকম হবে, তার নাম দুঃখ।

চামেলী। আর রাজকুমারীকে দেখ্‌লে যা হয়, তার নাম সুখ।

মুকুল। না না, খালি মনে হ'চ্ছে—আমি চ'লে যাব, আর দেখ্‌তে পাব না, এ দুঃখ একটু ভাল দুঃখ; আমি কি ক'র্‌ব জান? রাজকুমারীর পা'র দাগগুলি দেখ্‌ব।

মঞ্জরা। দেখ, কেমন ফুল ফুটে র'য়েছে দেখ।

মুকুল। আর তো ফুল দেখ্‌ব না, আমি মনে ক'র্‌তেম—গাছে ফুল বেশ দেখায়, তাই তুল্‌তেম না, কিন্তু তুমি যে ফুল্‌টি প'রে আছ, তা দেখে আমার মনে হ'লো, গাছে ফুল ভাল দেখায় না।

চামেলী। কমল সুন্দর, কুৎসিত ভ্রমর
সে মাধুরী বোঝে প্রাণে;
শূন্যে সুধাকর, গগনে চকোর,
রজ'হাসি তারে টানে।
দামিনী দলকে, চাতক পুলকে,
শূন্যে শোভা হেরি ধায়;
কাননে আবাস, হৃদি অপ্রকাশ,
রূপরাশি বাঁধে তায়।

মঞ্জরা। আ মরণ নাইকো নয়ন, রূপ দেখে
মন ভোলে না তোর?
গ'ড়েছে এক্‌লা ব'সে—বনবাসে, ভাঙ্‌তে
বিধি নারীর গুমোর।
চাতুরী বুঝতে নারি, মরি একি
বিধির খেলা;
কাঁদে প্রাণ, পূর্ণ চাঁদে কালি দেছে
ক'রে হেলা।
সুধাময় হৃদয়-মাঝে জ্বালে নি সই,
জ্ঞানের বাতি,
বুঝি বা বনে বনে, অযতনে, মলিন
হ'য়ে আছে জ্যোতি।
যদি কেউ যত্ন জানে, হয় গো মনে,
হয় তো ফোটে মলিন কলি,
হয় তো বোঝে, ব্যথার ব্যথী হ'য়ে যদি
বুঝিয়ে বলি।
যদি কেউ যত্ন করে, আমি তারে
সত্যি বড় ভালবাসি,
দেখ্‌লো পাগল যত্ন জানে,
পাগল যতন-অভিলাষী।

চামেলী। দেখ্‌ দেখ্‌—সে পাগল-হাসি আব নাই।

মঞ্জরা। তুমি কি ভাব্‌ছ?

মুকুল। তুমি কি ব'ল্‌লে, আমি কিছু বুঝতে পার্‌লেম না; কেন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—কেন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারব না? কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, আমার কথা ব'ল্‌ছিলে—তোমাদের কথা কি বুঝ্‌তে পার্‌ব না? আমার তোমাদের সব কথা বুঝ্‌তে ইচ্ছা হয়।

মঞ্জরা। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মুকুল। না না, দিদি ব'লে দিয়েছে বাবার কাছে থাকতে; আমি তার কথা না শুন্‌লে সে কাঁদবে। ঐ একটা বুঝ্‌তে পেরেছি—ভালবাসি, বুঝ্‌তে পেরেছি—দিদি আমায় বলে ভালবাসি, সে কি ব'ল্‌ব? এই তোমায় ভালবাসি।

চামেলী। ছিঃ, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে?

মুকুল। ব'ল্‌তে নেই? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐ দেখ, কথা শুনে ওঁর মুখ কেমন হ'লো, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমায় ব'ল্‌তে নেই, তোমায় ব'ল্‌তে আছে, দিদি যদি আমায় বলে ভালবাসি,—তা ব'ল্‌তে আছে; আমি যদি তাকে বলি ভালবাসি, তা বল্‌তে আছে; আমি তোমাকে ভালবাসি বলতে নেই; আমি চ'ল্লেম।

মঞ্জরা। যেও না—যেও না।

মুকুল। তুমি মানা ক'র না, তা হ'লে আমি যেতে পারব না। কিন্তু যাব, এখানে আমায় থাক্‌তে নেই, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এত দিন যেন রাত্রি ছিল—যেন সব ছায়া ছায়া দেখ্‌তেম, কিন্তু আজ যেন আমার মনের ভেতর দিন হ'য়েছে। তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তে নেই, আমি চ'ল্লেম।

মঞ্জরা। না না ব'লতে আছে, তুমি যেও না।

মুকুল। ব'লতে নেই, আমি কুটীরে থাকি ব'লে ব'ল্‌তে নেই; যদি তোমাদের মতন ঘরে থাক্‌তেম, তোমাদের মত কথা কইতে পার্‌তেম, তোমাদের কথা বুঝ্‌তে পার্‌তেম—তা হ'লে তোমাদের কাছে থাক্‌তেম, আবার তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তেম; তুমি মানা ক'র না, আমি চ'ল্লেম। ফুল দিতে আছে কি?

মঞ্জরা। হাঁ হাঁ আছে, তুমি দিও।

মুকুল। দিতে আছে?

মঞ্জরা। হাঁ হাঁ, আমি যে দিন আস্‌ব—তুমি দিও।

মুকুল। তবে আমি ভাল ফুল তুলে আনব; আজ চ'ল্লেম।

[মুকুলের প্রস্থান।

চামেলী। সখি! ও কি বুঝ্‌লে বল দেখি? যেন বল্‌তেই পার্‌লে না, ঠিক তো বুঝেছে।

মঞ্জরা। অতি সুবোধ, তুমি নিশ্চয় জেনো, ইনি কোন সাধারণ ব্যক্তি নন; শুনেছি দেবরাজ দৈত্যের ভয়ে পাতালবাসী হ'য়েছিলেন, সেইরূপ ইনিও এই কুটীরবাসী। তুই যোগীবরকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারিস্‌—ইনি কে?

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কুমারি! মহিষীর পূজা সমাপ্ত

হ'য়েছে, তিনি এখনই যাবেন, তোমাদের ডাক্‌ছেন।

মঞ্জরা। আহা সখি কি অপরূপ মূর্ত্তি!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির

বরুণচাঁদ, ক্ষিতিধর ও অনুচরবর্গ

বরুণ। বাবা, রাজা রাজড়ার সঙ্গে বেল্‌কোপনা। যদি বাবা, মাথাটি উড়িয়ে নেয়?

ক্ষিতি। তোমার খুব বুদ্ধি আছে! আমি সব কথা সুসেণকে ভাঙ্গি নি, তোমায় বলি শোন,—আমি বে' ক'র্‌ব না, কেন জান?—চন্দনা ব'লে একটা আছে, সে আমায় মাথার দিব্বি দিয়েছে।

বরুণ। ইস্‌, তবে তো ভারি প্যাঁচ! বে'র তো গয়ায় পিণ্ডি প'ড়ে গিয়েছে!

ক্ষিতি। তবে যদি বল, তুমি বে' ক'র্‌তে এলে কেন? আর কিছু না—চন্দনা বেটীর ভারী দেমাক হ'য়েছে, একটু মোড় দিয়ে নেব! দু'দিক্ বজায় হ'লো,—মা'র কথাকে কথা রাখা হ'লো, চন্দনাকেও মোড় দেওয়া হ'লো!

বরুণ। উঃ, রাজবুদ্ধি কি না!

ক্ষিতি। মা বড় লোভে প'ড়ে গিয়েছে; বুঝেছ, এখান থেকে কে চিঠি লিখেছিল যে—রাজা পাঁচখানি নগর যৌতুক দেবে; এইতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো, আমিও সঙ্গে চ'লে এলেম। এখন ক'র্‌তে হবে কি জান?—বিয়েও করা হবে না, যৌতুকও নিতে হবে, সব দিক বজায় রাখ্‌তে হবে।

বরুণ। বাবা, পেটপোরা রোগ, বদ্দির কাছে ছাপা'লে রোগ আরাম হবে কেন?

ক্ষিতি। তা দেখ, যৌতুক না হয় নাই হবে, বে'টা না হয়; আর হয়—তোমার সঙ্গেই হ'য়ে যাবে। সেই হ'লেই বেশ হয়, যৌতুকটা শুদ্ধ আদায় হ'য়ে যাবে।

বরুণ। তবে মহারাজ, বেল্‌কোপনা আর কেন? আপনার রাজ্য ছেড়ে পরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, মিঠেনের উপর দে, কাজ ফর্সা করুন না?

ক্ষিতি। আমি তো তাই চাই—আমি তো তাই চাই। সুসেণকে ব'লে কাজ নেই, তুমি যা বোঝ তাই কর, তুমি পাকা লোক।

বরুণ। (স্বগত) আজ তো মাথা বাঁচাই—মিঠেনের উপর দে যাই।

সুসেণের প্রবেশ

সুসেণ। রাজা আস্‌ছে—রাজা আস্‌ছে।

ক্ষিতি। সব্বাইকে ব'ল্‌ছি শোন;—একে মহারাজ মহারাজ ব'লে ডাক্‌বি, যা ব'ল্‌বে তাই শুন্‌বি, যদি আমায় বাঁধতে ব'লে বাঁধ্‌বি, মাকে বাঁধতে বলে—বাঁধ্‌বি, বুঝেছিস্‌?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ক্ষিতি। নইলে গর্দ্দান যাবে, বুঝেছিস? যা ব'ল্‌বে তাই শুন্‌বি, (বরুণের প্রতি) আঃ কি মজা—কি মজা! প্রথমটা মা খুব খুসী হবে, তারপর গর্জ্জাতে থাক্‌বে—যেমন গর্জ্জে বাবাকে তাড়িয়েছে। দেখ, তোম্‌রাও বুদ্ধি বা'র ক'রেছ, আমিও বা'র ক'রেছি; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। খাঁটি দু' মণ—বেদাগ বুদ্ধিটুকু!

সুসেণ। চোপ ব্যাটা!

বরুণ। বাবা বীরসেনের পুত্রকে ব্যাটা ব'ল্‌ছ, আপনার ঘোল আপনি টক্ ব'ল্‌লে দশজনে কি ব'ল্‌বে বাবা? আমি বীরসেনের পুত্র, এখনি হুকুমে দশজনে বে'ধে ফেল্‌বে তা জান?

ক্ষিতি। বেশ ব'লেছে, কেমন জব্দ হ'য়েছে?

সুসেণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বরুণ। আমি তো মহারাজ, এখানে মন্ত্রী কে? কি কি রেশালা, আমায় বাত্‌লে দাও, তবে তো গদি নেব। মন্ত্রী টন্ত্রী বড় কেউ নাই বুঝি?—পাঁচ ইয়ার নিয়ে এসেছি, কি বল?

ক্ষিতি। আমাদের তিন জনেরই বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। বেজায়!

ক্ষিতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ার নিয়ে বেড়াতে এসেছ।

বরুণ। ঐ তো ডঙ্কা প'ড়লো, আমি অগ্রসর হ'য়ে নিয়ে আসি।

ক্ষিতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা তোরা—আমার সঙ্গে যেমন যাস্। কেটে ফেল্‌বো।

[সুসেণ ও ক্ষিতিধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুসেণ। চলুন, স'রে দাঁড়াই।

ক্ষিতি। কি মজা করে, লুকিয়ে শুনতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজা জয়ধ্বজ ও মন্ত্রীর সহিত
বরুণচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

বরুণ। যেমন পাণ্ডব-শিবিরে শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি এ দীনের শিবিরে মহারাজ, আপনি উচ্চাসন গ্রহণ করুন।

জয়। না না মহারাজ! আপনার সৌজন্যে অতি সন্তুষ্ট হ'লেম।

বরুণ। বার বার মহারাজ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লে, অধীন কুণ্ঠিত হয়, রাজচক্রবর্ত্তী কাশীবাসী, মহারাজ বীরসেন আপনার শ্রীমুখের রাজা সম্বোধনের যোগ্য; আমি আপনার সন্তানের তুল্য।

জয়। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক! মন্ত্রি, লোকে কি না রটায়?—সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি! একে বলে উগ্রস্বভাব—আরে উগ্র না হ'লে রাজ্য শাসন হয়!

বরুণ। (স্বগত) ওঃ শ্বশুর মশায় ভাবে গদ গদ! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, যখন পদার্পণ ক'রেছেন,—

জয়। সে কি বাপু—সে কি বাপু! রাজাধিরাজ রাজা বীরসেনের পুত্র, আমার রাজ্য পবিত্র হ'লো!

বরুণ। পিতৃদেবের সম্বন্ধে মহারাজ নিজগুণে যা বলেন; নিবেদন ক'রেছিলেম,—মহারাজ পদার্পণ ক'রেছেন, রাজরাণী জননী আপনার গৃহে যখন অতিথি,—

জয়। তাতে দোষ নেই বাবা—তাতে দোষ নেই! কলিঙ্গের রাজকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন, এতে দোষ কি?

বরুণ। আজ্ঞে যাই বলেন।

জয়। দেখ্‌লে মন্ত্রি, দেখ্‌লে? তক্ষক-শিশু গর্জ্জন ক'র্‌তে ছাড়ে না।

বরুণ। মহারাজ, নিবেদন এই—আমার স্বভাব, কিছু অন্তরের ভাব গোপন ক'র্‌তে পারি নে, বোধ হয় এই নিমিত্তই লোকে আমায় নিন্দা করে।

জয়। না বাবা, তুমি অকলঙ্ক শশী!

বরুণ। জননীর অভিপ্রায় যদি মহারাজের হৃদয়ঙ্গম হ'য়ে থাকে, আর তাতে যদি মহারাজ সম্মত হন, আমার আবেদন বাহ্য আড়ম্বর না হয়, অধীন জননীর অনুরোধে সামান্য মৃগয়ার ভাবেই এসেছে।

জয়। কি মন্ত্রি! ব'লেছিলেম—অ্যাঁ—সিংহশাবক! বাবা, তোমার জননীর মনোভাব—তিনি সরলা—মহিষীর নিকট ব্যক্ত ক'রেছেন, আমি কৃতার্থ হ'য়েছি।

বরুণ। অধীনের অভিপ্রায়—শুভকার্য্য গোপনে নির্ব্বাহ হয়, পরে পাণ্ডীয়ানা হ'তে সংবাদ এলে—পুরী প্রবেশ ক'রব্; জননী ব্যগ্র হ'য়ে এলেন, তাই আমায় সঙ্গে আস্‌তে হ'লো; আত্মকুটুম্ব সঙ্গে না ল'য়ে আমার পিতা-পিতামহেরা এরূপ কার্য্যে নগর প্রবেশ করেন না।

জয়। ভাল—ভাল, যেরূপ অভিরুচি।

বরুণ। কিন্তু মাতা এদিকে ব্যগ্র হবেন, মাতৃ-আজ্ঞাই বা লঙ্ঘন ক'র্‌ব, কেমন ক'রে?

জয়। না বাবা, তার ভয় কি, গোপনে দেবালয়ে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হ'য়ে থাকুক, তার পর প্রকাশ্য কার্য্য হবে।

বরুণ। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

জয়। বাবা, এখন আসি।

বরুণ। আমি মহারাজের আজ্ঞাবাহী, যেরূপ অনুমতি।

জয়। মন্ত্রি, একটা কৌশল ক'রেছি, জানুস্পর্শ ক'রে কন্যা সমর্পণ ক'র্‌তে হবে না; ছেলে মানুষ অতটা বুঝ্‌তে পারে নি, তা হ'লে সম্মত হ'ত না।

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

[জয়ধ্বজ, মন্ত্রী ও বরুণচাঁদের প্রস্থান।

ক্ষিতিধর ও সুসেণের পুনঃ প্রবেশ

ক্ষিতি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! খুব মজা ক'রেছে—খুব মজা ক'রেছে! কি, তুমি কাঁপছ কেন?

সুসেণ। না, না।

ক্ষিতি। না কি? তুমি যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছ!

সুসেণ। (স্বগত) কি হয়, আজ তো হাতের পাশা ছেড়ে গেল! যা হ'বার হবে; সামনে অন্ধকূপ আর স্বর্গ, প'ড়্তেও পারি—স্বর্গেও যেতে পারি।

ক্ষিতি। কি ভাবছ, কিছু বেমক্কা হ'ল না কি?

সুসেণ। না।

ক্ষিতি। তবে যাও তোমার যেথা খুসী, আমার ঘাম দে জ্বর ছাড়্লো।

[ক্ষিতিধরের প্রস্থান।

বরুণচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

সুসেণ। তুই বেল্কোপনা না ক'রে খুব কাজ ক'রেছিস্—খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিস্; এখন আমার কপাল! তোর ভারী বুদ্ধি, আমি তোর কাছে কেনা রইলেম।

বরুণ। তা তো রইলে, এখনকার কি বল—এখন রাজাধিরাজ—না বরুণচাঁদ?

সুসেণ। বরুণো, তুই যা চাস তাই দেব।

বরুণ। আর বাবা রাজা ক'রে দিয়েছ, এর চেয়ে বেশী আর কি দেবে? একটু নাবিয়ে ফের আফিংখোর কর, প্রাণটা বাঁচুক।

সুসেণ। দেখ বরুণ, আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি নে! চার্দিক থেকে ঘটক সম্বন্ধ আন্তে লাগ্লো, ব'ল্ব কি--গণ্ডা গণ্ডা সম্বন্ধ এলো, আমি ভাবলেম—একটা সম্বন্ধে রাজা ভরম্ভর দেবে, আর রাজকুমারীর বে' হ'য়ে যাবে। ভেবে চিন্তে কিছু স্থির ক'র্তে পারি নে, ভাবলেম—ক্ষিতিধরটা হাবাতে রাজা, কিন্তু বড় রাজবংশ, এ যদি রাজকন্যাকে বে' ক'র্তে চায়, আমাদের রাজা অন্য সম্বন্ধের কথায় কর্ণপাত ক'র্বে না—এর সঙ্গেই বিবাহ দেবে; আমি ভেবেছিলুম—এর সঙ্গে মিশে থাকি, না হয় এ রাজ্য ছেড়ে পাণ্ডীয়ানায় যাব, তাই রাণীকে চিঠি লিখ্লুম, "আপনি আপনার ছেলে ল'য়ে আসুন, এমন কন্যা আর পাবেন না! রাজা পাঁচখানি নগর যৌতুক দেবেন।" রাণী আমাদের রাজাকে লিখে পাঠালেন,—"আমি ছেলে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেব।" রাজা পত্র পেয়েই উন্মত্ত হ'য়ে গেল, সকলকে ব'ল্তে লাগ্লেন—"ভাগ্য বড় প্রসন্ন, তাই পাণ্ডীয়ানার ঈশ্বরী তাঁর পুত্র নিয়ে আস্ছেন।" আমার মৎলব ছিল যে, কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'র্ব; কি ক'রে যে ক'র্ব, তার কিছু ঠিক ছিল না। ভাবলুম—আপাততঃ সম্বন্ধগুলো তো ভেঙ্গে যাক, তার পর, একেও হয় কোন-রূপে ভাংচি দিয়ে তাড়াব, নয় এর সঙ্গে থেকে কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'র্ব, কিন্তু এখন দেখ্ছি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। আমাদের রাজা আপনিই সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছে, বলে—"ওরা কি রাজা—সব বাঁদীর বাচ্ছা।" কোথাও বর নাই; ক্ষিতিধর এক বর হাজির আছে; ক্ষিতিধরকে হাতও ক'রেছি, যা ব'ল্ছি তা শুন্ছে। আমি একবার মনে ক'র্ছি,—এই করি, একবার মনে ক'র্ছি—ওই করি; তুই খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিস্, কিন্তু যদি ধরা পড়ি? আমার বুদ্ধি স্থির নাই, বরুণচাঁদ! তোর পায়ে পড়ি, তুই এই কাজটি আমার ক'রে দে! আমার অর্থের আশা নেই, উন্নতির আশা নেই, মুঞ্জরার কথা শুন্বো ব'লে আমি ভজনরামকে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছি; ভজনরামকে আমার কোন কথা ফুটতে সাহস হয় না। ফুল প'র্তে প'র্তে পাল্কীতে উঠ্লো, আমার বুক পেতে দিতে ইচ্ছা ক'র্লে। বরুণচাঁদ, তোর বুদ্ধি শুনে আমি চ'ল্বো; তুই আমার প্রাণদাতা বাপ।

বরুণ। ক'টা কাজ একত্তরে ক'র্ব বল?—রাজাগিরি—আবার তোমার বাবাগিরি; দু'-রকম তো চলে না, একরকম রেহাই দাও!

সুসেণ। সত্যি ব'ল্ছি বরুণ, আমার মাথা ঘুর্ছে, ভয়ে বুক কাঁপছে, কি হ'তে কি হবে—ওই তো অকালকুষ্মাণ্ড—কাকে প্রকাশ ক'র্বে! আমার মাথা দে আগুন বেরুচ্ছে!

বরুণ। এ যে বাবা তোমার জুলুম! আফিং খেলে নেশা হ'বে না—পাপ ক'র্তে গেলে মন ধুক্পুক্ ক'র্বে না—পিরীতে মাথা ঘুর্বে না—তা হ'লে এ সব করাই কেন বাবা? সক্ না থাক ছেড়ে দাও! মনটা আর অমন নওলা কি দওলা ক'র্বে না।

সুসেণ। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এখন আর ফিরি কি ক'রে? এ সব টের পেলে তো আর উপায় নেই! পাছে আমাদের পরামর্শ টের পায় ব'লে, ভজনরামকে তাড়িয়েছি, সে আবার রাজ-সংসারে প্রবেশ ক'রেছে।

বরুণ। কেন বাবা চল না, রাতারাতি সর না, তোমার তো তিন কুলের মধ্যে—এক ভজনরাম, তাকে তো তাড়িয়েছ। আর একটা কথা বলি, তোমার চখের নেশা বই তো নয়, প্রাণের টান্ তো নয়! তা হ'লে তার এমন ক'রে সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এগুতে না; চোখের আড় হ'লে আর পিরীতের ঘোরটা অত থাক্‌বে না, এদিক ওদিক দু' একখানা কাঁচা পাকা মুখ দেখে ভুলে যাবে!

সুসেণ। সত্যি ব'ল্‌ছি, আমার মুঞ্জরার জন্যে প্রাণ যায়!

বরুণ। প্রাণ যায় বই কি! তা নইলে কি আফিং খাই, না লোকে পাপ করে, এখন তো বাবা তোমার মুঞ্জরার জন্যে প্রাণ যায়, আমারও আফিংয়ের জন্য প্রাণ যায়! চল না বাবা, পরস্পর একটা মিটমাট করি গে! যা মতলব ছিল খরচ ক'রেছি, এখন আর না ঝিমুলে মতলব জম্‌ছে না।

সুসেণ। আচ্ছা কি হবে?—মন্দটাই ধরা যাক্।

বরুণ। কি হবে, তার ভাল মন্দ নিয়ে গোল ক'র না বাবা! হবে—যা হবার হবে! তুমি যে ঘোড়ার চেলে কিস্তি মাৎ ক'রবে—ঘর থেকে ঠিক দে বেরিয়েছ, তার যো নেই বাবা! বিধাতার চক্র—বড় চক্র! আমি চক্রে ঘোর খেয়ে ব'ল্‌ছি বাবা,—তুমি ঘোড়ার চেলে কিস্তী দিতে যাবে, কোথা থেকে সে ব'ড়ে টিপে দেবে; ব'ড়ের মুখে ঘোড়া ব'স্‌বে না বাবা! সাধে কি বলে—সিদে পথের চেয়ে পথ নাই, তারা তুখোড় লোক, অনেক দেখে শুনে ব'লেছে —যারা সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও ভাবতে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাবতে হয় না। সন্ধ্যা বেলা বেশ সুনিদ্রাটুকু হয়, আর সকালে উঠেও কারুকে মুখ দেখাতে ভয় হয় না; এই দেখ বাবা, হাই উঠ্‌ছে, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়-সন্নিহিত উদ্যান

মুকুল ও তারা

মুকুল। দিদি! তুমি আবার কোথাও চ'লে যাবে?

তারা। চ'লে যাব, আবার আস্‌ব।

মুকুল। তুমি যদি না যেতে—তোমার কাছে গান শুন্‌তেম্, তুমি গান গাওনা দিদি!

তারা। গীত

পুরিয়া—একতালা

কেন ফুল ফোটে কে জানে।
কেন যায় শুকায়ে ঝরে, কি অভিমানে;
অযতনে ফুট্‌লে বনে, মলিন হবে অযতনে,
কে জানে শূন্যপানে চাও লো কার পানে?
বল ফুল মনের কথা, অযতনে পাও কি ব্যথা?
মন সাধ আয় দু'জনে কই প্রাণে প্রাণে।'

মুকুল। দিদি, দিদি—বেশ গান, এর চেয়ে ভাল গান জান দিদি?

তারা। গীত

সিন্ধু—মধ্যমান

কে জানে মজাবে নয়নে,—
না বুঝে অবোধ আঁখি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে!
ব্যাকুল নয়ন আশে, অকূলে হৃদয় ভাসে,
বোঝালে বোঝে না মন,
কত জ্বালা অযতনে।
কুসুমে নাহি সে শোভা,
নহে শশী মনোলোভা,
কি জানি কি কথা কত,
দিবানিশি উঠে মনে।
লাঞ্ছনা মন মানে না, যতন করে যন্ত্রণা,
কব ব্যথা কার সনে,
কে বুঝিবে সে বিহনে!

মুকুল। দিদি, তোমার এ গান আমি বুঝ্‌তে পারি, বেশ গান, ঠিক তোমার গানের মত আমার মনে হয়—আরও কত; আমি যদি গাইতে জান্‌তেম, তোমার মতন গেয়ে ব'ল্‌তেম, "দিদি, তুমি আমায় ভালবাস, মাকে

ভালবাস, এমন কারুকে ভালবাস"—যারে ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই? চুপ করে রইলে! দিদি, আমি বুঝতে পারলেম, তুমিও যারে ভালবাস, তারে ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই! তুমি আমায় গান ক'রে ব'ল্‌তে পার, তা হ'লে মনে কি হয়? হাঁ দিদি, ভালবাসা সুখ, না দুঃখ? ভালবাসি, কিন্তু ব'ল্‌তে নাই—ভালবাসি! আমার মনে কি হয়, তুমি ব'ল্‌তে পার? আমি কত কি বলি, গাছের কাছে বলি, একলা ব'সে বলি, চাঁদপানে চেয়ে বলি, আমার যেন মনে হয়—এরা যদি ব'ল্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে, তাকে ব'ল্‌ত! আমি বলি, আর গাছের গা দিয়ে যেন নিশ্বাস পড়ে! একলা বলি—হাওয়া যেন কাঁদে! চাঁদকে বলি—চাঁদ যেন শুকিয়ে যায়! ভালবেস দিদি, ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই—এমন ভালবাসা বেস না; তা হ'লে দিদি, তুমি ফুলের মতন শুকিয়ে যাবে!

তারা। আর যদি ভালবেসে থাকি?

মুকুল। তা হ'লে আয় দিদি, দু'জনে ব'সে মনের কথা বলাবলি করি।

তারা। কি ব'ল্‌বে বল?

মুকুল। চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাকি। দিদি, তুমি কি মনে মনে তার সঙ্গে কথা কও? সে নয় সে যেন—

তারা। সে যেন সে যেন, মনে হয় হেন,
শিহরি নড়িলে পাতা;
লতায় লতায়, পাতায় পাতায়,
কয় যেন তারই কথা।
ওই ওই ওই, কই ওই কই,
চকিতে চমকে আঁখি,
কে যেন নয়নে, সে দুটি নয়নে,
রেখেছে যতনে আঁকি।

মুকুল। দিদি, তুমি তো কাঁদ্‌তে—কাঁদ! আমি যদি কাঁদ্‌তে জান্‌তেম, আমি কাঁদ্‌তেম।

তারা। কেঁদেছি কাঁদিব, কাঁদিতে কি বাকী,
কেঁদে কেঁদে যাবে দিন;
কেঁদে কেঁদে সারা, চাহে রে কাঁদিতে,
নয়ন প্রবোধহীন।
যে দিকে ফিরাই, তারে দেখে আঁখি,
ঘুমালে ভোলে না তারে,
যত দেখে তত, ধারা ব'য়ে যায়,
তারে ত ভুলিতে নারে।

মুকুল। আমারও কান্না আস্‌ছে, কিন্তু কাঁদ্‌ব না! যারে ভালবাসি, তারে ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই!—সেখানে থাক্‌ব না, গহন বনে থাক্‌ব; সেথা সকলকে ভালবাস্‌ব; চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'ল্‌ব—ভালবাসি—ভালবাসি; ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই, আগে জান্‌লে এখানে আস্‌তেম না। তুমি জেনে শুনে কেন হেথা এলে দিদি? দেখ, আগে সব ভুলে যেতেম; কিন্তু আর ভুলব না, তুমি ভুল্‌তে পার? দিদি, কথা কও, চুপ করে থেক না। এ বড় জ্বালা—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; তুমি ভুল্‌তে পার তো ভোল।

তারা। আপনারে ভুলে মন যতনে রেখেছে
তারে, মন-হারা মন কেমনে ভুলিতে
পারে? চাঁদমুখ আঁকা হৃদিমাঝে, ধায়
মন সদা, নিবারিতে নারি কেন, কেন
মন মানা নাহি মানে! অযতনে তবু
তারি, মন বারি, নারি হারি! মন তারি,
কেমনে, ভুলিব—মন তারি—কিসে বারি!

মুকুল। দিদি, তুমিও পাগল, আমিও পাগল, কিন্তু এখন কি আমি তেমনি পাগল আছি?

তারা। যারে তুমি ভালবাস, সে যদি তোমায় ভালবাসে?

মুকুল। এক একবার মনে হয় যেন, আমি তারে ব'ল্‌ছি—ভালবাসি, সে আমায় ব'ল্‌ছে—ভালবাসি! তখন মনে কি হয় আমি ব'ল্‌তে পারি নে, তুমি ব'ল্‌তে পার?

তারা। ধরা ধরে মোহিনী মুরতি, ভালবাসা!
লতায় লতায়, পাখী গায় ভালবাসা-
গান, ভালবেসে দোলে ফুল, ভালবাসা
ধীর সমীরণে, নাহি আর ভালবাসা
বিনা; সে আমার—সে আমার, আমি তার,
ভালবাসা পরিপূর্ণ জগত সংসার!

মুকুল। কেমন হ'য়ে যায়, আবার তখনি চ'ম্‌কে উঠি, যে আমি—সেই আমি! সে দূরে—আমি দূরে, আর সে ভালবাসা কোথায়! তুমি যারে ভালবাস, তারে ফুল দিতে আছে?

তারা। না।

মুকুল। তবে দিদি, তুমি আমার চেয়ে দুঃখী; তুমি ব'স, আমি ফুল তুলে আনি গে, সে যদি আসে, দেব।

[প্রস্থান।

তারা। নাহি আর ভাবশূন্য আঁখি, অধীরতা
নাহি আর, প্রেমের সঞ্চার—বিকশিত
হৃদ্‌পদ্ম—হায়, মিলন বিহনে পাছে
শুকায় আবার! আশা কত কয় মৃদু-
মধু, হায় নাহি হয় প্রত্যয় সে ভাষে!
কেন, কেন তবে বনে নৃপতি-নন্দন,
রাজার নন্দিনী কেন বিপিন বাসিনী?
আশা মায়াবিনী! কেন শুনি সে মোহিনী
বাণী, আশে ভাসে প্রাণ—আশায় পাগল,
সকলই গিয়েছে, আশা র'য়েছে কেবল!
উপহাস করে আশা—তবু তার দাসী,
আশায় যাতনা—তবু আশা ভালবাসি!
যোগীর বচন মত করি আচরণ,
যা হবার হবে, আশে বাঁধিব জীবন।

প্রথম চিত্র বাহির করিয়া

আর তো নয়ন দুটি রাগহীন নয়,
হৃদয়ের অনুরাগ ওঠ তুলিকায়।

দ্বিতীয় চিত্র লইয়া

চিত্রি মম প্রাণেশ্বরে পুরাই বাসনা,
দুটি নয়নের ভাব হবে না—হবে না।
নব ভাবে ঢল ঢল উজ্জ্বল নয়ন,
প্রাণহীন তুলি কিসে লিখিবে তেমন?
ঊষার বরণ ল'য়ে আঁকিলে অধর,
হবে না—হবে না তবু তেমন সুন্দর!

যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ

চন্দ্র। হেথায় একলা ব'সে এ বালিকা কি ক'চ্ছে? এ কি চিত্র ক'র্‌তে জানে নাকি? দেখি, কি চিত্র ক'র্‌ছে!

তারা। (স্বগত) বৃথা চেষ্টা, সে অধরের ভাব, তুলি, তুই চিত্র ক'র্‌তে পার্‌বি না! সে অন্তরের উজ্জ্বল ভাব তুই কোথায় পাবি? সে ধ্যানাতীত নয়নের ভাব দেখে, আমি আত্মহারা হ'য়েছি! আমিই জানি না—তোরে কি ক'রে ব'লে দেব?

চন্দ্র। কার চিত্র? এ যে আমার চিত্র, মনোরমা চিত্রকরী কি আমায় চিত্র করার উপযুক্ত বিবেচনা ক'রেছে? মুঞ্জরা কি অনুরোধ ক'রেছে? এ দীর্ঘনিঃশ্বাস কা'র জন্যে প'ড়লো! বুঝি কোন পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি জাগরিত হ'লো! আমার চিত্র পানেই চেয়ে র'য়েছে!

তারা। জড়িত কাঞ্চন, চাঁপার বরণ,
তুলি, কোথা তুই পাবি?
নয়নের রাগে, গলিয়ে সোহাগে,
তখনি ভাসিয়ে যাবি!
অধর তুলনা, কি আছে বল না,
কোথায় সে রাগ পাবি?
ভাবিতে ভাবিতে, ম'জে সে ছবিতে,
আপনি কেন বিকাবি?

মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ

মুঞ্জরা। দাদা দেখ, তোমায় বলে দি, একে ভাই আমি কিছুতেই কাপড় ছাড়াতে পার্‌লেম না, তুমি বল তো।

চন্দ্র। হ্যাঁ মুঞ্জরা, এ আঁক্‌তে জানে—আমায় বলিস্ নি?

মুঞ্জরা। আহা! ফুলের পাগ্‌ড়ী যে গড়ে গো, ঠিক যেন তোমার পাগ্‌ড়িটি! হীরে মতি দে সাজান, তোমার যে দেখা পেলেম না, শুকিয়ে গেল, আজ আবার গ'ড়্‌বে ব'লেছে, ওর ইঙ্গিতগুলি চামেলী ঠিক বোঝে, দেখ দাদা, চামেলী বলে—এ তোমায় মনে মনে ভালবাসে; আহা! তা বাস্‌বেইত, তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।

চন্দ্র। ঠিক ব'লেছে, কৃতজ্ঞতা। কিন্তু লজ্জা পেলে কেন, ছবি লুকালে কেন?

মুঞ্জরা। চামেলি, বুঝিয়ে বল তো, আজ আবার পাগ্‌ড়ী গড়ে, দাদা প'রবে।

[তারার প্রস্থান।

চন্দ্র। কোথায় গেল?

চামেলী। বোধ হয় ফুল তুল্‌তে গেল।

চন্দ্র। আমি দেখ্‌লেম যেন চক্ষু দুটি ছল্‌ছল ক'রে এলো।

মুঞ্জরা। চোখ ছল্ ছল্ ক'র্‌বে কেন? দাদা যেন পলকে প্রলয় দেখে; ও অমন ক'রে থাকে কেন, ও এমন ক'রে থাকে কেন, ও চলে গেল কেন,—হ্যাঁ দাদা! তুমি কি মনে কর—অযত্ন করি? একে অনাথ, তায় তুমি এনেছ,

দাদা! তুমি জান তো—আমি সুন্দর কত ভালবাসি, ও তো কথা কইতে পারে না, আপনার ভাবেই থাকে।

চন্দ্র। আহা, মুঞ্জরা, ও যদি কথা কইতে পার্‌তো—কি সুন্দর হ'তো! সত্যি ওই তোর নিঃশ্বাস প'ড়লো, এমন সুন্দর আমি কখন দেখি নি!

[প্রস্থান।

চামেলী। কই তোমার সে পাগল এলো না? তুমিও যেমন, সে ভুলে গেছে।

মঞ্জুরা। দ্যাখ্ দ্যাখ্, দাদার জন্যে কেমন ফুলের তোড়াটি আন্‌ছে।

তারার পুনঃ প্রবেশ

চামেলী। তোমায় নিতে ব'ল্‌ছে।

মুঞ্জরা। তুমি রেখে দাও, দাদাকে দিও, বুঝিয়ে দে তো চামেলি!

চামেলী। ও ব'ল্‌ছে, ওই ছবি যার, সেই তোমায় দিয়েছে!

মুঞ্জরা। (ছবি দেখিয়া)

এ কি নব অনুরাগ নেহারি নয়নে,—
তরুণ অরুণ আভাকর স্নিগ্ধকর
সূর্য্যোদয় হ'য়েছে হৃদয়ে, বিকশিত
মন-কমলিনী, ক্রমে দিনমণি যবে
প্রখর গৌরবে হেমকরে পদ্মিনীরে
স্পর্শিবে আদরে, উথলিবে কত মধু—
সে রাগ কেমনে কে বা আনিবে নয়নে?

চামেলী। রাজকুমারি, আমায় ব'ল্‌ছে—"ফুল তুলে আনি গে চল।"

মুঞ্জরা। তা যাওনা।

[তারার প্রস্থান।

চামেলী। তুমিও চল না, ওই দেখ বোবার মন একলাই চ'লে গেল। ওই তোমার পাগল আস্‌ছে!

মুকুলের প্রবেশ

মুঞ্জরা। এই দেখ, তোমার তোড়া নিয়েছি আমি।

মুকুল। আমার মনে ছিল, তোমায় রোজ ফুল তুলে দেব, কিন্তু আর ফুল তুল্‌ব না। তোমায় ফুল দিতে নাই, যারে ভালবাসি ব'লতে নাই, তারে ফুলও দিতে নাই; তুমি চুপ ক'রে র'য়েছ কেন, তুমি কি কিছু ব'ল্‌বে? যদি তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তে থাক্‌তো, যা দেখ্‌ছি সকলি তোমার মত সুন্দর হ'তো; মনের সাধে ফুল তুলে তোমায় পরাতুম, তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই, বড় দুঃখ! বড় দুঃখ! এ দুঃখ কি তুমি বুঝ্‌তে পার? এ দুঃখ কোন গহ্বরে ব'সে জানাব—যেখানে কেউ শুন্‌বে না! আমি মনে মনে তোমায় সাজাব—সেখানে কেউ দেখ্‌বে না! আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা কব, সেখানে কেউ মানা ক'রবে না!

মুঞ্জরা। কেন কেন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তো কেউ তোমায় মানা ক'র্‌বে না?

মুকুল। আমার মন মানা করে, তুমি রাজকুমারী—আমি অনাথ কুটীরবাসী, যেমন সূর্য্য থেকে এক এক খানি ক'রে মেঘ স'রে যায়, তেমনি আমার মন থেকে ছায়া স'রে গিয়েছে; আমি আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ।

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। (চামেলীকে ছবি দিয়া) আর এ ছবি আমার কাছে আনিস নে, আর এ ছবিতে আমার অনুরাগ নাই, প্রেমময়মূর্ত্তি আমার হৃদয়াসন অধিকার ক'রেছে, ছল করে পাগল সেজেছিল—পাগল ক'রে চ'লে গেল।

চামেলী। সত্যি, আমি এমন দেখি নি, পাগল তো কখন' নয়!

মুঞ্জরা। শুনেছি, কোন কোন দেবমন্দিরে না চিরকুমারী ব্রত করে? আমি সেই ব্রত ক'র্‌ব।

চামেলী। আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি, বুঝেই তোমায় আস্‌তে মানা করে ছিলেম, তুমি কি সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো বুঝ্‌তে পাচ্ছো না? তুমি রাজকুমারী, কাকে প্রাণে স্থান দিচ্ছ?

মুঞ্জরা। এখন আর কি উপায় আছে, হৃদয়েশ্বর হৃদয় অধিকার ক'রেছে, আমি কি ক'রে নিবারণ ক'রব? যা হবার হ'য়েছে।

চামেলী। তুমি কি ভাব্‌ছ না, রাজপুরে কি আগুন জ্বালাবে? তোমার বর এসে দ্বারে দাঁড়িয়েছে, রাজার তোমার বিবাহের উৎসাহে—আনন্দের সীমা নাই; এ আনন্দ কেন নিরানন্দ

কর্‌বে? কলঙ্ক, গঞ্জনা কেন সাধ ক'রে কিন্‌বে? তুমি মন বাঁধ, এ সব ভুলে যাও, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মঞ্জরা। আমি কা'কে ভুল্‌'ব, সে যে আমার, তাকে ভুল্‌ব কেমন ক'রে? ভোলবার অনেক চেষ্টা করেছি, ভোল্‌বার নয়—ভুল্‌ব কেমন ক'রে!—

ফিরি ফিরি ফিরি, মনে করি যত,
ফিরিতে পারি কি সই?
পরবশ মন, কেমনে নিবারি,
আমি তো আমারি নই!
হৃদয়-বিহারী, হৃদি অধিকারী
কে তারে বারিবে বল?
গিয়েছে সকলি, সকলি হ'য়েছে,
আছে সুধু আঁখি জল!
অন্তরে বাহিরে, বিহরে সে ছবি,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে,
আশায় নিরাশ, নিরাশায় আশ,
যে জানে লো সেই জানে।
পর প্রেমরসে, অবশ জীবন,
স্বপনের মত বহে।
ভুলায়ে আমায়, চ'লে যায় প্রাণ,
তারি পাছে পাছে রহে!
কত কথা কয়, তারি কথা কয়,
কাঁদে তবু চাহে তারে,
গাঁথে দিবানিশি, বিনি সুতে হার,
বাঁধা বিনি সুতা হারে!

চামেলী। বুঝেছি, চল আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে।

মঞ্জরা। কোথায় যাব, আমার কোথায় স্থান আছে!

চামেলী। সে কি কথা!

মঞ্জরা। তুই তো ব'ল্‌ছিলি, আমার বর এসেছে, আজ বাদে কাল মালা বদল ক'রে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হবে,—কোথায় যেতে বল? গৃহে যেতে বল, সেখানে প্রথম শুন্‌তে হবে গিয়ে বিবাহের উৎসব—দেবালয়ে আমার বিবাহের মঙ্গল জন্যে পূজা,—কিন্তু সে গহন বনে চ'লে গিয়েছে।

চামেলী। তা কি তুমি এখানে থাক্‌তে চাও, না গহন বনে যেতে চাও? তোমার ভাব দেখে যে ভয় হয়।

মঞ্জরা। আমি গহন বনে যাব না, আমি কুমারীব্রত অবলম্বন ক'র্‌ব। আমি পিতার কুলে কলঙ্ক দেব না, তা হ'লে আমার পাগলকে ছেড়ে দিতেম না। যখন সে চ'লে গেল, তখনি হাত ধ'রে ব'ল্‌তেম,—'তুমি আমায় প্রাণেশ্বর'—লজ্জা-ভয় ক'র্‌তেম না। সে ভয় ক'র না, তার সঙ্গে আর দেখা ক'র্‌ব না। কিন্তু এই খেদ রইলো, তার মুখে আর 'ভালবাসি' শুন্‌তে পাব না! আমার মন বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে, বনবাসী হ'য়ে তারে ব'ল্‌তে পার্‌লেম না,—"এই দেখ, আমিও তোমার মত বনবাসিনী! এখন বল ভালবাস কি না?"

চামেলী। কি, তুমি কি ব'লছ, একা কি কোথাও চ'লে যাবে?

মঞ্জরা। তুমি কি আমায় ঘরে থেকে পর-পুরুষের সঙ্গে মালা বদল ক'র্‌তে বল? পর-পুরুষের কথা শুন্‌তে বল? পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহের জন্যে বেশভূষা ক'র্‌তে বল?

চামেলী। তবে তুমি কোথায় যাবে?

মঞ্জরা। কোথায় যাব জানি না, বোধ হয় কোন নির্জ্জন দেবালয়ে, সেখানে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়মন্দিরে রেখে দিবানিশি সেবা ক'র্‌ব।

চামেলী। কোথায় যাবে,—এখনি রাজদূত যে তোমায় ধরে আন্‌বে। তোমার মনের কথা তোমার বাপ-মাকে বল, কুমারী হ'তে হয় তাঁরাই তোমায় কুমারী ক'রে দেবেন।

মঞ্জরা। চামেলি, তুই কি মহারাজকে জানিস্‌ নে? পান্ডীয়ানার রাণী এসেছেন, রাজা শিবগড়ে আছেন, মহারাজা আপনি সম্বন্ধ স্থির ক'রেছেন,—তিনি কি কোন বাধা মানবেন?—মানবেন না। আমি মনে মনে চির-দিন স্বিচারিণী থাক্‌বো। আজ উৎসবে সকলে উন্মত্ত, দেখ না রক্ষকেরা পর্য্যন্ত আমোদে আমাদের নিকট হ'তে চ'লে গিয়েছে, আজ শীঘ্র খোঁজ হবে না। এই বনপথে চ'লে যাই, যেখানে দেবালয় পাই—সেইখানে গিয়ে ব্রতে ব্রতী হই। বাবা অচ্যুতানন্দের নিকট শুনেছি, কিছু দূর গেলেই একটি দেবালয় আছে, সেটি অতি নির্জ্জন, সেইখানেই গিয়ে থাক্‌ব।

চামেলী। তবে চল।

মুঞ্জরা। তুমি কোথায় যাবে?

চামেলী। তুমি কি জান না, আমি তোমার বড় ভগিনী, তোমায় রাজকুমারী আমি কখন মনে করি নে, তুমি আমার ভগ্নী মুঞ্জরা। আমার বড় খেদ রইল, আমি তোমায় সিংহাসনে স্বামীর বামে দেখ্‌তে পেলাম না! তোমার সুখেই আমার সুখ—আমি তোমার সখী।

গীত

মড়-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ সই?
বেঁধেছ ভালবাসায় আর তো কারো নই!
মলিন হ'লে বনে চ'লে, কে বসাবে তরুতলে,
আঁচলে মুখ মুছাবে, সাথে তোমার দাসী কই?
বনফুল এনে তুলে, যতনে কে দেবে চুলে,
অকূলে যাচ্ছ ভেসে, কি নিয়ে সই, কূলে রই?

মুঞ্জরা। তবে চল, দিদি, যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-সভা

রাজা জয়ধ্বজ ও মন্ত্রী

জয়। যেমন সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রেছি, তেমনি মনের মত জামাতা বিধাতা বিনা আয়াসে এনে দিয়েছেন, আবার দেখ, মন্ত্রি! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ দেখ, মহিষীর নিকট শুনুলেম, কন্যাটি যেন অন্যমনা, সদাই কি ভাবে, কোথায় পাণ্ডীয়ানা—আর কোথায় কেরোলী। আশ্চর্য্য, এই পাত্রী ও পাত্রের মনে প্রণয়-সঞ্চার হ'য়েছে, যিনি ফুলে মধু সঞ্চার করেন, তাঁর এই কৌশল।

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। পাত্রটি কিঞ্চিৎ কৃশ, তা বেয়ান ঠাক্‌রুণ ব'লেই ছিলেন,—অল্পবয়সে রাজ্যভার প'ড়েছে, সামান্য কথা তো নয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। মন্ত্রী, তুমি সকল কথাতেই 'আজ্ঞে, আজ্ঞে' ক'রছ, এর কারণ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। আমি তোমার ভাব তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধীন ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়েছে।

জয়। কেন, এর কারণ কি? তোমার বিবাহে কিছু আপত্তি থাকে বল, ভাল মন্দ বিচার করি এস, তা না, আমি যা বলি তাতেই আজ্ঞে—আজ্ঞে।

মন্ত্রী। মহারাজ, পাত্র দেখে এলাম বটে, কিন্তু পাত্র দেখে আমার হৃৎকম্প হ'লো!

জয়। হুঁ হুঁ! মন্ত্রি, বীরসেনের পুত্র, আমি মনে মনে ভেবেছি—কি ব'লে সম্বোধন ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধীনের অভিপ্রায় অন্য, —আমার ভ্রমই হবে, কিন্তু অবিকল মহারাজ ক্ষিতিধরের অবয়ব,—ঐরূপ মূর্ত্তি আমি কোন এক হীন ব্যক্তির দেখেছি।

জয়। তোমার আশ্চর্য্য আশঙ্কা! তোমার সন্দেহ আর কিছুতেই ঘোচে না, সে ভাল, সে ভাল, আমি নিন্দা করি না,—ভাল তোমার সন্দেহের দৌড়টা শুনি, তোমার বিবেচনায় কি সেই হীনব্যক্তি রাজপরিচ্ছদ প'রে আমাদের সহিত এরূপ আলাপ ক'রলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, নিবেদন তো ক'রেছি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; আর এক অদ্ভুত কথা শুন্‌ছি, মহারাজ কি পাঁচখানি নগর কুমারীকে যৌতুক দেবেন পূর্ব্ব হ'তে অভিপ্রায় ক'রেছেন?

জয়। হাঁ হাঁ, সে পূর্ব্ব হ'তেই অভিপ্রায় করা বটে। কি জান, পাণ্ডীয়ানা-রাজ্যেশ্বরী আমোদ ক'রে মহিষীকে ব'লেছেন,—"সুধু মেয়ে কি নেব—পাঁচখানি নগর নেব";—সে আমার কন্যারই থাক্‌বে।

মন্ত্রী। কিন্তু যৌতুকের কথা উল্লেখ ক'রে মহারাজ পাণ্ডীয়ানায় কি পত্র লিখেছিলেন?—

জয়। সে কি?

মন্ত্রী। আমি এইরূপ শুন্‌ছি, এই পত্রই বা কে লিখ্‌লে?—আমি কিছু স্থির ক'রতে পাচ্ছিনে।

জয়। ও মিথ্যে কথা; আমার বোধ হয়, ও রাজ্ঞীর কৌশল, স্বয়ং পুত্র নিয়ে এসেছেন, লোকে পাছে মন্দ বলে—তাই রটিয়েছেন, আমি পত্র লিখেছিলেম, সেই পত্রানুসারে বিবাহ দিতে এসেছেন—এই তো আমার বিশ্বাস।

মন্ত্রী। পাণ্ডীয়ানা রাজবংশ উচ্চ বংশ বটে,—কিন্তু এ বিবাহে একটু অনিয়ম হ'চ্ছে ব'ল্‌তে হবে,—রাজকুলের প্রথা ভাটে সম্বন্ধ আনে, পাত্রীপক্ষ হ'তে ভাটের দ্বারায় নারিকেল প্রেরিত হয়, পাত্রপক্ষ হ'তে নারিকেল গ্রহণ করা হয়, তবে সম্বন্ধ স্থির হয়।

জয়। ও সকল নিয়ম তুমি আর আমায় কি শোনাচ্ছ?

মন্ত্রী। মহারাজ, এরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন হ'লো, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

জয়। না বুঝ্‌তে পার—চুপ ক'রে থাক: এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—বেয়ান্‌ঠাক্‌রুণ আমুদে, একটি ব্যাটা—বে' দেবার জন্যে ব্যগ্র, আর তাও বলি মন্ত্রি, আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌বেন,—এতে ভাট নাই ব'লে কিছু বিশেষ অসম্ভ্রমের কথা নয়।

চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ

(চন্দ্রধ্বজের প্রতি) কেমন, কি সন্ধান নিলে, আমি যা ব'লেছি সব ঠিক?

চন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজ, দাসকে মার্জ্জনা হয়, আমার সংবাদ সকলই বিপরীত; আমি স্বয়ং শিবগড়ে গিয়েছিলেম; কৌশল করে গোপনে রাজা ক্ষিতিধরকে দেখে এলেম।

জয়। বাপু, আমিও শিবগড়ে স্বয়ং গিয়েছিলেম, বিনা কৌশলে প্রকাশ্যে রাজা ক্ষিতিধরকে দেখে এলেম।

চন্দ্র। মহারাজ আজ্ঞা ক'রেছিলেন—পাত্র কৃশ।

জয়। যুবরাজ কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন—পাত্র স্থূলোকায়!

চন্দ্র। মহারাজ, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, পাত্র শালবৃক্ষের মূলের ন্যায় স্থূল।

জয়। আর অঙ্গারের ন্যায় কালো।

চন্দ্র। মহারাজ, বর্ণের তুলনা অঙ্গার নয় বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ অঙ্গার অপেক্ষাও হেয়; শুনলেম তিনি কদাচারী, কার্য্যেও সেইরূপ দেখলেম, দেখলেম—বনভ্রমণ ক'র্‌ছেন, অতি নীচ আলাপ, নীচ প্রসঙ্গের কথাতেই রত।

জয়। বলে যাও, বলে যাও—একখানি অভিধান দেব কি?—দোষের তালিকা তুল্‌বে। আরে মূর্খ, আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলেম, স্বয়ং আলাপ ক'রে এলেম; আমারই যেন ভ্রম হ'য়েছে, মন্ত্রী কি দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা কর দেখি? কি মন্ত্রি, স্থূলকায়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে অতি কৃশ; কিন্তু শুনেছিলেম তিনি স্থূলকায়।

জয়। মন্ত্রি, এবার থেকে তুমি কর্ণে দেখো, চক্ষের আর তোমার প্রয়োজন নাই! প্রত্যক্ষ কি দেখে এলে—বল।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, কৃশই তো বটে।

জয়। যুবরাজ শুনুন, আমাদের সঙ্গে বিস্তর নীচ প্রসঙ্গ হ'লো, কি বল মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, যথাযোগ্য প্রসঙ্গই হ'লো!

জয়। সৌজন্য জানে না—কেমন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, সদালাপই ক'র্‌লেন বটে।

জয়। আবার বটে! শোন যুবরাজ, অতি কালো—অতি স্থূলকায়—অতি কদাচার—অতি নীচ প্রসঙ্গে রত—তার পর এ স্থলে বিবাহ দেব না—কোথায় কন্যা দেব? কোন বাঁদী-পুত্রকে? পাণ্ডীয়ানার রাজবংশধরকে পরিত্যাগ ক'রে, বাঁদী-পুত্রকে কন্যা দেব?

চন্দ্র। মহারাজ, আমি বিশেষসূত্রে অবগত হ'য়েছি, ক্ষিতিধর ইন্দ্রিয়াসক্ত, মাদক সেবা ক'রে থাকেন, ভগ্নীর কল্যাণার্থে মহারাজের চরণে বার বার নিবেদন ক'র্‌ছি,—মহারাজ অতি ক্ষুদ্র প্রজার প্রতি পক্ষপাতশূন্য, সামান্য লোকেরও দুঃখ মোচন করা মহারাজের চির অভিপ্রায়: মুক্তাকান্তি মুঞ্জরাকে বানরের হস্তে অর্পণ ক'র্‌বেন না।

জয়। তোমার কি মত? ঐ যে হাবীটাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই. আর একটা হাবা ধরে এনে মুঞ্জরার বিবাহ দিই।

চন্দ্র। মহারাজ দয়ার অবতার, কন্যার প্রতি নির্দ্দয়াচরণ ক'র্‌বেন না, সে একটা বন্য-ভল্লুক।

জয়। তুমি একবার বানর ব'ল্লে,—একবার ভল্লুক ব'ল্লে,—অতিথির অসম্মান ক'ল্লে—রাজার অসম্মান ক'ল্লে—পিতার অসম্মান ক'ল্লে,—রাজনিয়মে কি দণ্ড তা জান?

চন্দ্র। যে দণ্ড আজ্ঞা হয় করুন, মুঞ্জরার

সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না, সুবর্ণ-প্রতিমা জলে ফেলে দেবেন না।

জয়। তুমি তোমার রাজার চরিত্র বিশেষ অবগত হও নাই, কারুর অমতে আমার কোন কার্য্য করার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক বা বালকের দ্বারা চালিত হব—এরূপ প্রবৃত্তিও নাই। অকৃতজ্ঞ, আমি গৌরব নষ্ট ক'রে স্বয়ং পাত্র দেখ্‌তে গিয়েছি, স্বচক্ষে দেখে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছি, আর তুমি অহেতু রাজসমীপে বাচালতা ক'র্‌ছ; ভাল, তুমি যেরূপ ব'লছ—পাত্র যদি তাই হয়, তথাপি আমার কি কর্ত্তব্য? পাণ্ডীয়ানাবংশ পরিত্যাগ করে কোন্ বংশে পুত্রীকে অর্পণ ক'র্‌ব?

চন্দ্র। মহারাজ, গুণেরই গরিমা, বংশের গরিমা নাই; যে বংশে মহাশয় ব্যক্তি উৎপন্ন হ'য়েছেন, সেই বংশেরই গরিমা; গরিমা গুণের—বংশের নয়।

জয়। তোমার বিচারে পদ্মরাগের আকরে কাচ উৎপন্ন হয়, মীনধ্বজের বংশে আমি অবিবেচক রাজা, তুমি আমায় বিবেচনা শিক্ষা দিতে এসেছ? বীরসেনের বংশে বানর, ভল্লুক!

চন্দ্র। উচ্চগুণে কাচসনে প্রভেদ রাজন্
পদ্মরাগ, মৃত্তিকা আকর, আভা তার
আদর কারণ; খনি আঁধার মাঝারে
হীরা, শোভে মুকুট উপরে নিজগুণে;
কীট জন্মে ফুলে, কীট ত্যজ্য, অতিঘৃণ্য।
গুণবানে শোভা পায় বংশের গরিমা;
হীন, হীন চিরদিন—মলয় আবাসে
অহি যথা, পাণ্ডীয়ানা কুলে সেই মত
কুলের কলঙ্ক এই লম্পট ভূপাল।
চরণে স্মরণ মাগে দুহিতা তোমার,
হস্তি-পদে দলিত ক'র না কমলিনী;
নৃপমণি, কৃপায় নেহার অবলায়,
লজ্জায় না সরে বাক্ বালিকা-বদনে,
নহে কত করিত মিনতি, আঁখিবারি
ধরাসনে, অকূলে ফেল না দুহিতায়।
উচ্চানন্দ ত্যজি যার মাদক সেবন,
গণিকা-গমন, সে কেমনে পরিণয়-
প্রেমসুধা করিবে আদর, সাধ যার
কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন; হেম পাত্রে
দেবের বাঞ্ছিত দ্রব্য হবে অভিলাষী.—
অতল সলিলে লক্ষ্মী, অশোক কাননে
সীতা, কার প্রাণ নাহি কাঁদে পিতা! তাই
পরিণাম-ফল ভাবি অন্তরে ডরাই,
ভিক্ষা চাই ভগ্নীর কল্যাণ নরপাল,
সোণার-প্রতিমা কোথা রাখিবে রাখাল!—

জয়। তুমি এ স্থান হতে দূর হও,—যে মূঢ় উচ্চনীচ বিচারশূন্য—যার মনে বংশের গরিমা স্থান পায় না—সে রাজসভার উপযুক্ত নয়। তার বনে বনে কিরাতের সংগে ভ্রমণ করা উচিত, যখন তুমি পিতৃ-সম্মান জান না, এ স্থান তোমার যোগ্য নয়; সদাচার শিক্ষা করে এস। নচেৎ তোমার মুখাবলোকন ক'র্‌তে আমার রুচি নাই।

চন্দ্র। কাঁদে প্রাণ মুঞ্জরার তরে, সেই হেতু
বার বার সাধি নরনাথ! বজ্রাঘাত
ক'র না বালিকা-শিরোপরে। ফুল্লফুল-
বন যথা অনল পশিলে তরুরাজী
লতা গুল্ম হয় ম্রিয়মাণ, সেই মত
ফুল্লকান্তি মুঞ্জরা শুকাবে নিদারুণ
দুঃখানল পশিলে হৃদয়ে; পরিণয়
পবিত্র আচার, কভু নাহি জানে যেই
দুরাচার, অযতনে কেমনে বঞ্চিবে
বালা তার হেয় সহবাসে; রাহুসনে
শশীর বিহার, করি-দন্তে পদ্মহার,
চকোর পেচক-বাসে, কাক সনে সারী,
এ কেমন সংঘটন বুঝিবারে নারি!

জয়। অজ্ঞ হ'য়ে বিজ্ঞসম আচার তোমার,
দূর হ পাষণ্ড মূর্খ কুলের অঙ্গার!

চন্দ্র। পিতৃপদে রাজপদে মম নমস্কার।
(স্বগত) নাহি জানি কি উপায় হবে
বালিকার!

জয়। দূর হ, দূর হ!—(চন্দ্রধ্বজের প্রস্থান) কি আস্পর্দ্ধা! পুত্র হ'য়ে পিতার ন্যায় উপদেশ দিতে এলো, আমি স্বচক্ষে পাত্র দেখে এলেম,—আমার কথা অমান্য! যৌবরাজ্য কুক্কুরকে প্রদান ক'রব,—এমন সন্তান অপেক্ষা নিঃসন্তান হওয়া ভাল। আমার আর কারুর সহিত পরামর্শ প্রয়োজন নাই; কল্যই আমি কন্যা সম্প্রদান ক'রব।

ভজনরামের প্রবেশ

ভজন। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! রাজকুমারীকে পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রী, এ বাতুল কি বলে শোন।

ভজন। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, এ রাজ্যে এসে পরী বাসা ক'রেছে! দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, রাজকুমারীকে পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। ভজনরাম, এ তোমার কি বাচালতা?

ভজন। দোহাই মহারাজ, রাজকুমারী দেবালয়ে পূজা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, সেইখান থেকে পরীতে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রী, এ কি বলে?

মন্ত্রী। ভজনরাম, স্থির হও; রাজসম্মুখে কি অলীক কথা ব'ল্‌ছ?

ভজন। দোহাই মন্ত্রীবর, অলীক কথা নয়, ঐ যে বোবা ছুঁড়ীকে যুবরাজ নিয়ে এসেছিলেন—ও মানুষ নয়, পরী।

মন্ত্রী। তুমি কিরূপে জান্‌লে?

ভজন। ও রোজ বনের ভিতর যায়, আর একটা মন্দা পরীর সঙ্গে কথা হয়, রাজকুমারীকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়, ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, এক্‌লা ব'সে বেল্‌তলায় গান করে, একখানা ছবিপড়া দিয়েছিল,—আজ রাজকুমারীকে আর চামেলীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

মন্ত্রী। তুমি কি ব'লছ, ঐ বোবা বালিকা গান ক'রতো,—সে বোবা নয়?

ভজন। যখন মানুষ হয়—তখন বোবা, আর যখন পরীতে পরীতে দেখা হয়—গান করে, কাঁদে, মন্ত্র পড়ে।

মন্ত্রী। আমার কথার উত্তর দাও—সেই বালিকা, রাজকুমারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে নিয়ে গিয়েছিল?

ভজন। আজ্ঞে, সে পুরুষ নয়—পরী।

মন্ত্রী। তার পর?

ভজন। ফুলপড়া দিলে, ছবিপড়া দিলে—

মন্ত্রী। তার পর, তার পর?

ভজন। কোথায় উধাও ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী। তারা কোথায় থাকে জান?

ভজন। আজ্ঞে, তারা উপদেবতা, তারা গাছে থাকে কি আসমানে থাকে, কি ক'রে ব'ল্‌ব!

মন্ত্রী। রাজকুমারীর পুরুষটার সঙ্গে ক'দিন দেখা হ'য়েছে?

ভজন। আমি আজ দেখেছি, আর রক্ষকেরা ব'ল্‌ছিল, আর একদিন দেখা হ'য়েছিল।

জয়। মন্ত্রি, একি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমার ঘরে গুপ্তপ্রেম! মন্ত্রি, আমায় ধর—আমার মস্তিষ্ক ঘুর্‌ছে—কি সর্ব্বনাশ হ'লো!—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি মেরুর ন্যায় স্থির, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে—এ শত্রুর ছল। ভজনরাম, তুমি শীঘ্র যাও, রক্ষী সঙ্গে ল'য়ে রাজকুমারীর অনুসন্ধান কর, প্রাণপণে অনুসন্ধান কর, আর সেই যাদের পরী ব'লছ, তাদের যেথায় যে অবস্থায় পাও, বেঁধে নিয়ে এস।

ভজন। আজ্ঞে, তারা পরী, তাদের কোথায় পাব?

মন্ত্রী। বাচালতা ক'র না, যেথায় পাও,—নচেৎ মহারাজ রুষ্ট হবেন, শীঘ্র যাও।

জয়। ভজনরাম, যদি আপনার কল্যাণ চাও তো, তাদের যেথা পাও—নিয়ে এস।

[ভজনরামের প্রস্থান।

মন্ত্রি, সত্যই কি আমার গৃহে গুপ্তপ্রেম? এ কি—কি হ'লো! আমার কন্যা গোপনে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যায়! মন্ত্রি, এ স্বপ্ন না সত্য? কলঙ্ক! কলঙ্ক! আমার কুলে কলঙ্ক হ'লো! মন্ত্রি, তুমি আমায় বল, ভজনরাম বাতুল হ'য়েছে, মুঞ্জরা গৃহে আছে। একি গ্রহ, আমার কন্যা ব্যভিচারিণী!—আমি কখনও কারুর জীবন-দণ্ড আজ্ঞা দিই নাই,—তবে কেন আমার প্রাণদণ্ড হয়! মন্ত্রি, তুমি আমায় বল—"মুঞ্জরা কোন দেবালয়ে গিয়েছে, স্বামীর কল্যাণার্থে কোন দেব-পূজায় নিযুক্ত আছে।" আমি কি ক'রে প্রাণধারণ ক'র্‌ব—কেন আমার এ কাল-স্বরূপ কন্যা জন্মেছিল? মন্ত্রি, মন্ত্রি, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমার উচ্চ মাথা হেঁট হ'লো, ভারতবর্ষে কলঙ্কের ধ্বজা উঠ্‌লো; কি হবে—কোথায় যাব!

মন্ত্রী। মহারাজ, নিশ্চয় কোন গুপ্তশত্রুর কার্য্য।

জয়। শত্রু নয়, আমার শমন, আমি কোথায় যাব? বর গৃহদ্বারে, কন্যা পরগতা হ'য়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে! এই রহস্য

আমার কুলে? কি কৌতুক—কি কৌতুক! বিধাতা দুর্গমে রণে বনে কি এই নিমিত্তই আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিল? দশানন যেমন আপনার মৃত্যু-বাণ যত্ন ক'রে আপনার গৃহে রেখেছিলেন, আমিও কি আপনার কালস্বরূপ কন্যাকে সেইরূপ লালন-পালন ক'র্‌লেম? অপর উপায় নাই; কেরলীরাজ্য আজ ধ্বংশ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন, সহসা কোন কার্য্য করার অগ্রে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। দেবতার লীলা বিচিত্র। কখনও কখনও দুর্ঘটনা হ'তে শুভ সূচনা হয়। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই পুরুষার্থ।

জয়। ধৈর্য্যের কি সীমা নাই? সহিষ্ণুতার কি পরিমাণ নাই? কুমারী ভ্রষ্টা হ'লো! কেন বজ্রপাত হ'ল না, কেন সর্পাঘাত হ'ল না, কেন চণ্ডালের হাতে মৃত্যু হ'ল না! এ অপমান কি ক'রে সহ্য কর্‌ব! আমার প্রাণ যায়! দেখি কোথায় সে পাপিষ্ঠা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

সুসেণ ও বরুণচাঁদ

সুসেণ। ওরে বরুণচাঁদ, তুই হেথা?

বরুণ। তুমি বোধ ক'রছ কোথা?

সুসেণ। তবে সর্ব্বনাশ!

বরুণ। নইলে সাধে করি বনে বাস?

সুসেণ। ওরে, ক্ষিতিধর বেটা ব'লেছে— রাণী জেনেছে।

বরুণ। বরুণো শুনেছে! বরুণো শুনেছে!

সুসেণ। ওরে, সব ব'লে দিয়েছে, সব ব'লে দিয়েছে।

বরুণ। আমি কি তোমায় ব'লছি যে, বলে নি।

সুসেণ। তুই শুনেছিস্ না কি?

বরুণ। না কি নয়,—গলাবাজী শুনেছি।

সুসেণ। তার পর কি হ'লো?

বরুণ। তার পর তুমিও যেথা আমিও সেথা।

সুসেণ। একটু দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পার্‌লি নে?

বরুণ। কেন, তোমার কি কাণ ছিল না?

সুসেণ। আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

বরুণ। আর আমি কি ভরসায় পালিয়ে এসেছি না কি!

সুসেণ। এখন উপায়?

বরুণ। উপায় বনবাস—আর ব্যাঘ্রের গ্রাস, না হয় ক্ষেউরী হওয়া, আর যদি তেমন শ্রীচরণ থাকে তো টেনে চম্পট দিন!

সুসেণ। ক্ষেউরী কি রে!

বরুণ। বেড়ে শানান তলোয়ার দিয়ে ক্ষেউরী ক'রে দেবে—গলার উপর মাথামুণ্ডু অত ঝোড় ঝাড় রাখবে না।

সুসেণ। অ্যাঁ কি হ'লো! অ্যাঁ কি হ'লো! সব ফস্‌কালো, সব ফস্‌কালো!

বরুণ। কি জান, আফিংএ যদি সব দিন সমান নেশা হ'তো, আর পাপ ক'রলেই যদি কাজ হাঁসিল হ'তো, তা হ'লে এক রকম সুবিধে ছিল মন্দ না, এ সব কাজে একটু আধটু প্যাঁচ্ পড়ে বই কি!

সুসেণ। এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বরুণ। এ কাজটাই গোড়া থেকে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পিরীতের কাজটাই প্রাণ খোয়ান কাজ, প্রথমে প্রাণ যায় প্রাণ যায় বুলি উঠে, মাঝখানেতে প্রাণ যায়ই, শেষটা কেউ প্রাণ বাঁচায়—আর নইলে সেই প্রাণ যাওয়াতেই যাওয়া; তোমার তো বাবা পিরীতের প্রাণ, গোড়া থেকেই যায় যায় সুরু ক'রেছে; তোমার যাওয়া প্রাণ না হয় গেল, আমি বাবা বে-পিরীতে মারা গেলুম, একেই বলে— "সৎসঙ্গে কাশীবাস।"

সুসেণ। ঐ রে কে আস্‌ছে!

[সুসেণের প্রস্থান।

বরুণ। নিলে বাবা কাঁচা মুড়িটে ক্ষেউরী ক'রে, আমার তো আর লম্বা ঠ্যাং নাই, আর কোথায় যাব, এইখানে ব'সেই ক্ষেউরী হই। এ টাল বুঝি কাট্‌লো, ওই যে ওরা ওদিকে চ'ল্‌লো, জীবনটা গেল ভাল। রাজতক্ত থেকে বনবাস—রামচন্দ্রের হ'য়েছিল, আর আমার এই ফল্‌লো। তাঁর যেমন জানকী-হরণ, আমার তেম্‌নি প্রাণে মরণ,—বেশ গল্পটি র'চ্‌লেম

বাবা! রাজপুত্রের বনে গমন ও জীবন বিসর্জ্জন, পরে যবনিকা পতন! ওই যে আবার কে? এ দেখ্‌ছি ভজনরাম, ওর যেন জোর বরাৎ জোর বরাৎ ঠেক্‌ছে! না দেখ্‌তে পায় ভাল হয়, এক পাশ দিয়ে স'রে যাক্‌!

রক্ষীসহ ভজনরামের প্রবেশ

ভজন। এ কে? আর কিছু না, একটা পরী—রাজা গোছের পরী,—ওই যে পোষাকে সব মন্ত্র লাগিয়েছে! ও পরী না হ'য়ে যায়? পরী না হ'লে এমন সময়ে বনের ভিতর কে আর থাকে? আর কার বরাতে পরী ধরার হুকুম বল? একে একটু মিনতি ক'রে দেখি, যদি আমার কোন একটা উপায় হয়। 'পরী মশায়!'

বরুণ। হুঁ।

ভজন। আপনারা বনে এসে ভর ক'রেছেন তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। পরী মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়েছি,—মহারাজ ব'লেছেন, এই আপনাদের দলের বোবা পরীটে আর সেই ঢ্যাঙ্গা পরীটে নিয়ে আয়। রাজা রাজড়ার হুকুম জানেন তো?

বরুণ। বরাতকে বলিহারি যাই বাবা! অল্প দিনের ভেতর রকম-ফের দেখ;—ছিলেম, সুসেণ বাইজীর তবল্‌চি ভেড়ুয়া, একেবারে রাজতক্তা! কাননে এসে পরীর বাচ্ছা হ'লেম বাবা!

ভজন। পরী মশায়, আমার প্রাণ যাবে!

বরুণ। বনে ঐ রোগটা বেশী।

ভজন। শুনেছ,—ভূতুড়ে কথা শুনেছ, ও পরী না হ'য়ে যায়!

বরুণ। স'রে যাও তো,—সরে যাও; নইলে পরীর বাচ্চা হাওয়া হব, হ'য়ে উড়ে যাব।

ভজন। অ্যাঁ! এ কে, বরুণচাঁদ নাকি? বরুণচাঁদ!

বরুণ। মহারাজের আমার সব-চিন্ আওয়াজ; এ আফিংখোরের আওয়াজ চেপে কি সরু করা যায়?

ভজন। ওরে বরুণো!

বরুণ। কেন বাবা! পরীর বাচ্ছা হ'য়ে এক পাশে প'ড়ে আছি, তুমি কেন চ'লে যাও না বাবা?

ভজন। আরে তুই হেথা কেন?

বরুণ। তোমার অত তোয়াক্কায় কাজ কি মণি!

ভজন। বনের ভেতর কি ক'র্‌ছিস্‌?

বরুণ। নিরিবিলি ব'সে আমার বাপের পিণ্ডি দিচ্ছি! বনে কি করে মণি? তুমি এসেছ, পরী ধ'র্‌তে; আমি এসেছি, বিদ্যাধরী ধ'র্‌তে।

ভজন। অ্যাঁ! বিদ্যাধরী ধ'র্‌তে,—তুই মন্ত্র জানিস্‌ না কি?

বরুণ। মন্ত্র জান্‌তে হবে এমন কি কথা আছে? তুমি কি মণি, মন্ত্র জেনে শুনে পরী ধ'র্‌তে এসেছ?

ভজন। বিদ্যাধরী কি বল দেখি?

বরুণ। তোমার পরী কি বল?—তোমার পরী না ব'ললে, আমার বিদ্যাধরী বা'র কচ্ছি নে।

ভজন। ঐ রে! ঐ বুঝি সেই ঢ্যাঙ্গা পরী!

বরুণ। ঐ রে! ঐ বুঝি আমার নেড়া বিদ্যেধরী!

ভজন। ঐ যে মন্ত্রী মশায়!

বরুণ। মণি, আমি স'রে পড়ি পায় পায়।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষিতিধর যে—ও মহারাজ! কথাই ক'ন না যে!

বরুণ। কে তোমার মহারাজ! এই জিজ্ঞাসা কর তোমার ভজনরামকে—আমি ডানাকাটা পরীর বাচ্ছা।

মন্ত্রী। আর মহারাজ, ছলনা ক'চ্ছেন কেন? আমি চিন্তে পেরেছি।

বরুণ। চিন্তে পেরে থাক বাবা, তোমায় দু'শ তারিপ দিচ্ছি, চ'লে যাও না।

মন্ত্রী। চ'লে যাচ্ছি; ভাব্‌লেম, মহারাজের সঙ্গে দেখাটা হ'লো, একবার আলাপ করে যাই।

বরুণ। এই আলাপ হ'ল তো বাবা, বেশী নেওটা কেন? স'রে পড়।

মন্ত্রী। বলি, হেথায় কি মনে ক'রে?

বরুণ। রাজরাজড়ার মন, একটু পাইচারী ক'র্‌তে এসেছি।

মন্ত্রী। আসুন না, একটু পাইচারী ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাওয়া যাক্।

বরুণ। কেন বাবা, তোমার এমন কি মোলাম সঙ্গ যে, তোমার সঙ্গে পাইচারী ক'র্‌তে হবে।

মন্ত্রী। বনে হাওয়া খেয়ে কি ক'র্‌বে?

বরুণ। একে তোমার রাজকুমারীর বিরহে জর জর, তা'তে তোমার নিঃশ্বাস মলয়-বায়ু, বচন কোকিল-ঝঙ্কার, স্বয়ং পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হ'য়েছ! একটু পাত্‌লা হ'য়ে পড় না বাবা!

মন্ত্রী। আমি মহারাজকে সঙ্গে না নিয়ে তো যাচ্ছি নে। মহারাজ, কৃপা ক'রে আসুন।

বরুণ। আপনি যে আমার সঙ্গ ছাড়বেন না, সে আক্কেল আপনার দর্শনেতেই পেয়েছি। আপনি কৃপা ক'রে আর আমায় সঙ্গে নেবেন কেন? যা হয় কৃপা ক'রে এইখানেই ক'রে যান।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারীকে প্রকাশ্যে বিবাহ ক'র্‌বেন না বুঝি? গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক'র্‌বেন।

বরুণ। মশায়ের দর্শনে সে মত আমার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখন ভাব্‌ছি সুঁদুরি কাঠের রোশনাই ক'রে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন ক'র্‌ব।

ভজন। তুই কাকে কি ব'লছিস্?

বরুণ। তুমি এ রাজারাজ্‌ড়ার খেলা বুঝ্‌বে কি মণি!

ভজন। ইনি মন্ত্রীমশায়, জানিস্ নে?

বরুণ। আমি রাজচক্রবর্ত্তী, জান না মণি?

মন্ত্রী। ভজনরাম, মহারাজকে কি ব'ল্‌ছ?

ভজন। মন্ত্রীমশায়, এ যে বরুণচাঁদ!

মন্ত্রী। আরে না না, উনি মহারাজ ক্ষিতিধর।

ভজন। (স্বগত) একেও পরীতে পেলে না কি! (প্রকাশ্যে) মশায়, এ বরুণচাঁদ,—আপনি চিন্তে পাচ্ছেন না?

মন্ত্রী। না না, তুমি জান না, উনি মহারাজ! তুমি এক কাজ কর, মহারাজকে নিয়ে এস। রক্ষি, সাবধানে মহারাজকে নিয়ে এস; দেখ' যেন মহারাজ পালান না, তা হ'লে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে। মহারাজ, বড় উপকার ক'র্‌লেন, আমাকে আর তত্ত্ব জান্‌তে শিবগড়ে যেতে হ'লো না।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

ভজন। আরে তুই মহারাজ কি?

বরুণ। শুন্‌লে তো মণি, আমি বীরসেনের পাগ্‌লা ছেলে।

ভজন। তাইতে এ পোষাক, না?

বরুণ। আর কি!

ভজন। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, বরুণচাঁদ ব'লে কত অপরাধ ক'রেছি; তবে আসুন।

বরুণ। দেখ ভজন, তোমার এ অপরাধ মার্জ্জনা ক'রব না; তবে করি, যদি এ রক্ষীদের নিয়ে পাত্‌লা হও।

ভজন। মহারাজ, তা হ'লে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বরুণ। স'রে যাও—স'রে যাও—আমায় এখন পরী পাবে!

ভজন। অ্যাঁ, অ্যাঁ!

বরুণ। গোঁ—গোঁ—

ভজন। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

বরুণ। আমি পরী—আমি পরী—সব উড়িয়ে নিয়ে যাব—সব উড়িয়ে নিয়ে যাব—

ভজন। না বাবা পরী, না বাবা পরী—আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি!

বরুণ। আর যাবি কোথা, আর যাবি কোথা, আমি সেই বোবা পরী—আমি সেই বোবা পরী! গোঁ—গোঁ—ধর্‌তো রে ভজনরামের মাথাটা কড়মড়িয়ে খাই!

রক্ষী। মশায়, এর কি হ'য়েছে?

ভজন। আর কি পরীতে পেয়েছে!

বরুণ। হুঁ হুঁ—

রক্ষী। হাঁ মশায়, রাজকুমারীকে যে পরীতে উড়িয়েছে?

বরুণ। যাবি কোথা, যাবি কোথা? আমি সব্বাইকে ওড়াবো! আয় আয় সব দানাদৈত্য চ'লে আয়, যারে পা'স পা—আর ঘাড় ম'ট্‌কে খা! ও'—ধর্—ধর্—

সকলে। ও রে বাপ রে, ও রে বাপ রে—

বরুণ। ধর্ ধর্—

[ভজনরাম ও রক্ষিগণের পলায়ন।

এই বারে আস্তে আস্তে চম্পট দিই। কোথায় যাই? ঐ ভাঙ্গা মন্দিরটে শুনেছি ভূতের

আড্ডা, ওখানে বড় কেউ যায় না। আমার ঠেঁয়ে দুদিনের তো আফিং সম্বল আছে। যদি ভূতে পায়?—ভূতে তো পাবেই বাবা! হয় জ্যান্ত ভূত না হয় মরা ভূত; জ্যান্ত ভূত তো দেখে শুনে নিয়েছি, একবার মরা ভূতের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি। জ্যান্ত ভূতের জ্যান্ত তলোয়ার, মরা ভূতের মরা তলোয়ার! জ্যান্ত তলোয়ারের চেয়ে মরা তলোয়ার ভাল। গর্দ্দানাচাঁদ! বলি ও বরুণচাঁদের গর্দ্দানা! তোমার বড় সুবিধে দেখ্‌ছি নি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অচ্যুতানন্দের আশ্রম-সংলগ্ন বন

তারা ও মুকুল

মুকুল। সেখানে থাকা ভাল নয়—তাই চ'লে এলেম, আমার মন যেন নর্ম্মদার মত চারিদিকে তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে. আমি তাঁর কথা শুন্‌তে পেলে. সে দেবালয়ে এলে. মন্‌কে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌তেম না, এখনও পারি না; সদাই মনে হ'চ্ছে—সে কোথায় আর আমি কোথায়. সে যদি দেবালয়ে আস্‌তো. আমি কি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তেম? মন আমায় টেনে নিয়ে যেত, তার কাছে গেলে ফুল দিতেম,. তারে দেখ্‌লে আবার ব'ল্‌তেম—ভালবাসি! তারে দেখে—ভালবাসি না ব'লে থাক্‌তে পার্‌তেম না। সে বড় ভালবাসার জিনিষ! আহা. এমন ভালবাস্‌বার জিনিষ ভালবাস্‌তে নাই ব'লে. এলেম; দিদি. তুমি আমায় শেখ্‌বার জন্যে যত্ন ক'র্‌তে, আমি শিখ্‌তে পা'র্‌তেম না ব'লে অসুখী হ'তে; কেন দিদি, শেখা তো ভাল নয়, আমি অনেক শিখেছি—শিখে শিখেছি—শেখা ভাল নয়, আমি শিখেছি—তাই আমার দশা বুঝেছি; এখন আর আমার সে চোখ নাই. সে মন নাই. আমি আর সে মানুষ নই।

তারা। তোমার কি কিছু আগের কথা মনে পড়ে?

মুকুল। মনে পড়ে, মনে করি নে; যখন মনে পড়ে—তখন যেন, একটি সোণার স্বপ্ন ব'য়ে যায়, আবার তখনি মন কেঁদে ওঠে—"আমি কেন এমন হ'লেম"!

তারা। তুমি কে বল দেখি?

মুকুল। ব'লে কি হ'বে, সুধু বলাই হবে, আর তো সে দিন ফির্‌বে না! সে সুখের দিন কি দুঃখের দিন জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, সে দিন যদি কাকেও ব'ল্‌তেম্—ভালবাসি, তা' হলে আমায় কেউ মানা ক'রত না! তখন ভালবাস্‌তে ছিল. এখন ভালবাস্‌তে নাই!

তারা। তুমি বনবাসী নও—তা কি তোমার মনে পড়ে?

মুকুল। দিদি, তাই আমি সে দিনের কথা মনে করি নে, আমার মনে হয়—যদি আমি যা ছিলেম. তাই হ'তেম, তা হ'লে বুঝি মা আমার অত দুঃখ পেতেন না; তোমায় এত দুঃখ দিতেম না, তুমি আমার জন্যে সোণার অঙ্গে মাটী মেখে বেড়াচ্ছ. মেঘে ঢাকা চাঁদখানির মত তুমি আমার জন্যে মলিন, তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত: দিদি, আমি দুঃখ পেয়ে তোমাদের এ দুঃখ বুঝেছি, আর আমার প্রাণে দুঃখ ধরে না, নইলে দিদি, মার জন্যে কাতর হ'তেম—তোমার জন্যে কাতর হ'তেম; কিন্তু আমি কাতর নই। কেবল সে আছে. আর আমার কিছুই নাই; আমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার লাঞ্ছনা নাই, আমার গৌরব নাই, কেবল তারে দেখি, এক একবার মন কেঁদে ওঠে, আর তারে দেখ্‌ব না—আর তার কথা শুন্‌ব না—আর তার হাতে ফুল দেব না। তারে ভালবাসি! তারে ভালবাসি! তারে ভালবাসি! দিদি, তুমিও ভালবাস. তুমিও মন খুলে বলো ভালবাসি. ভালবাসি! তোমায় যদি কেউ ভালবাস্‌তে মানা ক'রে থাকে—এখানে সে মানা নাই, চেঁচিয়ে বল—ভালবাসি, আকাশ অবধি যাক্; দিদি. আমি তোমার ব্যথায় ব্যথিত, আমার কাছে লজ্জা ক'র না; ভালবাসা যদিচ যত্ন ক'রে প্রাণে জায়গা দিয়েছ, যত্ন ক'রে রাখ্‌বে, তবু সে পোড়াতে ছাড়্‌বে না। দেখনা যখন দীর্ঘ-নিশ্বাস বয়. মনে হয়—সব যেন জ্ব'লে যাবে।

তারা। ব'ল্লে কি আগুন নিব্‌বে?

মুকুল। না, নিব্‌বে না! আরও জ্ব'ল্‌বে!

তারা। তবে জ্বালা ব'ল্‌ব কার কাছে—
সে আমার কাছে কি আছে?
এ জ্বালা আর কি কারুর সয়?

সয় তারে—যে সইতে পারে,
অন্যে সারা হয়।
এ তাপে সাগর তাপে,
এ তাপে পবন কাঁপে,
এ তাপে মলিন দিনকর,
এ কত জ্বালা জেনেছে, অন্তর!
জ্বালা জ্বলে নিরন্তর—
জ্বালা যতই জ্বলে ততই তার আদর।
যেমন তেমন নয় তো জ্বালা
যে জানে সে জানে,
পোড়ে মন পোকার মত
মানা তো না মানে।

মুকুল। দিদি, তুমি যারে ভালবাস, হেথা যদি তার দেখা পাও, তারে কি তুমি জ্বালার কথা বল, আমি তো বলি নে, শুধু ব'ল্‌তে নাই ব'লে যে বলি নে, তা নয়; ব'ল্‌তে থাক্‌লে ত ব'ল্‌তেম না। এ কথার কথা—ভালবাসি না, ভালবাসামাখা ভালবাসি; সে শুন্‌লে তার প্রাণে ব্যথা লাগে, কিন্তু যদি এমন হ'তো—সে আমায় ভালবাসি ব'ল্‌তো, আমি তারে ভালবাসি ব'ল্‌তেম, তাপে—তাপ জুড়িয়ে যেত, আহা, এ কি কারও হয়! দিদি, এ পৃথিবীতে হয়? তারা কেমন, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়, বোধ করি তারা কিছু দেখে না, সে দেখে একে, এ দেখে তাকে, কেবল চোখে চোখে দিন কেটে যায়। আমি চ'ল্লুম, এ সময়ে সে আস্‌তো, আমি ফুল তুলে আনি গে, ফুল ছড়াব, মনে ক'রব—তাকে দিচ্ছি।

তারা। আচ্ছা, তুমি ফুল তুলে এস, আমি তোমায় একটা কথা ব'লব।

মুকুল। তুমি ঠিক আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার, আমি ফুল না ছড়ালে তোমার কোন কথাই বুঝ্‌তে পারব না, আমার মন কে টান্‌ছে, সে এলো এলো মনে হ'চ্ছে, আমি চ'ল্‌লেম। [মুকুলের প্রস্থান।

অচ্যুতানন্দের প্রবেশ

অচ্যুত। বণিকের পরিচ্ছদ ক'রেছে প্রদান
ছদ্মবেশে?
তারা। প্রভু, তব আজ্ঞা সমাধান।
অচ্যুত। হের বৎসে! প্রেমের কি অদ্ভুত
মহিমা,
পরশে পরশমণি, লৌহ স্বর্ণময়,
তমাচ্ছন্ন হৃদয়ে নেহার সূর্য্যোদয়,
হ'য়েছে দুর্দ্দিন গত, প্রসন্ন সময়,
তব প্রতি দেবতার কৃপা সবিশেষ,
অচিরে হইবে তব দুঃখ অবশেষ;
দেখা হবে পুনঃ তব পিতামাতা সনে,
মম বাক্যমত কার্য্য কর সযতনে।
তারা। ভরসা কেবল তব যুগল চরণ,
মতি গতি হীন দীন দুহিতা তোমার,
কহ, দেব, পুনঃ কি পাইব শুভ দিন?
পুনঃ কি প্রসন্নময়ী জননীর মুখ
হেরিব? পাইব পুনঃ পিতৃ দরশন?
অচ্যুত। সকলি হইবে বৎসে, দেবের কৃপায়;
এস বৎসে, দেবালয়ে কহিব উপায়,
রাজরাণী অহল্যার দুঃখ অবসান,
রাখিবেন মহাদেব সতীর সম্মান।
[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে মঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ

চামেলী। তোর যে দেখ্‌ছি আমোদ আর ধরে না।
মঞ্জরা। আমোদ ধ'র্‌বে কিসে বল,
আমোদ ধ'র্‌বে কিসে বল,
পাব যারে তার আদরে সদাই ঢলঢল।
আমার কিশোর বনবাসী,
আমার কিশোর বনবাসী,
গোপনে গহনবনে হেরব বিনোদ হাসি।
আমায় বলে ভালবাসি,
আমায় বলে ভালবাসি,
ভালবাসা ভালবাসি, নইলে কি সই আসি?
আমার ফুলের মত প্রাণ,
আমার ফুলের মত প্রাণ,
ফুল দিয়ে যে আদর করে, ক'রব তারে দান।
চামেলী। বুঝ্‌তে নারি রাজকুমারী
তোমার কত ভাণ!

মঞ্জরা। আ মর্! রাজকুমারী কি রে, বণিক্‌-বালক বল?

চামেলী। পলক না প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে তোমার ভোল্ ফেরে, কাঁহাতক্ মনে রাখি বল? ছিলে রাজকুমারী, হ'তে এলে কুমারী, বনে এসে রঙ্গ বাড়্‌লো ভারি, নারীকে নারীর

পাঠই তুলে দিয়েছ; বণিক্-বালক, আমায় বে' ক'র্‌বে?

মুঞ্জরা। আ মর্—তুই যে?

চামেলী। "তুই যে", কি বল,—তুমি অধিকারী, পালা শিখিয়ে দাও, তবে তো গাইব!

মুঞ্জরা। তোর পালা তুই শিখে নে, আমি আপনার পালার জ্বালায় অস্থির;—

থাক্‌বে না লো ভারি ভুরি সে যদি আসে,
আমার প্রাণ গলে আশে দু'নয়ন ভাসে;
ঘন ঘন অঙ্গ শিহরে, প্রাণ দিছি যার করে,
ভাণ ক'রে বল্ তার কাছে সই,
ঢাক্‌ব কি ক'রে?

চামেলী। আর ঢাকাঢাকি কার্য্য কি! যখন বনে এলে, কুলে জলাঞ্জলি দিলে, মাখামাখি হো'ক্ না; ভাবছ চোখে দেখে প্রাণ জুড়'বে? চোখের দেখায় মন কি ভোলে,
প্রাণ কি বোঝে তায়?
এ সুধার ক্ষুধা মেটে না সই, আরও সুধা চায়।
চাঁদ দেখে কি চকোর থাকে স্থির?
চাতক কি জুড়ায় বিনে নীর?
সাগর হেরে নদী ব'য়ে যায়,
জুড়ায় মিলে কায়ে কায়,
বুকে বুকে মুখে মুখে ভালবাসা চায়,
এই তোমার কাছে পড়া কথা পড়াচ্ছি
তোমায়।

মুঞ্জরা। আমি জ্ব'লব' ব'লে প্রেম ক'রেছি
জ্বালায় কি ডরি,
আমি ম'জব ব'লে সই, ম'জেছি,
সাধ ক'রে মরি,
আমি পাই নে দিশে
জুড়ায় কিসে সরমের মানা;
আমি কুল ছেড়ে সই,
মাঝে প'ড়ে পাইনে ঠিকানা,
আমি ভয় করি সই,
ফির্‌তে নারি পাইনে কোন কূল,
আমি আপন ভুলে ভুল বাজারে
বেসাত করি ভুল।

চামেলী। অমন মূল খুইয়ে ভুল ধ'রে কত দিন থাক্‌বে, বল; যা হয় একটা ঠিক কর, যেমন ব'লে বেরিয়েছ; হয় কুমারী হ'য়ে ধ্যানে ব'সে কাঁদ—এই দেবালয় আছে; আর নয় এই পুরুষের সাজ ছেড়ে ফেলে নাগরী সেজে নাগরের গলায় মালা দাও, বনের ভিতর ভুলের সওদাগরি ক'রে না হাসি না কান্না, এ তোমার কতদিন চ'ল্‌বে, আমি সাধ ক'রে কি বলি সোণার অঙ্গ সুধু সুধু কালি ক'রে কি ক'র্‌বে? এ সওদাগরি কারুর চলে নি, তোমার চ'ল্‌বে কেমন ক'রে?

মুঞ্জরা। চামেলি, সে বিরাগ ভরে চ'লে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমার এ বেসাত ছাড়্‌ব না, বনে যদি আমার প্রেম-পসরা প্রেম দে কেনে, তা' হ'লে তাঁর পসরা মাথায় ক'রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরি, নইলে আমি নারী কি ক'র্‌তে পারি? বল এখন যেথায় দু'চোক যায় চল্, এখানে তাঁর দেখা পেলুম না, বনে বনে ব'লে বেড়াই "কেউ আমার ভুলের পস্‌রা নেবে গা?" আমার তো আর কুমারী হওয়া হ'লো না, একে আমার মনের ছলনা আমি আপনি বুঝতে পাচ্ছি নে, আবার দেবতার সঙ্গে ছল কেন, এই আমার কুমারীব্রত —আমার হৃদয়মন্দির দেবালয়, সে আমার দেবতা, তাঁরই ধ্যানে দিন কাটাব, যদি তাঁর দেখা পাই, কি ক'র্‌ব, তোরে কি ক'রে ব'ল্‌ব।

চামেলী। এ পণ বড় মন্দ নয়, লোকে পণ করে "আমি হেন ক'রব, তেন ক'রব"। তোমার এ পণ বেশ, কি পণ করেছ জান না, এ পণের বালাই নিয়ে মরি।

মুঞ্জরা। পণে কি মন বাঁধা যায়,
বসনে কি বাঁধে হাওয়া,
মন মানে না কারু কথা,
আপন মনে আসা যাওয়া।
মন যদি সই, শুন্‌তো মানা,
তবে কেন আসবে বনে,
মন মানে না কোন মানা,
ফিরি তবে মনের সনে।

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। এই নাও—এই নাও—এই ফুল নাও
এই ফুল নাও—তোমায় ভালবাসি—
তোমায় ভালবাসি।

চামেলী ও মঞ্জরা। গীত

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ছড়ায় এত ভালবাসা—কোথায় পায়?
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা—
কথায় কথায় ছড়িয়ে যায়।
ভালবাসার সোহাগ জানে না,
বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা,
ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা—
কুড়িয়ে পাবে না।
যার প্রাণ দে কেনা ভালবাসা—
ছড়িয়ে দিতে সে কি চায়?

মুকুল। এখন তা'র ফিরে যাবার সময় হ'য়েছে,—আর তো ফুল নেবে না,—তার জন্যে তোলা ফুল বুকে তুলে রাখি।

মঞ্জরা। তুমি কে?

মুকুল। আমি কেউ নই,—আমার সে—

মঞ্জরা। তুমি হেথায় কি ক'র্‌ছ?

মুকুল। কি ক'র্‌ছি ব'লব না ব'লেই বনে এসেছি,—তুমি কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

মঞ্জরা। জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি কেন? আমি বণিক্‌-বালক, সওদা এনেছি, খদ্দের খুঁজ্‌ছি।

মুকুল। তুমি কি পাগল! নগর ছেড়ে বনে এসেছ জিনিষ বেচ্‌তে?

মঞ্জরা। নগরে কেউ এ জিনিষ নেয় না, তাই বনে এসেছি, তোমায় নেবার মত দেখ্‌লুম, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি।

মুকুল। আমি পাগল, আমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

মঞ্জরা। আমি পাগলই চাই, আমার ভুলের বেসাত, পাগল নইলে কেউ নেবে না।

মুকুল। যদি তুমি আমার মত পাগল চাও, তো নির্জ্জনে ব'সে ফুল ছড়াও। তুমি ভুলের বেসাত নিয়ে ফির্‌ছ, আমি আজন্ম ভুলে ডুবে আছি; কিন্তু ভুলের উপর ভুল—তারে ভুল্‌তে পাচ্ছি না। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা ক'ব না; তুমি ঠিক্‌ তারই মত, তোমার তার মত স্বর, তার মত অবয়ব, তারই মত চোখ, তারই মত মুখ; মনে ক'রেছি তাকে আমি মনে মনেই দেখ্‌ব, আর বাইরে দেখ্‌ব না।

চামেলী। তোমার সে কে?

মুকুল। আমি তারে জানি, সে আমার; সে কে, তা জানি না।

চামেলী। সে কি পুরুষ মানুষ?

মুকুল। সে পুরুষ কি মেয়ে তা জানি না, সে আমার, তাই জানি।

মঞ্জরা। প্রাণেশ্বর, আমি তোমার সেই দাসী।

মুকুল। তুমি কি সেই! যদি সে হও—স'রে যাও; আমি তাকে দেখতে হবে ব'লে চ'লে এসেছি; দেখা হ'লে তারে ভালবাসি ব'ল্‌তে হবে ব'লে চ'লে এসেছি।

মঞ্জরা। তোমার এখনও অভিমান! দেখ বনবাসি, আমিও বনবাসিনী, আর আমি রাজকুমারী নই। এখন তুমি কেন আমায় যেতে ব'লছ? আমি তোমার জন্যে বনবাসিনী, তোমার কাছে থাক্‌ব।

মুকুল। তুমি রাজকুমারী, আমার জন্যে বনবাসিনী হ'য়েছ? হাঃ ধিক্‌ আমায়! কিন্তু বনবাসিনী হ'লেও রাজকুমারী; গোলাপ বনেই ফুটুক, আর নগরেই ফুটুক—গোলাপ চিরদিনই গোলাপ! আমি যদি রাজকুমার হ'তেম, তা হ'লে তোমার কাছে থাক্‌তেম; তোমার জন্যে রাজকুমার এসেছে—আমি শুনেছি, মাধবীলতা তমালেই ওঠে—তুমি যাও! তুমি বনে থেক না, আমি বড় ব্যথিত, আমায় কেন আর ব্যথা দাও?

মঞ্জরা। আমি কোথায় যাব? আমার প্রাণেশ্বরকে ছেড়ে কোথায় যাব?

মুকুল। ছিঃ, ছিঃ, ও কথা ব'ল না! আমায় অপরাধী ক'র না। আমি চির-বনবাসী,—তোমার কাছে থাকা ভাল নয়, আমি চল্লুম।

মঞ্জরা। নির্দ্দয়! যদি যাবে—যাও, আমি আর মানা ক'র্‌ব না; যদি এখনও অভিমান থাকে—পায়ে ঠেলে যাও, কিন্তু আর একবার ব'লে যাও,—আমায় ভালবাস; তোমার মুখে আর একবার শুনি, বল, আর একবার ব'ল—তার পর যেথা ইচ্ছা যাও, আমি আর বাধা দেব না।

মুকুল। তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি—তোমায় ভালবাসি!

[মুকুলের প্রস্থান।

মঞ্জরা। চ'লে গেল, এই সুখ-স্বপ্ন

ফ্রা'ল! সব শূন্য হ'লো, আর কি! ছিঃ ছিঃ, নারীর জীবনে ধিক্, আর কি—সব শূন্য!

চামেলী। সর্ব্বনাশ, মহারাজ!

মঞ্জরা। আর সর্ব্বনাশ কি? সর্ব্বনাশের উপরে সর্ব্বনাশ, আর কি হবে!

রক্ষিগণের সহিত জয়ধ্বজের প্রবেশ

জয়। মঞ্জরা—দ্বিচারিণী—পাপীয়সী!

মঞ্জরা। পিতা, আমি দ্বিচারিণী নই, অহেতু কেন তিরস্কার করেন? আমি তোমার কন্যা,—সতী লক্ষ্মী রাজ-মহিষীর গর্ব্ভে আমার জন্ম।

জয়। পাপীয়সি! মিথ্যা বল্‌ছিস?

মঞ্জরা। আপনার উপদেশে আজীবন মিথ্যা কথা তো শিখি নাই, আজ কেন মিথ্যা ব'লব, প্রাণের ভয়ে? আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী, প্রাণের ভয় আমার নেই।

জয়। তবে তুই হেতা কেন? তবে তুই বালক বেশে কেন চ'লে এসেছিস্ বল? (চামেলীর প্রতি) তুই কে? তুই কি চামেলী! তোব কি এই কাজ! তুই না সখী! তুই আমার মুখে কালি দিয়ে একে নিয়ে বনে চ'লে এসেছিস?

মঞ্জরা। পিতা, চামেলীকে তিরস্কার ক'র্‌বেন না, চামেলীর অপরাধ নাই, চামেলী আমার সঙ্গে এসেচে; চামেলী না এলে, আমি একা চ'লে আস্‌তেম।

জয়। তুই কেন একা চলে এসেছিস্ বল্? নইলে নারীবধে—কন্যাবধে—ঘৃণা ক'রব না, তুই দ্বিচারিণী, পরপুরুষের সঙ্গে চ'লে এসেছিস্, তা নইলে কথা কইতে পাচ্ছিস্ না কেন?

মঞ্জরা। না, আমি দ্বিচারিণী নই।

জয়। মা, মা! আমার প্রাণ রাখ, তবে কি তুমি শিবগড়ে এসেছ, তুমি কি তোমার পতির উদ্দেশে এসেছ? বল মা, বল, তুমি বল—শিবগড়ে এসেছ, ক্ষিতিধরের উদ্দেশে এসেছ, তোমায় আবার মা ব'লে মস্তকে চুম্বন করি, বল মা, আমার কুলে কলঙ্ক হয় নি।

মঞ্জরা। পিতা, আমি শিবগড়ে আসি নাই।

জয়। তবে কি এই দেবস্থানে ক্ষিতিধরের গলায় মাল্য দান ক'রতে এসেছ?

মঞ্জরা। না।

জয়। পাপীয়সী! দ্বিচারিণী, মিথ্যা-বাদিনী, রাক্ষসী! রক্ষি! এই দণ্ডেই বধ কর—বধ কর—বধ কর।

অচ্যুতানন্দের প্রবেশ

অচ্যুত। রক্ষি, ক্ষান্ত হও। মহারাজ, এ দেব-স্থান, হেথায় দেবতা অধিকারী, আপনি নন, এ স্থান কলঙ্কিত ক'রবেন না।

জয়। ব্রহ্মচারি, তুমি পূজায় নিযুক্ত থাক, রাজকার্য্যে হস্তার্পণ ক'র না।

অচ্যুত। মহারাজ, আমি দেবকার্য্যে এসেছি, রাজকার্য্যে আসি নাই; দেবতার স্থান কলুষিত ক'রে কেন অপরাধী হন।

জয়। আর আমার কিসের দেবতা, আর আমার কিসের ভয়, আমার কুলে কলঙ্ক—আমার কুলে কলঙ্ক!

অচ্যুত। মহারাজ, আপনি দেবপ্রিয়, মহারাজের অকলঙ্ক কুলে কখনই কলঙ্ক হবে না।

জয়। ব্রহ্মচারি, আমায় কেন বৃথা প্রবোধ দেন, আমার কন্যা কলঙ্কিনী, পরপুরুষের অনুসরণ ক'রেছে। হা ধিক্ আমায়!

অচ্যুত। মহারাজ, অদ্য আমার কথায় ক্ষান্ত হ'ন, আমি মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছি না, দেবালয়ে আসুন, কল্য যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, ক'রবেন; কিন্তু আমার কথা মিথ্যা নয়, আপনার কন্যা কলঙ্কিনী নয়,—আমি দেবাদেশে আপনাকে ব'ল্‌ছি, আজ এরা দেবালয়ে বন্দী থাকুক, কল্য যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, ক'র্‌বেন।

জয়। ব্রহ্মচারি! আজ তোমার কথায় ক্রোধ সম্বরণ কল্লেম।

অচ্যুত। ভাল, কল্য যেরূপ ইচ্ছা হয় ক'রবেন, মহারাজ, আসুন। তোমরা আমার সঙ্গে এস, দেবদেব সকলের মনোভীষ্ট পূর্ণ ক'র্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

ভজনরাম ও যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ

ভজন। পরী ধ'র্‌তে তো পারিই নি, যদি তাতে এড়ান্ পেতেম, বরুণচাঁদ পালিয়েছে। কাল সকালে যদি তারে না হাজির ক'র্‌তে পারি, মন্ত্রী মশায় ব'লেছে—আমার প্রাণ যাবে।

চন্দ্র। পরী—তুই কি ক'রে জান্‌লি?

ভজন। আর পরীর কি হাত পা-আছে! আমি শুনেছি, তারা মানুষের কাছে বোবা হয়, আর পরীর কাছে কথা কয়।

চন্দ্র। তুই কি তার যথার্থ গান শুনেছিস?

ভজন। আপনার কাছে কি মিথ্যা বল্‌ছি,—সে গান গায়, ছড়া কাটায়!

চন্দ্র। আচ্ছা, আমি পরী ধ'রে দিচ্ছি, তোরে যেমনটি ব'লেছি, তেমনটি ক'র্‌তে যদি পারিস্?

ভজন। তা পার্‌ব না কেন? কিন্তু যুবরাজ, আপনি যাবেন না, তারা এমনি যাদু ক'রবে যে, কোথায় উধাও ক'রে নিয়ে যাবে,—ও পরীর জাত—আস্‌মানে আস্‌মানে ফেরে।

চন্দ্র। তোর কিছু ভয় নাই।

ভজন। ওই যে—দু' দুটো পরী একেবারে দেখা দিয়েছে!

চন্দ্র। আমি এখনি ধ'রছি, ভয় কি? দেখিস্—তোরে যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, তেম্‌নি করিস, যদি ভুলে যুবরাজ ব'লে ফেলিস্, তা হ'লে তোরও প্রাণ যাবে, আমারও প্রাণ যাবে।

ভজন। আর যদি ভুলে যাই?

চন্দ্র। আচ্ছা, তুই এদিকে আয়, আমি ভাল ক'রে শিখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তারা ও মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। দিদি, তুমি লোকের সাম্‌নে কথা কও না কেন?

তারা। আমি তোমার কল্যাণে মানত ক'রেছি।

মুকুল। আমার আর কল্যাণ-অকল্যাণ কি? আমি ভেবেছিলুম, কোথাও চ'লে যাব, তা যাব না—তোমার কাছে থাক্‌ব, তোমার মুখে আমার মনের কথা শুনে আমার প্রাণ বড় শীতল হয়। তুমি ব'ল্‌তে পার—আমার মনে এখন কি হ'চ্ছে?

তারা। মনের কথা বুঝতে নারি, মন তো
আমার নয়,
ধরি ধরি মনে করি—ধ'রতে করি ভয়।
থাকি সদা তারি ধ্যানে, তারেই সদা চাই,
সে যদি হায় কাছে আসে, কেঁদে
চ'লে যাই।
আমার সুখের হাটে দুখের বেসাত,
লাভে হারাই মুল,
ভুল পসরা মাথায় নিয়ে, আপন হ'ল ভুল।
যত্নে কেনা বিষের ডালি রাখি হৃদয় মাঝে,
সাধ ক'রে তায় জানাই জ্বালা,
বারণ করে লাজে।
বুঝে সুঝে প্রাণ বোঝে না,
নয়ন-বারি সারি,
যত্নে গাঁথি দিবানিশি নয়ন-জলে হার।
ব'লব তারে মনে করি, ব'লতে নারি হায়,
সে যদি এ দারুণ ব্যথা শুনে ব্যথা পায়!

মুকুল। দিদি, আজ তুমি আমার মনের কথা ঠিক ব'লতে পাল্লে না,—আজ আর আমি তারে চাই নে, আজ আমি তারে ভুল্‌তে চাই, আমি কেন এমন হ'লেম, তাই ভাব্‌ছি।

তারা। কেন, সে ত তোমায় চায়, তবে কেন তুমি তারে ভুল্‌তে চাও?

মুকুল। ভুলতে চাই কেন? তোমায় কি ব'লব, আমি আপনিই জানি না, আমি তাই তোমার ঠেঁয়ে শুন্‌তে চেয়েছিলেম। আমার মনে হয়—আমি অতি হেয়, আমি কেন এমন হ'লেম, যারে ভালবাস্‌তে নেই—সে কেন ভালবাসে? ওই দেখ, বনের পাখী ভালবেসে মুখোমুখী ক'রে র'য়েছে—ওই দেখ ভালবেসে ময়ূর-ময়ূরী নাচ্‌ছে,—ওই দেখ হরিণ-হরিণী সোহাগ ক'চ্ছে,—আমি কেন এমন হেয় হ'লেম? আমি আর ভালবাস্‌ব না।

তারা। প্রাণে বাসা ভালবাসা, প্রাণ কি
তারে চায়?
জড়িয়ে থাকে প্রাণে প্রাণে, প্রাণ যে
তারে চায়!
মনে করি ছিঁড়্‌ব ডুরি, মিছে অভিমান,
ভুলতে গেলে আপন ভুলে—শূন্য
হেরে প্রাণ।
পাথরে দাগ প'ড়েছে পোঁছা কি তায় যায়?
নয় তো কথার ভালবাসা, ভুলবে
কে কোথায়?
ধরম করম সরম ভরম সকল যায় ভেসে,
মান অপমান থাকে না,
সে উদয় হয় এসে।
অভিমানে রাগ ক'রে হায় বাড়ে অনুরাগ,
অযতনে মন-আগুনে বাড়ে এ সোহাগ।

মুকুল। দিদি, এ মনের খেদ জানাব কারে? সে আমার জন্যে সকল ত্যাগ ক'র্‌লে, রাজকুমারী বনবাসিনী হ'লো, আমি তার জন্যে তো কিছু পারলেম না। আমি বনবাসী, আমার কি আছে—আমি ত্যাগ ক'রব? যদি দিদি, আমার রাজসিংহাসন থাক্‌ত, যদি আমি রাজকুমার হ'তেম—আর সে বনবাসিনী হ'তো—যদি আমি তার জন্যে সকল বিসর্জ্জন দিয়ে বনবাসী হ'তেম,—তা হলে আমি তার কাছে যেতেম,—ব'লতেম, "তোমার জন্য সকল ত্যাগ ক'রেছি,—এখন তুমি বুকের ধন বুকে এস।" কিন্তু হায়, আমার কিছুই নাই, যদি কখন' এমন হয়, যদি তার জন্য প্রাণ দেবার আবশ্যক হয়, তা হ'লে প্রাণ দিয়ে দেখাই, সে রাজকুমারী, আমার প্রাণের তো তার দরকার নাই,—তবে কেন আর তার কাছে যাব? আমি একবার তার কাছে গিয়েছিলেম, কাছে গিয়ে রাজকুমারীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আবার যদি কাছে যাই, তা হ'লে সে সোণার পদ্ম শুকিয়ে যাবে; দিদি, তুমি আমার একটি মিনতি রাখ, তুমি তার কাছে গিয়ে বল—আমি তারে ভালবাসি; দিদি, আমি কি আবার পাগল হ'য়েছি, আমি কি ব'লছি—বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

তারা। চুপ কর, কে আস্‌ছে, আমি আর কথা কইব না, তুমিও কথা ক'য়ো না।

চন্দ্রধ্বজ ও ভজনরামের পুনঃ প্রবেশ

ভজন। মহাশয়, ব'ল্‌তে পারেন—একটি বোবা কুমারী হেথা কোথা থাকে?

মুকুল। না।

ভজন। মহাশয়, অনুগ্রহ ক'রে বলুন,—আমার ভাইটিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হ'য়েছি, এটি বোবা, আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি যে, বোবা কন্যাটির কাছে থাক্‌লেই আমার ভাইটির কথা ফুট্‌বে; আমি তাই অনুসন্ধান কচ্ছি! হাঁ মা, তুমি ব'ল্‌তে পার? ওমা, ওমা শুন্‌তে পাচ্ছেন না? ঐটি কে,—বোবা না কি? তবে তো আমি পেয়েছি; ওরে ওরে এর কাছে থাক্, (ইঙ্গিত করিয়া) শুন্‌ছিস্, এ দিকে আয়।

চন্দ্র। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

ভজন। (ইঙ্গিত করিয়া) ওমা, এই আমার ভাইটি তোমার কাছে থাক্‌বে; কেমন রে, থাক্‌তে পার্‌বি?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ও'—অ্যাঁ—ও'—

মুকুল। এর কাছে কোথায় থাক্‌বে?

ভজন। মহাশয়, আপনি বাধা দেবেন না; ঐটি আপনার দাস। ও কথা কইতে পারুক, না পারুক, তার জন্য আমি তেমন ব্যস্ত নয়। ওর বুকে একটা বেদনা আছে, তাইতে ও অস্থির হয়।

মুকুল। আহা, কি ক'রে বেদনা হ'লো?

ভজন। ও ইঙ্গিত ক'রে জানায়, কে ওরে মেরেছে।

মুকুল। আহা, একে কে মার্‌লে?

ভজন। (ইঙ্গিত করিয়া) ও রে, ও রে, তোকে কে মেরেছে? ও রে, ও রে, তোর কি হ'য়েছে, বল্ না?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ও'—অ্যাঁ—ও'—

ভজন। ও ব'ল্‌ছে, আমার বুকে ব্যথা; কি ক'রে হ'লো—বল্ না?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ও'—অ্যাঁ—ও'—

ভজন। ও ব'ল্‌ছে—মুখে বলা যায় না, বুক চিরে যদি কেউ দেখ্‌তে পারে তো, দেখ্‌তে পায়।

মুকুল। আহা! এই মুকের বুকে কি এমন দারুণ ব্যথা, বুক চিরে দেখানর ব্যথা কি!

এর বুকেও সেঁদিয়েছে, ও কি কাকেও ভালবাসে?

ভজন। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব? "বুকে ব্যথা—বুকে ব্যথা" বলে—তাই জানি; ওরে, তুই কি কারুকে ভালবাসিস্‌?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

ভজন। ও বুঝ্‌তেই পারে না, তা ব'লবে কি! হাঁ রে, তোরে কি কেউ মেরেছে?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

ভজন। কে মেরেছে?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ— (ইঙ্গিতে তারাকে প্রদর্শন)

তারা। (স্বগত) এ কি বেশধারী?

বুঝিবারে নারি, হেরি
নয়ন খঞ্জন, মন চঞ্চল আমার।
কে এল ভুলাতে অবলায়? সকাতরে—
মুখপানে চায়, কহে নীরব ভাষায়—
"মরি মরি হৃদি-বেদনায় রাখ প্রাণ!"
বহে বারি বয়ান বহিয়ে, কত সহে
কামিনীর প্রাণে আর! এই কি আমার
প্রাণধন? ধিক্‌ মন, বৃথা আকিঞ্চন।
রাজার নন্দন কেন কাননে আসিবে;
অভাগিনী দুখিনীরে কেন সে চাহিবে?
প্রবঞ্চনা, আশার ছলনা—কি লাঞ্ছনা!
এ কি এ কি, প্রাণ টলে ও মুখ-কমল
হেরি! নারী কত সহিবারে পারি?

ছিঃ ছিঃ
মন, কেন কর প্রতারণা? কত সবে
আর বার বার, সে তো নহে রে তোমার,
রাজার কুমার—সে যে রাজার কুমার,
কেন মন, অনুক্ষণ আকিঞ্চন তার?

মুকুল। তোমার ভাই কি কখন' একে দেখেছে?

ভজন। কি রে, তুই দেখেছিস?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

ভজন। ব'ল্‌ছে এই, দেখ্‌ছে আর বুকের ভিতর দেখাচ্ছে।

মুকুল। আহা ভাই! তুমিও বড় দুঃখী, যদি তোমায় কেউ না স্থান দেয়, আমি তোমায় বুকে ক'রে রাখ্‌ব; আমি বড় দুঃখী, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব, নির্জ্জনে ব'সে তোমার চোখে আমার মনের কথা পাড়্‌ব!

ভজন। ও রে, তুই এর সঙ্গে থাক্‌বি?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

ভজন। ও ব'ল্‌ছে—না, আমি এর কাছে থাক্‌ব।

মুকুল। আর ও যদি না সঙ্গে নেয়।

ভজন। হাঁ রে, ও যদি না সঙ্গে নেয়?

চন্দ্র। অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

ভজন। ও ব'লছে আমি পায়ে প'ড়ে ম'রব; তবে তুই ওকে বল।

চন্দ্র। (ইঙ্গিত করণ)

ভজন। ও ব'ল্‌ছে—

মুকুল। ও কি ব'ল্‌ছে আমি বুঝতে পার্‌ছি! ও ব'লছে, "প্রাণেশ্বরি, আমার প্রাণ রাখ;" ছিঃ ছিঃ, ভালবাসার এত বিড়ম্বনা! এ সুখে এত বিষাদ! হায়, হায়, যে জেনেছে—সে জেনেছে!

তারা। (স্বগত) ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর প্রাণ,

কেন চাও
কঠিন হৃদয় ভেদিবারে, বার বার
ক'র না আঘাত—একি, বুঝি ভঙ্গ হয়
পণ! মন বাঁধিতে না পারি, প্রাণেশ্বর,
মম নহে ভ্রম, আ রে আ রে মূঢ় মন,
কি কুহকে হ'তেছ চঞ্চল? এ কেমন
বাসনা তোমার, কেন রাজার কুমার
বনবাসী হবে তোর তরে? কেন ভাণ
করি বেশ ধরি আসিবে বিপিনে? সুধা
আকিঞ্চন ত্রিভুবন করে নিরন্তর,
সুধা কার করে আকিঞ্চন? আরে মন,
আশার ছলনে কেন হও জ্বালাতন?

[তারার প্রস্থান।

মুকুল। তুমি কোথায় যাবে?

চন্দ্র। (ইঙ্গিত করণ) অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—

মুকুল। ওর কাছে যাবে? চল তোমায় নিয়ে যাই।

[চন্দ্রধ্বজ ও মুকুলের প্রস্থান।

ভজন। যা ভেবেছি তাই, এরেও পরীতে উধাও ক'র্‌লে! একটু আগে গিয়েই ডানা বা'র ক'র্‌বে—আর উড়িয়ে নিয়ে যাবে; আমার তো প্রাণ যাবেই, রাজাই মারুক আর পরীতেই মারুক। হায়! হায়! যুবরাজ আর রাজ-

কুমারীর দশা কি হবে? পেছু পেছু যাব, যাই, যা থাকে কপালে।

[ভজনরামের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মঠের অভ্যন্তর

বরুণচাঁদ

বরুণ। আজ নেশাটি বেশ ভরপুর জমেছে; এখন একখানি ছাপরখাট আর দেড়-ছটাক ওজনের এক মেয়েমানুষ পাশে বসে বাতাস করে, তা'হলেই এপাশ ওপাশ ক'রে ঝিমুই; লোকে বলে হেথা বেহ্মদত্তির বাস; সে একরকম হ'লো ভাল, ভয়ে কেউ ঘে'সবে না। আচ্ছা, সন্ন্যাসী ব্যাটারা কি বেহ্মদত্তির বাচ্ছা— ওরা তো আসা যাওয়া করে দেখেছি; থাকি প'ড়ে এক পাশে, তেমন দানাদার ভূত থাকে, এক ছিলেম তামাক সেজে এনে দেয়, তা ম'র্‌বে যত ব্যাটা হাবাতে,—কদর বুঝবে কি বল? একটু ভূতুড়ে ধাত হওয়া মন্দ নয়, হ'লো দোকান থেকে আফিং তালটা ওড়ালেম— ক্ষীরের বাটীটে সরালেম, ঐ যে কে নড়্‌ছে চড়্‌ছে, একটু আড় হ'য়ে পড়ি।

মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দের প্রবেশ

মন্ত্রী। অদ্ভুত রহস্য কথা! কহ যোগিবর,
বীরসেন নৃপতির নন্দিনী নন্দন!—
কোথা নৃপমণি, কহ বিবরণ শুনি,
কোথায় দুখিনী রাণী অহল্যাসুন্দরী?
অচ্যুত। ক্ষিতিধরে সিংহাসন করিয়া অর্পণ
কাশীধামে ছিলেন ভূপাল, পরে শুনি
স্বরূপ-কাহিনী, বিনা অপরাধে জ্যেষ্ঠ
পুত্রে দিয়েছেন বনবাস।
মন্ত্রী। কেবা হেন
দিল সমাচার?
অচ্যুত। তাঁর জন্মিল প্রত্যয়
মম প্রিয় শিষ্যের বচনে, অনুতাপ
জ্বলিল হৃদয়ে, ভ্রমি নানা দেশ, শেষে
উপনীত মমাশ্রয়ে; আছেন গোপনে—
কহিলাম তোমারে, এ'কেহ নাহি জানে।
মন্ত্রী। শুনিয়াছি জ্যেষ্ঠপুত্র বাতুল অজ্ঞান,
নহে ত উচিত তাঁরে কুমারী প্রদান!
অচ্যুত। প্রেমে বিকসিত হয় কুণ্ঠিত হৃদয়,
সুধাকর-করে যথা কুমুদী মোদিনী,
শুভক্ষণে দরশন রাজপুত্রী সনে,
মন্মথ যুড়িল শর ফুল-শরাসনে।
বিঁধি'ল যুগল-হৃদি হানি পঞ্চশর,
কোমলবন্ধনে রতি বাঁধিল অন্তর।
প্রেমশশী উদিল, তিমির হ'ল নাশ,
সৌরভে গৌরবে হৃদি হইল বিকাশ।
মন্ত্রী। কি হেতু নিবার প্রভু কহিতে রাজায়,
বীরসেন পুত্রে রাজা দিবে তনয়ায়।
আনন্দে হইব ভোর, বাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
নাচিবে কেরোলি পুরী আনন্দ-উৎসবে।
অচ্যুত। শুভক্ষণ যদবধি না হবে উদয়,
তদবধি পরিণয় ইচ্ছা মম নয়।
পান্ডীয়ানা রাজরাণী আছেন হেথায়,
প্রকাশ হইলে পাছে অনর্থ ঘটায়।
রহ স্থির, দেবকার্য্য দেবতা সাধিবে,
শুভক্ষণে শুভফল অবশ্য ফলিবে।
সহজে পাইলে রত্ন না হয় আদর,
পরীক্ষা করিয়া লব প্রেমিক-অন্তর।
অনল-উত্তাপে হয় উজ্জ্বল কাঞ্চন,
পরীক্ষা করিয়া প্রেম বুঝিবে তেমন।
মন্ত্রী। কোথায় অহল্যা দেবী কহ মহাশয়?
অচ্যুত। আছেন গোপনে মম শিষ্যের আলয়।
নর্ম্মদার নীরে মগ্ন হ'য়েছিল রাণী,
ভাগ্যক্রমে জল হ'তে তুলিল পাটনী।
অচিরে মিলন হবে বীরসেন সনে,
বার্ত্তা নাহি জানে তাঁর নন্দিনী নন্দনে।

বরুণ। কে হে বাবা, ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'রে নেশা ছুটিয়ে দিলে? একটু ফাঁকায় গিয়ে আলাপচারী কর না বাবা?

অচ্যুত। কে তুমি?

বরুণ। আমি বেহ্মদত্তির ধাড়ী, বেলগাছ থেকে গাড়িয়ে প'ড়েছি।

মন্ত্রী। এ যে পরিচিত স্বর—আপনি কি মহারাজ ক্ষিতিধর।

বরুণ। আগে ছিলুম বটে, এখন অপঘাতে ভূত হ'য়েছি বাবা!

রক্ষী ও ভজনরামের প্রবেশ

ভজন। দাঁড়া শালা, তোরে দানো পাওয়াছি।

বরুণ। কেন মণি, তুমি তো মূর্ত্তিমান দানো এসে হাজির হ'য়েছ; আর কেন দানোর গাঁদি লাগাও।

ভজন। তবে রে পাজী, তুমি পরী হ'য়েছ?

বরুণ। মিছে জুলুম কেন মণি? সে কলেবর তো বোদ্‌লেছি, ঠ্যাং ধ'রনা মণি—ঠ্যাং ধরলে ব্যাঙে পায়।

মন্ত্রী। ভজনরাম, স্থির হও, কি হে তুমি বহুরূপী না কি? কখন মহারাজ ক্ষিতিধর, কখন পরী, কখন বেহ্মদত্তি।

বরুণ। আমি একরূপ আফিংখোর, তোমরা তো পাঁচজনেই বহুরূপী কর'লে বাবা।

ভজন। তোর ঘাড়টা ভেঙ্গে দিতে পারি তো রাগ যায়।

বরুণ। গায়ের রাগ গায়ে মার মণি, ঘাড় ধ'র্‌লে পরী হ'য়ে উড়ে যাব।

ভজন। এই তোমায় ওড়াই।

বরুণ। কেন মিছে কষ্ট ক'র্‌বে মণি, ডানা বাঁধা প'ড়ে আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষিতিধর, তবে কি গান্ধর্ব্ব বিবাহটা ক'রবেন।

বরুণ। না বাবা, যে আড়খত কাটা রাজ-কুমারী ছেড়ে দিয়েছ, তাতেই খুসী আছি।

ভজন। বেহায়া পাজী!

বরুণ। রাজী মণি রাজী।

ভজন। দাঁড়াও, তোমায় শেখাচ্ছি।

বরুণ। পাঠশালা তো সায় ক'রেছি মণি, আবার কি, কেন নূতন ক'রে হাতে খড়ি?

অচ্যুত। তুমি কে?

বরুণ। রকম রকম তো পরিচয় শুন্‌লে বাবা, এক রকম ধ'রে নাও না।

অচ্যুত। মহাশয়! ইনিই কি ক্ষিতিধর সেজেছিলেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

অচ্যুত। আমার অনুরোধ, এ'কে কিছু ব'ল্‌বেন না; আমার এ'কে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রী। আপনি অনুরোধ ক'চ্ছেন, এতে আমার কি কথা আছে!

অচ্যুত। তোমার নাম কি?

বরুণ। অমন চট্‌ ক'রে ব'লতে পার্‌বো না; হালি কি বকেয়া বলুন।

অচ্যুত। তোমায় কি ব'লে ডাক্‌ব?

বরুণ। সে মহাশয়ের কৃপা,—মহারাজ ব'ল্‌তে পারেন,—পরীর বাচ্ছা ব'ল্‌তে পারেন,—বেহ্মদত্তি ব'ল্‌তে পারেন,—আর যদি আফিংখোর ব'লে ত্যাগ করে যান তো, দুশো ধন্যবাদ।

অচ্যুত। তুমি আমার সঙ্গে এস, একটা কথা আছে।

বরুণ। বড় নেশাই জমেছে আর উঠ্‌তে পাচ্ছিনে, কাছে শু'য়ে দুটো কথা ক'য়ে প্রাণ জু'ড়িয়ে যাও না বাবা!

ভজন। তবে রে ব্যাটা পাজী!

বরুণ। আবার রোখারুখী কেন মণি! মোলাম আলাপচারী হ'চ্ছে, একটু আড়ি পেতে শুনে যাও না।

অচ্যুত। তুমি উঠে এস।

বরুণ। আচ্ছা বাবা যাচ্ছি। দেখুন যোগী-রাজ, কিচ্‌কিচিতে নেশাটা ছুটে গেছে, যদি একটু প্রসাদী আফিং থাকে তো দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লতাকুঞ্জ

মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দ

মন্ত্রী। যোগীরাজ, কি পরীক্ষা ক'র্‌বেন?

অচ্যুত। স্বার্থ-বিসর্জ্জন জেন' প্রেমের লক্ষণ।

পরসুখে সুখী যেই, প্রেমিক সে জন।
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা
ভালবাসে—কিন্তু দে'ছে বিসর্জ্জন আশা!
স্বর্গীয় সে প্রেম! তার তুলনা কি হয়?
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়!
কামের ছলনা—কিবা পবিত্র প্রণয়,—
পরীক্ষা করিয়া তার লব পরিচয়।
চল দোঁহে অন্তরালে করি অবস্থান,
প্রেমলীলা রঙ্গভূমি হের বিদ্যমান!

উভয়ের অন্তরালে অবস্থান

মঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ

চামেলী। হের কুঞ্জবন, জুড়ায় নয়ন,
বিমোহিত মন গাহিছে পাখী;
মরম গাথায়, প্রেমের কথায়,
নবীন লতায় আদরে শাখী।
মৃদু মৃদু বায়, হৃদয় মাতায়,
পুলকিত কায় চমকে কলি;
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সোহাগে গলিয়ে,
বদন তুলিয়ে ডাকিছে অলি।

মঞ্জরা। হেরি কুঞ্জবন, কাঁদে মম মন,
কোথা প্রাণধন রহিল মম!
সার দীর্ঘ শ্বাস, ফুরাইল আশ,
বৃথা অভিলাষ বিফল শ্রম।
দেখ সারী শুকে, ব'সে মুখে মুখে,
মন-সুখে কত সোহাগ করে;
গেল অনুরাগ, বাড়ে লো বিরাগ,
হেরিয়ে সোহাগ নয়ন ঝরে।
হের ঢলি ঢলি, ফুলে চলে অলি,
ওঠে প্রাণ জ্বলি সহিতে নারি;
হৃদয়ের সার, কোথায় আমার,
বিনা প্রাণাধার মরে লো নারী!
মরি মরি মরি, কি করি কি করি,
কিসে প্রাণ ধরি বল না সই!
সে বিনা বিহ্বলা, আমি লো অবলা,
এ দারুণ জ্বালা কেমনে সই?

চামেলী। সখি, তুমি কেঁদে কেঁদে কেন সারা হও? যার উপায় নাই, তার জন্য কেঁদে ফল কি?

মঞ্জরা। সখি, যদি উপায় নাই ব'লে মন বুঝ্‌ত, তা হ'লে পৃথিবীতে দুঃখ নাই ব'ল্‌লে হ'ত! আমি কাঁদ্‌ব না তো কাঁদবে কে? আমি তোমায় মজালেম—রাজকুলে কালি দিলেম,—না জানি অদৃষ্টে আরও কি ঘটে! সখি, সে যদি সুখে আছে—এ সংবাদও পাই, তা হ'লেও কতক মন বাঁধতে পারি। তুমি কি বুঝ্‌ছ না, এ উপবন আমাদের কারাগার! যোগীরাজের প্রবোধবাক্যে এখনও আমাদের প্রাণ আছে; কিন্তু কাল যখন মহারাজ আমায় অন্য বরে মালা দিতে ব'ল্‌বেন, তখনই জেন—আমাদের প্রাণবধ হবে। তাই তোমাকে বার বার অনুরোধ ক'র্‌ছি, তুমি যোগীরাজের কথা শোন—কোথাও চ'লে যাও।

চামেলী। মঞ্জরা, আমার প্রাণের কি এত আদর? আমি তোমায় বিপদ-সাগরে ফেলে চলে যাব? তুমি কখন ভেব না, চামেলী এত হীন!

মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ

মন্ত্রী। চামেলি, তুমি এস্থান হ'তে এস, মহারাজের আজ্ঞা, রাজকুমারী একা থাক্‌বেন। তোমার যেথা ইচ্ছা—চ'লে যেতে পার।

চামেলী। মহাশয়, কৃপা করুন। আমায় রাজকুমারীর কাছ থেকে যেতে ব'ল্‌বেন না। আমি একা একে রেখে কোথায় যাব?

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন ক'রতে পারি না; তুমি এস।

চামেলী। সখি, কি হবে?

মঞ্জরা। যাও সখি, যাও! দেবদেব তোমার কল্যাণ করুন, মনোমত স্বামী নিয়ে সুখী হও, কখনও অভাগিনী মঞ্জরাকে মনে কর'।

চামেলী। হা নির্দ্দয় বিধাতা! অদৃষ্টে এত লিখেছিলে?

গীত

কাফি সিন্ধুড়া—যৎ

বিধি কি গ'ড়েছে পাষাণে,
এখনও র'য়েছে দেহে শত ধিক্ পোড়া প্রাণে।
কেমনে ভুলিব জ্বালা, বিপিনে বিধুরা বালা,
অকূলে আকুলা অবলা,—
বিমলা বিজনবাসে শুকাইবে অভিমানে।

মন্ত্রী। এস, আর বিলম্ব ক'র না।

চামেলী। মঞ্জরা, আর কি তোমার চাঁদ-মুখ দেখ্‌তে পা'ব না!

[মন্ত্রী ও চামেলীর প্রস্থান।

মঞ্জরা। আহা, প্রাণসখী আমা বই জানে না! আমি কত ভাব্‌ব? এ ভাব-তরঙ্গে কত ওঠা-নামা ক'র্‌ব? এ জীবনভার কত দিনে যাবে? হায়, আর তারে দেখ্‌তে পাব না! আমার প্রাণ যদি মলয় মারুতের মত সর্ব্বগ্রাসী হ'ত, একবার প্রাণনাথের কাছে যেতেম! যদি নয়ন দু'টি তারা হত, একবার

প্রাণনাথকে দেখ্‌তেম! যদি ফুলের সৌরভের অঙ্গ হ'ত, তাঁর সঙ্গে থাক্‌তেম!

মুকুলের প্রবেশ

আহা, নয়ন, দেখ দেখ! একি! তুমি হেথায়? এখনি সর্ব্বনাশ হবে, যাও—যাও—শীঘ্র যাও!

মুকুল। মঞ্জরা, আমায় কেন যেতে ব'ল্‌ছ! আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? আমি এই যোগীরাজের শিষ্যের নিকট শুন্‌লেম্‌, তুমি বিপন্ন—রাজরোষে পতিত। আর আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।

মঞ্জরা। না না, হেথা থে'ক না। তুমি জান না, চারিদিকে রাজদূত তোমার সন্ধানে ফির্‌ছে, এখনি তোমায় দেখ্‌লে প্রাণবধ ক'র্‌বে!

মুকুল। তুমি বনবাসে—তুমি কারাগারে—তুমি রাজকোপে পতিত! আমি প্রাণভয়ে পালাব? তুমি জান না, মৃত্যু আমার বন্ধু! মৃত্যু ভিন্ন আমার মনের জ্বালা যাবে না! যদি তোমার জন্য প্রাণ যায়, আমার অতি সুখ-মৃত্যু! তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলে—আমি কে? আমি তখন জান্‌তেম্‌ না, আমার তখন স্মরণ ছিল না, কে জানে কি মোহে আচ্ছন্ন ছিলেম! কিন্তু তোমার মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে, তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ'রে, আমার সে মত দূর হ'য়েছে! আমার হৃদয়-পটে সকল কথা অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান-অন্ধকারে আমি দেখ্‌তে পাই নি,—তোমায় হৃদয়ে ধ'রে আমার হৃদয় আলোকময়, সকলি দেখ্‌ছি—সকলি স্মৃতি-পথে উদয় হচ্ছে, কিন্তু আক্ষেপ—সেই পূর্ব্বস্মৃতি আমার বিষময় হ'লো!

মঞ্জরা। তুমি যাও, আমার মিনতি রাখ; কেন আমায় মহাপাপে মগ্ন কর? যদি আমায় ভালবাস, যদি কখন ভালবেসে থাক, শীঘ্র যাও। আর বিলম্ব ক'র না; আর ব্যথা দিও না,—শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও!

মুকুল। মঞ্জরা, আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছিলেম ব'লে অভিমান ক'রেছ? সে অভিমান ক'র না! আমি তোমার কাছে প্রাণ রেখে চ'লে গিয়েছিলেম,—তোমার কল্যাণের জন্য চ'লে গিয়েছিলেম! আমি বনবাসী, তুমি রাজকুমারী, আমার কাছে দুঃখ পাবে ব'লে চ'লে গিয়েছিলেম, তুমি রাজরোষে দণ্ড পাবে ব'লে চ'লে গিয়েছিলেম, প্রাণেশ্বরি! আর অভিমান ক'র না, তুমি রাজকুমারী, আমার জন্যে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছ, আমি বনবাসী, —আমার কিছুই নাই, তোমার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—বাধা দিও না।

মঞ্জরা। তুমি কেন আপনি ম'জবে, তুমি কেন আমায় মজাবে? এখনো যাও—এখনো যাও—আমার মিনতি রাখ।

মুকুল। তোমাকে মজাতে আর কি বাকী রেখেছি, মঞ্জরা? তোমায় মজিয়েছি, আমায় ম'জ্‌তে কেন মানা কর? আমি তোমার পিতার কাছে ব'লব—আমি কুহকী, তোমাকে যাদু ক'রে ভুলিয়ে এনেছি; আমি তাঁর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রব, তোমায় তিনি মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মঞ্জরা। আমার পিতাকে তুমি জান না; তিনি স্নেহময়, কিন্তু ক্রোধে অনল স্বরূপ। আমি তাঁর বাক্য অবহেলা ক'রেছি, তিনি কখনই মার্জ্জনা ক'রবেন না। তুমি প্রাণ দিলে আমার প্রাণ রক্ষা হবে না, তবে তুমি কেন প্রাণ দাও?

মুকুল। যদি তাই হয়, দু'জনে একত্রে প্রাণ দেব! এ দুঃখের সংসার—আমাদের প্রণয়ের স্থান নয়,—এ পবিত্র প্রণয়ের স্থান নয়! আমি এখন পাগল নই, আমি সকল বুঝেছি, এ প্রণয়ের অন্য সুখধাম আছে—সেই সুখধামে আমরা যাব; আর আমায় নিষেধ ক'র না।

মঞ্জরা। তুমি কি আমার ভালবাসা পরীক্ষা ক'র্‌ছ? তুমি কি আমায় সুখে ম'র্‌তে দেবে না, তাই এসেছ? কেন আর আমায় পতিঘাতিনী কর? তুমি যাও—যাও—যাও, তোমায় আমি ভালবাসি না! তুমি যাও —তোমায় কি ব'ল্‌লে যাবে! এখনো র'য়েছ —এখনো র'য়েছ?

মুকুল। মঞ্জরা, আমার প্রাণেশ্বরীকে ত্যাগ ক'রে আমি কোথায় যাব? আমার হৃদয় কপটতাশূন্য, তা ত তুমি মনে মনে জান, আমি তোমায় অকপটে ভালবাসি—সে ভাল-বাসার—প্রাণদান ভিন্ন পরিণাম নাই! আমি তোমায় মিনতি ক'র্‌ছি, আর আমায় মানা

ক'র না। তুমি কথায় ব'ল্‌ছ—আমায় ভালবাস না, কিন্তু তোমার মুখে ভালবাসা উথলে প'ড়্‌ছে, আমি তোমার ভালবাসা-সাগরে ডুবে আছি, কথা শুনুব কেমন ক'রে?

চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ

চন্দ্র। পালাও—পালাও—শীঘ্র— পালাও!

মুকুল। একি? তুমি মূক নও! তোমার বাক্‌শক্তি আছে?

চন্দ্র। কথার সাবকাশ নাই, এই পরিচ্ছদ পরিধান কর, শীঘ্র পালাও—শীঘ্র পালাও!

মুকুল। ভাই, তুমি যে হও, তোমার দুঃখে তোমার সঙ্গে আমি কেঁদেছি, তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হও, আমি প্রাণ দিতে এসেছি, পালাব কেন? তুমি প্রেম শিখেছ প্রাণ দিতে কি শেখ নি?

রক্ষীর সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। তুমি কে?

মুকুল। তোমায় পরিচয় দেওয়ার আমার প্রয়োজন নাই, তোমার প্রয়োজন কি বল?

মন্ত্রী। তুমি কি সাহসে রাজকুমারীর কাছে এসেছ?

মুকুল। যদি অপরাধ ক'রে থাকি, দণ্ড দাও।

মন্ত্রী। রক্ষি, ওকে বন্ধন ক'রে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে চল।

মুকুল। আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে বন্ধ ক'রবে, এ আকাঙ্ক্ষা করো না। এইখানেই আমাকে বধ কর। আমার প্রাণ-প্রিয়াকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণত্যাগ করি, আমায় বন্ধ ক'রবার চেষ্টা ক'র না, অকারণ কতকগুলি নরহত্যার ভাগী হবে! তুমি জান না, আমি ক্ষত্রিয়পুত্র,—আমার বাহুতে হস্তীর বল, জীবন থাক্‌তে বন্দী হব না! কিন্তু আমার প্রাণবধ যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা হয়, আমায় বধ কর, আমি অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'র্‌ব না।

মন্ত্রী। যদি তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয়-সন্তান হও, তোমার কি এই আচার? তুমি রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ কর,—অবুলা রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনবাসী কর—এই কি তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরব?

মুকুল। তুমি বৃথা লাঞ্ছনা আমায় দিও না; আমি না জেনে ভালবেসেছি—এই আমার অপরাধ। এ কপট সংসার—অকপট ভালবাসার স্থান নয়—এ আমি জান্‌তেম না, এই আমার অপরাধ—আমি অতুলনা দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,—এই আমার অপরাধ, এ ব্যতীত অন্য অপরাধে অপরাধী নহি।

মন্ত্রী। তুমি কি জান না, রাজকুমারীর সহিত তোমার অবস্থার কত প্রভেদ? তুমি বামন হ'য়ে চন্দ্রসুধার আকাঙ্ক্ষা কর?

মুকুল। আ রে হীন রাজদাস! চন্দ্রসুধা আমার, আমিই চন্দ্রসুধার উপযুক্ত, কিন্তু এ হীন সংসারে চন্দ্রসুধার উপভোগ হয় না! হীনবুদ্ধিতে আমার ভালবাসা উপলব্ধি ক'রতে পার্‌বে না। আরে মূঢ়! তুই কি বুঝিস্ না—চন্দ্রসুধা চকোর প্রয়াস করে, হীন প্রাণে কি সে সুধার প্রয়াস হয়? তোমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয়ের আমার প্রয়োজন নাই, আমার প্রাণ বধ কর। কিন্তু একটি মিনতি, মহারাজের দর্শন পেলে আমিই ব'ল্‌তেম,—আমার প্রাণবধে যেন উভয়ের দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মন্ত্রী। রক্ষি, ওকে নিয়ে এস, না আসে এই স্থানেই উহার প্রাণ বধ কর। আমি রাজ-সভায় আছি, এর মুণ্ড নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হও!

চন্দ্র। মুঞ্জরা—মুঞ্জরা, দিদি, ভয় নাই! আমি প্রাণ দানে তোমার পতির প্রাণ রক্ষা ক'র্‌ব। রক্ষি, তোমরা আমায় জান?

রক্ষী। আজ্ঞে না।

চন্দ্র। আমি যুবরাজ, রাজার অনু-পস্থিতিতে আমার আজ্ঞাই প্রবল। আমার অনুমতিতে মুঞ্জরাকে, আর এই যুবা পুরুষকে তোমরা রোধ ক'র না। আমায় নিয়ে তোমরা রাজসমীপে উপস্থিত কর। যাও—মুঞ্জরা, তোমার প্রাণপতিকে নিয়ে যাও। যাও যুবা, তোমার পত্নীকে ল'য়ে যাও। সত্বর হও—তোমার পত্নীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সত্বর হও;—দূরদেশে পলায়ন কর। ভালবেসে যদি অপরাধী হ'য়ে থাক, সে অপরাধ আমি মস্তকে নেব।

অচ্যুতানন্দ ও চামেলীর প্রবেশ

অচ্যুত। যুবরাজ, রাজদ্রোহী হবার প্রয়োজন নাই। মঞ্জরা আর এই যুবার প্রাণের জন্য তুমি ব্যাকুল হ'ও না। রক্ষি, রাজ-আজ্ঞা দেখ, এই যুবাপুরুষ ও রাজকুমারী রাজ-আজ্ঞায় আমার আশ্রয়ে থাকবে, তোমরা প্রস্থান কর।

রক্ষী। যে আজ্ঞে যোগিবর! রাজ-আজ্ঞা আমাদের দিন।

অচ্যুত। এই নাও।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

চামেলি, তুমি রাজকুমারীকে ল'য়ে যাও।

মুকুল। বাবা, রাজকুমারীর কোন আশঙ্কা নেই?

অচ্যুত। তুমি যদি না অবাধ্য হও, তা হ'লে কোন আশঙ্কা নাই।

মুকুল। প্রভু, আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

অচ্যুত। তা অপেক্ষা কঠিন কার্য্য ক'রতে হ'বে।

মুকুল। প্রভু, আজ্ঞা করুন।

অচ্যুত। হাস্যমুখে মহারাজ বীরসেনের পুত্রকে যদি রাজকুমারীকে অর্পণ ক'রতে পার, বীরসেনের পুত্রের সহিত পরিণয়ের পর যদি রাজকুমারীর সহিত থাক্‌তে স্বীকৃত হও, তা হ'লে তার জীবন রক্ষা হবে।

মুকুল। প্রভু, এ কঠিন আজ্ঞা ক'রছেন।

অচ্যুত। এ আমার আজ্ঞা নয়—রাজ-আজ্ঞা। তুমি রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনে এনেছিলে, প্রাণ দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল, তা হ'লে তোমার অপরাধের শাস্তি কি হ'ল?

মুকুল। এতে রাজকুমারী সম্মত হবেন?

অচ্যুত। তুমি সম্মত হ'লেই রাজকুমারী সম্মত হবে।

মুকুল। প্রভু, অতি কঠিন আজ্ঞা, তথাপি আমি সম্মত।

অচ্যুত। তুমি মনে মনে ভাব্‌ছ—পরিণয়ের পর আত্মহত্যা ক'রবে, তা হবে না, তোমায় স্বীকার পেতে হবে, তুমি স্বেচ্ছায় রাজকুমারীর সঙ্গে থাক্‌বে।

মুকুল। ওঃ, কি কঠিন আজ্ঞা—কি কঠিন আজ্ঞা!

অচ্যুত। আমি তোমায় কিছু অনুরোধ করি না, তোমার ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন, যদি চ'লে যেতে ইচ্ছা কর—অনায়াসে চ'লে যেতে পার, কেউ তোমাকে প্রতিরোধ ক'রবে না। কিন্তু তাতে তুমি নিশ্চয় জে'ন, মঞ্জরার প্রাণনাশ হবে। আর যেরূপ ব'ল্লেম, সেরূপ যদি স্বীকার পাও, মঞ্জরা পরমসুখে কালযাপন ক'রবে; তোমার যা অভিরুচি তাই কর।

মুকুল। সন্ন্যাসি, আমার আর অভিরুচি কি!—যাতে মঞ্জরা সুখী হয়—সেই আমার ইষ্ট, আমি আত্মত্যাগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত; কিন্তু প্রভু, জিজ্ঞাসা করি—আমি নিকটে থাক্‌লে মঞ্জরা কি সুখী হবে? তার অসুখ বৃদ্ধি হবে, মঞ্জরা আমায় ভালবাসে।

অচ্যুত। মঞ্জরা নিশ্চয় সুখী হবে, তার মন আমি বিশেষ জানি, সে যারে ভালবাসে তারেও আমি জানি, তুমি সম্মত বা অসম্মত—এই আমার জান্‌বার ইচ্ছা।

মুকুল। আমি সম্পূর্ণ সম্মত। (স্বগত) মন, আর কেন চঞ্চল হও, যদি মঞ্জরা সুখী হয়, তোমার অসুখ কি? অনেক সহ্য ক'রেছ, এতে কেন ভয় পাও? জীবন চিরস্থায়ী নয়—একদিন যাবে, তোমার দুঃখের অবসান হবে।

অচ্যুত। সময়ান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হবে, এখন আমি চ'ল্লেম; তুমি এই দেবালয়ে থেক'। [অচ্যুতানন্দের প্রস্থান।

চন্দ্র। হে মহাত্মা যুবা পুরুষ! তুমি কে? তুমি কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা? আমায় পরিচয় দাও, আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস, আমি তোমার নিকট আত্মত্যাগ শিক্ষা ক'রব।

মুকুল। আমি শুনলেম তুমি যুবরাজ, তোমার আচারে বুঝ্‌লেম, তুমি পরম বন্ধু! আমার পরিচয়ে তুমি সুখী হবে না। আমি কোন অসুখী ব্যক্তি—এই আমার পরিচয়। যুবরাজ, আমি তোমার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রইলেম। তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি সেই মূক বালিকাকে ভালবাস?

চন্দ্র। কথায় কি জানাব,—তুমি প্রেমিক, আমার প্রাণ বোঝ। আমার হৃদয়ে সেই বালিকা ভিন্ন আর৹ কারও স্থান নাই; তুমি তার কোন প্রিয় ব্যক্তি, এই নিমিত্ত তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেম! আমি

ভালবাসা কি, তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না, কিন্তু যে দিন সেই বাক্‌হীনা বালিকাকে প্রান্তরে দেখ্‌লেম, আমার জ্ঞান হ'ল—ধরা স্বর্গ! সেই দিন নূতন নয়ন পেলেম, সকলই সুন্দর দেখ্‌লেম! তুমি বিবেচনা ক'রছ, আমি মূকের ভাণ ক'রেছিলেম, তা নয়—আমার অপর উদ্দেশ্য ছিল, ইঙ্গিত ভিন্ন সে বোঝে না, আমি বাক্‌শক্তি ত্যাগ না ক'র্‌লে ইঙ্গিত শিখ্‌তে পারব না—আমার অন্তরের ভাব তাকে বোঝাতে পারব না—এই নিমিত্তই সংকল্প ক'রেছিলেম যে, আমি আর এ জীবনে কথা ক'ব না,—তোমার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কথা ক'য়েছি; কিন্তু হায়, সে আমার প্রতি নির্দ্দয়! কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন দেব—সেই চিন্তা ক'র্‌ছিলেম, তোমার বিপদে আমার হর্ষ হ'ল, ভাব্‌লেম এই আমার পরম সুযোগ! তার প্রিয়জনের প্রাণরক্ষায় প্রাণ সমর্পণ ক'রব, এ অপেক্ষা এ সংসারে আমার আর কি সুখ আছে? ভাই, বুঝ্‌লেম—তুমি বড় দুঃখী; ভাই রে, আমিও বড় দুঃখী, আমি চল্লেম।

[চন্দ্রধ্বজের প্রস্থান।

মুকুল। বুঝি রোদনই হৃদয়ের উচ্চ শিক্ষা! প্রেমের সার রোদন—তাই প্রেম পরম বস্তু! সে আমায় ভালবাসে না—এ কথা আমি প্রত্যয় ক'রব না, যোগী ব'ল্লেও প্রত্যয় ক'রব না, স্বয়ং মহাদেব বল্লেও প্রত্যয় ক'রব না! সে ভালবাসে—এই বিশ্বাসই আমার জীবন, এই বিশ্বাস আমার আশ্রয়, এই বিশ্বাস আমার পরম গতি! এ বিশ্বাস হারা হ'ব না। বিড়ম্বনা! বিড়ম্বনায় আমার ভয় কি? পদে পদেই তো বিড়ম্বনা,—আজীবন বিড়ম্বনা! তবে বিড়ম্বনায় ভয় কি? আমি কি অঙ্গীকার পালন ক'রতে পারব? জানি না, তার প্রাণ-রক্ষার জন্য স্বীকার পেয়েছি—কতদূর পার্‌ব তা জানি না। সে যখন আমায় ব'লবে—"প্রাণেশ্বর, তুমি আমায় কার করে সমর্পণ ক'রছ! তুমি কি আমায় স্বিচারিণী হ'তে বল?" আমি কি উত্তর ক'রব, আর কিছুই উত্তর নাই, তার গলা ধ'রে ব'ল্‌ব—"এস প্রিয়ে, রাজদণ্ডে উভয়ে প্রাণত্যাগ করি।" ভেবে কি ক'র্‌ব, অকূল সাগর, কত ভাব্‌বো,—ভাবনার শেষ নাই!

তারার প্রবেশ

তারা। তুমি হেথায় কি ক'রছ?

মুকুল। যোগিরাজ আমায় হেথায় থাক্‌তে ব'লেছেন। তুমি এত নির্দ্দয় কেন? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যার তুমি হৃদয়সর্ব্বস্ব, যে তোমার পায় প্রাণ রাখ্‌তে এই দণ্ডে প্রস্তুত, তার প্রতি তুমি এত বিরূপ কেন? তোমার কি এই ভালবাসা? তবে তুমি আমার ভালবাসা বোঝ কি ক'রে? আমি যদি তুমি হ'তেম, তা হ'লে আমি তার গলা জড়িয়ে ব'লতেম, "আমি তোমার—আমি তোমার—জীবন মরণে আমি তোমার।"

তারা। তুমি এত নির্দ্দয় কেন? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যে তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী, তারে তুমি ছেড়ে চ'লে গেলে, তুমি নির্দ্দয় নও?

মুকুল। না—আমি—আমি তারে ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেম—তার কল্যাণের জন্যে, বন-বাসীর সঙ্গে থেকে সে দুঃখ পাবে—তাই চ'লে গিয়েছিলেম। তুমি আমায় নির্দ্দয় ব'ল্‌ছ, আমি হেথায় কেন এসেছি, তাই তোমায় বলি, আমি শুন্‌লেম সে বিপন্ন, রাজরোষে দণ্ড পাবে, আমি তাই এসেছি, আমি তার জন্যে প্রাণ দিতে এসেছিলেম।

তারা। কি সর্ব্বনাশ!

মুকুল। তুমি ভয় পেও না, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছিলেম—রাজদূত আমায় বন্দী ক'রেছিল; সে সময়ে আমার বিনিময়ে কে প্রাণ দিতে চেয়েছিল জান? যারে তুমি ঘৃণা কর,—যারে তুমি পায়ে ঠেল,—যার পানে তুমি ফিরে চাও না,—সেই বাক্‌হীন যুবা আমার বিনিময়ে প্রাণ দিতে এসেছিল! কেন জান?—সে প্রেমের চক্ষে দেখেছে—তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর, তোমার জন্য আমায় রক্ষা ক'র্‌তে এসে-ছিল,—তোমার জন্য সামান্য বনবাসীর সহায় হ'য়েছিল, তোমার জন্য সে জগৎ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। সে তোমায় ভালবাসে; যদি তোমার মনে সত্য ভালবাসা থাকে—তুমি তারে দাও; সে যথার্থ ভালবাসার যোগ্য, আর তুমি নির্দ্দয় হ'ও না!

তারা। যে আমায় ভালবাসে, তারে ভালবাসা দেব,—এ হ'তে আর স্বর্গে অধিক সুখ কি আছে? কিন্তু সে সুখের আমি প্রার্থী নই! আমি কোন সুখের প্রার্থী নই। আমি তোমার জন্য জননীকে মলিন দেখেছি, তোমার জন্য মা আমার বনবাসিনী—রাজরাণী ভিখারিণী; সে সকল কথা আমার অঙ্গে স্তরে স্তরে অঙ্কিত আছে। তুমি কে- তুমি জান কি?

মুকুল। তুমি কি, আমি কি ছিলেম, তাই জিজ্ঞাসা ক'রছ? সে কথার সূচনা অনুশোচনা মাত্র, পূর্ব্বকথা সকলই আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান-তিমিরে ঢাকা ছিল, সে তমো নাশ হ'য়েছে, এখন আমি সকল জেনেছি, সকল বুঝেছি, কিন্তু জেনে আর উপায় নাই, জেনে আর সেদিন ফির্‌বে না, যা হ'বার নয়—যা হবে না—আর তার বৃথা আন্দোলন কেন? আমি যোগিরাজের নিকট শুনেছি, মা আমার সুখে আছেন, সেই ভালই —ভাল, কিন্তু আমার তাঁরে দেখ্‌তেও সাধ নাই, আমার দুঃখের জীবন—দুঃখের কাজে জীবন কাটাব, সেই জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি। এক চিন্তা তুমি, তুমি যদি না নির্দ্দয় হ'তে, তুমি যদি তারে ভালবা'স্‌তে, আমার সে চিন্তা দূর হত; আমার জন্য তুমি অসুখী, কিন্তু তারে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পার্‌তে।

তারা। মুকুল, তুমি রাজকুমার।

মুকুল। আবার কেন, আবার সে কথার উল্লেখ কেন? এখন আমি আশ্রয়হীন বন-বাসী, বন আমার রাজ্য—আকাশ আমার চন্দ্রাতপ—তরুলতা আমার প্রজা—পাখী আমার বৈতালিক; ভেবেছিলেম হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়াসনে স্থান দিয়ে তাঁর ধ্যানে থাক্‌ব, কিন্তু সে সুখেও বিধাতা আমাকে বঞ্চিত ক'রেছেন, আমি দাসত্বপণে বন্ধ হ'য়েছি!

তারা। সে কি?

মুকুল। সে কথা তোমায় ব'লব না, সে কথা ব'ল্‌বার নয়, আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে—তাই হোক্‌, তুমি কেন শুনে যাতনা পাবে!

তারা। কি হ'য়েছে, আমায় বল?

মুকুল। সে কথা ব'ল্‌বার নয়—সে কথা ব'ল্‌ব না! তুমি অনুরোধ ক'র না; যদি অনুরোধ কর, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব না; এই মাত্র জে'ন যে—আমি তারে ভালবেসে অপরাধী হ'য়েছি! এ পাপ সংসারে আমার মত ব্যক্তির ভালবাসার অপেক্ষা অপরাধ নাই, আমি চল্‌লেম,—যোগিরাজের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে হবে। কিন্তু তোমায় আমি মিনতি ক'র্‌ছি, যদি পার, সে তোমায় ভালবাসে, তারে ভালবাসা দিও। আমি তোমার অভিভাবক, আমি তোমায় ব'লছি, সে ভালবাসার যথার্থ পাত্র।

তারা। মুকুল! তুমি মিছা অনুরোধ ক'রছ; যদি সুদিন হয়, তবে ভালবাস্‌ব, যদি তোমায় কখন সিংহাসনে দেখি, যদি চির-দুঃখিনী মার মুখে কখনও হাসি দেখি—তখন ভালবাসার কথা—তখন ভালবাসার প্রসঙ্গ; তা না হ'লে আমিও বনবাসিনী, আমার ভালবাসা কি? তুমি অতি দুঃখী—আমি তোমার দুঃখিনী ভগিনী। আমি তোমার জন্য বাক্য ত্যাগ ক'রেছি, তোমার জন্য সকল ত্যাগ ক'রব। প্রাণের সুসার ভালবাসা ত্যাগ ক'রব। তুমি আমায় কাকে ভালবাস্‌তে ব'ল্‌ছ? আমি যাকে ভালবাসি—সে আমার হবার নয়।

মুকুল। আর যদি তোমার সে হয়?

তারা। হয় হো'ক, আমিও পণে বন্ধ, আমি তো স্বাধীন নই? তোমায় যদি রাজ-সিংহাসনে দেখি, তা'হলেই আমি আবার স্বাধীন!

মুকুল। দুরাশা কেন কর দিদি?

তারা। হোক দুরাশা — তবু আশা— দুরাশাই আমার জীবন, সে আশা আমি কখন' পরিত্যাগ ক'র্‌ব না।

মুকুল। তুমি পাগল।

[মুকুলের প্রস্থান।

ভজনরাম ও বরুণচাঁদের প্রবেশ

ভজন। (জনান্তিকে) সত্যি বরুণ, তুই বোবা ভাল ক'র্‌তে পারিস্‌?

বরুণ। আমি কি মিছে কথার মানুষ মণি, এক তুড়িতে আঁ ক'র্‌বে—দু'তুড়িতে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে—তিন তুড়িতে সাফ্‌!

ভজন। দেখ্‌ তুই যদি ভাল ক'র্‌তে পারিস্‌, যুবরাজ তোরে যা বল্‌বি—তাই দেয়।

বরুণ। তুমি মণি চেঁচামেচি ক'র্‌লে মন্তর খুল্‌বে না; আমি যেমন যেমন বলি— তুমি সায় দিয়ে যাও, দেখ মন্তরের গুণ আছে কিনা।

ভজন। সায় দেব কি রে?

বরুণ। সাপের রোজা যখন বিষ ঝাড়ে, তখন রুগীকে 'নাই নাই' ক'র্‌তে হয়, এ বোবা রুগী তো তা পারবে না, তাই তোমায় সে কাজ ক'র্‌তে হবে; তবে মন্তর ঝাড়ি,— দেখ মণি, এক ফুঁয়ে তুলে আনি। (প্রকাশ্যে) ভজনরাম, তোমাদের মহারাজের কি অত্যাচার, উপযুক্ত ব্যাটাকে কাট্‌তে হুকুম দিলে!

ভজন। সে কি রে, কাট্‌তে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। না বাবা, রাজপুরের কথা পাঁচকাণ ক'র্‌ব না, ঐ ছুঁড়িটে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছে!

ভজন। বল্‌—বল্‌,—ও বোবা শুন্‌তে পায় না, যুবরাজকে কাট্‌তে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। (জনান্তিকে) চেপে যাও না! মন্তরের চোট দেখেছ—উঠে দাঁড়িয়েছে। (প্রকাশ্যে) না ভাই, কে কোথায় আনাচে কানাচে শুন্‌বে?

ভজন। কে আছে তা শুন্‌বে, তুই বল! তবে যে শুন্‌লেম—যোগীবরের অনুরোধে মার্জ্জনা ক'রেছেন।

বরুণ। হুঁ, রাজা-রাজড়ার রাগ আর গোখ্‌রো সাপের বিষ ও শীগ্‌গির নামে না। আমি যুবরাজের মুখেই শুন্‌লেম। (জনান্তিকে) দেখ্‌ছ, জীবের আড় ভেঙ্গে আস্‌ছে।

ভজন। সে কি—সে কি?

বরুণ। এতক্ষণ কেটেছে কি রেখেছে। (জনান্তিকে) দেখ মণি, মন্তর হাড়ে হাড়ে সেঁদুচ্ছে।

ভজন। কোন্‌ যুবরাজ?

বরুণ। না ভাই, রাজার বাড়ীর কথা আর আমার বলার দরকার নাই! (জনান্তিকে) কথার আগে খেঁচুনী ধ'রেছে, বুলি ফুট্‌লো ব'লে, আমার তেমন মন্তর নয়!

তারা। (ইঙ্গিত করিয়া মিনতি করণ)

ভজন। সত্যি তোকে যুবরাজ ব'লেছে?

বরুণ। না ভাই, আর আমার সে কথায় কাজ নাই। (জনান্তিকে) এই দেখ্‌ছ মণি! কাণ ফুটেছে, আর একটুতেই বোল ফুট্‌বে!

ভজন। হাঁ রে সত্যি?

বরুণ। সত্যি না তো মিছে?

ভজন। যুবরাজ তোরে ব'লেছে? তোর মিছে কথা।

বরুণ। যুবরাজ আমায় বলেন নি, একটা বোবা ছোঁড়াকে ব'লেছেন, তার ঠেঁয়েই আমি খবর পেলেম। (জনান্তিকে) নজ্‌রা দিও— নজ্‌রা দিও! মন্তরের কদর বোঝো—গাঁটে গাঁটে মন্তর ধ'রেছে!

ভজন। সে কি রে, বোবার ঠেঁয়ে খবর পেলি কি?

বরুণ। খবরের অর্থ আছে; কি জান?— যুবরাজ কোন এক ছুঁড়ীকে ভালবাসেন, সে বোবা ছোঁড়া ছুঁড়ীকে চেনে, সে বোবা ছোঁড়াকে ব'লে দিয়েছেন যে, সে যদি সে ছুঁড়ীর দেখা পায়, তাকে যেন বলে—একবার যুবরাজের সঙ্গে দেখা করে, শেষ দেখা একবার দেখে যায়। (জনান্তিকে) এই দেখ মণি। মন্তর বুক্‌ দে ঠেলে মুখে উঠ্‌ছে!

ভজন। বোবাকে কি ক'রে ব'ল্‌লে?

বরুণ। আরে এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না,— চিঠি লিখে দিয়েছে। (জনান্তিকে) লাগ্‌ ভেল্‌কি লাগ্‌—মদন রাজার মামীর দিব্বি লাগ্‌।

ভজন। যুবরাজ এখন কোথায়?

বরুণ। সে কথাটি ভাই, আমি গলা কেটে ফেল্‌লেও ব'ল্‌ব না। (জনান্তিকে) দেখ্‌ছ রগড়—বোল ফোটে ফোটে হ'য়েছে! (প্রকাশ্যে) চল ভাই, যাই।

তারা। বল—বল—যুবরাজ কোথায়?

বরুণ। থুড়ি থাক,—মদন রাজার পাঁচ-শরকে!

চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ

এই শোন ঠাক্‌রুণ! রুগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হোক! আসল থাক্‌তে নকল কেন?

তারা। কই, কই—যুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন দাও!

চন্দ্র। অ্যাঁ, তুমি বোবা নও?

তারা। না, যুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন দাও!

চন্দ্র। তিনি পত্র দেন নাই, মুখে ব'লে দিয়েছেন!

তারা। কি ব'লেছেন বল! যুবরাজ কোথায় বল—শীঘ্র বল!

চন্দ্র। প্রাণেশ্বরি, যুবরাজ তোমার পদ-তলে!

তারা। ছিঃ ছিঃ—কি ক'র্‌লেম!

তারার প্রস্থান উদ্যোগ

চন্দ্র। কোথায় যাও—কোথায় যাও—একটি কথা কও! বল—আমার কোথায় স্থান—স্বর্গে না নরকে? আমায় কি পায়ে রাখ্‌বে না?

তারা। যুবরাজ, আমায় ভুলে যান, আমি পণে বদ্ধ, আমি নিরুপায়!

চন্দ্র। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

তারা। না।

চন্দ্র। তোমার কথা আমি শুন্‌ব না,—তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'রব না; চল, তুমি কোথায় যাবে। আমার প্রাণপ্রিয়াকে ছেড়ে আমি থাক্‌ব না।

[উভয়ের প্রস্থান।

বরুণ। দেখ্‌লে মণি! মন্তরের বহর দেখ্‌লে? দু' দুটো বোবার বোল ফুটে গেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবালয়ের এক অংশ

চন্দ্রধ্বজ ও চামেলী

চন্দ্র। চামেলি, তারা কি আমায় সত্যি ভালবাসে?

চামেলী। না।

চন্দ্র। ভালবাসে না?

চামেলী। এই যে দুশো বার বল্লেম—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালবাসে, তুমি শোন কই?

চন্দ্র। যদি ভালবাসে তো কথা কয় না কেন?

চামেলী। তুমি জান না দাদা, ও বড় শক্ত মেয়ে, তা নইলে কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পারে!—আমি যদি একদণ্ড কথা না কই তো পেট ফে'পে ওঠে, ও যেমন চতুরা, ওকে আজ একটু শেখাব। তুমি এইখানে চুপ ক'রে বস, খবরদার কথা ক'ও না।

চন্দ্র। চুপ ক'রে ব'সব কি রে?

চামেলী। তামাসা দেখ না, তুমি চুপ ক'রে ব'স না। মজা দেখাচ্ছি। (স্বগত) বেশ মজা হবে, সন্ধ্যার সময় দাদাকে চিন্তে পার্‌বে না। (প্রকাশ্যে) দাদা, তুমি চুপ ক'রে ব'স, ঐ আস্‌ছে, কথা ক'ও না।

চন্দ্র। কেন রে?

চামেলী। চুপ কর, চুপ কর—ঐ এলো ব'লে।

চামেলীর লুক্কায়িত হওন

চন্দ্র। (স্বগত) আমায় ভালবাসে, নিশ্চয় ভালবাসে, তা না হ'লে আমার বিপদ শুনে কেন কাতর হবে? অমন নয়নের ভাব কখন' দেখি নাই, অমন মধুর স্বর কখন' শুনি নাই।—

যদি কোন কথা কয় নি বদন,
কত কি ব'লেছে আঁখি,
সে নীরব ভাষে ভাসিয়াছে প্রাণ,
ভুলেছ হৃদয় না'কি!
চোখে চোখে কথা, চোখে চোখে ব্যথা,
কতই ক'য়েছে বালা,
রে পাগল মন, কেন নাহি বুঝ,
কেন রে বাড়াও জ্বালা!
হ'লে চোখে চোখে ফিরাইত আঁখি,
দেখিত সে পুনঃ ফিরে,
নীরবে বসিত, নীরবে ভাষিত,
ভাসিত নয়ন-নীরে!
বিপদে পতিত শুনিয়া কামিনী,
ব্যাকুল হইল যবে,
সাধিলি রে বাদ, হ'ল না কি সাধ—
হৃদয়ে ধরিতে তবে?
বুঝে কি বোঝ না, লাজে করে মানা,
নারী প্রকাশিতে নারে,
আরে রে পাগল, বুঝিবি সকল,
হৃদয়ে ধরিলে তারে!

মুঞ্জরা ও তারার প্রবেশ

মুঞ্জরা। হ্যাঁ লো, আমি কি মিথ্যা ব'ল্‌ছি? চামেলী ব'ল্‌লে, তুমি মান ক'রে

বসে থেক, মুকুল এলে কথা ক'ও না, আমি ব'ল্‌লেম—'তা পারব না', এই রাগ ক'রে ব'সে আছে, এত সাধ্য সাধনা ক'রলেম, কিছুতেই উঠ্‌ল না।

তারা। দাঁড়াও, আমি মান ভাঙছি।

[চন্দ্রধ্বজের নিকট তারার গমন ও মুঞ্জরার প্রস্থান।

গীত

ওলো ও নাগরী, প্রাণে মরি,
চাও না ফিরে কও না কথা,
দেখ না ধীর সমীরে, সোহাগ করে
তরুর সনে নবীন লতা।
ফুলের রেণু গায় মেখে হায়,
সোহাগ করে বনের পাখী,
ফুটেছে ফুলের কলি, তাই তো বলি,
(খোল) ফুলের কলি আঁখি,
মানিনি, মান কিসে তোর,
কেন রাখ বদন ঢেকে?
শুন লো কুহুস্বরে, বারে বারে,
মানা করে কোকিল ডেকে।
সারী শুকে, মুখে মুখে গঞ্জনা দেয়
সোহাগ ক'রে,
হেরি লো মধুর হাসি, হৃদ্‌বিলাসি,
এস ব'স হৃদয় পরে।
দেখ লো দেখ্‌বে বলে, সুখের মিলন,
গগনে ওই ফুটলো তারা,
ওলো তোর মান কি এত সইব কত,
হ'য়ে আছি প্রাণে সারা।
নাগরী সইতে নারি পায়ে ধরি,
কথা না কও চাও না ফিরে,
ছাড় ছল, বদন তোল,
মদন রাজার মাথার কিরে।
চাও চাও ফিরে চাও,
কথা না কও মাথা খাও!

এ কি, যুবরাজ যে!—

চন্দ্র। কি ব'ল্‌ছ বল, নইলে আবার আমি মান ক'রব—কথা না কও, আমায় এই ছড়াটি শিখিয়ে দাও, তুমি মান ক'রে ব'স, আমি বলি —"কথা কইলে না—কথা কইলে না! আচ্ছা, দেখি তোমার কত ছল; তবে আমি আবার বোবা হ'য়ে অ্যাঁ—ওঁ—অ্যাঁ—ওঁ—ক'র্‌বো।"

তারা। মহাদেব, তুমি সাক্ষী, আমি ছল জানিনে! যে ছল ক'রে আমার কাছে বোবা হবে, সে যেন কত কথা কয়, কত কথা কয়। সে যেন না বোবা হ'তে পারে, তার যেন আমার সঙ্গে কথা না ফুরোয়, সে যেন কথা কয়, আর আমি মনের সাধে শুনি।

চন্দ্র। মহাদেব, তুমি সাক্ষী, আমি ছল জানি না, যে আমায় মনে ক'রে ছল ক'রে ব'ল্‌ছে, সে যেন আমার গলায় মালা দেয়।

তারা। আমি কারুকে মনে ক'রে বলি নি; যে আমায় মনে ক'রে ব'ল্‌ছে, সে যেন দিন-রাত্তির চোখে চোখে থাকে।

চন্দ্র। আমি কারুকে মনে ক'রে বলি নি; যে আমায় মনে ক'রে ব'ল্‌ছে, সে যেন আমায় ভালবাসে।

তারা। যে ভালবাসি জেনে মিছে কথা ব'ল্‌ছে, সে যেন আমায় ছেড়ে থাক্‌তে না পারে।

চন্দ্র। যে আমায় মনে ক'রে একশোবার ব'ল্‌ছে, তার গলায় আমি মালা দি। (মাল্য প্রদান)

তারা। আমায় যে সুধু সুধু মালা দিলে, আমি তার গলায় মালা দিই। (মাল্য দান)

চন্দ্র। আমি তবে তার মুখ চুম্বন করি।

তারা। মুঞ্জরা আস্‌ছে!—

মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ

চন্দ্র। আমরা এ দিকে লুকুই এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুঞ্জরা। ও যেমন চতুরা—তেম্‌নি জব্দ হ'য়েছে!

চামেলী। জব্দ হ'য়েছে, হ'য়েছে! এখন তুমি মান ক'র্‌বে কি না বল?

মুঞ্জরা। আমি যে মান জানি নে, তুই শিখিয়ে দে!

চামেলী। অত ঢং করিস্‌ নে লো, অত ঢং সাজে না!—মান কি তা জানে না! মান কি শেখাব লা?—খানিক মুখে কাপড় ঢেকে ব'সে থাক্‌বি—কথা কবি নে, আর কি?

মুঞ্জরা। ভালবেসে সই, জানি প্রাণ দিতে,
শিখিনি কখন' মান;
রবি হেরে খোলে নলিনী বয়ান,
রহে কি গো ম্রিয়মাণ?

মান কি স্বজনি, সাজে তার সনে,
সে বিনা রহিতে নারি,
বল না বল না, কেমনে সই,
ব্যাকুল নয়নে বারি।
আছি তারি ধ্যানে, তারি সনে কথা,
মান ক'রে কিসে রব,
পরিয়াছি ফাঁসী, মন দাসী তার,
পায়ে ঠেলে তবু চাব।
সাজে না সাজে না, সাজে না লো মান,
মান দিছি সই তারে,
প্রাণ তারে চায়, বাঁধা তাঁর পায়,
সাধের বাসনা হারে!
বহিলে পবন, চমকি অমনি,
ভাবি প্রাণধন আসে,
সদা তারি আশ, না মিটে পিয়াস,
মন অভিলাষে ভাসে।
সে কথা কহিবে, রহিব নীরবে,
ঝাঁপিব বদন বাসে,
কে রবে নীরবে, ঝাঁপিবে বদন,
মন রবে তারি পাশে।
সে কাঁদিলে কাঁদি, হাসি সে হাসিলে,
সে আমি নহি ত আমি,
জীবন যৌবন, প্রাণ মন কায়,
সঁপেছি, সে মম স্বামী!

চামেলী। গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

মান কি তোরে শেখাই সাধ ক'রে।
যে নারীর মানের আদর জানে,
প্রাণ দিতে হয় তার করে।
যে জানে না লো মান,
পদে পদে হয় সে অপমান,
অযতনে ভাসে তার বয়ান,—
মান বিনে আর কি দিয়ে বল,
রাখবি বেঁধে নাগরে॥

মুঞ্জরা। চাহি না যতন, সদা চাহে মন,
রাখিতে যতনে তারে,
বিলায়েছি প্রাণ, ভাসাইয়ে মান,
নয়ন-নীরদ-ধারে।
কই কই সই, কই আমি কই,
সে ছাড়া আমি তো নয়,
মান অভিমান, সকলি সমান
অপমানে কিবা ভয়?
হৃদয়ের আলো, তারি ভাল ভাল,
তার আদরে আদরিণী,
সে বিনে কি জানি, তারি মানে মানী,
অভিমানে অভিমানী।

চামেলী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন পিরীত
কেউ করে না—কেউ করে না।
পরে সই প্রাণ বিলা'য়ে, জ্যান্তে মরণ
কেউ মরে না—কেউ মরে না।
এমন ক'রে প্রাণ দিতে তো পরের করে,
মন সরে না—মন সরে না!
ছি ছি ছি বিকিয়ে গিয়ে, হাওয়ায় পীরিত,
কেউ ধরে না—কেউ ধরে না!

মুঞ্জরা। যার প্রেম সাজে সে প্রেম করে সই!
প্রেম জানে না—তারে মানা।
হাওয়ায় হাওয়ায় বাঁধাবাঁধি,
যে জানে না—সে জানে না।
সাধে কেনা সাধের পিরীত,
সাধ বিনে তো সাধ বোঝে না।
মান ক'রে যে মজ্‌তে ডরে,
প্রেমরসে তো সে মজে না।
আদর দিয়ে আদর কেনে,
সে কি সখি আদর জানে?
মানের কিসে গুমর এত,
মানের পণে কে না মানে?
কেনা বেচা ভালবাসা,
শিখিনি সই, শিখ্‌ব না আর,
ভালবেসে হেরে জিনে,
ভালবাসা সাধ থাকে যার।

চামেলী। এত সাধ তো কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দাও কেন?

মুঞ্জরা। যদি কাঁদ্‌তিস্‌ সখি! তা হ'লে কাঁদি কেন—তা জান্‌তিস্‌।

চামেলী। না ভাই, আমি কাঁদতে চাই নে, তোমার হাসিমুখ দেখে হেসে বেড়াই।

মঞ্জুরা। সই, বল্‌ দেখি কার উপর মান ক'রতে বলিস্‌? যার মুখ দেখে মন মানা মানে না,—আপনি পায়ে গড়িয়ে পড়ে, তার উপর কি মান সাজে?

চামেলী। মান যদি না করিস্‌, তবে আমি

মান ক'রে চল্লুম, তোদের কাছে আর থাক্‌ব না।

[চামেলীর প্রস্থান।

মুকুলের প্রবেশ

মুকুল। মুঞ্জরা, মুঞ্জরা! আবার তোমার জন্যে ফুল এনেছি, আবার তোমায় 'ভালবাসি' ব'ল্‌তে এসেছি।

মুঞ্জরা। আর তোমার ঠেঁয়ে ফুল নেব না, আর তোমার কাছে 'ভালবাসি' শুনুব না। আবার তুমি ফুল দিয়ে 'ভালবাসি' ব'লে চ'লে যাবে, তা মনে ক'র না। এবার আমি তোমায় ফুল দেব, আমি তোমায় ভালবাসি ব'ল্‌ব, দেখি তুমি কেমন ক'রে পালাও!

মুকুল। মুঞ্জরা, আর তুমি অভিমান ক'র না।

মুঞ্জরা। তুমি মালা পর। (গলে মাল্য দান)

মুকুল। কই, ভালবাসি ব'ল্‌লে না?

মুঞ্জরা। মনে ক'রেছিলেম ব'লব, কিন্তু আর ব'ল্‌ব না!

মুকুল। কেন?

মুঞ্জরা। আমার যদি বলার ভালবাসা হ'ত, তা হ'লে ব'লতেম্,—ভালবাসি ব'লে যদি পালাতে জান্‌তেম—তা হ'লে ভালবাসি ব'লতেম্।

মুকুল। তোমার আবার অভিমান! তুমি যদি আমার মত পাগল হ'তে, আমার মত বন-বাসী হ'তে, আমার মত রূপ দেখে মোহিত হ'তে, তা হ'লে বুঝতে—আবার কি কুহকে ফিরে এসেছি, তা হ'লে তুমি হাওয়ায় হাওয়ায় ফুল ছড়াতে, আর 'ভালবাসি' ব'লে কেঁদে চ'লে যেতে।

মুঞ্জরা। তুমি যদি আমার মত বনবাসী দেখ্‌তে, আমার মত বাঁধা প'ড়তে, তা হ'লে তুমি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে। আমি অভিমান ক'রে বলি নি, আমার মান অভিমান সকলই তুমি; একবার পেয়ে হারিয়েছিলেম, তাই সদাই হারাই হারাই মনে হয়;—ভয় হয়, পাছে আবার পালাও!

মুকুল। কোথায় পালাব, তোমা বই আমার কে আছে? কার কাছে পালাব? বন-বাসী পাগলকে তোমার মত আর কে আদর ক'রবে?

চামেলীর পুনঃ প্রবেশ

চামেলী। কুমার! আপনি সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে বীরসেনের পুত্রের মিলনে যত্নবান হবেন।

মুকুল। সখি, এই দেখ,—এই মালা দেখ; আমি সে অঙ্গীকার তো রেখেছি।

চামেলী। আর একটি অঙ্গীকার আছে, আমার সখীর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত থাকবেন।

মুকুল। যখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে, তখন তিরস্কার ক'র!

চামেলী। আমি রাজকুমারীর দাসী! জানেন তো, একবার মানা ক'রেছিলেম—ভালবাসতে পাবেন না। আর এখন যদি বলি, আমার মনের মত জিনিষ না পেলে, রাজ-কুমারীর কাছে থাক্‌তে দেব না।

মুকুল। তোমার মনের মত জিনিষ কোথা পাব ভাই? তবে আমার মন বাঁধা রেখে খুসী হও তো পারি।

চামেলী। ও বাঁধা মন বাঁধা রেখে আমি আর কি ক'রব? কুমার, দাসী ব'লে পায়ে রাখবেন কি? হীনা ব'লে মার্জ্জনা ক'রবেন কি? আমি মতিহীনা, পারিজাত কুসুমের কে অধিকারী, আমি কেমন ক'রে জানব? আমি তাই আপনাকে ব'লেছিলেম,—রাজকুমারীকে ভালবাসি ব'ল্‌তে নাই।

মুকুল। সখি, তুমি যদি সখা না বল, তা হ'লে মার্জ্জনা ক'র্‌ব না।

চামেলী। আমি আপনার দাসী।

মুকুল। তুমি আমার সখী।

তারা ও চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ

তারা। কেমন মুকুল, আমার আশা দুরাশা নয় ত?

মুকুল। কেমন, আমি সত্য ব'লেছি কি না বল? সে বোবা যুবা, তোমায় ভালবাসে কি না বল?

চন্দ্র। চুপ্ ক'রে রইলে যে?

তারা। পরের কথা পরই জানে, আমি কেমন ক'রে জান্‌ব, আমি আমার কথা ব'ল্‌তে পারি।

চন্দ্র। তাই বল, তোমার মুখে কথা স'রলে বাঁচি! আমার ভয় হয়, পাছে আবার তুমি বোবা হও।

তারা। বোবা আমি এক্‌লা হই, আর তো কেউ বোবা হ'তে জানে না?

চন্দ্র। তুমি কথাই চাপা দিচ্ছ, মুকুলের কথার উত্তর দিলে না?

তারা। তোমায় ভালবাসি। হ'লো—

চন্দ্র। না, আবার বল, সকলে শুন্‌তে পায় নি।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ বীরসেন অহল্যাদেবীর সহিত দেবমন্দিরে আপনাদের অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

মুকুল। দিদি, কি আনন্দের দিন। আবার পিতা-মাতার চরণ-বন্দনা ক'রব।

তারা। মুকুল, আমার আশা পূর্ণ হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।

বরুণচাঁদের প্রবেশ

বরুণ। বাবা, রাজা-রাজড়ার হিড়িকে প'ড়ে একটু ঝিমুতে পেলেম না!—একি আফিং-খোরের প্রাণে সয়? এই ফুরসুতে যতদূর হয়।

ভজনরামের প্রবেশ

ভজন। ও বরুণ, বরুণ! তুই ঠিক ব'লেছিস!

বরুণ। কেন প্রাণসখি, আর জ্বালাতন কর? আফিংপানে মদনবাণে জর জর হ'য়ে পড়ে আছি।

ভজন। ওরে, সুসেণ শিবগড়েই ছিল, তোর পত্র পেয়ে নেচে উঠলো! বর সেজে এসে প'ড়লো ব'লে!

বরুণ। প্রাণসই, কেন আর আমায় মিছে আশা দাও? আমার প্রাণনাথ কি আস্‌বে?

ভজন। আ মর, প্রাণনাথ কি রে?

বরুণ। মর মর ক'র না সখি!—আমি ষেটের বাছা; অবলা সরলা, বিরহ-জ্বালায় ধুক্‌ ধুক্‌ ক'রছি। আমার প্রাণনাথ না এলে ঝিমুনী যাবে না, তুমি এগিয়ে যাও, আমার প্রাণনাথকে এনে দাও! আমি রাজকুমারী, সুসেণরাজের প্রেমভিখারী, ঘোর বিরহিণী নারী! সখি, তোমার মাথার দিব্বি ভারী, যদি তুমি তারে না এনে এই প্রেমডুরিতে বাঁধ।

ভজন। আ মর, এ দড়িগাছটা নিয়ে এসেছিস্‌ কি ক'র্‌তে?

বরুণ। কি জানি প্রাণসখি, আমার প্রাণনাথ যদি তেউড়ে পালায়?

ভজন। কি মেলা নেশার ঝোঁকে "প্রাণনাথ, প্রাণনাথ" কর'ছিস?

বরুণ। না প্রাণসখি, এ আমার নেশার ঝোঁক না, এ আমার বিরহ।

ভজন। আ মলো, সুসেণ তোর্‌ প্রাণনাথ না কি?

বরুণ। আহা, প্রাণসখী নইলে, আর প্রাণের কথা কে বোঝে।

ভজন। তুই কি নব নাগরী হ'য়েছিস্‌ না কি?

বরুণ। আমি রাজকুমারী, পিরীত ক'রে প্রেম-জ্বরে জ'রে আছি।

ভজন। মহারাজ আস্‌বেন জানিস্‌? তুই একটা বিতিকিচ্ছি ক'রবি নাকি?

বরুণ। কে?—পিতা, তাঁর কাছে আমার প্রেমের কথা তুল না। আমি গোপনে প্রেম ক'রেছি, গোপনে শুয়ে ঝিমোবো আর মাথা চুল্‌কবো। যদি প্রাণপতিকে পাই, প্রেমের কথা ব'লব, আর এই প্রেমডুরিতে বাঁধ্‌ব।

ভজন। আরে কি তুই আবোল তাবোল ব'ক্‌ছিস্‌? সুসেণ এল ব'লে।

বরুণ। আহা! প্রাণসখি! প্রাণনাথের সংবাদ এনে আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার ক'রলে, আমার প্রাণকান্তকে আন, আমি তোমার বুড়ো নাকে নোলক পরিয়ে দেব।

ভজন। ঐ আস্‌চে।

বরুণ। তবে সখি, তুমি আদর ক'রে নাগরকে রাখ, আমি লজ্জাবস্ত্র গায়ে দিই।

সুসেণের প্রবেশ

সুসেণ। কই ভজনরাম!—বরুণ কোথায়?

ভজন। এই যে।

সুসেণ। ও বরুণ, রাজকুমারী কই?

বরুণ। বরমাল্য বাগাচ্ছে।

সুসেণ। হাঁরে, তুই যে লিখেছিস্ রাজকুমারী আমার জন্য মরে! সত্যি?

বরুণ। পোনে মরা!

সুসেণ। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, যদি রাজা এসে পড়ে?

বরুণ। ভয় কি প্রাণনাথ! পীরিতের ডোমচিল হ'য়ে উড়্‌ব!

সুসেণ। সত্যি ভজনরাম! তুমি রাজকুমারীকে রোজ আমার কথা ব'ল্‌তে?

ভজন। তা না হ'লে আর মোহিত হ'য়েছে কিসে?

সুসেণ। দেখ ভজনরাম,—তুমি যা চাও, আমি তাই দেব।

বরুণ। দেখ প্রাণনাথ, আমি প্রাণসখীকে নোলক দেব ব'লেছি, তুমি বাউটি গড়িয়ে দিও।

সুসেণ। সর্ব্বনাশ হ'ল — মহারাজ আস্‌ছেন।

বরুণ। প্রাণনাথ, এই মালা পর! (গলায় রজ্জু দিয়া বন্ধন) প্রাণসখি, ধর, প্রাণনাথ না পালায়।

সুসেণ। ও বরুণ, বরুণ! তুই আমার ধরমবাবা, ছেড়ে দে!

বরুণ। প্রাণনাথ! কিছু ভয় পেও না, আমি তোমার ধরমপিসী!

সুসেণ। তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দে।

বরুণ। প্রাণনাথ! আমি তোমার পায়ের বাঁদী ছুঁচী; পায়ে পায়ে ঠেলে কোথায় যাবে? প্রাণসখি, টেনে ধর, প্রাণনাথ বড় জোর ক'চ্ছে।

জয়ধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

জয়। দেখ দেখি মন্ত্রি—দেখ দেখি! নারীর মনের কথা দেবতারাও বুঝ্‌তে পারেন না। মহারাজ বীরসেনের পুত্রের প্রতি অনুরাগিণী হ'য়েছে, তা আমায় ব'ল্‌বে না। আহা, বাছাকে আমি কত কুবচনই ব'লেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই বাধা।

জয়। এত কি লজ্জা, মন্ত্রি—এত কি লজ্জা, বাপ আর মা! তুই পেটের ছেলে, আমার কাছে লজ্জা কি? গোপনে উভয়ের প্রেম হ'য়েছে, অ্যাঁ! দেখ দেখ এতেই বলে নারীকে বিশ্বাস নেই। মন্ত্রি, কি আমোদের দিন—কি আমোদের দিন! বীরসেনের পুত্রে—পুত্রী অর্পণ ক'র্‌ব, কত বড় গৌরব, কত বড় সম্মান, অ্যাঁ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ কি!

জয়। দেখ মন্ত্রি, তুমি মিছে ক'রে বল গিয়ে—আমি অন্য পাত্রে অর্পণ ক'র্‌ব, আমায় যেমন ভাবিয়েছে, আমি তেম্‌নি একটু ভাবাব। অ্যাঁ, দেখ না দেখ না, কি বলে! জামাতা কি এসেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, দেব-মন্দিরে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হ'য়েছে; তাঁরা ঐ আস্‌ছেন।

মুকুল ও মঞ্জরার প্রবেশ

মঞ্জরা। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

জয়। এস মা, এস! ওরে এ কে? কার গলে বরমাল্য দিলি? কালামুখি, রাজপুত্রকে ছেড়ে বনের বানরটাকে মালা দিলি? কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বরুণ। মহারাজ আমার চাঁদবদন দেখ্‌তে ব্যাকুল হ'য়েছেন; তা কি ক'র্‌ব মণি! আমি এখন রাজকুমারীর নাগর ধ'রে আছি!

বীরসেনের প্রবেশ

জয়। আমি কি কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! কালামুখি! কুলে কলঙ্ক দিলি!

বীর। মহারাজ, আপনার রাজ্যে আজ অতিথি।

জয়। মহারাজ বীরসেন! মহারাজ! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কালামুখী আমার মুখে কালি দিয়েছে, বনের বানরকে বরমাল্য দিয়েছে!

বীর। মহারাজ, আমার পুত্রবধূকে তিরস্কার ক'র্‌বেন না, যদি মা আমার অপরাধী হ'য়ে থাকেন তো আমি আমার কুললক্ষ্মী নিয়ে ঘরে যাই! আপনার জামাতা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুল।

জয়। অ্যাঁ—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র? মন্ত্রি, দেখ দেখ কেমন চন্দ্রবদন দেখ! আহা, কি রূপলাবণ্য দেখ! হবে না হবে না, মহারাজ বীরসেনের পুত্র! আহা, দেখ দেখ—যেন ভূমিতলে চন্দ্র উদয় হ'য়েছে! এ সময়ে মহিষী

কোথায় গেলেন? আমি মানা ক'রেছি ব'লে আস্‌তে নেই? ঐ মহিষীর কেমন গোঁ! আহা, কি রূপ! নয়ন জুড়াল! মন্ত্রি, তুমি মহিষীকে ডাক না? দেখে নয়ন সার্থক করুন।

মন্ত্রী। তিনি রাজরাণী অহল্যাদেবীর নিকট আছেন, তিনি কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন।

জয়। দেখ দেখি—দেখ দেখি! আমার সঙ্গে ছল! দেখ দেখি! আহা, বাছার আমার মুখ-কমল ঘেমেছে,—চামর ব্যজন কর! মহারাজ বীরসেন, কি আনন্দ—কি আনন্দ! আমার পুত্র উজ্জ্বল হ'লো—আমার বংশ-গৌরব উজ্জ্বল হ'লো!

চন্দ্রধ্বজ, তারা, চামেলী ও সখীগণের প্রবেশ

চন্দ্র। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

জয়। ওরে, তুই আবার সুখের দিনে কি বিভ্রাট ক'ল্লি! মাথা খেয়ে বোবা ছুঁড়ীকে বিয়ে ক'রেছিস্ নাকি?

বীর। মহারাজ জয়ধ্বজ, এটি আমার প্রিয়তমা কন্যা তারা, ভ্রাতৃস্নেহে মূকভাব অবলম্বন ক'রেছিল, বস্তুতঃ অমন মধুর-ভাষিণী আর নাই! আমি মহারাজের কন্যার পরিবর্ত্তে কন্যাদান ক'রেছি, আমার দান গ্রহণ করুন; অযত্ন ক'র্‌বেন না।

জয়। অ্যাঁ! আপনার কন্যা? কি আনন্দ, কি আনন্দ! আহা! বাছার কি রূপলাবণ্য! মন্ত্রি, তোমায় ব'লেছিলুম? তোম্‌রাই তো পাঁচ কথা কও! আহা, মরি মরি,—কুললক্ষ্মী মা আমার! মন্ত্রি, মহিষী কোথায় গেল? এ আনন্দের সময় আস্‌তে নাই? আহা! দেখ দেখ, সাক্ষাৎ কমলা—সাক্ষাৎ কমলা!

বরুণ। মহারাজ, এ দিকে আর এক জোড়া প'ড়ে রইল যে, উঠে এসে আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ যা ক'রতে হয় করুন! নাগর আমার যেতে নারাজ! (সুসেণকে রজ্জু ধরিয়া টানিয়া আনয়ন)

জয়। আরে এ আবার কে? এ কি ক্ষিতিধর নাকি?

বরুণ। আজ্ঞে মহারাজ, পূর্ব্বে বীর-সেনের পুত্র ক্ষিতিধর ছিলেম, এক্ষণে মহারাজের রাজকুমারী,—আমার প্রাণনাথকে প্রেম-ডুরিতে বেঁধে টানাটানি ক'র্‌ছি!

জয়। আরে এ কি বলে,—ভাঁড় নাকি?

বরুণ। প্রাণসখি, তুমিই কেন পরিচয় দাও না?—আমার প্রাণনাথ তো পারবেন না,—বর, চোর হ'য়ে আছেন; নাগর গুণমণি! এক-বার চার চক্ষে চেয়ে শুভদৃষ্টিটা কর।

জয়। এ কি! সুসেণ?

বরুণ। আজ্ঞে হাঁ, আর আমি ওর পিরীতের আফিংখোর!

ক্ষিতিধরের প্রবেশ

ক্ষিতি। বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে! যেমন চিঠি লিখে আমাদের এনেছিলি, তেমনি জব্দ! বরুণচাঁদ, খুব ক'রেছিস্। দাদা, ভাগ্‌গিস্ আমি বে' ক'রি নি, তা হ'লে তুমি কাকে বে ক'রতে? দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে! বাবা, তুমি আমার উপর রাগ ক'র না। আমি তোমায় তখন ব'লেছিলেম,—দাদা আমায় কাট্‌তে যায়নি, তা তুমি শুন্‌লে না। এখন দাদাকে রাজসিংহাসন দাও, আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, আমার ঝক্কি সয় না।

জয়। এই কি প্রকৃত ক্ষিতিধর?

বীর। ক্ষিতিধর, তোমার জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এই নিমিত্ত তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌লেম।

ক্ষিতি। দাদা, কিছু ব'ল্‌লে না?

মুকুল। ভাই, তুমি আমার প্রাণের দোসর!

ক্ষিতি। ভাগ্‌গিস বে' করি নি, কেমন বউদিদি, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

জয়। বটে মন্ত্রি, বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা, দুরাত্মা সুসেণ! বামন হ'য়ে তোর চন্দ্রসুধা আকাঙ্ক্ষা? অকৃতজ্ঞ, তোর এই কাজ?

বরুণ। আজ্ঞে, ওর এক্‌লা নয়—সস্ত্রীক্ কাজটা হ'য়েছে। প্রাণনাথ, আমি তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি—ভয় নাই!

অচ্যুতানন্দের প্রবেশ

অচ্যুত। মহারাজ, শুভদিনে এ যোগীকে, এই ব্যক্তির আর ঐ বাতুলের প্রাণভিক্ষা দিন।

জয়। যোগিরাজ, আপনার চরণ-কৃপায়

আমার সকল মঙ্গল হ'য়েছে! আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। ভজনরাম, ছেড়ে দাও।

বরুণ। প্রাণনাথ, প্রাণনাথ, প্রেমের ডুরি কেটে প্রাণ নিয়ে পালালে? প্রাণসখি! আমার কি হলো?

অচ্যুত। মহারাজ বীরসেন, আমি ভণ্ড-যোগী নই, আপনি আমার কথা অবহেলা ক'রে অসময়ে পুত্রের মুখ দেখেছিলেন, তাতেই বিষময় ফল ফ'লেছিল। কিন্তু দেখুন, আমার যত্নের ফল বিফল নয়।

বীর। যোগিরাজ, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন।

বরুণ। মন্ত্রীমশায়! আমার প্রাণবধু তো পালাল, এখন আমার মৌতাতের উপায় কি বলুন?

জয়। তুমি কে?

বরুণ। আজ্ঞে, ছিলেম বরুণচাঁদ,—তারপরে একেবারেই মহারাজ ক্ষিতিধর—তারপরে বনে গমন ও পরীর বাচ্ছা হওন,—পরে বেহ্ম-দত্তি পাওন—এক্ষণে রাজকুমারী হ'য়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি।

জয়। আচ্ছা, তুমি রাজসংসারে প্রতিপালিত হবে। (চামেলীর প্রতি) চামেলি, মা, তোমায় আমি তিরস্কার ক'রেছিলাম, তুমি আপনার পুরস্কার আপনিই নিয়েছ।

চামেলী। মহারাজ, আপনি পিতা।

বরুণ। শুনছ মণি! সখীর মত সখী হ'তে—নোলক গড়িয়ে দিতেম। তুমি আমার জ্যান্ত প্রাণনাথ ছেড়ে দিলে, আমি বড় যত্নে প্রেমডুরিতে বেঁধেছিলেম।

সখীগণের সঙ্গীত

লুম-ঝিল্লা—দাদ্‌রা

তারার মালায় আয় রে শশী, দেখবি যদি আয়।
ধরাতলে চাঁদের মালা, ফুলমালা গলায়॥
দ্যাখ্ রে শশী অধরে হাসি,
হবিনে আর কুমুদিনীর হাসি প্রয়াসী,
মোহনহাসি, মদন-রতি মোহিত হ'য়ে
ফিরে চায়॥
বলিস্ অলি, ফুলের কলি, তোদের বড় ভাব,
ভাব শিখে যা চোখে চোখে
দেখে প্রেমের ভাব,
তোর বুকে ফুল, কত মধু, মধুর লহর
উছ্‌লে যায়॥

যবনিকা পতন

শান্তি

[বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক]

(২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

বৃটিশ রাজমন্ত্রী। লর্ড কিচ্‌নার (বৃটিশ-সেনাপতি)। ডিলেরি (বুয়র-নায়ক)। ডিউয়েট (ঐ)। দূত, বুয়রগণ ও কাফ্রিগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

বুয়র-রাজলক্ষ্মী শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিদেবী। বুয়র-রমণীগণ ও কাফ্রিরমণীগণ।

প্রথম দৃশ্য

আফ্রিকা—প্রান্তর

চিন্তামগ্না বুয়র-রাজলক্ষ্মী আসীনা ও বুয়র-রমণীগণ

বুয়র-রমণীগণ। গীত

মাগো, ঘুমায়ো না আর।
ওই শোন উঠে হাহাকার॥
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্যঘর,
না শোভে প্রান্তরে শস্য-শীর্ষ-হার।
দিক ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ,
বজ্রনাদে ঘোর কামান ঝঙ্কার॥
বিহীন অশন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শবাকার॥
ঘোর রণনাদে মিলে আর্ত্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান অরি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অশ্রুধার॥

বুয়র-রমণী। মাগো, পূর্ব্ব-পুরুষদের আবাসস্থান ত্যাগ ক'রে শ্বাপদসঙ্কুল-বন-প্রদেশে দীনবেশে, স্বামী-পুত্র সঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম। মনে মনে আশা ছিল, হেতায় আর বিবাদ-বিসম্বাদ থাক্‌বে না, মৃগয়ায়, কৃষিকার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ হবে; কিন্তু মা, এখন সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। শোন মা, রাজ্যময় হাহাকার শব্দ শোন, মুহুর্মুহুঃ তোপ-ধ্বনি শোন। আর্ত্তনাদ, রণ-কোলাহল অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, উর্ব্বরা ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত, বনরাজী নগর আক্রমণ কর্‌চে! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, সদাই সশঙ্কিত। কিরাতের মত তোমার আশ্রিত বুয়রেরা দিবানিশি মহা আতঙ্কে ভ্রমণ কর্‌চে। বলবান বিপক্ষ, কখন আক্রমণ করে, কখন আবদ্ধ করে, কখন প্রাণ সংহার করে, সদাই এই চিন্তা! পতি-পুত্রহীনা রমণীর রোদনরোল কাননে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত,—মা রাজলক্ষ্মী, সদয়া হও, ঘোর সংকটে নিষ্কৃতি দাও!

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। বৎসে, আমি কি উপায় কর্ব্বো? এ নিভৃত প্রদেশে সমরানল কে প্রজ্জ্বলিত ক'র্‌লে? দাম্ভিক ক্রুঘার আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টায় বৃটিশ সিংহকে কোপাবিষ্ট ক'রেছে, মন্দমতি বোঝে নাই যে, 'মোজুবার' যুদ্ধে যদিও ইংরাজ পরাজিত হয়েছিল, যদিচ ইংরাজ বদান্যতাবশতঃ সে সময় সন্ধি স্থাপন ক'রেছিল, হীনবুদ্ধি ক্রুঘার বোঝে নাই যে, ইংরাজ দয়াগুণে যা'তে নূতন বুয়র জাতির বাল্যাবস্থায় উচ্ছেদ না হয়, সেই জন্যে যুদ্ধে ক্ষমা দেয়, দুর্ব্বলতা বশতঃ নয়—বীরত্বসূচক ঔদার্য্যগুণে। সেই ক্রুঘারের কথায় ও ইরাজ রাজশ্রী-দ্বেষী অপরজাতীয় হীন ব্যক্তির উত্তেজনায় তোমাদের স্বামীপুত্র উৎসাহিত হ'য়ে, বিপুল এংলো-স্যাক্‌সন জাতিকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছে। এ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভব! এখনও যদি সমূলে

উচ্ছেদ হ'তে না চাও, ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দয়াশীল সপ্তম এডওয়ার্ড অচিরে রাজ্যাভিষিক্ত হবেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কৃপায় দগ্ধ বুয়র-দেশে শান্তি স্থাপিত হবে। এ সুযোগ উপেক্ষা ক'রলে আর উপায় নাই। তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা বীর্য্যবান বটে, কিন্তু কেবল বীর্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। অর্থ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, আহার নাই, প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজের সহিত কিরূপে আর যুদ্ধ কর্ব্বে? যুদ্ধে ক্ষমা দাও, অর্দ্ধ পৃথিবী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত কর্ব্বে,—তোমরাও স্বীকৃত হও, সকলই থাকবে, পুনরায় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হবে, পুনরায় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হবে, পুনরায় নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে, নিজ নিজ আবাসে, ইংরাজের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবে। আর বিলম্ব করো না, কদাচ এ সুযোগ উপেক্ষা করো না।

বুয়র-রমণী। মা, কি উপায় কর্ব্বো?

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট প্রার্থনা কর,—রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। এসো, আমরা সকলে শান্তিদেবীর উপাসনা করি, অবশ্যই তিনি প্রসন্না হবেন।

গীত

করুণানয়না, কর কৃপাদান,
রণ-হুতাশন কর মা নির্ব্বাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ,
উর গো জননি সমাজবর্দ্ধিনী।
বিকাশ মা আসি তব চারু হাসি,
দেখাও মানবে শান্ত-রূপরাশি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি যাক্ ভাসি,
পুনঃ ফলে-ফুলে হাসাও মেদিনী॥
শোকার্ত্ত এ ভূমি কর আমোদিনী,
স্তব্ধ হোক্ রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকাশ্রেণী প'রি রাজধানী,
হোক্ পুনঃ মাগো জনসোহাগিনী॥
অসি রাখি কোষে পানপাত্র ধরি,
ভ্রাতৃভাবে যেন সম্ভাষে মা অরি,
উর শুভঙ্করি, উর ত্বরান্বরি,
সঙ্কটে স্মরি মা সঙ্কটবারিণী॥

(উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) ওই দেখ শান্তিদেবী গগনে আবির্ভূতা, ঐ দেখ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে আশ্বাস প্রদান কচ্চেন! দেখ, দেখ—তিনি উত্তরাভিমুখে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট গমন ক'চ্চেন! ভয় নাই, ভয় নাই! যাও, সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গল গান কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুয়র-শিবির-সম্মুখ

ডিলেরি ও ডিউয়েট

ডিলেরি। বীরবর, কি ভাব্‌চো?

ডিউয়েট। ভাব্‌চি, মাতৃভূমি শত্রু করগত হ'বার পূর্ব্বে কিরূপে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো? পুনঃ পুনঃ দুর্গম রণসন্ধি মধ্যে প্রবেশ ক'রেছি, যথায় তোপের গর্জ্জন, যথায় গুলিবর্ষণ, পরমোৎসাহে সেখানে ধাবিত হয়েছি, কিন্তু হায় চতুর্দ্দিকে মাতৃভূমিবৎসল বীরপুরুষেরা বক্ষের শোণিত প্রদান ক'রচে দেখ্‌চি,—আমার কেশাগ্রও বিপক্ষ-অস্ত্র স্পর্শ করে নাই, যেন কোন কুহকবলে আমার জীবন রক্ষা হয়! হায় হায়—জন্মভূমির এ দুর্দ্দশা কতদিন দেখ্‌বো।

ডিলেরি। ভাই, আমিও ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেম, রাত্রি শেষে কোন অদ্ভুত দর্শন হ'য়েছে। শুনলেম, সহসা নারীকণ্ঠে কে আমায় আহ্বান ক'রলেন, অপূর্ব্বা রমণী,—প্রশান্ত বদনমণ্ডল—স্নেহবাক্যে আমায় সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন,—"বৎস, আর কেন? দিন দিন বীরপুত্রের বিনাশ আমি কত দেখ্‌বো, হাহাকার-ধ্বনি আর কত শুন্‌বো?" আমি করজোড়ে বল্লেম,—"মা, দাস কি উপায় কর্ব্বে?" মধুরভাষিণী উত্তর কর্‌লেন, "বৎসে, উপায় আছে। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছ, অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় জগতে প্রদান করেছ। তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা, ইংরাজ শতমুখে কর্‌চে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যেরূপ শত্রুতা করেছ, সেরূপ দৃঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হও। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদেশ তাদের সহিত একত্রে ভোগ কর,—যেরূপ শত্রু ছিলে, সেইরূপ বন্ধু হও,—নির্ব্বিঘ্নে পুরুষানুক্রমে

মণিপ্রসূতি বিশাল রাজ্যের অধিকারী হও।” আমি করযোড়ে বল্‌লেম, “মা, এ কি সত্য? চিরশত্রু ইংরাজ কি বন্ধু হবে?”

ডিউ। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকেও দেবীমূর্ত্তি ঐরূপ আদেশ করেছেন। আমায় বলেছেন যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাবান; তোমরা তাঁর প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট সন্ধি প্রার্থনা কর, সম্মানের সহিত সন্ধি-স্থাপনা হবে। আমি স্বপ্নজ্ঞানে সে কথা উপেক্ষা ক'রেছি।

ডিলেরি। এস না কেন, আমরা সেই আদেশমত সন্ধির প্রস্তাব করি।

ডিউ। কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন? অধীনতা স্বীকার কর্ব্বো?

ডিলেরি। এরূপ প্রস্তাব করা কি আমা দ্বারা সম্ভব বোধ করেন?

ডিউ। তা তো নয়—তা তো নয়।

ডিলেরি। সন্ধির প্রস্তাব করা যাক, ইংরাজ কি উত্তর দেন তা শোনা যাক। নচেৎ তো জীবন বিসর্জ্জনে আমরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা কৃতসংকল্প।

ডিউ। উত্তম।

ডিলেরি। আসুন, উপযুক্ত পত্র প্রেরণ করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

কাফ্রি নরনারীগণের প্রবেশ

গীত

পুরুষগণ। পিয়ো সুঁপি পিয়ো ভোরপুর।
স্ত্রীগণ। টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ নেশামে হো যাও চুর।
পুরুষগণ। তোড়ো তরম্বুজ তাজা তাজা,
স্ত্রীগণ। আধা মুঝে দি যে, আধা তুনে খা যা,
পুরুষগণ। কোল্‌ড চিকিন,
লেও দাঁতেসে ছিন্,
স্ত্রীগণ। ইট ইউ “হ্যাম”, ‘পসম্’ ইট অ্যাম,
উভয়দল। পিস পিস পিস, ওয়ার
ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্,
হুররা হুররা ফর ব্লাকি মুর॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লন্ডন-মহাসভা

ব্রিটিশ রাজমন্ত্রী আসীন

রাজমন্ত্রী। লোকে কি নিমিত্ত উচ্চপদের প্রার্থনা করে? কি কাজ ক'র্‌লেম? স্বদেশ-বাসীর শোণিতে দূর আফ্রিকা-রাজ্য প্লাবিত, —গৃহে গৃহে শোকোচ্ছ্বাস,—কষ্টার্জ্জিত প্রজার অর্থব্যয়, নরহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ন, স্বধর্ম্মী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুয়র, দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত! এই কি আমার মন্ত্রীত্বের পরিচয়! ইতিহাসের পত্র কি এই বর্ণনায় কলঙ্কিত হবে? ক্রিঘারের দুরাকাঙ্ক্ষাচালিত বুয়র তো সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না, এরূপ বীরজাতিকে উচ্ছন্ন কর্ব্বো—এই কি যুদ্ধের পরিণাম! বীর, বীরের সমাদর করে,—দেখ্‌চি আমার দুর্ভাগ্যে সমস্ত বিপরীত ফল! —মহারাজ অচিরে অভিষিক্ত হবেন; কিন্তু রাজারাণী উভয়ে ম্রিয়মাণ; তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা—সন্ধি, কিরূপে সন্ধি হয়? যদি হীনতা স্বীকার করি, ইংরাজবিদ্বেষী জাতিরা উপহাস কর্ব্বে, কিরূপে সম্মানরক্ষা আর সন্ধি-স্থাপনা হয়?

শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবীর প্রবেশ

গীত

সকলে। তুমি উচ্চমতি, তব উচ্চজাতি,
উচ্চাশ্রয়ে মোরা করি সবে বাস।
এ কি বিড়ম্বনা, বিষম কামনা,
শুনি রণনাদ টুটে মন-আশ॥
বাণিজ্য। করেছ তোমরা বাণিজ্য স্থাপন,
শিল্প। তবাশ্রয়ে সুখে বঞ্চে শিল্পিগণ,
শান্তি। তব রাজ্য যথা শান্তি-নিকেতন,
কৃষি। ধন-ধান্যপূর্ণ মঙ্গল বিকাশ॥
সকলে। অভিমান বৎস, দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাত চিরদিন শান্তির আসন,
তবে কেন আজি কামান-গর্জ্জন,
শুনি মুহুর্মুহুঃ জন-মন-ত্রাস॥

[প্রস্থান।

রাজমন্ত্রী। আমার জাতীয়-উচ্চপ্রকৃতি রূপ ধারণ ক'রে আমায় সঙ্গীত-ছলে উপদেশ

প্রদান কর্‌লেন। এ ভ্রম নয়—সত্য। এংলো স্যাক্‌সন্‌ জাতির উপর পৃথিবীর মহৎ কার্য্যের ভার, পৃথিবীর মঙ্গল সাধন তাদের কর্ত্তব্য। এ উচ্চ ব্রতে অভিমান বিসর্জ্জন প্রয়োজন। শত্রুকে বন্ধু করাই মন্ত্রীর কার্য্য। যদি এ বীর-শত্রু বন্ধু হয়, তা হ'লে আফ্রিকা-শাসন নিতান্ত সহজ হবে। সন্ধিই সংযুক্তি। কেবলমাত্র ইংলন্ডেশ্বরের অধীনত্ব যদি বুয়র স্বীকার করে, তাদের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য তাদের ইচ্ছামত প্রদান কর্ব্বো। এতে অস্বীকার হয়, সমূলে উচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমাদের বদান্যতা জগতে প্রকাশ পাবে। সন্ধি—সন্ধি—আর যুদ্ধ নয়! সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে যেন জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

রাজদূতের প্রবেশ ও পত্রদান

রাজমন্ত্রী। (পত্রপাঠ করিয়া) এই যে বুয়র, সন্ধিতে প্রস্তুত! সপ্তম এডওয়ার্ড, তোমার জয় হোক্‌! শান্তিদেবী তোমার চির-সঙ্গিনী হোক্‌। জয় মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর

বুয়র স্ত্রী-পুরুষ

দ্বৈত গীত

পুরুষ। ঘুমে ঘুমে জান্‌ হায়রান্‌
মেরি জানি।
স্ত্রী। ফিন্‌ কহো কাহে ঘুমনা,
তক্‌লিফ্‌ উঠানা,
কিস্‌ দেও, বুঝ্‌ লেও, পিস্‌কা
কারদানি॥
পুরুষ। দানা ইংরাজ পিস্‌ কিয়া,
স্ত্রী। ঠাণ্ডা হুয়া বহুৎ মেরি হিয়া,
উভয়ে। রহা দুনো বেগানা বেগানী॥
পুরুষ। আবি আও,
স্ত্রী। ফিন্‌ ঘর বানাও,
পুরুষ। পরোয়া কেয়া,
স্ত্রী। দুসমন্‌ দোস্ত হুয়া,
উভয়ে। ইমান্‌সে পিস্‌ হুয়া
নেহি হোগা বেইমানি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আফ্রিকা—ইংরাজ-শিবির

লর্ড কিচ্‌নার, ডিলেরি, ডিউয়েট ইত্যাদি

কিচ্‌নার। এই সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন। এই দেখ, বিবিধ জাতি বহন ক'চ্ছে। এসো ভাই,—এসো বন্ধু, সম্মানের সহিত সিংহাসন-তলে সেলাম প্রদান করি।

ডিলেরি। লর্ড কিচ্‌নার, ইংলন্ডেশ্বরের ক্ষমাগুণে আমরা সকলে বশীভূত। আমি আমার জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার ক'র্‌লেম। আমরা যেরূপ পরস্পর শত্রু ছিলেম, সেইরূপ আজ হ'তে পরস্পরের বন্ধু।

ডিউয়েট। বীরশ্রেষ্ঠ ডিলেরি আমাদের সকলের মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন। যদি ইংলন্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, কায়মনোবাক্যে বুয়র সে কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হবে না।

কিচ্‌। আমার প্রতিও রাজাদেশ এই যে, বুয়র ইংলন্ডের বন্ধু, বুয়রের অহিত-সাধনে অদ্য হ'তে কেহ কখনও সাহসী হবে না। বুয়রের প্রতি রাজার কিরূপ স্নেহ, তা বিপুল রাজ-ব্যয়ে পুনশ্চ বুয়ররাজ্য সুসজ্জিত হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। লর্ড মেথুয়েনের প্রতি তোমাদের যে সদ্ব্যবহার, ইংলন্ড কখনও তাহা বিস্মৃত হবে না। আর আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, আর কখনও বুয়রজাতিকে কোনও কুমন্ত্রী, কুমন্ত্রণায় চালিত ক'রতে পারবে না।

সকলে। জয় রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

সমবেত-সঙ্গীত

দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী।
দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

করুণা-অর্ণব, অরি হয় বান্ধব,
অতুল সৌরভ, অতুল গৌরব,
গণ্য বদান্য, এডওয়ার্ড ধন্য,
করুণা-প্রবাহ জনমঙ্গলবর্দ্ধিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

যবনিকা পতন

পুরুষ।

আয়না

[সামাজিক নক্সা]

(১০ই পৌষ, ১৩০৯ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

গৌরীশঙ্কর মিত্র (ধনাঢ্য পেন্‌সনপ্রাপ্ত সাবজজ)। ব্রজেন্দ্র (সাবজজের পৌত্র) সদাশিব গুঁই (কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ ব্যক্তি)। আনন্দরাম (সদাশিবের প্রতিবাসী)। সৃষ্টিধর (সদাশিবের প্রতিবাসী)। মিঃ রামসহায় দে (সভ্যযুবা—ড্রামাটিক ক্লাবের নেতা)। চিনিবাস (গৌরীশঙ্করের ভৃত্য)। ম'ট্‌কো (মিঃ রামসহায় দে-র থিয়েটারের সুদক্ষ ছাত্র)। কিনু স্যাকরা, নিরু উকীল, গৌরীশঙ্করের দেওয়ান, চা-ওয়ালা, ভুলো পোদ্দার, দরোয়ান, পাহারাওয়ালা, জমাদার, ঘটকগণ, উকীলগণ, বরযাত্রিগণ, ষ্টেশনস্থ লোকগণ, সং-বেশী ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রামেশ্বরী (সদাশিব গুঁইয়ের স্ত্রী)। কিশোরী (সদাশিবের কন্যা)। তড়িৎসুন্দরী (মিঃ রামসহায় দে-র ভগ্নী, ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির নেত্রী)। বামা (ঘট্‌কী)। চা-ওয়ালী, ঘট্‌কীগণ, তড়িৎসুন্দরীর থিয়েটারের ছাত্রীগণ, পুতুল-হস্তে নারীগণ, নবীন-সাহিত্য-জীবী-পত্নীগণ, দাসীগণ, সং-বেশিনী দাসীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

গীত

সখের এ আয়নাখানি,
মুখ দেখে যাও রিফরমার!
ঘরে ঘরে থুব্‌ড়ো ক'নে,
বে' দিতে চাও বিধবার?
ব্যাটার বাপ—হিন্দুর দলপতি,
খুব দরে বিকুবে ছেলে,
ফুলিয়ে চলো ছাতি,
যুবতী বউ আন্‌বে ঘরে
জ্বলবে কুলে বাতি;
সভা ক'রে পৈতে প'রে
হবে সমাজ-সংস্কার।
বড় ছেলে এন্‌ট্রেন্‌সে ফেল,
তোমার জোর কপাল,
দুপুর রোদে বিল সেধে আর
কেন হও নাকাল,
সাম্‌নে আছে লগ্ন বিয়ের
ফিরিয়ে ফেল চাল,—
বাড়ী বাঁধা উৎরে নেবে,
থাক্‌বে না আর মুদীর ধার।
ও মেয়ের বাপ! দেখ্‌তে তো পাই,
ঘট্‌কীর আনাগোনা,
এই বেলা ছাই, বাড়ী বাঁধার
দালাল ডাক না,
খতিয়ে দেখ গিন্নীর গায়
কি আছে দু'খানা,—
নাইকো দেরী, দেখ্‌তে পাবে
শ্রীঘরের খোলা দোয়ার।
শোনো কেন টিকিনাড়া হিন্দুয়ানী কান,
বড় বেটার বে' দিয়ে মোড়ল
কিন্‌তে চান বাগান,
মানা করো, গিন্নী—
মেয়ে না দেন আর যোগান,
মেয়ে হ'লে আঁতুড়েতে
নুন টিপে দে ক'র পার।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সদাশিবের বাটী

সদাশিব ও রামেশ্বরী

রামে। বলি ভুড়্ ভুড় ক'রে তো কেবল তামাক টান্‌ছো, পেটে ভাত দিচ্চ কেমন ক'রে? মেয়ে যে চোদ্দয় পা দিলে, শেষে জাত-জন্ম কি ভাসিয়ে দেবে?

সদা। আমি কি নিশ্চিন্দি আছি?

রামে। আজ তো ঘটক এসেছিল শুনলুম, তা কি ব'ল্লে?

সদা। ব'লে আমার গুষ্টির মাথা! হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি ঘড়ির চেন, দান সামগ্রী আর প'চাত্তর ভরি সোণা।

রামে। ওমা, এমন অনাসৃষ্টি কথাও তো কখনো শুনিনি! ও ঘটক মুখপোড়ার কর্ম্ম নয়। আমি বামী ঘট্‌কীকে ডাক্‌ছি।

সদা। বামীর বরের আরও খাঁই।

রামে। কিন্তু সে বর বই কি আর বর নাই। তার হাতে আরও কত বর আছে। আমরা গেরস্ত মানুষ, আমাদের অত বাড়া-বাড়িতে কাজ কি? একটু মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা থাকে, ছেলেটী কাণাখোঁড়া না হয়, আন্‌তে নিতে পারে, তা হ'লেই হলো। আমরা যেমন মানুষ, তেমনি ঘরে দেব।

সদা। সেই সেই—অম্‌নি ঘরেরই ঐ দর। যে বরের কথা বল্‌চি, দেড় কাঠা জমির উপর বাইরে একখানি একতালা কোঠা আছে, বাড়ীর ভিতর সাম্‌নে পাঁচীল উঁচু করা—ভিতরে খোলার ঘর। পাঁচটী ছেলে, বাপের শ্যাম-বাজারে তোলাসাধা চাক্‌রী। যার সম্বন্ধ হ'চ্চে, তার এণ্ট্রেন্স দিতে এখনো তিন বছর দেরী। বোধ হয়—বে' দেবার জন্য স্কুল ছাড়ায় নি। বে' হয়ে গেলে যদি ভাল থাকে, তা হলে চীনেবাজারের দোকানদারের খদ্দের ডাক্‌বে—তামাক সাজ্‌বে, আর নয় তো থিয়েটারের 'অ্যামেচার এ্যাক্‌টার' হবে।

বামা ঘট্‌কীর প্রবেশ

বামা। গিন্নী, এর চেয়ে তো কমজমে হয় না। ষোল বছরের ছেলে, একটু রং কালো, তা কথায় বলে—কালোয় আলো! পড়াশুনো ক'র্‌তো, তা আর বছর দস্যিরোগ হওয়াতে স্কুল ছাড়িয়ে এখন আ॰॰সে বার ক'চ্চে,—কাগজের দোকানে যাচ্চে আস্‌ছে।

সদা। চীনেবাজারে॰ কাগজের দোকান?

বামা। খুব ভাল বাজারের।

সদা। তা বুঝেছি, তামাক টামাক সাজে!

বামা। আজ এক বছর পেরোয় নি, এরি মধ্যে জল পানি হ'য়েছে। এত সস্তায় আর ও রকম ছেলে পাবে না।

রামে। কি ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়েছে?

বামা। ওলাউঠো, আর কি মা!

সদা। বেঁচে গেছে—আমার মেয়ের বরাতে।

রামে। বাড়ী ঘরদোর আছে?

বামা। দেশে চক্‌মিলোন বাড়ী।

সদা। এখানে খানদুই খোলার ঘর ভাড়া ক'রে আছে, কেমন বামা?

বামা। তা দেখ কর্ত্তা বাবু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মোটে তিন হাজার টাকা খরচ ক'র্‌তে চাচ্চ'।

সদা। ঐ শোন গিন্নী, পাঁচশো টাকার জন্য বাড়ী বাঁধা দিতে হবে, বামা সুন্দরীর তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ। মতি ঘটকের বরের তবু তো একতালা বাড়ী আছে, বাপ তবু তোলা সাধে। বামা, বরের বাপ কি করে?

বামা। বরের বাপ এই ছ'মাস মারা গেছে।

সদা। আহা, বরটীর ভালমন্দ হয় নাই, তাই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ।

বামা। তা হ্যাঁ গা, বরের বাজার কেমন? তা তিন হাজার টাকা বল্লুম ব'লেই কি আর তিন হাজার টাকা প'ড়্‌বে? ভাল ক'রে ঘট্‌কী বিদায় ক'রো, আমি আড়াই হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

সদা। আহা বামা, তুমি যদি আমাদের মুখ না চাইবে, তা' হলে চাবে কে বল? দেড় কাঠা জমীর উপর একতালা ঘর ক'রে আছি, পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পাই। আড়াই হাজার টাকা খরচ ক'রে মেয়েটীর হাত ধ'রে গাছ-তলায় বসিয়ে, ঘট্‌কী বিদায় দিয়ে ব্যস্‌—পগার পারে চ'লে যাই!

বামা। দেখ কিশোরীর মা, অত টাঁক্‌-টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! মেয়েতো থুব্‌ড়ো ক'রেছ। এ বাপ-মার শ্রাদ্ধ নয় যে তিল কাঞ্চনে সার্‌বে। কেন, দেড় কাঠা জমীর উপর ঘর, পঞ্চাশ টাকা মাইনে—মেয়ে বিয়োতে পেরেছিলে? অত টাঁক্‌টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! দু' হাজারের ভেতরও সার্‌তে পার, যদি তেমন ভারি ক'রে কেউ বিদেয় দেয়। মেয়ের বাপ ঘর খুঁজ্‌চেন, বর খুঁজ্‌চেন, বাড়ী খুঁজচেন, বিষয় খুঁজচেন, এই ছ'মাস

আনাগোনা ক'চ্চি, ছেলে আর পছন্দ হয় না। ওমা! তোর মেয়ে বে' ক'র্‌তে, চার বিদ্যেয় কারকুণ জমীদারের ছেলে আস্‌বে নাকি? চল্লুম বাছা চল্লুম,—মোতের কর্ম্ম নয়, এই বামী ঘট্‌কীকেই ডাক্‌তে হবে। তবে কি না সেধে বাড়ীতে এসেছি, তাইতে গুমর বাড়্‌ছে। মেয়ের জন্ম দিয়েছিস্‌, বাড়ী বেচে দে। (প্রস্থানোদ্যতা)

রামে। বামা—বামা—রাগ ক'রো না, আমার ঘরে এসো।

বামা। দেখ দেখি গা কথার ছিরি, তোমার জন্যেই এ বাড়ীতে আসি, নইলে ছাঁচ্‌তলা মাড়াতেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দ। কি দাদা, গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চো কি?

সদা। আর ভাই, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, কি ক'রে মেয়ে পার ক'র্‌বো, তা বুঝ্‌তে পারিনে। কি হে, তুমি যে খুব ভোল ফিরিয়েচ দেখ্‌ছি? দিব্যি জুতো, দিব্যি জামা, দিব্যি কাপড়চোপড়,—কার মাথায় হাত বুলুলে?

আনন্দ। দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে আর আমি ভিক্ষা করিনে, আমার একটু সুখ হ'য়েছে।

সদা। ভায়া, শুনে বড় খুসী হলেম, একটু চাক্‌রী-বাক্‌রী হয়েছে নাকি?

আনন্দ। না ভাই, চাক্‌রী-বাক্‌রী আর কি ক'র্‌তে পারি! একবার যখন হাত পেতে দোরে দোরে ঘুরেচি, তখন কি আর চাক্‌রী-বাক্‌রী ভাল লাগে? এই যে তোমরা কত ব'লেছ, চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রে দিতে চেয়েছিলে,—তা কি পার্‌লুম? একবার হাত পাত্‌লে আর চাক্‌রী করা যায় না।

সদা। তবে তোমাব চল্‌চে কিসে?

আনন্দ। তা একরকম দিব্যি চল্‌চে, জামাইটী মারা গেছে। মেয়েটীর ছেলেপুলে হয় নাই। মেয়েটীকে এনে বাড়ীতে রেখেছি, আর আমার কষ্ট নাই। দিব্যি সুখ-স্বচ্ছন্দে দু'বেলা আঁচিয়ে কারো কাছে হাত না পেতে চ'ল্‌চে।

সদা। বটে—বটে!

আনন্দ। তাই ব'ল্‌ছিলেম দাদা, এক সঙ্গে স্কুলে প'ড়্‌তেম, তোমার মা অনেক খাইয়েছেন দাইয়েছেন, তুমিও ভালবাসো। যদি বেজার না হও, একটা কথা বলি।

সদা। বল না বল না--কি ব'ল্‌বে?

আনন্দ। দেখ দাদা, আমার মেয়েটিকে এক বুড়ো জমীদারকে তেজপক্ষে দিয়েছিলেম। বুড়ো প্রজা ঠেঙ্গিয়ে কিছু ক'রেও ছিল। বে'র বছর খানেক পরেই বুড়ো তো সরুক, এই যে লম্বা কোঁচা দেখ্‌চো, এ বুড়োর প্রজা ঠেঙ্গানো টাকায়।

সদা। তা তো বুঝলেম, এখন কি বল্‌ছো?

আনন্দ। দেখ, ও সব ঘর-বর সম্বন্ধ ছেড়ে দাও। আমার হাতে একটী বর আছে, তুমিও জানো, ঐ গৌরীশঙ্কর মিত্তির। বুড়ো সাবজজী ক'রে, এদিক্‌ ওদিক্‌ ক'রে, টাকা সুদে খাটিয়ে, লোকের গলায় ছুরী দিয়ে, বিস্তব বিষয় ক'রেছে, এখন পেন্‌সেন নিয়ে ব'সে আছে কাল শুনেছি, তার তেজপক্ষের মাগ ম'রেছে।

সদা। হাঁ হাঁ, যা বল্‌চো, সেই রকম কালই প'ড়েছে ভায়া!

আনন্দ। তুমি আমার কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখো। বুড়োর দু'পক্ষেরই উপযুক্ত ছেলে মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা তেজপক্ষের বিয়েতে বাধ্যুত্তি হ'য়েছিল ব'লে, কারো মুখ দেখে না। তবে ব্রজেন্দ্র ব'লে বড় বেটার মেজো ছেলেটাকে তেজপক্ষের স্ত্রী মানুষ ক'রেছিল, তাই তাকেই কাছে আস্‌তে দেয়। তোমার মেয়েকে বোধ হয় দেখেছে, বুড়োর নাকি খুব পছন্দ, বলে—"দশ হাজার টাকা নগদ আর একখানা বাড়ী তোমার মেয়ের নামে লিখে দেবে।" এর উপর বেশী কামড় করো, তাতেও বুড়ো নারাজ হবে না। বুড়ো চক্ষু বুজ্‌লে তোমার মেয়ে বিষয়ের এক হিস্যে বার ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

সদা। গৌরীশঙ্করের বয়স যে প্রায় আশি বছর হে!

আনন্দ। তাইত বল্‌চি, ক'দিনই বা টিক্‌বে! বুড়োর নানান্‌ রোগ ধ'রেছে। বাত, কাসি, বৈকালে একটু পৈত্তিকের জ্বরও হয়। তোমায় চাক্‌রী-বাক্‌রীর পিত্তেশ রাখ্‌তে হবে না। বছর পাঁচ ছয় বুড়োর বিষয়-আসয় দেখ্‌লেই কিছু সংস্থান ক'রে নিতে পার্‌বে। বল তো আমি চুপি চুপি সম্বন্ধ করি।

সদা। ব'ল্‌লে না, কাল তার মাগ ম'রেছে, এরি মধ্যে বে' ক'র্‌বে কেমন ক'রে জান্‌লে?

আনন্দ। যে দিন ডাক্তার-বদ্দিতে জবাব দেয়, সেই দিনই আমি তার বাড়ীর দোরগোড়া দিয়ে যাচ্চি, আমায় ডেকে তার মনের কথা ভাঙ্গ্‌লে। ব'ল্লে,—"আনন্দরাম, এ পরিবারও টেঁক্‌লো না। ঐ সদাশিবের মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক'র্‌তে পার? চুপি চুপি, কাকেও ব'লো না।" তাইতে তার আঁতের কথা পেলেম।

সদা। আনন্দরাম, যে দিনকাল প'ড়েছে, তাতে তুমি যা ব'ল্‌চো, তা নিতান্ত অসঙ্গত কথা নয়। তবে কি জান ভাই, মেয়েটী আমার সোণার চাঁপা, বাপ হ'য়ে হাত-পা বেঁধে কি জলে ফেলে দেব?

আনন্দ। তা গৌরীশঙ্করকে পছন্দ না হয়, এই লম্বা ছুটীতে অনেক বুড়ো হাব্‌ড়া বড় চাক্‌রে, সাবজজ, বুড়ো জমীদার কোল্‌কাতায় আসবে, তাদের ভেতর দোজ পক্ষের হোক্‌, তেজ পক্ষের হোক্‌, একটা শাঁসেজলে দেখে দিও। ছেলেপিলে থাকে, তাতেও ভেবো না; তোমার মেয়ে শুনেছি—ডাগর, তাতে লেখাপড়া জানে,—দু'দিনে বুড়োকে বাগিয়ে নিয়ে ছেলেদের পর ক'রে দেবে।

সদা। ভায়া, যা ব'ল্‌ছো ঠিক, কিন্তু গিন্নীর কি তা মত হবে!

আনন্দ। বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করো। অমন সোণার চাঁদ মেয়ে, ক্ষীরছানা দিয়ে মানুষ ক'রেছ। ঘর থেকে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ ক'র্‌তে হবে। কোন্‌ হাড় হাবাতের ঘরে দেবে, বে'র একমাসও পের'বে না, হয় তো তোমারই মেয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে দেনা শুধ্‌বে। আধপেটা খেতে দেবে, দাসী ছাড়াবে, রাঁধুনী ছাড়াবে, ঐ দুধের মেয়ে দিয়ে হাঁড়ী ঠেলাবে, বাসন মাজাবে!—তার চেয়ে মেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, বরাতে থাকে ছেলে-পিলেও হ'তে পারে—কেন বুড়োরও তো ছেলেপিলে হয়—বরাতে থাকে, বুড়োকে নিয়ে এখন দশ পনর বছর ঘর কন্নাও হ'তে পারে।

সদা। ভায়া, ন্যায্য কথাই ব'ল্‌চো।

আনন্দ। দেখো, এখনও আর একটী মেয়ে আছে। ঈশ্বর করেন, এখনও আর দুটী একটী গুঁড়োগাড়া হ'তে পারে। তোমার এই চাক্‌রী তাল পাতার ছাউনি, তোমার ঘাড়েই সমস্ত, অভিভাবক নাই। সংস্থানের ভেতর এই বাড়ীটুকু ক'রেছো। মনে বুঝে দেখ, ঐ মেয়ে হ'তে আখেরে একজন অভিভাবকের কাজ হবে। তা দেখ, যেমন মত করো। যদি গিন্নী ঠাক্‌রুণের মত হয়, আমাকে খপর দিও। এই দেখ, ভাগ্যিস তেজপক্ষে দিয়েছিলুম, এই মেয়েটী বিধবা হ'য়ে আমার সাত বেটার কাজ ক'রেছে। আর বুড়ো বরে দিলে শ্বশুর বাড়ীর দিকে বড় টান থাকে না, বাপের বাড়ী ষোল-আনা টান থাকে। বুড়ো বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এটা সেটা সংসারের ষোল-আনা সাশ্রয় হবে। আমি এখন আসি।

[আনন্দরামের প্রস্থান।

সদা। আনন্দরাম, যা ব'ল্লে, তা খুব ন্যায্য —খুব ন্যায্য! আনন্দরামেরও সন্তান, আনন্দ-রামেরও মেয়ে;—কিন্তু তার বৈধব্যে ওর আনন্দ হ'য়েছে। আমার মেয়ে, আমার সর্ব্বনাশ বোধ হ'চ্চে! দেড় হাজার টাকার কম তো কিছুতেই মেয়ে পার ক'র্‌তে পারবো না, কিন্তু তাতেও বাড়ী মর্টগেজ্‌ প'ড়্‌বে, গিন্নীর গায়ের গয়না যাবে! সে ঋণ আর ইহজীবনে শোধ যাবে না। পঞ্চাশ টাকায় কোল্‌কাতা সহরে খেতে কুলোয় না। সুদে আসলে তো বাড়ীখানি যাবে; আর একটী মেয়ে পার ক'রতে হবে,—ভরসা চাকরী;—আনন্দরাম ঠিক্‌ ব'লেছে, ঐ বুড়োকে বে' দেওয়াই কর্ত্তব্য; আর আমার উপায় কি! এক মেয়ের জন্য কি সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দেব? কি সর্ব্বনাশ —কি সর্ব্বনাশ—মেয়ে হওয়া কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

ঘটকগণ ও ঘট্‌কীগণের প্রবেশ ও গীত

পু। জানিস্‌ নে কুলকুলুচি, ওলো বুঁচি,
ঘট্‌কীগিরি ক'দিন চলে।
স্ত্রী। ঝাজ্‌রী নিয়ে, ভাজগে লুচি,
কুলুচি দে ভাসিয়ে জলে॥
পু। যা লো যা, দুদের কেঁড়ে,
কাঁকে নে আবার,
স্ত্রী। রুটি বিস্কুট ক'রগে ফিরি,
পুছ্‌বে না কেউ আর;
পু। থাক্‌ থাক্‌ সভা ক'রে,
চল্‌বে হিন্দুয়ানী,
স্ত্রী। জানি জানি, ফট্‌ফটানি,
রেখে দে ভোজ কানি;
সকলে। তোরা দেখ্‌বি, তোরা ঠেক্‌বি,
তখন শিখ্‌বি নাকাল হ'লে॥
পু। কর্ত্তারা সব হিন্দুর চূড়ামণি,
স্ত্রী। জানিস্‌নে তো গিন্নী কেমন ধনী;
পু। তোদের পেলে সাড়া, খাড়া খাড়া,
বাবু দেবে তাড়া,
স্ত্রী। হায়া যদি না থাকে তো,
খাবে রে নং নাড়া;
সকলে। এবার গেলি, তোরা মলি,
কেন ক'র্‌বি ঢলাঢলি,
চড়গে রেলে, তোদের সাফাই দিলুম ব'লে॥

[সকলের প্রস্থান।

বামার প্রবেশ

বামা। টের পাবেন,—টের পাবেন। মোতের জুচ্চুরী শেষে হাড়ে হাড়ে ভুগ্‌বেন। সে সর্ব্বেশ্বর বোস—সে গয়নাগাঁটি শুদ্ধু দেড় হাজার টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে? কোন্‌ অজাতের ছেলে একটা জুটিয়েছে আর কি! এ সম্বন্ধ যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর সদাশিব গুঁয়ের বাড়ীমুখো হবো না।

কিনু স্যাক্‌রার প্রবেশ

কিনু। ঘটক ঠাহরুণ, কনে যাও, দু'টা কথা ক'য়েই যাও।

বামা। কে রে, কিনে মড়া—নয়? তুই জেল থেকে এলি কবে?

কিনু। জ্যাল কি কও, এহন আমি সাহেব হ'বার যাচ্চি।

বামা। তুই মড়া আবার সাহেব হ'বি কি রে?

কিনু। হ, ক্রিশ্চ্যান হ'য়ে সাহেব হইমু।

বামা। আ মর্‌ মড়া!—জাত দিবি?

কিনু। জাত দিমু না, বামুনের উপর হইমু। পলটুন পরণে, টুপি মাথায় দেখ্‌লি কত বামুনে সেলাম দিতি থাক্‌পে। আর বগী চাইপা ম্যামের সাথ্‌ হাওয়া খাইমু। সাহেবলোকের জাতির কাছে, জাত এমন কার আছে বামা ঠাহরুণ? গিল্‌টীর গহনা গোরাছিলাম, তা দেখলাম, সাহেব হওয়ার তে আর মজা নাই। মোর মিতে মোর সাথ্‌ জ্যালে যায়, জ্যাল'তে আইসে তেলোক ক্যাটে বৈরাগী হয়ে ভিক্‌ মাঙছিল, এহন নর্দ্দমা সাফের সাহেব হইছে আর ম্যাম পাইছে। তা তোমারে নি একটি কথা বলি, দুঃখ করি মত্তিছ, এ দুয়ার ও দুয়ার ঘুরতিছ, চলো দু'জনায় গির্জ্জায় গিয়া মাথায় জল দি। তোমারে ম্যাম বানায়ে দিবে, মোরে স্যাব বানাইয়ে দিবে। আর গৌউন পইরে দোতলায় খুরসিতে বইসে পাখার হাওয়া খাতি থাকবো। মুই র‍্যাংরাজী শিখছি, তোমারে নি শিখোবো।

বামা। হ্যাঁ, তুই মড়া আবার ইংরাজী শিখ্‌লি কবে?

কিনু। শিখ্‌ছি না? হুনে লও, যখন কারে দেখ্‌বা, তখন বলবা "গুড়্‌মনি" এর ভাব বোঝাচো,—"তোমার মু দেহে, বলি প্রাতঃকাল হইল।" "হুডাহুডু" অর্থ হইল—কেমন আছ? "থুমুক দিমু"—

বামা। মুখে থুতু দিবি বুঝি?

কিনু। না, তুমি র‍্যাংরাজীর ভাব কি পাবা? "দন্য দন্য" কল্লাম। তারই র‍্যাংরাজী "থুমুক দিমু।" ফের শুনে লও, "মাচি বিলাইচি" ভাব্‌নি শোনো, "বড় বাদিত হলাম।" তার র‍্যাংরাজী কথা—"মাচি বিলাইচি।"

বামা। আরে তুই ইংরাজী শিখেছিস?

কিনু। আরও শুন্‌তি থাক, "ভারি সারি," তুমি শিখ্‌তি চাওতো তোমায় শেখাই,

"বড় দুঃখ পাইচি"—"ভারি সারি"। গিৰ্জ্জায় গিয়া ম্যাম হবার চাও তো দ্যাহ।

বামা। হ্যাঁরে, গিৰ্জ্জেয় গেলে ম্যাম ক'রে দেয়?

কিনু। ফিট্ ম্যাম হবা, এই সৃষ্টিধর বাবুরে পুচ্ করো।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

হ্যাদে সৃষ্টিধর বাবু, গিৰ্জ্জায় গেলেই ম্যাম হবার পায় না?

সৃষ্টি। ম্যাম হবার পায় বই কি? দেখ বামা, তোমার বাসার ওদিক দিয়ে ঘুরে আস্‌ছি। মনে কচ্ছিলেম, যদি তুমি মেম হও, তা হ'লে তোমায় মেম করে দিই। পাদ্‌রী সাহেব আমায় ব'লেছে, যদি তুমি বামী ঘট্‌কীকে মেম ক'রে দিতে পারো, তা হ'লে তোমায় পুলিস-কনেষ্টবল ক'রে দিই।

কিনু। এই হুনে লও। সৃষ্টিধর বাবু, মুই স্যাব হইমু, আর বল্‌ছি বামা ঠাহরুণকে ম্যাম করুমু।

বামা। তুই সাহেব হবি কিসে বল? ব'লতো ছিষ্টিধর বাবু?—ও মড়া আবার সাহেব হবে ব'লে ইংরেজী শিখেছে।

কিনু। হ সৃষ্টিধর বাবু, কিঞ্চিৎ শিখ্‌চি শিখ্‌চি।

সৃষ্টি। আচ্ছা বল্ দেখি,—এক গরম লুচী?

কিনু। হ্যাদে অত কি শিখ্‌ছি, অত কি শিখ্‌ছি।

সৃষ্টি। তবে শিখে নে, "এ গুড্ সু"—এক গরম লুচী।

কিনু। শিখ্‌ছি শিখ্‌ছি, আর দু' একটা কও?

সৃষ্টি। "কিক্ মি"—চুম্বন করো।

কিনু। বামা সুন্দরী, শুন্‌ছো? "কিক্ মি"—চুমা দাও।

সৃষ্টি। পেঁপেকে কি বলে জানিস্?—"ব্যারাক ফ্রুট।" পেয়ারাকে কি বলে জানিস্?—"গুয়োর ব্যাটা।"

কিনু। হ্যাদে সৃষ্টিধর বাবু!—বামারে ঐ শিক্ষাটী দেবেন না।

সৃষ্টি। "গড্ ড্যাম" মানে কি জানিস্?—প্রাণেশ্বর।

কিনু। হ, মুইও যেমন র‍্যাংরাজী শিখ্‌ছি, সৃষ্টিধর বাবুও তেম্‌নি র‍্যাংরাজী জানেন। "ড্যাম্ ড্যাম্" কইয়া গোরাগুলা ঘুঁসা লইয়া তাড়ি আসে।

বামা। হ্যাঁ ছিষ্টিধর বাবু, মেম হ'লে কি ক'র্‌তে হয়?

সৃষ্টি। খালি টানা পাখার হাওয়া খেতে হয়।

বামা। জাত যায়,—কি বল ছিষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। জাত যাবে!—বিলেতী মাগোঁসাই হয়।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

কিনু। ম্যাম হবা কি না কও? নইলি মুই মণি ছুতরনীর সাথ সলা করুমু। একবার সদাশিব বাবুর ওহানে দেহি, যদি দুখান গহনা লন। শুন্‌তেছি, তার মাইয়ার বিয়া।

বামা। ওঃ, মিন্সে জুচ্চুরী ক'র্‌বে! গিলটীর গয়না দিয়ে মেয়ের বে' দেবে!

কিনু। আরে ছাই, তুমি ও ছিরা কথায় থাক্‌তে চাও ক্যান? তোমারে ম্যাম করি দেবার চাই। ও কেলো গয়লার মুখ চাইয়া থাক্‌বার চাও ক্যান্? ক্যাবল ঘর ভাড়াটী দেয়, আর তোমারে গতর খাটাইয়া খাতি হয়। মোর সাথে নি জোট খাও, এই কলাম।

বামা। দূর পোড়ারমুখো, মেম হব কি?

কিনু। হবা হবা, গোউন পর্‌বা, তোমার কপালে মুই গোউন দেখ্‌ছি। এহন গুঁইয়েদের বারি যাচ্চি। ফির্‌তি বেলা তোমার বাসায় যাইয়া সব ভাঙ্গিচুরি বল্‌বো, বড় মজায় থাক্‌বা। আর দ্যাহ, তোমার কাছে এক পোট্‌লা গিল্‌টীর গয়না রাখ্‌বো, তুমি তো পাচ জায়গায় যাতিছ আস্‌তিছ; অন্ত আছে, হার আছে পর্‌বা, আর বাঁদা দিতি পারো, বেচ্‌তি পারো, যা ক'রে হোক, কিছু যদি টাকা বাগাবার পারো তো দ্যাহ। মোর হাতে ইমুন গিল্‌টী না, তিন পোড়নে কোন' স্যাক্‌রার বাবায় ধর্‌তি পার্‌বে না। কিছু

টাকা মাইরে দিয়া দুজনায় গির্জ্জায় যাইয়া স্যাব ম্যাম হইমু।

[কিনু স্যাক্‌রার প্রস্থান।

বামা। মড়া মেম হ'তে কি বলে গো? হিন্দুর মেয়ে মেম হ'তে গেলেম কেন? একবার মনে হয়, কেলোর অহংকারটা ভাঙ্গি। পাঁচ মড়ার জন্যে আর ঘটকালীতে সুখ নাই। মড়া যদি গিল্‌টীর গয়না সত্যি দেয়, দুটো একটা রাঁড়ী-বাল্‌তির কাছে বন্দক রেখে হোক, বিক্রী ক'রে হোক, কিছু টাকা ক'র্‌তে পা'র্‌বো। দশ জায়গায় বেড়াচ্ছি,—শুধু হাতে, শুধু গলায় যাওয়া ভাল দেখায় না। ঐ বিন্দি ঘট্‌কী এক গা গয়না ক'রেছে। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, কিনে মড়ার সঙ্গে জুটি। ওই কেলো মুখপোড়ার গুমোর ভাঙ্গ্‌বোই ভাঙ্গ্‌বো, তবে আমার নাম বামী।

[বামার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সদাশিবের বাটী

রামেশ্বরী ও কিনু

রামে। কিরে কিনু?

কিনু। এজ্ঞে এদিকে আস্‌ছিলাম, ভাবলাম, মা ঠাহরুণের সাথে দেখা ক'রে যাই। শুনচি নাকি, দিদি ঠাহরুণের বিয়া হইবা?

রামে। আর বাছা, কোথায় কি, সম্বন্ধই ঠিক ক'র্‌তে পাচ্ছি নে। তুই এখন কি করিস্‌?

কিনু। আপনার কের্‌পায় এহন গরন ক'র্‌তিছি, এই পিতলের গহনা টইনা গরন করি। তা পাত্তর ঠিক হচ্ছে না ক্যান? যা' হক একটা বর-ঘর দেইখা, কিছু কব্‌লায়ে বিয়া দাও। কিছু কব্‌লালেই কত বরের বাপের লোলা সক্‌ সক্‌ কর্‌তি থাক্‌পে।

রামে। কোথায় পাব বাছা, যে কব্‌লাবো?

কিনু। হ্যাঁগা, যা কব্‌লাবা, তা কি দেবা? সকল কব্‌লে দিলি কি গেরস্ত ঘরে আঁটে? মু তো এই তিন তিনডা বিয়া দেলাম্‌।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টি। কাকীমা, যে ছেলের খপর নিতে ব'লেছিলে, তা আমাদের হীরে—স্কুলে খপর নিয়েছিল, ছেলেটী তো গো বেচারা।

কিনু। আহা, ঐ ছেলেই ছেইলে!

রামে। ছেলেটী শিষ্টু?

সৃষ্টি। গো বেচারা, তার আর শিষ্টু আর দুষ্টু কি?

কিনু। আহা, ঐ ছাওয়ালই ছাওয়াল!

রামে। সে যা হউক, প'ড়্‌ছে তো?

সৃষ্টি। প'ড়্‌চে আর কি করে, হাম্বা হাম্বা ক'চ্চে।

কিনু। ঐ তো জুতসই ছ্যালে!

রামে। নে বাছা তামাসা রাখ। সকলেই কি খুব শিখ্‌তে পারে? দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন?

সৃষ্টি। বর্ণ—পায়ের সঙ্গে জুতো মিশিয়ে আছে; মুখখানি দেখ্‌লেই বোধ হয়, রামছাগল চ'ড়্‌বে।

কিনু। বাঃ বলেন—বলেন!

সৃষ্টি। কি কিনু, পাত্র যে তোমার বড় পছন্দ দেখ্‌ছি।

কিনু। আজ্ঞে, মধ্যবিত্ত ঘরে ঐরূপই তো পাত্তর চাই। ভাল ছাইলে হ'লি, বিবি নইলি পছন্দ হবা না। ভাল দেখ্‌বার হলি—চুল বাগাতি থাক্‌পে, আর এ পারা ও পারা শিস্‌ দিতে দিতে ঘোরবে। বোকা শোকা ছাইলে, দেখ্‌বার শোনবার ভাল না,—একটী মাইয়ে পাইলে বাপের সাথে বর্ত্তি যাবে। মাঠাহরুণ, আপনি ঐহানেই সম্বন্ধ ভর করেন। ইদিক্‌ ওদিক্‌ দু'চার খান বেশী চায়, কব্‌লাইবান্‌। যতদূর জোট্‌ করতি পারবান, করবান; তারপর কিনুকে খপর করবান, সাম্‌লে লব। তা তোমার কের্‌পায় এমন গিল্‌টী কর্‌তিছি যে তিন পোড়নে মালুম কর্‌তি পার্‌বা না।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ, আর কি তবে কাকীমা! (কিনুর প্রতি) এমন মেয়ে কারো পার ক'রে দিয়েছ নাকি কিনু?

কিনু। বাবু, তা না হইলে পেট চালাইচি! (রামেশ্বরীর প্রতি) তবে আসি মা ঠাহরুণ, দরকার হলি খবর করবান। আমি বামী গয়লানীর বাড়ী বাসা লইচি।

[কিনুর প্রস্থান।

সৃষ্টি। কাকীমা, তুমি তো বর খুঁজচো, এদিকে কাকা বাবু মতলব ক'রে বর ঠিক ক'রেছেন।

রামে। কোথায়?

সৃষ্টি। গৌরীশঙ্কর মিত্তির।

রামে। এ্যাঁ, বলিস্ কি, ঘাটের মড়াকে মেয়ে দিতে চায়? জন্মদাতা হ'য়ে এমন কথা মুখে আন্‌লে কি ক'রে?

সৃষ্টি। সে দশ হাজার টাকা আর এক খানা বাড়ী দিয়ে বে' ক'ত্তে চায়।

রামে। আর বাছা তুই জ্বালাস্‌নে, ও টাকার মুখে আগুন আর বাড়ীর মুখে আগুন। ছিঃ ছিঃ, ভাতের সঙ্গে মেয়েটাকে বিষ দেয়নি কেন? আজ বে' দেবে, কাল বিধবা হবে, পরশু বারান্দায় দাঁড়াবে, এই বুঝি তার ইচ্ছে?

সৃষ্টি। কাকীমা, চুপ কর, গোল ক'রো না। তুমি যদি আমার কথা শোন, আমি কিশোরীর ভাল বরের সঙ্গে বে' দিই। ষ্টুডেণ্টসিপ্ পাশ ক'রেছে—সবার উপর পাশ—দশ হাজার টাকা জলপানি পেয়েছে।

রামে। বাবা, আমার ছেলে নাই, তুই আমার ছেলে। তুই পাড়ার সকলের উপকার ক'রে বেড়াস, আমার এই কন্যাদায়টী উদ্ধার ক'রে দে।

সৃষ্টি। কাকীমা, তুমি কাকেও কিছু ভেঙ্গো না। কাকা বাবু যা' বলেন, তুমি অমত ক'রো না। যা যা তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌বেন, আমায় সব ব'লো।

রামে। আচ্ছা বাবা, তুই বরাবর কিশোরীকে মার পেটের বোনের চেয়ে ভাল বাসিস্, দেখিস্ বাছা, যেন হাত পা বেঁধে জলে ফে'লে দেয় না।

সৃষ্টি। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

(নেপথ্যে আনন্দরাম)। দাদা, বাড়ী আছ?

সৃষ্টি। কে ও আ'ন্দ খুড়ো? দাঁড়াও। ঐ আনন্দরাম পরামর্শ দিয়েছে। আমি ওকে ডাকি না, তুমি দোরের আড়াল থেকে শোন না কি বলে? আ'ন্দ খুড়ো, এদিকে এস, কাকীমা কি ব'ল্‌বেন। কাকীমা, ঘরের ভেতর যাও।

[রামেশ্বরীর প্রস্থান।

আনন্দরামের প্রবেশ

আনন্দ। কি বাবাজি! তবে তোমার কাকীমারও মত হ'য়েছে? আমি দাদাকে স্পষ্ট ব'লেছি, গিন্নীঠাক্‌রুণের মত না হ'লে, আমি এ কথায় থাক্‌বো না। ভালোর জন্যে ক'র্‌ব, কেন নিশ্বেসের ভাগী হবো।

সৃষ্টি। আ'ন্দ খুড়ো, তুমি কিশোরীকে দেখেছ? অমন রূপে গুণে সোণার চাঁদ মেয়ে মা হ'য়ে কি হাত-পা বেঁধে চিতেয় ফেলে দিতে পারে?

আনন্দ। তবে আমার ও কথায় কাজ নাই, —তবে আমার ও কথায় কাজ নাই।

সৃষ্টি। না আ'ন্দ খুড়ো, তোমায় এ কথায় থাক্‌তে হবে। আমার একটী উপকার ক'ত্তে হবে।

আনন্দ। বাবাজি, তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি শুন্‌বো। তোমার যাতে উপকার হয়, আমি যেমন ক'রে হয়—ক'র্‌বো। না খেতে পেলে তুমি খেতে দিয়েছ, ব্যামোর সময় তুমি না দেখ্‌লে আনন্দরামকে আর উঠে বেড়াতে হতো না।

সৃষ্টি। সে কথা ছেড়ে দাও খুড়ো—

আনন্দ। বাবাজি, তোমার কাকীমার মত করালে হ'তো, —দশ হাজার টাকা আর এক-খানা বাড়ী!—বোধ হয় করুণাময় বোসের বরাতে আছে। এ খপর পেলে সে তার মেজো মেয়েটাকে গচাবে।

সৃষ্টি। খুড়ো, দশ হাজার টাকাও নিতে হবে, বাড়ীও নিতে হবে, আর বুড়োর মেজো নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে'ও দিতে হবে।

আনন্দ। আরে সে তেমন বুড়ো নয়—তেমন বুড়ো নয়, তার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির। ঐ দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দিতে চাইচে কিসে জান,—ঐ যে ব্রজেন্দ্র, তার সম্বন্ধ রাজবল্লভপুরের জমীদার গুরুগোবিন্দের—কেলেভূতো একটা খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ক'চ্চে। গুরুগোবিন্দ নাকি দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী দিতে রাজী হ'য়েছে। ঐ টাকা আর বাড়ী যা পাবে, তাই সদাশিব দাদাকে দিতে চাচ্চে।

সৃষ্টি। কি—বেজা টাকার লোভে বে'

ক'ত্তে রাজী হ'য়েছে নাকি? তবে সে ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পাশ ক'রেছে না ছাই ক'রেছে!

আনন্দ। আরে সে রাজী হবে কেন? তাইতো নাতি-ঠাকুরদাদায় ঝগড়া বেধেছে। বুড়ো বলে—"গুরুগোবিন্দের মেয়ে বিয়ে ক'র্‌বি ত কর, নইলে আমার বাড়ী থেকে বেরো"। ব্রজেন্দ্র—পালাই পালাই ডাক ছাড়্‌ছে।

সৃষ্টি। ঠিক হ'য়েছে; খুড়ো, তুমি একটু জোগাড় দাও। আমি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে'ও দেওয়াব, দশহাজার টাকা আর বাড়ীও নেওয়াব। চল—আমাদের বাড়ী চলো, এ কাজ ক'র্‌তেই হবে,—একটা পরামর্শ করি। খুড়ো, তুমি লাগো, আমি যেমন যেমন বলি, তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রো।

আনন্দ। তা বাবা, আমি ঠিক ক'র্‌বো। তুমি যদি বুড়োর চোখে ধুলো দিতে পার, তুমি একটা বাহাদুর ছেলে বটে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর প্রবেশ

গীত

পুরুষ।—সাহেবরা দেখ্‌লে ভেবে,
বাংলা বরবাদে যাবে—
গরম গরম চা না খেলে।
স্ত্রী।—জেনেনা চা পায় না খেতে,
মেম কাঁদে তাই দুকুর রেতে,
বলে—"পুয়োর জেনানা বাঁচ্‌বে কিসে
চা না পেলে?"
পু।—আর গাড়োয়ান মজুর মুটে,
স্ত্রী।—কুলো ছেড়ে আয়লো ছুটে,
উভয়ে।—গরম গরম চায়ের মজা নিয়ে যা লুটে,
আয় চলে,—কাজ ফেলে॥
পু।—তিন আনা রোজ তো পেলি,
কি ক'র্‌লি যদি চা না খেলি?
(অরে ও গাড়োয়ান মুটে!)
স্ত্রী।—আজ তো নগদ পয়সা দেছে,
ভাত খেলে কি থাক্‌বি বে'চে,
(ওলো ও ঝাড়ুনী রে!)
উভয়ে।—ডাক্তার সাহেব ঠিক ব'লেছে,
রোগের ঘর ঐ ভাতে ডেলে,
বাবুরা সব চা চিনেছে ময়রা গেছে,
"গো টে হেলে॥"

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তড়িৎসুন্দরীর বাটী

মিঃ রামসহায় দে ও তড়িৎসুন্দরী

রাম। দিদি, তুমি যা মতলব দিয়েছ, তা ঠিক হ'য়েছে, as good as Robinson Crusoe. আজ আমাদের ড্রামাটিক মিটিং-এ প্রথম Resolution হ'য়েছে যে, পাবলিক্‌ থিয়েটার তুল্‌তেই হবে। আমরা তো মাসে দুটো performance দিচ্ছিই। আমরা অঙ্গীকার ক'রেছি অর্থাৎ resolve ক'রেছি, যে লোকের বাড়ীতে বিনাপয়সায় act ক'র্‌বো, আর যেমন মাসে দুটো ক'রে performance হয়, তা হবে;—এই Resolution—Resolution! প্রতিজ্ঞা!—প্রতিজ্ঞা!! আর একটা ফিমেল ড্রামাটিক্‌-সমিতি করা যাবে, মাসে মাসে চারটে ক'রে performance দেওয়া যাবে। ভদ্র মহিলাদের টিকিট distribute করা হবে, সেই সমিতির তুমি President.

তড়িৎ। এই এত দিনে দেশের উন্নতি হবে।

রাম। A nation is known by its theatre. থিয়েটার থেকে জাতি কেমন উন্নত বোঝা যায়, যেমন—যেমন—আমার নোটবুকে লেখা আছে।

তড়িৎ। যেমন গড়ের মাঠে গেলে—গরুও দেখা যায়, ঘোড়াও দেখা যায়।

রাম। দিদি, তোমার কি simile! তুমি Excellent Lady—Capital Lady—Encore Lady!

তড়িৎ। আমার এ propose-এ কেউ আপত্তি ক'রেছেন?

রাম। আপত্তি ক'র্‌বে? কার সাধ্য, তা হ'লে come fight হ'য়ে যেতো, পিস্তল চ'ল্‌তো, De Wet হ'তো। আমি যেই ব'ল্‌লুম্‌ যে আমার cousin sister এই

impose ক'রেছেন, অমনি সকলে unanimously ব'লে উঠলো যে, Three cheers for তড়িৎসুন্দরী! আর তোমায় Vote of thanks দেওয়া হ'য়েছে। এখন তুমি যত শীঘ্র performance খুলতে পারো, চেষ্টা দেখ।

তড়িৎ। আমার সবই ঠিক আছে,—Quick as Maxium Gun. আমি কালই performance দিতে পারি।

রাম। Hurrah—Hurrah!—Three cheers for my পিস্‌তুতো ভগ্নী তড়িৎসুন্দরী! তুমি কালই performance খুল্‌তে পার?

তড়িৎ। পারি নে?—Why then Rebeca died—রেবেকা ম'লো কেন? থিয়েটার খুল্‌তে পারে নি বলে! তবে এতদিন দুপুরে বেলা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে কি ক'রেছি! যত বস্তিতে স্কুলের ফেরৎ ছুঁড়ী আছে, সকলকে রোজ rehearsal দিয়েছি, গান শিখিয়েছি, এখন তারা সকলে এক এক জন Heroine.

রাম। দিদি! তোমার এই মহৎকার্য্যে সকল মেম্বারই deeply obliged. কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত improvement হ'য়েছে, তা কেউ জান্‌তো না।

তড়িৎ। আমি যদি এক বৎসর সময় পেতেম, আর rehearsal বাড়ী পেতেম, তা হ'লে কাল থেকে আমি রোজ Performance দিতে পারতেম।

রাম। আমরা সকলে মন্তব্য ক'রেছি যে, দিনকতক এমনি ক'রে চলুক, তারপর তোমাদের 'ড্রামাটিক্ সমিতি' আর আমাদের "ড্রামাটিক-ক্লাব" amalgamate করা হবে। আমাদের ছেলে নিয়ে performance ক'ত্তে হয়, তাতে তেমন attraction হয় না। মুখ্যু ব্যাটারা আসে না। অবিশ্যি যারা সমজদার লোক, তারা মুখটী বুজিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে বাড়ী চ'লে যায়। হাবাতে পাব্‌লিক থিয়েটারগুলোর মত আমাদের থিয়েটারে এন্‌কোর, ক্ল্যাপ্ কি হাসির গর্‌রা হয় না।

তড়িৎ। কি opinion দেয়?

রাম। চুল্‌তে চুল্‌তে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে, সে সময় কোন কথা হয় না, কিন্তু খপরের কাগজে খুব লেখে যে, এমন ইংরেজী ধরনের এক্টার কখন' কোন পাবলিক্ থিয়েটারে জন্মায় নাই।—সব European motion, gesture.

তড়িৎ। দেখ, তুমি কাল গিয়ে, তোমাদের সভাপতিকে আমার Vote of thanks দিও, আর ব'লো, সকলের নিকট আমি পরম বাধিত। তোমরা যখন "ড্রামাটিক ক্লাব" করো, তখনই আমাকে strike ক'রেছে যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে joint না ক'ল্লে, কখনো স্থায়ী উন্নতি হবে না। যত শীঘ্র amalgamate হয়, তার চেষ্টা ক'রো।

রাম। Bravo—Bravo! awake, arise! উত্থিষ্ঠত! জাগরত! আমি কালই সে কথা propose ক'র্‌বো।

তড়িৎ। রামসহায়, তুমিও বিবাহ করো। তোমার স্ত্রীকে আমি everlasting অর্থাৎ অষ্টপ্রহর শেখাতে পারবো! আমি চল্লুম,—এ good news বাড়ী বাড়ী দিতে হবে। এখানে যদি কোন মেম্বার আসে, তুমি তাদের হলঘরে ব'স্‌তে ব'লো, আমি এলুম ব'লে।

রাম। দিদি, তুমি সদাশিব গাঙ্গুইএর মেয়ে কিশোরীকে কোনও রকমে ভুলিয়ে মেম্বার ক'ত্তে পার? জোগাড় দেখ না?

তড়িৎ। ঠিক ব'লেচ ব্রাদার, কিশোরীটে বড় shining, আমি একদিন কথা ক'য়ে দেখেছি; তাকে পেলে বড় লাভ হয়, অর্থাৎ একটা acquisition হয়।

রাম। তা দেখ দিদি, তোমার argument-এ আমি convict হ'য়েছি যে, বিবাহ করা উচিত। আমি বিবাহ ক'ত্তে রাজি। তুমি জোগাড় ক'রে কিশোরীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে পার?

তড়িৎ। ছুট্! কিশোরীর বাপের কি আছে, তোমায় কি দেবে? এই যে old full-রা বে'র দর বাড়াচ্চে, এতে দেশের একটা মস্ত উপকার। অনেক girl আইবুড়ো থাক্‌বে; ক্রমে hardship পর্য্যন্ত I mean courtship পর্য্যন্ত চ'লে যেতে পারে। তুমি যেরূপ education young man, তোমার অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না নিয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। তুমিও মৌলিক, সদাশিব গাঙ্গুইও

মৌলিক, সদাশিবের টাকাও নাই, আর এ বিবাহ দিতে রাজী হবে না। তুমি বিবাহ ক'ত্তে সম্মত হ'য়েছ, খুব সুখের বিষয় বটে, আমি তোমার সম্বন্ধ ক'চ্চি। আর তুমি ঠিক ব'লেছ, কিশোরী যাতে আমাদের মেম্বার হয়, তার চেষ্টা পাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাম। দিদির ঠেঙ্গে ত কিছু আদায় ক'ত্তে পারলুম না। একটা moving stage-এর টাকা জোগাড় ক'ত্তে পার্‌লে দিনকতক চলে, সব ব্যাটা সেয়ানা হ'য়ে গেছে। মনে ক'রেছিলেম, সাহেবয়ানা চাল চাল্‌বো—প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেম, বিলেত বেড়িয়ে এসেছি। তা ছিষ্টে রাস্‌কেল সন্ধান পেয়েছে যে, আসামে কুলি নিয়ে গিয়েছিলুম, বিলেতে যাই নি। লোকের কাছে বড় খাত্তাই হ'য়ে প'ড়েছি। কিশোরী ছুঁড়ীকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনটা কেমন হ'য়ে গেছে। চোখের উপর কোন্‌ ব্যাটা লুটে নিয়ে যাবে! দেখি, দিদির যে দিন কোম্পানীর কাগজের সুদ আসবে, সে দিন তো নিয়ে স'র্‌বো। ঐ কিশোরী ছুঁড়ীর লোভে ক'ল্‌কতা থেকে স'র্‌তে ইচ্ছে হয় না! দেখি দিনকতক, তার পর বিদেশে গিয়ে সন্ন্যাসী ব'লে পরিচয় দিয়ে কিছু হাতাবো,—ঐ যে কত ব্যাটা সন্ন্যাসী সেজে কেমন বাগিয়ে নিচ্চে।

তড়িৎসুন্দরীর ছাত্রীগণের প্রবেশ

গীত

ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার
লেডি রিফরমার।
হিয়ার্‌—হিয়ার্‌—হিয়ার্‌!
উঠেছি সবাই মেতে,
রিয়েল্‌ ইম্‌প্রুভমেন্ট যাতে,
য়্যাবোলিস হবে তাতে ন্যাষ্টি
পাব্‌লিক থিয়েটার॥
হিয়ার্‌—হিয়ার্‌—হিয়ার্‌!
ড্রামাটিক্‌ এক্‌জিবিসান,
ইণ্ডেন্টেড নূতন মোসান,
ফ্রেস্‌ এ প্যারিস ফ্যাসান্‌, দেখ্‌বে নেসান,
পুরিয়ে কাগজ লিখ্‌বে প্রেস—
হাফ আনা সব এডিটার॥
সমিতির ক্লেভার জেস্‌চার,
কে ক্ল্যাপ দিতে ক'র্‌বে ডেয়ার,
চোক বুজে চেয়ারে ব'সে দেখ্‌বে যত
সমজদার্‌॥
হিয়ার্‌—হিয়ার্‌—হিয়ার্‌!
ক্যাবাত বাহার, বহুত মজেদার্‌,
অনার—অনার—টু এভ্‌রি মেম্বার্‌
এভ্‌রি ড্রামাটিক্‌ লেডী ষ্টার॥

রাম। সব শুনেছেন? আপনারা বসুন, দিদি আস্‌ছেন।

১ ছাত্রী। তা আমরা জানি, তিনি আমাদের বস্তিতে এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন। অন্যান্য মেম্বারদের খপর দে তিনি এখানে আস্‌বেন।

রাম। তবে আপ্‌নারা হল-ঘরে বসুন গে, সেইখানে রিহার্শাল হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৌরীশঙ্কর মিত্রের বৈঠকখানা

গৌরীশঙ্কর মিত্র আসীন;—চিনিবাস ভৃত্য নিমডাল দ্বারা তাঁহাকে ব্যজনে নিযুক্ত

গৌরী। নিম-চারার টব্‌টা বুঝি রাখ্‌তে ভুলে গিয়েছিস্‌? ব্যাটা তো বুঝিস্‌নি, নিম-গাছের হাওয়াতে শরীর ভাল থাকে।

চিনি। আজ্ঞে টব্‌টা দেখ্‌লে লোকে ঠাট্টা করে, তাই এই একটা নিমের ডাল ভেঙ্গে এনেছি, এই বাতাস দিচ্চি।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

গৌরী। এস, ভায়া এসো।

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, আমার কান্না পাচ্চে! বউদিদি ম'লো, আমি কি না, কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম! দাদাম'শায়, আমার বুক ফেটে যাচ্চে!

গৌরী। ব'সো ব'সো, স্থির হও—স্থির হও! ওরে, সৃষ্টিধর বাবুকে তামাক দে।

সৃষ্টি। ওকি ক'চ্চেন দাদাম'শায়, আপ্‌নার সাম্‌নে তামাক খেতে পারি?

গৌরী। কেন দোষ কি? ভাই ভাই

ইয়ারকি তো ইয়ারকি, নইলে ইয়ারকি দিতে যাব কি পরের সঙ্গে?

সৃষ্টি। না দাদাম'শায়, আপ্‌নার সাম্‌নে আমি তামাক খেতে পার্‌বো না। বরং আমি আপ্‌নার কল্‌কে খুলে নিয়ে গিয়ে ঐ বারান্দায় তামাক খাচ্চি।

[কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।

গৌরী। ছিষ্টে ছোঁড়া কি দাঁওয়ে এলো! কিছু টাকা-কড়ি চায় না কি? ছোঁড়া মহা ষণ্ডা, ওকে ভয় হয়, কি ব'ল্‌তে কি ব'ল্‌বে।

সৃষ্টিধরের পুনঃপ্রবেশ

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, আর এক ছিলিম তামাক ডাকুন, ওতে আর বড় কিছু নেই।

গৌরী। আর এখন তামাক খাব না—আর এখন তামাক খাব না।

সৃষ্টি। আজ্ঞে, আপ্‌নি না খান, আমিই একটান টান্‌বো মনে ক'চ্ছি। ঐ যে গয়ার তামাকগুলো দেয়, ওতে বড় কাস্‌তে হয়। চিনিবাস, দাদাম'শায়ের ক'ল্‌কে ব'দ্‌লে দাও। দাদাম'শায়, তামাক খাই আর কাঁদি—তামাক খাই আর কাঁদি! ভাবি কি হ'লো, দাদা ম'শায়ের এই বয়সে তিন তিন বার গৃহশূন্য হ'লো! তা দাদাম'শায়, একটী অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে; সে আমি খুনোখুনি হ'বো তা ব'ল্‌চি।

গৌরী। ভায়া, হাতে টাকাকড়ি কিছু নাই।

সৃষ্টি। টাকা! টাকার কথা এ সময় আমি মুখে আনি! আমার অনুরোধটী রাখ্‌তেই হবে দাদা ম'শায়! নইলে আমি খুনোখুনি হবো ব'ল্‌চি। এই তোমার পায়ে ধ'রচি দাদাম'শায়।

গৌরী। কি শুনি—কি শুনি?

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, তোমায় বিয়ে ক'র্‌তেই হবে।

গৌরী। রাধাগোবিন্দ! ছিষ্টেটা পাগল!

সৃষ্টি। পাগল নই দাদাম'শায়!

কল্‌কে লইয়া চিনিবাসের প্রবেশ

কি চিনিবাস, তামাক এনেছ? আমি তামাকটা খেয়ে এসেই ব'ল্‌ছি।

গৌরী। আর কোথায় যাবে?—এইখানে বসেই তামাক খাও।

সৃষ্টি। তা খাচ্চি, আপনার অনুরোধ রাখ্‌চি। আমার অনুরোধটী রাখ্‌তে হবে, বিয়ে তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

গৌরী। না না, তিন তিনবার গৃহ শূন্য হ'লো, ছেলেপুলে সব মানুষ হ'য়েছে, আর কি ভাল দেখায়—আর কিসের জন্যে?

সৃষ্টি। এই আমার জন্যে, আমি হর-গৌরী মিলন দেখ্‌বো, এই আমার জন্যে। দাদা-ম'শায়, আমি সব খবর রাখি, আপনার কিসের বয়স? পাক্‌তেল মেখে দু'গাছা চুল পাকিয়ে কেবল মুরুব্বিয়ানা করেন বই তো নয়।—ছিষ্টে সব খবর জানে! আপনি লুকোবেন কি?—হুঁ হুঁ দাদাম'শায়, আপনি লুকোবেন কি বলুন?

গৌরী। না না সৃষ্টিধর, বয়স হ'য়েছে—বয়স হ'য়েছে, আর কি ভাল দেখায়!

সৃষ্টি। কিসের বয়স? আপনার বয়সে সাহেবদের বিয়েই হয় না।

গৌরী। আমরা তো ভায়া সাহেব নই—আমরা তো ভায়া সাহেব নই!

সৃষ্টি। সাহেব নন, খুব সাহেব;—এবার সাহেব আপনাকে হ'তে হবে; বাঙ্গালী বে' আপ্‌নাকে সইলো না, কোর্টসিপ ক'রে আপনাকে বিয়ে ক'র্‌তে হবে। বড় চমৎকার হবে দাদাম'শায়, বড় চমৎকার হবে! আমি সব যোগাড় ক'চ্চি। আপনাকে শুধু সাহেবী পোষাকটী প'রে, চেয়ারে ব'সে পায়ের উপর পা দিয়ে, রসিকতা ক'রে বে'টী ক'র্‌তে হবে।

গৌরী। আমার রসিকতায় এখন আর ভুল্‌বে কে বল? তোমরা রসিকতা ক'রে বে' করো।

সৃষ্টি। হাঃ হাঃ হাঃ—এমন রসের কথা কেউ জানে!

গৌরী। বলি ভায়া, আমার ক'নে ঠিক ক'রে এসেছ নাকি?

সৃষ্টি। হাঁ দাদা, যখনই শুনেছি, বৌদিদির শ্বাস হ'য়েছে, তখনি মনে মনে ক'নে ঠিক ক'রেছি। চিনিবাস, বেলা হ'য়েছে, আমার খাবার কথাটা বামুন ঠাকুরকে ব'লে দিও।

গৌরী। আজ কোথায় খাবে দাদা? অশৌচের হাঁড়ী—মাছ নাই মাংস নাই।

সৃষ্টি। বটে বটে! চিনিবাস, লুচিতে

কচুরিতে রসগোল্লা আর কাঁচাগোল্লাতে আট আনার নিয়ে এসো তো। সাত দিন যদি তোমার বাড়ীতে ব'সে খেতে হয় দাদাম'শায়,—সেও স্বীকার, তবু তোমার বে'র মত ক'রে তবে উঠ্‌বো।

গৌরী। চিনিবাস, কিছু জলখাবার আনো। আট আনার কি খেতে পার্‌বে? অম্‌নি দেখে শুনে এনো।

সৃষ্টি। খুব পার্‌বো দাদাম'শায়! বউ-দিদির শোকে কেঁদে কেঁদে আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু দাদাম'শায়, আজই তোমায় কোর্টসিপ্ ক'ত্তে যেতে হবে, এটী স্বীকার করো।

গৌরী। বলি তোমার রঙ্গটাই বুঝি, কোথায় ক'নে ঠিক ক'রেছ শুনি?

সৃষ্টি। তা শুনবেন? ঐ সদাশিব গুঁইয়ের মেয়ে কিশোরী। পাড়া সম্বন্ধে খুড়ো বলি।

গৌরী। সেটী দেখ্‌তে কেমন?

সৃষ্টি। জাত যেতে ব'সেছে—আর দেখ্‌তে কেমন?

গৌরী। কি মেয়েটী বড় হ'য়েছে নাকি?

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, এক বৎসরের মধ্যে সদাশিব খুড়ো দৌহিত্রের মুখ দেখ্‌বেন। আর কি ব'ল্‌বো।

গৌরী। তোমরা আমায় ভারি মুস্কিলে ফেল্‌লে!

সৃষ্টি। কিসে মুস্কিল দাদাম'শায়? কিসে মুস্কিল, হুকুম করুন?

গৌরী। এই করুণাময় তার মেজ' মেয়েটীকে গচাতে চায়। এই এতক্ষণ সাধাসাধি, নগদ তিনশো টাকা দিয়ে বিদেয় ক'ল্লেম, তবু নাছোড়বান্দা, আজ তার মেয়ে দেখ্‌তে যেতেই হবে।

সৃষ্টি। ও কথা রেখে দিন—রেখে দিন। গাড়ীখানা জুত্‌তে বলুন, আমি চাঁদ্‌নী থেকে কিশোরীর জন্য গাউন-টাউন কিনে আনি, আপ্‌নার তো হ্যাট্-কোট সব ঠিক আছে?

গৌরী। বলি তোমাদের মতন তো সাহেব আমি নই, হ্যাট-কোট কোথায় পাব বল?

সৃষ্টি। তবে তাও কিন্‌তে হবে; তবে দাদাম'শায়, আজ কোর্টসিপ্‌টা ক'রে আসুন। আর একটী কথা—একটী 'হানিমুনে'র জায়গা চাই, তাও আমি ঠিক ক'রেছি, কাকাম'শায়ের রান্নাঘরের পেছনে যে জায়গাটুকু আছে, সেইটুকু ঘিরে নিয়ে আমি কুঞ্জবন তৈরি ক'র্‌বো, সেইখানে কিশোরীর সঙ্গে 'হানিমুন' ক'র্‌বেন।

গৌরী। তোমার সব পাগ্‌লাম—সব পাগ্‌লাম।

সৃষ্টি। আজ্ঞে না, সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌বো তবে? কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি, শুন্‌লুম বউদিদি মারা প'ড়েছেন। আমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়েচি। ভোরবেলায় স্বপন দেখি যে, সত্য-নারায়ণ এসে ব'ল্‌ছেন, যে কেঁদে কি হবে, তোর দাদাম'শায় ম্লেচ্ছকে বড় ঘৃণা করে, সেই ম্লেচ্ছের মতন ঐ রান্নাঘরের পেছনটা ঘিরে নিয়ে যদি হানিমুন করে, তবে ওর পরিবার বাঁচ্‌বে, তাই আমি কেঁদে এসে পড়েছি।

চিনিবাসের প্রবেশ

চিনি। বাবু, জলখাবার এনেচি।

সৃষ্টি। ঐ দরদালানে, আসন পেতে যায়গা কর্‌গে। আর এই যে দাওয়ানজী আস্‌চে, ওরে কোট আর গাউনের কথাটা বলে দেন।

দাওয়ানের প্রবেশ

দাওয়ান। হুজুর, মুন্সারাম বসু এসে ব'ল্‌চে, "আমি পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকা সুদ দিয়েছি। আর সুদ দিতে পারবো না; একশো টাকা এনে ব'ল্‌ছে, আসল থেকে বাদ যাগ্।"

গৌরী। তা হবে না, টাকা ফিরিয়ে নে যেতে বলগে;—আমি পারি আদায় ক'র্‌বো, না পারি তার ভিক্ষে নেবো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে।

সৃষ্টি। আর অম্‌নি গাউনের দামের কথাটা বলে দেন।

গৌরী। ওহে, কিছু টাকা দিয়ে ছোট গাড়ীতে কারুকে এর সঙ্গে এক্‌বার চাঁদ্‌নী পাঠিওতো। ছোট ভাই, কোন মতে ছাড়্‌বে না, কি কিনে আন্‌বে ব'ল্‌চে।

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, চাঁদ্‌নীতে কাজ নাই, বড্ড মাগ্‌গি প'ড়্‌বে। এই খানে আমার একটী টেলার ফ্রেন্ড আছে,—তার নাম যতীন মুখুয্যে। বড়বাজারে তাদের মস্ত পোষাকের দোকান, তার বাপ 'হরিদাস মুখুয্যের নামেই দোকান চলে; তারই কাছে নেব। দু'একটা জিনিষ না থাকে, বায়না দিতেই হবে।

গৌরী। টাকা তো ভাই আমার নয়, তোমাদেরই! দেখে শুনে খরচ ক'রো। ওহে, রামেশ্বরকে এ'র সঙ্গে দিও, ইনি যা বলেন, যেন কিনে দেয়।

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, গাউনের কথা এখন কাউকে ভাঙ্গ্‌বেন না, ব'ল্‌বেন ইট, চুণ, শুরকি কি কিন্‌বে, আপনার দাওয়ানজী বড় গুলো। ও রামেশ্বরকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে আমি ঠিক ক'র্‌বো, কাউকে কিছু বল্‌বে না।

গৌরী। ও কি লিখ্‌চো?

সৃষ্টি। আপ্‌নি দেখ্‌বেন এখন, আপ্‌নিই তো সই ক'র্‌বেন।

দাওয়ান। হুজুর! আমি হিসেব ক'রে দেখ্‌লুম যে, মুক্তারাম বাবু পাঁচশো টাকায় প্রায় সাতশো টাকা সুদ দিয়েছে।

গৌরী। দিয়েছে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত ক'রেছে নাকি? আমি বে-নিয়ম ক'ত্তে পার্‌বো না। দাঁড়াও, কথা আছে।

সৃষ্টি। এই সই ক'রে দেন।

গৌরী। কি দেখি,—(চসমা লইয়া পাঠ) "যদি সৃষ্টিধর যে রূপ বলে, সেইরূপ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আপনাকে কন্যা-ভার হইতে মুক্ত করিতে আমি প্রস্তুত।" কি ক'র্‌তে হবে? সই ক'র্‌তে হবে?

সৃষ্টি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৌরী। তোমার অনুরোধ তো ভায়া আমি এড়াতে পারিনে। নাও, সই ক'রে দিলেম।

সৃষ্টি। দাওয়ানজী ম'শায়, আপনি রামেশ্বরকে তোয়ের হ'তে বলুন। আমি জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গৌরী। দেখ দাওয়ানজী, রামেশ্বরকে হুঁসিয়ার হ'তে ব'লো, জিনিষ দেখে তবে যেন টাকা দেয়। আর ধার রাখা যদি চলে, তাও ব'লো—জাঁকড়ে জিনিষ যেন নেয়।

দাওয়ান। কি জিনিষ, হুজুর, আজ্ঞা করুন?

গৌরী। সে ঐ ছিষ্টে যা ব'ল্‌বে, নিতে ব'লো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে হুজুর।

[প্রস্থান।

গৌরী। আমায় বড় দোটানায় ফেলেছে! দু'টীই সুন্দরী; তবে ছিষ্টে ব'ল্‌ছে, এটী খুব ডাগর। দু'টোই হাতে থাক। কি জানি আমার যে বরাত, সদাশিবের মেয়েটা যদি মারা যায়, তা হ'লে করুণাময়ের মেয়েটাকে দেখ্‌বো। বয়স এতই কি হ'য়েছে! আমার বয়সের কত লোকের বিয়েই হয়নি।

ব্রজেন্দ্র ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ

ব্রজেন্দ্র। আপ্‌নি আমায় ডেকেছেন?

গৌরী। হ্যাঁ, শোনো, শুন্‌চি নাকি তুমি বে' ক'র্‌তে রাজী হ'চ্চ না? দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী, এতে তোমার মন উঠ্‌ছে না! হ'লোই বা কালো মেয়ে?

ব্রজেন্দ্র। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

গৌরী। তা ভাই স্পষ্ট কথা। আমি আগেই তোমায় ব'লেছি, যদি' বে' কর্‌তে না রাজী হও, আমি কথা দিয়েছি, যদি অপমান কর, তা হ'লে আমার বাড়ীতে আর তোমার যায়গা নাই। শুন্‌ছি ষ্টুডেণ্টসিপ পাস ক'রেছ, দুশো টাকা জলপানি হ'য়েছে, কাপড় চোপড় বেঁধে আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

[গৌরীশঙ্করের প্রস্থান।

সৃষ্টি। গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়েটা বুঝি তোকে গচাতে চায়?

ব্রজেন্দ্র। হ্যাঁ, বুড়োর আক্কেল শুনেছিস্! আমি বাড়ী থেকে আজই বেরুচ্চি। আমি স্কলার্‌সিপ্ নিয়ে বরাবর প'ড়েছি, একখানা বই কিনে দিয়ে কখনো সাহায্য করেন নাই। আজ খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে বে' দিয়ে দশ হাজার টাকা মারতে চান্। যে দিন বুড়ো আমায় এই সম্বন্ধের কথা ব'লেছে, সেই দিন থেকেই আমি পালাই পালাই ক'চ্চি, আমি আজই স'রে প'ড়্‌চি।

সৃষ্টি। ব্যস্ত হোস্‌নি—ব্যস্ত হোস্‌নি। তুই সদাশিব গুঁইএর মেয়ে কিশোরীকে দেখেছিস্‌?—হ্যাঁ দেখেছিস বই কি?

ব্রজেন্দ্র। বে' ক'র্‌তে হয় তো সেই মেয়েই বটে!

সৃষ্টি। তবে শোন, তুই একবার বুড়োকে ডেকে দে। তারপর আমাদের বাড়ীতে যাস্‌, একটা পরামর্শ আছে।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

আনন্দরামের প্রবেশ

সৃষ্টি। আ'ন্দখুড়ো, বুড়ো আস্‌চে, তুমি তালে তালে কথা ক'য়ো।

আনন্দ। তা আমি হুঁসিয়ার আছি।

গৌরীশঙ্করের প্রবেশ

গৌরী। কি ভায়া, আবার কি খপর?

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, বউ দিদি ম'রে তোমার কিছু রাগ বেড়েচে। আমি বড় বিপদে প'ড়েছি, বুঝি হরগৌরী-মিলন দেখা আমার অদৃষ্টে নাই।

গৌরী। কেন ভায়া, কেন?

সৃষ্টি। আপনিই তো সব খারাপ ক'রে-ছেন, এই আ'ন্দ খুড়োকে দিয়ে সম্বন্ধ ক'রে কাকার খাঁই বাড়িয়েছেন। এই আ'ন্দ খুড়োর কাছে শুনুন, কাকা ব'লে পাঠিয়েছেন যে, ছিন্টে কিশোরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর মিত্রের বে' দিতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি চৌদ্দহাজার টাকা আর একখানা বাড়ী নইলে বে' দেব না। আমি বুড়ো বরকে মেয়ে দেব ব'লে, মেয়ে বড় ক'রে রেখেছি। এই ছুটীতে সব বুড়ো বুড়ো মস্ত চাক্‌রে, বুড়ো জমীদার, বুড়ো সাবজজ, ক'ল্‌কাতায় আস্‌বে, তারই মধ্যে একটাকে দেখে শুনে দেবো।

গৌরী। ইস্‌, বড় খাঁই—বড় খাঁই!

সৃষ্টি। লোকের উভয়সঙ্কট হয়, আমার তিন উভয় সঙ্কট!

গৌরী। কেন—কেন?

সৃষ্টি। কাকা তো এই কামড় ক'রেছেন; কাকীমা বলেন,—"গৌরীশঙ্করের সঙ্গে যদি বে' হয়, মেয়ে নিয়ে পালাবো।" কিশোরী বলে, —"যে কোর্টসিপ্‌ ক'রে বে' ক'র্‌বে, তারে বে' ক'র্‌বো, নইলে আমি ড্রামাটিক্‌ সমিতির মেম্বার হবো।"

আনন্দ। এর মধ্যে এক উপায় আছে।

সৃষ্টি। কি আ'ন্দ খুড়ো—কি আ'ন্দ খুড়ো?

আনন্দ। মিত্তিরজা ম'শায় ওঁর নাতি ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, সদাশিব গুঁইয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বে' দেবেন। এদিকে গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠান, তাঁর নাতি ব্রজেন্দ্র তার খোঁড়া মেয়েকে বে' ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছে। কিন্তু এক কথা, গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠান যে, ক'ল্‌কাতায় এনে মেয়ের বে' দিতে হ'বে, রাজবল্লভপুর যাব না। তার পর গুরুগোবিন্দ তো টাকা আর বাড়ী দিক, আর মিত্তিরজা ম'শায়—সদাশিব যা ব'ল্‌ছেন, তাতে রাজী হোন। যেমন সদাশিবকে বাড়ী দিতে হবে, তেম্‌নি গুরুগোবিন্দের ঠেঙে বাড়ী পাচ্চেন, তবে গুরুগোবিন্দ দশ হাজার টাকা দিচ্চে, এ'কে দিতে হ'চ্চে চৌদ্দহাজার টাকা। তা কি ক'র্‌বেন, চারহাজার টাকা না হয় ঘর থেকে গেল।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ আ'ন্দ খুড়ো, কি মতলবই বার ক'রেছো।

গৌরী। আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সৃষ্টি। শুনুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্চি; ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, কিশোরীর সঙ্গে তার বে' দেবেন, গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে নয়।

গৌরী। তা যেন বল্লুম, তারপর?

সৃষ্টি। কাকাকে ব'ল্‌বো চৌদ্দহাজার টাকা আর বাড়ী দেবেন। আর পারি যদি আমি দশহাজারেই রাজী ক'র্‌বো।

গৌরী। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি, তারপর গুরু-গোবিন্দকে ব'লে পাঠাব যে, ক'ল্‌কাতায় মেয়ে এনে বে' দিতে হবে।

সৃষ্টি। ঠিক বুঝেছেন, আমি এদিকে কাকাকে ব'লে রাজী ক'র্‌বো, তিনি গুরু-গোবিন্দকে চারদিনের জন্য বাড়ী ভাড়া দেবেন, গুরুগোবিন্দ কাকার বাড়ীতে তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে আসবে, আর এদিকে ব্রজেন্দ্র—কিশোরীকে বে' ক'র্‌বো মনে ক'রে

বাজনা-বাদ্যি ক'রে কাকার বাড়ী যাবে। বে' ক'র্‌তে গিয়ে, চেলি ঢাকা গুরুগোবিন্দের মেয়ে ঠাওরও পাবে না; আর যদি জান্‌তেও পারে,—বরযাত্র, কন্যাযাত্রের কাছ থেকে কিছু পালাতেও পার্‌বে না, বে' ক'র্‌তেই হবে। খোঁড়া মেয়ে তো তারে গচান, এদিকে আমি বালী না হয় শ্রীরামপুরে একখানা বাড়ী ঠিক ক'র্‌বো, সেইখানে কাকীকে আর কিশোরীকে নিয়ে যাবো। কাকীকে ব'ল্‌বো যে, ব্রজেন্দ্র তার ঠাকুরদাদাকে লুকিয়ে গিয়ে বে' ক'রে আস্‌বে, আপনি এখন কোর্টসিপ্‌ ক'রে কিশোরীর মন ভোলাতে পার্‌লে হয়, কেমন আপনি রাজী তো?

গৌরী। রাজী আছি ভাই, রাজী আছি। তোমার কথায় কবে গররাজী বল?

সৃষ্টি। তবে এখন আমি পোষাক-টোষাক কিনে আনি। আমি সব ঠিক ক'রে আ'ন্দ খুড়োকে নিতে পাঠিয়ে দেবো।

গৌরী। তা ভাই তুমি ব'ল্‌চো, তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে—তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে!

সৃষ্টি। তবে এই কথাই পাকা রইলো, আজই।

আনন্দ। একটা কথা ভাব্‌চি, গুরুগোবিন্দ বোস—জমীদার লোক, সে ক'ল্‌কাতায় এসে, তোমার কাকার বাড়ী বে' দিতে রাজী হবে না।

গৌরী। আমিও তাই ভাব্‌চি।

সৃষ্টি। কি, রাজী হবে না? দাদাম'শায়, আপনি চিঠি লিখ্‌বেন না, ঘটকও পাঠাবেন না, ছিষ্টে যদি না রাজী ক'ত্তে পারে, তা'হলে কাণ কেটে ফেল্‌বো; আ'ন্দ খুড়ো, তোমার সঙ্গে দুশো টাকা বাজী রইলো। আমি রাজী ক'র্‌বোই ক'র্‌বো, ব্রজেন্দ্র ছেলে কেমন? অমন ছেলে আজ কাল পাওয়া যায়? দাদা-ম'শায়, আপনি আসুন, আমরাও চল্লুম। দেখুন অশৌচ অন্তেই বে' ক'র্‌তে হবে।

গৌরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আর শাস্ত্রে আছে, দশপিণ্ডির পর বে' করা যায়।

সৃষ্টি। তবে আমি সব ঠিক করি, আপনি আসুন।

গৌরী। যা জানো ভাই করো—যা জানো ভাই করো। (স্বগত) আজ যেন হাঁপ্‌টা কিছু বুন্ধি পাচ্চে,—আর পৈত্তিকের জ্বরটাও কিছু তেড়ে এয়েছে।

[গৌরীশঙ্করের প্রস্থান।

আনন্দ। বাবাজি, ঠিক আঁচ ক'রেছ, টোপ্‌ গিলেচে।

সৃষ্টি। আমি তো ব'লেছি খুড়ো,—
"লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥"
খুড়ো, চলো,—আর একটী কাজ আছে। কিনে ব্যাটার গিল্‌টীর গয়না এই বুড়োকে গচাতে হবে। কিছু টাকা তো হাতে চাই। জমীদার গুরুগোবিন্দ বোস্‌ সাজাতে হবে, আর তার লোকজন রেসেলা সব সাজান চাই, সে তো টাকা নইলে হবে না। ঐ কিনের গয়না বুড়োকে গচিয়ে, কিনের ঠেঙে বখ্‌রা নিয়ে খরচ পাতি চালাতে হবে।

আনন্দ। দেখো বাবা, প্যাঁচে না প'ড়্‌তে হয়।

সৃষ্টি। কেন ভাব্‌চো খুড়ো, আমি বুড়োকে বোঝাব যে, কিশোরীকে ইয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেস্‌লেট present দিতে হবে। নইলে সে কোর্টসিপ ক'র্‌বে না। তুমি যেমন যোগাড় দিচ্চ, সেই রকম একটু জোগাড় দিয়ো, আমি ঠিক বাগাচ্চি। চল, একবার কিনের বাসা দিয়ে হ'য়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রঙ্গপট

উকীলগণ ও বেশ্যাগণ

গীত

উকীল।—দিস্‌ নে নাক নাড়া—
না হয় দুটো ভুলিয়েছিস ছোঁড়া।
বেশ্যা।—ঠাউরে তোরা দ্যাখ্‌না মুখপোড়া,
ভিটে মাটি চাটির কে গোড়া?
উকীল।—রাজার বাড়ী মাঠ ক'রে দে
দু'কাটি বাজাই,
বেশ্যা।—বউ-বেটাকে আফিং খাওয়াই—
ধনে প্রাণে আমরা মজাই;
উকীল।—ছোঁড়া ছুঁড়ী বুড়ো বুড়ী
হাত ছাড়িয়ে কে পালায়,

বেশ্যা।—কাকের মাস তো আমরাই খাই,
হুঁকোর জল ঢালি সামলায়;
উকীল।—দেখ্‌বি ঘুঘুপাড়া গেলে,
যাদের হাতে জল না গলে—
তারা টাকা দে যায় ঢেলে;
বেশ্যা।—নিয়েছি পোষাণী মেয়ে,
দেখিস্ নরকে গিয়ে—
সেই টাকা ওড়াবে তোদের
পীরিতবাজ পেয়ারের ছেলে!
উভয়ে।—তবে কেন ঢলাঢলি, মিলেজুলে চলি,
ও মাই লাভ্, ইয়োলো ডাভ্,
নেসেসারি ইভিল্, আমরাই তো ডেভিল,
এ দুদলের জোড়া দুনিয়া খুঁজে পাবে
থোড়া॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

পুতুল হস্তে নারীগণের প্রবেশ

গীত

সকলে। সখে গড়া সখের হাটে কিনেছি
পুতুল॥
কারিকর কায়দা জবর,
কার্‌দানিতে মন মজ্‌গুল॥
১ নারী। এক্‌লা বুড়ো, ঘরের কোণে
বায়না নেয় পাছে,
তেএ'টে রসের পুতুল থাক্‌বে তার কাছে;
২ নারী। দেখে আহ্লাদী, ভুল্‌বে শ্বাশুড়ী
খেঁদী,
৩ নারী। পেয়ে এ মেছুনী—ননদিনী হবে
লো বাঁদী;
সকলে। কইবে না আর কোনো কথা,—
থাক্‌বে লো সই, একুল ওকুল॥
৪ নারী। আমার তিড়িং নাচে গুণমণি,
কেমন তিড়িং রূপী দেখ্ না ধনী;
৫ নারী। সখে গড়া ঘোড়া পেয়ে,
থাক্‌বে নাগর ঠাণ্ডা হ'য়ে,
সকলে। ক'র্‌বে না আর গলাবাজী
গুড়ুক খেকো যমের ভুল।
মন যেথা যায় যাবো সেথায়,
চুলে গুঁজে বকুল ফুল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামসহায়ের রিহারস্যালের খোলার ঘর

মিঃ রামসহায় দে ও সৃষ্টিধর

রাম। হ্যালো! সৃষ্টিধর বাবু, হা-ডু-ডু?

সৃষ্টি। নে বেল্‌কোপনা রাখ, আমার সঙ্গে হা-ডু-ডু করিস্ নি। একটা দাঁও আছে, ক'র্‌তে পারিস্ তো দেখ। একটা তো মুভিং ষ্টেজ ক'র্‌বার চেষ্টা কচ্চিস্? আমার মতে যদি চলিস্, তা হ'লে আজই তোর ষ্টেজের টাকা মিলে যায়।

রাম। সত্যি সত্যি, বলেন কি? তা হ'লে বাপের কাজ করেন।

সৃষ্টি। তোমার বাপ হ'তে চাইনি চাঁদ!—লোকে তোমায় বাপান্ত ক'র্‌বে, আর পেট পুরে যাবে।

রাম। কি, বলুন বলুন—কি ক'র্‌তে হবে বলুন?

সৃষ্টি। তোদের থিয়েটারের দলের কোন্ ছোঁড়াকে সাজ্‌লে এই চৌদ্দ পোনের বছরের ছুঁড়ীর মত দেখায়?

রাম। তা অনেক আছে—তা অনেক আছে। ম'ট্‌কো ব'লে এক ছোঁড়া আছে, তাকে সাজালে ঠিক মেয়ে মানুষের মত দেখায়।

সৃষ্টি। তবে শোন, এই নে, এই বিবির পোষাকটে নে। তাকে শিখিয়ে দিবি, তার নাম কিশোরী। গৌরীশঙ্কর মিত্তিরকে চিনিস্ তো?

রাম। ঐ তো বুড়ো? যার ব্যামো হ'য়ে মর মর হ'য়েছিল?

সৃষ্টি। হ্যাঁ, সে কোর্টসিপ ক'র্‌তে আস্‌বে। ঐ ছোঁড়াকে ঠিক্ শেখাবি, তোরা Love piece act করিস্ নি? ঠিক সেই রকম ক'র্‌বে।

রাম। তা ঠিক শেখাব, টাকা কই?

সৃষ্টি। শোন্, ঐ বুড়ো ব্যাটা present দেবে,—হ্যামিল্‌টনের বাড়ীর ভাল নেক্‌লেস, ইয়ারিং, ব্রেস্‌লেট্। সেগুলো বেচে চাই কি একটা পারমানেণ্ট ষ্টেজ ক'র্‌তে পার্‌বি।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, তুমি বাবা হ'তে চাও না, আজ বোনাইয়ের কাজ ক'র্‌লে।

সৃষ্টি। না, তোমার দুমুড়ো বোন আর ঘাড়ে চাপিও না। ওই টাকা হাতে পেলে, তোর দিদির ঠেঙে কোন্ না বাগিয়ে কিছু হাত ক'র্‌তে পার্‌বি!

রাম। সে বড় কঠিন ঠাঁই!

সৃষ্টি। শোন্ না, ওই টাকা দেখিয়ে বল্‌বি, Permanent female stage ক'রে দেব। দু'একশো টাকা খুব বাগাতে পার্‌বি। তুই না পারিস্, আমি বাগিয়ে আদায় ক'র্‌বো। এখন তুই ছোঁড়াকে ঠিক ক'রে রাখ।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছোঁড়াগুলো এখনি আস্‌বে—দেখ্‌বেন, কোন্‌টাকে সাজালে ঠিক হবে, আপনি পছন্দ ক'রে নেবেন।

সৃষ্টি। বেশ কথা, কিন্তু এ খোলার ঘরে সুবিধা হবে না।

রাম। আমাদের Dramatic Club-এর rehearsal বাড়ীতে?

সৃষ্টি। না না, সদাশিব গুঁইয়ের রান্না ঘরের পেছনে। শ্রীরামপুরে তার শ্বশুরবাড়ীতে বিয়ে, সেইখানে সপরিবারে গেছে। আজ বাড়ী খালি আছে, সেইখানে কোর্টসিপ হবে।

রাম। বেশ কথা—বেশ কথা। (স্বগত) কিশোরী বেটী কোন্ ঘরে থাকে, তার সন্ধান নেব। ওই গয়না দেখিয়ে যদি কিশোরীকে ভুলিয়ে নিয়ে স'র্‌তে পারি, তা'হলে জীবন সার্থক।

সৃষ্টি। কি ভাব্‌ছিস্?

রাম। চুপ করুন, ওই দিদি আস্‌চে, কিছু ভাঙ্‌বেন না।

তড়িৎসুন্দরীর প্রবেশ

তড়িৎ। আমি তোমাদের rehearsal দেখ্‌তে এলেম, দু'একটা suggestion দেব।

রাম। দিদি দিদি, আজ আমাদের বড় শুভদিন! সৃষ্টিধর বাবু আমাদের ড্রামাটিক ক্লাবে join ক'র্‌বেন, আর সদাশিব বাবুর মেয়ে কিশোরী, তোমাদের ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার হবে।

তড়িৎ। সৃষ্টিধর বাবু—সৃষ্টিধর বাবু, বড় বাধিত হ'লেম।

সৃষ্টি। অহো-হো-হো!

রাম। কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Charming—Charming—Alarming—Charming!

রাম। কি কি! আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?

সৃষ্টি। Oh my heart—হায় আমার অন্তঃকরণ!

রাম। কি কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Mr.—Mr.—Mr. Dey, আমি Love-sick Swain—প্রেমে জর জর মেষ-পালক!

রাম। (জনান্তিকে) দিদি দিদি, তোমার এ Dress-এ এখানে আসা ভাল হয়নি। যখন তুমি বিবাহ ক'র্‌বে না, তখন এ বেশে লোকের প্রাণে তোমার আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

সৃষ্টি। Oh Horror—Horror!—Murder—murder!

তড়িৎ। ঠিক ব'লেছ ভাই, মানুষটা একেবারে mad হ'য়েছে।

সৃষ্টি। আমি মূর্চ্ছা যাব, মূর্চ্ছা যাব—আমার মাথায় জল দাও!—ও হো হো! (রামসহায়কে জড়াইয়া ধরণ)

রাম। দিদি দিদি, পালাও পালাও, আমায় ছেড়ে তোমায় ধ'র্‌বে।

তড়িৎ। শোন রামসহায়, আমি রুমাল ফেলে যাচ্ছি, এই রুমাল দিয়ে মানুষটাকে কতকটা ঠাণ্ডা করো। I am sorry, I can not return his love—আমি দুঃখিত, আমি ওর প্রেমের বদল দিতে পারি নি। রামসহায়, ওর কিছু income আছে কি না সন্ধান নিও, আমি চল্লুম। Oh poor love-sick swain—হায় গরীব প্রেমে-জর-মেষপালক!

[তড়িৎসুন্দরীর প্রস্থান।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছাড়ুন ছাড়ুন, বড় লাগ্‌চে, দিদি চলে গেছে।

সৃষ্টি। ও তোমার কি রকম বোন্?

রাম। আমার পিসে ম'শায়ের এক দাসী ছিল, পিসে ম'শায়ের জন্মিত তারই গর্ভের মেয়ে। পিসে ম'শায়ের ছেলেপুলে ছিল না, পিসীমা মানুষ ক'রেছিলেন; পিসেম'শায় বে'থা দিয়েছিলেন। ম'তে ঘটকও অমনি এক আঁধার পক্ষের এক ছোঁড়াকে জুটিয়েছিল। সে ছোঁড়া, শাঁকের দোকান ক'রে একখানা

বাড়ী আর চার পাঁচ হাজার টাকা রেখে গেছে। ওর মতলব এখন ফিমেল থিয়েটার ক'রে কিছু রোজগার ক'র্বে। অম্নি ছুঁড়ীও কতকগুলো জুটিয়েছে। আমি কিছু বাগাবার চেষ্টায় ফির্‌চি, কিন্তু কোন বাগ লাগ্‌ছে না।

সৃষ্টি। তাই বোনাই ব'লে বুঝি, ওই বোন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছিলে? যখন রুমাল ফেলে গেছে, আমি নিশ্চয় ওকে বাগাচ্চি। তুই আমার এই কাজটি ক'রে দে দেখি?

রাম। আপনি যা ব'ল্‌বেন, তা আমি ক'র্‌বো।

ম'ট্‌কোর প্রবেশ

রাম। এই এর নাম ম'ট্‌কো।

সৃষ্টি। ঠিক হবে।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, আমি ওকে আর কি শেখাবো?—আপনি আমার বোন্‌কে দেখে যে act ক'র্‌লেন, তা ড্রামাটিক ক্লাবের কেউ জানে না, আমি তো সব্বাইকে দেখে নিয়েছি। বড় মানুষের ছেলে, বিলেতী বই উট্‌কে যা দেখে, তাই ব'লে দেয়,—তার সঙ্গত-অসঙ্গত ভাবে না। আপনি ওকে নিয়ে যান, কি ক'র্‌তে হ'বে শিখিয়ে দেবেন। মটুক, এ'র মত Rehearsal master ক'লকতায় নাই। ওঁর সঙ্গে গিয়ে শেখো, তা'হলে পাব্‌লিক্‌ থিয়েটারে আর female heroine রাখ্‌বে না।

[সৃষ্টিধর ও ম'ট্‌কোর প্রস্থান।

রাম। ইস্‌! সাড়ে আট্‌টা হ'য়ে গেছে, দিদির ডিনারের সময় হ'লো। এই সময় মনটা একটু স্ফূর্ত্তিতে থাকে। যাই, এই সময় গিয়ে সৃষ্টিধর বাবুর লাভের কথাটা পাড়িগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

নবীন সাহিত্যসেবী-পত্নীগণের প্রবেশ

গীত

১মা। শুন্‌তে পাই থিয়েটারে
খোকার বাপের নাটক নেবে!
ব'লেছে বই বিকোলে ডায়মনকাটা চুড়ী
দেবে॥

২য়া। ভূতির বাপের ঝোপ বুঝে কোপ,
নেছে মোটা চাদর মুড়িয়েছে গোঁপ,
থোক্‌ থাক্‌ মেরে দেবে,
নভেল নাকি খুব বিকোবে॥

৩য়া। ছাপাবে বেদ-বেদান্ত,
কাগজ ছাড়বে খুব চুড়ন্ত,
ক'রে গালের বাপ-মা অন্ত,
একচেটে গ্রাহক জোটাবে॥

৪র্থা। লিখছে কাব্য খাসা, ঘরের কোণে
আছে ঠাসা,
সোণার জলে বাঁধিয়ে নিয়ে,
পোকা দিয়ে সব কাটাবে।

সকলে। আমাদের গুণ পুরুষ যার যে এবার
সাধ মেটাবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সদাশিব গুঁইয়ের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ

পুঁই ও লাউগাছের মাচার নিম্নস্থল—একপার্শ্বে নিমচারার টপ স্থাপিত

সৃষ্টিধর

কিনু স্যাক্‌রা ও আনন্দরামের প্রবেশ

সৃষ্টি। কি আ'ন্দ খুড়ো?

আনন্দ। এই বুড়ো খেতে গেল; গাড়ী জুত্‌তে হুকুম দিয়েছে, এই এলো ব'লে। ব্যাটা এই একমাস মরণাপন্ন ব্যামোয় ভুগ্‌লে, এখনো নড়্‌তে পারে না,—তবু সখ ছুট্‌লো না! কিনে ব্যাটা গিল্‌টীর গয়না খুব গচিয়েছে।

কিনু। আজ্ঞে সে মশায়গোর কেরুপা, এই হাজার টাহা পাইচি, এর পাচশত টাহা লন। আমি তঞ্চক জানিনে, যা বোল্‌ছি—তা ঠিক।

সৃষ্টি। বুড়ো কষে নিলে না?

কিনু। আরে মুশায়, কষে কোন্‌ স্যাক্‌রার বাবা ধ'র্‌বে? আপ্‌নি তো এয়ারিং, ব্রেসলেট, নেক্‌লেস জোগার কর্‌বার জন্যে বাসায় গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এয়ে'লেন, তাতেই ম্যারে দিছি, বুড়া দেহি ঘুরি পড়ছে।

আনন্দ। বাবা তোমার এতও জোগায়? তুমি বুড়োকে ব'লেছিলে কিনা—যে

কিশোরীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট এ সব প্রেজেণ্ট দিতে হবে। বুড়ো মনে ক'র্‌লে, "হ্যামিল্‌টনের বাড়ী বেশী দাম প'ড়্‌বে, এ এক দাঁও মেরে দিলেম। পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না, হাজার টাকায় হ'য়ে গেল!" আর কিনে ব্যাটা যা সুট্‌টে গ'ড়েছে, কার সাধ্যি ধরে।

সৃষ্টি। খুড়ো, তবে তুমি দেখ—বুড়ো কত দূর। কিনু, তুমি স'রে পড়, ক'ল্‌কাতায় আর থেকো না। বুড়ো কাল সকালে যাচাই ক'রে যদি টের পায় যে, গিল্‌টীর গয়না, তা' হ'লে বড় মুস্কিলে ফেল্‌বে।

কিনু। আরে মশায়, আর ক'ল্‌কাতায় থাহি? বামীরে গাঁট্‌রী বাঁধ্‌বার কইচি।

সৃষ্টি। বেশ করেছ, এখন বামীকে নিয়ে স'রে পড়।

[কিনুর প্রস্থান।

খুড়ো, বুড়োকে না হয় তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমি দেখি ম'ট্‌কো আবার কোথায় গেল।

আনন্দ। ভাব্‌তে হবে না বাবাজি, বুড়ো ধড়ফড়্‌ ক'চ্চে।

[উভয়ের প্রস্থান।

গাউন পরিধানে ম'ট্‌কোর প্রবেশ

ম'ট্‌কো। দে সাহেব মনে ক'রেছেন, আমি যা Present পাবো, তা তাঁদের থিয়েটারে দেবো, আমি সে ছেলে নই। গয়নাগুলো পেলে বেচে ভুঁদীকে রাখ্‌বো।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টি। দ্যাখ্‌—ঠিক পার্‌বি তো?

ম'ট্‌কো। দেখুন না। আমায় কিন্তু একটা পাব্‌লিক থিয়েটারে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হবে।

সৃষ্টি। দ্যাখ্‌, ঐ আস্‌চে, তুই গান ধর, এগিয়ে নিয়ে আসি।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

ম'ট্‌কোর গীত

নিউ ফ্যাসানে প্রেমের বাওয়ার
কচুবনের কেয়ারী,
দু'ধারি ডেঁয়ো ডাঁটা গজিয়েছে সারি সারি।
নিম চারাটী মাটির টবে বড় বাহারি,
নাগর নিমের হাওয়া খাবে।

গৌরীশঙ্কর ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ এবং উভয়ের নানারূপ ভঙ্গী

মাচার উপর ঢলা ঢলা লাউয়ের ক্রিপার
কিবা পুঁই ডাঁটার বাহার,
হামা দিয়ে লাভার এসে—
ফোকলা মেড়েয় মুচ্‌কে হেসে,
কেসে কেসে ব'ল্‌বে মাইডিয়ার;
পেয়ার মিল্‌বে চমৎকার,
কোর্টসিপ্‌ হবে গুল্‌জার,
দু'জনে কচুবনে ক'র্‌বো আঁখি ঠারাঠারি,
ওল্ডম্যান্‌ দোম্‌ড়ান শ্যাম,
আমি তারই সখের প্যারি,
সেকেলে প্রাণ উথ্‌লে যাবে॥

সৃষ্টি। কেমন দাদাম'শায়, ব'লেছিলুম? কাকাকে দশ হাজার টাকাতেই রাজী ক'রেছি,—আপনার আর চোদ্দ হাজার ট্যকা লাগ্‌লো না।

গৌরী। তুমি আমার প্রাণের ভাই—প্রাণের সম্বন্ধী!

সৃষ্টি। আর দেখুন দাদা, কেমন কুঞ্জবন সাজিয়েছি দেখুন। আপনি নিমের হাওয়া খেতে ভালবাসেন, এই টবে ক'রে নিমের চারা রেখেছি। আর এই মানকচুর গাছ সাহেবদের বড় প্রিয়, বলে—'ফরচুনেট কে'চু'! আর এই লাউএর ক্রিপার কিশোরীর ভারি সখ, তাই এই লাউএর মাচা ক'রেছি।

[ম'ট্‌কোর অন্তরালে গমন।

গৌরী। ভায়া, চ'লে গেল যে?

সৃষ্টি। একটু লজ্জা হ'য়েছে। দাদা, ইয়ারিং টিয়ারিং সব প্রেজেণ্ট দেবার জন্যে এনেছেন তো?

গৌরী। সে সব ঠিক আছে, তোমার দাদার কাছে গাফেলি পাবে না।

সৃষ্টি। কি, হ্যামিল্‌টনের বাড়ী থেকে নিলেন?

গৌরী। আরে ভাই, তোমার ভগ্নীর মন ভুল্‌লেই তো হ'লো? আমরা কি ভায়া, তোমাদের মত সাহেবদের বাড়ী থেকে নিতে পারি?

সৃষ্টি। হ্যামিল্‌টনের বাড়ী হ'তে নেন নাই? কিশোরীর মন ধ'র্‌বে কি না ভাব্‌চি।

গৌরী। দেখ আগে, তার পর ব'লো। (অলঙ্কার প্রদর্শন)

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ! এ হ্যামিল্‌টনের বাড়ীরই তো! বুঝেছি—বুঝেছি, ঐ যে নগেন বাঁড়ুজ্যে ক্যাপ্তেন হ'য়েছে, সেই বুঝি আপনাকে বেচে গেছে?

গৌরী। সেই গয়নাই বটে। কিনে ব্যাটাকে দিয়ে আরও সব গয়না বেচ্‌তে পাঠিয়েছিল। আমি হাজার টাকা দিয়ে সে সব কিনে নিয়েছি।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ, তবে তো দাদা দাঁও মেরেছেন! সে যে পাঁচ সাত হাজার টাকার মাল। নগেন বাঁড়ুজ্যের শ্বশুর তার মেয়ের বে'র সময় প্যারিস্‌ হ'তে ফরমাস্‌ দিয়ে আনিয়েছিল। তা আপনি বসুন, আমি কিশোরীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌরী। ওঃ, খেয়েই এসেছি, পেট্‌টা আই-ঢাই ক'চ্চে।

সৃষ্টি। তা আপনি তো জানেন, জানোয়ারেরা চার পায়ে চলে ব'লে, তাদের খুব হজম হয়; আর আপনিও তো বৈঠকখানায় খাবারের পর, দোর দিয়ে চার পায়ে চলেন। আমি কিশোরীকে ডেকে আন্‌চি, আপনি ততক্ষণ হামা দিয়ে সাগু-পাঁউরুটী হজম করে নিন। সবে এই ব্যামো থেকে উঠেছেন।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

গৌরী। তাই চলি, খেয়েই বেরিয়েছি, পেট্‌টা কেমন ক'চ্চে। পায়ের সাড়া পেলেই উঠে দাঁড়াব। এই কি কিশোরী! কিশোরীর যেন আর এক রকম চেহারা দেখেছিলুম, বোধ হয় বিবির পোষাকেতে ব'দ্‌লে গিয়েছে।

মটুকোকে লইয়া সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টি। কিশোরি, ব'স; দাদা কোর্টসিপ ক'র্‌তে এসেছেন।

মটুকো। আচ্ছা তুমি স'রে যাও, আমি চেপে sit down ক'চ্চি।

সৃষ্টি। দেখ্‌চেন দেখ্‌চেন—কেমন রসিকা দেখ্‌ছেন! আমি চ'লে যাই, আপনি কোর্টসিপ করুন। কিশোরি, দেখ্‌ছ' না—দাদা তোমার সঙ্গে কোর্টসিপ ক'র্‌তে এসেছেন।

মটুকো। কে তোমার দাদা? যিনি নিমতলায় ব'সে আছেন? আপ্‌নি কোর্টসিপ ক'র্‌বেন তো near-এ আসুন। Give hand —good is the morning!

গৌরী। Dear!

মটুকো। Oh you naughty boy! (গালে চপেটাঘাত)

গৌরী। উঃ—হুঃ—হুঃ!

মটুকো। My open teeth desire one —আমার দাঁত বা'র করা বাঞ্ছারাম! আমার hand কেমন soft দেখ্‌লে?

গৌরী। উঃ! খুব soft—খুব soft!

মটুকো। আমাকে আপনি বিবাহ ক'র্‌বেন?

গৌরী। তুমি যদি কৃপা করো!

মটুকো। Oh yes—of course! এসো আংটী Macken zie Lyall করি—that is exchange করি।

গৌরী। না না, তুমি কৃপা ক'রে এই ornament-গুলি accept করো।

মটুকো। আচ্ছা তুমি লিখে দাও যে, ornament তুমি আমায় absent ক'চ্চো।

গৌরী। You mean present ক'চ্চ?

মটুকো। Oh yes— Oh yes— present! কিন্তু তুমি আমায় কিশোরী ব'লো না। লিখে দাও,—'মিস্‌ মটুকু'। যতদিন না marriage হয়, তোমার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির, কিন্তু আমি তোমাকে 'মিস্টার মুন্দর' ব'ল্‌বো, তুমি আমায় 'মিস্‌ মটুকু' ব'ল্‌বে।

গৌরী। আমি যে 'Presented to কিশোরী' ব'লে লিখে এনেছি।

মটুকো। Never mind—আমার এই নোটবুক ছিঁড়ে পেনসিলে লিখে দাও। (গৌরীশঙ্করের তদ্রূপ করণ) তবে আর কি Courtship হ'লো। এখন marriage-ring —fingerএ দাও।

গৌরী। না না, এ আংটীটে ভাল নয়;— একটা ভাল দেখে আংটী আন্‌বো।

মটুকো। আচ্ছা, এখন আমার ঐটে দিয়ে যাও, এরপর ভাল দেখে এনো। আংটী বদল

ক'রে গন্ধ-গোক্‌লো বিবাহ হোক্, তা হ'লে মা আর আমায়—অন্য Bride-groom-এর সঙ্গে বে' দিতে পা'র্‌বে না।

গৌরী। (স্বগত) হাজার টাকার হীরে খানা!

মট্‌কোর নৃত্য ও গীত

হারে বেলা গোলেনা কে'সা চমকে।
ঝুমে যাতি যূ'তি—মালতি পাঁতি,
চম্পক চামেলী ঝুমি ঝকে।
খেলে পারুলকুল, বকুল মুকুল,
শেফালি সারি তর তর তর,
মল্লিকা দোলে টগর,
ফুল-লহর দোলে, অনিল চুমি চলে,
চাকি চুকি লালি আভা চলে।

গৌরী। আচ্ছা নাও! (অঙ্গুরী প্রদান)

মট্‌কো। তবে dear, আমাদের বে, শ্রীরামপুরে হবে, মা আমায় সেইখানে নিয়ে যাবেন। মা তোমার সঙ্গে বে' দিতে রাজি হচ্চে না, Consent Act ক'চ্চে। কিন্তু আ'ন্দ খুড়োর দমে প'ড়ে গিয়েছে। আ'ন্দ খুড়ো ব'লেছে যে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র সেইখানে আমায় বে' ক'র্‌তে যাবে। বড় মজা হবে!—তুমি যখন বর সেজে যাবে, আমি my dear ব'লে তোমার গলা ধ'র্‌বো। আর মা বেটী আছাড় খেয়ে চেল্লাতে থাক্‌বে, 'ওরে আমার কি হ'লো রে! বুড়োর সঙ্গে আমার মেয়ে জুটলো রে!' বাড়ীতে একটা মড়া-কান্না উঠে যাবে my dear! আমিও শিখে রাখ্‌বো, তুমি ম'লে অম্‌নি ক'রে কাঁদ্‌বো।

গৌরী। Angel—Angel!

মট্‌কো। Right angel trangel! কিন্তু তুমি দশ হাজার টাকার কাগজ endorse ক'রে, আর দলিলগুলো নিরুবাবু উকীলের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, নইলে তোমার নাতি আমায় মেরে নিয়ে যাবে। আমি অবলা-সরলা-বালা, তখন কি ক'র্‌বো প্রাণনাথ!

গৌরী। তা ঠিক হবে—তা ঠিক হবে।

মট্‌কো। দেখো dear lover, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন স্বপন দেখে না উঠি! যদি ব্রজেন্দ্র আমার হাত ধরে, তা হ'লে আমি আর বাঁচ্‌বো না। 'জ্বল্ জ্বল্ চুলি দ্বিগুণ দ্বিগুণ,—পরাণ স'পিবে বিধবা বালা!'

গৌরী। সে my chuck, তুমি ভেবো না। সৃষ্টিধর আর আনন্দরাম—খুব policy ক'রেছে।

মট্‌কো। কি পুলিস কেস ক'রেছে আমার কেলে হুলো?

গৌরী। দেখ না,—গুরুগোবিন্দ তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে কাল তোমাদের বাড়ী আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র সেই খোঁড়া মেয়েকেই বে' ক'র্‌তে আস্‌বে। মনে ক'র্‌বে তোমায় বে' ক'র্‌তে এসেছে।

মট্‌কো। সে স্কুলটিন্‌ডেন্‌সিপ পাশ ক'রেছে, সে কি ভুল্‌বে? প্রাণনাথ, তুমি পায়ে রেখো!

গৌরী। ভয় কি—ভয় কি! কি policy করা গেছে জান? ওরা সব ঠিক ক'র্‌তে পাচ্ছিল না, আমিই বুদ্ধি ক'রে ব্রজেন্দ্রকে ব'লেছি, "তোমার বে' আমি কিশোরীর সঙ্গে দেব, আর কিশোরীকে একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা যৌতুক দেবো; উকীলের বাড়ী লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছি, বাড়ীর দলিল আর দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এনডোর্স ক'রে উকীলের কাছে জমা রেখেছি।" সেই দলিল, কোম্পানির কাগজ আর লেখাপড়া দেখে তবে বেজা বে' ক'র্‌তে রাজী হ'য়েছে।

মট্‌কো। তবে তো সে খুব দাঁও মেরে দিলে, dear?

গৌরী। My love, আমার বুদ্ধির কাছে কি বেজার বুদ্ধি, আমি তার ঠাকুর দাদা! আমি উকীলকে লিখে দিয়েছি যে, বেজা যদি কিশোরীকে বে' করে, তবে দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দেব। তা সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না!—তোমাতে আমাতে বে' হবে। এদিকে গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ে তো আমাদের বাড়ীতে আসুক, আর আমি এদিকে ধুমধাম ক'রে, গায়ে হলুদ পাঠিয়ে ইংরেজী ব্যান্ড বাজিয়ে ব্রজেন্দ্রকে পাঠাবো। চেলীর সাড়ী মুড়ি দিয়ে খোঁড়া ক'নে আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র বুঝতে পার্‌বে না, ভাব্‌বে তোমায় বে' ক'চ্চে!

মট্‌কো। আর আমরা দু'জনে,—'আজি

দিন দ্বিপ্রহরে, হেরিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করী!' কি বল? আমরা দুপুরে রেতে তোমায় নিয়ে মা গঙ্গার তীরস্থ ক'র্‌বো।

গৌরী। অত বুড়ো নই my dear—অত বুড়ো নই!

ম'ট্‌কো। তবে কি আমার কপালে widow-marriage নাই! কি ক'র্‌বো? তবে তুমি এসো, আজ রাত্রে আবার আমায় ভাত চড়াতে হবে।

গৌরী। তুমি ভাত রাঁধো না কি?

ম'ট্‌কো। দুবেলা ভাত-ডাল আমিই তো ride করি, মা শুধু throw down ক'রে নেয় বই তো নয়। বড় মজা হবে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র মনে ক'র্‌বে, আমায় বে' ক'র্‌তে এসেছে। তার ঘাড়ে খোঁড়া মেয়েটা প'ড়বে, আর শ্রীরামপুরের কুলঘাটে তোমাতে আমাতে হ্যানিমুন হবে!—Bravo, Bravo!—give hand! দেখো, তুমি অনেক লোক gatheration ক'রে বে' ক'র্‌তে যেয়ো না। সৃষ্টিধর দাদা আর তুমি ট্রেণে ক'রে চুপি চুপি যেয়ো; আমার hand kiss করো।

[ম'ট্‌কোর প্রস্থান।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টি। দাদা, এতদিনে আমার জীবন সার্থক হ'লো, হর-গৌরী মিলন দেখ্‌তে পেলেম!

গৌরী। দেখ' ভায়া, ঐ আংটীটে ব'দ্‌লে এনো, বড় বেশী দামের আংটীটে!

সৃষ্টি। আঃ! কাল তো বিয়ে, আপ্‌নি ভাব্‌ছেন কেন?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সদাশিব গুপ্তের উঠান

মিঃ রামসহায় দে ও তড়িৎসুন্দরী

রাম। দিদি, এই দোরে ধাক্কা দাও, এইখানে কিশোরীর মা থাকে। অমন actress তুমি পাবে না। তুমি বোঝাবে যে, তোমাদের ড্রামাটিক সমিতিতে কিশোরীকে দিলে এক পয়সা লাগ্‌বে না, কিশোরীর বিবাহ হবে! তা হ'লেই মাগী বিবাহ দিতে রাজী হবে। তুমি ব'লো যে, তুমি পাত্র ঠিক ক'রেছ, আমার নাম ক'রো।

তড়িৎ। তোমার বে' আমি টাকা না পেয়ে দেব না।

রাম। বে' দেবে কেন? তুমি মিছে ক'রে ব'ল্‌বে, উচ্চ কার্য্যে pious fraud অর্থাৎ ধার্ম্মিক জুচ্চুরী করা উচিত। তুমি ব'লো যে আমি কিশোরীকে love করি। আমার ঘর আছে, বাড়ী আছে, হাইকোর্টের pleader, একটা সাজিয়ে-গুজিয়ে ব'লো, তোমার থিয়েটারের মুখ তো! আমি চল্লুম।

[রামসহায়ের প্রস্থান।

তড়িৎ। (জোরে দোরে ধাক্কা দিয়া) কিশোরীর মা! কিশোরীর মা!

কিশোরীসহ রামেশ্বরীর বাহিরে আগমন

রামে। কে গা বাছা?

তড়িৎ। আমি ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির President। কিশোরী নামে আপনার এক অবিবাহিতা কন্যা আছে, যাতে বিনা ব্যয়ে কন্যাদায় হ'তে আপনি মুক্ত হন, তার উপায় ব'ল্‌তে এসেছি।

রামে। বাছা, আমি হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ ক'র্‌তে পারি, এর ভেতর যদি ক'রে দিতে পারো, তা' হ'লে আমায় কিনে রাখো।

তড়িৎ। তোমার এক পয়সা লাগ্‌বে না, তুমি কিশোরীকে আমাদের ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার ক'রে দাও।

রামে। সে আবার কি বাছা?

তড়িৎ। শোন না, তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। কি জানো, আমাদের থিয়েটার আছে, অভিনয় ক'র্‌বে। তা' হ'লে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে, যাদের থিয়েটারের actressকে বড় পছন্দ। তোমার মেয়েকে বিস্তর টাকা দিয়ে, বিস্তর গহনা দিয়ে, অনেক বড় মানুষের ছেলে বে' ক'র্‌তে চাবে।

রামে। হ্যাঁ বাছা, তুমি কি বহুরূপী সেজে এসেছ?

তড়িৎ। বহুরূপী নয়—বহুরূপী নয়। আমাদের নূতন preeching এর গান শোনো!

ড্রামাটিক ক্লাবের হেম চৌধুরী বেঁধে দিয়েছে। (হুইসেল্ দান)

রামে। ও কি ক'চ্চ—ও কি ক'চ্চ?

তড়িৎ। হুইসেল্ দিচ্চি, actress enter ক'র্‌বে।

হুইসেল্ দান

নাচিতে নাচিতে যুবতীগণসহ রামসহায়ের প্রবেশ

গীত

ঘরে ঘরে করি আয় প্রচার।
হবে অনায়াসে মেয়ে পার,
ঘুচ্‌লো মেয়ের ভার।
সোজায় কিসে হয় মেয়ের বিয়ে,
সবাই শোন মন দিয়ে—
সমিতিতে ভর্ত্তি করো মেয়ে নে গিয়ে;
অবজেক্‌সন থাক্‌বে না তো কার,
ব্রহ্মজ্ঞানী চক্ষু বুজে দেখ্‌বে থিয়েটার,
চ'ড়ে জুড়ি ফেটিং,
বাঁকা টেরী আস্‌বে দলে দল,
ভ'রে যাবে হল্;
অ্যাক্‌ট্রেসের বিয়ের উমেদার,
পল্টনের সার দাঁড়াবে দু'ধার,
শোন সব গ্ল্যাড্‌টাইডিং ভয় কি আর
ঘুচ্‌লো বিয়ের ভার॥

ধুয়া

যারা মত্ত অ্যাকটিং সংস্কারে,
তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা ভাই বোনে প্রিচ্ করে,
তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা অ্যাক্‌টার জোটায় ছোঁড়া ধ'রে,
তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা ছোঁড়া ধ'রে ছুঁড়ী করে,
তারা তারা একজন এসেছে রে।
যাদের ছুঁড়ী দেখ্‌লে নয়ন ঝরে,
তারা তারা একজন এসেছে রে।
যারা ছোঁড়া দেখ্‌লে প'ড়ে ম'রে,
তারা তারা একজন এসেছে রে।

দিদি! কিশোরীকে আমার দেখ্‌তে বল'—বলিয়া রামসহায়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও চীৎকার

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টি। Oh horror! Oh murder! My love, my dear, আমার প্রাণেশ্বরি, আমার ঘুঘু!—প্রাণেশ্বরি, আজ কোর্টসিপ্ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। প্রাণেশ্বরি! প্রাণেশ্বরি! তোমার ভাইকে আলিঙ্গন ক'র্‌বো কি তোমাকে আলিঙ্গন ক'র্‌বো? কিশোরি, কিশোরি, একখানা পি'ড়ী আন, প্রিয়া আমার বসুক! না হয় প্রাণপ্রিয়ে, তুমি পা ছড়িয়ে ব'সো, তোমার মুখচুম্বনের জন্য আমার দাঁত সড়্ সড়্ ক'চ্চে। এই দেখ, এই দেখ, আমি প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়েছি! তোমার প্রেমে ঢ'লে প'ড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করি। Thief—Robber—চোর—চোর—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা, আমার প্রাণ চুরি ক'রেছে, ধরো—ধরো!

রাম। দিদি, পালাও, বড় বেপড়্‌তা।

তড়িৎ। ওরে বাপ্‌রে! কাম্‌ড়াবে নাকি?

সৃষ্টি। চোর—চোর!

[তড়িৎসুন্দরী, রামসহায় ও যুবতীগণের পলায়ন।

রামে। এ কি রে সৃষ্টিধর?

সৃষ্টি। ও তোমায় ব'ল্‌বো, এখন কথা শোন, কিশোরী যা। আমি এখানে ভাত খাবো,—ভাত চড়া গে।

কিশোরী। দাদা, ওদের তাড়িয়ে দিলে কেন?

সৃষ্টি। যা পোড়ারমুখী চ'লে যা, তোরে বে' ক'র্‌তে এসেছিল, বে' ক'র্‌বি?

কিশোরী। ওমা ছিঃ!

[কিশোরীর প্রস্থান।

সৃষ্টি। কাকীমা, শোন' এখনি সব গায়ে হলুদের সামগ্রী আস্‌চে, তুমি চুপি চুপি গায়ে হলুদ দে ঠিক ক'রে রেখো।

রামে। কি হ'লো বাবা!—কি হ'লো?

সৃষ্টি। সব ঠিক ক'রেছি, ঐ কাকাবাবু আস্‌ছে, সব শুনো। ঐ গৌরীশঙ্করের নাতির সঙ্গে কিশোরীর আজ বে' হবে।

সদাশিবের প্রবেশ

সদা। সৃষ্টিধর, বাবা চিরজীবী হ'য়ে থাকো।

সৃষ্টি। ম'শায়, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন এখন, আগে কাজ উদ্ধার হোক্।

রামে। কি হ'লো, একবার বল না?

সৃষ্টি। তুমি কিশোরীকে নিয়ে আমাদের বাড়ী যাও, তার পর হলুদ এলে কিশোরীর গায়ে দিয়ে ঠিক্ ক'রে রেখো। গায়ে হলুদের সামগ্রী নিয়ে এখনি এলো ব'লে! সব সাজাচ্চে—গোছাচ্চে, আমি এই দেখে এলুম।

রামে। দেখিস্ বাবা, কিছু তঞ্চক ক'চ্চিস্ নি তো? মেয়ের খোঁটার ঘর হবে না তো?

সৃষ্টি। না গো না, উকীল দাঁড়িয়ে কাজ হ'চ্চে, এতে তঞ্চকের যো আছে?

সদা। হ্যাঁ হে, উকীল সব ঠিক ক'রেছে তো? লেখাপড়া সব ঠিক তো?

সৃষ্টি। হ্যাঁ ম'শায়, আমি লেখাপড়ার একটা কাপি এনেছি, এই দেখুন। "যদি সদাশিব গুই আমার নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে তার কন্যা কিশোরীর বিবাহ দেয় তাহা হইলে যে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যা endorse ক'রে উকীলের বাড়ী রাখিয়াছি ও যে বাড়ীর দলিল পত্র উকীলের বাড়ী জিম্মা রাখিলাম, সে সমস্ত কিশোরী পাইবে। আমার নাতি ব্রজেন্দ্র, আমার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রীর একরূপ পালিতপুত্র, সেই দুঃখিনীর স্মরণার্থে এই সম্পত্তি, যদি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সদাশিবের কন্যা কিশোরীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে কিশোরী সমস্ত পাইবে। বাড়ীখানির নাম থাকিবে, "প্রমদা-কুটীর" আমার অভাগিনী তৃতীয় পরিবারের নাম ছিল প্রমদা। যান্ যান্. দেরী ক'র্‌বেন না!

রামে। হ্যাঁগা, এতো আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলেম না।

সৃষ্টি। বুঝো এখন গো—বুঝো এখন; তোমার উপর বুড়ো ভারি চটা। ব'লেছে, 'যদি সদাশিবের পরিবার বাড়ীতে থাকে, তা হ'লে আমি আমার নাতির বে' দেব না। আমার সঙ্গে যেমন বে' দিতে চায় নি, তার শাস্তি এই যে, সে আমার নাতির সঙ্গে তার মেয়ের বে' দেখ্‌তে পাবে না।' এখন এসো।

রামে। হ্যাঁ বাবা, যদি রেগেছে, তবে বে' দেবে যে?

সৃষ্টি। ওগো অশৌচের সময় হাঁপানীতে ভুগ্‌লে জান না? বদ্দিতে ব'লেছে, আর সে বেশী দিন বাঁচবে না, তাই বুড়োর মতি ফিরেছে, কাকাবাবুর ঠেঙে সব শুনো এখন; এখন যাও।

[সদাশিব ও রামেশ্বরীর প্রস্থান।

আনন্দরামের প্রবেশ

সৃষ্টি। আন্দ খুড়ো, কি হ'লো?

আনন্দ। যেমন ব'লেছ বাবা! আমি লাল কাপড় পরিয়ে বস্তীতে যত বেটী দুধ বেচুনি ছিলো—সব নিয়ে এসেছি, আর তাদের ঘরের মানুষদের পাঁচ পাঁচ টাকা ক'বলে খান্‌সামা ক'রে এনেছি। তাদের ভেতর জন দুই তিন বামুনও ছিল, তারা পরিবেশন ক'র্‌বে ব'লে এনেছি; আর শম্ভুচরণ ব'লে, এক ব্যাটা থিয়েটারের 'পাট' না কি 'শোন্' লেখে, সেই ব্যাটা দাওয়ান হ'য়ে এসেছে। ব্যাটা খুব বব্বুলে।

সৃষ্টি। সে ব্যাটা কিছু আঁচ পায়নি তো?

আনন্দ। বাবাজি! এতদিন ভিক্ষে ক'রে খেলুম, সে ব্যাটার চোখে কি আর ধুলো দিতে পারি নি। আর চার ব্যাটা মেড়ুয়া গাড়োয়ান, তাদের গরু ম'রে গিয়েছে, তাদের দরোয়ান ক'রে এনেছি।

সৃষ্টি। এইবার তুমি দাড়ি-গোঁফ প'রে জমীদার হ'য়ে বৈঠকখানায় ব'সো।

আনন্দ। ব'স্‌ছি বাবা, তোমার কল্যাণে তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়ে, রুপোর গুড়্‌গুড়িতে তামাক টেনে নেব।

[আনন্দরামের প্রস্থান।

সৃষ্টি। (গাড়োয়ানগণের প্রতি) তোম লোক দেউড়ীমে বৈঠ। (পুরুষগণের প্রতি) দেখ, তোমরা বরের বাড়ীর লোকজন যত আস্‌বে, তাদের অভ্যর্থনা ক'র্‌বে। (স্ত্রীগণের প্রতি) আর তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও, বরের বাড়ীর ঝিরা এলে, খাবার-দাবার পাঠিয়ে দিচ্চি, খাইও—দাইও। (ব্রাহ্মণগণের প্রতি) ঠাকুর, তোমরা পরিবেশন ক'রো। মস্ত জমীদার, বে' হ'য়ে গেলে খুব বক্‌সিস পাবে।

১ ব্যক্তি। হ্যা সৃষ্টিধর বাবু, জমীদার বাবু কোথায়?

সৃষ্টি। বৈঠকখানায় গুড়ুগুড়িতে তামাক খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ওরে নিদে—নিদে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

নেপথ্যে। ক'ল্‌কে ব'দ্‌লে দে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

১ স্ত্রীলোক। হ্যাঁ বাবু, মা ঠাকরুণ আসেন নি?

সৃষ্টি। তিনি সন্ধ্যার সময় পৌঁছোবেন, তোমাদের হার অনন্ত নিয়ে আস্‌বেন। তোমাদের খুব জোর বরাত! (ভৃত্যগণের প্রতি) নাও, সব তামাক টামাক দেখে শুনে নাও, ঐ ভাঁড়ার ঘরে আছে। (গাড়োয়ানদের প্রতি) দরোয়ানজী, বাইরে বেঞ্চি পেতে বসো গে।

[সকলের প্রস্থান।

গায়ে হলুদ লইয়া ফ্যান্সি ড্রেসে দাস-দাসী ও দারোয়ানগণের প্রবেশ ও গীত

দাসীগণ। ছিলুম কুম্ভকর্ণের মাসী,
এড়া ভাত বেড়ে নিয়ে বসি,
করি একাদশী—গুল মুখে দে
ঘুমিয়ে পালি নিশি,
(কথায়) ক'নের মা, তেল হলুদ নাও।

অন্য দাসীগণ। ত্রেতায় ছিলুম সুর্পনখা,
দ্বাপরেতে সাজি কুজী,
কাজ ক'রতে সাধে মাসী হই রাজী
ঘরামী ছোঁড়ার নেই পুঁজি,
চেপে ভাতটি বেড়ে নিয়ে যাই—
দাওয়ায় ব'সে দু'জনে খাই!
(কথায়) সাড়ী সিঁদ-চুপ্‌ড়ি ওগো এয়োরা সব নিয়ে যাও।

ভৃত্যগণ। লিখেছে ভারতচন্দর,
বিদ্যেসুন্দরের আমরাই সুন্দর,
যখন নেয়ে আসি, বাবুর বাড়ীর
ক্ষেন্তি দাসী,
টেরী-টিপ দেখে বলে, 'আ মরি কি সুন্দর!'
(কথায়) সিদু—থালা রাখো—তামাক চাও।

দারোয়ানগণ। কুস্তিগির হাম্ম মহাবীর,
রাতিমে যাতা বাহির,
দেউড়ী মে রহানে মানা—কিয়া কবীর!
(কথায়) গাঞ্জা লে আও,—কাঁহা বৈঠে বাতাও।

আনন্দ। (জমীদার গুরুগোবিন্দের ভাগে প্রবেশ করিয়া) ওরে সর্ব্বেশ্বর, ওরে গোরা, ও ভূতির মা, এদের সব জল-টল দাও, পা ধোবার জল-টল দাও, তামাক-টামাক দাও। হরু ঠাকুর, সব পাত-টাত ক'রে দাও। (স্বগত) ও ছিষ্টেটা এতও পারে, এদের আবার সং সাজিয়ে এনেছে! (প্রকাশ্যে) দেখ,' কারো যেন অযত্ন না হয়, রেলে চ'ড়ে এসে আমার মাথা ধ'রেছে। ও সদী, গিন্নী এলে আমায় খপর দিস্‌, আমি শুই গে।

[আনন্দরামের প্রস্থান।

১ স্ত্রী। এসো গো এসো, মা ঠাক্‌রুণ বলেন,—এ গরীবের কুঁড়ে, তোমাদেরই ঘর, কিছু মনে ক'রো না।

১ ভৃত্য। আরে আস্‌তে আজ্ঞা হয়, তামুক খাও।

১ দরোয়ান। আও ভাই, বাহারমে বৈঠো, তামাকু-উমাকু পিয়ো।

শম্ভুচরণ। দাওয়ানজী ম'শায়, আস্‌তে আজ্ঞা হোক। কর্ত্তার শিরঃপীড়া হ'য়েছে, একটু শুয়েছেন। এ বাড়ীতে স্থান নাই, তবে মিত্তিরজা ম'শায় জেদ ক'ল্লেন, শ্রীযুত আর কি ক'র্‌বেন বলুন?

দাওয়ান। তাতো বটে—তাতো বটে।

শম্ভুচরণ। আসুন, তামাক খাওয়া যাক্‌—আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীরামপুর ষ্টেসন

ধর্ম্মযাজকবেশে কিনু ও বামা

গীত

কিনু। যদি সাহেব হবা, মাথায় দেবা
জর্ডন নদীর পানি।

বামা। যদি ম্যাম হবা, তো আইস খাবা,
রুটি মাখম চেনি॥

উভয়ে। (আইস—আলোয় আইস চলে!)

কিনু। ধরবা ছুরী চামচ কাঁটা—

বামা। চেবাবা ছাঁচি কুম্‌ড়ার ডাঁটা—চিংড়ি দিয়া—
কিনু। সান্‌কের বিচে থুইয়া;
উভয়ে। দান্য সরাব চুমকে খাবা, মিশায়ে আমানি॥
(আইস—আলোয় আইস চলে!)
কিনু। আঁট বা পেন্টুলুন—
বামা। ঝোলাবা গাউন—সাজ্‌বা ম্যাম,
কিনু। বল্‌বা ড্যাম্‌;
উভয়ে। সাহেব ম্যামে নাচবা দু'জন
ধিন্‌ ধিনা ধিন্‌ ধিনি॥
(আইস—আলোয় আইস চলে!)

বামা। অরে চ'—চ', এখানে কেন এলি?

কিনু। মুশায়, আইসেন — আলোয় আইসেন।

১ লোক। কি উৎপাত!

কিনু। আইসেন—আইসেন!

২ লোক। বাপু, চোখের ব্যামো,—অত আলো সইবে না, তোমরা আলোতে থাক'।

বামা। আলোয় আস্‌বে কে? বল্লুম, এলাহাবাদের টিকিট কেন।

কিনু। আরে বুরা এতক্ষণ ট্যালিগ্রাফে খপর দিছে। এহানে কেউ খোজ্‌বে না, এই শ্রীরামপুরটা পাদ্রীর আড্ডা।

বামা। কোথায় থাক্‌বি?

কিনু। আরে সহর জায়গা, থাক্‌বো কনে ভাবতিছ ক্যান?

বামা। ছিষ্টিধরটাকে পাঁচ পাঁচশো টাকা দিলি। আমি ব'লেছিলুম, প'চিশটে টাকা দে, তা তুই শুনলি কই?

কিনু। হ্যাদে, সে কি না সেই ছাওয়াল! তারে না দিলি এতক্ষণ জ্যালে নে ঠ্যাস্‌ তো।

বামা। তবে চ'—এই বেলা চ'।

কিনু। আরে র' না, গাড়ীটে আস্‌তিছে, মুই বক্তার হইমু, লোকে অবাক হইয়ে শুন্‌তি থাক্‌পে, আর তুই জামার জ্যাবে হাত চালায়ে কিছু সাধাবি। ঢাহা যাওয়ার পথ খরচটা হবে।

বামা। না আমি বক্তার হবো, তুই জামার জ্যাবে হাত চালাস্‌।

কিনু। হ্যাদে তুই বক্তার হবার জানিস্‌ কি—যে বক্তার হবি?

বামা। আমি লোকের জামার জেবেয় হাত দিতে পা'র্‌বো না।

কিনু। তবে দ্যাখ, তুই এই খাতাখানা ল, বল্‌বি, 'কানার ঘর বেনিয়েছিস, তার খরচা চাই।' দু'একটা ছোঁরা বেকুব আছে, কিছু চান্দা দেবে অ্যানে।

বামা। ঝাঁটা খাবার জুত করেছিস্‌? রেল-পুলিসের নজর জানিস্‌?

কিনু। আরে স্যাব-ম্যাম হয়ছি, কার বাপের সাদ্দি আগোয়। থাক্‌ বরাত ঠুকে, গাড়ী আসুক, একটা বরাৎ লাগ্‌বেই লাগ্‌বে, ঐ গাড়ী আস্‌তিছে।

ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া প'হুছিল; সৃষ্টিধর ও বরবেশে গৌরীশঙ্করের গাড়ী হইতে অবতরণ।
জনতা ও কোলাহল

১ লোক। ছিরামপুর—ছিরামপুর।

২ লোক। পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে।

৩ লোক। পান-চুরুট-সিগ্রেট!

৪ লোক। চাই মিঠাই।

৫ লোক। মুটে—মুটে!

কিনু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। অন্ধ অনাথাদের কিছু চাঁদা দিন, স্বর্গের সিঁড়ি করুন!

গৌরী। এই বামী বেটি! পুলিস, পুলিস, চোর চোর,—পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো।

পুলিস কর্তৃক বামার ধৃত হওন

কিনু। আইসেন,—আলোয় আইসেন!

বামা। ওরে, ও গুখোর ব্যাটা, আমায় পুলিসে ধ'রেছে।

কিনু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। এই তোরে আলোয় আসাচ্চে! বাবু, ঐ কিনে গুখোর ব্যাটা! ওকে ধরো, আমি কিছু জানি নি।

কিনু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

গৌরী। কিনেই তো বটে, পাহারাওয়ালা—পাক্‌ড়ো!

পুলিস কর্তৃক কিনুর ধৃত হওন

তবে রে ব্যাটা, গিলটী বিক্রী ক'রে পাদ্‌রী হ'য়েছ?

কিনু। কেডা তোমার কিনে? পাদ্‌রী সাহেবের সাথ জুলুম কচ্চ?

জমাদার। আরে ভাই পাক্‌ড়া গিয়া, এতো ফিকির চলেগা নেই, হামি তোম্‌কো জেল দিয়া থা। হাওড়া ষ্টেশনমে পকেটসে ঘড়ী উঠায়া থা, হামি তোম্‌কো পাকড়কে জেল দিয়া থা না?

কিনু। তবে বুড়ারেও পাকরাও, ও চোরাই মাল কেন্‌চে।

জমা। সো বাৎ পিছে হোগা দাদা!

কিনু। মিত্তিরজা মুশায়, আমায় ছাড়ান দ্যান! শোনেন, আপনি বিয়া কর্‌বার ক'নে যাতিছেন? সদাশিব বাবুর মাইয়ার আপনার নাতি বেজেন্দ্রের সাথে বে' হতিছে দেখেন যাইয়ে;—সৃষ্টিধর বাবু আপনারে ঠকাইয়া এহানে আন্‌ছে। মুই সত্যি বলতিছি, মোরে কইছিলো যে আপনাকে লইয়া বালীতে আস্‌বে। তাই ছিরামপুরে আস্‌ছি, নইলে বদ্দমানে যাতাম। ছিষ্টিধর বাবু, মোর সাথও জুয়াচুরী কর্‌লেন? আমি তো তোমারে ঠকাই নাই।

সৃষ্টি। তোমার ভয় নাই—ভয় নাই, ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও।

বামা। আর ঠাণ্ডা হবে আমার গুষ্টির মাথা! ছিষ্টিধর বাবু, তুমিও এই জুচ্চুরীর মধ্যে আছ।

গৌরী। সৃষ্টিধর ভায়া, এ সব কি বলে? ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে' হ'চ্চে?

সৃষ্টি। আজ্ঞে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তবে সদাশিব খুড়ো কি জুচ্চুরী ক'রেছে? আসুন, ওয়েটিং রুমে চলুন, এখনি ক'ল্‌কাতার গাড়ী আস্‌বে। দেখুন দাদা, এই খুড়ো ব্যাটাকে জেলে দেব তবে ছাড়্‌বো। (অন্তরালে কিনুর প্রতি) কিনু, বামাকে চুপ ক'র্‌তে বল, আমি সব ঠিক কচ্চি।

কিনু। বামা, চুপ দে। সৃষ্টিধর বাবু বাগাবে এনে, ও গরীব মার্‌বার লোক নয়।

গৌরী। ঠাণ্ডা হবো কি? বলো, কি জুচ্চুরী ক'রেছে বলো?

সৃষ্টি। ম'শায় ব্যস্ত হবেন না, ক'ল্‌-কাতায় ফিরে চলুন, খুড়োর জুচ্চুরীটে আমি বার ক'চ্চি!

গৌরী। ভায়া, আমি সব ব্যাটাকে বাঁদিয়ে দেবো, তোমায়ও ছাড়বো না।

সৃষ্টি। ম'শায়, আমি তো আর পালা-চ্চিনে। ঐ আন্দে ব্যাটা এত জোচ্চর তা আমি জানি নে! গুরুগোবিন্দের মেয়ের বে'র লগ্ন রাত দুপুরে। আমি আপনার সঙ্গে যদি কিশোরীর বে' দিতে না পারি, তখন আপনি জেলে দেবেন। আসুন, ওয়েটিং রুমে আসুন। জমাদার সাহেব, ওদের সব নিয়ে এস, দেখ না তোমায় কিছু পাইয়ে দিচ্চি।

কিনু। বামা, সৃষ্টিধর বাবু যা বল্‌তিছে, তাই শুনে চেপে থাক্‌। বুড়া কিছু কর্‌বার পার্‌বে না।

নেপথ্যে। ঘণ্টা মারো—ঘণ্টা মারো—

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সদাশিবের বাটীর বাহির

সদাশিব, আনন্দরাম, রামসহায়, নিরু উকীল, তড়িৎসুন্দরী, ম'ট্‌কো ও বরযাত্রিগণ

১ বর-যাত্রী। বর-ক'নে স্ত্রী-আচার ক'র্‌তে নিয়ে যাও—স্ত্রী-আচার ক'র্‌তে নিয়ে যাও।

২ বর-যাত্রী। বাঃ, বাঃ—রাজযোটক!

আনন্দ। ঐ বুড়ো আস্‌চে।

গৌরীশঙ্কর, সৃষ্টিধর এবং কিনু ও বামাকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ

সদা। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, ভালুই ম'শায়!

গৌরী। তবে রে ব্যাটা, জুচ্চুরী! দশ হাজার টাকা আর বাড়ী ঠকিয়ে নেবে? যা ব্যাটা জেলে যা।

আনন্দ। (রামসহায়ের প্রতি) দেখ, ভদ্র-লোকের মেয়ে বা'র কর্‌বার জন্যে বোনকে গৃহস্থের বাড়ীতে এনে trespass ক'রেছ, সে চার্জ্জ হ'তে বেঁচে যেতে চাও, তা'হলে আমি যে রকম ব'ল্‌ছি, সে রকম করো।

রাম। ম'শায়, আমি তো রাজী আছি—রাজী আছি! কিন্তু কিছু দেবেন, দু'শো টাকার মধ্যে 'মুভিং ষ্টেজ' হবে, তা হ'লে তড়িৎসুন্দরীর আর মুখনাড়া খাই না।

গৌরী। দেখ সদাশিব, ভাল চাও তো বিয়ে ক্যান্‌সেল করো; আমার সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে দাও।

আনন্দ। দেখ্‌ছো—বুড়ো কি আমুদে লোক দেখ্‌ছ? নাতবউকে বে' ক'র্‌তে চাচ্চে! রসিকতাটা একবার দেখ, নাতবউ-এর বে' ফিরে নিতে চাচ্চে!

গৌরী। রসিকতা বই কি! চালাকি না কি? তোমাকেও জেলে দেব।

রাম। ম'শায়, আমার থিয়েটারের ছোক্‌রা ম'ট্‌কোকে আপনি 'মিস ম'ট্‌কু' ব'লে, এই সব জিনিষ present দিয়েছেন। আমি আপনার নামে kidnappingএর চার্জ্জ দেবো।

ভুলো পোদ্দারের প্রবেশ

ভুলো। ম'শায়, আমি ভুলো পোদ্দার। আপনি গিল্টীর গয়না সাচ্চা গয়না ব'লে present ক'রেছেন, এই আপনার হাতের লেখা। আপনি বড়লোক, আপনার সই চিনি, তাই বাঁধা রেখে টাকা দিয়েছি।

সৃষ্টি। দাদা, কি ক'র্‌বে দাদা! এ বড় ফ্যাসাদ! আপনি নাতি-নাতবউকে সব আশীর্ব্বাদ করুন। সকলকে বলুন যে, আপনার প্রিয় নাতি—তেজপক্ষের পালিত পুত্র—বে' ক'র্‌তে চায় না, তাই এই কৌশল ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু টাকা খরচ ক'রে এই ব্যাটাদের মিটিয়ে দিন, নইলে আর উপায় নাই। এই নিরুবাবু উকীল আছে, জিজ্ঞাসা করুন। আর আপনি ত আইন জানেন।

গৌরী। হ্যাঁ নিরু বাবু, এ কি হবে?

নিরু। আজ্ঞে—ম'শায় তো বুঝ্‌চেন, সৃষ্টিধর বাবু যা ব'ল্‌ছেন, তা ছাড়া তো আর উপায় দেখি না।

গৌরী। এ্যাঁ এ্যাঁ, ধনে-প্রাণে মারা গেলেম—ধনে প্রাণে মারা গেলেম!

সৃষ্টি। না দাদা, ভয় নাই, আমি তোমার ক'নে ঠিক ক'রেছি। (তড়িৎসুন্দরীর প্রতি) প্রাণপ্রিয়ে, গৃহস্থের মেয়ে বা'র ক'র্‌তে এসেছিলে, trespass আর kidnappingএর charge তুমি এড়াতে পাচ্চ না, তবে এক উপায় আছে, যদি তুমি দাদাকে বে' করো।

নিরু। তড়িৎসুন্দরী, আমি তোমাকে prosecute কর্‌বার instruction পেয়েছি।

তড়িৎ। না না, আমি বিয়ে ক'র্‌তে রাজী আছি।

সৃষ্টি। তবে দাদাকে আলিঙ্গন করো।

গৌরী। ও বাবা! এ কে রে? সৃষ্টিধর, ভাই, আমি নাকে কানে খৎ দিচ্চি—আর যদি বে' ক'র্‌তে চাই; তুই বর-ক'নে আন্‌তে ব'ল, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যাই। আমার হাঁপানি আছে, ও বেটী ধ'র্‌তে আস্‌ছে, তা' হ'লেই মারা যাবো।

সৃষ্টি। তড়িৎসুন্দরী, তোমাতে আমাতে love করি এসো। ও বুড়োকে ছেড়ে দাও।

বর-ক'নে-বেশে ব্রজেন্দ্র ও কিশোরীর প্রবেশ

ব্রজেন্দ্র। কিশোরি, প্রণাম করো। দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন।

গৌরী। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, তা হ'য়েছে—তা হ'য়েছে। আমার অসুখ শরীর—আমি শুইগে।

সৃষ্টি। আমি সেকেন্ ক্লাশ গাড়ী আনাই।

কিনু। সৃষ্টিধর বাবু, আমাগোর কি হবে?

সৃষ্টি। তা তো বটে, দাঁড়া না। দাদা, charge withdraw ক'রে নিন। আর আপনার কাছে তো টাকা শ' দুই তিন আছে, এই জমাদার সাহেবকে দিয়ে বিদায় করুন।

গৌরী। এই নাও জমাদার সাহেব, আমি ঝক্‌মারি ক'রেচি!

জমা। বাবু, সেলাম।

ম'ট্‌কে। My dear! প্যাজ-পয়জার—onion-sleeper দুই-ই হ'লো, তবে হীরের আংটী—সৃষ্টিধর বাবু আমায় দু'শো টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। আমি লক্ষ্মৌ চল্লুম, সেখানে মোসান-মাষ্টার হবো।

সৃষ্টি। এই দেখুন দাদাম'শায়! আমি কিশোরীর আঙ্গুলে পরিয়েচি, সেই আংটী

কিনা দেখুন! আমায় জোচ্চোর ব'লতে পারবেন না।

গৌরী। না ভায়া, তুমি আমায় আক্কেল দিয়েছ!

সৃষ্টি। যদি এ বয়সে তোমায় আক্কেল দিয়ে থাকি, তবে আমার বাহাদুরী বটে।

কিনু। হুঃ!

গৌরী। না ভাই, আক্কেল হ'য়েচে, আমি কানমলা খাচ্চি! উকীল বাবু, তুমি আমার trustee হ'য়ে একখানি আয়না তোয়ের করিও, আমার মত যদি client পাও, তাকে সেই আয়নাখানিতে মুখ দেখ্তে দিও!

আনন্দরামের গীত

যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে,
দুঃখে কাঁদ বিধবার।
কুমারী ঘরে ঘরে, পার কে করে,
ব্যবস্থা কি কর তার॥
মেয়ে পার ক'রতে কত গিয়েছে ভিটে,
স্মলকজ্ কোটে হে'টে, গেছে চাক্‌রীটী
ছুটে,
কেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধপেটে!
থাকুক জেতের অভিমান,
থাকুক কন্যাদানের কাণ;—
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভান,—
আইবুড়ো পার ক'ত্তে গিয়ে গেরস্ত
যায় ছারেখার!
যুবতী কুমারী আছে, দোজবরে!
কি ভাবো আর॥

পট পরিবর্ত্তন

বড়দিনের উজ্জ্বল দৃশ্য

গীত

আছে রকম বেরকম কত আয়না।
এক রকমে ছেলে জখম, মুখ দেখে ছাড়ে
বায়না॥
ক্রমে বড় হ'লে বায়না বেয়াড়া,
পুরোণো আয়না দেখে খায় না আর তাড়া,
নয় তো সে খোকা, দেখে মুখ বাঁকা,
লাগে না ধোঁকা,
দেখে পয়জারে আয়না, শেখে টেরীকাটা
সেয়ানা॥
এক রকম নয় সং, আয়না হরেক রং,
পরকলার রকম রকম ঢং,
একখানি আয়নাতে সবার মুখের বহর পায় না॥
শীষ দে ফেরে ভণ্ড রেতে,
বাপ-মাকে দেয় না খেতে,
হঠাৎ বাবু মাটীতে হাঁটে না পা পেতে;
কারো সাহেবয়ানা এ, বি, পড়ে,
খালি-ভাঁড়ে বাক্যি ঝাড়ে,
কারো গভীর হিন্দুয়ানী তলান' যায় না॥
এবার, 'বিয়ের আয়না' বড়দিনে,
ধ'রেছি সরল মনে—
চাও চাও চাও, যাও ব'লে যাও—
আয়নাতে সমাজ-ছায়া দেখা কি যায় না॥

ক্রিষ্ট্‌মাস মেরী, নিউ ইয়ার হ্যাপি—
হোক সবার, এই রঙ্গভূমির কামনা।

যবনিকা পতন

পাঁচ ক'নে

(পঞ্চরং)

[২২শে পৌষ, ১৩০২ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

পুরুষ-চরিত্র

কালাচাঁদ (জনৈক ভদ্রলোক)। অমূল্য (লক্ষ্মীচরণের পুত্র ও সমাজ-সংস্কারক দলের নেতা)। নসীরাম (সমাজসংস্কারক)। শান্তিরাম (কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক)। লক্ষ্মীচরণ (অমূল্যের পিতা)। নিধিরাম (লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী)। সিদ্ধেশ্বর (লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী)। বিশ্বেশ্বর (লক্ষ্মীচরণের প্রতিবাসী)। যেদো (সবুজ নিশানধারী দলের নেতা)। হীরে (দোকানীর ছোক্‌রা)। লাল ও সবুজ চিহ্নধারী পুরুষ, কতিপয় লোক, উড়ে টহলদার, দোকানী, দু'জন লোক, ধাঙড়, সাহেব, ভট্টাচার্য্য, ওজনদার, বর, ডেলিগেটগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ।

মনোমোহিনী দাসী, নিস্তারিণী দেবী, কাদম্বিনী দাসী (লেডী ডেলিগেটগণ)। বনবিহারিণী (শান্তিরামের কন্যা)। বিপিনকুমারী (শান্তিরামের পুত্রবধূ)। মাতঙ্গিনী (শান্তিরামের গৃহিণী)। গিন্নী (লক্ষ্মীচরণের পরিবার)। কহানা, লাল-চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান্, সবুজ চিহ্নধারী দলের ফ্যাসান, লাল ও সবুজ চিহ্নধারিণী নারীগণ, উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী, ভদ্রমহিলাগণ, ভিখারী বালিকা ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

সত্যযুগ-দৃশ্য

সত্যযুগ

গীত

আমার বাকল বসন,
লতার ভূষণ, ফুল ভালবাসি।
সরল মনে ডাক্‌লে পরে তার কাছে আসি॥
চাই ফুলের মতন ফুল্ল নয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিণী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে
ফলে-ফলে শ্যামা ধরা সাজে হরষে;
আমার সদাই বাসনা, ভাল মনে ভালবাসনা,
নইলে বেস' না, কাছে এস' না—
ডরি কপট-হৃদয়—তাই তো আসি নি
বিপিনবাসিনী—
সরলা বিমল বালা সরলতা-পিয়াসী॥

কতিপয় নর-নারীর প্রবেশ

নর-নারী।—
Mad, mad old lady,
Go to—great-grand—daddy.
ছি ছি ছি, যাও যাও প্রপিতামহী!

[সত্যযুগ ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

ত্রেতাযুগ-দৃশ্য

ত্রেতাযুগ

গীত

ফুল সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে,
দুকূল বসনে।
যে ভালবাসে কাছে আসে—রাখি তারে যতনে॥
নাচে ময়ূর-ময়ূরী, সুখে শারী-শুকে গায়,
ফুল্ল-আঁখি কুরঙ্গিণী ফুল্লমুখে চায়;
ডরে ফণী ফণা তোলে না, মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা যে থাকে কাছে—
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে!
শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভাসে,
যদি ছলনা আসে,—
নয়নে হেরে অমনি সরে,
থাকে না তো তার মনে॥

কতিপয় নর-নারীর প্রবেশ

নর-নারী।—
Mad, mad old lady,
Go to—go to—go to—daddy!
ছাই ছাই ছাই, পিতামহী,
তোমায় কাজ নাই!

[ত্রেতাযুগ ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

দ্বাপরযুগ-দৃশ্য

দ্বাপর যুগ

আমার মোহন বসন, মোহন ভূষণ,
মোহনভাষিণী।
দেখ্‌লে ভাল ভালবাসি, নইলে বাসি নি॥
নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী, কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী—আদরে ধরি;
কুরঙ্গিণী সোহাগে গ'লে,
আপনি আসে যায় না ত চ'লে;
ডরে ফণী লুকায় বিবরে, কেশরী বনে শিহরে;
চাতুরী নাই আমার মনে,
যে যেমন তেম্‌নি তার সনে
সরলে হই সরলা, ছল করি, যার মনে ছলা,—
ছ'ল্‌তে কারোয় আসি নি॥

কতিপয় নর-নারীর প্রবেশ

নর-নারী।—
Mad, mad old lady,
Go to—go to—go to—grand-
daddy!
ওমা, ওমা, ওমা, বাবার কাছে যা না!

[দ্বাপর যুগ ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

কলিযুগ-দৃশ্য

কলিযুগ

গীত

পরি মনের মতন বসন-ভূষণ,
হব' যায় মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাষে, চাতুরী-মাখা নয়ন।
বাছিনে মন্দ ভাল, আপনি ভাল থাক্‌লে ভাল
কি এল গেল মন্দ কি ভাল;
দেখ্‌তে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নইলে কে করে;—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই,
আপন-হারা নই!
কথার কথা ভালবাসি,
আমোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
যে আপনহারা নয় চতুরা,
বুঝ্‌তে নারি সে কেমন॥

কতিপয় নর-নারীর প্রবেশ

নর-নারী। কি বাহার, কি বাহার,
আর কি কারু ধারি ধার?
এস কর অধিকার, আমরা গোলাম সব
তোমার।
তারা গেছে যাক্‌ বালাই,—মনোমোহিনি,
তোমায় চাই!

নর-নারী।— গীত

We are yours,
Guardian Angel, guide our course!
O, thou mischief's baneful source!
Mother of curse, wicked nurse!
Thou incarnate Lie!
Your latchet we tie,
We follow thee without remorse.

[কলিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

মহিলাগণ

গীত

ফরমেসে চাই ক'নে পাঁচখানি।
হবে মেলে মেলে রপ্তানি॥
বড়লাট খাতিরে প'ড়ে, হুকুম দিয়েছেন ক'ড়ে,
লেগে যাও হ'ড়ে প'ড়ে,
গুছিয়ে যদি কাজটা পার,
চ'ল্‌বে ব'সে কাপ্তেনী॥
না হ'লে বিষম লেঠা ও ঘটক ঠাকুর,
ছাঁট্‌বে টিকি সহর থেকে ক'রে দেবে দূর,
ঘট্‌কীর গালে দিবে কালি,
খেতে দেবে আমানি॥
সাত রাজার ধন মাণিকওলা মেয়ে একটী চাই,
আজব দেশের রাজার ছেলে বায়না নেছে তাই,
জুলুম ভারি সয় না দেরি,
রাত-দিনই তার ফোঁপানি॥

হাস্‌তে মাণিক কাঁদ্‌তে মুক্ত যার,
পাত্তরের পুতোর তাই দরকার,
তারও খুব আবদার—
সারাদিন ফোঁস্‌ফুঁসিয়ে জ'ন্মেছে তার
হাঁপানি॥
সদাগরের পুত, ক'রে আছে কুৎ.
হাঁচ্‌লে গিনি, কাস্‌লে টাকা,
মিন্টের কোরা আমদানি॥
কোটালের পোলা, বায়না নিয়ে ভেঙ্গেছে গলা.
উঠ্‌লে আধুলি সিকি,
ব'স্‌লে নিদেন দোয়ানী॥
আর এক আছে পাশ-করা ছেলে,
সে যত বলে না বলে.
তার আবদেরে বাপ ফোঁপায় আর ফোলে,—
বলে বাগান-বাড়ী বরের ওজন সোণা নেব
এই জানি॥

তৃতীয় দৃশ্য

ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট

অমূল্য. পুরুষ ডেলিগেটগণ, কাদম্বিনী. মনোমোহিনী, নিস্তারিণী প্রভৃতি লেডী ডেলিগেটগণ

অমূল্য। আপনার উপর পূজা section ভার না?

১ লেডী ডেলিগেট। হাঁ, আমি draw ক'রেছি, First item—নিত্য পূজার শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাবে না; বাজ্‌বে—একটী আরগীন। Second item—পরবে কাউরে ঢাক-ঢোল বাজাতে পার্‌বে না, লোবোর ব্যাণ্ড বা কন্‌সার্ট;—অন্য ব্যাণ্ড আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই। Third item—যাত্রা, নাচ, তামাসা, থিয়েটার দিতে পার্‌বে না. Social বা Political meeting, আমাদের ভেতর Lecture.

অমূল্য। শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, আপনার কোন্‌ section?

কাদম্বিনী। Kitchen.—আধপলা তেলে বেগুন ভাজ্‌তে হবে—Bound. আলু সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজ্‌তে পাবে না। মাছ—ঝাল-হলুদে চচ্চড়ি—ঝোল নয়; কালিয়া প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।

অমূল্য। Bravo! আপনার কোন্‌ section?

২ ডেলিগেট। Marriage—marriageable age—thirty, marriage-dowry—লালপেড়ে সাড়ী; বরণ না. অন্য কোন রকম স্ত্রী-আচার না, বাসরঘর prohibited.

অমূল্য। শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী, আপনার কি section?

মনোমোহিনী। Female education. Entrance না পাশ ক'ল্লে কেউ কুট্‌নো কুট্‌তে পাবে না; L. A. না পাশ ক'ল্লে কেউ রাঁধ্‌তে পারবে না; আর B. A. পাশ ক'রে রাঁধ্‌তেও পাবে না, কুট্‌নোও কুট্‌তে পাবে না। M. A. পাশ ক'ল্লে হাওয়া খেতে যাও আর না যাও. কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া compulsory.

অমূল্য। আপনার কোন্‌ section ডেলিগেট মশাই?

৩ ডেলিগেট। Male dress. Russia-leather Boots or shoes, half stocking. কালাপেড়ে ধুতি বা পাত্‌লা first class রেলীর থান. according to age. Shirt, silk necktie, waist-coat, cap.

অমূল্য। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, আপনার কোন্‌ section?

নিস্তারিণী। Female dress. Silk chemise, silk body, তার উপর ট্যারচা ঢাকাই—আঁচল রাখ্‌তে পা'র্‌বে না; বিলেত যাবার সময় শাল—ডোরা কল্‌কাওয়ালা, আর কার্‌পেটের জুতো। সি'তেয় সরু ক'রে একটু সিন্দুর আর সরু ক'রে কেউ তেলক কাটেন আপত্তি নেই; Earing, bracelet, necklace, shift chain আর সোণা-বাঁধান নোয়া compulsory—সধবা, বিধবা, কুমারী—সকলকেই প'রতে হবে। কেউ কেউ ছোট silk ব্যাগে খুব fine made gold or silver মালা রাখ্‌তে চান, আপত্তি নেই।

অমূল্য। আমি একটী amendment propose করি,—যখন বিলেত যাওয়া compulsory—

স্ত্রীগণ। না, amendment না, বেশ আছে!

নসীরামের প্রবেশ

নসীরাম। অমূল্য, সর্ব্বনাশ! পুনার খোট্টারা—ছোলাখেকো মাথা—Reformation কিছুতেই নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে—Political Congress.

অমূল্য। তা কখনই হ'তে পারে না।

নসীরাম। The greatest difficulty হ'চ্চে, আমার আপনার countrymen Bengaleeরা তাতে সায় দিচ্চে।

অমূল্য। কখনই হ'তে পারে না—ঘুসো ল'ড়্‌বো।

সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ

সবুজ দল। অবিশ্যি হ'তে পারে; আমরাও ঘুসো ল'ড়্‌বো।

অমূল্য। মশাই, বুঝুন,—অন্ততঃ বিবাহ সম্বন্ধে রিফর্‌মেসন্‌টা নিন; marriageable age বাড়িয়ে দিন, আর marriage dowryটা উঠিয়ে দিন। Marriageable age করুন thirty. আর শুদ্ধ মালা বদল ক'রে বে, দান-সামগ্রী টান-সামগ্রী কিছু না; আপনারা যদি yield করেন, এই রিফর্‌মেসনে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক point yield ক'র্‌বো।

সবুজ দল। না,—পলিটিক্যাল্ এজিটেশন!

অমূল্য। না, সোসিয়্যাল রিফর্‌মেসন্!

সবুজ দল। না!

অমূল্য। তবে ঘুসী ল'ড়্‌বো!

সবুজ দল। আমরাও ল'ড়্‌বো!

অমূল্য। তবে এস!

সবুজ দল। দাঁড়াও, সেজে আসি।

নসীরাম। আচ্ছা, আমরাও সেজে আসি; Ladies! যদি তোমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার কর, আমাদের ladiesরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'র্‌বে।

লেডী ডেলিগেট। হাঁ, আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'র্‌লুম।

সবুজ দল। তবে আমাদের লেডীস্‌দের হ'য়ে বল্‌চি, তাঁরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'ল্লেন।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

কালাচাঁদ, অমূল্য ও নসীরাম

কালাচাঁদ। অত বড় উপযুক্ত লোক আর পাবেন না। আপনি জাঁদরেল করুন, কর্ণেল করুন, কাপ্তেন করুন, লেপ্টেন করুন—যেমন ঘোড়-সোয়ার, তেমনি তলোয়ারবাজ!

অমূল্য। হাঁ নসীরাম, আমাদের কি তলোয়ার চ'ল্‌বে?

নসীরাম। না।

কালাচাঁদ। লাঠিবাজও কম নয়!

অমূল্য। লাঠি চ'ল্‌বে কি?

নসীরাম। না, খালি ঘুসী।

কালাচাঁদ। ওঃ, ঘুসীতে ত তক্ষপ্, তবে কি জানেন, মানুষটা কিছু চাপা, শীগ্‌গির রাজি হবে না। তবে কি জানেন, "সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে!" তবে কি জানেন, আমি ওর মনের কথা বুঝি! তবে কি জানেন, আমার পুরাণ বন্ধু! তবে কি জানেন, আমি জোর ক'রে ধ'ল্লে এড়াতে পার্‌বে না। তবে কি জানেন, বুড়ো হ'য়েছে! তবে কি জানেন,—

নসীরাম। চোপ্ রাও!

কালাচাঁদ। আচ্ছা, চোপ রইলুম।

অমূল্য। আহা, কি ব'ল্‌ছে শোন না!

নসীরাম। আরে মাথা ধ'রে গেল।

অমূল্য। মশাই, কি ব'ল্‌ছেন বলুন! 'তবে কি জানেন'টা ছাড়ুন।

কালাচাঁদ। তবে কি জানেন—'তবে কি জানেন' না হয় ছাড়্‌লুম! তবে কি জানেন, বুঝিয়ে না ব'ল্‌লে— তবে কি জানেন, ভাল বুঝতে পার্‌বেন না।

অমূল্য। নসে, ভাব্‌ছিস্ কি? শোন না কি বলেন!

নসী। দাঁড়াও দাঁড়াও,—আমার মাথায় একটা policy এসেছে। এই লোকটাকে Ambassador ক'রে enemy's campএ ছেড়ে দেব ও একটু রুকে 'তবে কি জানেন', জুড়্‌লেই তারা peace ক'র্‌বার জন্যে লালায়িত হবে।

শান্তিরামের প্রবেশ

কালাচাঁদ। এই মশাই, আপনার কাপ্তেন নিন।

অমূল্য। এ কি! এ যে বুড়ো! লাঠি ধ'রে চ'ল্‌ছে!

কালাচাঁদ। ঐ লাঠি খেল্‌বে;—এ শের-সিঙের আমলের লোক! শোনেন নি মশাই?

শেরসিঙের কপালের চামড়া চোখে এসে ঝুলে প’ড়েছিল, লড়ায়ের সময় টেনে বেঁধে দিতে হ’ত! ঘোড়ায় চ’ড়েছে কি একবারে ব্রাণ্ডিক ছাতি উল্‌টে প’ড়বে!

শান্তি। কি হে কালাচাঁদ! ঘোড়ায় চড়ার কথা কি ব’ল্‌ছ?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে কিছু না। ব’লেছি মশাই, মানুষটা চাপা! মশাই, এরা জিজ্ঞাসা ক’চ্ছেন, মেয়ের বে’র খরচ কমান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। বেশ তো বাবু, বেশ তো।

কালাচাঁদ। হিঁদুয়ানী রক্ষা-সম্বন্ধে আপনার কি মত?

শান্তি। সে তো মঙ্গল—সে তো মঙ্গল!

নসী। বিবাহের বয়স বাড়ান সম্বন্ধে আপনার কি মত?

কালাচাঁদ। চুপ!

নসী। চুপ কি?

কালাচাঁদ। তবে বুঝুন, এইবারে বুড়ো আড়্‌লো! যা জিজ্ঞাসা ক’র্‌বেন, উল্‌টো ব’ল্‌বে।

নসী। আড়ে আড়ুক! মশাই বলুন, স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আপনার কি মত?

অমূল্য। কি বলেন—তিরিশ?

শান্তি। হরে রাম!

কালাচাঁদ। ও ঠিক হ’য়েছে, হরে রাম ব’লেছে, কাণে আঙুল দিয়েছে, এইবার আপনাদের লেপ্‌টেন করুন।

নসী। দাঁড়াও, আর গোটাকতক প্রশ্ন ক’র্‌বো; সোসিয়্যাল রিফর্মেসন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

কালাচাঁদ। (অমূল্যের প্রতি) আপনিও লাগুন্,—আপনিও লাগুন্!

অমূল্য। কংগ্রেসে কি খালি পলিটিক্যাল চর্চ্চা হবে? সোসিয়্যাল রিফর্মেসন প্রোপোজ হবে না?

কালাচাঁদ। (নসীরামের প্রতি) এইবার আপনি, এইবার আপনি!

নসী। চোপ ইষ্টুপিড!

শান্তি। এ কি!

কালাচাঁদ। মশাই, কি ব’ল্‌ছে বুঝেছেন? ও এ সব খবরের কাগজে পড়ে ঘুন, আপনার মতেই মত; কেমন মশাই! মেয়ের বে’র খরচা কমাতে তো রাজি?

শান্তি। সম্পূর্ণ রাজি।

অমূল্য। নসীরাম, জের্নারেল কর।

শান্তি। জেনারেল কি?

কালাচাঁদ। জাঁদরেল গো জাঁদরেল! এদের দলে আপনি জাঁদরেল হ’ন।

শান্তি। কিসের দল?

নসী। আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার ক’রেছি।

শান্তি। ওয়ার ডিক্লেয়ার কি?

কালাচাঁদ। মশাই, ওরা সেকেলে জলপানিওয়ালা, হয় বাংলায় বলুন, নয় ইংরাজীতে বলুন; ঐ আধা বাংলা, আধা ইংরাজীতে বড় চটা!

নসী। অমূল্য, তুমি বল।

অমূল্য। আমি পার্‌বো না, আমার দু’ একটা ইংরাজী এসে যাবে।

কালাচাঁদ। সেই তো ব’লেছিলুম, আপনারা কথা কবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছেন মশাই?—ওদের যুদ্ধ হবে।

শান্তি। যুদ্ধ কি?

কালাচাঁদ। (জনান্তিকে) মেয়েটা পার ক’ত্তে চাও তো সায় দিয়ে যাও। (প্রকাশ্যে) যুদ্ধ হবে।

শান্তি। হুঁ।

কালাচাঁদ। আপনাকে জাঁদ্‌রেল ক’র্‌বে।

শান্তি। না বাবু, না না, বুড়ো মানুষ!

কালাচাঁদ। (জনান্তিকে) আরে হুঁ দাও। (প্রকাশ্যে) না মশাই, না ব’ল্লে কি ওরা শোনে? আপনি রঞ্জিৎসিঙের আমলের লোক, ও’রা খবর রাখেন।

শান্তি। হুঁ!

নসী। তবে Red flag নিন।

শান্তি। হুঁ।

নসী। নিন, এই নিন।

কালাচাঁদ। মশাই! নিন, হাতে নিন, বুখে চলুন।

শান্তি। দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও; আমি আস্‌ছি বাপু,—আস্‌ছি।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

কালাচাদ। এইবার সব ঠিক! খিড়কি-দোর দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়ল ব'লে! একেবারে ময়দানে খাড়া হবে।

অমূল্য। সত্যি না কি?

কালাচাদ। তবে কি জানেন, একটা ভাবছি!

নসী। আবার?

অমূল্য। ওহে, ব'লতে দাও, ব'লতে দাও! এ গ্রান্ড অ্যালাই! এত বড় জেনারেল যোগাড় ক'রে দিলে! কি বলুন মশাই, বলুন।

কালাচাঁদ। আপনার বাপের সঙ্গে ওর বড় বন্ধুত্ব; আপনার বাপ ত আপনাদের দলে? তিনি তো মেয়ের বে'র খরচা কমাতে বলেন?

অমূল্য। না, তিনি বলেন—'তুই এমে পাস ক'রেছিস্, তোর বে'তে বাগান, বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে সোণা নেব।'

কালাচাঁদ। তবেই তো সর্ব্বনাশ! মশাই, আমি শীতকালে ঘাম্‌ছি! আপনাদের আর নিশেন টিশেন থাকে তো আমায় বাতাস করুন। আমার বুক গুর্ গুর্ ক'চ্ছে! আপনার বাপকে ও আর একদলে দেখ্‌লেই, ও ঘোড়া ছুটিয়ে লক্ষ্ণৌ পালাবে! ও পশ্চিমে লোক, হেথায় যার মন থাক্‌তেই চায় না।

অমূল্য। তবে কি হবে?

কালাচাঁদ। এক উপায় আছে,—আপনি ওর মেয়ে বে ক'ত্তে পারেন?

অমূল্য। সে কি! বাবা রাজী হবে না।

কালাচাঁদ। আরে চুপি চুপি!

নসীরাম। এর কন্যার বয়স কত?

কালাচাঁদ। দেখ্‌তে খে'কুরে! তেত্রিশ পেরিয়েছে।

নসীরাম। বেশ কথা, বেশ কথা। Practical reformation সুরু করা যাক!

অমূল্য। ব্রাভো—ব্রাভো! এ ব্রেভ অ্যালাই!

কালাচাঁদ। দেখ্‌লেন, কত বড় আপনার পক্ষ!

নসীরাম। কি রকম হবে?

কালাচাঁদ। আপনারা যান; আমি যা হয়, গিন্নীর সঙ্গে ঠিক ক'রে যাচ্ছি।

অমূল্য। বেশ কথা—বেশ কথা!

কালাচাঁদ। মশাই, আপনাদের দলেরই জিত হবে; বুড়ো যখন ঘোড়ার ওপর থেকে ঝুঁকি ছাড়বে, দশটি হাজার লোক আস্তেন গুঁড়িয়ে আপনাদের দলে এসে দাঁড়াবে; যান—যান।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। বুড়োর ঢের খেয়েছি, দেখি যদি মেয়েটা পার ক'ত্তে পারি।

শান্তিরামের পুনঃ প্রবেশ

শান্তি। ওরে কালাচাঁদ, কালাচাঁদ! সর্ব্বনাশ! বাড়ী সুদ্ধ খেপেছে! ঐ এলো! ধাওয়া ক'রেছে!

বনবিহারিণীর প্রবেশ ও গীত

চৌদ্দ পেরয় নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি বল না কিসে?
আমি লেডী ফার্ষ্টরেট,
হ'য়েছি তাইতে ডেলিগেট,
যেতে হবে মেল ট্রেণে—নইলে হবে লেট,
বক্তৃতা দিয়ে শুষে দেব' ক'সে হাড় পিষে॥

বন। পিতা, কন্‌সেন্ট বিলের সময় আমার চৌদ্দ পোরে নি, আপনার মুখে ব'লেছেন, আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ ক'র্‌বেন না। সভা থেকে পুণা কংগ্রেসে যাবার জন্য আমায় ডেলিগেট ইলেক্ট ক'রেছে। আমি সোসিয়্যাল রিফর্মেসনের জন্য যাচ্ছি, আপনি বাধা দিয়ে আমায় আশায় নৈরাশ ক'র্‌বেন না। (কালাচাঁদ কর্তৃক হাততালি) কালাচাঁদ বাবু! আপনি করতালি দেবেন না। করতালি দেওয়া ইংরাজী প্রথা; সে প্রথা আমরা তুলে দিয়েছি; যদি প্রশংসাবাদ ক'ত্তে চান, যদি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে থাকেন—বলুন, 'সাধু সাধু!' পুরাতন হিন্দুমতে প্রশংসা করুন।

কালাচাঁদ। (রোদন) ও হো হো হো হো হোহো!

বন। ও আবার কি ক'চ্ছেন?

কালাচাঁদ। ও হো হো, ও হো হো—

বন। চুপ করুন—চুপ করুন।

কালাচাঁদ। না মা, আমি চুপ ক'র্‌বো না; আমি হিন্দুমতে কাঁদ্‌ছি।

বন। এ পুরাতন হিন্দুমত, না নূতন—সংশোধিত হিন্দুমত?

কালাচাঁদ। না মা, আমি পুরাতন মতে কাঁদ্‌বো, ও হো হো, ও হো হো—

বন। আচ্ছা, কাঁদেন কাঁদ্‌বেন, শুনুন।

কালাচাঁদ। খুব শুনেছি, ওহো হো, ওহো হো—

বন। ভাল চান ত চুপ করুন।

কালাচাঁদ। কিছুতে না! ওহো হো—

বন। আঃ দূর হোক, কোথাকার অসভ্য।

কালাচাঁদ। ওহো হো, ওহো হো—

[বনবিহারিণী ও তাহার পশ্চাতে কালাচাঁদের 'ওহো হো' করিতে করিতে প্রস্থান।

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

শান্তি। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

কালাচাঁদ। গিয়েছে, দোরে খিল দিয়েছে! ওহো হো, ওহো হো—

শান্তি। আবার কাঁদ্‌ছিস কেন?

কালাচাঁদ। সাড়া পাক্ যে, আমি আছি।

ফ্যাসানবেশে বিপিনকুমারীর প্রবেশ

শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধূ উপস্থিত। বাবা কালাচাঁদ! পারিস্ যদি এ বেটীকে গাঙ্‌পার ক'রে দিস্! ও দোরে খিল-টিল না, ও বেটী নাচ্‌নাউলী হ'য়েছে।

বিপিনকুমারী। গীত

আমার নামটি ফ্যাসান,
মিশান ভারি নূতন নূতন রং,
মোগলানী ইহুদী, বিবি ছেল কত ঢং।
কস্তা পেড়ে ফের প'রেছি—হাতেতে রুলী,
বাংলা বলি, ছেড়ে দিছি ইংরাজী বুলি,
ফের বাঙ্গালী সেজে এবার
সাজাবো হররঙা সং॥
দিনকতক ছিল খৃষ্টানী,
সমাজে চক্ষু বুজে হই ব্রহ্মজ্ঞানী,
আবার ফের হিঁদুয়ানী,—
নতুন ঢঙের হিঁদুয়ানী, নয় সেকেলে
জবড়জং॥

কালাচাঁদ। কে তুমি?

বিপিন-কু। আমি এ'র পুত্রবধূ, সভা থেকে খেতাব পেয়েছি ফ্যাসান! আমি নূতন হিন্দু রিফর্মেসনের লেডী লিডার!

কালাচাঁদ। কক্ষণো নয়,—আপনি ফ্যাসান কক্ষণো নন, কক্ষণো খেতাব পান নি!

বিপিন-কু। কি? কি বলেন? আপনার যত বড় মুখ, তত বড় কথা!

কালাচাঁদ। কথাই তো! ফ্যাসান দেখে এলুম গড়ের মাঠে!

বিপিন-কু। কি রকম?

কালাচাঁদ। এই বিনুনি প'ড়েছে!

বিপিন-কু। আমার তো প'ড়েছে।

কালাচাঁদ। অমন নয়, তিনটে নারকুলে কুল ডগায় বাঁধা!

বিপিন-কু। ছিঃ! গোলাপফুল বেঁধেছি, দেখ্‌তে পাচ্চ না?

কালাচাঁদ। এই শালের পাগ্‌ড়ী!

বিপিন-কু। সে কি লেডী?

কালাচাঁদ। হাঁ! এই ঢিলে পায়জামা! এই ঘুন্‌টি গলায় চাপকান! এই চাদর পাট ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া—যেন হাইকোর্টের উকীল! পায়ে লপেটা জুতো! একেই বলি ফ্যাসান! আর বুকে এমন রামপদক।

বিপিন-কু। তুমি অসভ্য!

কালাচাঁদ। না।

বিপিন-কু। হ্যাঁ।

কালাচাঁদ। না।

বিপিন-কু। তুমি দূর হও!

কালাচাঁদ। না।

বিপিন-কু। তুমি যাবে না?

কালাচাঁদ। না।

বিপিন-কু। তুমি ঝগড়া ক'র্‌বে?

কালাচাঁদ। না।

বিপিন-কু। তবে তুমি এখনি চ'লে যাও!

কালাচাঁদ। না—না—না—না।

বিপিন-কু। কাণ ঝালা-পালা ক'ল্লে!

কালাচাঁদ। না—না—না—না—না।

বিপিন-কু। তবে আমি চ'ল্লুম।

কালাচাঁদ। না—না—না—না—না—না।

[বিপিনকুমারীর প্রস্থান।

শান্তি। কেলো! তাড়া কর—তাড়া কর!

কালাচাঁদ। কিছু ক'রতে হবে না। তোমার পুরোণো পায়জামা আছে না? সেইটা

দেখিয়ে ব'লো—'বৌমা, পর।' তা হ'লে গাঙ-পার হবে। আর যদি তিনটি নারকুলে কুল দেখাতে পার, তা আর এ মুখো হবে না।

জাঁদরেল-বেশে ফ্ল্যাগ হাতে মাতঙ্গিনীর প্রবেশ

শান্তি। কালা, এইবার তাল সাম্‌লা! এইবার স্বয়ং গিন্নী হানা দিচ্ছে।

কালাচাঁদ। (শান্তিরামের প্রতি জনান্তিকে) একখানা আর্‌সী আছে—আর্‌সী আছে? এই যে—এই যে! মশাই, বাপ্ বাপ্ ক'রে পালাবে। (উচ্চৈঃস্বরে) মশাই, জাঁদ্‌রেলনী দেখে এলুম, সবুজ নিশেনের দলে। লাল নিশান-উলীরাও নাকি কাকে জাঁদ্‌রেলনী ক'রেছে।

মাতঙ্গিনী। এই আমায়,—লাল নিশেন দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

কালাচাঁদ। আপনাকে? পার্‌বেন না—সে প্যারেড করে।

মাতঙ্গিনী। আমিও করি।

কালাচাঁদ। সে ঘোড়ায় চড়ে।

মাতঙ্গিনী। আমিও শিখ্‌বো।

কালাচাঁদ। সে ছুঁচোলো নখ রেখেছে।

মাতঙ্গিনী। আমিও রেখেছি।

কালাচাঁদ। কিছুতেই পার্‌বেন না।

মাতঙ্গিনী। কেন—কেন?

কালাচাঁদ। সে ব'লেছে—কামড়াব।

মাতঙ্গিনী। আমিও কামড়াব।

কালাচাঁদ। সে এমনি ক'রে মুখ খিঁচোয়।

মুখভঙ্গী করণ

মাতঙ্গিনী। অ্যাঁ?

কালাচাঁদ। এই দেখুন,—পাল্লেন না।

মাতঙ্গিনী। সে তখন দেখ্‌বো।

কালাচাঁদ। সে এম্‌নি ক'রে হাঁ করে! (মুখভঙ্গী) দেখুন, এও পাল্লেন না।

মাতঙ্গিনী। না পারি, নেই নেই! তোর কি?

কালাচাঁদ। সে ছোট ছোট চুল ছেঁটেছে, তার ওপর টুপী প'রেছে।

মাতঙ্গিনী। এই আমিও প'রেছি।

কালাচাঁদ। এই বিনুনি ধ'রে টান দেবে।

মাতঙ্গিনী। দিক্, তোর কি?

কালাচাঁদ। এম্‌নি ক'রে সাম্‌নে এসে ফের আবার দাঁত খিঁচুবে। (মুখভঙ্গী)

মাতঙ্গিনী। আমায় দাঁত খিঁচুচ্ছ?

কালাচাঁদ। (আরসী প্রদর্শন) দেখুন—হয় নি, এই এমনি ক'রে। (মুখভঙ্গী)

মাতঙ্গিনী। পোড়ারমুখো!

কালাচাঁদ। শিখুন—শিখুন! এই এম্‌নি ক'রে! দেখুন, দেখুন—(মুখভঙ্গী) তবু হলো না! এই এম্‌নি ক'রে—(মুখভঙ্গী)

মাতঙ্গিনী। এই এম্‌নি ক'রে—তোর মুখে নুড়ো জেবলে দোব!

কালাচাঁদ। তবু হ'ল না! এই এম্‌নি ক'রে—(মুখভঙ্গী)

মাতঙ্গিনী। আমি চ'ল্লুম।

কালাচাঁদ। যাবেন না, যাবেন না। আবার হাঁ ক'র্‌বে! (মুখভঙ্গী) এই এমনি ক'রে—

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।

দে'খে যান, দে'খে যান! চ'লে গেলেন? ঠাক্‌রুণ, শুনুন!—ফের দাঁত খিঁচুবে,—এমনি ক'রে—(মুখভঙ্গী)

শান্তি। বাবা কালাচাঁদ! এই ঘরের জ্বলনি সইতে পারি নি, তুই আবার দুটো ছোঁড়া কোত্থেকে এনেছিলি?

কালাচাঁদ। কেন?—একটা লক্ষ্মীচরণদের ছেলে। তোমার মেয়ে পার ক'র্‌বে তো?

শান্তি। ও বাবা! তার বাপ বরের ওজনে সোনা নেবে। আর ছেলে তো ঐ ধিঙ্গি!

কালাচাঁদ। তোমার মেয়েই কোন্ ধিঙ্গি নয়?

শান্তি। আর শুনেছ, মেয়েটা আবার বে ক'ত্তে চায় না।

কালাচাঁদ। তা তো শু'ন্‌লুম, সে তুমি ভেবো না।

শান্তি। এখন তো আমি ঘরে টিক্‌তে পারি নি।

কালাচাঁদ। তখন তো ব'লেছিলুম যে, দোজ পক্ষে বে' ক'রো না, নেহাত জ্বালাতন হও, ব্যায়রাকে বলো, 'কালাচাঁদকে ডেকে আন' —যে যার দোরে খিল দেবে।

শান্তি। বরের বাপকে কি ক'রে রাজী কর্‌বি?

কালাচাঁদ। কেন ভাব্‌চ? সে আমি যোগাড় ক'র্‌বো। সুধু একটা কাজ ক'র্‌বেন;—আমি হাজার আজগুবি কথা বলি, "কেমন মশাই" ব'ল্লে সায় দেবেন, আর "না মশাই" ব'ল্লে ব'ল্‌বেন—"না।"

শান্তি। দাঁড়া, মনে থাক্‌লে হয়।

কালাচাঁদ। একটা আধটা এদিক্ ওদিক্ হয়, আমি সাম্‌লে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লক্ষ্মীচরণের বাটীর উঠান

লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। ঘটক-ঘট্‌কীর মুখে আগুন! পাস করা ছেলে, একটা সম্বন্ধ আন্‌তে পাল্লে না!

কালাচাঁদ। (নেপথ্যে) দে মশাই, দে মশাই! বাড়ী আছেন?

লক্ষ্মী। কেও, কালাচাঁদ না কি?

কালাচাঁদের প্রবেশ

কালাচাঁদ। আজ্ঞে।

লক্ষ্মী। এস এস, এম্‌নি জুচ্চুরিটা ক'র্ত্তে হয়, খোলাম কুচির মতন টাকা গুণে দিলুম—তার না সুদ, না আসল। সাত সাত বছর ঘোরালে। আচ্ছা তোমার ধর্ম্ম! ওঃ, বেইমানিটা কি এমনই ক'র্ত্তে হয়?

কালাচাঁদ। দে মশাই, আর ব'ল্‌বেন না, ব'ল্‌বেন না। আমি লজ্জায় ম'রে আছি। এইবার আপনার সুদে আসলে শোধ দেওয়ার যোগাড় ক'রেছি। তা শ'দুই টাকা ধার দিলে বড় ভাল হ'ত। তা দেবেন না,—তা বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, তা না করুন—আপনার যা দেনা পাওনা, সুদে-আসলে হিসাব ক'রে রাখুন, পনের দিন বাদে এসে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিয়ে যাব। যদি এক পয়সা ভাঙ্‌তে বলি, আমি অব্রাহ্মণ! তবে অনুগ্রহ ক'রে খান দুই ইংরেজ-টোলায় বাড়ী দেখে রাখ্‌বেন, বিঘে পঞ্চাশের একটা বাগান; গোটা ষাট সত্তর ঘোড়া, আর যদি একটা হাতীর বাচ্চা পান,—উট গোটা দুই পারেন, দেখ্‌বেন।

লক্ষ্মী। কেন হে—কেন হে! কার দরকার?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে আমার।

লক্ষ্মী। তোমার কি? তোমার কি কোন রাজা-রাজড়া হাতে লেগেছে না কি?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে না, আপনার কল্যাণে ক্রোর দুই টাকা পেয়েছি, আর ক্রোর খানেক মরিচ সহর থেকে আন্‌তে যাচ্ছি; ভাব্‌ছি, ক'ল্‌কাতায় এসেই থাক্‌বো; দেখ্‌বেন, সাত-পুকুরটা যদি বেচে। আর বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ীখানা শুন্‌ছি বেচ্‌বে, সন্ধান রাখ্‌বেন, যে যত দর দিক্, তার ওপর প'চিশ হাজার আমার দর।

লক্ষ্মী। আবাগের বেটা ক্ষেপেছে! অ্যাঃ, টাকাগুলো মাটী হ'ল!

কালাচাঁদ। কি, ভাব্‌ছেন কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে! তোর এ রকমটা হ'য়েছে ক'দ্দিন?

কালাচাঁদ। একটা জবর সম্বন্ধ ক'রে-ছিলুম, ঢ্যাঁট্‌রা দিয়েছিল, শোনেন নি?

লক্ষ্মী। ঢ্যাঁট্‌রা কি রে? সে ত সং সেজেছিল।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না; লোকে ব'ল্লে সং, কেন জানেন? পাছে লাট সাহেব অপ্রতিভ হয়। ক'নে যদি না পাওয়া যায়! আর বলুন না, আজগুবি কারখানা—এ ক'নে কে সন্ধান ক'র্‌বে বলুন দেখি? তবে বায়নাক্কা শুনুন—এর যা থিয়েটার হ'য়ে গিয়েছে; আজব সহরে রাজার ছেলে সাত রাজার ধন মাণিকওয়ালা ক'নে চেয়েছিল। সন্ধান ক'রে সে ক'নে নিয়ে গেলুম, শাল-দোশালা, এলবাৎ পোষাক যা পেলুম, চাকর-বাকরদের দিয়ে এলুম; তবে ক্রোর দুই টাকা হুণ্ডী ক'রে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। আপনার কল্যাণে এ যাত্রা গুছিয়েছি।

লক্ষ্মী। তুই ক'নে কোথা থেকে যোগাড় ক'ল্লি?

কালাচাঁদ। লালদীঘির নীচে ছিল।

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! লালদীঘির নীচে ছিল কি রে?

কালাচাঁদ। ছিল, তা আমি কি ক'র্‌বো মশাই! সাত রাজার ধন মাণিক যার হাতে, সে

কি না ক'র্‌তে পারে? কখন লালদীঘির নীচে শোয়, কখন আস্‌মানে ওড়ে, কখন মনু-মেণ্টের বারাণ্ডায় ঘুমোয়।

লক্ষ্মী। বেটা বলে কি!

কালাচাঁদ। আর একটী মেয়ে বোসেদের পাৎকোর নীচে আছে। সে হাস্‌লে মাণিক, কাঁদ্‌লে মুক্তো। সে ক'নেটি মরিচ-সহরে নিয়ে যাব, আর এক ক্রোর পাব। আর বেশী লোভ ক'র্‌বো না, এই তিন ক্রোরে যতদূর হয়। আপনি মেয়েটী যদি দেখেন, আজ বিকেলেই দেখাতে পারি। আর যে দুটো সম্বন্ধ আছে, সে আর আমি হাতে নেব না, যমজ ভাইটেকে দেব, বলুন না—আর কেন চিরটা কাল খেটে মরা? তিন ক্রোরে শাক-ভাত এক রকম চ'ল্‌বে।

লক্ষ্মী। তোর আবার যমজ ভাই কে?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে সেই—সেই লালচাঁদ! আপনি দেখেছেন, পশ্চিমে ছিল, ঘটকালীটা-আসটাও করে, আর বড় দলে ফেরে। ঠিক আমার মতন চেহারা; তবে আমার এই আঁচিলটি আছে, তার সেটি নাই।

লক্ষ্মী। তাকে যে দুটো দিবি, সে কি?

কালাচাঁদ। আর দুটি মেয়ে ফর্‌মাস্‌ আছে—একটী হাঁচ্‌লে গিনি, আর কাস্‌লে কোরা টাকা! আর একটী দাঁড়ালে আধুলী, ব'স্‌লে দোয়ানী!

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ যে ক্রোর দুক্রোরের কথা ক'চ্চিস্‌, তোর এ হাল কেন?

কালাচাঁদ। মশাই, চাল বাড়াই আর ইন-কম্‌ট্যাক্স দি, সে ছেলে আমি নই। আপনি আত্মীয়, আপনার কাছে ফুট্‌লুম, আপনি ত আর কারুর কাছে ব'ল্‌তে যাচ্ছেন না? তবে বলি শুনুন, মাগ ছেলে ইংরেজ-টোলায় থাক্‌বে, আমি থাক্‌বো একখানি খোলার ঘরে। রাত দুপুরে খাল-ধারে একখানি জুড়ী থাক্‌বে, সেই জুড়ী চ'ড়ে গেলুম, আর রাত চাট্টেয় খোলার ঘরে ফিরে এলুম। মশাই, বিষয়-আশয় তো রক্ষা ক'র্‌তে হবে? চোর-ডাকাতের হাতে কি মারা যাব? চাল ছাড়্‌ছি নি!

লক্ষ্মী। (স্বগত) এ সব ত দিব্যি জ্ঞানের কথা ক'চ্ছে!

কালাচাঁদ। আপনার একটু অবিশ্বাস হ'চ্ছে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি! ঐ যে লাল-দীঘির নীচে ছিল, ও সন্ন্যাসীর ওষুধ খাওয়া মেয়ে, খালি সোণা খায়। আর পাৎকোর ভেতরে যে আছে—কেবল রুপো হজম করে।

লক্ষ্মী। তুই কি খেপেছিস্‌?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন এখনি, কিছু টাকা সঙ্গে নিন, বোসেরা পাৎকোর পাড়ে পাহারা রেখেছে। কিছু ঘুস দিতে হবে, রুপোর গুঁড়োর চার ক'র্‌বো—আর গন্ধ পেয়ে মণি ভুস ক'রে ভেসে উঠ্‌বে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল্‌, আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

কালাচাঁদ। গোটা কুড়িক টাকা সঙ্গে নেবেন। দশটা টাকা ঘুস দিতে হবে, আর দশটা টাকা গুঁড়িয়ে চার ক'র্‌তে হবে। এই ঠিক ওক্ত হ'য়েছে; বেটা ছেলেরা সব কর্ম্ম-কাজে বেরুলো, আপনি এলেই হয়। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি দোরটা দাও ত, আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। যে আজ্ঞে। ভগবান যদি কিছু দেয় ত পাই! রুপোর গুড়গুড়িটা—গুড়-গুড়িটাই।

[গুড়গুড়ি লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান।

লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মী। অ্যাঁ! বেটা রুপোর গুড়গুড়িটা নিয়ে পালালো না কি?

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। (স্বগত) গুঁজড়ে ত রাখ্‌লুম —কিম্পনের ধন তস্করের অধিকার! এখন বাটপাড়ে না নেয়!

লক্ষ্মী। ওরে, রুপোর গুড়গুড়িটা কি হ'ল?

কালাচাঁদ। চলুন, সে দেখ্‌বেন এখন।

লক্ষ্মী। দেখ্‌ব কি? গুড়গুড়ি বের কর্‌!

কালাচাঁদ। বা'র ক'র্‌বো কি মশাই?

লক্ষ্মী। গুড়গুড়ি কি ক'ল্লি বল্‌?

কালাচাঁদ। কেন, ভাল ক'ত্তে গেলুম, মন্দ হ'লো বুঝি? বলি, কেন নগদ টাকা গুঁড়িয়ে চার ক'র্‌বে বল, এই গুড়্‌গুড়িটা চার হোক; যে চার ত'য়ের করে, সে এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে রুপোটুকু দিলুম, সে মেতি খোল টোল মেখে বোসেদের সদরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। আপনি চলুন, এই দেখুন না—নলটা প'ড়ে র'য়েছে।

লক্ষ্মী। নে নে, ন্যাকাম করিস্ নি, রুপো দে।

কালাচাঁদ। তবে আসুন শীগ্‌গির। চার না ক'রে ফেলে থাকে, দিচ্ছি। আমি ভাল ক'ত্তে গেলুম, মশাই কোন কথা বিশ্বাস করেন না! ঐ যে মেয়েটি যাচ্ছে, ঐ উটি ড্রেণের ভিতর থাকে, দেখ্‌তে ভিখিরী—কিন্তু মোহর হাঁচে, আর টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। দেখাতে পারিস্?

কালাচাঁদ। তবে চট্‌পট্ চ'লে আসুন।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে দাঁড়া দাঁড়া,—এই বেটা পালালো! বেটাকে দেখ্‌তে পেলে পাহারা-ওয়ালা ধরিয়ে দেব।

নিধিরামের প্রবেশ

নিধিরাম। খুড়ো, খুড়ো!

লক্ষ্মী। কালা বেটা তো গুড়্‌গুড়ি নিয়ে পালাল। তুমি আবার কি মনে ক'রে হে? তোমার টাকা কটা দেবে?

নিধিরাম। বড় মুস্কিলে প'ড়েছি, টাকা দেব না কেন?—টাকা দেব। কিন্তু এ ফ্যাঁসাদ থেকে কি ক'রে বাঁচি?

লক্ষ্মী। কি ফ্যাঁসাদটা শুনি?

নিধি। যদি কারুর সাক্ষাতে না প্রকাশ কর।

লক্ষ্মী। কি, রকমটা কি?

নিধি। আমার একটী মেয়ে আছে।

লক্ষ্মী। না বাপু, আমি আর টাকা টোকা ধার দিতে পার্‌বো না।

নিধি। খুড়ো, তা না—তা না! মেয়েটি হাস্‌লে মাণিক, কাঁদলে মুক্তো!

লক্ষ্মী। দাঁড়া দাঁড়া! দোরে চাবি দি। ঘড়িটা নিতে এসেছিস্ বুঝি?

নিধি। ও খুড়ো, শোন না। অমন ক'চ্ছ কেন? কালা বেটা কোত্থেকে তা সন্ধান ক'রেছে, মরিচ সহরে নিয়ে যাবে। কি করি বল দেখি? পাৎকোর ভেতর লুকিয়ে পার পেলুম না! গিন্নী ত খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে—রাতদিনই কাঁদ্‌ছে!

লক্ষ্মী। সে মেয়েটা না কি রুপো খায় শুনেছি?

নিধি। অদৃষ্টের কথা বল কেন? রেতে একটী মতি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বদ্রিনারাণদের কুঠীতে বেচি, যতটুকু রুপো দেয়, সেই গুঁড়িয়ে পাৎকোয় ফেলে দিই। খুড়ো, এ দায়ে কিসে রক্ষা হই বল?

লক্ষ্মী। বেটা, আমায় ন্যাকা পেয়েছিস্ আর কি!

নিধি। খুড়ো, এ যে বিশ্বাস ক'র্‌বার কথা নয়! তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে কি?

লক্ষ্মী। তা মরিচ সহরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, আমি কি ক'র্‌বো তার?

নিধি। তুমি যদি জাত রাখ, তোমার ছেলেটির সঙ্গে যদি বে দাও! কিন্তু হ্যাঁ, তা ব'ল্‌ছি, যা মাণিক হাস্‌বে, আর যা মুক্তো কাঁদ্‌বে, আধা-আধি বখ্‌রা! চুপ চুপ, কে আস্‌ছে।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ

সিদ্ধে। কালা বেটা সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! দাদা, এবার ধনে-প্রাণে গেলুম।

লক্ষ্মী। কি, তোমার আবার কি বাসনা?

সিদ্ধে। তোমার ছেলেটিকে আমায় দিতে হবে; নইলে মরিচ সহরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায়! ঐ কালা বেটা! মশাই, ড্রেণের ভেতর মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছি ও বেটা কোত্থেকে সন্ধান ক'রেছে! মেয়েটা মোহর হাঁচে আর টাকা কাসে; আমি সে টাকা বা'র ক'ত্তে দিই নি, অমনি উঠনেই পুঁতে রাখি। দাও দাদা, তোমার ছেলের সঙ্গে বে দাও! রোজ সকালে একটু কাশীর নস্যি নাকে দিই, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে বিশ তিরিশটা মোহর হাঁচে! আর ড্রেণে থেকে সর্দ্দি হ'য়েছে কি না? টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। আর মরে না?

সিদ্ধে। দাদা, চাক্ষুষ দেখ্‌বে চল! ছেলে নিয়ে এস, হাঁচিয়ে আকব্বরি মোহর বের ক'ত্তে পারি, তবে বে দিও।

বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ

বিশ্বে। গেলেম গেলেম! লক্ষ্মীচরণ, রক্ষা কর!

লক্ষ্মী। তোমারও মেয়ে আছে না কি?

বিশ্বে। আজ্ঞে হাঁ; দাঁড়ালে সিকি আধুলি, আর ব'স্‌লে দোয়ানী! কালা বেটা মরিচ সহরে চালান দেবে! গরুর গামলায় লুকিয়ে রাখ্‌লুম, ও বেটা সন্ধান ক'রে ধ'রেছে!

লক্ষ্মী। নিকালো, আমার বাড়ী থেকে নিকালো সব!

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। দে মশাই, পালান পালান!

লক্ষ্মী। কেন রে বেটা, কেন রে?

কালাচাঁদ। এ তিনটে মেয়েই রাক্ষসী। এই বেটারা তোমায় নিয়ে গিয়ে কেটে মুড়ীটে ফেল্‌বে পাৎকোয়, ভুঁড়িটে ফেল্‌বে ড্রেণে, আর পা দুটো ফেল্‌বে গোরুর গামলায়!

লক্ষ্মী ব্যতীত সকলে।—ও কালা, কালা! কেন ভদ্দর লোকের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে ব'সেছিস বল্‌?

কালাচাঁদ। কেন? ভালমানুষী ক'রে বল্লুম, আধাআধি বখ্‌রা কর! তোমরা তো ভালমানুষের কেউ নও। আমি মরিচ সহরে চালান দেবোই দেব।

লক্ষ্মী। তা চালান দিস্‌ দিবি, আমার রুপোটুকু দে।

কালাচাঁদ। সে তুমি পাচ্ছ না, সে তুমি পাচ্ছ না, সে ব'ল্‌ব—কথা আছে।

লক্ষ্মী। কি কথা বল্‌বি? দে, রুপো দে, নইলে পাহারোলা ডাক্‌বো।

কালাচাঁদ। দে মশাই, ডাকো—পাহারোলা ডাকো! আর ডাক্‌তে হবে না, আপনি আস্‌ছে। তোমার স্ত্রীর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে। বলে, তার পেটে নাকি সাতরাজার ধন মাণিক আছে পেট চিরে সেটি বার ক'র্‌বে! দোহাই বাবা! আমি খবর দিই নি, আর কে খবর দিয়েছে! পেট চিরে সেটি বার ক'র্‌বে! ভাল ভাল ডাক্তার থাক্‌বে, ভয় নেই, আবার পেট সেলাই ক'রে দেবে। প্রাণে মার্‌বে না, তবে ধ'রে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা পাজি! বেল্‌কমোর আর জায়গা পাও নি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা চ'ল্লুম, এখানে থাক্‌তে চাই নি।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

নিধি। খুড়ো, জাত রক্ষা ক'ত্তেই হবে।

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, তোমার হাতেই প্রাণ।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে, তোরা কি সিদ্ধি খেয়েছিস্‌ না কি?

নিধি। দেখ্‌বে চল।

লক্ষ্মী। যা, এখন যা, কাল আসিস্‌।

সিদ্ধে। দেখ' ভায়া!

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, জাত রেখো!

[নিধিরাম, সিদ্ধেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরের প্রস্থান।

গিন্নীর প্রবেশ

গিন্নী। হ্যাঁ গা, এ তিন তিনটে মেয়ে হাতছাড়া ক'ল্লে!

লক্ষ্মী। আঃ দূর খেপী! তুইও যেমন, ওরা সব গাঁজা খেয়েছে।

গিন্নী। না, আমি গঙ্গাজলের ঠেঙে শুনেছি, সব ঠিক! দেখে এসেছে। তুমি তার মুখে শুনো, আমি ডাকাবো।

লক্ষ্মী। ঁউ! বলিস্‌ কি রে?

গিন্নী। দাও, ছেলের বে দাও, চুপি চুপি তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি পুঁই-মাচার নীচে ঘুঁটের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেব।

লক্ষ্মী। সত্যি নাকি?

গিন্নী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি পাকা খবর ব'ল্‌ছি।

লক্ষ্মী। তুই ব'লছিস্‌ ছেলের বে দিতে? ছেলে যে বে ক'র্‌তে চায় না, তা নইলে বে দিতুম। মিত্তিররা—বাড়ী, বাগান, সোনার তাল দিয়ে বে দিতে চেয়েছিল।

গিন্নী। এ ত আর দানসামগ্রী দেবে না। দানসামগ্রী নিতে চায় না কি না! এ বে'তে রাজী হ'তে পারে। এই যে অমূল্য আস্‌ছে।

অমূল্যের প্রবেশ

ও অমূল্য—ও অমূল্য! বে ক'র্‌বি?

অমূল্য। না। এখন আমি খুব রেগেছি।

লক্ষ্মী। কেন রে? রাগ্‌লি কেন?

অমূল্য। War declare ক'রেছি।

গিন্নী। সে আবার কি?

অমূল্য। এই মিলিটারি ক্যাপটি নিয়ে আস্তেন গুঁড়িয়ে যাব, নসীরাম সব দল জড় ক'চ্ছে।

গিন্নী। কি রে, মারামারি কর্‌বি নাকি?

অমূল্য। একবারেই না। প্রথম আস্তেন গুঁড়িয়ে মুখে-শাসানি! বেটা ছেলেরা সব শাসাবে, আর লেডীজরা দাঁত খিঁচুবে! ন'সে বোধ হয়, লেক্‌চার দিলেও দিতে পারে, তা হ'লে ওদের দলের যেদোও ছাড়্‌বে না; শেষটা যা হয়—জান্‌ দিতে হয় দেব! কি, এত বড় স্পর্ধা! সোসিয়্যাল রিফর্মেসন চায় না!

গিন্নী। ও রে, রাগারাগিতে কাজ নেই। দিব্বি ক'নে, বে কর।

অমূল্য। বল কি মা! ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, সহর সরগরম ক'রে তুল্‌বো। আমার সে নিশানটা কোথা, বা'র ক'রে দেবে এস।

গিন্নী। না না, ভাত খাবি চল, ভাত খাবি চল!

অমূল্য। কখন না; ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, ভাত খাব? শুক্‌নো ছোলা পকেটে রেখে দুটো চিবোব—তা নইলে এনার্জী বাড়্‌বে না!

[অমূল্যের প্রস্থান।

গিন্নী। দেখ গা,—দেখ গা, আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়ে তিনটে হাতছাড়া ক'র না।

লক্ষ্মী। দেখি ঠাউরে, যা হয় ক'র্‌ব! ছেলেটা দারুণ গোঁয়ার হ'ল, তা নইলে ভাবনা কি বল!

গিন্নী। না না, তুমি বেরোও, ঘটক মিন্‌সেকে ধর।

লক্ষ্মী। আরে সে যে জোচ্চর!

গিন্নী। হ'লই বা, জোচ্চরের উপর বাটপাড়ী কর! তারে বল, লোভ দেখাও যে, মেয়েগুলো যা—মাণিক, মুক্ত, মোহর, টাকা, সিকি, আদুলী পাড়্‌বে, তার সঙ্গে আধা-আধি বখ্‌রা; তা হ'লে সে লোভে প'ড়ে রাজী হবে।

লক্ষ্মী। দেখি কি হয়!

গিন্নী। এখনি বেরোও, দেরি ক'র না, এসে তখন নেয়ো খেয়ো।

লক্ষ্মী। চ'ল্লুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

[লক্ষ্মীচরণ ও গিন্নীর প্রস্থান।

নসীরামের প্রবেশ

নসীরাম। অমূল্য, my friend! অমূল্য, my friend!

অমূল্যের প্রবেশ

সেই ally এসে উপস্থিত।

অমূল্য। কোথায়, কোথায়?

নসীরাম। ঐ তোমাদের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

অমূল্য। ডাক'—ডাক'!

নসীরাম। তোমার বাপ আছে ব'লে আস্‌তে চায় না! এই আস্‌ছে!

কালাচাঁদের প্রবেশ

অমূল্য। কি মশাই, আপনি আস্‌তে চান না কেন?

কালাচাঁদ। মশাই, এক মুস্কিল হ'য়েছে! আমার এক যমজ ভাই আছে, তার নাম কালাচাঁদ, ঠিক আমার মতন চেহারা। আপনি চিন্‌তে পার্‌বেন না—আমি, কি সে। তবে তার কপালে একটি আঁচিল আছে, আমার সেটী নেই। সে বড় বাউণ্ডুলে! কি নাকি, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে জোচ্চুরি-ফচ্চুরি ক'রে গিয়েছে, এই কর্ত্তা আমায় দেখ্‌লেই বলেন—টাকা দে, গুড়গুড়ি দে! এ কাঁহাতক বোঝাই বলুন?

নসী। ইনি একটা plan ক'রেছেন। বড় Grand!

অমূল্য। কি কি?

নসী। এই কুস্‌মাসে আমরা Practical reformation সুরু করি এস। ওর চার ক'নে ঠিক আছে। শান্তিরামবাবুর মেয়ে—তাঁর ত শুনেছি বয়স তেত্রিশ বৎসর। আর একটী কট্‌কী কায়েতের মেয়ে উড়ে দেশে ছিল, তার বরও ঠিক হ'য়েছে, ভদ্‌রকের এক জমীদার।

অমূল্য। তার কত বয়স—তার কত বয়স?

কালাচাঁদ। প'য়তাল্লিসের এক দিনও কম নয়!

অমূল্য। বেশ কথা! আর দু'টি?

কালাচাঁদ। একটি পশ্চিমে লালার মেয়ে—মস্ত জমীদার। একটু হিন্দি কথা, ইংরাজীও জানে, তার বর—ইনি।

অমূল্য। তাঁর বয়স কত?

কালাচাঁদ। পঞ্চাশের কম নয়; আর ঢাকা থেকে একটি মেয়ে এসেছে—বয়স ষাটই বলুন, আর স'ত্তরই বলুন—তারে বে' ক'র্‌বেন আপনার বাবা!

অমূল্য। বাবা রাজী হবেন না, আপনি করুন।

কালাচাঁদ। আমি একটা সন্ধান ক'রেছি—কুলীন বামুনের মেয়ে—আশী বচ্ছর বয়স! সে ব'ল্‌ছে—প'চাশী বচ্ছরের কম বে ক'র্‌বো না! যা হোক, বোঝাতে পারি, ছোট দিনের দিন দেখা যাবে!

অমূল্য। দেখুন ally মশাই! এ ক'র্‌তে পার্‌লে বড় grand হবে বটে! আমার বিয়েটার plan আগে করুন, বাবা কিসে রাজী হয়!

কালাচাঁদ। একটা policy ক'র্‌তে হবে। আপনার বাপ ভাংচি দেবার জন্য ব'ল্‌বে—'ক'নের বয়স বছর ষোল।' আপনি ব'ল্‌বেন—'হোক'।

অমূল্য। আর যে বাগান, বাড়ী, সোণা নইলে দেবে না।

কালাচাঁদ। সে আমি রাজী ক'র্‌বো।

অমূল্য। কি ক'রে?

কালাচাঁদ। সে উপস্থিত মতে plan ক'র্‌তে হবে।

লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। কালা বেটা আবার কি মত্‌লবে বাড়ী সেঁধিয়েছে! হ্যাঁরা বেঁটা, কি ক'ত্তে আবার এসেছিস্‌?

কালাচাঁদ। মশাই, দেখুন! সাধে আস্‌তে চাই নি?

অমূল্য। বাবা, কারে কি ব'ল্‌ছ?

লক্ষ্মী। ও চোর, ওর সঙ্গে মিশেছিস্‌ না কি?

অমূল্য। কি, আমাদের allyকে আপনি এমন কথা বলেন?

লক্ষ্মী। ও গুড়্‌গুড়ি চুরী ক'রেছে।

অমূল্য। সে উনি নন—ওঁর ভাই।

লক্ষ্মী। কি, ন্যাকামো?

নসীরাম। তার কপালে আঁচিল আছে।

কালাচাঁদ। মশাই, আমায় এত দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌ছেন কেন?

লক্ষ্মী। দ্যাখ্‌ কালা, তোর নষ্টামো আমি বা'র ক'চ্ছি!

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, আমার নাম তো কালাচাঁদ নয়।

লক্ষ্মী। তুই কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে না, আমি না, আমার দাদা।

লক্ষ্মী। তবে রে ভেড়ো, তুমি তিন ক্রোর টাকা মেরেছ? ক'নে ঠিক ক'রেছ? মাণিক হাসে—মুক্তো কাঁদে? মোহর হাঁচে—রুপো কাসে? দাঁড়ালে সিকি-আধুলি ব'স্‌লে দুয়ানি?

কালাচাঁদ। মশাই মশাই, আপনার বাপ্‌কে কি খাইয়েছেন, ঐ দেখুন—কি আবোল তাবোল ব'ক্‌ছে।

লক্ষ্মী। ও আবাগের বেটা! আমায় কি খাইয়েছে? তুই এই যে ব'লে গেলি!

কালাচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—ব'লেছি।

লক্ষ্মী। রুপোর গুড়্‌গুড়ি নিয়েছিস্‌?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—নিয়েছি?

লক্ষ্মী। দে, গুড়্‌গুড়ি দে!

কালাচাঁদ। আজ্ঞে দিচ্ছি। (অমূল্যের প্রতি) মশাই, মাথায় জল দিন।

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা!

কালাচাঁদ। মশাই, ধরুন—ধরুন! খেপে উঠ্‌ছে! জল দিন—জল দিন! এসেছিলুম একটা কাজে, তা হ'ল না, কি ক'র্‌বো!

লক্ষ্মী। বেটা, আবার কি কাজে এসেছিলি বল্‌?

কালাচাঁদ। আপনার বিবাহ দিতে।

লক্ষ্মী। তবে রে পাজী!

কালাচাঁদ। বে না করেন—সোজা কথা, অত রাগারাগিতে কাজ কি?

লক্ষ্মী। দে বেটা, আমার গুড়্‌গুড়ি দে!

কালাচাঁদ। আর একটা কাজও ছিল, আপনি বে না করেন, আপনার ছেলের বে দিন ত দিন।

লক্ষ্মী। কি, পাৎকোর ভেতরের মেয়ের সঙ্গে?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে না, দোতলা ঘরে দিব্বি মেয়ে। শান্তিরামবাবুর কন্যা। আপনার পুত্তুরকে রাজী ক'রেছি, আপনি মত ক'র্‌লেই হয়।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে ক'র্‌তে রাজী?

অমূল্য। হ্যাঁ বাবা, আমরা reformation সুরু ক'র্‌বো।

লক্ষ্মী। ও আবার কি?

কালাচাঁদ। মশাই, আপনারা একটু সরুন দেখি, আপনার বাপকে বোঝাই: ওঁরা সেকেলে লোক, আপনাদের কথায় বুঝবেন না।

অমূল্য। নসী এস, ওয়ারের ভাবনাটা আমার ভারি মাথায় র'য়েছে। একটা War Council call ক'র্‌তে হবে, তার নোটিশটা লিখ্‌বে এস।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি ব'ল্‌বি বল্‌?

কালাচাঁদ। আপনি ছেলের বে দিতে প্রস্তুত?

লক্ষ্মী। প্রস্তুত, কিন্তু আমার এক কথা।

কালাচাঁদ। তা শুনেছি; তা শান্তিরামবাবু সমস্তই দেবেন; কিন্তু ছেলের সঙ্গে একটা কৌশল করুন; সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌বেন, মেয়েটির বয়স তেত্রিশ বৎসর, আপনি দেখেছেন।

লক্ষ্মী। বেটার যত নষ্টামো।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, কথাটাই শুনুন! ব'ল্‌বেন—বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সোণা কিছুই চাই নি; আর ব'ল্‌বেন—আপনি বিয়ে ক'র্‌বেন এক ষাট বছরের মেয়ে।

লক্ষ্মী। তার পর? বাড়ী-বাগান আমায় দেয় কে?—তুমি,—না?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, এই শান্তিরামবাবুর হাতের চিঠি দেখুন। আপনার যে একটা ভ্রম হ'য়েছে, আমায় কালাচাঁদ ঠাউরেই মুস্কিল ক'রেছেন!

লক্ষ্মী। শান্তিরাম এ সব দেবে?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে চলুন, মোকাবেলা ক'র্‌বেন; তাঁর হাতের লেখা ত দেখ্‌লেন?

লক্ষ্মী। তবে যে শুনেছিলুম, তার কিছু নেই?

কালাচাঁদ। মশাই, আপনারা সেকেলে লোক, চাপা লোক, কোন কথা কি ফোটেন? কিছু কি প্রকাশ করেন? একেলে চ্যাংড়া লোক নয় যে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে হ'লেই গাড়ী ক'রে ব'স্‌বে।

লক্ষ্মী। তা চল, আমি যাচ্ছি।

কালাচাঁদ। ঘর ঠিক করুন, ছেলে রাজী করুন।

লক্ষ্মী। অমূল্য, অমূল্য? হ্যাঁরে,—তুই কালা, না?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে না—লাল।

লক্ষ্মী। তুই দিনে ডাকাতি করিস্‌?

অমূল্য ও নসীরামের প্রবেশ

কালাচাঁদ। মশাই ঘর গড়ুন।

লক্ষ্মী। কেমন রে, তুই বিয়ে ক'র্‌বি?

অমূল্য। যদি তেত্রিশ বৎসর বয়স হয়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ তেত্রিশ বচ্ছর, আমি তার ঠিকুজি দেখেছি।

অমূল্য। আর যদি দানসামগ্রী না নাও।

লক্ষ্মী। সে যা হয় হবে,—সে যা হয় হবে।

অমূল্য। না, তা বল।

কালাচাঁদ। মশাই, মশাই, আপনি শান্তিরামবাবুর কাছে যান, আমি এদের ঠিক ক'রে মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'চ্চি।

লক্ষ্মী। তবে শীগ্‌গির আয়।

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। মশাইরা যান, আপনাদের সভায় গিয়ে দেখা ক'চ্চি।

নসী। আপনি আবার কোথায় যাবেন?

কালাচাঁদ। গিন্নীকে রাজী করি, বুড়ো ত দানসামগ্রী ছাড়্‌বে না।

অমূল্য। কে? মা? ডবল চেয়ে ব'স্‌বে!

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ ক'রেছেন, আমি আবদার ক'ল্লে তিনি ঠেল্‌তে পার্‌বেন না। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'চ্চি, আপনারা আসুন।

নসী। তুমি শীগ্‌গির এস।

[নসীরাম ও অমূল্যের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। দে মশাই, দে মশাই।

গিন্নী। (নেপথ্যে) বাড়ী নেই গো!

কালাচাঁদ। তবে গিন্নী ঠাক্‌রুণকে দোর-গোড়ায় দাঁড়াতে বল', দুটো কথা ব'লে যাব, আমি ঘটক ঠাকুর, আমার নাম কালাচাঁদ। দে মশাই কথা রাখেন না, ঐ বড় দোষ।

গিন্নী। (নেপথ্যে) কে গা আপনি?

কালাচাঁদ। তুমি কে, ঝি না কে? গিন্নী ঠাক্‌রুণকে ডাক।

গিন্নী। (নেপথ্যে) তিনি দোরের আড়াল থেকে শুন্‌ছেন, বলুন না, কি বল্‌বেন?

গিন্নীর প্রবেশ

কালাচাঁদ। (স্বগত) বেটী আমার উপর ছক্কাবাজী ক'র্‌বে, বেটী ঝি সেজেছে! (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের ছেলে, দশটা বিয়ে ক'ল্লে হান হয় না, দে মশায়ের আপত্তি, তিনি একটার বেশী বে দেবেন না। চারিটি মেয়ে হাতে আছে, কোন রকমে বাগিয়ে ঘরে পুরুন। একটা বিয়ে কর্ত্তা করুন, আপনি একটা করুন, ছেলের একটা দিন, আর আমায় পুষ্যিপুত্তুর নিন।

গিন্নী। ও মা, আমি বিয়ে ক'র্‌বো কি গো?

কালাচাঁদ। তুই না, তুই না—গিন্নী ঠাক্‌রুণ। ছোকরা সেজে, ইজের চাপকান প'রে দিনকতক মর্ণিং ওয়াকে বেড়াতে হবে। আর দ্যাখ্‌, তোর বরাৎ বড় খারাপ—তোকে মরিচ সহরে নিয়ে যাবে; তারা খবর পেয়েছে, তুই ধুলোমুটো ধ'রবি কি রুপোমুটো হবে!

গিন্নী। ড্যাক্‌রার কথা দেখ!

কালাচাঁদ। 'ড্যাকরার কথা দেখ!' আচ্ছা, তোর অনন্তগাছটা বাজী। কিন্তু দিনে একটী বার! তুমি যে রাত-দিনই ধুলোমুটো ধ'র্‌বে, আর রুপোমুটো ক'র্‌বে, তা হবে না।

গিন্নী। দ্যাখ্‌ ড্যাক্‌রা, তোর নাক কেটে দেব।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, নিয়ে আয় তোর ব'টী! তোর হাতে থাক ব'টী, আর আমার হাতে দে অনন্ত। নে, অনন্ত খোল, আমার হাতে দে! এইখানে ব'সলুম আমি, আর ঐ ধুলো মুটো ধর। (গিন্নীর অনন্ত দান) নে ধর!

গিন্নী। কই, রুপো হ'ল কই?

কালাচাঁদ। তোর কপালে হ'ল না, তা আমি কি ক'র্‌বো? (গমনোদ্যত)

গিন্নী। ও ড্যাক্‌রা! কোথা যাস?

কালাচাঁদ। স্যাক্‌রার দোকানে।

গিন্নী। অনন্ত দিয়ে যা।

কালা। সে কি, আমার ছেঁড়া চাদরখানা বেচ্‌ব নাকি?

গিন্নী। পাহারোলা—পাহারোলা!—

কালাচাঁদ। পাহারোলা—পাহারোলা! এই মাগী—জল্‌দি আও! ধর, পাক্‌ড়ো!

গিন্নী। ও মা, বেটা বলে কি গো!

কালাচাঁদ। পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো পাহা-রোলা!—

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

গিন্নী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ। ও মা, কি সর্ব্বনাশ!

[গিন্নীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ-পার্শ্বে দোকান

উড়েনী

উড়েনীর গীত

ভদরক ছাড়ি মু আইলা!
ফিরি অড়া অড়া মু যইতা না পাইলা॥
জিবে পুনা সহর, হবে মেলা জবর,
যাউঁচি বসা ছাড়ি, উঠিব রেলগাড়ী,
তে'তুড়ি দি কিড়ি পকাড় খাইলা॥

কালাচাঁদের প্রবেশ

কালাচাঁদ। তু বিয়া করিবু পরা?

উড়েনী। করিবু, যাউঁচি পুনা সহর, সাব বিয়া করিবু!

কালাচাঁদ। তোকে এখানে একটী ভাল বর দিতে পারি, সেমতি উড়্যা।

উড়েনী। মু উড়্যা বিয়া করিবুনি, সাব বিয়া করিবু; মু ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক শিখুচি, মু উড়্যা বিয়া করিবু!—সাব বিয়া করিবু।

কালাচাঁদ। সাব বিয়া করিবে কাঁই?

উড়েনী। কাঁই কি?

জনৈক উড়ের প্রবেশ

মু যব সাব দেখিব, (উড়ের হাত ধরিয়া) এমতি হাত ধরিব।

উড়ে। মলা! ইয়ে ক'ড়?

কালাচাঁদ। কিছু বলিস্ নি,—কিছু বলিস্ নি, উড়ে ম্যাম্। ম্যাম্ সাব, ক'ড় করিবে বল!

উড়েনী। বলিব জাণ্টু ম্যান্ সেক্‌ট্যান্ডা! সে বলিব—'মিসি বাবা ক'ড় বলুচি?' মু বলিব, 'তোতে বিয়া করি কিসি করিব—সে হাসি কিরি বলিবে,—'লেড়ী।'

কালাচাঁদ। লেড়ী ক'ড়?

উড়েনী। সাব লোক ম্যামকে বলে 'লেড়ী'।

কালাচাঁদ। বল বল—লেড়ী!

উড়ে। ছোড়ি দে; মু পারিবু নি!

কালাচাঁদ। আরে কেন বিদেশে জান খোয়াবি? ও খ্যাপা ম্যাম্!

উড়েনী। বস্ বস্।

কালাচাঁদ। ব'স্ ব'স্, যা বলে—শোন।

উড়েনী। মু সাবর সাথে বসি খানা খাইমু; সে বসিবে এমতি, মু বসিব এমতি; সেমতি শাড় পতা পাড়িবে, প'কাড় ঢারিবে, সিঙ্গি মাছের ঝোল দিবে; মু মাখিকিরি তার ব্যাঁতে দিমু, সে মোর ব্যাঁতে দিবে।

কালাচাঁদ। এই তুই খানা খেলি, তোর জাত গলা।

উড়ে। খানা খাইল কেই?

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি?

উড়ে। বাপলো বাপলো!

[উড়ের প্রস্থান।

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি? কুঁড় বুঢ়ো, বস বুঢ়ো, নৈ শুয়া, যমঘর যা, যমঘর যা!

কালাচাঁদ। উড়েনি, ও কে তা জানিস্?

উড়েনী। ও মড়া ব'স্ বুঢ়ো!

কালাচাঁদ। গালাগাল দিস্‌নি—গালাগাল দিস্‌নি! ও লাট সাহেবের বেটা, উড়ে সেজে আছে।

উড়েনী। ও পানিক বেহারা, মু জানি,—লাট সাব'র বেটা!

কালাচাঁদ। না না, ও সাব, গোসা করি কিড়ি উড়্যা হউচি, কাঁধা বউচি।

উড়েনী। সাব! মু বিয়া করিব, মু বিয়া করিব!

কালাচাঁদ। ও তোরে বে করে, তবে ত! দেখি আমি।

উড়েনী। সাব! তু দেখ্—তু দেখ্, মু বিয়া করিব! তোতে দিবটা টঙ্কা দিব!

কালাচাঁদ। তা তুই টাকা আন্‌গে যা।

উড়েনী। তু মোর ঘরকু আ, মু ঘট্টি বাঁধা দেইকিরি টঙ্কা আনিব। ঐ খোলা ঘর মোর।

[উড়েনীর প্রস্থান।

কাঠকুড়ানীগণের প্রবেশ

কাঠকুড়ানীগণ।— গীত

সে'ইয়া নাচাওয়ে ভাল্ ময় লেকড়ি কুড়াতি,
তাড়িখানা আবি যাতি।
মোহনবাগানমে রহনাউলী, মজেমে নাচনাউলী,
হাঁসকে কহে বহুত মিঠি বুলি;
সে'ইয়া শুন্‌কে, মছলি ভুন্‌কে,
মুঝে দেওয়ে ফের তাড়ি লাওয়ে,
সে'ইয়া পিয়ে, ময়ভি পি যাতি,—
গাহানা বাজানা সারি রাতি।

কালাচাঁদ। এ রাণি, এ রাণি!

কাঠকুড়ানী। বাবু হাঁসি করে দে বাবু, একটা পয়সা দে।

কালাচাঁদ। তোম তো রাণী হ্যায়!

কাঠকুড়ানী। হাঁ হাঁ, দে দে একটা পয়সা দে!

কালাচাঁদ। তোম্ রাণী, ফের পয়সা মাঙ্‌তে হো? তোম্ জান্‌তেহো নেই, একঠো রাজাকা নজর তোমারা উপর আগিয়া?

কাঠকুড়ানী। আরে আনে দেও, কেত্তা রাজা দেখ্‌লিয়া।

কালাচাঁদ। তোম্ ঠাট্টা মালুম কর্‌তা? মুরশিদাবাদকা রাজা হ্যায়, কাল হি'য়া আও, তোম্‌কো দেখ্‌লায়গা।

কাঠকুড়ানী। দেখ্‌লায়গা কেয়া?

কালাচাঁদ। তোম্ তো মোহনবাগানমে

রহেতা? হুঁয়া তোম্‌কো দেখা। কাল তোম্‌কো সাথ লেয়ায়কে হাম্‌ দেখ্‌লায়গা।

কাঠকুড়ানী। আচ্ছা, আচ্ছা, চ'লে চল, এ বাবু বড়া হাসি ক'রে।

[কাঠকুড়ানীর প্রস্থান।

জনৈক বাঙালনীর প্রবেশ ও গীত

বাদ্‌ সাধিস্‌ না, পরাণ বধিস্‌ না,
কোহিল ডাহিস না, শ্যামচাঁদ আমার পলালো।
সজোরে হাত ছিনাইয়া, ফাল পেরে রর দিল।
ছোট্‌লাম সব পাছে পাছ,
ধর্‌বে বিন্দে কর্‌লাম আচ,
বিন্দে ধ'র্‌তে নার্‌লো রে—
ঝুল দিয়ে চর্‌লো শ্যাম কদম গাছ,
অম্‌নি লাগ্‌লো দাঁতি ব'ল্লাম হায় কি হল।

কালাচাঁদ। হ্যাঁ রে, বড়দিনের দিন সং দিতে পার্‌বি?

বাঙালনী। তা ত পারুম না।

কালাচাঁদ। কেন দুঃখে ম'চ্ছিস, সং কি আর শক্ত! মাথায় সিঁদুর দিয়ে দাঁড়াবি, একজন তোকে বে ক'র্‌বে, তোরা বষ্টুম করিস্‌ না?—সেই।

বাঙালনী। এ হলি পারি।

কালাচাঁদ। তোর বাড়ী কোথা?

বাঙালনী। এই যে বাবু কুঁড়ীটে দেহা যায়।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, আমি কাল নিয়ে যাব তোকে।

বাঙালনী। হ্যাঁ বাবু, একটা বষ্টুম ফষ্টুম হলেই হ'ত ভাল। নবদ্বীপে এসে, গোঁসায়ের পালে হাত বার ক'রে মুড়ি দিয়ে বসেলাম, একটা বাবু পাঁচ সিকে দিয়ে কিনেলো, ভাব্‌লাম, বুঝি বরাত ফের্‌লো! বাবু বলে—'বাঁদীগিরি কর।' হ্যাঁগা, বাঁদীগিরি ক'র্‌বার জন্যি কি কুলের বার হলাম?

কালাচাঁদ। তা ত বটে, তা ত বটে, যা যা।

[বাঙালনীর প্রস্থান।

জনৈক টহলদারের প্রবেশ ও গীত

জয় রাম নারায়ণ, জয় গোবর্দ্ধন,
জয় বৃন্দাবলী হনুমান্‌জী!
জয় অশোক-কানন, কালীয়-দমন,
ভয়ভঞ্জন রাধা মানজী!

কালাচাঁদ। ওরে ওরে!—

টহলদার। বাবুজী, এ যে গান বেঁধে দিয়েছ, বড় যুত হয় না! সব টহলদাররা ব'ল্লে—কেমন খাপছাড়া।

কালাচাঁদ। তোরে যা ব'লেছিলুম, তার কি ঠাওরালি?

টহলদার। আজ্ঞে সে—কে—বে—দেবে?

কালাচাঁদ। তা মর, দুঃখে মর! আমি কি ক'র্‌বো বল? ভাল পশ্চিমে কায়েতের মেয়ে, একটু খোট্টাই বুলি। ঘরজামায়ে রাখ্‌বে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বি।

টহলদার। আজ্ঞে, তা ঠাউরে দেখি, টহলদারদের সঙ্গে পরামর্শ করি। আপনি একটী ভাল দেখে গান বেঁধে দেবেন।

কালাচাঁদ। তা দেব, যাস্‌ আমাদের বাড়ী। ও টহলদারের সঙ্গে পরামর্শ করিস্‌ নি, ভাংচি দিয়ে আপনারা বে ক'র্‌বে।

[টহলদারের প্রস্থান।

অমূল্যের প্রবেশ

অমূল্য। কি হে, তুমি মাকে রাজী ক'র্‌তে পেরেছ?

কালাচাঁদ। আর রাজী ক'র্‌ব কি? আপনাদের বাড়ী ঢোকাই ভার হ'ল!

অমূল্য। কেন হে, কেন হে?

কালাচাঁদ। ঐ কালা দাদা—আমি গিন্নীর কাছে যাচ্চি—ব'ল্লে বেরো! আমি চ'লে এলুম। শুনছি নাকি গিন্নীর অনন্তটা ভুলিয়ে এনেছে। আর পারিনে মশাই—পারিনে, জ্বালাতন হ'য়েছি!

অমূল্য। তাই ত, তাই ত, কি হবে!

কালাচাঁদ। সে কথা যাক্‌, সে আপনি বে ক'রে ফেল্লেই হবে। ক্রস্‌মাসের দিন বাগানে সরগরম ক'রে বে ক'র্‌বেন, কে কি বলে! বড় লাটের মত, যারা যারা বে ক'র্‌বে, তারা খেতাব পাবে, আর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। সে যাক্‌, এই যে সন্দেশওয়ালা দেখ্‌ছেন, একে ত সবুজ নিশেনওয়ালারা হাত ক'ল্লে। তাদের ফ্যাসান দেখে ওর বড় পছন্দ হ'য়েছে। এই সবুজ নিশেনওয়ালারা এল ব'লে, আপনারা লাল-নিশেন নিয়ে ফ্যাসান সঙ্গে ক'রে এসে পড়ুন!

ও যে দিকে ঝুঁক্‌বে—ওর ঢের টাকা—একেবারে নেয়াল হ'য়ে যাবে।

অমূল্য। বটে বটে? আমি নসেকে নিয়ে আস্‌ছি।

কালাচাঁদ। ফ্যাসানকে সঙ্গে ক'রে, একজন নিশেন নিয়ে চ'লে আসুন।

[অমূল্যের প্রস্থান।

দুইজন লোকের প্রবেশ

১ লোক। Politics for India and India for politics.

কালাচাঁদ। আপনারা সবুজ নিশেন?

২ লোক। হ্যাঁ।

কালাচাঁদ। যুদ্ধ ক'র্‌বেন?

১ লোক। হ্যাঁ।

কালাচাঁদ। আপনারা জাঁদ্‌রেল পেয়েছেন?

২ লোক। না।

কালাচাঁদ। তবে ঐ সন্দেশওয়ালাকে হাত করুন, ওর ঢের টাকা।

১ লোক। তবে যাই, propose করি।

কালাচাঁদ। খবরদার—না! আগে আপনাদের ফ্যাসান পাঠিয়ে দিন।

২ লোক। আমাদের ফ্যাসান নেই। সে Social reformerদের দলে।

কালাচাঁদ। ক'র্‌তে হবে, নইলে বেহাত হ'ল, ওর ঢের টাকা—সাজান গে—আপনাদের দলের একজন লেডীকে।

১ লোক। কি রকম সাজাব?

কালাচাঁদ। চুপি চুপি ব'লে দিই শুনুন—কেউ না শোনে। (কর্ণে কথন)

২ লোক। ওহে, এ একজন unexpected ally. মশাই, আমরা এলুম বলে। আপনি ততক্ষণ canvass করুন।

[দুইজন লোকের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া!

দোকানী। কি চাই মশাই?

কালাচাঁদ। ও দুটো লোক কি ব'লে গেল জান? তোমার পয়সার বাক্স লুট ক'র্‌বে, নিশেন নিয়ে সেজে আস্‌ছে।

দোকানী। ওঃ, লুটের বিলেত আর কি! যাও যাও!

কালাচাঁদ। আমায় ব'লে গেল, তাই ব'ল্‌লুম।

ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ

ভিখারিণী-বালিকা।— গীত

শোন ললিতে তোরে বলি,
কৃষ্ণ-প্রেম কুট-কুটে ওল।
খাওয়ায় কাঁচা তে'তুল, টোকো ঘোল॥
কৃষ্ণপ্রেম যে খায়,
গুলগুলিয়ে ওলের মতন ব্যাঁতে লেগে যায়,
জন্মে তবে সিদ্ধ হবে,
নৈলে কাট্‌বে নালি—হ'রবে বোল॥

ভিখারিণী-বালিকা। কই, পয়সা দ্যালে না?

কালাচাঁদ। ঐ ল'কে বেটা আস্‌ছে! শোন শোন, এ দিকে আয়!

[কালাচাঁদ ও ভিখারিণী বালিকার প্রস্থান।

দোকানী। ওরে হীরে, বলে লুট ক'র্‌বে!

হীরে। আজ্ঞে তা পারে! সব লাল নিশেন তুলেছে, সবুজ নিশেন তুলেছে! দুপুরে মাতন ক'রে বেড়াচ্ছে!

দোকানী। অ্যাঁ, বলিস কি রে?

কালাচাঁদ ও ভিখারিণী-বালিকার পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। দোকানী ভায়া, বিপরীত কারখানা!

দোকানী। মশাই! কি করি?

কালাচাঁদ। তোমার বাক্সটা কৈ? লুকোও ঐ কয়লার ভেতর। আর তারা যা বলে, শুনে যেও, তা হ'লে কোন ভয় নেই।

দোকানী। কোম্পানীতে কিছু ব'ল্‌বে না?

কালাচাঁদ। লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রে তিন দিন লুটের পাশ পেয়েছে। (স্বগত) ঐ এলো, আঁচলটা পরি, কালাচাঁদ হই।

লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এইবার তুই কালাচাঁদ! এই তুই আঁচিল পরেছিস্।

কালাচাঁদ। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। কেমন, ধ'রেছি?

কালাচাঁদ। ধ'রেছ।

লক্ষ্মী। তবে দে বেটা, অনন্ত দে, গুড়-গুড়ির রুপো দে।

কালাচাঁদ। তুমি তো ভারি বেকুব হ্যা! তোমায় তফাৎ থেকে দেখ্‌ছি, আমি কি আর পালাতে পাত্তুম না?

লক্ষ্মী। তবে পালালিনি কেন?

কালাচাঁদ। তোমায় মাণিকওলা ক'নে এক্ষণি দেখাব।

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌?

কালাচাঁদ। এস, ঐ খোলার ঘরের ভেতর এস, সত্যি মিথ্যা এখনি টের পাবে।

লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌?

কালাচাঁদ। কি ব'ল্‌ছি! এ মেয়েটি,—কি ব'ল্‌ছ? মনে ক'রেছ ভিখারীর মেয়ে? দু-জোড়া নূতন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াও দেখি—ও খেতেই চাইবে না—এক জোড়া মোণ্ডা খাইয়েছ কি পাঁচশো টাকার কোম্পানী কাগজ এখনি তুলেছে! এ বামুনের মেয়ে, মনে ক'রেছি, আমি এরে বে ক'র্‌বো। পাঁচ জোড়া সন্দেশ খাইয়ে আড়াই হাজার টাকা মেরেছি। এই তো পাশে দোকান, নতুন গুড়ের মোণ্ডা খাইয়ে দেখ, সত্যি-মিথ্যা এখনি বুঝ্‌বে।

ভিখা-বালিকা। না, মুই খাবুনি, মোণ্ডা খেতে লারবো মুই কাগজ তোলাব।

কালাচাঁদ। ভুলিয়ে ভালিয়ে এক জোড়া মোণ্ডা খাওয়াতে পার, পাঁচশো টাকার কাগজ মেরে দে চ'লে যাও।

লক্ষ্মী। দাও তো হ্যা, এক জোড়া নূতন গুড়ের কস্তুরো দাও ত।

ভিখা-বালিকা। উঁহুঁ, আমি ঠোঁট টিপে ব'সনু, আমি খাব নি।

লক্ষ্মী। তুই শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক ক'রেছিস্‌, না?

কালাচাঁদ। মশাই, আর এক কথা বলি ত এখনি আমায় মাত্তে আস্‌বেন! আর এ সব আগে জানতুম না মানতুম! আমাদের সব খিষ্টানী মত ছিল।

লক্ষ্মী। কি কি, কথাটা শুনি?

কালাচাঁদ। পাঁচ জোড়া সন্দেশ যদি আমায় খাইয়েছ, আর যদি দুঢোক জল খাওয়াতে পার, এ বেটী কোম্পানীর কাগজ তুল্‌তে তুল্‌তে মার্‌বে দৌড়!

লক্ষ্মী। আচ্ছা, দেখি বেটা, তোর কত ভিরকুটী! দাও তো হ্যা, জোড়া পাঁচেক কস্তুরো দাও ত।

কালাচাঁদ। এই এক জোড়া খেলুম।

লক্ষ্মী। ফের খা! দাও তো হ্যা আর চার জোড়া।

কালাচাঁদ। আমার দায়-দোষ নেই, আর এক জোড়া ফের খেলুম।

লক্ষ্মী। নে নে, খা খা!

কালাচাঁদ। (ভিখারী-বালিকার প্রতি) আরে তুই দেখ্‌ছিস্‌ কি? তোকে পাহারোলা ধর্‌বে, পালা পালা! সেই কাগজগুলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে ছোট্‌।

[ভিখারিণী বালিকা ও পশ্চাতে লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

ধর ধর, পালাল! শুন্‌ছ দোকানদার! জাল পয়সা দেবে, যেমন পয়সা হাতে দেবে, অমনি পাহারোলা ডেক', ও ভারি জালিয়াৎ! ওর ভয়ে ভয়ে মোণ্ডা খেলুম।

দোকানী। তবে ঠাকুর, তুমি সন্দেশ খেয়েছ, তুমি পয়সা দাও।

কালাচাঁদ। তুমি ত আগে পাহারোলা ধরাও, আমি ত তোমার দোকানেই ব'সে আছি, তোমার পাঁচ জোড়ার দাম—দশটা পয়সা বৈ ত নয়? এই আমার ট্যাঁকেই আছে।

লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ

কেমন মশাই, কাগজ পেয়েছেন?

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এই তোমার কোম্পানীর কাগজ? বেটা এক্সচেঞ্জ গেজেটের পাতা দিয়ে সড় ক'রেছ!

কালাচাঁদ। আমি কি ক'র্‌বো, ব'ল্‌লুম —নতুন গুড়ের মোণ্ডা খাওয়াও।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও, তোমায় শেখাচ্ছি।

কালাচাঁদ। (জনান্তিকে) দোকানী ভায়া, পয়সা নাও।

দোকানী। মশাই, পয়সা দিন, যাকে শেখাতে হয় শেখাবেন।

কালাচাঁদ। দোকানী ভায়া, ডাক' পাহারোলা। পাহারোলা—ধর শালার গলায় কাপড় দিয়ে, ধর, জোর ক'রে ধর!—আমি ডেকে আন্‌ছি, পাহারোলা, পাহারোলা!—

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে ছাড় ছাড়, গলায় লাগে! কি হ'য়েছে কি বল?

দোকানী। মশাই, জোচ্চরির আর জায়গা পাওনি? আমার কাছে জাল পয়সা দিতে এসেছ?

লক্ষ্মী। কেন বাপু, জাল পয়সা কি?

দোকানী। ট্যাঁকশালের পয়সা আর আমি চিনি নি? এই ট্যাঁকশালের পয়সা? আমায় বোকা পেয়েছ?

লক্ষ্মী। আচ্ছা বাপু, তুমি আমায় ছেড়ে দাও! এই দু'টি টাকা নাও, এ ত আর জাল টাকা নয়?

দোকানী। দেখ্‌তো হীরে, এ জাল টাকা কি, কি?

হীরে। না না, ও ঠিক টাকা গো—ও ঠিক টাকা! নিদেন রুপোটাও ত থাক্‌বে।

লক্ষ্মী। এবার বেটাকে পেলে পুলিশ ধরিয়ে দিয়ে তবে কাজ।

[লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।

ধাঙড় সহিত কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া, পাহারোলা ত সব মরিচ সহর চালান হ'য়েছে। তোমার নূতন গুড়ের মোণ্ডা কত আছে?

দোকানী। আজ্ঞে, সের দশ বার।

কালাচাঁদ। আর চিনি সন্দেশ?

দোকানী। আজ্ঞে, সেও পাঁচ ছ'সের হবে।

কালাচাঁদ। দাও, ঐ লোকটাকে দাও, মরিচ সহরে তোমার নাম বেজে যাবে।

দোকানী। ও যে ধাঙড় মশাই!

কালাচাঁদ। আরে শোন না কথা, যা বলি শোন না। মরিচ সহরের লোকই অম্‌নিতর। ওদের জমাদার বড়বাজারের দাম চুকিয়ে দিয়ে, এখনি তোমায় কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে চ'লে যাবে। কি রে, তোর ঠিকানা মনে আছে? সেইখানে রেখে আয়। আর শোন্‌, ফিরে এলেই এইখানে তোর মুটে ভাড়া দেব।

ধাঙড়। হামার সব মালুম আছে।

কালাচাঁদ। তবে যা, বেরিয়ে পড়্‌। দোকানী ভায়া, সে লোকটাকে ছেড়ে দিলে না কি?

দোকানী। আজ্ঞে মশাই, আমরা দোকানদার, দুটো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছি।

কালাচাঁদ। সর্ব্বনাশ ক'রেছ, দেখি দেখি কি টাকা?

দোকানী। কেন মশাই?

কালাচাঁদ। নূতন থানের তাঁবার আওয়াজ ঠিক রুপোর মতন। ও বুড়ো বেটা টাকাও জাল ক'রেছে। তুমি বা'র কর। এই দেখ, এই নূতন থানের তাঁবা দেখ! ঠিক টাকার মতন আওয়াজ। এস এস, তুমি স্যাক্‌রার দোকানে দেখাবে এস! পোদ্দারে এখনি চিন্‌বে! এস এস, শীগ্‌গির এস।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

দোকানী। মানুষটা খুব সৎ, কি বলিস্‌ হীরে?

হীরে। আজ্ঞে, ওর কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, দুটো টাকা নিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে চ'লে গেল।

ফ্যাসানদ্বয়ের সহিত লাল ও সবুজ
নিশানধারী দলের প্রবেশ

গীত

লাল ফ্যাসান। তোম্‌ কোন্‌ হ্যায়?
সবুজ ফ্যাসান। তোম্‌ কোন্‌ হ্যায়?
লাল ফ্যাসান। হাম্‌ ফ্যাসান!
সবুজ ফ্যাসান। হাম্‌ ফ্যাসান!
লাল ফ্যাসান। তোম্‌ চোপরাও!
সবুজ ফ্যাসান। তোম্‌ চোপ্‌রাও!
লাল দল। ব্রাভো ব্রাভো ফ্যাসান, দেগা জান।
লাল ফ্যাসান। তোম্‌ চলা যাও!
সবুজ ফ্যাসান। তোম্‌ চলা যাও!
সবুজ দল। ব্রাভো ব্রাভো ফ্যাসান,
লেট্‌ দেম্‌ ডু হোয়াট্‌ দে ক্যান।
লাল ফ্যাসান। হোল্‌ড ইয়োর টং,
ইউ উওম্যান!

সবুজ ফ্যাসান। হোল্‌ড ইয়োর টং,
ইউ উওম্যান!
লাল ফ্যাসান। বোলো তেরা কেয়া মিশান?
সবুজ ফ্যাসান। বোলো তেরা কেয়া মিশান?
লাল দল। সোসিয়্যাল্‌ রিফর্মেসন্‌!
সবুজ দল। পলিটিক্যাল অ্যাজিটেসন্‌!
উভয় ফ্যাসান। হুট হুট ছুট ছুট
আপনার ঠাঁই আপনার মান।
কসন্‌ কসন্‌ বেঙ্গলী করেগা গ্রেট-নেশান!
উভয় দল। বেঙ্গলী গ্রেট নেশান,
হিয়ার ইজ্‌ ডিমনষ্ট্রেসান্‌।

যেদো। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের জাঁদরেল হোন্‌।

নসীরাম। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমাদের ট্রেজারার হোন্‌।

যেদো। ছাড় নসে!

নসীরাম। ছাড় যেদো!

দোকানী। হীরে হীরে, এ কি রে?

হীরে। কে জানে!

[হীরের প্রস্থান।

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। ধর টেনে।

সবুজ দল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন্‌ লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট!

লাল দল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন্‌ অ্যাড্‌জুটান্ট!

কালাচাঁদ। পাড়ি লাগাই দিন কিনে।

[বাক্স লইয়া প্রস্থান।

['ছাড় যেদো'—'ছাড় নসে' করিতে করিতে উভয় দলের দোকানীকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাস্তা—অদূরে কুঁড়েঘর

কালাচাঁদ ও উড়ে

কালাচাঁদ। ওরে, তোদের অড়া সুদ্ধ কবে চালান দেবে?

উড়ে। কোঁটি?

কালাচাঁদ। মরিচ সহরে। কিছু শুনিস্‌নি? কোম্পানীতে আর উড়ে রাখ্‌বে না—ঢ্যাট্‌রা গিয়ে গিয়েছে। আমি তোরে বাঁচাবার উপায় ক'রেছি, এখন তুই ক'ল্লে হয়।

উড়ে। ক'ড় করিব বাবু, ক'ড় করিব?

কালাচাঁদ। তুই যদি সাহেব সাজ্‌তে পারিস্‌—আর যে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, ব'ল্‌বি—'আমি সাব' তা হ'লে এ যাত্রা বেঁচে যাস্‌।

উড়ে। মু ত ইংরাজী জানিচি না!

কালাচাঁদ। তাই ত, কি হবে! দেখ্‌, বেশ কথা! সে উড়ে ম্যামকে বে কর, সে তোকে পছন্দ ক'রেছে। আমিও তাকে ব'লেছি—তুই সায়েব। তারে বে ক'ল্লেই সায়েব হ'য়ে জুড়ী চ'ড়ে বেড়া, আর তোকে ধরে কে! খবরদার, তোরে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে ব'লিস্‌ নি—তুই উড়ে—ব'ল্‌বি, 'আমি সাব'। আমার একটা সায়েবের পোষাক আছে, সেইটে তোরে দেব। যা, বাড়ীর ভেতর যা, পাহারোলা আসছে।

[উড়ের প্রস্থান।

এই ত সাহেব বর ঠিক হ'ল।

টহলদারের প্রবেশ

কালাচাঁদ। বল্‌, কি ঠিক ক'ল্লি? ঘর-জামায়ে থাক্‌বি, না দুঃখে ম'র্‌বি?

টহলদার। ঘরজামায়ে রাখ্‌বে?

কালাচাঁদ। হুঁ। লালার মেয়ে, আদরের মেয়ে, তার বাপ কি জামাই-ঘর ক'ত্তে দেবে? তা হ'লে কি তার বর জুট্‌তো না? তোর বড় ভাগ্‌গি জানিস্‌, মেয়েটা তোকে দেখে মোহিত হ'য়েছে।

টহলদার। দেখ্‌বেন বাবু, ঘরজামায়ে যদি রাখে ত আমি বিয়া করি।

কালাচাঁদ। তবে আর তোরে ব'ল্‌ছি কি মাথামুণ্ডু! দেখ্‌, সে তার বাপ্‌কে ব'লেছে যে, তুই মুরশিদাবাদের জমীদারের ছেলে। খবরদার, কেউ জিজ্ঞাসা ক'ল্লে ব'লিস্‌ নি যে, টহলদার।

টহলদার। তা ব'ল্‌ব না, ঘরজামায়ে রাখ্‌বে তো?

কালাচাঁদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরে একটা পোষাক দেব, সেইটে পরিস, যা এখন বাড়ীর ভেতর যা। এখন যা।

[টহলদারের প্রস্থান।

বাঙালনীর প্রবেশ

বাঙালনী। বাবা ঠাউর, বাবা ঠাউর! সং সাজবার ব'ল্‌ছ—সং সাজ্‌ব; বাবা ঠাউর, যদি বৈরাগী একটা দেহে দাও!

কালাচাঁদ। বৈরাগী কি রে? ভাল গোঁসাই তোরে দেখে দেব, তোরে সেবাদাসী ক'র্‌বে। সেই গোঁসাইয়ের তো সক, তা নইলে তোরে সং সাজ্‌তে ব'ল্‌ছি কেন? আর বড় মজা হবে! সং কে সং, সত্যিকে সত্যি! সে গোঁসাই তোর গলায় মালা দেবে, তুই তার গলায় মালা দিবি, তারপর তার সেবাদাসী হবি।

বাঙালনী। এ হলি আমি সাজ্‌তে রাজী।

কালাচাঁদ। তবে যাস্‌, সে বাগানে যাস্‌।

বাঙালনী। আচ্ছা বাবা ঠাউর! আমি চ'ল্‌লুম। দ্যাহো, গোঁসায়ের সলায় পরে আমি কুল ছেরে আইছি।

কালাচাঁদ। পাবি, ফিট মানুষ পাবি। কিন্তু তোরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোর বয়স কত? ত ব'ল্‌বি ষাট।

বাঙালনী। না বাবা ঠাউর, পচিশ পার হয়নি।

কালাচাঁদ। সে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। যদি ষাট বলিস্‌, গোঁসাই বুঝ্‌বে, তুই ভারি রসিকা।

বাঙালনী। বটে. বাবা ঠাউর বটে! বাবা ঠাউর, তাই বল্‌ব—তাই বল্‌ব।

কালাচাঁদ। যে জিজ্ঞেস করুক, বরং ষাটের উপর যাবি, তবু নীচে না।

বাঙালনী। আচ্ছা বাবা ঠাউর—আচ্ছা।

কালাচাঁদ। যা যা, সেই বাবুর বাড়ী যা। চিন্‌তে পার্‌বি?

[বাঙালনীর প্রস্থান।

এই কাঠকুড়ানী বেটী আস্‌ছে, বেটী ভাঙ্গে ত মচ্‌কায় না।

কাঠকুড়ানীর প্রবেশ

কাঠকুড়ানী। এ বাবু, কাঁহা তেরা জমীদার?

কালাচাঁদ। সেই বাগানে ভাল্‌ নাচাচ্ছে।

কাঠকুড়ানী। ভাল্‌ নাচাতা?

কালাচাঁদ। নাচাতা নেই? তাড়ি খাতা, আউর ভাল্‌ নাচাতা, আর ডুগ্‌ডুগী বাজাতা!

কাঠকুড়ানী। আচ্ছা বাবু—আচ্ছা বাবু, হাম্‌ চলে।

[কাঠকুড়ানীর প্রস্থান।

নিধিরামের প্রবেশ

নিধিরাম। দুই বর ত সাজিয়েছি।

কালাচাঁদ। তবে তুমি তাদের নিয়ে এস; আর বিশ্বেশ্বর ভায়া তো ক'নে সাজাতে গিয়েছে! আমি তবে তাদের নিয়ে চ'ল্‌লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

বাগান

বিশ্বেশ্বর, নসীরাম, কাঠকুড়ানী, বাঙালনী, উড়েনী, ওজনদার ইত্যাদি

নসীরাম। ক'নে সব কই?

বিশ্বেশ্বর। এই যে সার সার সব দাঁড়িয়েছে।

নসীরাম। লালচাঁদ বাবু কোথা?

বিশ্বেশ্বর। এই এলেন ব'লে।

কালাচাঁদের প্রবেশ

কালাচাঁদ। মশাই, আপনাদেরই জিত! বর-ক'নে সব হাজির; এখন অমূল্যবাবুর বাপ এলেই হয়। এইবারে যান, সেজে আসুন গে।

নসীরাম। লালচাঁদ বাবু! এদের ত তুমি যা বয়েস বল, তা বোধ হ'চ্চে না।

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করুন মশাই! মেয়ে মানুষ, দু'বছর কমিয়ে ব'ল্‌বে, তবু বাড়িয়ে ব'ল্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। তা ত বটে—তা ত বটে!

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করুন — জিজ্ঞাসা করুন! কাজ সেরে নে বেরিয়ে পড়ুন।

নসীরাম। আপনার বয়েস?

উড়েনী। স্তিকুড়ি পাঁচ।

নসীরাম। আপনার বয়েস?

কাঠকুড়ানী। পচাশ হো চুকা।

নসীরাম। আপনার?

বাঙালনী। এই ষাইট বলেন, প'য়ষট্টি বলেন!

নসীরাম। অ্যাঁ, এদের এত বয়েস হবে?

কালাচাঁদ। মশাই, এরা যেথা থাকে, সেথা জল হাওয়া কেমন! যান যান, সেজে আসুন গে, দেরি ক'র্‌বেন না। সবুজ নিশানওয়ালারা এতক্ষণ সাজ্‌লো।

নসীরাম। আচ্ছা লালচাঁদ বাবু, আপনি ততক্ষণ বে দিন।

[নসীরামের প্রস্থান।

কালাচাঁদ। যা যা—এর ভেতর যা।

উড়েনী। মলা! এ কূপ, মু যাই পারিবে নি।

কালাচাঁদ। যা যা, জল নেই, সায়েব অম্‌নি শুধু তোরে বে ক'র্‌বে? ওদের পাৎকো থেকে তুলে বে ক'র্‌তে হয়।

উড়েনী। মু ডর লাগুচি, মু পারিবে নি!

কালাচাঁদ। পার্‌বি নি? তবে যা, তোর বরাতে সায়েব নেই।

উড়েনী। রাগুচি কাঁইকি—রাগুচি কাঁইকি? মু নামুচি, মু নামুচি। (কূপমধ্যে গমন)

কালাচাঁদ। বিবি, তুমি এর ভেতর সেঁধোও!

কাঠকুড়ানী। কাহে?

কালাচাঁদ। সে সৌখিন জমীদার, তার একটা সক তুমি রাখ্‌বে না? তার সক হ'য়েছে, তোমার ইচ্ছা হয় নাবো, না ইচ্ছা হয় চ'লে যাও।

কাঠকুড়ানী। ও তো ভাল্‌ নাচাতা?

কালাচাঁদ। আঃ! ঠুম্‌কি-ঠুম্‌কি!

কাঠকুড়ানী। ও ত তাড়ি পিতা?

কালাচাঁদ। ঢকাঢক! দু'হাতে দু'কলসী তাড়ি নিয়ে ওর ভেতর নাব্‌বে। দেখ্‌ দিকি—দেখ্‌ দিকি, হয় ত এক কলসী ওর ভেতর লুকিয়েও রেখে গিয়েছে, ঐ এল এল, নাব নাব।

কাঠকুড়ানীর ড্রেণের মধ্যে গমন

কালাচাঁদ। নাও, ব'সো!

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! গোসাই ত চরণে রাখ্‌বে?

কালাচাঁদ। তুই একটি গান ধ'র্‌বি, আর অম্‌নি মোহিত হ'য়ে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবে।

নিধিরাম। অত ক'র্‌তে হবে না—অত ক'র্‌তে হবে না, গলায় মালা দিলেই হবে।

কালাচাঁদ। নাও, পারা মাখা পাই পয়সা ছড়িয়ে দাও।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! দুটি খই-কড়ি ছড়াও।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ

বিশে। কি হে, বরেদের সব রিহার্শাল দিয়ে রেখেছ ত?

সিদ্ধে। সব ঠিক আছে।

বিশে। কোথায় রেখে এলে? পালাবে না ত?

সিদ্ধে। হুঁ, ভায়া যে চাট ধরিয়েছেন, মার্‌লে ন'ড়বে না। একজনকে আকবনে রেখে এয়েছি, আর একজন আমড়াতলায় ব'সে আছে।

কালাচাঁদ। আমি স'রে পড়ি। লক্ষ্মীচরণ আস্‌ছে। দেখ, বরগুলো ঠিক সময়ে যুগিয়ে দিও।

সিদ্ধে। তার ভয় নাই, ঠিক ডাক্‌ব।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

অমূল্য, লক্ষ্মীচরণ ও বনবিহারিণীর প্রবেশ

অমূল্য। বাবা! তোমার আমার সঙ্গে মিছে কথা? তিরিশ পেরোয়নি।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়, আমি ঠিকুজী দেখেছি।

বন-বিহা। না, আমার তিরিশ পোরে নি।

শান্তি। পোরে নি? ডাক ত কালাচাঁদকে। ঐ ঐ, চোখে কাপড় দিয়ে আস্‌ছে। এই কান্না সুরু ক'র্‌বে। ডাক ডাক, কালাচাঁদকে ডাক, ও হো! ঐ দেখ।

বন-বিহা। আচ্ছা, তেত্রিশ হ'য়েছে।

লক্ষ্মী। শুন্‌লি?

অমূল্য। ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

শান্তি। মশাই, লালচাঁদ আপনার ভয়ে আস্‌তে পাচ্ছে না। লালচাঁদ এলেই ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, ডাকুন ডাকুন, আমি কিছু ব'ল্‌ব না।

শান্তি। লালচাঁদ! এস ত।

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ

কালাচাঁদ। এই যে আমি চোখে কোঁচার কাপড় দিয়ে এসেছি।

বন-বিহা। এস, বর এস, বে ক'র্‌বে এস, আমার তেত্রিশ বচ্ছর হ'য়েছে।

অমূল্য। তবে যে ব'ল্‌ছিলে, তোমার চৌদ্দ বছর পোরেনি?

কালাচাঁদ। আপনার মন বোঝ্‌বার জন্যে বলেছিলেন। কেমন গা? এই চোখে কাপড় দি।

বন-বিহা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মন বুঝ্‌ছিলুম, তুই অমন মুখ করিস্‌ নি! চল চল, বে ক'র্‌বে চল।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সোণা?

শান্তি। আপনি ওজন হোন।

লক্ষ্মী। বাড়ী, বাগানের পাটা?

শান্তি। ওজন তো হোন।

কালাচাঁদ। বর টেনে নিয়ে চল, বর টেনে নিয়ে চল, নইলে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ব।

বন-বিহা। এস এস—

[বরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

শান্তি। ওজন হোন, ওজন হোন। ওহে, ওজন কর—ওজন কর।

ওজনদার। দাঁড়ান মশাই! হাতের কাজটা সারি, রামে রাম—রাম— (ওজনে প্রবৃত্ত হওন) মিত্তিরদের বরের বাপ

২ হন্দর ২ কোয়ার্টার ৫ পোন

পালিতদের বরের বাপ

৩ „ ২ „ ১৪ „

দে-দের বরের বাপ

১ „ ৩ „ ৭ „

ঘোষেদের বরের বাপ

২ „ ২ „ ৯ „

সিঙ্গিদের বরের বাপ

৩ „ ৩ „ ১১ „

করেদের বরের বাপ

২ „ ১ „ ৫ „

বোসেদের বরের বাপ

২ „ ৩ „ ৭ „

সরকারদের বরের বাপ

৩ „ ২ „ ১৩ „

কালাচাঁদ। ঐ পাৎকোর ক'নের বর এল।

বরের প্রবেশ

মশাই, দেখুন দেখুন! ঐ পাৎকোয় উল্‌ছে।

[উড়ের কূপমধ্যে গমন।

লক্ষ্মী। সত্যি সত্যিই বেটা সায়েব সেজে এসে পাৎকোয় উল্‌ছে।

কালাচাঁদ। আচ্ছা মশাই! এ পাৎকোর মেয়েটাকে আন্‌লে কি ক'রে?

শান্তি। বড় টবে জল পুরে।

কালাচাঁদ। আর ঐ ড্রেণের মেয়েটা?

শান্তি। পাঁক মাখিয়ে মেতুয়ার কাঁধে। আর ওটা গাম্‌লা সুদ্ধ তুলে এনেছে।

কালাচাঁদ। এই ড্রেণের মেয়ের বর এল।

বরের প্রবেশ

ঐ ড্রেণে উল্‌ছে।

টহলদারের ড্রেণে গমন

নিধি। খুড়ো খুড়ো! যদি অনুগ্রহ ক'রে পা'র ধুলো দিয়েছ, আমার ঝি-জামায়ের কল্যাণে একটু মিষ্টি মুখ ক'র্‌তে হবে। কেমন কালা, মণ্টে মণ্টে বর যোগাড় ক'রেছি! রাজার ছেলেকে রাজার ছেলে, আবার ঘর-জামাই থাক্‌বে।

সিদ্ধে। দাদা, তোমার বেটার কল্যাণে এ যাত্রা কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি। মুরশিদাবাদের জমীদারের ছেলে, রাজপুত্রের মতন দেখ্‌তে, ঘরজামায়ে থাক্‌বে, উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বেয়াই! সত্যি?

শান্তি। বেয়াই, তোমার কাছে মিছে কথা কব না। মাণিক, মুক্ত, মোহর, টাকা দেখি নি, তবে পাৎকোর ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আর ড্রেণের ভেতর থেকে এক বেটী উঁকি মাচ্ছিল, আমি আস্‌তেই সেঁধিয়ে গেল। তবে এইটে কিন্তু দেখেছি যে, গাম্‌লার ভেতর থেকে যখন ঐ মেয়েটা বেরুল, ঝর ঝর ক'রে কতকগুলো আধুলী, সিকি পড়ল। তারপর পিঁড়ে পেতে যখন বসালে, চার দিক থেকে দোয়ানী ছড়িয়ে প'ড়ল।

বিশ্বে। লক্ষ্মীচরণ, লক্ষ্মীচরণ! কালা বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি! পাত্তর আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর! তোমার মেয়েটিকে দেখাতে পার?

বিশ্বে। দেখাতে পা'র্‌ব না কেন? এস। তবে রাগিও না, যেমন ব'সে ঝর ঝর ক'রে দোয়ানী পেড়েছে, রাগ্‌লে ছাগলনাদি পাড়্‌বে।

লক্ষ্মী। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর! আমার সঙ্গে কথার খেলাপিটে ক'ল্লে?

বিশ্বে। কি বল? কি কথার খেলাপি ক'র্‌লুম?

লক্ষ্মী। আমি কি তোমার জাত রক্ষা ক'র্‌তুম না?

শান্তি। না বিশু খুড়ো, হক্‌ কথা কইতে হবে, তোমার কথার খেলাপি হ'য়েছে!

কালাচাঁদ। হ'য়েছে বই কি—হ'য়েছে বই কি!

বিশ্বে। তোমরা পাঁচজনে বল ত হ'য়েছে। এখন আমায় কি ক'র্‌তে বল, বল?

শান্তি। সে বেইম'শাই বলুন। তোমার জামাই ত আর ঘরজামাই থাক্‌চে না?

বিশ্বে। না।

কালাচাঁদ। মশাই! আধা বখ্‌রা ক'ল্লেই রাজী হবে।

বিশ্বে। কি হে লক্ষ্মীচরণ. কি বল? কথার খেলাপি! এমন লোক আমায় পাবে না!

লক্ষ্মী। এস না, যে কথা ছিল! আমায় তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর—আধাআধি বখ্‌রা।

বিশ্বে। এখন যে পাত্তর বেলে আস্‌ছে, 'তারে' খবর পেয়েছি।

কালাচাঁদ। ঝি-জামাই নে স'রে পড়ুন—ঝি-জামাই নে স'রে পড়ুন!

বিশ্বে। তোমরা পাঁচজনে ব'ল্‌ছ, আর কি করি বল! অমত ত ক'র্‌তে পারি নি। কিন্তু শুনে রেখ' ভাই! আধা-আধি বখ্‌রা।

লক্ষ্মী। বেইমশাই সত্যি কি?

শান্তি। দেখ্‌লুম ত সিকি আধুলী প'ড়্‌ল! দোয়ানীও এখন ছড়ান র'য়েছে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, যা থাকে কপালে!

লক্ষ্মী। দোয়ানীগুলো ছড়িয়ে ত রাখে

বিশ্বে। আধা বখ্‌রা!

নি?

বিশ্বে। মা, তোমার পাত্তর এয়েছে! বরমাল্য প্রদান কর। (বাঙালনীর উত্থান, সিকি ছড়ান ও বরমাল্য প্রদান)

কালাচাঁদ। এ যে যত কুড়ুতে পারে!

লক্ষ্মী। প'ড়েছে—প'ড়েছে, সিকি-আধুলি প'ড়েছে! খবরদার—কুড়ুস্‌নি! এই মালা পর—এই মালা পর!

বাঙালনী। প্রাণনাথ! (মাল্য বিনিময়)

লক্ষ্মী। আরে এ কে রে! এ যে ভিখারী মাগী!

কালাচাঁদ। তা তোমার বরাতে রাজকন্যা হবে না কি?

লক্ষ্মী। জাত গেল!

কালাচাঁদ। গেলই ত!

লক্ষ্মী। ঠকিয়েছে!

কালাচাঁদ। না ত কি?

লক্ষ্মী। পয়সাতে পারা মাখিয়েছিস্‌?

কালাচাঁদ। তবে কি আদুলী ঢেলে দেবে?

লক্ষ্মী। জোচ্চোর!

কালাচাঁদ। চশমখোর!

লক্ষ্মী। বেইমান!

কালাচাঁদ। কেম্পন!

লক্ষ্মী। কেম্পন আছি, আমিই আছি!

কালাচাঁদ। জোচ্চোর আছি, আমিই আছি।

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে জোচ্চোরি?

কালাচাঁদ। খেঁচ যে ভারি।

লক্ষ্মী। চোপ্‌ বেটা!

সকলে। চোপ্‌ বেটা!

পাংকো হইতে উড়ে ও উড়েনীর উত্থান

উড়েনী। তু সাব পরা?

উড়ে। তু ম্যাম পরা?

উড়েনী। হঃ।

উড়ে। হঃ।

উড়েনী। বিয়া করিবু?

উড়ে। হঃ। তু বিয়া করিবু?

উড়েনী। করিবু। সেক্‌টন্ডা!

উড়ে। সেক্‌টন্ডা।

উড়েনী। বিয়া হলা?

উড়ে। হলা!

উড়েনী। ঠিয়া হ, মু তোর বাঁয়েরে ঠিয়া হব।

উড়ে। মু তোর কাঁধ ধরিব।

ড্রেণের ভিতর হইতে কাঠকুড়ানী ও টহলদারের উত্থান

কাঠকুড়ানী। তোম সাদি করে গা?

টহলদার। তোমরা বাপ ত হাম্‌কো ঘর-জামাই রাখে গা?

কাঠকুড়ানী। ই কিয়া বোলে?

কালাচাঁদ। ঠিক বোল্‌তা।

কাঠকুড়ানী। তোম তাড়ি পিতা?

টহলদার। অ্যাঁঃ!

কালাচাঁদ। ঠিক বোল্‌তা,—ঠিক বোল্‌তা।

কাটকুড়ানী। তোম নাচ ক'র্‌তা?

টহলদার। একটু একটু টহল গাতা, এই বাবু গান বাঁধ্‌কে দেতা।

কাঠকুড়ানী। তোম ভাল্‌ নাচাতা?

কালাচাঁদ। দেখ, রসিকা দেখ! বল—'হ্যাঁ'।

টহলদার। হ্যাঁ বিবি! তোমার বাপ ত ঘরজামাই রাখে গা?

কালাচাঁদ। হ্যাঁ হে হ্যাঁ! রাগিও না, মালা দাও।

মালা বদল

অমূল্য ও বনবিহারিণীর প্রবেশ

কালাচাঁদ। কেমন মশাই! মেয়ে পার হ'ল?

শান্তি। হ্যাঁ বাবা, তুমি জাত রাখ্‌লে।

গীত

উড়েনী। মু হাসুচি মাণিক কাঁদুচি মতি,
উড়ে। টোকি মিলিলা মতে রসবতী।
উভয়ে। বসি খাইবে পকাল,
নুন দির্কিড়ি নুন দির্কিড়ি।
কাঠকুড়ানী। ময় আসরফি ঝিক্‌তা হ্যায়,
খাস্‌তে রুপিয়া,
টহলদার। ঘরজামাই হোগা তাই বে কিয়া;
কাঠকুড়ানী। পিয়ালা ভর ভরকে
পিয়েগি তাড়ি,
টহলদার। কি ঝকমারি!
উড়ে-উড়েনী। নুন দির্কিড়ি, নুন দির্কিড়ি।
বাঙালনী। আমার কালাচাঁদ,
হিয়ার মাঝের চাঁদ,
লক্ষ্মী। পাহারোলা, পাহারোলা,
ঐ কালা বেটাকে বাঁধ,
বাঙালনী। ও চাঁদ কেন রাগ,
লক্ষ্মী। তোম্‌ আবি ভাগ,
উভয়ে। কি মজার সং সেজেছি আ মরি,
উড়ে-উড়েনী। নুন দিকিড়ি, নুন দিকিড়ি।
বন-বিহারিণী। Happy, happy, happy
pair,
অমূল্য। Like a horse and a mare,
উভয়ে। War war red flag victory.
উড়ে-উড়েনী। নুন দিকিড়ি, নুন দিকিড়ি।

লাল নিশানধারীদলের প্রবেশ

নসে। Three cheers for social reformation!

সবুজ নিশানধারীদলের প্রবেশ

যেদো। Three cheers for political agitation!

লালদল পুরুষ। এস এস! (আস্তেন গুটাইয়া)

লালদল-লেডী। (দাঁত খিঁচান)

সবুজদল পুরুষ। এস এস। (আস্তেন গুটাইয়া)

সবুজদল-লেডী। (দাঁত খিঁচান)

লালদল ও সবুজদল। War war war!!!

কহানার প্রবেশ

কহানা। গীত

তোম দোনো দল জিনা কেয়া কহে না,
খোস মেজাজ্‌মে থোড়া রোজ
দুনিয়ামে রহে না।
মৎলব সাফাই, কিয়া ঘরমে লড়াই,
যেস্‌মে এলেম দিয়া, যেস্‌সে রুজি লিয়া,
ওস্কা দুস্‌মন কিয়া,—
দেখ ঢুড়কে হিন্দুস্থান,
কেয়া হিন্দু ইয়া মুসলমান,
বাঙালী গালি কুহে বেইমান,
হর ঘড়ি হর রোজ নয়া বায়না,
করতে হো নয়া বায়না।

জনৈক সাহেবের প্রবেশ

সাহেব। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা!

জনৈক ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

ভট্টাচার্য্য। থামো—থামো! সাহেব ব'লছে, সব জিত। এস, সকলে মিলে সাহেবদের স্তোত্র পাঠ করি।—

জয় জয় শুভ্রকায়, জয় ভারত-শাসন।
কোট পেন্টলুন ভূষা, জয় চেয়ার আসন।
মদ্যপান হুল্য দান, ঘন ঘন ঘুসো চালন,
লম্ফ ঝম্প ঘোর দম্ফ কুক্কুরাদি পালন।
বিড়ালাক্ষ, স্বার্থ লক্ষ্য, বাদীপক্ষ নাশন,
দীন ক্ষীণ বঙ্গবাসী, দেহি দেহি অশন।
জয় জয় সাহেবের জয়,
জয় জয় সাহেবের জয়!

সকলের গীত

Here's the end,
Indulgence lend,
our faults you mend,
Your blessings send
Patrons and friends dear,
To all a merry Christmas,
a happy New Year.

যবনিকা পতন

সভ্যতার পাণ্ডা

[পঞ্চরং]

(১১ই পৌষ, ১৩০১ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

পুরাতন বর্ষ। নূতন বর্ষ। নীলাকান্ত। পুরোহিত। ছিষ্টিধর। শশিভূষণ। দিনু। নসে। বদ্যিনাথ। ওল্ড ইয়ার। নিউ ইয়ার। ক্রুস্‌মাস্‌। বিডার। সেলমাষ্টার। রাইটার। বুক্‌কিপার। ক্ষুদেবর। যুবাবর। বরগণ। বেহারা। ক্রায়ার। ষড়ঋতুর নায়কগণ, ষড়ঋতুর রঙ্গদারগণ, বিউগেলওয়ালা, হ্যাণ্ডবিলওয়ালাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

সভ্যতা। ভবতারিণী। বিশ্বেশ্বরী। কুমুদিনী। কুলাঙ্গনাগণ। ষড়ঋতুর নায়িকাগণ। ষড়ঋতুর রঙ্গিণীগণ, ফিমেল-ক্রেতাগণ, বৃদ্ধা, ইত্যাদি।

কিপার-কিপারেস, বৃষ-গাভী, গর্দ্দভ, বানর-বানরী, ভেড়া, হাড়গিলে, ভালুক-ভালুকী, পরীগণ ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

সভ্যতার বাটী

সভ্যতা।— গীত

আমার মুখে হাসি চোখে ফাঁসি
ভুবনমোহিনী।
মাদকতা প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী॥
অনাচার আমার কণ্ঠহার,
দাসী হ'য়ে চরণ-সেবা করে ব্যভিচার,
আমি মধুমাখা কথা কয়ে আগে ভোলাই
কামিনী॥
হৃদাসনে সযতনে পূজি অহঙ্কার,
সে যে প্রাণপতি আমার,
আমার হৃদয়-রতন, যতনের ধন,
জোর করি ত তার,
আমি তার গরবে গরবিনী আদরে আদরিণী॥

পুরাতন বর্ষের প্রবেশ

সভ্যতা। গুডমর্ণিং ওল্ড ইয়ার! নিউ ইয়ার কে হবে, কিছু ঠিক কর্‌লে?

পু-বর্ষ। আজ্ঞে আপনি দেখে শুনে নিন্‌, মনের মত তো কারুকে ঠেকে না, মহাত্মা নব্বই সাল, একানব্বই, বিরানব্বই, তিরানব্বই সাল যে সকল বঙ্গের উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন,- তার ত আর তুলনাই হয় না। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ রহিত, কন্‌সেণ্ট অ্যাক্ট প্রভৃতি মহা মহা কীর্ত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোদ্‌, বৃষ্টি, হিম সয়ে, সে সকল কীর্ত্তি যে বজায় রাখতে পেরেছি, আজও যে আপনার নামে কলঙ্ক অর্পণ করিনি, এইতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আন্‌তে পারি বা না পারি, হিঁদুর ডাইভোর্স-অ্যাক্ট সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেছি।

সভ্যতা। না, তুমি খুব উপযুক্ত! খুব উপযুক্ত!

পু-বর্ষ। এখন আমার দারুণ চিন্তা হয়েছে, কে যে পঁচানব্বই সালত্ব গ্রহণ কর্‌বে, তা কিছু ঠিক কর্ত্তে পারছিনে, দেখ্‌ছি সব ছেলেমানুষ, এ হিন্দু ডাইভোর্স-অ্যাক্ট যে চলিত কর্‌তে পার্‌বে, এমন ত আমার ঠেকে না।

সভ্যতা। দ্যাখ, তুমি ভেব না, এই তুমিও তো ছেলেমানুষ ছিলে, তোমায় আমার সম্মান কে শেখালে! আমারি তো সহচরীরা, প্রবঞ্চনা, মাদকতা, অনাচার, ব্যভিচার, এরাই তো তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে! ওরির ভেতর একটা সেয়ানা সটু ছোঁড়া দেখে নাও।

পু-বর্ষ। একটা ছোঁড়া নিতান্ত মন্দ নয়, সে যা যা ক'র্‌বে বল্‌ছে, যদি পারে, ছোঁড়াটা নাম রেখে যাবে, কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না। সে সব ফটোগ্রাফ্‌ এনেছে চমৎকার চমৎকার; বল্‌ছে, সে এই সব পার্‌বে।

সভ্যতা। তুমি এ সব অবিশ্বাস ক'র না। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা কি কাজ না করে গেছেন, আর তুমিই বা কি না কর্‌লে? এ কি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিঁদুতে মুর্‌গী খাবে? বামুন খৃষ্টান হবে? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজায় সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটায় গার্ডন পার্টি কর্‌বে, বেশ্যার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক্ কর্‌বে? তুমি তো সব জান, তোমায় আর কি বলবো! আর ধর না, তুমিই যখন ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিলে, তিরানব্বই সাল কি না বলেছিল? যে, 'ও ছেলেমানুষ পেরে উঠবে না।' তুমি হিন্দু ডাইভোর্স-অ্যাক্ট কল্পনা কর্‌লে, আর যার বাড়া নাই, রামায়ণ মহাভারতকে অশ্লীল প্রমাণ করলে।

পু-বর্ষ। তা পারে ভাল। দেখুন, ঐ আসছে, আমি বুড় হয়েছি, শীতে আর দাঁড়াতে পারছিনে, এই ক'টা দিন কাজ কর্‌ছি, পয়লা থেকে আমায় ছুটী দেবেন।

সভ্যতা। অবিশ্যি! কালগর্ভে তোমার জন্য যশের মন্দির হয়েছে, পেন্‌সন্ নিয়ে সেখানে গে বিরাম ক'রো। তবে যদি কখন কোন নূতন বৎসরে তোমার কীর্ত্তির কোন নজীর দরকার হয়, তা এক একবার এসে সাক্ষী দিয়ে যেও।

পু-বর্ষ। তা আমায় সাক্ষী দিতে আস্‌তে হবে না, রাজবাড়ী থেকে কুটীর পর্য্যন্ত আমার নজীর পড়ে আছে, আমার শীল মোহর করা। তা অনুমতি হয় তো আসি।

সভ্যতা। দ্যাখ, এই কৃষ্টমাস আস্‌ছে, এই কীর্ত্তি রেখে যাবার দিন, এ সময় আলিস্যি ক'র না।

পু-বর্ষ। হাঁ, তা কি হয়!

সভ্যতা। গুড্ ডে।

[পুরাতন বর্ষের প্রস্থান।

নূতন বর্ষের প্রবেশ

নব-বর্ষ। গুড্‌মর্ণিং লেডি!

সভ্যতা। তুমি কি নূতন সাল হবার প্রার্থনা কর?

নব-বর্ষ। ইয়েস্, ধ্রুবং, নিশ্চয়, জরুর! আমার এই চারখানা ফটোগ্রাফ দেখুন। এম্‌নি কাজ ক'রে যশের মন্দিরে গে শোব, ইচ্ছে ক'রেছি। এর সজীব ছবি আমার আছে, দেখ্‌তে চান্, দেখবেন্ আসুন।

সভ্যতা। এ সব তুমি পার্‌বে?

নব-বর্ষ। আজ্ঞে হাঁ। না পারি, কাজ দেবেন না। চুরানব্বই আমায় বিশ্বাস কর্‌ছেন না, আচ্ছা, উনি দেখুন, ও'র চক্ষের উপর দেখাই। আমি নাম চাই নি, এই কৃষ্টমাসেতে ও'র কন্দুর মুখ উজ্জ্বল করি।

সভ্যতা। আচ্ছা, তুমি কাজ আরম্ভ কর। এক একটা কাজ করে আমায় খবর দিও, আমি দেখে নেবো। যাও, কাজে যাও।

নব-বর্ষ। যে আজ্ঞে।

[সভ্যতা ও নববর্ষের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চৌরঙ্গীর রাস্তা—বেঙ্গল-ক্লাবের সম্মুখ

একজন বিউগেল ও ছয়জন হ্যান্ডবিল লইয়া প্রবেশ

বিউ-বাদক। কৃষ্টমাসের দিন সাতপুকুরে বরের নীলেম হবে। যে যেমন চাও, তেম্নি পাবে, এই হ্যান্ডবিল নিন, আর গান শুনুন, নেচে গাই।

গীত

হবে নূতন নীলেমে, নূতন বরের আমদানী॥
হররকম বর পাওয়া যাবে, বুড় যুব বাচকানী॥
বিকুবে হায়েস্ট বিডারে,
ক্যাসপ্রাইসে, পাবে না ধারে,
পয়সা ফেল, হাত ধরে নাও পছন্দ যারে,
হররকম প্যাটেনের গড়ন,
বে প্যাটেনে নাই একখানি॥
আড়ংছাটা, টেরিকাটা ফিট,
ফ্যাসানেবল্ ড্রেসকরা নিট্,
সভ্য ভব্য ব্রেক করা টিট্,
হবে না সিক্ আর সরি,
আড়ালে দিও চাবকানী॥

হ্যান্ডবিলওয়ালার হ্যান্ডবিল পাঠ

১ হ্যান্ড। নিউ অক্‌সন! নিউ অক্‌সন!! নিউ অক্‌সন!!!

সেভেন্ ট্যাঙ্কস্ ভিলা!
এক্স মাস্ ডে—টোইন্টি ফিফ্‌ত্ ডিসেম্বর,
এইট্টিন্ নাইন্টি ফোর,
টু বি সোল্ড টু দি হায়েষ্ট বিডার,
ফাৰ্ষ্টক্ল্যাস ব্রাইড-গ্রুমস্!
ওয়েল ড্রেষ্ট, সিভিলাইজড-ডোসাইল,
এন্ড টেম!
কাম্ ওয়ান্ এন্ড অল্!
নূতন নীলেম! নূতন নীলেম!!
নূতন নীলেম!!!
সাতপুকুর-বাগানে।
বড় দিন ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সাল।
হায়েষ্ট বিডারে বিক্রি!
প্রথম শ্রেণীর ভাল বর! ভাল পোষাক!
সভ্য—নিনু—পোষমানা!
এস একজন ও সকলে!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবতারিণীর বাটী

ভবতারিণী ও বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ

ভব। এস এস, অনেক দিনের পর দেখা হ'ল। পাঁচ ঝঞ্ঝাটে আর হাওয়া খেতে যেতে পারি নি, দ্যাখাও হয় না, তবে কি মনে করে?

বিশ্বে। ভাই, নেমন্তন্ন কর্ত্তে এসেছি।

ভব। কি, পার্টি টার্টি কি কিছু আছে নাকি?

বিশ্বে। না, তা নয়, কন্যাযাত্রের।

ভব। বে কার?

বিশ্বে। কেন, কিছু শোন নি? বক্তৃতাও পড়নি? এড্‌ভারটাইজমেন্টও দেখনি?

ভব। আর ভাই, পাঁচ ঝঞ্ঝাটে কি আর কিছু দেখ্‌তে শুনতে পাই? হাওয়া খেতে তো যেতে পারিই নি, একদিন যে জিম্‌ন্যাসিয়েমে যাব, তাও হয়ে উঠে না। কার বে?

বিশ্বে। আমার।

ভব। বটে বটে, ইস্, তাই তো!

বিশ্বে। তোমায় ভাই যেতেই হবে।

ভব। ভাই, তাই তো ভাবছি!

বিশ্বে। না, ও ভাবছি না।

ভব। আমার কি ভাই অসাধ? আমি তোমার কোন্ বে'তে কন্যাযাত্রী যাই নি বল? প্রথমকার বে'তে বাসর জাগি, দ্বিতীয় বে'তে তেরাত্তির ছিলুম, যদি না ঝঞ্ঝাটে পড়তুম, তুমি জোড়ে ফিরে আসা অবধি তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌তুম। তুমি কি ভাই আমার পর।

বিশ্বে। এত ঝঞ্ঝাটটা কিসের বল দেখি?

ভব। সে কথা আর তোমায় কি বল্‌বো বল! এই ভোরে ওঠা, টিথ্ ব্রুস দিয়ে দাঁত মাজা, গোষলখানায় যাওয়া, ছোট হাজরে বড় হাজরে খাওয়া—কর্ত্তার সঙ্গে বসে খেতে হয়, কর্ত্তা একলা খায় না—টিফিন, ডিনার, তিনবার ড্রেস করা, তারপর মেয়েকে বৌকে পড়ান।

বিশ্বে। কেমন, শিখ্‌ছে কেমন?

ভব। মেয়ে আমার পেটের, বিয়ে পাস করেছে। রাইডীং, বক্‌সীং, জিম্‌ন্যাসটিক্ পর্য্যন্ত শিখেছে। তবে বৌটা মানুষ হ'ল না। আমি বারণ করেছিলুম যে, ছোট ঘরের মেয়ে এন না, কর্ত্তা শুনলে না। সে সেই আইবুড়ীর মত ঘোম্‌টা দেবে, ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, ঘোড়া চড়বে না, গাউন পরবে না, দু'পাত ইংরেজিও পড়বে না।

বিশ্বে। তবে তো বউটা ব'য়ে গেল।

ভব। তা গেল বই কি! আসুক, ছিষ্টিধর বিলেত থেকে আসুক, বল্‌ছে, মেম্ বে করে আসবে। তদ্দিনে ডাইভোর্স অ্যাক্টও পাস হবে, উরির মধ্যে দেখে শুনে বৌটার একটা বে দেব।

বিশ্বে। দেখ, ঘর-ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্ম তো আছেই, কাল একবার ফুরসুত করে শুভদৃষ্টির সময় গিয়ে দাঁড়িও।

ভব। ভাই, একটু ফুরসুত নেই, কাল কর্ত্তার শ্রাদ্ধ।

বিশ্বে। সে কি? আস্‌বার সময় তো দেখ্‌লুম, তিনি গাড়ীতে উঠছেন।

ভব। হাঁ, ডেথ্ রেজেষ্ট্রী কর্ত্তে গেল।

বিশ্বে। বটে! তোমার কি বে দেবেন?

ভব। না, তা না। কি জান, ছিষ্টিধর পরশু মেলে বিলেত যাবে, ঘেসেড়াগিরী শিখ্‌বে! কাজটা বড় শক্ত, ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী নয় যে, দু এক বছরে হবে; এসে ঘেসেড়ার আফিস খুল্‌বে। সেখানে অন্তত বছর দশেক শিখতে হবে, অ্যাদ্দিনে কর্ত্তার ভালমন্দ

হোক, শেষ কি ধ্যাট্যা থাক্‌তে ব্যাড়াআগুনে পুড়বে, না জ্ঞাতে শ্রাদ্ধ করবে? তাই পুরুৎ-ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন, আজ ছিষ্টিধর মুখ-অগ্নি করে কাচা নিয়ে থাক্‌বে, কাল্‌ সকালে শ্রাদ্ধ ক'রে, পরশু মেলে উঠবে।

বিশ্বে। বটে? তবে ভাই আর তোমায় কি বল্‌বো!

ভব। তোমাবো বে শুনছি, তোমায়ই বা কি বল্‌বো! তা নৈলে একবার শ্রাদ্ধ টাদ্ধ দেখে যেতে। তা সকাল সকাল তো বে চুকে যাবে, একবার তোমার নিউ ডিয়ারকে নিয়ে এদিকে আস্‌তে পার্‌বে না?

বিশ্বে। দেখি, কদ্দুর হয়, বল্‌তে পারিনি।

ভব। হাঁ, ভাল কথা মনে হলো, কর্ত্তা ডেথ্‌ রেজেষ্ট্রী করে এলেই আমায় কাঁদ্‌তে হবে; কথনো ত স্বামী মরেনি, কি করে কাঁদ্‌তে হয় জানিনি, অসভ্য-কান্নাও কাঁদ্‌তে পারবো না।

বিশ্বে। ও সোজা। আমার স্বামী মরতে রুমালে একটু অডিকলোম দিয়ে মুখে দিলুম, অডিকলমের ঝাঁজে চোক দে জল পড়তে লাগলো, আর ফোঁপাতে লাগলুম।

ভব। থ্যাঙ্ক ইউ! বড় বাধিত হলেম!

বিশ্বে। তবে ভাই এখন চল্লুম। আমার দাঁড়াবার জো নেই, এখুনি ক'নে দেখতে আস্‌বে।

ভব। একটু দাঁড়াও, আর একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। কর্ত্তা বল্‌ছে যে, মরণ বাঁচ-নের কথা তো কিছু বলা যায় না, এক সঙ্গে মুখ-অগ্নিটা করে রাখবে।

বিশ্বে। তা মুখ-অগ্নিটা কর কর্‌বে, খবরদার, শ্রাদ্ধটি কর্ত্তে দিও না।

ভব। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি?

বিশ্বে। না, আর একটা বে আগে হোক্‌।

ভব। তেমন কি কপাল দিদি, তেমন কি কপাল! কর্ত্তা কি আর সত্যি সত্যি মরতে পারতো না, তা কৈ, রাজী হয় কৈ! দুটো বে আমার বরাতে নেই, আমি বুঝেছি।

বিশ্বে। কেন, কর্ত্তার শ্রাদ্ধ হলেই তুমি বে করতে পারবে, আইনে বাধবে না।

ভব। তা তুমি বে-থা ক'রে এসো, এ গোলমালগুল চুকে যাক্‌, তারপর যা হয় পরামর্শ করবো।

বিশ্বে। তবে আসি?

ভব। এস দিদি, এস।

[বিশ্বেশ্বরীর প্রস্থান।

এই যে, কর্ত্তা আসছেন!

নীলাকান্তের প্রবেশ

কি গো! এত দেরি?

নীল। কি করবো বল, রেজিষ্টার ব্যাটা আহাম্মুক্‌, কোন রকমেই রেজেষ্ট্রী কর্ত্তে চায় না। আর সে ব্যাটার যে কথা, কে মরেছে, কিসে ম'লো, ব্যাটা যখন চোটপাট শুন্‌লে, তখন থ হয়ে রৈল।

ভব। তুমি কি বল্লে, তুমি কি বল্লে?

নীল। বল্লুম, আমি মরেছি, চুরট খেয়ে।

ভব। তা এইতে এত দেরি?

নীল। না, আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করে এলুম, ছিষ্টিধর বলেছে, শ্রাদ্ধর পর গার্ডেন পার্টি হবে।

ভব। বল কি! তবে আমারো তো দু পাঁচ-জন বন্ধুবান্ধবকে বল্‌তে হবে, আমি এই বেলা বেরিয়ে পড়ি।

নীল। দাঁড়াও, পুরুৎ-ঠাকুর আসুন, তিনি বলেছেন, তোমার মুখ-অগ্নির পর তোমার শ্রাদ্ধ বন্ধ থাক্‌বে না।

ভব। তুমি কি আমারও ডেথ রেজেষ্ট্রী করে এসেছ নাকি?

নীল। করলুম বৈকি! এবারে বড় রেজে-ষ্টার ব্যাটা জব্দ হ'ল। মুদ্দফরাশকে কিছু দিয়ে একটা কলেজের মুদ্দর্‌ দেখিয়ে বল্লুম, 'এই আমার স্ত্রী'।

ভব। ছিঃ, তুমি বড় অসভ্য! আমি চল্লুম, আমি কাটিয়ে আসি গে, আমি কি ওম্‌নি অসভ্য-মরণ মরবো?

নীল। তুমি আমায় তেম্‌নিই পেলে বটে! দেখে এস গে, এখনো লাস জ্বলে নি, আগে গাউন পরিয়ে তবে লাস দেখিয়েছি।

ভব। তাই তো বলি, তাই তো বলি, তুমি কি এমন অসভ্য কাজটা করবে!

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। কি গো! তুমি আবার কি অমত কর্‌ছো? মুখ-অগ্নির পর কি শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকে? শ্রাদ্ধ কত্তেই হবে।

ভব। তা যা ভাল বোঝেন, কিন্তু আমার একজন বন্ধুর বড় অমত, সে বলে, আর একটা বে'র পর তবে তোমার শ্রাদ্ধ ক'রো।

পুরো। তা শ্রাদ্ধের পরও বে চল্‌বে।

ভব। তা হ'লে আর আমার আপত্তি নেই।

পুরো। তা এস, ছিষ্টিধর আস্‌ছে, মুখ-অগ্নিটা এখন সেরে যাই। ভাবছি, আজ রাত্রেই শ্রাদ্ধটা সারবো। কাল আবার একটা বে দিতে হবে।

ছিষ্টিধরের প্রবেশ

ছিষ্টি। বাবা! বাবা। প্যাসেজ এন্‌গেজ ক'রে এলুম।

ভব। পুরুৎ-ঠাকুর বল্‌ছেন, আজই তোমায় শ্রাদ্ধটা সারতে হবে।

ছিষ্টি। বেশ কথা, কাজটা সেরে রাখাই ভাল। পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার কাল ফুরসুৎ পাব।

পুরো। তবে মুখ-অগ্নি করবে এস।

ছিষ্টি। এইখানেই হোক্ না, আমার ঠেঁয়ে লুসিফার ম্যাচ আছে।

পুরো। তবে দু'ট জ্বালো, দু'জনের মুখে দাও।

ছিষ্টিধরের তথা করণ

তবে কাচা গলায় দিয়ে বাইরে এস।

ছিষ্টি। আর কাচা গলায় দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে কালো ফিতে আছে।

পুরো। ওঃ! "উদ্যোগী পুরুষো সিংহ," এমন নৈলে ব্যাটা? তবে বাইরে এস, শ্রাদ্ধটা সেরে যাই। তোমাদের আর কি, মুখ-অগ্নি হোয়ে গিয়েছে, যে যার কাজে যাও। ব্রাহ্মণ-ভোজনের উজ্জুগ কর গে।

[পুরোহিত ও ছিষ্টিধরের প্রস্থান।

নীল। গিন্নি, একটা কথা ভাবছি।

ভব। আমিও ভাবছি।

ভব। তুমি ফ্যান্‌সি বাজারে যাবে কি কত্তে?

নীল। কি বল দেখি?

ভব। তুমি বল দেখি?

নীল। ভাবছি, ফ্যান্‌সি বাজারে যাব।

ভব। ভাবছি বরের নীলেমে যাব।

নীল। বরের নিলেমে যাবে কি কত্তে?

নীল। তুমি কি বর কিন্‌বে?

ভব। হুঁ। তুমি কি ক'নে কিন্‌বে?

নীল। হাঁ।

ভব। বেশ কথা।

নীল। বেশ কথা। তবে এস, দু'জনে কাঁদি।

ভব। নাও, এই এসেন্স চোখে দাও। (উভয়ে রোদন)

নীল। হোয়েছে?

ভব। অনেকক্ষণ। আমি চোখের রুমাল খুলেছি।

নীল। আবার কি ভাবছো?

ভব। ভাবছি, আইনে বাধবে কি না।

নীল। না, বাধবে না, ডেথ রেজেস্ট্রী হোয়ে গিয়েছে।

ভব। ঠিক্!—গুড বায়।

[উভয়ের সেকহান্ড ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ওল্ডকোর্টহাউস স্ট্রীট
বা
লালদীঘির ধারের রাস্তা

কুলাঙ্গনাগণ। গীত

ফ্যান্সি হোয়েছে যাব ফ্যান্সি বাজারে।
ফ্যান্সি ধাঁজে, ফ্যান্সি কাজে,
ফ্যান্সি বাহারে॥
ফ্যান্সি আছে যার,
দেখতে যাবে সে ফ্যান্সি বাজার,
ফ্যান্সি দরে কিনে নেবে ফ্যান্সি ফুলের হার,
ফ্যান্সি কার্পেটের জুত দেব
ফ্যান্সি হয় যারে।
ফ্যান্সি হেসে কেউ যদি সই
ফ্যান্সি কথা কয়,
ফ্যান্সি চোকে দেখবো চেয়ে ফ্যান্সি যদি হয়,
ফ্যান্সি নৈলে নয়,
ফ্যান্সি প্রাণে সয় কি লো সই,
যে না ফ্যান্সির ধার ধারে॥

পঞ্চম দৃশ্য

বিবাহের সভা

সর্ব্বেশ্বর, শশিভূষণ ও দিনুর প্রবেশ

সর্ব্বে। মশায়, নসিরাম বাবুর মাতুল?

শশী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ইনি আমার বন্ধু।

দিনু। ইনি ব'ল্‌লেন, চল, কন্যে দেখে আসি, এলেম সঙ্গে। পাত্রীটি আপনার কে মশাই?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, আমার পরিবার।

শশী। ও হে, কি বলে কি?

দিনু। আরে, কথার ভাব বোঝ না, ভদ্র-লোকের সঙ্গে কথা কইতে দাও! উনি বলছেন, আমার পরিবারস্থ! তবে বুঝি, পাত্রীটির পিতা নাই?

সর্ব্বে। আজ্ঞে না, তিনি আজ ত্রিশ বৎসর পরলোক-গমন করেছেন।

শশী। ও হে, কি বলে, কি এ?

দিনু। তুঁমি বৈবাহিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছেন। আমরা ওসব বুঝি। মশাই, এ সব আয়োজন কি দেখতে পাচ্ছি?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, নান্দীমুখের আয়োজন।

দিনু। দেখ শশিভূষণ, আমি বুঝতে পেরেছি, ইনিই তোমার বৈবাহিক। লোকটা দেখছি সুরসিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছে।

সর্ব্বে। আপনি কি বলছেন মশাই? পরিহাস ক'র্‌ছি কি? নসিরাম বাবু আপনা-দের কিছু বলেন নি?

দিনু। নসিরাম আমাদের কন্যা দেখতে পাঠিয়েছে। তা যাক, ওসব কথা যাক, কন্যা-টির পরিচয় কি মশাই?

সর্ব্বে। পরিচয় অতি আশ্চর্য্য। ইনি বিন্দাবন বিশ্বাসের কন্যা, তিরিশ বছরে বিধবা হন, আজ দশ বৎসর আমার প্রণয়িনী, আজ শুভ দিনে নসিরাম বাবুর হস্তে অর্পণ কর্‌বো।

শশী। ওহে দিনু! বলে কি?

দিনু। মস্করা কচ্চে! মস্করা কচ্ছে! বোধ হয় পাত্রীটি এ'র শালী টালি হবে! তা বেশ মশাই, পাত্রীটি আনুন।

সর্ব্বে। তিনি আস্‌ছেন।

বিশ্বেশ্বরী ও কুমুদিনীর প্রবেশ

উভয়ের গীত

দোজ-পক্ষের ভাতার ইটি চমৎকার।
আমার হাফ সেয়ার,
আর হাফ সেয়ার পেয়েছে
এই মাইডিয়ার সিস্‌টার॥
এম্নি ভাতার পেলে পরে পর,
বছোর বছোর সাজবো ক'নে, পাব নতুন বর,
গুণের নিধি ভাতার খুব জবোর,
এমন মুরুব্বি ভাতার আর কি আছে কার।
ভাতারের শুধবো কিসে ধার॥

দিনু। দেখছো দেখছো, বলেছিলেম, এ'রা সব সুরসিক লোক। এ দুটি কি নর্ত্তকী?

সর্ব্বে। কি! এ'রা আমার পরিবার।

দিনু। তা বটে।

শশী। ও দিনু! আজ বিভ্রাট দেখছি।

দিনু। আঃ ছিঃ! তুমি মস্করা বোঝ না?

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার!

বিশ্বে। হাফ্‌ডিয়ার!

সর্ব্বে। ইনি তোমার মমাশ্বশুর, এ'র সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কর।

বিশ্বে। গুডমর্ণিং! আর হাফ্‌ডিয়ার, ইনি কে?

সর্ব্বে। উনি ওঁর বন্ধু।

কুমু। সিস্‌টার ডিয়ার!

বিশ্বে। সিস্‌টার ডিয়ার!

উভয়ের আলিঙ্গন

শশী। ওহে দিনু চলো, বড় বিভ্রাট!

দিনু। দাঁড়াও দাঁড়াও, অভিনয়টা দেখি। এ দুটি কি থিয়েটার থেকে আনা হয়েছে?

সর্ব্বে। কি! আমার পরিবারের সাম্‌নে অশ্লীল কথা আপনি উচ্চারণ করেন?

শশী। কেন মশাই, থিয়েটার কি অশ্লীল কথা হলো?

সর্ব্বে। খুব অশ্লীল! আপনি যদি নসিরাম বাবুর মাতুল না হতেন তো টেরটা পেতেন।

দিনু। শশী বুঝলে, এও একটি অ্যাক্টার।

সর্ব্বে। মশাই বড় শক্ত শক্ত বল্‌ছেন আমায়।

দিনু। না বাপু না, নাচ-গাওনা কি কর্‌বে কর। ওগো বাছারা, তোমরা অভিনয় সুরু কর।

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! আমি এ উজবুকের কথায় খুব রাগছি।

বিশ্বে। রেগো না প্রাণনাথ, রেগো না।

সর্ব্বে। আচ্ছা, রাগবো না, আমি গম্‌ খেয়ে বসি।

দিনু। হ্যাঁ বাছা, তোমাদের পালাটা কি?

বিশ্বে। বিবাহ পালা।

শশী। ওহে, পালাই চলো। বুঝছো না, এই বেটাই ক'নে।

বিশ্বে। পালাবেন কেন? যদি অনুগ্রহ করে এসেছেন, বে দিয়েই ঘরে নিয়ে চলুন।

নেপথ্যে ঐক্যতান বাদন

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! বুঝি তোমার বর আস্‌ছেন।

কুমু। উলু—উলু—উলু—উলু—

দিনু। হ্যাঁ গা, এ'র এ বেশ কেন?

সর্ব্বে। উনি ঘোড়ায় চড়তে যাবেন।

দিনু। ইনি কি সার্কাস করেন?

সর্ব্বে। ছোট ডিয়ার! খুব রাগছি।

কুমু। তুমি ভারি ষ্টুপিড, তাই রাগছো। আমি তো সার্কাস কর্‌বোই, তবে সিস্‌টার ডিয়ারের বে, এই জন্যেই এতক্ষণ বাড়ীতে আছি।

নসের প্রবেশ

শশী। ও দিনু! এ যে আবাগের ব্যাটা নসে হে!

দিনু। বাঃ বাঃ! বর ঠিক সেজেছে!

শশী। আরে সেজেছে কি? সেই আবাগের বেটা দেখচ না?

নসে। হাজরা মশায়! ক'নে তো দেখিয়েছেন, শীগগির সম্প্রদান করুন।

দিনু। ওহে শশী! আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি নি।

শশী। আর বুঝবে কি, আমার গুষ্টির পিণ্ডি! ও বেটা এ বুড়ীকে বিয়ে ক'র্‌বে, তবে ছাড়বে! ও আবাগের বেটা! তুই এই মাগীকে বিয়ে কর্‌বি নাকি?

নসে। মামা, তার আর সন্দেহ রাখ?

দিনু। ও বাবু, ও হাজরা মশায়! এখন আমি সব বুঝেছি। তুমি বড় মাগটির বে দেবে? আর ছোটটির?

কুমু। আমি বরের নীলেম থেকে একটা দেখে শুনে নিয়ে আস্‌বো।

দিনু। ও বাছা, এ দিকে এস তো, এ দিকে এস তো! বরের নীলেমটা কি শুনি?

নসে। দেখতে যাবেন, আপনাকে টিকিট দেবো।

শশী। ঐ নসে বেটা নীলেম করেছে। আমি বলি, কিসের নীলেম!

দিনু। তবে চল আর কি, চূড়োন্ত হ'লো!

নসে। মামা যেও না যেও না, আর বেশী দেরি নাই, উনি পাঁচ মিনিটের ভেতর নান্দী-মুখ সেরেই কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন। এই যে পুরুৎ মশাই এয়েচেন।

পুরোহিতের প্রবেশ

দিনু। মশায় বুঝি এই বিবাহের পুরোহিত?

পুরো। কেন, আপত্য কি?

দিনু। এ রকম বিবাহ আর কটি দিয়েছেন?

পুরো। আপনি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কর্‌ছেন? আমায় চেনেন্‌ না, আমি স্মৃতিরত্ন, নূতন স্মৃতি ক'রেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে পারে, এক বাপ—আর স্বামী।

নসে। মামা, মামা, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, এ'র সঙ্গে তামাসা না।

দিনু। তবে পুরোহিত মশায়! স্বামী কন্যাকর্ত্তা হ'লে বরের সঙ্গে কি সম্বাদ হবে?

পুরো। অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ! এরূপ সম্বন্ধ কেউ কখন শোনেনি, ভায়রাভাই শ্বশুর!

দিনু। পুরুৎ মশাই! আপনি বেঁচে থাক্‌বেন তো?

শশী। এরা কেউ মর্‌বে না! কেউ মর্‌বে না! তা তুমি দেখো।

পুরো। তুমি তো দেখচি খুব মেধাবী! তুমি একটা কাজ কর, আমার ব্রাহ্মণীকে বিবাহ কর। তুমিও অমরত্ব পাবে, দেশে দেশে যশ কর্‌বে। এ সব নতুন কারখানা, কোন দেশে নাই।

দিনু। এইটি ভটচাজ্যি মশাই ঠিক্ বলেছেন! হিন্দু-মুসলমানে, খ্রীষ্টানে এ আইন নাই!

পুরো। এই হিন্দুর ভেতর চলন ক'ল্লেম আমি।

শশী। ওহে, চল চল।

দিনু। আরে দাঁড়াও, তোমরা মামা ভাগনেতে ক'নে জোটালে, আমার অদৃষ্টে কি হয় দেখি।

কুমু। তোমার অদেষ্টেও ক'নে জুটতে পারে।

দিনু। তা কই, জুটুক না।

কুমু। যদি স্বীকার পাও, তিন দিনের ভেতর মর্‌বে, আমি তোমার ক'নে হতে স্বীকার।

পুরো। মশাই মশাই, স্বীকার পান, স্বীকার পান, মলেনই বা? খুব নাম রেখে যাবেন।

নসে। আর মর্‌তে কোন কেলেশ হবে না। আমি ইলেক্‌টিক্ ব্যাটারি দে আপনাকে মার্‌বো।

সর্ব্বে। উঃ! আপনার দেখচি ভারি অদৃষ্ট! আপনার বৈজ্ঞানিক মৃত্যু হবে!

দিনু। তোর সাতগুষ্টির হোক্! ওঠ হে ওঠো।

পুরো। কেন, আপনারা যাচ্চেন কেন?

দিনু। যাচ্চি মতিচ্ছন্ন হয়েছে, আর কেন!

সর্ব্বে। সেকি সেকি! যখন পদার্পণ করেছেন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে যেতে হবে।

দিনু। ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে বাবু, ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে! যে সব কথা শুনলেম, তিন দিন আর খেতে হবে না।

কুমু। আপনি আমায় ইন্‌সাল্ট করছেন! যদি না বসেন, আপনাকে চাবকে দেব।

শশী। ও দিনু, বোসো, বোসো, বোসো। ছুঁড়ী সত্যি চাবকাবে। আগে পালাতে তো পালাতে, ও মাগী তেড়ে চাবুক মার্‌বে।

পুরো। মশাই রাজি হোন্, আমি ব্রাহ্মণীকে ডেকে পাঠাই, এক দিনে তিন্‌টে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হোক্।

শশী। নে নে নসে, কি কর্‌বি কর্, আমরা ব'সে আছি। পুরুৎ-ঠাকুর একটা বে সারুন, তারপর কাল আমাদের বে দেবেন।

পুরো। আচ্ছা, না করেন ভাল। এতে জোর নেই। একটা নাম রেখে যেতে পার্‌তেন। বোসো হে নসিরাম! বিশ্বেশ্বরী এস, নাও, এখন হাতে হাতে স'পে দাও, আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল এসে নান্দীমুখ ক'র্‌বো! নিদে! এগুলো এখন সরিয়ে রাখ্।

[নিদের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান।

বলো, এত দিন এ বড় ডিয়ার আমার ছিল, আজ তোমার হ'ল।

ভবতারিণীর প্রবেশ

ভব। বিশ্বেশ্বরী! ভাই, আমার শ্রাদ্ধ গিয়েছে, আমি এসেছি।

বিশ্বে। তবে দাঁড়াও হাফ ডিয়ার! এখন হাতে হাতে সোঁপো না! আমার ফ্রেন্ড ভবতারিণী সাক্ষী হবে।

নীলাকান্তের প্রবেশ

নীল। সর্ব্বেশ্বর বাবু! আমার শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

ভব। কি, তুমি ফ্যান্সি বাজারে গেলে না?

নীল। না, বরযাত্রের নেমন্তন্নটা সেরে যাব। তুমি বরের নীলেমে গেলে না?

ভব। আমি কন্যাযাত্র সেরে যাব।

পুরো। আপনারা দু'জন বর-ক'নে আন্‌তে যাবেন না কি?

নীল। আজ্ঞে হাঁ।

নসে। কি, মশাইদের বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছে আছে?

ভব। আছে।

নসে। মশাই, অনুগ্রহ ক'রে আমার একটি কাজ কর্ত্তে হবে। আমার নীলেমে তিনটি

লাটের অভাব। এডভারটাইজ করে ফেলেছি, না বর জোটাতে পারলে বড় অপমান হতে হবে, মামা, আপনি আর এই ভদ্রলোককে আমার এই উপকারটি করতেই হবে।

পুরো। না, আপনি এইখানেই বিবাহ করুন। আপনি আপনার দ্বিতীয় পরিবারটি ছাড়ুন। আপনি ভবতারিণীকে নিন, আপনি কুমুদিনীকে নিন, রাজচটক হবে।

নসে। তবে আমার বরের কি হবে?

পুরো। ঐ তো, তোমার মামা আর উনি রইলেন।

বদ্যিনাথের প্রবেশ

বদ্যি। ছিষ্টিধর বাবুকে কুমুদিনী গুঁই মিনেজারিতে টেনে নিয়ে গেল, তা নইলে তিনি আস্‌তেন কি? বরের দরকার, তা আমি আছি, ভয় কি নসিরামবাবু?

শশী। ও দিনু, ধরে যে!

দিনু। ধরে ধরুক্, আমিও মরিয়া হয়েছি, তুমিও মরিয়া হও।

শশী। আচ্ছা, মরিয়া হলেম।

পুরো। বেশ বেশ, তবে আপনারা বে করুন, আহা, রাজচটক হবে, রাজচটক হবে!

(শশী ও দিনু ব্যতীত) সকলে। বেশ বেশ বেশ! আপনি তবে মন্তর পড়ুন।

পুরো। তোমরা আপনা আপনি মন্তর পড়ে নাও।

দিনু। সে কি হয়, আপনি মন্তর পড়ান।

পুরো। এ বে'র এই মন্তর!

দিনু। এই কথাটি ঠিক্ বলেছেন!

সকলের নৃত্য-গীত

কারখানা জমকাল—
এখন চলন হলে খুব ভাল॥
এই মলো তো এই মলো,
বে হলো তো বে হলো,
খুব সোজা ওর বোঝা এ নিলে,
খুব মজা ফের বোঝা এ দিলে,
ক্যা জুৎ, ক্যা পুরুৎ, কনে বর মজবুৎ,
উমেদার বর আবার বাঙ্গলা হলো উজ্জ্বলো,
মুখ আলো॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাস্তা

ওল্ড ইয়ার, নিউ ইয়ার ও কৃষ্‌মাসের প্রবেশ ও নৃত্য

সভ্যতার প্রবেশ

সভ্যতা। গীত

তোম্ তোম্ ফার্ষ্ট ক্লাস্ নিউইয়ার!
তোম্‌সে কাম্ চলেগা বেহেতর্
ওল্ড ইয়ার নো ফিয়ার!
এ তোমরা কাম্,
মেরা বাড়েগা নাম,
তোমকো দেগা এনাম;
বাড়তে রহো, কাম কর্‌তে রহো,
বাংলা চায়েন কর, বাংলা মেরি ডিয়ার!
দেখো কৃষ্টমাস ভেরি মেরি,
মেরি মর্যাব ভেরি,
তোম পিয়ারা মেরা মেরি ল্যাড চেরি!
দিয়া বাংলা তুঝেমে,
খেলো মজেমে,
কেস্কো কেয়ার, খেল্‌তে রহো হিয়ার॥

সপ্তম দৃশ্য

সাতপুকুরের বাগান

নীলাম-ঘর

বিডার (নসে), সেলমাষ্টার, রাইটার, ক্রায়ার, বুককিপার, বেহারা, বৃদ্ধা, ফিমেল ক্রেতাগণ, বিশেশ্বরী, বরগণ ইত্যাদি

ক্রায়ার। লাট সাবুশ্টি ওয়ান। নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। ও দাঁত দেখচেন কি? প'চিশের উর্দ্ধ বয়স নয়। পা দেখতে হবে না, বেশ নাচতে পারে, থিয়েটারে ক্লাউন সাজতো, মাজ-খানে সিতে, গালে জুল্‌পি, পাজীর পাজী, রোজ দু'তিন ঘা লাথি মার, তাতে রাজী। হাওয়া খেতে নিয়ে যাবার সাথী আর এমন পাবেন না। সিগারেট ধরিয়ে দেবে, পাইপ টান্‌বে, যে কিন্‌বে, তারে মনিব জান্‌বে।

১ স্ত্রী। আট আনা।

বিডার। গোইং, গোইং, এইট অ্যানাজ, এইট অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন্ অ্যানাজ।

বিডার। বাড়ান বাড়ান, দশ আনায় এমন মাল্‌টা বিকিয়ে যাচ্চে।

৩ স্ত্রী। এগার আনা।

১ স্ত্রী। ইলেভেন হাফ।

বৃদ্ধা। ইলেভেন আনাজ থ্রি পাই।

বিডার। পৌনে বার আনায় যাচ্চে, পৌনে বার আনায় যাচ্চে। ডাকুন ডাকুন, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই, ইলেভেন অ্যানাজ থ্রি পাই (বিড)।

রাইটার। আপনার নাম কি?

বৃদ্ধা। ধনমণি পোদ্দার।

রাই। কুমারী না বিধবা?

বৃদ্ধা। সধবা।

রাই। তা বুঝি হাওয়া টাওয়া খাওয়ার মতন নিলেন্?

বৃদ্ধা। তা বইকি।

রাই। এই টিকিট নিন, ক্যাস্‌ঘরে টাকা জমা দিন গে, রসিদ পাঠিয়ে দেবেন, মাল ডেলিভারি দেব।

বৃদ্ধা। দাঁড়াও, আমি আরো মাল কিনবো, একেবারে টাকা জমা দেবো। কি জানেন, পাঁচটি স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, যটা মরে, যটা থাকে।

রাই। তা নিন না, যটা নেবেন, মালের অভাব কি।

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি টু। জেতে চাষা, বড্ড পোষা, জুত বুরুষ করে খাসা। ফুলগাছে জল দেবে, ফুলের তোড়া করবে, আর চাবুক বা লাথি যা মার, তা খাবে।

১ স্ত্রী। ফাইভ অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন অ্যানাজ।

৩ স্ত্রী। ওয়ান রুপি।

বৃদ্ধা। টু রুপিজ।

বিডার। টু রুপিজ, টু রুপিজ, টু রুপিজ (বিড)।

যুবা। ওরে মেদো! এই যে বুড়ী বেটীই সব কিন্‌চে রে! ওগো ও খদ্দের! শোনো না, তুমি আমায় কিনো, আমি বড় খাসা বর।

১ স্ত্রী। দাঁড়াও, তুমি আগে লাটে ওঠো, তার পর বিবেচনা।

যুবা। দোহাই বাবা! ও বুড়ীবেটী না কিনে নেয়!

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি থ্রি। বয়েস আটাশ, খাটবে এটা ওটা ফাই-ফরমাস, গান গাবে, হারমোনিয়ম্ শেখাবে, জুয়লোজিকেল গার্ডেন দেখাবে। আর হাই সার্কেলে ইন্ট্রোডিয়ুস করে দেবে।

বৃদ্ধা। টু রুপিজ।

১ স্ত্রী। থ্রি রুপিজ।

বৃদ্ধা। সিক্স।

বিডার। সিক্স রুপিজ, সিক্স রুপিজ, সিক্স রুপিজ, (বিড)।

যুবা। মেদো! তুই থাক্‌তে হয় থাক্, আমি আর বরগিরি কর্‌বো না।

বেহারা। এই চোপ।

ক্রায়ার। লাট সাবুল্টি ফোর। দেখতে বুড়ো, কিন্তু আটে পিটে দড়। খোঁপা বেঁধে দেবে, সেজ সাজাবে, ছারপোকা মার্‌বে, মশারি সেলাই করবে। আর যদি কেউ ভদ্দরলোক দেখা কর্ত্তে এসে, তখনি সেখান থেকে সরবে।

১ স্ত্রী। টু পাইস।

৩ স্ত্রী। থ্রি পাইস্।

১ স্ত্রী। থ্রি হাপ।

৩ স্ত্রী। ফোর।

বিডার। গোইং, গোইং ফোর। ফোর পাইস্, ফোর পাইস্। মাইডিয়ার! বড় সস্তা দরে যাচ্চে, তুমিই ডেকে রাখ।

বিশে। না মাইডিয়ার!

বিডার। আরে বোঝো না; ডেকে রাখ, মালটা লাভে ছাড়তে পার্‌বে।

বিশে। না মাইডিয়ার! ও রদ্দি মাল রাখবো না।

বিডার। তবে বোঝো। ফোর পাইস্। (বিড)

রাইটার। আপনার নাম?

৩ স্ত্রী। মনোমোহিনী কুণ্ডু।

রাইটার। সধবা না বিধবা?

৩ স্ত্রী। বিধবা।

রাইটার। ভালই হয়েছে। উনিও তেজ পক্ষের।

৩ স্ত্রী। কি, ও'র দুই স্ত্রী মারা গিয়েছে নাকি?

রাই। মারা কেউ যায় নি। একটি সার্কাস কর্‌তে বর্ম্মায় গিয়েছে, আর একটি বেহ্ম বিবাহ করেছে। তবে আর বল্‌ছি কি, মাল বড় ভাল মাল, আপনি যদি থিয়েটার কর্‌তে যান, ম্যানেজারকে রেকমেন্ড কর্‌বে। ক্যাস্-ঘরে পয়সা জমা দিন, রসিদ পাঠাবেন, মাল ডেলিভারি দেব।

ক্রায়ার। লাট সাব্‌ল্টি ফাইভ। এটির বয়েস পাঁচ বচ্ছর, হুইস্কি টানে খুব জবোর. কথা কয় হেসে হেসে, যে কিনবে, তুলে রেখো গেলাস-কেশে।

ক্ষুদে-বর। গীত

কাম্ লেডি কাম্, খাসা বর্ হ্যায় হ্যাম্,
লাল্ লালা তারা রারা তারা রারা রা।
টেক্ মাই হ্যান্ড ওল্‌ড লেডী ফেয়ার,
হুয়া ক্যাসা খাসা পেয়ার,
লেট আস্ বি জলি, কাম ওল্‌ড পলি,
কিস্‌মি কুইক্ নো ডিলিড্যালি,
লাল্ লালা সা নি ধা পা নি সা সা,
তারা রা রা রা তারা রা রা রা॥

ক্রায়ার। এ বরের বড় বেশি দর। বড় বেশি দর। পঞ্চাশ টাকা বাঁধা, বিট তার ওপোর। তা দেখুন, আপনারা সব শেয়ারে নিন, এক এক উইক্ এক এক জন গেলাশ-কেশে রেখে দিন।

ফিমেলগণ। লাটে চড়াও, লাটে চড়াও।

বুন্ধা। কি, বিড করবে? পারবে না।

ফিমেলগণ। আমরা শেয়ারে নেব, আমরা শেয়ারে নেব।

বুন্ধা। আচ্ছা, লাটে উঠুক্, আমার বিড সিক্সটী রুপিজ।

ফিমেলগণ। হান্ড্রেড।

বুন্ধা। বড্ড বেশি দর হলো।

বিডার। গোইং গোইং, হান্ড্রেড, হান্ড্রেড, হান্ড্রেড (বিড)

ক্ষুদে-বর। আমি যাব না। আমি একে ছেড়ে যাব না। এ খুব হুইস্কী খায়।

এক ফিমেল। এস যাদু এস! আমি কেক দেব।

ক্ষুদে-বর। না, ফাউল্ রোস্ট আর হুইস্কী।

এক ফিমেল। এই নাও। আমার ফেটিংয়ে বসো গে।

ক্ষুদে-বর। আর লেগ্ মটোন্।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর ডাইনীং নাইফ, ডাইনীং ফর্ক, কর্ক স্ক্রু।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর টাম্বলার গেলাশ।

এক ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর সোডাওয়াটার।

এক ফিমেল। এই নাও।

বুন্ধা। এর বয়েস কত?

যুব-বর। যত হোক না, তোর বাবার কি? খবরদার, গায়ে হাত দিস্ নি। তোর বরগিরীর মুখে মারি বিশ লাথি।

বেহারা। চোপ চোপ।

যুব-বর। চোপ রাও। ওস্কো হটায় লেও। হাম কামড়ায়েগা।

বেহারা। আরে চোপরাও, চোপরাও।

যুব-বর। আজ খুনোখুনি হব। নেই রহেঙ্গে। ছোড় দেও, ছোড় দেও!

ক্টল কাঁধে করিয়া পলায়ন

বেয়ারাগণ। পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো।
(পশ্চাদ্ধাবন)

ফিমেলগণ। গীত

খেংরা মারো অকসানে।
কে জানে আসতো কে এখানে॥
মালগুলো পালালো, সয় বল কার প্রাণে॥

ক্ষুদে-বর। মাইডিয়ার ডোণ্টকেয়ার এই আছি।

ফিমেলগণ। এই কচি বখরাদার এর আবার।

বিডার। কে বিডার? আমরা ফ্রেষ লট এবার।

সেলমাস্টার। সেলমাস্টার,
বুক্‌কিপার। বুক্‌কিপার,
বেয়রারার। বেয়রারার,
বিশেব। কে শোনে, এ রদ্দিমাল কে কেনে?

মহিলাগণ। ভারি খেদ' ছেল জেদ,
পাঁচটা লাট বিট দেবো মাল নেবো,
সাজিয়ে রাখবো বাগানে।
ফেটিনে নিয়ে যাব ময়দানে॥

অষ্টম দৃশ্য

রাস্তা

কৃষ্‌মাস্‌, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার।
বড়দিনের খেল

নবম দৃশ্য

গ্রীষ্ম-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

টলে লাল রবি, টলে লাল রবি।
লাল তোমারি বদন-ছবি॥
লাল আভা নয়নে, গগনে লাল মেঘদল,
রবি টলে, টলে টলে ঢলে জলে;
চাহি ফটিকজল চাতক কাতর,
থাকি থাকি পাখী সকরুণ বোলে,
দে জল দে কত নিদয় হবি!
পাখী কহিছে ছলে,
চাহ ফটিক জল দারুণ তৃষা কেন সহ;
চ্যুতলতিকাদল ধীর-সমীরে দোলে,
ডাকি কহে পাখী ছলে,—
পিও পিও বারি মোহন-মোহিনী,
হের মোহিনী মাধুরী মাধবী॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

বর্ষা-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

গভীর মেঘলদল গরজে।
বাজে বাজে প্রাণে, থেক না থেক না,
থেক না থেক না দূরে,
চাহি চুমিতে মুখ-সরোজে॥
চমকি চাকিচুকি, চমকি চমকি লুকি,
চপলা, মন উতলা,
নীরদ ঢালিছে ধারা তর তর ঝর ঝর,
চমকি শিহরি ঘন, নয়ন-নীর-ধারা নেহার,
কাতর কুলিশ কঠোর কত বাজে।
বাজে বাজে, না জেনে না বুঝে,
তোরি প্রেমে মজে॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

শরৎ-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

মেঘে আর চাঁদ ঢাকে না।
বদনখানি আর ঢেক না॥
চাও হে চাও দেখি আঁখি,
ফুটলো কলি ঐ দেখ না।
সোহাগে কইছে কথা তরুলতা,
কেন ব্যথা দাও বল না॥
ছলনা আর কোর না,
রাগের ভরে আর থেক না।
কোর না পর কোর না,
সাধের শরৎ বাদ সেধ না॥
হাসবে কমল হেরে হাসি,
শরীর হাসির মান রেখ না॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

হেমন্ত-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

তোরি আশে।
হের বেশভূষা পরি দাঁড়ায়ে রয়েছে ঊষা,
হেরিতে সাধ তব রঞ্জিত অধরে,
আদরে এখন দাঁড়ায়ে ঊষা তোরি তরে,
তোরি আশে॥
প্রাণ-মন মম আশে বিলাসে, ভাসে ভাসে॥
নীহার-হার পরি, ঝর ঝর তর তর,
ঝরিছে মুক্তাপাঁতি,
রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি;
হেমন্ত-হিল্লোলে, হেমশীর্ষ দোলে,
প্রান্তরে তরঙ্গ মালা,
হেলা দোলা, অঙ্গ তরঙ্গিত,
হেরিতে পিয়াস বিভোলা;
কপোত-কপোতী কত সোহাগে কহিছে কথা,
ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমীরে,
হেমকিরণ মাখি সাজি;
পাখী জাগে,
মাতি তরুণ রাগে গাইছে,
পবন কাকলি বহে,
গায়িছে পাখী অনুরাগে;
হৃদয়ে তোমারে ধরি,
বদন-রাগ হেরি,
নয়নে নয়ন অভিলাষে॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

শীত-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

হের ধূসর দিশা।
ধূসর ধূমরাশি নিবিড় কুয়াশা—
আদরে করিছে মানা,
যেও না যেও না নিশা,
যুবক যুবতী সাধ রহিল,
রহিল তোমারি বিধুমুখ-সুধা-পান-তৃষা॥
বরিষা ঈরিষা করি ধূসর রেণু কত উড়িছে
ঝরিছে,
কিশোর অরুণ, কর বারিছে;
লোহিত সিত পীত তরে তরে ফুলকলি,
তারকা মেঘ-ঢাকা;
না হেরি ঊষা ব্যাকুল পাখী,
শাখী-শিরে বসি রহি রহি বোলে,
চূত মুকুল দোলে কিরণ চুম্বন-আশা॥
চঞ্চল চিত মম নয়ন-কিরণ তব
চুমিতে পিপাসা॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

বসন্ত-ঋতু

নায়ক-নায়িকার গীত

স্বরে তোর মন মেতেছে কোকিলে ঐ কুহরে।
গাঁদা গোলাপ হার গেঁথেছে,
চেয়ে আছে তোর অধরে॥
কিশলয় কাঁপিয়ে মলয়,
তোর কথা কয় আমোদভরে,
বয় ধীরে সৌরভ বয়ে,
গা ছুঁয়ে তোর যায় আদরে॥
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে টলে ধায় বিভোরে,
চায় তোরে মন বিভোরা,
আঁখি বিভোর হেরে তোরে॥

রঙ্গদার রঙ্গদারণীর রঙ্গ

দশম দৃশ্য

পশু-শালা

কিপার কিপারেস্ প্রভৃতির গীত

সকলে। তামাসা চল্‌তা হায় বহুৎ উম্‌দা।
হোগা ফায়দা, দেখো হিঁয়া ক্যাসা
জুদা কায়দা॥
পশু-গণ। জানি মস্তি হুয়া,
স্ত্রীগণ। কেতনা কুস্তী কিয়া,
সকলে। ট্রাপেজ প্যারালেল্ বারমে ক্যা কহে
তুমে,
উল্‌টি পাল্‌টি লট্ লট্ লুটী তব
ছুটী,
স্ত্রীগণ। উনে কিরা খায়া,
পশু-গণ। জানি না হায়রাণ ভয়া,
স্ত্রীগণ। যেসা সেঁইয়া পেয়ারা,
পশু-গণ। পিয়ারি যেসি জানি মেরা,
সকলে। খেলে গা জানোয়ার মাদি মরদা।
কিপার। আমাদের প্রথম তামাসা—সংস্কারক বৃষ ও গাভী।

বৃষ ও গাভী লইয়া বেহারার প্রবেশ

গাভী। মাইডিয়ার বুল! তুমি আর ঘাস খেও না।

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমি আর দুধ দিও না।

গাভী। না, দুধ দেব না, তুমি বল, ঘাস খাবে না?

বৃষ। না।

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এসে সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল! তুমি উলঙ্গ ষাঁড় দেখলে গুঁতিও।

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও উলঙ্গ গাভী দেখলে গুঁতিও।

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল! জবাই হইও, অম্‌নি ম'র না!

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও জবাই হইও, অম্‌নি ম'রো না।

গাভী। না।

বৃষ। না!

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল! এখন ত ম'লে, আর কি করবে?

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও তো ম'লে, আর কি করবে?

গাভী। তাই তো!
গাভী। প্রতিজ্ঞে?
বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

উভয়ের গীত

রিফর্ম্মার আমরা দু'জনে।
দু'জনে প্রথমে দেখা ময়দানে॥
তর্ক প্রথম অবসিনিটী নে,
তার পর কোর্ট-সিপ করে বে,
তার পর শুন্‌লে প্রতিজ্ঞে,
শুন্‌লেন তো গুণ, এখন মানুন না মানুন,
যত ষাঁড় আছে আর গরু আছে,
আমাদের খুব জানে, খুব মানে॥

কিপার। আমাদের দ্বিতীয় তামাসা— অধ্যাপক গর্দ্দভ।

গর্দ্দভ লইয়া বেহারার প্রবেশ

গর্দ্দভ। আমার এমন সুশ্রী গড়ন ছিল না। মাথাটা গোল, মুখখানা চেপটা, দু'পায়ে হাঁটতুম, গায়ে মাছি বস্‌লে একটি লেজ নেই যে, তাড়াই।

কিপার। আচ্ছা, তবে এমন সুঠাম চেহারা হলো কিসে?

গর্দ্দভ। ছেলে বয়সে এক বোঝা বই মাথায় চাপালে, মাথাটা চেপটে গেল। চড়িয়ে মুখ লম্বা করলে। তার পর পিঠের ওপর দু'ছালা বই দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, চার পায়ে হাঁটতে শিখলুম। কান দুটো টেনে টেনে লম্বা হলো, আর লেজ বেরুলো আপ্‌নি।

কিপার। ডাক্‌তে শিখলে কি করে?

গর্দ্দভ। ও লেজও বেরুনো, ডাকও খোলা!

কিপার। এখন কি করবে?

গর্দ্দভ। ট্রেনিং স্কুল।

কিপার। তার পর?

গর্দ্দভ। যারা ভর্ত্তি হবে, তারা ঠিক্ আমার মতন হয়ে বেরুবে।

কিপার। তারা কি করবে?

গর্দ্দভ। ঘাস খাবে, ধোপার বোঝা বইবে, আর বেয়াড়া ডাক ডাকবে।

গীত

কে আস্‌বে আমার স্কুলে।
যাবে তিন দিনে তার লেজ ঝুলে॥
আমার এম্‌নি কসে টান,
এক টানে তার লম্বা হবে কান,
চল্‌বে চারিটি খুরে,
গলাবাজী কর্‌বে জোরে,
ফুলে ফুলে ঘাড় তুলে॥

কিপার। আমাদের তৃতীয় তামাসা—স্মার্ত্ত বানর-বানরী।

বানর-বানরী লইয়া বেহারার প্রবেশ

বানরী। প্রত্যেক বানর ও বানরী কি মানুষের অনুকরণ করতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞান-মতে তারা স্বজাত।

বানরী। চুরি কর্‌তে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বড় বানরের লেজ ধর্‌তে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ঝগড়া কর্‌তে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। দাঁত খিঁচুতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। আঁচড়াতে কাম্‌ড়াতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বানরী বানরকে লাথি মারিতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ডাইভোর্স অর্থাৎ ফারখৎ করতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। এখনি বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। তবে যাও।

বানর। আচ্ছা চল্লুম, দেখি এমন বাঁদর কোথা পাও।

বানরী। আরে নাও নাও, তোমার মতন ধাড়ী বাঁদর গণ্ডা গণ্ডা। যে দিকে চাও, দেখে নাও, আমি দেখবো, কোথা বাঁদ্‌রী পাও।

বানর। অভাব কি? রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে—

বানরী। তবে ডাইভোর্স?
বানর। ডাইভোর্স।

উভয়ের গীত

দু'জনে ছিলাম রেতে দু'ডালে।
হোলো শুভ-দৃষ্টি সকালে॥
দুপুর বেলা এক ডালে বসে,
সজ্‌নে পাতা ঠুসেছি ক'সে,
কিচি কিচি দুপুর থেকে
ফারখৎ হলো বিকেলে॥

কিপার। আমাদের চতুর্থ তামাসা—ভলেণ্টিয়ার ভেড়া।

ভেড়া লইয়া বেহারার প্রবেশ

কিপার। তুমি লড়্‌বে?
ভেড়া। লড়্‌বো।
কিপার। কার সঙ্গে?
ভেড়া। কারু সঙ্গে না, আপনি আপনি।
কিপার। ঘোড়া চড়্‌বে?
ভেড়া। চড়বো।
কিপার। কি ঘোড়া?
ভেড়া। কাঠের ঘোড়া।
কিপার। বন্দুক ছুঁড়বে?
ভেড়া। ছুঁড়বো।
কিপার। কি করে?
ভেড়া। চোক বুজে।
কিপার। ঘোড়া থেকে পড়্‌বে?
ভেড়া। পড়্‌বো।
কিপার। কখন?
ভেড়া। বন্দুক ছুঁড়বো যখন।
কিপার। যদি কেউ লড়াই কর্‌তে আসে?
ভেড়া। তা আমার কি? দৌড় মারবো ক'সে।
কিপার। তোমার মত ভ্যাড়া ভলেণ্টিয়ার কটি আছে?
ভেড়া। এক পাল ভেড়া, এম্‌নি সিং মোচড়া, এম্‌নি রোকে, এম্‌নি তাল ঠোকে, যদি কারু সাড়া পায়, এম্‌নি চার পা তুলে পালায়।
কিপার। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটি গান গাও।

ভেড়া। গীত

শেম শেম, কাউয়ার্ড নেম,
রাখবো না আর ভেড়ার পাল।
তোষ-দান বাঁধা বন্দুক কাঁধা,
ভারি মিলিটারি চাল॥
রাগে ফাটি বাটী বাটী আমানি খাই সাজ সকাল,
লড়তে এলে বন্দুক ফেলে চার পা তুলে পেরুই খাল॥
হর্‌দম হর্‌দম রেগে লাল, পুরু ছাল॥

কিপার। আমাদের পঞ্চম তামাসা—হাড়গিলে কমিসনার।

হাড়গিলে লইয়া বেহারার প্রবেশ

কিপার। যখন এসেছ, পরিচয় দাও, তুমি হেথায় কেন?
হাড়গিলে। আমায় চেন? আমায় জান? আমি হাড়গিলে।
কিপার। নামটি কোথায় পেলে?
হাড়গিলে। সাহেবদের এ'টো হাড় গিলে গিলে।
কিপার। কোথায় থাক?
হাড়গিলে। টেক্সর বিলে।
কিপার। কেন এয়েছো?
হাড়গিলে। কমিসনার হব বলে।
কিপার। তা হেতায় এয়েছ কি কর্‌তে?
হাড়গিলে। ভোট নিতে।
কিপার। কমিসনার হয়ে কি কর্‌বে?
হাড়গিলে। দেখছো দুটো ঠোঁট?
কিপার। দেখছি।
হাড়গিলে। শুনেছ খাই এ'টো হাড়?
কিপার। শুনেছি।
হাড়গিলে। এখন রেয়োতের হাড়মাস খাবো।
কিপার। তা পারো পারো।

হাড়গিলে। গীত

আজ ভোট দিয়ে কাল ওপারে যেও উঠে।
বাজাবো ঠোঁটে ঠোঁটে, নেব লুটে পুটে।
বলি ভালোয় ভালোয়,

পালাও আলোয় আলোয়,
নইলে মুস্কিল, রোজ বস্‌বে শীল,
চাটী ভিটে মাটী, থাক্‌বে না ঘটী বাটী,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে॥

কিপার। আমাদের ষষ্ঠ তামাসা—পুজারি ভালুক ও যজমানি ভালুকী।

ভালুক ও ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ

ভালুকী। ইস্, তুমি ভারি টল্‌ছো!

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মোউও খাইয়েছ। তাতে নেশা হয়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্দি করবো কোন্ ঠাকুরের?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নৈবিদ্দি সাজাও।

ভালুকী। পুজো হবে কার?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ফুল দাও।

ভালুকী। মন্তর পড়ছো কি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পুজো কর্‌ছো?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, আমায় ধর।

ভালুকী। কেন, ধরবো কেন?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, একটু শোব।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ঘুমবো।

ভালুকী। যজমানবাড়ী যাবে না?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ডোরা টান্‌বো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো! দু থাবা মৌ খেয়ে চেত্তা মার্‌বি?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, কুস্তী লড়বো।

ভালুকী। কুস্তী লড়বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, নাচ্‌বো।

ভালুকী। নাচ্‌বি কার সঙ্গে?

ভালুক। তা বল্‌তে পারি,—তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

উভয়ের গীত

নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী,
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী॥
পিরীত মাখামাখি, দু'জনে মেতে থাকি,
জুরে ধুকী, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধলো যখন আমরা খোকা খুকী॥
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীত বাধলো পথে,
এখন জানাজানি ছিল লুকোলুকী॥

একাদশ দৃশ্য

পরীস্থান

পুরাতন বর্ষ, নব বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোক্‌রা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ কর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। পয়লা জানুয়ারীতে তুমি ছুটী নিও, উনি কাজে বস্‌বেন। প'চানব্বই সালত্ব বাপু, আমি তোমায় দিলুম; এ দিকে এস।

ন-বর্ষ। দেবীর কৃপা, দেবীর কৃপা!

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ ক'রো।

ন-বর্ষ। আজ্ঞে তার ত্রুটি পাবেন না, ত্রুটি পাবেন না। যে রকম নমুনা দিলাম, এই রকম এক্‌শটি কাজ দেখাব!

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব যশ থাক্‌বে।

গীত

সকলে। বাহবা কি কায়দা বোঝা ভার,
দুদিন এসে বাংলা দেশে খুব গুজার
কি বাহার।
পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়—
জাহাজ চড়ে এসেছে,
ধ্বজা গেড়ে বসেছে,
আর কি ভয়;
সকলে। একচোট ওলোট-পালোট,
চোটপাট কি জোটাজোট,
একাকার মজাদার॥
পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়।

সেঁদুবে কারদানির জোরে,
ছোট বড় সকল ঘরে,
সকলে। চটুকে তুল্লে চুড়ো,
চাগলো ছেলে বুড়ো,
মাগীরা জবর সবার,
আর কি কার ধারে ধার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়,
যে সে নয়,
সহর দেখে মুচকে হেসেছে,
সহর ভালবেসেছে,
আর কি ভয়॥

যবনিকা পতন

হীরার ফুল

[গীতিনাট্য]

(১৫ই বৈশাখ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পুরুষ-চরিত্র

মদন। রাজকুমার অরুণ। দৈত্য।

স্ত্রী-চরিত্র

রতি। রাজকুমারী শশীকলা। সখীগণ।

প্রথম অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কনক-কানন

রতির প্রবেশ

গীত

খাম্বাজ-জিল্লা—খেমটা

মরি কি সাধের উপবন।
ফুটেছে মাণিক হীরে চুরি করে মন॥
সৌরভে গরব-ভরে,
কনক-লতায় থরে-থরে,
কেন না হেরি অলি, প্রেমিক সে কেমন॥

রতি। আহা! এ সুন্দর ফুলগুলি তুলে এক ছড়া মালা গাঁথি। নাথকে দেখা'ব—কুসুমশর কুসুমধনু ভাল, কি আমার মালা ভাল? চারিদিকেই সুন্দর। ওদিকে আরো সুন্দর! মরি মরি, স্থলে একটি সোণার পদ্ম ফুটে রয়েছে! ঐটি আগে তুলি।

মদনের প্রবেশ

গীত

কাফি সিন্ধু—জলদ একতালা

বৃথা ধরি ফুলশর।
প্রেয়সীর নয়ন-বাণে হৃদয় জর জর।
তূণে তীর আছে কত. ফুরোয় না হানে যত।
কি হ'ত যদি সুধা না দিত অধর॥

মদন। রতি কোথায় গেল? একি! মায়া-উপবনে প্রবেশ করলে নাকি! রমণী চঞ্চলা, কি জানি যদি ফুল তুলে।

রতির প্রবেশ

রতি। দেখ দেখি নাথ কুসুম-হারে,
ফুল-ধনুশর জিনে কি হারে?
প্রাণ চুরি করে ফুলের বাসে,
দেখ দেখ মালা বিজলী হাসে,
বড় যে বড় যে থাক না বাসে,
বাঁধিয়া রাখিব কুসুম-ফাঁসে;
সোহাগের মালা আদরে ধর,
জুড়া'ক আঁখি পর হে পর।

মদন। প্রিয়ে! কি ক'রেছ? এ মায়া-উপবন বুঝতে পার নি, নইলে কি মাণিকের ফুল ফুটে; হায়! তোমা হারা হ'য়ে কদ্দিন থাক্‌ব?

রতি। একি একি কথা, কেন দাও ব্যথা
অবলা কিছু ত বুঝিতে নারি;
পরাণ বিকল, কেন কর ছল,
তোমা ছেড়ে কি হে রহিতে পারি।

মদন। বিড়ম্বনা সুলোচনা কব কি তোমারে।
সৃজন এ উপবন নয়নের ধারে॥
গণ্ডক-শিলায় যবে যান নারায়ণ।
বিরহ-বিধুরা রমা করিল রোদন॥
আঁখিনীরে ফুটে হীরে কাঞ্চন কাননে।
ভয়ে অলি নাহি বসে কুসুম-রতনে॥
বিরহ-তাপিত বনে যে তুলিবে ফুল।
বিয়োগ ব্যথায় হবে অন্তরে আকুল॥

রতি। কি বল কি বল, কি হল কি হল,
বল নাথ কিবা উপায় হবে;
একাকিনী রব, কত দিন সব,
পুনঃ মুখশশী দেখিব কবে?

মদন। যদি কভু এই বনে হয় সংঘটন,
অপ্রেমিক পরে যদি প্রণয়-বন্ধন,
হবে তবে প্রাণপ্রিয়ে বিরহ-মোচন।

রতি। বুঝেছি হে বিড়ম্বনা,
ঘুচিবে না এ যন্ত্রণা,
অপ্রেমিক প্রণয়ী কি হয়?
কাষ্ঠে কি কুসুম ফুটে, মরুভূমে বারি উঠে,
প্রস্তরে ধমনী কভু বয়?
এ বনে মিলন হবে সম্ভব ত নয়!

মদন। প্রিয়ে! আর একত্রে থাক্‌লে
উভয়েই পাষাণ হব,
দুইজনে দুই দিকে করি অন্বেষণ,
কৌশলে যদ্যপি হয় হেন সংঘটন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

দৈত্যের প্রবেশ

দৈত্য। হায় হায়, আমি এত করি, তবু আমার পানে ফিরেও চায় না! যখন গান করে, ধনুক ধ'রে নাচে—ইচ্ছা করে বুক পেতে দি। যদি ভুলিয়ে কোথায় নে যেতে পারি—তাও ত তারা ভুলবার নয়; আমার সঙ্গে কথাই কয় না, তা ভোলাব কেমন ক'রে? আহা! যদি আমার প্রতি সদয় হয় ত বুকে করে রাখি—তা আর হবে না—রাগ হচ্চে। একটা বেশ সুন্দর পুরুষ পাই ত দেখাই! তার জন্যে ও এম্‌নি বসে বসে কাঁদে আর আমি দেখি! কে ও দিব্বি পুরুষটি ফুলের মালা গলায় দিয়ে এই দিকেই আসছে; ওকে দেখে ভুলবে না! যে কড়া প্রাণ ফুলগুলিই ছিঁড়ে ফেলে, আমার অদৃষ্টে ত নেই-ই, আর কেউ জব্দ কর্‌ত ত মন খানিক ঠাণ্ডা হয়।

মদনের প্রবেশ

বলি ওহে কে তুমি? বলি খুব তো ফুল পরেছ—একজনের মন ভুলাতে পার?

মদন। কে তুমি?

দৈত্য। আমি যে হই, যা বল্লুম, করতে পার?

মদন। পারি।

দৈত্য। পারি বল্লেই পারি না, যেমন নয়নে বাণ, হাতেও তেম্‌নি বড় বড় বাণ; পারতে গিয়ে যদি এক চুল এপার ওপার হয়, বুক বিঁধে অম্‌নি তীর পার হবে। যদি কোথা কারুকে না পায় তো জলে পদ্মফুল কাটে। মেয়েমানুষ ত নয়—মেয়েমানুষের বাবা। তার প্রাণে কি পীরিত সেঁধোয়?

মদন। (স্বগত) একে দেখ্‌ছি আমারই কোন অনুচর উন্মত্ত ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

দৈত্য। এই মনোহর মূর্ত্তি দেখে বুঝতে পারছ না। আমি একজন দৈত্য।

মদন। হেথায় কেন?

দৈত্য। কেন? রোগে টেনে আনে বাবা, নয়ন দুটিতে কি দেখেছ, তা হলে বুঝতে পারতে। তুমিও দেখে এস, তুমিও দিন নাই, দুপুর নাই, এখানে পড়ে থাকবে।

মদন। তুমি যদি তারে ভালবাস, তুমি কেন বে কর না?

দৈত্য। ইস্‌! ভাগ্যি তুমি বুদ্ধি দিলে—আমি ত বলি বে করি। সে যে ঝাড়ু ধরে মারে।

মদন। তুমি কেন ভালবাসা জানাও না?

দৈত্য। ম'রে গেছি! জানালে চলে না, তা ভালবাসা জানালে; তুমি যে বুঝ না; সে লড়ায়ে মেয়ে। বল্‌তে গেলে তাল ঠুকে আসে।

মদন। আচ্ছা, আমি যদি বে দিয়ে দিতে পারি?

দৈত্য। বলি, তোমার বদ্‌লি খেটে কাজ কি? স্বয়ং দেখ না। সে গোছ নয় চাঁদ, সে গোছ নয়। সে লড়াইয়ে কার্ত্তিক পাথরে গড়া, তার প্রাণ নেই! তুমি যদি পার কি আর কেউ যদি পারে, এক ছড়া পায়রার ডিমের মত মুক্তার মালা দি।

মদন। তোমার তাতে কি হবে?

দৈত্য। কি জান, যে বিকারের রোগী—তার সাম্‌নে একজন জল খেলেও প্রাণটা ঠাণ্ডা থাকে।

মদন। তারে ভুলিয়ে এক জায়গায় নে যেতে পার।

দৈত্য। তুমি ত বড্ড বাহাদুর হে! ভুলিয়ে নে যাব, হাতে হাতে বেঁধে দেব তুমি বেটি করবে। ভাব্‌ছ বুঝি আমি বড় পেছপাও, তুমি ভুলিয়ে নে চল—বে দিয়ে দাও, দেখবে বশ কর্ত্তে পারি কি না পারি।

মদন। তুমি বাহাদুর বটে!

দৈত্য। আর তুমিই বা কোন্ কম?

মদন। তোমার ত যে বে করুক, তাতেই ত হবে?

দৈত্য। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার হ'লেই কিছু হয় ভাল।

মদন। এক কাজ কর্‌তে পার?

দৈত্য। কি—ভুলিয়ে নে গিয়ে তোমার সঙ্গে বে দিব? ওটি অপারক বাবু—গোড়া থেকেই ত বলেছি।

মদন। বলি তা না—তুমি কি কি রূপ ধরতে পার?

দৈত্য। দুচার রকম আসে।

মদন। পদ্মবন হ'তে পার?

দৈত্য। বলি, ঝাড় বুটী সুদ্ধ?

মদন। হ্যাঁ।

দৈত্য। কতক—

মদন। বলি, কতক হ'লে চল্‌বে না।

দৈত্য। বোধ হয় পুরোই পারি।

মদন। তা সাজ্‌বে এস।

দৈত্য। কেন, তীর দে গলা কাটাতে?

মদন। না, না, এস না তোমায় বলি—

দৈত্য। এখানেও ত নিরিবিলি। বল্লে পার্ত্তে ত, তা চল, কোথা যেতে বল?

মদন। কার মেয়ে?

দৈত্য। দিগ্‌গজ মেয়ে, (স্বগত) দেখছি বেটার সন্ধান সুলুক আসে, কাজটা হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) চন্দ্রধ্বজ এক রাজা আছেন, তাঁরই কুলের ধ্বজা।

গীত

মাঝ—একতালা

ঘুরিয়ে আমায় কল্লে সারা,
এ বড় বিষম ঘানি।
বুকে পিঠে পড়বে ঢেঁকি,
আগে কি এত জানি॥
ঝক্‌মারি কি যেমন তেমন,
কিছুতে তার উঠে না মন।
পীরিতে হাবুডুবু,
প্রাণ নিয়ে যে টানাটানি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ফুল বাগান

শশীকলা ও সখীগণ

সকলে। গীত

পিলু বারোঁয়া—খেম্‌টা

কমলে যত্ন করো না।
কেটে তীরে, ফেল নীরে, ধনুক ধর না।
না যেন ফুলের বাসে, গন্ধে অলি ধেয়ে আসে,
অনলে দিব ফেলে কুসুম হর না।

শশী।
পুরুষে দম্ভ করে তারা কেবল ধনুক ধরে,
ফুলের খেলা ফুলের নারী,
ফুলের মালা গলায় পরে,
কত ছলে হেসে বলে, অস্ত্র তাদের নয়ন-বারি।
কোমল ভেবে আদর করে,
এত কি সই সইতে পারি?
দেখাতে যদি পারি, তবে ঘুচে প্রাণের জ্বালা,
ধরি করে তরবারি,
নাহি পরি ফুলের মালা।
বাজী পরে বায়ু-ভরে যেতে পারি
দেশবিদেশে।
বুঝ্‌তে পারি জিনি হারি,
রণ যদি কেউ করে এসে॥

মদনের প্রবেশ

মদন। এই তো ত্রিভুবন ভ্রমণ করলেম। দৈত্য যথার্থই বলেছে; এর তুল্য অপ্রেমিকা আর নাই, কিন্তু কুসুম-শরে হৃদয় বিদ্ধ হবে তার আর সন্দেহ নেই। আহা! মৃণালগুলি কমলের শোকে যেন কেঁদে জলে ডুবে যাচ্ছে —দেখ, একটু মায়া হচ্ছে না!

শশী। করে ফুলধনু, সুচিকণ তনু,
হাসি পায় হেরে, কে আসে সই!
ফুল প'রে গায়, ফুলের মালায়,
সেজে আসে ধীরে দেখ না অই।

সুধাই কে বীর, তূণে ফুলতীর,
কার সনে তার বেধেছে রণ।
আহা হেসে চলে, পুরুষেরা বলে,
কুসুম ভূষণ কামিনীগণ॥
ধ'রে ফুলধনু কুসুম-শর,
কার সনে হবে তব সমর॥

মদন। মম ফুলশর অতি খরতর,
উপহাস কেন কর লো বালা।
শশী। শুনে হাসি পায়, বিঁধে কার কায়,
দে'খ হে মের না, পালা লো পালা॥

মদন। গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা

জান না কেমন ফুল-শর।
হৃদয় পরে বাজলে পরে কাঁপে কলেবর।
হেস না সুলোচনা, ফুলধনুর গুণ জান না,
মোহন শরে চেতন হরে, প্রাণ করে কাতর॥

শশী। ভাল বীর হান তীর অধীন ক'র না।
খরতর ফুলশর কর না যোজনা॥

মদন। গীত

পিলু-জিল্লা—ঠুংরী

যারে তারে হানি কি এ শর।
যে সইতে পারে, হানি তারে, শর প্রাণহর।
কোমল কমল ফুটে নীরে, গর্ব্ব কর কেটে তীরে,
ফুল-বাণে পাষাণে জল ঝরে নিরন্তর॥

শশী। দেখি তোমার দম্ভ ভারী।
মদন। বল্‌ব কি আর তোমরা নারী!
সখী। তুমি কমল কাট্‌তে পার?
মদন। তীর-ধনুকের ধার কি ধার,
স্থির হয়ে কমল ভাসে,
কেটে ফেল্‌ছ অনায়াসে।
পদ্ম যদি পালিয়ে যায়,
কাট্‌তে তুমি পার তায়?
সখী। কথা শুনে হাসি পায়,
পদ্ম নাকি ছুটে পালায়?
শশী। একি সখী মৃণাল উঠে,
দেখ দেখ পলায় ছুটে।
মদন। ঐ ফুলটি যদি কাট্‌তে পার,
তবে বটে ধনুক ধর!

শশী ও সখীগণ। গীত

পলাশী বারোঁয়া—খেম্‌টা

দেখবো উঠে কমল কোথা যায়।
এখনি ফেলব কেটে, আয় লো ছুটে আয়॥
নয় ত মজা যেমন তেমন,
ফুলের তূণ ফুল শরাসন,
একি দায় মৃণাল পলায় দেখে হাসি পায়॥

[শশী ও সখীগণের প্রস্থান।

মদন। দৈত্যকে যা' বলেছি, তাই ক'রেছে। জলে এসে কমল হ'য়েছে। বলেছে ত মায়া-বনে নিয়ে ধরে রাখবে; দৈত্য ত প্রেমিক—দৈত্যের সঙ্গে ত বে দিলে হবে না! এই পদ্ম-কাটা মেয়ের যুগ্যি একটি গোঁয়ার পুরুষ চাই। ফুল-শরে অপ্রেমিককে প্রেমিক করা ত বড় একটা কথা নয়! এখন আর একটা অপ্রেমিক কোথা পাই?

গীত

দেশ—একতালা

আমি রসাই ঋষির মন।
কার প্রাণে না ফুটবে কলি, নীরস কে এমন॥
কে কেমন নর নারী,
দেখি যদি বুঝতে পারি,
যে দম্ভ করে আগে তারে করি বিমোহন॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সমুদ্র-কূল

অরুণ রাজকুমারের প্রবেশ

অরুণ। গীত

সরফর্দ্দা জিল্লা—একতালা

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে
হেরিব লহর-মালা
মনোবেদনা কব সমীরণে
গগনে জানাব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ,
আর না হেরিব নর-বয়ান।
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর
বহিব না দুঃখ-ডালা॥

পরোপকার পরম ধর্ম্ম কেবল কথায়। উপকারী কেবল গঞ্জনাভাজন হয়; রাজকার্য্য মন্ত্রীরা করুক্। আমি চিরদিন এইস্থানে অবস্থান করব। যার উপকার করি, সেই পরোক্ষে আমার নিন্দা করে। কৃতঘ্ন সংসারে থাক্‌লে আমিও কৃতঘ্ন হব।

রতির প্রবেশ

রতি। গীত

অংহ বারোঁয়া—পোস্তা

যদি কেউ যত্ন করে,
রত্ন-মালা দি গো তারে;
হীরের কুসুম চাঁদের কিরণ।
সোহাগে সৌরভের ভরে॥
তুলি ফুল, ভরি ডালা।
বিনা সুতায় গাঁথি মালা।
মালা নয় যেমন তেমন,
উষা হারে ফুলের হারে॥

হ্যাঁ গো তুমি মালা নেবে?

অরুণ। যাও পথ দেখ—আমায় বিরক্ত ক'র না।

রতি। (স্বগত) সত্য অপ্রেমিক, নইলে রাজ্য ছেড়ে বনে আসে। (প্রকাশ্যে) দেখ না মালা কেমন।

অরুণ। যাও না এখন, দেখব তখন।
রতি। দেখ মালায় কিরণ ধরে!
অরুণ। রাখ গে যাও, গলায় পরে।
রতি। বিদেশী আজ থাকব হেথা।
অরুণ। কাজ কি এত মাথা ব্যথা।
রতি। নেবে না রতন-মালা?
অরুণ। ভাল চাস্‌তো ছুঁড়ী পালা।

রতি। গীত

যোগিয়া কালেংড়া—জলদ-একতালা

আর কি হেতা রই, যাব কনক কাননে।
অযতন বাজে প্রাণে রব বিজনে॥
যারে হায় সোহাগ করি,
সেই ত আবার হয় গো অরি,
কাজ কি কথা মনের ব্যথা।
রাখবো গোপনে॥

অরুণ। (স্বগত) একি পাগল নাকি! (প্রকাশ্যে) এই মালা দিতে এলে—এখানে থাকতে চাচ্ছিলে—আর এর মধ্যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো।

রতি। থাক্ আমার রত্নমালা থাক্—
অরুণ। নে-নে ছুঁড়ী সোহাগ রাখ্।
রতি। না, না, আমি চলে যাই।

অরুণ। মালা নিয়ে যাও এ কি বালাই, এ কি! এমন ফুল ত দেখি নাই। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—এতো হীরে কেটে, মাণিক কেটে ফুল করেছ, এমন সুগন্ধ হ'ল কেমন ক'রে?

রতি। আমার বাগানে এমনি ফুল ফোটে।
অরুণ। মিথ্যা কথা।
রতি। দেখতে চাও না শুনতে চাও?
অরুণ। দেখাতে পার?
রতি। সঙ্গে এস।

অরুণ। কৈ চল দেখি—যদি মিথ্যা হয় তোমার প্রাণবধ করবো।

রতি। যদি সত্য হয় কি দেবে?
অরুণ। কি চাও, যা চাবে দেবো।

রতি। আমি এক জায়গায় যাব, তুমি বাগানটি আগ্‌লে থাকবে।

অরুণ। আচ্ছা, তাই হবে।
রতি। এস তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কনক-কানন

শশীকলা ও সখী

শশী। কৈ ভাই, সে পদ্ম কোথায় গেল? আহা! এমন বন ত দেখিনি—কি আশ্চর্য্য! এত ফুল ফুটেছে, একটিও অলি নাই ভাই, বড় পথশ্রম হ'য়েছে, এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

সকলের শয়ন—রতি ও অরুণের প্রবেশ

রতি। দেখ, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা।
অরুণ। আহা! অতি সুন্দর কানন!

রতি। এখন আমার কথা রাখ—এইখানে থাক।

অরুণ। ভাল।

রতি। এই মালা ছড়াটি নাও, গলায় পরে থাক।

রাজপুত্রের মালা গলায় দিয়া শয়ন

থাক শুয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আনি গে নারী,
বহে বা না বহে দেখি পাষাণে বারি॥

দূরে মদন ও দৈত্যের প্রবেশ

দৈত্য। তুমি যা বল্লে, তাই কল্লেম।

মদন। তুমি অপেক্ষা কর, আমি একজনকে আন্‌ছি, যাকে দেখে এখনি উন্মত্ত হবে।

দৈত্য। যদি এমন কেউ থাকে, আমি বার বছর তার গোলাম হই।

মদন। তুমি যাও, দেখ সে যেন পালায় না।

দৈত্য। পালালে কি ক'রে রাখ্‌ব?

মদন। কেন, ধ'রে রাখ্‌বে।

দৈত্য। না, না, আমার যে কড়া হাত, আমি ধরব না। আমি যে কদাকার, আমার ছুঁতে ভয় করে।

মদন। আচ্ছা, তবে তুমি এই ফুলটি নাও, আস্তে আস্তে মাথার কাছে রেখে এসো, ঘুমিয়ে পড়্‌বে। একি, রতি! তুমি হেতা কেন?

রতি। আমি একজন অপ্রেমিক রাজ-কুমারকে এনেছি।

মদন। বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন, আমিও একজন অপ্রেমিকাকে এনেছি।

রতি। তবে নাথ আর বিলম্ব কেন, শীঘ্র দুজনের মিলনের চেষ্টা করি।

মদন। তোমার মোহিনী সিন্দুর দাও। যাতে পুরুষ পাগল কর। আমি আমার সম্মোহন বাণে যুবতীর প্রাণ অস্থিত কর্‌ব।

রতি। এই মালা-ছড়াটি পরিয়ে দিলেই পুরুষের মন মুগ্ধ হবে। আমি চোখের জলে গেঁথেছি।

মদন। তবে পরিয়ে দাও গে। তুমি কুমারের কাছে যাও, আমি রাজ-কুমারীকে নিয়ে যাচ্ছি। ফুলটি না তুলে নিলে ত আর ঘুম ভাঙ্‌বে না। রাজ-কুমারী উঠ না।

শশী। তাই ত পথশ্রমে অঘোর হ'য়ে ঘুমিয়ে ছিলুম, তুমি এখানে কেন?

মদন। আমার ফুল-বাণ কেমন দেখতে চাচ্ছিলে না?

শশী। কৈ দেখাও না।

মদন। তবে এ দিকে এস।

শশী। ও দিকে কেন—এইখানেই দেখাও না।

মদন। আমি সাক্ষী না রেখে কাজ করি না।

শশী। ওঠ্‌লো সখি দেখবি আয়,
মূর্চ্ছা যাই ফুলের ঘায়।

সখী। মরি মরি এমন মালা,
কোথা পেলে রাজবালা?

শশী। তাই ত সই একি জ্বালা,
দেখ্‌বি যদি আয় লো সই,
ফুলের ঘায়ে সারা হই,
ধনুক ধ'রে দাঁড়িয়েছে বীর।
হান্‌বে ফুলের তীর।

মদন। বুঝ্‌বে জ্বালা হান্‌লে তীর।
বয়ান বয়ে পড়বে নীর॥

শশী। মিছে কেন দেরী কর।
যাচ্ছি আমি ধনুক ধর।

রতি। মালা-ছড়াটি তোমায় দিলুম, কাকে দিলে?

অরুণ। কৈ কা'কে দিছি—আহা! রূপে প্রাণ হরে নিলে।

মদন। দেখ বালা ফুলবাণ,
কাঁপে কি না কাঁপে প্রাণ।

শশী। সখি! একি হ'ল!

অরুণ। তুমি হৃদয়েশ্বরি,
চরণে তোমার হে ধরি,
হের তব দাস পদতলে।

শশী। তুমি হৃদয়ের মণি, একি বল গুণমণি,
অবলায় ভুলায়ো না ছলে॥
ধন্য তব কুসুম সন্ধান,
মালা পর জুড়াও পরাণ।

অরুণ। ধন্য তব রতনের হার।
মালা পর ধর প্রাণ আমার।

দৈত্য। ধন্য তোমার বলিহারি।
প্রেমিক হ'ল রাজ-কুমারী।

সকলে। গীত

টোড়ী-ভৈরবী—খেম্‌টা

দূরে মদন ও দৈত্যের প্রবেশ

ফুটেছে প্রেমের বাগান,
প্রাণে উঠে তান।
রতন হারে কুসুম-শরে
প্রাণে বাঁধে প্রাণ॥
সোহাগের কনক-বনে
রতনে পায় রতনে,
যুবা প্রাণ পাগল করে
যুবতীর যায় প্রাণ॥

যবনিকা পতন

ঝালোয়ার-দুহিতা

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

[এই উপন্যাসখানির প্রথম ছয় পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার সম্পাদিত 'সৌরভ' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০২ সাল)। তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া 'সৌরভ' বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর উদ্বোধন পাক্ষিক পত্রে (১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা; ১৩০৫ সাল, ১৫ই ফাল্গুন) গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'উদ্বোধন' হইতে গ্রন্থখানি উদ্ধৃত করিলাম।]*

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝালোয়ার সুসজ্জিত,—উজ্জ্বল আলোক-মালায় দশদিক আলোকিত, বিবিধ বর্ণের পতাকা উড়িতেছে, ফুল-হারে পুরী বেষ্টিত, নৃত্য-গীত-বাদ্যধ্বনি, আমোদিনী নগরী—আমোদিনী রাজকুমারীর বিবাহ-উৎসবে আমোদিনী হইয়াছে।

মন্দার রাজকুমার বীরেন্দ্রসিংহের সহিত কুমারী কিশোরীর বিবাহ, ইতিপূর্ব্বে দেব-মন্দিরে পরস্পরের শুভদৃষ্টি হইয়াছিল, পরস্পরের মনোভাব নয়নে প্রকাশ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রাণ বিনিময় হইয়াছিল। দূতী, প্রেমলিপি, প্রেম-উপহার প্রভৃতি প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে। আজি প্রেমব্রতে উভয়েই ব্রতী হইবেন, আজীবন প্রেমাস্বাদ ব্রতের সঙ্কল্প, প্রাণ আহুতি দানে ব্রত সাঙ্গ হইবে। সখী পরিবেষ্টিতা কুমারী কিশোরী বিষাদ-মিশ্রিত আমোদে নীরব, অধীরা, হৃদয় নাচিতেছে, আশা পলকে প্রলয় করিতেছে, কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে।

দূরে কোলাহল উঠিল, সুবাসিত পতাকার সৌরভ পবন বহিতে লাগিল, গগনে গভীর নিক্কণে বাদ্যধ্বনি উঠিল, আতস বাজি যেন পূর্ণচন্দ্র ধরিবার মানসে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতে লাগিল। কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ ফুল ছড়াইতেছে, পরিমলে মত্ত করিতেছে,—সেনাবেষ্টিত রাজকুমার অশ্ব-পৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করিল। সুন্দর মুখকান্তি গম্ভীর ভাবাপন্ন, ধীর-পদে সৈন্যশ্রেণী চলিতেছে। দর্শন-লালায়িত রমণী-চক্ষু চতুর্দ্দিকে পদ্মফুলের ন্যায় বিকশিত হইল। জন-কোলাহল বৃদ্ধি পাইল। রাজপুরে রাজ-কুমারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। একজন বৃদ্ধা পরি-চারিকা আসিয়া কহিল, "সর্দার ঠাকুর ডাকিতেছে"। বৃদ্ধা আগে আগে চলিল, কুমারী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। কুমারী কহিলেন, "কোথায়, পিতা কোথায়?" পরি-চারিকাও নাই—কেহ উত্তর দিল না। ধীর পদে কুমারী ফিরিতেছেন, অকস্মাৎ পীনবাহুদ্বয় তাঁহাকে বেষ্টন করিল—বীর পুরুষ বক্ষে তুলিয়া লইল,—কুমারী চমকিতা, অভিভূতা, কথা সরিল না, বীর পুরুষ অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহাকে লইয়া লম্ফ দিয়া উঠিল।

বায়ু-বেগে অশ্ব চলিতেছে! দূরে অস্ত্র ঝনৎকার কুমারীর কর্ণে পশিল—বীর-কণ্ঠে সৈন্য-সঞ্চালন, তড়বড়ি অশ্ব-পদধ্বনি,—পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ ও আর্ত্তনাদ দূরে হইতেছে! বেগবান বাজী কুমারীকে লইয়া বায়ুবেগে চলিল।—ক্রমে আর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না, আর জনসমাগম নাই, ক্রমে অতি নিভৃত স্থানে ঘোটক আসিয়া পেঁাছিল।

অতি সমাদরে বীরপুরুষ রাজকুমারীকে বক্ষে ধরিয়া, অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমারী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,—মনোহর কুঞ্জবন, মনোহর পুষ্প-বিনিন্দিত আসনে তিনি আসীনা!—করযোড়ে জানু পাতিয়া বীর-পুরুষ তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে বলিতেছেন,—"সুন্দরি! দেখ—কুম্ভরাণা তোমার পদতলে! মার্জ্জনা কর, আমি মদন-তাড়নে উন্মাদ হইয়াছি,

* ইহা গিরিশভবন সংস্করণের প্রকাশক দানীবাবুর মন্তব্য—দে. ভ.।

উন্মাদকে ক্ষমা কর—দাসকে ক্ষমা কর! করুণা-কটাক্ষে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টি কর।” কুমারী নীরব! কুম্ভরাণা আবার সকাতরে বলিতে লাগিলেন, “কথা কও, তিরস্কার কর, দোষ করিয়াছি, তাহার শাস্তি দাও!” কোনও উত্তর নাই! অস্ত্রধারী প্রহরী-রক্ষিত সুসজ্জিত শিবিকা আসিল—রাণা কুমারীকে শিবিকায় বসাইলেন. অশ্ব-পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে ঝালোয়ারে হুলস্থূল হইতেছে!—মন্দার ও ঝালোয়ার-সৈন্য, রাণা সৈন্য আক্রমণে পরাজিত। মন্দার-রাজকুমার আহত, রুধির-ধারা বহিতেছে, তথাপি রণভঙ্গ নাই!—দূরে তূর্য্যধ্বনি হইল,—দেখিতে দেখিতে রাণা-সৈন্য কোথায় চলিয়া গেল—আর যুদ্ধ নাই। অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে মন্দার-রাজকুমার ঝালোয়ার সর্দ্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“রাণা-সৈন্যের সহিত সমর অবসান হইল; আসুন, আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি।—আপনার কলঙ্ক মোচন বা আমার হৃদয়-অগ্নি এই স্থানে নির্ব্বাণ হোক”। ঝালোয়ার কহিলেন, “আমায় দোষারোপ করিতেছেন কেন”? মন্দার-রাজকুমার উত্তর করিলেন, “কি রূপে কুম্ভ রাণা, রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, কি রূপে কুমারীকে অপহরণ করিলেন, তাহা আর কেহ বলিতে পারে না। অস্ত্র-মুখে প্রকাশ পাইত, আপনি যুদ্ধ করিবেন না, আমারও প্রাণের লালসা হইতেছে। প্রতিহিংসা আশায় প্রাণ রাখিলাম। বুঝিতেছি, হৃদয়-অগ্নি শত গুণে জ্বলিবে, দাবানলের ন্যায় জ্বলিবে, অহর্নিশি জ্বলিবে—চিতানলে নির্ব্বাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা আশায় দারুণ জ্বালা সহ্য করিব”।

ঝালোয়ার ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটিতে লাগিল। মন্দার-সৈন্য পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যাইতেছে,—স্বর্গচ্যুত তারার ন্যায় অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন। যত্নে সেনাগণ, রাজকুমারকে লইয়া, মন্দার-অভিমুখে চলিল।

মন্দার পৌঁছিবামাত্র সুযোগ্য চিকিৎসক, চিকিৎসায় নিযুক্ত হইল! পীড়ার কোন উপশম হইল না। রাজকুমার ছয় মাস কাল অচেতন অবস্থায় রহিলেন। অতি সতর্ক হইয়া কর্ণ-পাত করিলে, অতি জড়তাপূর্ণ ক্ষীণ স্বরে কিশোরীর নাম উচ্চারণ শোনা যাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধন্নু নামে চারণ-বংশীয় এক ব্যক্তি রুগ্ণ অবস্থায় বীরেন্দ্র সিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। ইতিপূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলেন—“কোনও চারণ-হস্তে কুম্ভ-রাণার মৃত্যু।” সেই গণনা অনুসারে রাণা চারণদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। চোহানেরা প্রতিশোধ আশায় মন্দারে আশ্রয় লয়, চারণেরা রাণান্বেষী হইল, তৎকালে রাণা প্রবল প্রতাপশালী, সহসা কোন রাজা তাঁহার বিরোধী হইতে সাহস করিতে পারিত না, ঈর্ষ্যা-বশতঃ, মন্দার রাজপুত্র রাণা বিরোধী হইবে, এই নিমিত্ত চারণেরা মন্দার-রাজকুমারকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ধন্নুর নিকট রাজকুমার শুনিলেন যে, কিশোরীর পিতার, রাণা কুম্ভে কন্যা সম্প্রদান চির বাসনা ছিল। রাণাও মীরার প্রেমে বঞ্চিত হইয়া নূতন কোন কীর্ত্তির অনুসন্ধান করিতে ছিলেন,—এমন সময় কিশোরীর কথা শ্রুত হইলেন। ঝালোয়ারে লোক পাঠাইলেন। উত্তর পাইলেন যে, মন্দার-রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

রাণা অর্থ দিলেন, ঝালোয়ার-সর্দ্দারের রাণাকে কন্যা সম্প্রদান অভিপ্রেত, কিন্তু সাহস করিয়া লোক পাঠাইতে পারেন নাই, রাণার পদ তাহা অপেক্ষা অতি উচ্চ; মন্দারে সম্বন্ধ লোকাপবাদ হইবে, তবে যদি রাণা বলপূর্ব্বক কুমারীকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিক বজায় থাকে। ষড়যন্ত্র মত কুম্ভরাণা ঝালোয়ার-গৃহে প্রবেশ করেন, ঝালোয়ারদুর্গেই তাঁহার সৈন্য থাকে, সহজেই কিশোরী অপহৃতা হন।

প্রকাশ্য আক্রমণে রাণাকে পরাজয় করা অসম্ভব, কি উপায়ে প্রতিশোধ দিবেন, দিবা-রাত্র মন্দার-রাজপুত্র চিন্তা করেন। ধন্নু বলিল, —“উপায় আছে, মীরা বাঈ নামে কুম্ভরাণার এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না বনিতা আছেন, কুম্ভরাণার সহিত মীরার বিবাহ হইয়াছিল,

এই মাত্র, কিন্তু তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ জানেন, আর সকলই প্রকৃতি; তিনি বিবাহের পর রাণাকে বলেন যে, তাঁহার একটী ব্রত আছে, ব্রত সাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষ ভাবে রাণার সহিত আলাপ করিবেন না, রাণাও প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, ব্রত ভঙ্গ করিবেন না।

অঙ্গীকারকালীন রাণা বুঝেন নাই যে, হরিনাম ব্রত দেহ থাকিতে সাঙ্গ হইবে না, এখন বুঝিয়াও প্রতিজ্ঞার অনুরোধে প্রেমাভিলাষে মীরার গৃহে যাইতেন না। মীরা বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্তা থাকেন, বৈষ্ণব লইয়া হরি-বাসর করেন।

গোবিন্‌জীর উদ্দেশে কবিতা লেখেন, লোকে সাধারণ কবিতা বোঝে। মীরার নামে কলঙ্ক রটিল,—বৈষ্ণবী ভ্রূক্ষেপ করেন না, হরিনাম বিতরণে সঙ্কোচ নাই, দিন-রাত্রি জ্ঞান নাই, স্থান-অস্থান বিবেচনা নাই,—সাধু-দস্যু প্রভেদ নাই, সকলের সঙ্গে হরি-গুণ-গান করিয়া বেড়ান। ধন্নুর মুখে এই সংবাদ বীরেন্দ্র সিংহ পাইলেন, ভাবিলেন, মীরাকে অপহরণ করিবেন, ছদ্মবেশে সৈন্য লইয়া নগরের আশে-পাশে রহিলেন। ধন্নু সংবাদ দিল, "মীরা বাহির হইয়াছেন।" সসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুটীরে ডুগ্‌ডুগি বাজিতেছে, তাল-রস-পানোন্মত্ত অঙ্কা-বঙ্কা দস্যুদ্বয়, সহচর-বেষ্টিত নাচিতেছে। রাণা-পুত্র উদা তথায় উপস্থিত। রাজপুত্রকে দেখিয়া দস্যুদ্বয় আরও নৃত্য করিতে লাগিল, ডুগ্‌ডুগি আরও ঝঙ্কার করিতে লাগিল, কর্কশ গীত-ধ্বনি, দিক পূর্ণ করিল, নীরব যামিনী ত্রাসিত। উদা বলিতে লাগিল, "রাখ—এখন গান রাখ, কথা—শোন, রাজদণ্ড হইতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে কে?" অঙ্কা, বঙ্কা বজ্রনাদে উত্তর করিল—"উদা, উদা! উদা আমাদের রক্ষা করিয়াছেন!"

উদা। রাজাকে মান' কি কাহাকে মান'?—দস্যুদ্বয় আবার বলিল, "মানিয়াছি বাপকে, মানিয়াছি মাকে, আর মানি উদাকে; আর কাহাকেও মানি না।" উদা পুনর্ব্বার বলিল, "উদা যা বলে, তাহা করিতে পারিবে কি?"

দস্যু। প্রাণ দিয়া করিব, প্রাণ দিয়া করিব।

উদা। রাজ-মন্ত্রী হইতে চাও কি?

দস্যু। না না, খাজনা লুটিতে চাই।

উদা। ভাল, রাজমন্ত্রী হইতে না চাও, অর্থ চাও কি?

দস্যু। চাই, তাড়ি খাইতে চাই, টুম্নাকে দিতে চাই, নাচিতে চাই, গাহিতে চাই, আর খাজনা লুটিতে চাই।

উদা। তোমাদের মনস্কামনা এখনই সিদ্ধ হইতে পারে, প্রতিবন্ধক কে জান? কুম্ভরাণা—

অঙ্কা, বঙ্কা কহিল, "সে যে তোমার বাপ।"

উদা। "হাঁ আমার নবীন যুবা বাপ! দিন দিন যৌবন ফিরিতেছে,—আজ সতীর সতীত্ব হরণ,—কাল কুমারী অপহরণ,—পরশু আবার নূতন কুমারী, নূতন সতীর অন্বেষণ! রাজ্যে শীঘ্র হুলস্থূল বাধিবে; মন্দাররাজ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খেপিয়াছে; শীঘ্রই তাহারা রাজ-কুমারী অপহরণ-প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুরী আক্রমণ করিবে। রাণার কামতৃপ্তিহেতু যে কতই শোণিত ব্যয় হইয়াছে, তাহা ঘরে ঘরে অনাথা ও শোকপূর্ণা বিধবা দেখিলে বুঝা যায়। চিত্রগুপ্তের পাঁজিপুঁথি ইন্দুরে কাটিয়াছে, রাণার মৃত্যু নাই।" দস্যুদল কম্পিত হৃদয়ে উত্তর করিল, "কি বল? রাণা যে তোমার বাপ!"

উদা। হ্যাঁ, আমার নবীন যুবা বাপ। এদিকে সংসার যেমন প্রেমের তরঙ্গ, বৈষ্ণব বৈরাগী কেহ বঞ্চিত হন না, এ'র তেম্‌নি নিত্য নূতন চাই। অঙ্কা, বঙ্কা—রোষকষায়িত লোচনে উত্তর করিল, "রাজকুমার, তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এই নিমিত্ত সহিলাম, মীরাবাঈয়ের নিন্দা করিও না, মীরা-বাঈ আমাদের মা! তোমরা রাজারাজড়া, মা-বাপের নিন্দা করিতে পার, আমরা ছোটলোক, মা-বাপকে মানি। যাও রাজকুমার, এখন চলিয়া যাও। এখনকার কথা নয়, এখন রক্ত গরম

হইয়াছে"। উদা থাকিতে সাহস করিল না, ক্ষুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। দূরে বামাকণ্ঠে হৃদয়ভেদী হরি-গুণগান উঠিল। অঙ্কা—বঙ্কা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

সঙ্গীত-ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মুগ্ধ হইয়া শাখী পাখী শুনিতেছে, সকলে শুনিতেছে, পাষাণ-হৃদয় দস্যুদল মুগ্ধ, সঙ্গীত কুটীরদ্বারে, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত সুন্দরী হরিগুণ-গান গাহিতেছে! সুন্দরীর রূপ ধরে না, মুখজ্যোতি দেব-ভাব প্রকাশ করিতেছে। দেবী-কণ্ঠে হরিধ্বনি অতি সুমধুর! অঙ্কা, বঙ্কা আসিয়া প্রণাম করিল। সুন্দরী বলিল, "বাবা, হরি বল"। অঙ্কা, বঙ্কা সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরি-ধ্বনি করিয়া অঙ্কা, বঙ্কা নৃত্য করিতেছে, মদোন্মত্ত দস্যুদল হরিধ্বনি করিতেছে। অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত রমণী,—দেবকার্য্য অতি অদ্ভুত! গভীর গর্জ্জনে হরিধ্বনি গগন ভেদিয়া উঠিতেছে, অকস্মাৎ "জয় মন্দার" শব্দে সিংহনাদ হইল, দেখিতে দেখিতে অস্ত্র-ধারী অশ্বারোহিগণ দস্যুদলকে বেষ্টন করিল। কিন্তু রমণীর ভ্রূক্ষেপ নাই। উন্মাদিনী, দস্যু-দল লইয়া—হরিগুণগান করিতে লাগিল, হরি-নাম-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে লাগিল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—অজচ্ছল নাম তরঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ বহিতে লাগিল। অস্ত্রধারীগণ নীরব, দস্যু-বেষ্টিতা পূর্ণযৌবনা কামিনী, আলু-লায়িতা বেণী, প্রেম উন্মাদিনী, প্রেমে হরিনাম করিতেছে, অশ্ব হইতে সর্দ্দার অবতীর্ণ হইল; ধন্দুর উত্তেজনায় রাজকুমার হরিভক্তি-প্রদায়নী মীরাকে অপহরণ করিয়া কুম্ভরাণাকে প্রতিশোধ দিবেন, এই আশায় আসিলেন, কিন্তু হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহার ভাবান্তর হইল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন! পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, "ফিরিয়া চল"। সৈন্যশ্রেণী ফিরিয়া চলিল। অকস্মাৎ সর্দ্দার কহিল, "পলাইবার পথ নাই, কুম্ভরাণা সসৈন্যে বেষ্টন করিয়াছে"।

ছদ্মবেশে রাণার নগরপরিভ্রমণ করা অভ্যাস [illegible]নমধ্যে সংবাদ লইতেন, অধ্যক্ষেরা কিরূপ রাজ্যশাসন করে, যখন মন্দারসৈন্য লুক্কায়িত ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করে, রাণা তাহা দেখিয়াছিলেন, সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আক্রমণে আসিলেন। দূর হইতে বজ্রনাদে শব্দ আসিল; "অস্ত্র ত্যাগ কর"। মন্দার-সর্দ্দার উত্তর করিল, "অস্ত্রধারীরা অস্ত্র লইয়া মরে, তোমাদের রাণাকে বল,—'দূর হইতে দেখুন, কিরূপে ক্ষত্রিয় প্রাণ ত্যাগ করে। সুশিক্ষিত সেনার পশ্চাৎ থাকিয়া মন্দার-রাজকুমার বীরত্ব প্রকাশ করে না'। রাণাশ্রেণী হইতে দ্রুতবেগে, একটী অশ্বারোহী আসিয়া সর্দ্দারের সম্মুখীন হইল। আগত অশ্বারোহী কহিল, "রাণা সৈন্যের পশ্চাতে থাকে না, রাণা তোমার সম্মুখে,—বিক্রম প্রকাশ কর"। বেগে মন্দার-রাজকুমার, অসি নিষ্কাসিত করিয়া রাণার প্রতি সঞ্চালন করিলেন। ঝনৎকার উঠিল! অগ্নি উঠিল! অশ্বদ্বয় পতিত হইল, বীরদ্বয় ভূমি-তলে!—কাহাকেও আর লক্ষ্য হয় না। চতুর্দ্দিকে চন্দ্রালোকে তরবারী ঝকিতেছে! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে! রব নাই!—নীরবে কেবল অস্ত্র-ঝনৎকার, উভয় সৈন্য দেখিতেছে! দেখিতে দেখিতে উল্কার ন্যায় একটি তরবারি উত্থিত হইল। মন্দার-রাজকুমার নিরস্ত্র, কুম্ভ-রাণা বলিলেন, "স্বদেশে ফিরিয়া যাও"। মন্দার-রাজকুমার ক্রোধে অবসন্ন; মৃত্যুকামনায় নিরস্ত্র আক্রমণ করিলেন, রাণা তাহাকে হস্ত সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মূর্চ্ছিত হইয়া, মন্দার-রাজকুমার ভূমে পতিত হইলেন। মন্দার-সৈন্যদিগকে রাণা আদেশ করিলেন, "যাও—তোমাদের রাজকুমারকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাও; পুনর্ব্বার যখন আসিবে, ভাল-রূপ প্রস্তুত হইয়া আসিও"।

শত্রু-সৈন্য বিমুখ করিয়া যে দিকে হরি-ধ্বনি হইতেছে, দ্রুতপদে রাণা সেইদিকে চলিলেন। যথায় হরিনাম-উন্মাদিনী মীরা, তথায় উপস্থিত হইলেন। মীরা সাষ্টাঙ্গে রাণার পদতলে প্রণাম করিলেন, রাণাকে দেখিয়া অঙ্কা, বঙ্কা সসম্ভ্রমে কহিলেন—"রাণা"। রাণা কহিলেন, "মীরা! তোমার আবার একি নূতন লীলা? একা কত লোককে প্রেম বিলাইবে?"

মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাণা! এ নূতন

কি? আমি ত হরিনাম করিয়া থাকি।" "ভাল ভাল, চল, বৈরাগীরা অনাথ হইয়া শয্যায় শুইয়া আছে, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, চল, তোমাকে লইয়া যাই!"

মীরা বলিলেন, "মহারাণা! বৈরাগীরা কাহারও প্রতীক্ষা করে না। কৃষ্ণে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, কৃষ্ণভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই জানেন না"। রাণা কহিলেন,—"মীরা, তোমার কলঙ্ক হইতেছে; তুমি বুঝ না। নিষ্কলঙ্ক কুলে তুমি কলঙ্ক অর্পণ করিতেছ, তোমার বোঝা উচিত, রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিও না। তোমার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কখনও জোর করিয়া কোন কথা কহিব না। হরিনাম করিবে, কর; বৈষ্ণবসেবা করিবে—কর, যত অর্থ চাও দিতেছি, সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিতেছি, স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও সহ্য করি, কিন্তু এ কলঙ্ক, এ দুর্নাম আমার সহ্য হয় না। একাকী রমণী পুরুষের সহিত রজনী যাপন কর, এ তোমার ভাল নয়।" মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাণা, কলঙ্কিনীকে দূর করিয়া দিন, বৈষ্ণব-সেবায় অভাগিনীকে বঞ্চিত করিবেন না।" রাণা কহিলেন, "তুমি রাজরাণী, তোমাকে রাজরাণীর মত রাখিব, রাণাবংশীয় রাণীকে কখনও চন্দ্রসূর্য দেখে না, তোমাকেও কেহ দেখিবে না।"

মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! বন্দী করুন, কৃষ্ণ আমার বন্ধন মোচন করিবেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণবসেবায় কেহ আমায় বঞ্চিত করিতে পারিবে না"। রাণা কহিলেন, "বুঝিব"। মীরা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। রাণার ইঙ্গিতে কয় জন প্রহরী তাঁহার সঙ্গে চলিল। বিষন্ন চিত্তে বীর-পদ-সঞ্চালনে মীরা-প্রেম-বঞ্চিত রাজপুত, ঝালোয়ার রাজকুমারী কিশোরী-মন্দির-অভিমুখে চলিলেন।

পর্ব্বতোপরি সুরম্য মন্দির, কিশোরী দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা, কিন্তু মিবারে কেহ কখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনে নাই। অপহৃতা হইয়া কয়দিন আহার করে নাই, কয়দিন পরে বিনা অনুরোধে আহার করিলেন। দিবসে নিদ্রা যান, রজনীযোগে সুসজ্জিতা হইয়া, গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া মন্দার-অভিমুখে চাহিয়া থাকেন। লক্ষ্য করিলে মন্দারে একটী আলো জ্বলিতেছে, দেখা যায়,—সেই আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মন্দার পর্ব্বতের আলোক একটী অপূর্ব্ব প্রেম-সংকেত। কিশোরী নির্জ্জন-গৃহে সমস্ত রাত্রি একটী আলো জ্বালিয়া বসিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, মন্দার পর্ব্বত হইতে কি এ আলো দেখা যায়? না জানি, নিরাশ রাজকুমার কি করিতেছেন, তিনি কেমন আছেন, এ শত্রু-পুরে আসিয়া কিশোরীকে কে সংবাদ দিবে? তিনি যে রাজকুমারকে ভোলেন নাই, দিবা-রাত্রি তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্তা থাকেন, তাহা কি রাজ-কুমার জানেন? একদিন দেখেন, দূরে একটী আলো, রাজকুমারী একবার ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার গৃহে আলো দেখিয়া কুমার আলো জ্বালিয়াছে। আলো কখন উজ্জ্বল, কখন ক্ষীণজ্যোতি, যেন কুমারের হৃদয়ের আশা নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে। আবার ভাবিলেন, কুহকী আশা, কেন প্রবঞ্চনা কর? কুমার এত-দিন ভুলিয়া গিয়াছেন, অপর কোন আলো দেখিতেছি। কিন্তু সে আলো নিত্যই দেখিতে পান, তাঁহার ঘরে জ্বলিলেই জ্বলে, ওকি কুমারের গৃহের আলো? কিশোরীর অনুমান সত্য; সত্যই বীরেন্দ্র সিংহ আলো জ্বালিয়াছেন, যখন মন্দার-রাজকুমার রুগ্ণ শয্যায়, উল্লিখিত চোহান কবি ধম্নু তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত, রাজকুমার তাঁহাকে সখা বলিতেন, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রজনী, বীরেন্দ্র সিংহকে ধম্নু দেখাইল, ঐ দেখ কুম্ভমীরে আলো জ্বলিতেছে, ঐ ঘরে তোমার কিশোরী বন্দী। কাহারও সহিত আলাপ করে না, একাকিনী সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকেন। শুনিবা মাত্র কুমার নিজগৃহে একটী বৃহৎ আলো জ্বালাইলেন; সকলেই সেই আলো দেখিত, কিন্তু কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝিত না, একদিন প্রকাশ পাইল।

কিশোরীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরে সুকণ্ঠী গায়িকা আসিয়া গীত শুনাইত; তিনি কর্ণপাতও করিতেন না। এক দিন এক জন গাহিল;—

গীত

মেঘ—ধামার

ক্ষীণ আলোক নেহারি, নিবিড় আঁধার বারি।
ঘোর পবন বহে আলোক হারি,
হেরি হেরি আশা ক্ষীণ আলোক হেরি—
আশানল জ্বলে জ্বলে ধিকি ধিকি তাপ তারি,
তবু হেরি দহে তাপ তারি॥
নিবিড় বিরহ—মেঘজাল,
হাহা-রব কঠোর কুলিশ করাল.
চমকি চমকি নিভে চপলা—
চিত চঞ্চলা ঘন-হৃদিবিহারী॥
দিন বহে, কত সহে, সন্ সন্ সমীরণ বহে,
নিরাশ ভাষ কহে, ক্ষীণ আলোক দহে,
সহি সহি, দহি দহি, তবু হেরি, পারি হারি॥

কিশোরী ব্যগ্র হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন, রাণা গান শুনিলেন, দেখিলেন.—দূর মন্দার পর্ব্বতে আলো জ্বলিতেছে, গানের অর্থ কিশোরী ও রাণা উভয়েই বুঝিলেন। রাণা গায়িকার নিকট শুনিলেন যে, এক ব্যক্তি গায়িকাকে ঐ গানটী শিখায় ও কিশোরীর মন্দিরে গাহিতে উপদেশ দিয়া বলে যে, রাণা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ও বিস্তর পারিতোষিক দিবেন। সেই ব্যক্তির অঙ্গুরী গায়িকার হস্তে রাণা দেখিলেন, বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাণা ও কিশোরী উভয়েই বুঝিলেন, উপদেষ্টা মন্দার-রাজকুমার। তদবধি কিশোরী সেই আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণেশ্বরের ধ্যানে রজনী যাপন করেন।

এদিকে মীরাবাঈ নিজ মন্দিরে উপনীতা, গৃহদ্বারে একজন বৈষ্ণব, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৈষ্ণব যুবা বয়সে ভেকধারী!—বিষাদপূর্ণ সুন্দর বদন। সুন্দর নেত্রে, মীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার একটী ভিক্ষা আছে।" করযোড়ে মীরাবাঈ উত্তর করিলেন, "আমার সাধ্যাতীত না হয়, যাহা চান—দিব। বৈষ্ণব-পদে প্রাণ রাখিতে কুণ্ঠিত নহি।" যুবা ভেকধারী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে প্রহরী। প্রহরীর সম্মুখে কথা ব্যক্ত করিব না।" মীরা প্রহরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি বৈষ্ণবসেবা করিব; যদি তোমরা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী না হও, দূরে অবস্থান কর।" মধুরভাষিণী মীরার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ সাহস করিল না।

বৈষ্ণব বলিলেন, "আমায় ভিক্ষা দিন।"

মীরা। আজ্ঞা করুন।

বৈষ্ণব। তোমার মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া ঝালবনে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করিতে পারিলে ঝালোয়ার-সর্দ্দার-দুহিতা কিশোরী যে পুরে বন্দী আছেন, তথায় যাইতে পারিব। আমি মন্দার-রাজকুমারের নিকটে প্রতিশ্রুত, তাঁহাকে একখানি পত্র দিব। যদি পত্র দিতে না পারি, আমি মিথ্যাবাদী হইব।

মীরা কহিলেন, "ভাল, যান।"

বৈষ্ণব। আমার অর্দ্ধভিক্ষা চাহিয়াছি,—আর অর্দ্ধভিক্ষা এই,—প্রত্যাগমনকালীন যাহাকে ইচ্ছা, সঙ্গে লইয়া আসিব, তাহাকে কেহ না রোধ করে।

মীরা। আমি রোধ করিব না। আমার আজ্ঞায় কেহ রোধ করিবে না। অপর কেহ রোধ করে, তন্নিমিত্ত আমাকে দোষী করিবেন না!

মীরা দ্বার খুলিয়া দিলেন, যুবা শ্বাপদ-সঙ্কুল ঝালবনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কুম্ভ রাণা কিশোরীর মন্দিরে উপস্থিত, কিশোরীকে কত অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। কিশোরী, উল্লিখিত আলোক-প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন, ফিরিয়াও চান না। অবশেষে রাণা বলিতে লাগিলেন, "বুঝিলাম, এ জীবনে আমার জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে না। বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে আমি কখনও স্থান পাইব না। তোমায় তোমার প্রণয়ীর নিকট যাইতে দিই নাই, বন্দী করিয়াছি, পিতৃগৃহ হইতে অপহরণ করিয়াছি; স্বীকার করিতেছি, তোমার পিতাকে অর্থে বশীভূত করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এ সকল দোষের প্রতিশোধ গ্রহণ কর; এই তরবারী লও। আমার বক্ষে আঘাত কর! শত্রুকে শাস্তি দাও, এই অঙ্গুরী লইয়া, মন্দার-অভিমুখে চলিয়া যাও কেহ প্রতিরোধ করিবে না।"

বলিতে বলিতে রাণার চক্ষু হইতে ধারা পতিত হইতে লাগিল। কিশোরী কোন উত্তর করিল না।

রাণা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমাকে আত্মঘাতী দেখিলে সুখী হও? আচ্ছা, আমার সঙ্গে আইস। চল, তোমাকে মন্দারে লইয়া যাইতেছি; তোমার নিকট সহস্র দোষে অপরাধী"।

কিশোরী কোন কথার উত্তর না দিয়া, গৃহ-দ্বার হইতে ফিরিলেন, শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, যেন রাণা কুম্ভকে যাইতে বলিলেন।

যথায় কিশোরী দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাণা তথায় দাঁড়াইলেন, দূরে আলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, হঠাৎ দেখেন, গুড়ি মারিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে কে উঠিতেছে! প্রথম অনুভব হইল, কোনও জন্তু! পরে মনুষ্য আকার অনুভব হইল। পরিচিত আকার বোধ হইল। মন্দার-রাজকুমার—নিশ্চিত জানিলেন। মন্দার-রাজকুমার গবাক্ষের সন্নিকটে। রাণা বজ্রনাদে বলিলেন, "রাজকুমার, ঝালবন ভেদ করিয়াছেন, কিন্তু ঝালানীর দর্শন পাইবেন না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিশোরী গবাক্ষে দণ্ডায়মানা; স্থির নেত্রে, দূর মন্দার পর্ব্বতের পানে চাহিয়া আছেন। শিখরে আলো নাই, পরিচিত আলো জ্বলিতেছে না। সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার; অন্তরে নিবিড় অন্ধকার, জীবন সঙ্গিনী আশা অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জগৎ অন্ধকারময়। সহসা মেঘমাঝে তড়িৎ গমনের ন্যায়, আঁধার হৃদয়ে চমকিল, "রাজকুমার নাই!" আবার আঁধার—হাহাকার! নাই নাই শব্দ অনিবার উঠিতে লাগিল। শৃঙ্গে, শৃঙ্গে নাই নাই শব্দ প্রতি-ধ্বনিত; গগনে, পবন-স্বরে ঝালবনে, নাই নাই শব্দ,—'নাই, নাই, রাজকুমার নাই!' দূরে পেচক ঘূৎকার কাঁদিল, 'নাই'। ঘোর অন্ধকার, অন্তরে বাহিরে অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে 'নাই' 'নাই' তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দৃশ্যমান 'নাই' 'নাই' তরঙ্গ বহিতেছে। আঁধার-হৃদয়ে প্রেত-দেহের ন্যায়, স্মৃতিপথে কত ছায়া-ছবি চলিতে লাগিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াদেহী বালিকা কিশোরী, ছায়াদেহী মাতার অঞ্চল ধরিয়া, ছায়াময়ী উপবনে ভ্রমণ করিতেছে। ছায়ার আকাশ, ছায়ার চাঁদ, ছায়ার তারা, ছায়ার গাছ, ছায়ার সরোবর, ছায়ার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়ার পাখী নীরবে গাহিতেছে। ধীরে ধীরে দৃশ্য চলিয়া গেল। ছায়ার উন্নত শির দেবীমন্দির, ছায়ালোক নীরবে কলরব করিতেছে। স্বর্ণছায়ার স্বর্ণ-কান্তি সম্মুখে আসিল। ছায়াময়ী কিশোরী পলকহীন নেত্রে দেখিতেছে। ধীরে ধীরে ছায়াময়ী চলিয়া গেল।

কলিকা যৌবনে, আবার ছায়াময়ী কিশোরী, আবার লিপিপাঠ করিতেছে। সত্য লিপি, স্বর্ণাক্ষরে লিপি জ্বলিতেছে, কিন্তু মলিন। ছায়া চলিয়া গেল, ছায়া বাহু বেষ্টন করিল। নীরবে ছায়া-অস্ত্র-ঝনৎকার কর্ণে পশিল। ছায়াকুঞ্জ, ভীষণ ছায়া-মূর্ত্তি সম্মুখে, হৃদয়ে বিষাদ অভিনয়ে পট পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নীরবে অভিনয় হইতেছে, হৃদয়ালোক মন্দার পর্ব্বতে দীপালোক জ্বলিতেছে না,—আমার জীবনালোক কেন নিভিল না?

কুক্ষণে রাজকুমার দেব-মন্দিরে আসিয়াছিল, কুহকিনী—কুক্ষণে রূপে, কুহকিনী হাবভাবে, সরল প্রাণ কুহকে আবদ্ধ করিলাম। কুক্ষণে প্রেম-লিপি লইলাম, কুক্ষণে প্রেমলিপি লিখিলাম, কুক্ষণে বিবাহে সম্মত হইলাম। কুক্ষণে রাজকুমার ঝালোয়ার প্রবেশ করিল। কুক্ষণে রাজকুমার অপমানে অবনত, শত্রুহস্তে জর্জ্জরীভূত,—মুমূর্ষু শয্যায় ছয়মাস রহিল। কুক্ষণে রাজ্যত্যাগী, সংসার ত্যাগী, সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিজন পর্ব্বতে কারাগারে বন্দীর ন্যায়, আলোক জ্বালিয়া বসিল। কৈ? সে আলোক নাই, নিভিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইল, দেহ শিথিল, ইন্দ্রিয় শিথিল, জীবনক্রিয়া স্তম্ভিত—শ্বাস স্তম্ভিত, মন স্তম্ভিত—টলে না, হেলে না, নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় মনস্থির হইয়া রহিল। ক্রমে যেন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল,—"আহা অভাগিনি!" কর্ণে পশিল, ধীরে ধীরে মনের গোচর হইল। কিশোরী শুনিল, "তুমি কি কোনও অভাগিনী? কথা কও, যদি দুঃখিনী হও, তোমার দুঃখে আমিও দুঃখিনী।"

"দুঃখিনী?" কিশোরী উত্তর করিল, "আমি

দুঃখিনী নই। আমি দুঃখিনী শুনিলে, আবার হাসি আসে। আমার দুঃখ কি? দুঃখ পাইয়াছে সে মন্দার-রাজকুমার! আমার নিমিত্ত সে উন্মত্ত। আমার কথায় স্বর্গ পাইত আমার পত্র পাঠে আত্মহারা হইত, আমায় পাইবার আশায় আসিয়াছিল, অপমানে শত্রু-হস্তে মুমূর্ষু হইয়া ফিরিয়া গেল। আমার আশায় জীবন-ভার বহিয়াছিল, ওই দেখ— দীপ নির্ব্বাণ, আমার আশা ছাড়িয়া যুবরাজ চলিয়া গিয়াছে। দেখ, দেখ!—আমি কথা কহিতেছি, শ্বাস পড়িতেছে, জীবিত রহিয়াছি, যাও—যাও, তুমিও ফিরিয়া যাও,—আমি দুঃখিনী নহি। এখানে কি করিতেছ? আহা, তোমার কথা অতি মধুর! না—না, আমি দুঃখিনী নই। তুমি কে? আমার নিমিত্ত কাতরা—তুমি কে? এ শত্রুপুরে আমার ব্যথার ব্যথী কে হইতে চাহে? না, যাও—আমি দুঃখিনী নই। তোমার দেবীমূর্ত্তি, তুমি দেবী! যাও, তাহার সংবাদ আনিয়া দাও। অবশ্যই সে দেব-মণ্ডলে নন্দন কাননে বিহার করি-তেছে। যাও দেবি, তাহার সংবাদ আমায় আনিয়া দাও। যাও দেবি, আসিয়া বলিও, সে নন্দন কাননে আছে, প্রেমিকা প্রণয়িনী পাইয়াছে, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর দীপ জ্বালিয়া একাকী পর্ব্বত-শৃঙ্গে বসিয়া থাকে না। তাহার নিরানন্দ হৃদয়ে চিরানন্দ বসিয়াছে। আসিয়া আমায় সংবাদ দিও, দেবীর কার্য্য করিও।" কিশোরী বামাকণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "আমি দেবী নই। আমি তোমার ন্যায় মানবী, আমার নাম মীরা, আমি তোমার সে প্রেমিক বৈরাগীকে ঝালবনে পাঠাইয়া দিয়াছি। বৈরাগী আসিবে বলিয়া গেল, আর ফিরিল না। ঝালবনে প্রবেশ করিলাম—শ্বাপদ-সঙ্কুল বন দেখিলাম—কণ্টক পরিপূর্ণ বন দেখিলাম—সূর্য্যরশ্মি ঢাকা দেখিলাম—বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় ভীষণ বেষ্টন দেখিলাম— বন-মাঝে তমোময়ী যামিনী দেখিলাম, বৈরাগীকে দেখিলাম না; সে তিলকধারী, কণ্ঠিধারী বন-মধ্যে নাই। কোথায় গেল— খুঁজিতেছি। বন খুঁজিয়াছি, পৃথিবী খুঁজিব, দিগন্ত খুঁজিব। বৈরাগীর দর্শন না পাইলে, এ জীবনে জীবন-ব্রত নিষ্ফল হইল। জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিলে বৈষ্ণব দর্শন হয়। বৈষ্ণব দেখিলাম, সেবা করিতে পারিলাম না। ঝালবনে পাঠাইলাম, ঝালবনে বৈষ্ণবকে দেখিলাম না।"

কিশোরী শুনিল, কথার অর্থ বুঝিল, উত্তর করিল না। আবার 'নাই', 'নাই' শব্দ শুনিতে লাগিল। মীরার মনে মনে উঠিতে লাগিল, না—না, আর অনুতাপ করিব না। এ অদ্ভুত প্রেমের যদি এই পরিণাম হয়,— তাহা হইলে প্রেমের আদর কেন? দীপালোক জ্বালিয়া, যে প্রেমের আশায়, দিবা-নিশি কাটাইয়াছে, সে আশা কি মিথ্যা? আশাময় আলোক চাহিয়া, যার দিন বহিয়াছে, আশা কত বলিয়াছে, তাহাও কি মিথ্যা? আমার আশা কি মিথ্যা? প্রেমিকের আশা মিথ্যা হইলে সকলই মিথ্যা। এ জগতে বিশ্বাসের আর কি আছে? প্রেম! না—না, বিশ্বাসহারা হইব না। বৈষ্ণবকে খুঁজিব, বৈষ্ণবের দেখা পাইব। অশ্রুজলে পাদপদ্ম ধৌত করিয়া মার্জ্জনা চাহিব। "ঝালোয়ার-কুমারী" মীরা বলিতে লাগিলেন,—"ঝালোয়ার-কুমারী! দীপ নির্ব্বাণ হউক, চন্দ্র, সূর্য্য, তারালোক নির্ব্বাণ হউক, বিশ্বাসহারা হইও না,—প্রেম হারাইবে। তোমার প্রেমিককে আমি খুঁজিয়া দিব।"

উন্মাদিনীর ন্যায় কিশোরী উত্তর করিলেন, "না—না, নাই। অনেক প্রবোধ-কথা একা বসিয়া হৃদয়ে শুনিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, অনেক বিশ্বাস করিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না, আর বিশ্বাস করিতে চাহি না,—কেবল এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে আসুক, সে আমায় ভুলিয়া গিয়াছে—সে আনন্দে আছে। না—না, সে নাই!" আবার "নাই" "নাই" শব্দে পর্ব্বত-শৃঙ্গ পরিপূর্ণ। শৃঙ্গে শৃঙ্গে, পবনে, ঝাল-বনে, গগনে, "নাই" "নাই" ধ্বনি। উন্মাদিনী "নাই, নাই" বলিয়া চলিয়া গেল।

মীরা স্তম্ভিতা, স্থির-নেত্রে গবাক্ষ-অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। পাশে দেখেন— অঙ্কা-বঙ্কা। অঙ্কা বলিতেছে,—"মাগী, তোর কি মর্‌বার ভয় নেই? তুই ক'দিন আমাদের তাড়িখানায় যাস্‌নি, মনটা কেমন ক'র্‌তে লাগ্‌ল। তাড়ি ভাল লাগ্‌ল না, আর যেখানে যাই, তাকে ভাল লাগ্‌ল না। তোকে দেখ্‌তে

বড় ইচ্ছা হ'ল। তোর ঘরের দোরে পাহারা, আমাদের আটক ক'র্‌বে। ফাঁকি দিয়ে এলেম, জানিস ত, সব ঘরেই পাহারা থাকে; মাল লুট ক'রে আনি। তোর দাসী ব'ল্লে, ঝালবনে গিয়েছিস। ভাবলুম,—ও মাগী! ঝালবনে কি ক'র্‌তে গেলি? বাঘকে হরিনাম বলাবি নাকি? তা তুই পারিস,—এই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তোর কাছে এলেম।"

মীরা। বাবা! তোমরা আমায় খোঁজ কেন? হরিকে খোঁজ। তোমাদের দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইবে, মন নির্ম্মল হইবে, গোলোকে হরি-লীলা দেখিতে পাইবে।

বঙ্কা। আর রাখ্‌ মাগী, তোর গোলোক; আমরা তাড়িখানা ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। কোন হরিকে চাই না। তোকে দেখ্‌তে চাই, তোর মুখে হরিনাম শুন্‌তে চাই, তুই হরি বল, শুনি। তোর মুখে হরিনাম যেমন মিষ্টি, আমাদের গান তেমন মিষ্টি নয়, বল্‌ বল্‌ হরি বল্‌।

নীরব পর্ব্বতে হরিধ্বনি উঠিল। গগন-ভেদী ধ্বনি,—দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিল। অঙ্কা-বঙ্কা বাহু তুলিয়া নাচিতেছে। মীরা নাচিতে-ছেন, করতালি দিতেছেন। আলুলায়িত কেশপাশ পবনে উড়িতেছে, পবনে অঞ্চল উড়িতেছে, অশ্রুধারা বহিতেছে। হরি-প্রেমে উন্মত্তা, মত্ত দস্যুদলের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে নাচিতেছেন! কাননে, গগনে, বিহঙ্গ-শ্রবণে হরিধ্বনি পশিতে লাগিল। হরিধ্বনিতে ধ্বনি মিশাইয়া, আনন্দে কোকিল কুহুরিল। আনন্দলহরী পবনে দুলিয়া চলিল। বীণা-স্বরে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে হরিধ্বনি হইতেছে।

ধীরে ধীরে প্রহরী আসিয়া, বেড়িতে লাগিল। সর্দ্দার মহা উদ্বিগ্ন, রাজ-আজ্ঞায় ঝালবন অতি সাবধানে রক্ষিত, কে পুরুষ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আর কেহ না প্রবেশ করে। এই তিন জন কিরূপে প্রবেশ করিল? উচ্চরবে সর্দ্দার আজ্ঞা দিল, "ধর—বন্দী কর।" প্রহরীর পা চলে না; হরিনামে স্তম্ভিত। বজ্রনাদে সর্দ্দারের আজ্ঞা আসিতে লাগিল। প্রহরীরা পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনৎকার বঙ্কা শুনিল। অস্ত্রধারী বেড়িতেছে দেখিল। বঙ্কা বলিল,—"ওরে অঙ্কা, আমাদের ধ'র্‌তে আস্‌ছে রে।"

অঙ্কা। আসুক না, হরিনাম কর্‌ না, দূরে আছে। আসুক আসুক, ফস্‌ ক'রে মাগীকে নিয়ে স'রে যাব। শৃঙ্গ হইতে একবার নিম্নে দৃষ্টি করিল। তুঙ্গ শৃঙ্গ, পাষাণময়ী মেদিনী তিন ক্রোশ নিম্নে, মধ্যে লতাবন হইয়াছে। প্রহরীরা নিকটে আসিল, ধরে ধরে, অঙ্কা-বঙ্কা মীরাকে ধরিয়া পর্ব্বতগায় পৃষ্ঠ দিয়া উপদেবতার ন্যায় নামিয়া গেল। তখনও হরিধ্বনি,—উঁকি মারিয়া প্রহরীরা দেখে, লতাবন সহিত নামিয়া গিয়াছে। সোজা পথে যাইলে তিন দিনে তথায় যাওয়া যায়। আর ধরিবার উপায় নাই। "ভূত! ভূত! পেত্নী! নামিয়া গেল, পর্ব্বত বাহিয়া নামিয়া গেল।" দূরে হরিধ্বনি তখনও উঠিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিঙ্গলা নামে বেশ্যা, বনমধ্যে আসিয়াছে। পিঙ্গলা অতি সুন্দরী, গৌর বর্ণা, দীর্ঘাক্ষি, গুরুনিতম্বী, পীন পয়োধরা, যামিনী জাগরণে বিলাস-চিহ্ন চক্ষের কোলে দেখা যায়। গণ্ড-স্থলে গোলাপী আভা কিঞ্চিৎ মলিন, স্বচ্ছ সুনির্ম্মিত ললাটে কিঞ্চিৎ কালিমা আভা, অধররাগ তাম্বুল সাহায্যে রহিয়াছে। পিঙ্গলা অনেক যুবার প্রাণ হরণ করিয়াছিল, তাহার কুহকে অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, আপাততঃ একটী ধনাঢ্য যুবক তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। যুবা অতি সুন্দর পুরুষ, পিঙ্গলা যখন যাহা চায়, তখন তাহা দেয়। পিঙ্গলার শত অপরাধ মার্জ্জনা করে। পিঙ্গলা দুর্ব্বাক্য বলে, দূর করিয়া দেয়,—অঙ্গের আভরণের ন্যায় এ সকল অপমান ধারণ করে। পরপুরুষের সহিত আলাপ করিলে সহ্য করে, পায়ে ধরিয়া কাঁদে, পিঙ্গলার নিমিত্ত যুবা উন্মত্ত; যুবার নাম সুরদাস।

মদনের আশ্চর্য্য কৌশল, পিঙ্গলা বঙ্কার নিমিত্ত উন্মত্ত, বঙ্কার নিমিত্ত যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, প্রায়ই নষ্ট করিয়াছে। তাড়িখানায় বঙ্কাকে ডাকিতে যায়, মার খায়, নিত্য কলহ কচ্‌কচি,—বঙ্কা নইলে বাঁচে না।

কয়দিন আর বঙ্কা আইসে না। তাড়িখানায় দেখিতে পায় না; কোথা গিয়াছে, সন্ধান পায় না। দুই তিন দিন পোষা পাখী পড়াইয়া, রাত্রিযাপন করিল। সুরদাস আসিলে দূর করিয়া দেয়, দোর দিয়া একাকী বসিয়া থাকে, দাস-দাসী আহার আনিয়া দেয়, কখনও স্পর্শ করে, কখনও না। তৃতীয় দিনে বুড়ী করবী মাসী আসিল। মাসী বলিল, "আ মর! একটা 'গুণগান' কর। উপত্যকায় মাণিকজোড় গাছ আছে। দুটি গাছ, পাতায় পাতায়, ডাঁটায় ডাঁটায়, মেশামেশি করিয়া জন্মিয়াছে। কাল শনিবার, অমাবস্যা, রাত্রি দুই প্রহরে যদি স্নান করিয়া, সোঁৎ চুলে সোঁৎ কাপড়ে, দুটি গোড়া শুদ্ধ তুলিয়া আনিতে পারিস,—জোড়া বাঁশের ছাল,—নিশিন্দের আগ-ডালের পাতা, কালো গরুর ধেড়ালে গোবরে যদি একটী পুতুল আঁকিয়া, টিপ্ দিতে পারিস, বেটা কোথায় থাক্‌বে? যেখানে থাকুক, প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া আসিবে।"

শুভ্রকেশা করবী মাসী, দু'টা কথা বলিতে হয়, দু'টা প্রবোধ দিতে হয়, একটু চোখের জল ফেলিতে হয়, যাহা যাহা করিতে হয়, করিয়া চলিয়া গেল। কেবল বলিল, "যদি বলিস, আমার হাতে মানুষ আছে। এখন নয়, একটু স্থির হ, একথা আর একদিন আসিয়া কহিব।"

অমাবস্যার গভীরা যামিনী। পিঙ্গলা স্নান করিল। আকুল কেশরাশি নিতম্ব ছাইল। আর্দ্র বসনে বনে প্রবেশ করিল। তথায় দেখে, শত শত লক্ষণা বৃক্ষ-পাতা জ্বলিতেছে। বিশল্যকরণীর পত্রে আভা নির্গত হইতেছে, —শ্যালকাঁটা, বড় বিছুটি গাছে ঝোঁপ করিয়া রাখিয়াছে। কোনও পাতা হইতে সুগন্ধ আসিতেছে, কোনও পাতার তীব্র ঘ্রাণ, অনেক পত্রেই অন্ধকারে জ্যোতি দেখা যাইতেছে। ঔষধের বন! কিন্তু মাণিকজোড় গাছ ত দেখিতে পায় না। আলো জ্বালিয়া অন্বেষণ করিতেছে। লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, ডাঁটায় ডাঁটায় মিলিত কই ত দু'টি গাছ নাই। দূরে শ্বাপদের সিংহনাদ, পিঙ্গলা ভয় পাইল না। দেউটি হস্তে অন্বেষণ করিতেছে। পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, গায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, বিচুটি পাতায় আর্দ্র অঙ্গ ফুলিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই।

হঠাৎ দেখিতে পাইল, তিলকধারী কণ্ঠিধারী পরম সুন্দর এক যুবা শায়িত। বার-বিলাসিনী দেখিতে লাগিল, সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল,—বার বার দেখিতে লাগিল, মাণিকজোড় ভুলিয়া গেল, বঙ্কা ভুলিয়া গেল, যুবার রূপ-কুহকে মগ্ন হইল। এখানে পড়িয়া কে? শ্বাস বহিতেছে! গৃহে লইয়া যাইব। যে উপায়ে বাঁচে, তাহা করিব। যুবা পীনবাহু, বিশালবক্ষ, বরদেহ,—ভারবিশিষ্ট। পিঙ্গলা কোমলাঙ্গী, তথাপি বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া, অলৌকিক বলে—যুবাকে বক্ষে তুলিল,—গৃহাভিমুখে চলিল। মাঝে মাঝে আর্দ্র বসনের জল, যুবার মুখে দিতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন যুবার মস্তক স্কন্ধে রাখিয়া, যেন কুহক-বলে চলিতে লাগিল। বক্ষে বক্ষঃস্থল অনুভব করিয়া দেখিতেছে,—এখনও ধক্ ধক্ করিতেছে, পৃষ্ঠে শ্বাস পড়িতেছে। গুরুভার বহণ করিয়া পিঙ্গলা চলিল, দৃঢ় সঙ্কল্প,—যুবাকে বাঁচাইবে। গৃহে পৌঁছিল। উত্তম শয্যায় শোয়াইল। সুরদাসকে ডাকিল, অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমি তোমার। এ যুবার প্রাণ বাঁচাও। অনেক মিথ্যা, অনেক চাতুরী করিয়াছি, আমার চাতুরীর শেষ হইয়াছে, এ যুবার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও, দাসী করিয়া পায়ে পায়ে ঘোরাও, আমি তোমার, এ যুবার প্রাণ দান দাও, ভাবিও না,—আমি এ যুবার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, তোমারই থাকিব। যুবা প্রাণ পাইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই আমার স্বর্গ!" বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কণ্ঠরোধ হইল। আবার বলিতে লাগিল, "তুমি প্রেমিক, চাতুরী করিতেছি কি সত্য বলিতেছি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমি যুবার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি। জীবনে মরণে যুবার সহিত আমার প্রাণ ফিরিবে। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিতেছি, দেহ তোমার। একবার সুস্থ শরীরে যুবাকে দেখিব, তাহার পর জন্মের মতন বিদায় দিব, আর দেখিব না। সযতনে সুবেশ করিয়া তোমার কাছে দিবারাত্র থাকিব, মদনোদ্দীপক হাব, ভাব, বিলাস, বাক্যালাপে তোমায়

পরিতৃপ্ত করিব। তুমি যুবকের প্রাণদাতা, তোমায় ভালবাসিব।”

সুচিকিৎসক দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। ধনবলে, জনবলে, উৎসাহ-বলে যাহা হইবার হইতে লাগিল। যুবা সংজ্ঞাহীন। পিঙ্গলা শিয়রে বসিয়া কাঁদে।

দিন বাহিতে লাগিল, একদিন পিঙ্গলা দেখিল, যুবা নেত্র মেলিয়াছে। স্থিরনেত্র, স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণ নেত্র, দেখিতে লাগিল; যেন কিছু খুঁজিতেছে, নেত্রের ভাবে অনুভব হইল, যেন কি খুঁজিতেছে, যেন কি সম্মুখে ছিল, সরিয়া গিয়াছে। বিভোর নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এখনও ভেকধারী আরোগ্যলাভ করে নাই। দিন দিন বৈদ্যেরা ভরসা দিতেছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি, যেন কি খুঁজিতেছে। চক্ষের ভাবে, উন্মত্ততার আশঙ্কা। পিঙ্গলা আর স্বয়ং সেবা করে না, চারিজন সুদক্ষা দাসী সেবায় নিযুক্তা। পরস্পর ঈর্ষ্যা করিয়া সেবা করে,—কে অধিক পিঙ্গলার প্রিয় পাত্রী হইবে। পিঙ্গলা প্রায়ই রুগ্ণ-গৃহে যায় না;—কখনও কখনও দ্বারের আড়াল হইতে দেখে। চাহিলেই সেই দৃষ্টি! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সুরদাসের যথেষ্ট আদর। সুবেশা হইয়া, নিত্য তাহার নিকট যায়, আমোদ, পরিহাস, নৃত্য, গীত, যাহাতে সুরদাসের তৃপ্তি হয়, যত্নসহকারে চেষ্টা করে। যদি পরিহাসচ্ছলে সুরদাস কখনও বঙ্কার নাম উল্লেখ করে, বলিবামাত্র বুঝিতে পারে, বঙ্কার প্রতি আর অনুরাগ নাই। কিন্তু সুরদাস অসুখী! বঙ্কার ঈর্ষ্যায়, তাহার যে জ্বালা ছিল, সে জ্বালা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মানবচিত্ত, বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত। সুরদাস এখন বঙ্কার অন্বেষণ করে। বঙ্কা যাহাতে পিঙ্গলার নিকট আসে, ইহা তাহার চেষ্টা। হাস্য, পরিহাস, প্রেমবিলাস, তাহার দিন দিন তিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে ধারণা জন্মিল, এ একটা সুসজ্জিত শবদেহমাত্র আমার নিকট আসে, অন্তর রুগ্ণ-শয্যায় পড়িয়া আছে। যদি পুনর্ব্বার বঙ্কার অনুরাগিনী হয়, একদিন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ বিচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এ অন্তরের গাঢ় প্রবাহ, পর্ব্বতাবরোধেও বহিবে। সুরদাস দিন দিন মলিন। অর্থ, মান, সম্ভ্রম, প্রাণবিসর্জ্জনেও পিঙ্গলা তাহার হইবার নয়। কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে,—“তোমার রুগী কেমন আছে?”

পিঙ্গলা উত্তর করে, “তুমি আমার রুগী বল কেন? অনাথ অবস্থায় তুমি আশ্রয় দিয়াছ, যদি রক্ষা পায়, তুমিই জীবনদাতা। ও কথা কেন,—এই গান শোনো। এই গানটী তুমি বড় ভালবাস।” সুরদাস গান শুনিতে চায় না। মুগ্ধকারিণী পিঙ্গলার মোহিনী চেষ্টা, বার বার বিফল হইতে লাগিল। পিঙ্গলা অন্তরে অন্তরে বুঝিল, সুরদাস মর্ম্ম-পীড়িত। বুঝিয়াছিল, সুরদাস তাহাকে ভালবাসে,—কিন্তু প্রতিদানের শক্তি তাহার নাই। এ চিন্তায়,—পিঙ্গলার চক্ষে বিরলে জল পড়ে। কিন্তু চুম্বকসূচিকা যেরূপ উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া থাকে,—আমোদে, বিষাদে, অন্তর-তাপে, পিঙ্গলার মন—সেই রুগ্ণ-গৃহের লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টির প্রতি রহিয়াছে! উপায় নাই। মনে মনে বিস্তর চেষ্টা করে, সুরদাসের অকৃত্রিম প্রেমের প্রতিদান দিবে, বিফল চেষ্টা!

ক্রমে সুরদাস আর নিত্য আনাগোনা করে না। যে সময়ে পিঙ্গলার নিকট আসিত, সে সময়ে হয়তো কোনও নদীর তীরে, কোনও নিভৃত কুঞ্জে, কোনও জনশূন্য প্রান্তরে একা বসিয়া থাকে।

হৃদয়াগ্নি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। একবার পিঙ্গলাকে ঘৃণা করে, একবার কোথাও চলিয়া যাইব—ভাবে, একবার—তিরস্কার করিব মনে করে,—কিছুতেই তৃপ্তি নাই।

সুযোগ পাইয়া পাপ প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উপদেশ দিতে লাগিল। আর সয় না,—নরহত্যা করিব। সুমতি অনেক নিবারণ করিল, কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি প্রবল হইল। ভাবিল, চিকিৎসকের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। না—পিঙ্গলা জানিবে। দাসী,—না পিঙ্গলা জানিবে। বঙ্কা,—হিং বশতঃ বঙ্কা এই কার্য্য

করিতে পারে। কণ্টকের দ্বারায় কণ্টক উদ্ধার করি। পিঙ্গলা জানিলে বঙ্কাকে ঘৃণা করিবে। এক কার্য্যে দুইটি শত্রু নিপাত। কিন্তু বঙ্কার কোনও সংবাদ নাই। হেথা, সেথা, তাড়িখানা, বেশ্যালয়ে সংবাদ লয়; বঙ্কার কোনও উদ্দেশ্য নাই।

একদিন বঙ্কার কোনও প্রিয় তাড়িখানায় উপস্থিত। তথায় কুৎসিত বেশ, কুৎসিত অবয়ব,—এক ব্যক্তি বসিয়া পান করিতেছে। তাহার নিকট বঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিল। কুৎসিত ব্যক্তি উত্তর করিল,—"কেন? বঙ্কাকে কেন? আমরা কি কোন কাজ পারি না?" আরক্ত-অহি-চক্ষু টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। "কি কাজ, বল না!"

কতদূর এ ব্যক্তিকে প্রত্যয় করিবে, সুরদাস ভাবিতেছে,—কুৎসিত ব্যক্তি বলিল, "আমার নাম সুজন কসাই। আমি সহরের বাহিরে থাকি। সুজন কসাইকে সবাই জানে। আমি মানুষ গরু বাছি না।"

সুরদাস কিছু বলিল না, ধীরপদে চলিতে লাগিল। সুজন কসাইও কিছু দূরে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মনে মনে ভাবিতেছে, অঙ্কা, বঙ্কা, সুজন কসাইকে যে খোঁজে, তার ভারি কাজ আছে। আমায় বিশ্বাস করিল না, তাই কাজের কথা বলিল না! ভাল—দেখি, মানুষটা কোথায় যায় দেখি! ধীরে ধীরে পিঙ্গলার গৃহাভিমুখে সুরদাস চলিল। সুজনও পশ্চাৎ ছাড়িতেছে না! সুরদাস পিঙ্গলার গৃহে পৌঁছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া সুরদাস দেখিল যে, পিঙ্গলার গৃহে অঙ্কা, বঙ্কা, আর একটী অপরূপ লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা রমণী! অমানুষী সৌন্দর্য্য—মুখের পানে মুখ তুলিয়া চায়, এরূপ লম্পট বিরল। করুণাপূর্ণ নেত্রে সুন্দরী রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। সুন্দরী বলিতে লাগিল, "হে বৈষ্ণব! তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় কেন? চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি সেই অভাগিনী। তুমি যার আশায় দুর্গম ঝালবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে আমি কথা কহিয়া আসিয়াছি। তাহার সংবাদ শোন।"

রোগী চক্ষু খুলিল। কথা যেন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। মীরাবাঈকে চিনিল। রোগী বলিল, "দেবি, অভাগিনীর কি কোন সংবাদ জান?"

মীরা উত্তর করিল, "জানি! তিনি তোমার জন্যই কাল যাপন করিতেছেন।" রোগী উঠিয়া বসিল, গমনোদ্যত,—আবার ঝালবনে যাইবে। আবার তাহার প্রণয়িনীর তত্ত্ব লইবে। কিন্তু মীরা নিবারণ করিলেন। এ সকল পিঙ্গলা দেখিতেছে। চক্ষে জল নাই, বদনে রাগ নাই, শ্বাস রুদ্ধ। যেন প্রস্তর-প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। পিঙ্গলা মনে করিল, আমার কার্য্য ফুরাইল। যুবা জীবিত, আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তবে কি চাই? হৃদয়ে কোটি কোটি তরঙ্গ উঠিতে লাগিল! সাগর-তরঙ্গ নির্ণয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু মনস্তরঙ্গ মনই শুনিতে পায় না। 'কি চাই,' 'কি চাই,' অন্তরে এই কোলাহল। তরঙ্গ উঠিতেছে, তরঙ্গ নামিতেছে, মহা কোলাহলে তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সে তরঙ্গ-কোলাহল, কেবল পিঙ্গলা শুনিল, আর কেহ শুনিতে পাইল না।

পাঠক বুঝিয়াছেন, রোগী মন্দার-রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহ। রাণা-হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি আর রাজ্যে ফেরেন নাই। কিশোরীকে দেখিতে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু কি উপায়ে দেখিতে পাইবেন? ধন্নুর কথায় জানিতেন যে, মীরাবাঈয়ের মন্দিরের পশ্চাতে পথ আছে, তাহাতে ঝালবনে প্রবেশ করা যায়। সেই ঝালবন দিয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিলে কিশোরীর দর্শন পাইলে পাইতে পারেন।

মীরা বৈষ্ণবী, বৈষ্ণব-সেবায় রত থাকিতেন। বৈষ্ণবকে অদেয় তাঁহার কিছুই ছিল না, বৈষ্ণবের ভাণ করিয়া মন্দার-রাজকুমার ঝাল-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে রাণার তিরস্কারে তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়া ছিলাম,—পথ জানিতেন না, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। পর রাত্রে পিঙ্গলা গৃহে আনিয়াছিল।

গমনোদ্যত বীরেন্দ্র সিংহকে মীরা নিবারণ করায় বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "দেবি! কেন নিবারণ করিতেছেন? আমার প্রাণ ব্যাকুল।

আমি কিশোরীকে দেখিব। কোথায় দেখা পাইব? যদি কোন উপায় থাকে, করুন। রুগ্ণশয্যায় শুইয়া আমি চারিদিকে কিশোরীকে দেখিতাম, চক্ষু চাহিয়া দেখিতাম, কিশোরী নাই। কে আনাগোনা করে! কত কি দেখিলাম, কিন্তু কিশোরীকে দেখিলাম না। কি করিব, কেমন করিয়া তাহার দেখা পাইব?"

মীরা কি প্রবোধ দিবেন, ভাবিয়া পান না। কিশোরীর সংবাদ-অগ্নিতে হবির ন্যায় প্রেমানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। নিরাশ-ধূম উঠিতে লাগিল। সেই ধূমে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়া বীরেন্দ্র সিংহ আবার অচেতন হইলেন। মীরা ব্যাকুল হইলেন। অঙ্কা, বঙ্কা—প্রস্তরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পিঙ্গলা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কই! যুবা তো বাঁচিল না।" পশ্চাৎ হইতে সুরদাস বলিল, "আমার কি?" পিঙ্গলা চাহিল, বাঘিনীর ন্যায় সুরদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। সুরদাসের চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "সুরদাস, তোমায় বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছি। কিন্তু দেখ! আমারও যন্ত্রণা কম নয়। যদি তোমার হৃদয়ে সহানুভূতি থাকে, যদি তুমি আমায় ভালবাস, যদি তোমার ক্রোধ হইয়া থাকে, আপনার অন্তর দিয়া বোঝ, আমিও বিস্তর সহ্য করিতেছি। সুরদাস, উপায় নাই। আমি কি করিব! আমি অবলা, মন ফিরাইবার শক্তি আমি কোথায় পাইব? সুরদাস, আমায় মার্জ্জনা কর! যদি না মার্জ্জনা করিতে পার, যে শাস্তি হয়—দাও। কিন্তু তোমার চরণে আমার মিনতি, আমার উপায় নাই!" সুরদাস পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, বঙ্কা মীরাকে বলিল, "এ বাঁচিবে। সুজন নামে এক জন কসাই আছে, সে নানানুরকম ঔষধ জানে,—সে ঔষধ দিলেই বাঁচিবে।" উন্মাদিনী পিঙ্গলা শুনিবামাত্র বঙ্কার পদতলে পড়িল, "বঙ্কা! আমার সর্ব্বস্ব লও, যদি উপায় থাকে, কর।"

বঙ্কা বলিল, "তোর সর্ব্বস্ব চাই না! আমি এক মজার জিনিষ পেয়েছি। এই মাগী আমার দিয়েছে। তুই নিস্ তো নে! দিলে ফুরোয় না। বল্ 'হরিবোল!' পাপিনী পিঙ্গলা বলিল,—"হরিবোল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাণা কুম্ভ শুনিলেন, কিশোরী আজ পাঁচ-দিন অন্নজল স্পর্শ করে নাই; মীরাবাঈয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও জানিয়াছেন। রক্ষীরা মীরা, অঙ্কা ও বঙ্কাকে ধৃত করিবার মানসে বন খুঁজিতেছে। এমন সময় রাজ-আদেশ পাইল। "বন খুঁজিবার আবশ্যক নাই, তাহারা যথায় যায়, যাক্।"

কুম্ভরাণার মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়াছে, "আমি রাজপুত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, আমি একটী রমণীর প্রাণবধের কারণ হইলাম। দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, রমণী—ইহাদিগকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম! সে ধর্ম্ম আর কোথায়? পর-প্রণয়িনী রমণী বন্দী করিয়াছি। পবিত্র প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। এই কি রাজধর্ম্ম? রাণাবংশে কি এই কার্য্য?" বলিতে বলিতে চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। দুর্গম রণ-সন্ধি মধ্যে শত্রু-প্রহরণ যাঁহাকে কখনও কাতর করে নাই, সেই রাণা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিশোরীর রূপ-লাবণ্য শিরায় শিরায় বসিয়াছে, কিশোরী তাঁহার নয়, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়াছে। রাণা ধীর-পদে কিশোরীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। পা ওঠে না, আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, বার বার আন্দোলন করিতেছেন, কি বলিয়া কিশোরীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন? প্রেম-কথা ফুরাইয়াছে,—স্তুতি, মিনতি, প্রার্থনা সকলই শেষ হইয়াছে। আর কি কথা বাকি? ভাবিতে লাগিলেন,—"পরাজিত শত্রুর নিকট, আমি পরাজিত! রাজমুকুট, শৌর্য্য, বীর্য্য, যশ, প্রতিভা,—কিশোরীর প্রেমে সমস্ত বিনিময় করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সকলই কিশোরী পায়ে ঠেলিয়াছে। আমার জীবনে সুখ কি? বহুকাল সিংহাসনে বসিয়াছি; রণভূমি, বিলাসভবন, মৃগয়া কানন, অর্থা-কাঙ্ক্ষী রমণীকটাক্ষ বিস্তর দেখিয়াছি; বন্দী, চাটুকার, পরাজিত রাজগণের প্রশংসাবাদ বিস্তর শুনিয়াছি; সুকণ্ঠ সঙ্গীত, বীণার

ঝঙ্কার, তালে তালে সুন্দর নূপুর-ধ্বনি পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু যারে চাই, সে তো আমার নাই। আমি কি কিশোরীকে ভালবাসি? কই? ভালবাসার যন্ত্রণা বুঝিয়া তবে কেন তাহাকে যন্ত্রণা দিতেছি? সয়—স'ক,—আমার প্রাণেই স'ক।"

কিশোরীর গৃহে কুম্ভরাণা প্রবেশ করিলেন। কম্পিত স্বরে কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিশোরি, শোন। আর প্রেম-কথা কহিতে আসি নাই; কোনও মর্ম্মবেদনার প্রার্থনাও জানাইতে আসি নাই; আমি এতদিনে বুঝিয়াছি, আমি বড় অপরাধী; অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। তোমার দেবী মূর্ত্তি! তোমার হৃদয়ে যদি মার্জ্জনা না থাকে, মার্জ্জনা আর কোথায় থাকিবে? আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়-নিয়ম, তুমি ক্ষত্রিয়-কুমারী, অবগত আছ, বীর্য্য প্রকাশে রত্নাদি গ্রহণ করে। তুমি নারীরত্ন, আমি সেই নিয়মের অনুসারে তোমাকে অপহরণ করিয়াছিলাম; মনে মনে স্পর্দ্ধা রাখিতাম, আমি রাণা, আমার প্রতি অনুরাগিণী হইবে না, এমন রমণী কে আছে? কিন্তু দেখিলাম,—না, দেবতাই দেবীর উপযুক্ত—আমি তোমার উপযুক্ত নই। উপযুক্ত হইলে তোমায় পাইতাম। আমি অন্য অপরাধে অপরাধী নই। কিশোরি, এই অঙ্গুরী লও, এই অঙ্গুরী দর্শনে কেহ তোমায় প্রতিরোধ করিবে না। তুমি স্বাধীনা! তোমার প্রণয়ীর নিকট যাও! চিন্তা দূর কর,—যদিচ মন্দার পর্ব্বতে আলো জ্বলিতেছে না, তোমার প্রণয়ীর জীবনালোক নির্ব্বাণ হয় নাই। যথায় তোমার প্রণয়ী আছে, পর্ব্বত-নিম্নে রাজদূত অবস্থান করিতেছে। তোমায় তথায় লইয়া যাইবে। কখনও কখনও অভাগা রাণাকে মনে করিও। আর যদি কখনও কুম্ভ-রাণার মৃত্যু সংবাদ পাও, স্থির জানিও, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। কিশোরি, যাও! আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।" রাণার কণ্ঠ রোধ হইল। কিশোরী শয্যায় বসিয়া শুনিতেছিল। স্বপ্ন-কথার ন্যায় কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাণা আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কিশোরি! কেন অবিশ্বাস করিতেছ? এই অঙ্গুরী রাখিলাম। রাণা মিথ্যাবাদী নহে, কিশোরি, তুমি স্বাধীনা।"

রাণার মস্তক ঘুরিয়া গেল। "হা কিশোরি!" বলিয়া পতিত হইলেন। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কিশোরী শয্যা ত্যাগ করিলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া দাস-দাসীকে ডাকিলেন, দাস-দাসীর সহিত রাণার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাণা চৈতন্য লাভ করিলেন। দেখিলেন—কিশোরী সেবায় নিযুক্তা! বলিলেন—"কিশোরি, এখনও রহিয়াছ কেন?" কিশোরী উত্তর করিলেন, "মহারাণা, আমার মার্জ্জনা করুন।" রাণা বলিলেন, "মার্জ্জনা করিয়াছি, আমার প্রার্থনা—এই দূত তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমায় লইয়া বীরেন্দ্র সিংহের নিকট যাইবে। এ প্রার্থনা আমার পূরণ কর। যাও, যদি প্রার্থনা না রাখ, তো রাজ-আজ্ঞা পালন কর।"

কিশোরী বলিলেন, "মহারাণা, যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে আর একবার অভাগিনীকে রাজ-সম্মুখে আসিতে দিবেন।"

কিশোরীর হৃদয়ে অনুতাপ আসিয়া বসিল। রমণীর চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চল মন,—চঞ্চলতা রমণীর জীবন বলিলেও হয়,—কিন্তু একবার অনুতাপ আসিযা বসিলে, চিতানল ব্যতীত সে অনুতাপেব তাপ দূর হয় না।

রাজদূত কিশোরীকে লইয়া পিঙ্গলার আবাসস্থানে উপস্থিত। দেখিলেন—বীরেন্দ্র সিংহ শয্যায়! কিশোরী ডাকিলেন—"বীরেন্দ্র!" বীরেন্দ্র চক্ষু মেলিল। কিশোরীকে দেখিল, চিনিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কিশোরি! কিশোরি! হৃদয়নিধি! হৃদয়ে আইস!" যে কিশোরী মন্দার-পর্ব্বতের আলোক নিরীক্ষণ করিয়া, দিন-রাত্রি অতি-বাহিত করিয়াছে, এখন আর প্রণয়ীর প্রেম-সম্ভাষণে বিচলিত হইল না। স্থির স্বরে বলিল, "কাহাকে হৃদয়নিধি বলিতেছ? যে শত্রুর অসি তোমায় বার বার পরাজয় করিয়াছে, যে শত্রু পরাজিত-শত্রু হাতে পাইয়া বন্দী করে নাই, ক্ষত্রিয়-নিয়ম পালনে সেই শত্রু আমায় পিতৃগৃহ হইতে আনিয়াছে। যদি

আমি তোমার হই, তাহা হইলে আমি স্বৈরিণী। বীরেন্দ্র, মনে মনে আমি স্বৈরিণী সত্য, কিন্তু দেবারাধনায় আমার প্রায়শ্চিত্ত করিব। পারি যদি, আমার উদার পতির মঙ্গল-কামনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব। তোমার সহিত এই আমার শেষ দেখা! বীর আচরণে মনের ব্যথা সংবরণ কর।" কিশোরী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। একবার বীরেন্দ্র উঠিয়া যাইতেছিল,—স্থির হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—"আমি কি ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয়ের প্রতি-শোধ,—ব্যথা সংবরণ কি? প্রতিশোধ!—"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিদায় লইয়া, পিঙ্গলার বাটী হইতে কিশোরী বাহির হইলেন। বাহিরে রাজদূত শিবিকা লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু কিশোরী শিবিকারোহণ না করিয়া অন্যমনে লক্ষ্যহীন চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া রাজদূতেরা সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না। শিবিকা সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দূতদিগের প্রতি রাজ-আদেশ ছিল যে, ঝালোয়ার, মন্দার বা অপর যে কোন স্থানে কিশোরী যাইবে, তথায় লইয়া যাইবে। আজ্ঞা-অপেক্ষায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কিশোরী জীবনশূন্য, প্রাণশূন্য, সংসারশূন্য, লক্ষ্যশূন্য—চলিতে লাগিলেন। দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাই, কখন দ্রুতপদে, কখন ধীর পদে, কখন স্থির ভাবে দণ্ডায়মানা, দূরে রাজদূত রাজ-আজ্ঞায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। কিশোরী ক্রমে নগর হইতে পল্লীতে, পল্লী হইতে প্রান্তরে, ক্রমে বনাভি-মুখে চলিলেন। নিজের মনোভাব নিজেই অবগত নন। জাগ্রত নিদ্রায় চলিতেছেন। সহসা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। আপনার অবস্থার ছবি স্মৃতিতে উদয় হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। কি করিতেছেন কোথায় যাইবেন, পরিণাম কি? এই সকল চিন্তা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না, একবার ভাবিলেন—রাণা কুম্ভের নিকট যান,—অভিমান মানা করিল। পিত্রালয়—লোকনিন্দা, তথায় প্রতিরোধ। আবার বীরেন্দ্র সিংহের মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত দেখিলেন। পথশ্রান্তে পদ আর চলে না। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া পথক্লান্তা রাজ-রাণী ভূমিতলে উপ-বেশন করিলেন। দেখিলেন, তথায় একটী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। নির্ম্মল জল ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিতেছে। মনে হইল, ঐ নির্ম্মল সলিলের ন্যায় তাঁহার অন্তরও নির্ম্মল ছিল। ভাবিতে লাগিলেন, ধারা বহিতেছে – প্রশস্ত হইবে, – কর্দ্দমিত— তরঙ্গিত হইবে,—সাগরে লয় পাইবে; চিন্তা-তরঙ্গ অপ্রতিহত প্রভাবে বহিতে লাগিল। এতক্ষণ রাজদূতেরা কথা কহিতে সাহস করে নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন—সন্ধ্যা সমাগতা। দূতের অধ্যক্ষ ভরসা করিয়া নিকটে যাইল। জানু পাতিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাণি, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?" কিশোরী স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" দূত কহিল, "মহারাণার আজ্ঞায় আপনার রক্ষক। কোথায় যাইবেন আদেশ করুন, শিবিকা প্রস্তুত রহিয়াছে। কিম্বা যদি আজ্ঞা' হয়, এইখানেই শিবির প্রস্তুত করি। রজনী আগতাপ্রায়।" কিশোরী শুনিতে শুনিতে অন্যমনা হইলেন। দূতও নিস্তব্ধ হইল।

পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে। তরু-শির, দূর উচ্চ গৃহচূড়া রজত-মুকুটে শোভিত হইল। এমন সময় দূর হইতে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ উপস্থিত। কেশপাশে চূড়া বাঁধিয়াছে। চূড়া ফুলের মালায় বেষ্টিত। অঙ্গে নানা বর্ণে চিত্রিত সীবিত বসন। হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রে নিম্ন-ভাগ আচ্ছাদিত। তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা, হঠাৎ দেখিলে যেন বল্কল-নির্ম্মিত পাদুকা বলিয়া বোধ হয়। নাচিতে নাচিতে—গাহিতে গাহিতে যুবা পুরুষ উপস্থিত হইল। রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, তুই হেথায় কেন? তোর ব্যাটার বাড়ীতে আয়।" কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" যুবা বলিল— "তোর বেটা, চিনিস্ না? আয়!" বলিবামাত্র কিশোরী উঠিলেন ও আগন্তুকের পশ্চাৎ

চলিলেন। রাজদূতেরা পশ্চাৎ যাইতেছিল, আগন্তুক নিবারণ করিল, বলিল, "মীনা কোথায় থাকে, কোথায় যায়, এ কেউ দেখে না। যদি কেহ দেখিতে যায়, তাহা হইলে মীনার তীরে প্রাণ খোয়ায়। তোরা ফিরে যা, রাজাকে বল্‌বি যে, একজন তার মীনা বিটা আসিয়া তার রাণী মাকে সাথে নিয়ে গেছে। রাজা কিছু ব'ল্‌বে না।" এই কথায় রাজদূতেরা ফিরিল। ধনুর্দ্ধারী মীনা আগে আগে চলিল, কিশোরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, বনের ভিতর রাজ-পথের ন্যায় সুন্দর পথ, লতায় লতায় আচ্ছাদিত, সুবাসিত তৈলের বাতি জ্বলিতেছে। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছি?" মীনা উত্তর করিল, "কেন? তোর বাড়ী।" কিশোরী বলিলেন—"আমার বাড়ী কোথায়?" মীনা কহিল,—"আর দুইটী ব্যাঁক ফিরিলেই দেখিবি।"

কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। কিছু পরে অনুভব হইল, পথ ভূগর্ভে চলিতেছে। সুন্দর আলোকিত অট্টালিকা। সুন্দর আবাস স্থান। কিছু পরে দূরে যেন একটী দেওয়াল ফাটিয়া গেল। দুইদিকে দুয়ার হইয়া খুলিয়া গেল। কিশোরী দেখিলেন, অসীম রত্ন-ভাণ্ডার। হীরার পাহাড়, মুক্তার পাহাড়, পান্না, চুণী স্তূপাকাব—স্তূপাকার রহিয়াছে। সবিস্ময়ে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় আসিয়াছি?" মীনা উত্তব করিল, "তোরই বাড়ীতে,—এ সব তোব। তুই একটু ঠাণ্ডা হ'না। তারপর যেখানে ব'ল্‌বি, সেখানে লইয়া যাইব। আমরা তোর মীনা ছেলে, কিছুই ভয় করি না।" কিশোরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না। অগত্যা সেইখানে রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সুজন পিঙ্গলার বাটীর নিকট অপেক্ষা করিতেছিল;—দেখিল, ধীর পদে সুরদাস বাহির হইল। অন্যমনে চলিতেছে, সুজনকে লক্ষ্য করে নাই। সুজন সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বল না, বল না, বঙ্কাকে খুঁজিতেছিলে কেন? অঙ্কা বঙ্কা যা পারে, সুজন কসাইও তা পারে। কিন্তু সুজন কসাই এমন কাজ জানে যে, অঙ্কা বঙ্কা তা জানে না। সুজন কসাই সব পারে, ভাল পারে—মন্দ পারে। কারুর কথা কারুর কাছে বলে না। তুমি অঙ্কা বঙ্কাকে জান, সুজন কসাইকে জান না?"

সুরদাস শুনিল, কসাইয়ের কথার মর্ম্মও বুঝিল, কিন্তু পিঙ্গলার গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "বেশ্যাসক্ত—বেশ্যাদাস হইয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি; ধনব্যয়, আত্মসমর্পণ, মান বিসর্জ্জনে মনের আগুন কিনিয়াছি; আবার নরহত্যা কেন করি? পিঙ্গলা পদতলে পড়িয়া করুণ স্বরে বলিয়াছে, "আমি নারী, আমার মন ফিরাইতে শক্তি নাই।" এতে তার দোষ কি? কই, আমিও ত এত কষ্টে মন ফিরাইতে পারিতেছি না। মন ফিরাইলেই ত সকল যন্ত্রণা ঘোচে! রোগীর প্রাণ বধ করিলে কি পিঙ্গলা আমার হইবে?" ধীরে ধীরে মীরার ছবি মানস-নেত্রে উপস্থিত হইল। সুরদাসের মনে নানা ভাব উঠিতে লাগিল। "মীরার কথায় বুঝিযাছি, রোগী পিঙ্গলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নয়, তবে কেন তার প্রাণবধ করিব?" ভাবিতে লাগল, "সে সুন্দরী কে? অঙ্কা বঙ্কা তাহার সঙ্গী কেন? বোগীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই বা মর্ম্ম কি?" মীরার মূর্ত্তি সম্মুখে, একবারও অন্তর্হিত হইতেছে না। প্রশান্ত মূর্ত্তি, দেবী-মূর্ত্তি হৃদয়ে বসিয়াছে, হৃৎপদ্ম প্রসন্ন হইতে লাগিল। দুর্দ্দম দুশ্চিন্তা-তরঙ্গমালা ক্রমে স্থির হইতে লাগিল। ভাবিল, সুন্দরী আসিয়াছে কেন?" রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন দেখিয়াছে। হঠাৎ সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি না সব কাজ পার? মানুষ, গরু মারিতে পার—বুঝিয়াছি। কাহারও অসাধ্য রোগ আরাম করিতে পার?" কসাই চমকিত হইল, উত্তর করিতে পারিল না। সুজন বুঝিয়াছিল, সুরদাস কাহার প্রাণবধ-মানসে অঙ্কা-বঙ্কার অনুসরণ করিতে যায়। দুষ্প্রবৃত্তির চিহ্ন সম্পূর্ণ তাহার মুখে দেখিয়াছে। সুজনের কখনো ভুল হয় না। ভুল

হওয়ায় সুজন বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারি কি না—তোমায় পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু একটী কথা তোমায় আমার জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বঙ্কাকে খুঁজিয়াছিলে কেন?" সুরদাস জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার অত প্রয়োজন কি? তুমি ত টাকা চাও, আরোগ্য করিয়া টাকা লও।" কসাই বলিল,—"টাকা চাই সত্য, টাকার জন্যই তোমার পাছু পাছু আসিয়াছি, কিন্তু যে বিদ্যাবলে আমি টাকা রোজগার করি, তাহা যদি আজ বিফল হয়, পরে টাকা রোজগার করিব কি রূপে? আমি অব্যর্থ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানব-হৃদয় ভেদ করিতে পারি। তোমার দুরভিসন্ধি তোমার চক্ষের ভাবে পড়িয়াছিলাম, খুনের ছাপ তোমার মুখে দেখিয়াছিলাম। যখন পিঙ্গলার বাড়ী প্রবেশ কর, তখনও দেখিয়াছি, যখন বাড়ী হইতে বাহিরে আইস, তখনও তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি; কিন্তু অকস্মাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু এরূপ হয়, আমি জানিতাম না। তুমি যদি তোমার অবস্থা স্বরূপ বল, আমি তোমার কাছে নূতন শিক্ষা পাইব।" সুজন বলিল, "তুমি যে কার্য্য আদেশ করিবে, তাহা বিনা অর্থে সাধন করিব। তুমি বল, তোমার নূতন ভাবের কারণ কি?"

সুরদাস প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার কোন ভুল হয় নাই, তুমি যথার্থই নরঘাতীর চিহ্ন আমার মুখে দেখিয়াছিলে। যথার্থই এক জনের প্রাণবধের নিমিত্ত বঙ্কার অনুসন্ধানে যাই। এখন তাহারই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তোমায় অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু কেন? এ পরি-বর্ত্তনের কারণ কি? তাহা আমি আপনি বুঝিতেছি না, তোমায় বলিব কি? যদি বুঝিতে পার,—বোঝ, আমি তোমায় সরল কথা বলিলাম। ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র, পিতৃ-বিয়োগে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নারী—জীবনের সার বস্তু বুঝিয়াছিলাম। ঐ সময় পিঙ্গলা আমার চক্ষে পড়ে। পিঙ্গলাকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সে বঙ্কার অনুরাগিনী। অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অনুরাগ ঘুরাইতে পারিলাম না। অকস্মাৎ এক দিন দেখি, পিঙ্গলা কোথা হইতে একটী রোগী কুড়াইয়া আনিয়াছে। রুগ্ণশয্যায় বসিয়া কাঁদে, শুশ্রূষা করে। বঙ্কার নামও আর মুখে আনে না। আমায় স্পষ্ট বলে, মিনতি করে যে, সে রোগীর পদে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আশ্চর্য্য কথা, সে বলে—তাহাকে চায় না, কেবল সে প্রাণে বাঁচুক, এই মাত্র তাহার কামনা। আমায় যথেষ্ট আদর করে, যেরূপে আমার মনস্তুষ্টি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহা দিন দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আজ আমার সঙ্কল্প ছিল, বঙ্কার ঈর্ষ্যা উত্তেজনা করিয়া বঙ্কার দ্বারায়,রোগীর প্রাণবধ করিব। বঙ্কাকে না পাইয়া পিঙ্গলার ঘরে আসিয়া দেখি,—বঙ্কা তাহার সঙ্গী অঙ্কা, আর একটী দেবীমূর্ত্তি রমণী,—এই মাত্র ঘটনা। কিন্তু এখন আর রোগীর প্রাণবধ করিতে চাই না। রোগী যাহাতে আরাম হয়, তাহাই আমার চেষ্টা। যদি তুমি আরাম করিতে পার, প্রচুর অর্থ দিব।

কসাই বলিল, "আচ্ছা যাও, কাল বলিব। তোমার ত এইখানেই দেখা পাইব?" সুরদাস বলিল,—"বলিতে পারি না, আর হেথা আসিব কিনা—জানি না; আমার নাম সুরদাস, বড় চকের ধারে বাড়ী। তথায় জিজ্ঞাসা করিলেই, আমার বাড়ী সকলে বলিয়া দিবে।" সুরদাস চলিয়া গেল। সুজন একবার ভাবিল,—এই নূতন সুন্দরী যাহাকে দেখিয়াছে, তাহার রূপে আসক্ত হইয়াছে।—আবার ভাবিল,—না, চলিয়া গেল কেন? পূর্ব্বপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বাঁচাইতে চায় কেন? না—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সুজন সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পিঙ্গলার বাড়ী হইতে, অঙ্কা-বঙ্কার সহিত মীরা বাহিরে আসিলেন। সুজন দেখিল—স্থির নেত্রে মীরার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বঙ্কা বলিয়া উঠিল, "এই যে সুজন!" সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে ওরে, তুই ত অনেক ঔষধ জানিস, একটা রোগী আরাম করিতে পার্‌বি?" সুজন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে। বঙ্কা বলিল, "ওরে ওরে, কথা ক'স্‌নে কেন?" চমকিয়া সুজন জিজ্ঞাসা করিল, "বঙ্কা, এ মাগী কে রে?" বঙ্কা উত্তর

করিল, "হরিবোলা মাগী জানিস্ নি?" সুজন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" মীরা উত্তর করিলেন, "আমি তোমার মা!" সুজন বলিল, "সত্যি?"

মীরা। হাঁ।

সুজন। বঙ্কা কাকে আরাম করিতে বলে, আরাম করিব কি?

মীরা। যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আরাম কব।

সুজন। তোর কি ইচ্ছা বল?

মীরা। আমি তাঁর দাসী, আমাব স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই।

সুজন। আচ্ছা। বঙ্কা আয়, বোগী কোথা দেখাইবি চল।

বঙ্কার সহিত সুজন পিঙ্গলার গৃহে গেল। এদিকে সসম্ভ্রমে রাজদূত আসিয়া মীরাকে বলিল, "মহারাণা একবাব আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ, কৃপা করিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

মীরা বলিলেন, "অঙ্কা, তুমি এখন যাও, আমি রাজদরশনে চলিলাম।" অঙ্কা যাইতে চায় না। তাহার মহা ভয় উপস্থিত,—রাণা মীরার প্রাণবধ করিবেন। মীরা আবার বলিলেন, "যাও, কৃষ্ণ আমার সঙ্গে আছেন।" অঙ্কা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। রাজ-শিবিকা পশ্চাৎ আসিতে লাগিল, পদব্রজে মীরা চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

চিকিৎসা-বিদ্যায় সুজন সুদক্ষ। সে পিঙ্গলার নিকট রোগীর যে বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে স্থির করিয়াছে, এমন বিকার,—ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে না। সকলকে রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে পাঠাইয়া, রোগীকে বলিতে লাগিল, "যে কার্য্যের নিমিত্ত বৈরাগীর ভেক ধরিয়াছিলে, শ্বাপদপূর্ণ ঝাল-বনে প্রবেশ করিয়াছিলে, মুমূর্ষু অবস্থায় বনে পতিত, বেশ্যার দ্বারা রক্ষিত, রুগ্‌ণশয্যায় মুমূর্ষু,—চিররোগী হইয়া পড়িয়া থাকিলে কি সে কার্য্য উদ্ধার হইবে? উৎসাহ ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সবল হইবার চেষ্টা কর। একটু একটু আহার কর, একটু একটু করিয়া বেড়াও, তোমার আর রোগ নাই—কেবল কাহিল আছ।"

উৎসাহ-বাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ উৎসাহিত হইল। উৎসাহে উঠিতে যায়, সুজন ধরিল, বলিল,—"অত নয়, ক্রমে; ক্ষীণদেহে অত সহিবে না, ক্রমে।"

ক্রমে সুজনের চিকিৎসায় বীরেন্দ্র সিংহ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। পর্ব্বতচ্যুত হইয়া বনমধ্যে মুমূর্ষু-অবস্থায় পড়িয়াছিল, পিঙ্গলা গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে, বীরেন্দ্র এখন অবগত। পিঙ্গলার যত্নে প্রাণদান পাইয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছে। পিঙ্গলাকে বলিল, "তুমি আমার জীবনদাত্রী, আমি রাজ-পুত্র, তুমি কি চাও?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "কিছু না, যদি আরোগ্য হইয়া থাক, স্বদেশে ফিরিয়া যাও।" বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু চাও না? শুনিয়াছি, তুমি বেশ্যা, অর্থের নিমিত্ত দেহ বিক্রয় কর, যত অর্থ চাও—দিব।" পিঙ্গলা বলিল, "কিছুই চাই না।"

সুরদাস বীরেন্দ্রের আরোগ্যের কথা সুজনের নিকট শুনিয়াছে। অর্থ দিতে চায়, সুজন গ্রহণ করে না। সুজনকে একটী অনু-রোধ করিয়াছিল যে, সুজনকে বীরেন্দ্রের চিকিৎসায় সে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা পিঙ্গলা না জানে। অপিচ সুজন মীরার কথায় বীরেন্দ্রের চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, তথাপি সে পিঙ্গলাকে বলে যে, সুরদাসের অর্থ-প্রত্যাশায় সে চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়া-ছিল। পিঙ্গলা ভাবে—"একি! আমি সুর-দাসের পায়ে ধরিয়াছিলাম, পা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সে অবধি আর আমার বাড়ীমুখো হয় নাই। বলিয়াছে,—'রোগী মরে ত আমার কি!' কিন্তু তাহারই অর্থে বীরেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল। প্রেমিকা বেশ্যা প্রেমের যন্ত্রণা বুঝিয়াছে। হরিনামে মন নির্ম্মল হইয়াছে।" ভাবিল—"সুরদাস—মহাশয়! সুরদাসের সহিত যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি তুষানলের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। দিন দিন যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নিদ্রিত অবস্থায়ও অনুতাপ-তাপের উপশম নাই। অহর্নিশি জাগিতে লাগিল, আহা! তাহাকে এক দিনের নিমিত্ত সুখী

করি নাই।" কথার সঙ্গী নাই, ব্যথার ব্যথী নাই, যন্ত্রণাময় জীবন বহিতে লাগিল।

এখনও বীরেন্দ্র সিংহ পিঙ্গলার বাটীতে আছে। দিবসে বাহির হয় না, কিন্তু সমস্ত রাত্রি কি কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। পিঙ্গলা ভাবে, কিশোরীর অনুসরণ করে। দিন দিন বীরেন্দ্র সিংহকে পিঙ্গলার তিক্ত বোধ হইতে লাগিল, তাহাকে যত দেখে, ততই তার অনুতাপ বৃদ্ধি হয়। একদিন স্পষ্টই বলিল, "যদি এ সহরে আপনার কার্য্য থাকে, অপর স্থানে অবস্থান করুন, আমার বাটীতে আর আপনাকে স্থান দিতে পারিব না।" বীরেন্দ্র ভাবিয়াছিল যে, পিঙ্গলার বাড়ীতে থাকিলে, প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই নিমিত্তই তথায় থাকিতে চায়। বিস্তর অর্থ দিতে চাহিল, মিনতি করিল, কিন্তু পিঙ্গলা কোনরূপেই স্থান দিল না। বীরেন্দ্র পিঙ্গলার বাড়ী ত্যাগ করিল। রোষের উদ্রেক হইল। বিস্তর উপকারী—রোষ সম্বরণ করিল; কিন্তু বেশ্যার ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। পিঙ্গলা বাড়ীর দোরে বসিয়া আছে, দেখে—বঙ্কা সেই পথে যাইতেছে। বঙ্কাও পিঙ্গলাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পিঙ্গলাও বঙ্কাকে ডাকিল। পিঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল,—"বঙ্কা, তুই আমায় হরিনাম করিতে বলিয়াছিলি, কই হরিনামে ত কিছুই হয় না, মনের যন্ত্রণা যায় না। তবে তুই কি বলিয়াছিলি?" বঙ্কা বলিল, "হ্যাঁরে, তোর এত যন্ত্রণা! হরিনামে যন্ত্রণা যায় না?"

পিঙ্গলা। না।

বঙ্কা। তাইতো! কেমন হ'লো! আমি সে মাগীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে তোকে ব'ল্‌ব।

পিঙ্গলা। তিনি কোথায় থাকেন? তোর সঙ্গে তাঁর কবে দেখা হবে?

বঙ্কা। আমি সেইখানেই যাচ্চি।

পিঙ্গলা। আমার যাবার যো আছে?

বঙ্কা। যে খুসী পারে।

পিঙ্গলা। তবে দাঁড়া।

পিঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গিয়া একটী পোষাপাখী হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। বঙ্কা জিজ্ঞাসা করিল, "কই, দরজায় চাবি দিলি নি?" পিঙ্গলা বলিল,—"না, আমি আর ঘরে ফিরিব না।" বঙ্কা বলিল, "সে কি?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "এই।"

পিঙ্গলা বলিতে লাগিল,—"এ কার বাড়ী জানিস ত? সুরদাসের! জিনিষপত্র, খাট, বিছানা, গহনা, আসবাব, অর্থ, ধনকড়ি সকলই সুরদাসের—সবই ত তুই জানিস। আমি আর সুরদাসের বাড়ীতে থাকিব না। ঘরের ভিতর আমার যম-যন্ত্রণা বোধ হয়। তাহার দেওয়া শয্যায় শুইতে শয্যা-কণ্টকী হয়। তাহার জিনিষপত্র কালসর্প জ্ঞান হয়। আমি আর হেথায় থাকিব না, আমি বাহিরে আসিয়াছি। আমার প্রাণে যেন শান্তি আসিতেছে।"

বঙ্কা কিছুই বলিল না, নীরবে আগে আগে চলিল। পিঙ্গলা পাখী পড়াইতে পড়াইতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে গিয়া পিঙ্গলা বঙ্কাকে বলিল, "বঙ্কা, আমায় একটী ভিক্ষা দিবি?" বঙ্কা বলিল,—"কি?"

পিঙ্গলা। তোর ঐ গায়ের চাদরখানা।

পিঙ্গলা নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই চাদরখানা পরিল। বঙ্কা সবিস্ময়ে দেখিতেছে।—পিঙ্গলা বলিল,—"চল্"।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি বীরেন্দ্র সিংহ কিশোরীর অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে। রাণা কোথায় আছে, কিরূপে আছে, তাহার সন্ধান নেয়, কিরূপে রাণার প্রাণবধ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। রাণার প্রাণবধ করিয়া, মৃত্যুসংবাদ কিশোরীকে দিবেন, এই তাঁহার কামনা। জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে তারপর যা হয়। কিশোরীকে গ্রহণ করিবেন না, এ দৃঢ় ধারণা। যার জন্য এত সহ্য করিয়াছেন, যার জন্য মুমূর্ষু হইয়াছিলেন, সেই-তাঁহাকে মুমূর্ষু-অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। রাণার পাটরাণী হইবে—বাসনা। হা ধিক! রমণী-চরিত্রে ধিক! যে রমণীকে ভালবাসে, তাকে ধিক! তাহার জীবনে শতধিক! কিন্তু প্রতিহিংসা! যুদ্ধে জয় আশা নাই, বার বার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তবে কি রূপে রাণার প্রাণবধ করিব? স্বহস্তে বধ করিতে হইবে। সেই প্রাণঘাতী ছুরি কিশোরীকে দেখাইতে হইবে।

ছদ্মবেশে রাণার রক্ষকপদে নিযুক্ত হইতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথমতঃ দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—এ অতি অসহ্য। কি করি,—এ ব্যতীত ত আর উপায় নাই। পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত ত কেহ রাণার রক্ষকপদ পায় না, বিশ্বস্ত ও পরিচিত কিরূপে হইব?

তিনি শ্রুত ছিলেন, রাজ্যের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত গুপ্ত ভাবে রাণা সহর পর্য্যটন করেন। সে এক সুযোগ বটে। কিন্তু কই? নানাস্থানে ভ্রমণ করেন,—রাণার ত দেখা পান না। ঘুরিয়া বেড়ান।—একদিন রজনীযোগে হঠাৎ ধন্নুর সহিত সাক্ষাৎ। ধন্নু এতদিন বীরেন্দ্র-সিংহের কোন তত্ত্ব পায় নাই। কুলাঙ্গার রাণাপুত্র উদা'র সহিত জুটিয়াছে। উদার কামনা—পিতাকে বধ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করে। ধন্নুর নিকট অবগত হইলেন, যে, উদা এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। পাঠান জাতীয় বিলোলী লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তৎকালে দিল্লীর অধিকার অতি সংকীর্ণ। রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত জোয়ানপুরের সহিত দিল্লীর বিবাদ উদা জানিত। পিতার বিরোধে কার্য্য করিলে স্বজাতি-বিরোধী হইবে। দিল্লীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সে বিরোধে তাহার ক্ষতি হইবে না। এই নিমিত্ত মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করিতে পাঠান-শিবিরে গিয়াছেন। পিতার প্রাণবধ করা তাঁহার সংকল্প। সংবাদ শুনিয়া বীরেন্দ্র সিংহের আপাদমস্তক ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন—দুনিয়া অতি আশ্চর্য্য স্থান, হেথা আত্মসুখই প্রবল। আত্মসুখের জন্য পিতৃহন্তা হইবে। নরাধম! নরাধম—তিনিই বা কি করিতেছেন? তিনিই বা রাণার প্রতিবাদী কেন? কিশোরীর প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসার কারণ কি? অন্য কিছুই না,—তাঁহার আত্মসুখে ব্যাঘাত পড়িয়াছে। ধন্নু বলিতে লাগিল, "আমাদিগের উত্তম সুযোগ উপস্থিত, যখন ঘরভেদী শত্রু, পিতাপুত্রে বিবাদ,—তখন রাণার অপকার করা অতি সহজ। উদা প্রত্যাগমন করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" কিন্তু এ সকল উৎসাহ-বাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ধন্নু জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলিতেছ না কেন?" বীরেন্দ্র সিংহ উত্তর করিলেন, "কি বলিব? যখন কার্য্যে সফল হইব, তখন বুঝিব। বার বার আশা করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। আশা—নিরাশায় পরিণত হইয়াছে।" ধন্নু নানা প্রকার উত্তেজনা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র শুনিলেন মাত্র।

ধন্নু চলিয়া গেলে তিনি ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিশোরীর আশায় জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা ফুরাইয়াছে। তারপর জিঘাংসা উদয় হয়, আপাততঃ অন্তরে ভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, সংসারে আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। জীবন লক্ষ্যশূন্য, আশা ক্ষোভ-বর্জ্জিত, কি করিবেন, কোথায় যাইবেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার মানস-নেত্রে মীরার রূপ উদয় হইল। একবার ভাবিলেন, মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু মনে মনে লজ্জা হইল। মীরার নিকট বৈষ্ণবের ভাণ করিয়াছিলেন, সামান্যা রমণী-দর্শন মানসে সাধুর ভাণ! ভাল, বৈষ্ণব কি? মীরার হরিসংকীর্ত্তনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন,—তিনি অলৌকিক শক্তিশালিনী। কিন্তু একি,—যে সে ব্যক্তি ত তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে! তিনি কি যথার্থ প্রতারিত হন বা তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি বৈষ্ণবের ভেক পর্য্যন্তও উপাসনা করিয়া থাকে? বৈষ্ণব কি, যাহার ভেকের এত মান? এই কথা তাঁহার মনে অনবরত তোলা-পাড়া হইতে লাগিল। অন্যমনে দ্রুত পদ-সঞ্চালনে চলিলেন। দিবাবসানে একটী কুটীরের নিকট উপস্থিত। তথায় দেখেন, তাঁহার চিকিৎসক আর দুই ব্যক্তি—ইহারা অঙ্কা বঙ্কা। পীড়িত-অবস্থায় উভয়কে দেখিয়াছেন, কিন্তু স্মরণ হইল না। তাঁহার বৈদ্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কোথায় যাইতেছ?" বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "জানি না।" সুজন বলিল, "এইখানে ব'স, উপবাসী আছ, কিছু আহার কর, তারপর ইচ্ছা হয়—সমস্ত রাত্রি ঘুরিও। একটী কথার উত্তর দিবে কি? তোমার কি আর প্রতিহিংসার

ইচ্ছা নাই?” বীরেন্দ্র বলিল, “না।” সুজন উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, “ভোজবাজি—ভোজবাজি!” বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “ভোজবাজি কি?” সুজন, অঙ্কা বঙ্কাকে দেখাইয়া পরিচয় দিল;—“ইহারা দু'জন ডাকাত, আর আমি কসাই—মানুষ-গরু মারা আমার ব্যবসা। কিন্তু এরা বলে, আর ডাকাতি করিব না, আমিও বলি—আর মানুষ গরু মারিব না। তোমারও দেখিতে পাই—সঙ্কল্প ফিরিয়াছে, ভোজবাজি নয় তো কি বলিব?”

রাজকুমার বীরেন্দ্রের—ঐ কুৎসিৎ প্রকৃতি দস্যুদ্বয় ও কসাইকে পূর্ব্ব-বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। যে চ্যাটায় বসিতে দিয়াছে, তাহা সিংহাসন অপেক্ষা সুখকর। মোটা রুটী, লবণহীন বিছুটিপাতার ঘণ্ট—উপাদেয় জ্ঞান হইতে লাগিল। ভোজনান্তে আকাশতলে বসিয়া চারিজন পরস্পর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কা বলিতে লাগিল,—“আমার গৃহস্থের ঘরে জন্ম—মধ্যম সন্তান। ছোট ভাইকে মা আদর করিতেন। দাদাকে বাবা যত্ন করিতেন; কিন্তু আমি পিতা-মাতার কাহারও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম না। বাল্যকালে মনে মনে রিষ হইত; কিন্তু একটী ভগ্নী ছিল—আমার ছোট। বাপ মা উভয়েই জানিতেন, সে আমাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু আমি তার প্রাণের স্বরূপ ছিলাম। আমারও দুর্ম্মতির অভাব ছিল না। সৃষ্টির লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতাম, বেত খাইতাম, অনাহারে ঘরে বন্ধ থাকিতাম। অনাহারে রাখিয়া পিতা মাতা ও অন্য দুই ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু অনেক রাত্রে বোনটী চুপি চুপি আসিয়া জান্‌লা ঠেলিত,—দেখিতাম, তাহার আহারের সামগ্রী হইতে চুরি করিয়া কিঞ্চিৎ সরাইয়া রাখিয়াছে,—সেই খাবার আমায় জানালা গলাইয়া দিত। দেখিতাম—তাহার চক্ষে জল পড়িতেছে। মধুরভাষিণী বলিত, “তুই কেন অপকর্ম্ম করিস্‌? আহা কত মার খাইয়াছিস! একদিন কি মারা পড়িবি?” বলিতে বলিতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত। কিন্তু আমার যত তর্জ্জন গর্জ্জন—তাহারই উপর ছিল। “তোর কি, আমি খাব না,—খুন করিব”। এইরূপ কথাই সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতাম। এইরূপে কতক দিন যায়। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। সেই ভগ্নীটির বিবাহের কথা উত্থাপন হইল। কুলীন—যোগ্য ঘর মিলে না, যদি মেলে ত পণের খাঁই বেশী। তার উপর আমার বাবা বড় তেজী। জামাতার জানুস্পর্শ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে—এই চিন্তা তাঁহার মর্ম্মান্তিক হইত। দিন দিন ভগ্নীটি অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল—জাতিভ্রষ্ট হইবার উপক্রম। পল্লীর লোকে বিদ্রূপ করে—পিতার দুঃখের সীমা নাই। পিতার দুঃখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম দুঃখিত। একদিন বাপ-বেটার কথা হইতেছে। শুনিলাম—পিতা কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছেন—কন্যাটী মরুক! জ্যেষ্ঠ ভাই বাবাকে শলা দিতেছেন—“মেরে ফেলিলেই ত আপদ চুকে।” বাবা বলেন, “সেও কি হয়?” ভাই বলেন, “কেন? তোমার কোন কথায় থাকিবার কাজ নাই।” কথা শুনিবা মাত্র আমার মস্তিষ্ক বিকল হইল, ক্রোধে অধীর হইলাম! আমি ভাইকে গালি দিয়া বলিলাম, “নিষ্ঠুর দস্যু! তোরে আমি বধ করিব!” জ্যেষ্ঠ ভাই বলবান—আমায় আক্রমণ করিল। নির্দ্দয় করিয়া মারিতে লাগিল। প্রাণ ওষ্ঠাগত—তবু ছাড়ে না। কোনরূপে হাত ছাড়াইয়া, একটী কুঠার তথায় ছিল, সেই কুঠার দ্বারা আঘাত করিলাম—এক ঘায়েই পঞ্চত্ব! আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। কোন নিভৃত স্থানে গাছে উঠিয়া রহিলাম; কিন্তু আপনার ভাবনা যত হোক না হোক, আমার ভগ্নীর নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইলাম। রজনীযোগে চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলাম। পুত্র-বিয়োগে কাতর পিতা মাতা আমার ভগ্নীটিকে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া শোকের কতকটা শান্তি করিয়াছেন। যে ঘর আমার বন্দী-গৃহ ছিল, সেই ঘরে তাহাকে বন্দী করিয়াছেন,—পিপাসায় জল পর্য্যন্ত পায় নাই। ভগ্নী আমার সাড়া পাইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, “অঙ্কা, তুই পালা, আমার জন্য ভাবিস না, আমি যে মার

খাইয়াছি, তাতে আর আমি বাঁচিব না। তোকে ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিবে। তুই যেথা হয় পলাইয়া যা, আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না. পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক, বোধ হয় আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই—তুই পালা!" আমি কাপড় ভিজাইয়া জল আনিলাম, কিন্তু আর তাহার সাড়া পাইলাম না।—বুঝিলাম, ভগ্নীটি মরিয়াছে। সে সময়ে হৃদয়ের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা এখন আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না। একেবারে মমতা-বর্জ্জিত হইলাম। দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই—চলিতেছি। অকস্মাৎ দুই তিন জন আমাকে ধরিল। তাহারা দস্যু, নরবলির প্রয়োজন, তাই আমাকে ধরিয়াছে। সর্দ্দারের কাছে লইয়া গেল। আমি হঠাৎ সর্দ্দারকে বলিলাম, "যদি নরবলি দিতে চাও, অনেক নর পাইবে, কিন্তু আমার ন্যায় ডাকাত কোথাও পাইবে না;—"আমি সব করিতে পারি, বাপের মাথা কাটিতে পারি, মায়ের পেটে ছুরি দিতে পারি, আমায় দলে লও।" সর্দ্দারের হুকুমে আমার বন্ধন মোচন হইল। দলের ভিতর একজন অপরাধী ছিল, দলের নিয়মে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তাহাকে নরবলি দিবে না, দেবীর সমক্ষে বলি হইলে উদ্ধার হইবে। তাহার কঠোর সাজা—যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই যায়। তাহার ঘরভেদী অপরাধ! সর্দ্দার বলিল, "ইহাকে বধ করিতে পার?" সেইখানে একখানি তলোয়ার ছিল, বলিবামাত্র তাহার শিরশ্ছেদ করিলাম। সর্দ্দার কহিল, "তুমি আমার দেহরক্ষক হইয়া থাক।"

নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াই। একাই কত স্থান লুট করিয়া অর্থ আনি। একদিন মীরার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। অর্থ লইয়া বাহিরে আসিতেছি,—বলবান প্রহরী ধৃত করিয়া আমাকে মীরার কাছে আনিল। মীরা আমাকে দেখিবামাত্র প্রহরীদিগকে বলিল, "এখনি বন্ধন মোচন কর।" পরে করজোড়ে আমাকে মিনতি করিতে লাগিল, "বাবা, তোমার চরণে আমি বিস্তর অপরাধিনী। সামান্য অর্থের জন্য না জানি তোমার কতই ক্লেশ হইয়াছে, প্রহরীর তাড়না সহিয়াছ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমার কি অর্থের প্রয়োজন বল? দিতেছি, লইয়া যাও।" প্রথম মনে ভাবিলাম, আমায় লজ্জা দিতেছে। মীরার মুখ দেখিয়া মনে হইল,—"না, এ কোন দেবী, আমায় বর দিবে।" তারপর ভাবিলাম পলাই; দ্রুতপদে ছুটিলাম, কেহ নিবারণ করিল না। আড্ডায় উপস্থিত হইলাম, দেখি, বঙ্কা সর্দ্দারকে বধ করিয়াছে; বঙ্কাকে তখন চিনিতাম না। বঙ্কার একটী গাই ছিল, সর্দ্দার সেইটী খুলিয়া আনে। বঙ্কা দেখিতে পায়। বঙ্কা সর্দ্দারকে বলে, "এখন যুদ্ধ করিবে কি—কখন বল? যদি আমায় বধ কর—আমার গাইটী নিরাপদে পাইবে। যদি তোমায় বধ করি, তোমার দলের লোককে বলিও, যে, তাহা হইলে আমি তাহাদের সর্দ্দার হইব।" যুদ্ধে বঙ্কা সর্দ্দারকে বধ করিয়াছে। বঙ্কা দলের সর্দ্দার—সকলে তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আমি বলিলাম, "কই, আমায় সর্দ্দার বলে নাই, আমি তোমার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি নাই। বঙ্কা বলে, "তবে যুদ্ধ কর।" আমি বলি, 'ভাল।' তিন দিন আমাদের যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর উভয়ের সম্মতি অনুসারে রজনীতে বিরাম করি। কিন্তু শত্রুতাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ জন্মিতে লাগিল। অপরাহ্ণে হঠাৎ আমরা দু'জনেই সরিয়া দাঁড়াইলাম। বঙ্কা বলিল, "আরও কি যুদ্ধের প্রয়োজন?" আমি বলিলাম, "না। দু'জনেই দলের অধ্যক্ষ হইলে হয়।" বঙ্কা তলোয়ার ফেলিয়া দিল, আমিও তলোয়ার ফেলিয়া দিলাম,—পরস্পর আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু আমার আর দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি যতই ভাবি, কিছুতেই স্থির করিতে পারি না,—কেন মীরা আমার বন্ধন মোচন করিল? কেন অর্থ দিতে চাহিল? মিনতি করিল কেন? আমার কাছে এই সকল কথা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিল। এই চিন্তায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলাম। কিছুই ভাল লাগে না! একদিন বঙ্কা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাবিস কি?' আমি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। বঙ্কা বলিল, 'তাইত!' খানিক নিস্তব্ধ হইয়া বলিল,

'পাগল হইবে!' আবার বলিল, 'তাইত।' কিছুই স্থির হইল না।—আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—কাহাকেও কিছু বলি না,—ঘুরিয়া বেড়াই। একদিন হঠাৎ এক মাগী আমার পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, আমায় বাঁচাও, একবার হরি বল।' আমি বলিলাম, 'হরিবোল।' মাগী বলিল, 'হরিবোল' 'হরিবোল!'—মাগীও বলে,—আমিও বলি। ঐ মাগীই মীরা। তারপর সকল কথা বঙ্কা জানে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কা আপনার কথা বলিতে লাগিল,—"আমার পিতা সামান্য লোক। চাষ করিয়া খায়। আমার আর দুই তিন ভাই ছিল, তাহারাও চাষে যোগ দেয়। মা ভগ্নী সকলেই চাষের কাজে থাকে। আমাকেও ঐ সব কাজ করিতে বলে। আমার ভাল লাগে না। সহরের কাছেই বাড়ী। হামেসা সহরে আসি। সহরের বাড়ী ঘর, লোকজন দেখিয়া প্রাণ জুড়ায়। চাষীর কাজ—হীন কাজ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিরূপে সহরে থাকিব, কোন উপায় নাই। একদিন একটী খাবারের দোকানের কাছে বসিয়া ভাবিতেছি। আহার হয নাই, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আট ক্রোশ রাস্তা ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হয়। আমায় দেখিয়া দোকানীর মনে দয়া হইল. দোকানী কিছু খাবার দিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে? আমি সমস্ত পরিচয় দিলাম, দোকানীর পায়ে ধরিয়া বলিলাম, আমায় আপনি রাখুন, আপনার কাজ কর্ম্ম করিব, আমি ঘরে যাইব না। দোকানীরও বেচাকেনা করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক ছিল।

আমার পিতার নিকট লোক পাঠাইল, পিতার অনুমতিতে সেই দোকানেই রহিলাম। আমার মত বয়াটে সঙ্গী দু'চারজন জুটিল। নেশা ভাঙ—এদিক ওদিক বেড়ান চেড়ান ক্রমে শিখিলাম। দোকানীর নিকট যা পাই, তা উহই মধ্যে একটু ভাল কাপড় চোপড় করিতেই যায়,—অন্য দরকার চুরি করিয়া মিটাইতে হইল। দু'চার দিন ধরা পড়িলাম। কিছু বেশী তফিল সরাইয়াছি, টাকাও খরচ হইয়া গিয়েছে। দোকানী একটুকু অনুগ্রহ করিল, টাকা দিতে পারিলে কয়েদ করিবে না। মায়ের কাঁদা কাটায় সর্ব্বস্ব বাঁধা রাখিয়া বাপ টাকা দিল। সেই হ'তে তার সর্ব্বনাশ। সর্ব্বস্ব বেচে কিনে কোথায় গেল—তা জানি না। এদিকে আমি প্রকাশ্য চোরের দলে মিশিলাম। জুয়া খেলি—বিদেশী পথিককে ঠকাইয়া লই, একদিন কিছু মাল হাতে হয়—এক বেশ্যালয়ে বেড়াইতে যাই। সে বেশ্যা ঐ পিঙ্গলা। আমোদ আহ্লাদ চলিল, সে খুব আদর করিল। কিন্তু আমার মন তাহার উপর না পড়িয়া টুন্না নামে তাহার একটা দাসী—তার উপর পড়িল। পিঙ্গলার বাড়ী যাতায়াত করি, টুন্নার সঙ্গে কথার বেশ সুবিধা হয়। তাহাকে চাকরী ছাড়াইলাম, বাসা করিয়া দিলাম। এখন আমার খুব স্বচ্ছল, যা চাই—পিঙ্গলা দেয়। টুন্না একটী গাই কিনিল। যে পথে চলিতেছিলাম, তাহাতে যে জেল হইয়াছিল—এ বলা বাহুল্য। একদিন সে জেলের একটী আলাপী লোকের সঙ্গে টুন্নার বাড়ীর সামনে সাক্ষাৎ হয়। মহা সমাদরে বাড়ীর ভিতর আনিলাম, সমস্ত রাত আমোদ প্রমোদ চলিল। ভোরের বেলায় আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি যে, বন্ধুও নাই, আর ভাল কালো গাইটীও নাই। সেই গাইয়ের জন্য টুন্নার ঝাঁটা খাইয়া, গাইয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। পাঁচ সাত দিনে সন্ধান করিয়া ধরিলাম।—দেখিলাম চোর আমার সেই জেলের বন্ধু। তিনি একজন দস্যু-সর্দ্দার। সে গাইটী দিবে না, আমি ছাড়িব না। উভয়ে দাঙ্গা,—তার প্রাণ বধ হয়। তারপর অঙ্কার সহিত আলাপ, দু'জনে মিলিয়া ভাবিলাম, ভাল ডাকাতি চলিবে। কিন্তু দিন দিন দেখিতে লাগিলাম, অঙ্কার তেমন কাজে মন নাই। অঙ্কা কি ভাবে, কি করে, কিছুই বুঝিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না। একদিন অনুরোধে অঙ্কা ডাকাতি করিতে চলিল। কুম্ভরাণার বড় প্রতাপ! সকলে ধরা পড়িলাম। সকলের প্রাণ বধ হইবে স্থির!—এমন সময়ে এক ব্যক্তি কারাগারে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে এস—তোমরা মুক্ত!"

পরে মুক্তিলাভ করিয়া শুনিলাম যে, রাণারপুত্র উদা পিতার নিকট বলে যে, এই দস্যুদল তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং কুম্ভ-রাণা পুত্রের অনুরোধে আমাদের মুক্তি দিল। কিন্তু মুক্তির সময় কারাধ্যক্ষ আমাদের বিশেষ করিয়া বলে,—"সাবধান, এ পথে আর চলিও না।" রাণাপুত্র উদা'র কখনও আমরা প্রাণ রক্ষা করি নাই। তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ ত আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি; যাক্ সে অনেক কথা। এদিকে দল ত ছোড়ভঙ্গ হইয়া যাক্ তাড়ি খানায় বসিয়া তাড়ি খাই। পিঙ্গলার কাছে ঝগড়া-কলহ করিয়া কিছু অর্থ আনি। এক দিন হঠাৎ কপাল ফিরিল। অঙ্কা নাই, একটি স্ত্রীলোক এক থালা মোহর লইয়া বলিল, "বাবা, এইগুলি লও, বৈষ্ণবসেবা করিও"। প্রথম মনে ভাবিলাম—গোয়েন্দা! এদিক ওদিক দেখি, লোকজন কেউ নাই। মাগীও মোহর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোহরের প্রতি আর আমার লক্ষ্য রহিল না, মাগী যেন আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! কি অদৃশ্য-দড়িতে আমার বুকে টান পড়িতে-ছিল। আমি পশ্চাৎ যাইতে বাধ্য হইলাম। পথে মধুর কণ্ঠে মাগী গান ধরিল। অমন সঙ্গীত আর কখন কোথাও শুনি নাই! প্রাণ উদাস হইয়া গেল। মাগীর পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলাম, "ওরে, ওরে, তুই কে?" মাগী বলিল, "আমি হরিবোলা, যাও বাবা, ফিরিয়া যাও, আবার দেখা হবে; বৈষ্ণবসেবা করিও।" আমি ফিরিয়া আসিলাম। তখন অঙ্কা আসিয়াছে। অঙ্কা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল, "বঙ্কা, আমার কেন দস্যুবৃত্তি ভাল লাগে না— বুঝিলি?" আমি বলিলাম, "বুঝিলাম!"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কার কথা শেষ হইলে, সুজন বলিতে লাগিল,—"কসায়ের ছেলে, বালক-বয়সে বাপ গরুর ছাল খুলিতে ভাগাড়ে পাঠায়। সহরেই বাস, ভাগাড় অনেক দূরে। তারপর লোকে যে রকম গরুকে যত্ন করে, গরু অনেক মরে না, ছাল পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু ছাল না পাওয়া গেলে আমার পিঠের ছাল থাকা মুস্কিল। অনেক দিন খাওয়া দাওয়া বারণ হয়। ছাল পাই না—তা কি ক'রব? কিন্তু বাপ কোন রকমেই বোঝে না। এক দিন ভাগাড়ে যাইতেছি, পথে এক ব্যক্তির সহিত দেখা। তার হিজ্‌ড়ে ছাগলের পিত্তির বড় দরকার। ছাগল একটী সন্ধান ক'রেছে, কিন্তু দরে বনে নাই বলিয়া কিনিতে পারে নি। আমাকে ব'ল্লে, "একটা কাজ পারবি? অমুক বাটীতে পাট্‌কিলে রঙের হিজ্‌ড়ে ছাগল আছে, সেইটে মার্‌তে পার্‌বি?" আমি বল্লুম, "কি ক'রে? লোকেরা যে আমায় মার্‌বে?" সে ব'ল্লে, "ঘাসের নুটি করিয়া এই সামগ্রীটে ছাগলের সাম্‌নে দিতে পারিস? তা'হলে সে খাবে।" সে আমায় বিস্তর প্রলোভন দিল,—"তোর আর বাপের বাসায় থাকিতে হইবে না, গোভাগাড়ে যাবার দরকার নাই। আর এ কাজে টাকা পাইবি, যদি বাপের কাছেই থাক্‌তে চাস্, টাকা পাইলে তোব বাপ খুব আদর ক'র্‌বে।" আমি ছাগল মারিতে রাজী হইলাম। রাত্তিরে চুপি চুপি আঁচে আঁচে গিয়া ছাগলটি জ্যান্তই চুরি করিয়া আনিলাম। আমায় সেয়ানা বুঝিয়া আমার বাপের কাছ থেকে আমায় লইয়া গেল। তারই কাজ করি, তার অনেক রকমের কাজ, কারুর উপপতির অনুরোধে স্বামী মারিতে হইবে, সে কাজে সে আছে; কোন বিধবার গর্ভ হইয়াছে, গর্ভ নষ্ট করিতে হইবে,—সে কাজে তারই ডাক। এ সওয়ায় ভূত ঝাড়ান, ডাইনে ঝাড়ান প্রভৃতি নানান্ কাজ ছিল। আমি তাহার সঙ্গে থাকিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যদি এমন কাজটা শিখিতে পারি, তা' হলে আর ভাবনা থাকে না। তাহার নিকট থাকিতে থাকিতে সে কি করে, কি জিনিষ আনে, কাকে কি রকম দেয়, ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তার চিকিৎসা কবাও ছিল। দু'এক জায়গায় আমাকে পাঠাইত, দুটো একটা ছোট রকমের ওষুধও শেখালে। একদিন কোথায় বেধড়ক মার খাইয়া আসিল, জন্মের মতন ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিয়াছে, রোজগার প্রায় বন্ধ হয়, আমায় তাহার 'ফিকির-ফাকার' সমস্তই বলিয়া দিতে লাগিল। সে যে রকম বলিল, তাহাতে আরাম না হয়— এমন রোগই নাই। তার নিজের ওষুধও বলে,

কিন্তু আমি একটী কৌশল করিলাম, যা বলে, যে জিনিষ দিতে বলে, তারই সঙ্গেই একটু আধটু বিষ দিয়া দিই। সে বুঝিতে পারে—ঠিক ওষুধ হয় না, কিন্তু যে আমার অত দূর বুদ্ধির দৌড়—তা তার মনে ওঠে না—ভাবে আমি ঠিক ওষুধ দিতে পারি না;—বলে, তার আরাম হয় না। তার সামনে বসাইয়া ওষুধ তৈয়ারি করাইত। কিন্তু তা হলে কি হয়, চুরি করিয়া একটু বিষ দেওয়া ত আর অধিক কথা নয়; তাহারই মন্তর তাহাকে শিক্ষা দিই। এদিকে আমার একটু একটু নাম হইতে লাগিল—মনে ভাবিলাম, এর আর তাঁবেদারি কেন,—ভাল করিয়া সরবৎ দিলাম, সরবৎ খাইয়াই বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই, আমি তফাতে দাঁড়াইয়া হাসিতেছি—বুড়া মরিল।

আমার কাজ-কর্ম্ম দিব্যি চলে, রোগ আরাম করিতেও শিখিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, মানুষ মারায় যত রোজগার, মানুষ বাঁচাইলে তত নয়। অঙ্কা বঙ্কার সহিত আলাপ হইল। চোরাই মাল আধা দরে কিনিতে লাগিলাম। এইরূপ চলে, তারপর পিঙ্গলার বাড়ীর সামনে হরিবোলা মাগীর দেখা পাই, বুঝিতে পারি না, মাগীর কি আশ্চর্য্য চরিত্র, মন্তর জানে কি? যে কাজ করিতেছিলাম, তাহা ত করিবই না, এমন কি, সে মাগী যদি এখনি মরিতে বলে ত মরিব। আমার অল্প বয়সে মা মরিয়া গিয়াছিল। মা কেমন তা জানিতাম না, লোকের মুখে 'মা' শব্দ শুনিতাম। আমার এখন মনে হয়, মা বুঝি ঐ মাগীর মতন কপটতাশূন্য, স্নেহময়ী মেয়ে! যাই হোক আমার কি হইয়া গিয়াছে, খাওয়া ভাল লাগে না, চিকিৎসা ভাল লাগে না, কতক্ষণে মাগীর দেখা পাইব, অষ্ট প্রহর এই চিন্তা। অঙ্কা বঙ্কাও দেখিতে পাই—আমার মত; এই তিন জনে বসিয়া সেই মাগীর কথাই কই। তারই কথামত মনের বড় জ্বালা হইলে 'হরি হরি' করি। কুকাজ ত আর করিবই না—মনে করিয়াছি। কিন্তু যদি উদাকে পাই ত একটী লাড্ডু খাওয়াই।" বীরেন্দ্র সিংহ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদা কে?" সুজন বলিল, "রাণার বেটা।"

"তাহাকে লাড্ডু খাওয়াইবে কেন?"

অঙ্কা বঙ্কা তর্জ্জন করিয়া বলিল, "কেন সে ঐ হরিবোলা মাগীর অনিষ্ট করিতে চায়? যদি বাগে পাই, তাহাকে মারিব, তার পর যা হয়।"

কথা সমাপ্ত হইলে বীরেন্দ্র সিংহ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—এই দুর্জ্জনত্রয় পবিত্রা মীরার দর্শনে জীবন পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আমিও সে পবিত্র দর্শন পাইয়াছি; এত করি, এত করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছি? আমায় ধিক্! কাহার উপর প্রতিহিংসা! যে সরল রাজপুত বার বার আমায় করগত করিয়া বধ করে নাই, যে আমার নিকট তার প্রাণাধিকা কিশোরীকে পাঠাইয়া নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছে,—যার যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ, রাজস্থান উজ্জ্বল, যাহার সুশাসনে প্রজাবৃন্দ পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে,—তাহার বধের সঙ্কল্প করিয়া জীবন যাপন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য, দেবী-দর্শনে আমার মনের গতি ফিরিল না? সামান্যা নারীর মমতায় পড়িয়া কতই বীভৎস কার্য্য করিলাম। দেখি—পারি যদি—জীবনস্রোত ফিরাইব। আর একবার মীরাকে দর্শন করিব। না, আমার অপবিত্র মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে লইয়া যাইব না। অকস্মাৎ বীরেন্দ্র সিংহ উঠিয়া ধীরপদ সঞ্চালনে, লক্ষ্যশূন্য চলিলেন। সুজন বলিল, "হরিবোলা মাগী একেও পেলে!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেখিয়াছি, রাণাকুম্ভ মীরার নিকট দূত পাঠাইয়া ডাকিয়াছিলেন। রাণা তখন কিশোরীর মন্দিরে, মীরা সেইখানে গেলেন। দেখিলেন—রাণা বড় অসুস্থ। ইতিপূর্ব্বে রাণার দেহে বয়সের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। সভয়ে মীরা অনুভব করিলেন, বলবান কাল—বীর্য্যবান দেহে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সুন্দর কান্তি—ক্ষীণ কুজ্ঝটিকার ন্যায় ছায়ায় ঢাকিয়াছে। চক্ষের সে জ্যোতি নাই—মুখের সে ভাব নাই। প্রবল হৃদি-বেগে বিশাল দেহ ভগ্ন হইয়াছে। করযোড়ে মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাণা কি অসুস্থ?" রাণা

উত্তর করিলেন,—"জানি না। তোমাকে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাই আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। আজ তিন রাত্রি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছি শোন,—কে যেন আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরে বলিতেছে, তাহার অবয়ব দেখিলাম না, তথাপি যেন কি অবয়ব আমার অন্তরে অঙ্কিত হইয়াছে। সেই অমানুষী স্বর বলিতেছে, 'রাজ্য পাইয়াছ, বহুদিন সিংহাসন ভোগ করিয়াছ, যশ, মান, সুন্দরী, ধন, প্রভুত্ব যথা ইচ্ছা উপভোগ করিয়াছ, বাসনা কি পূর্ণ হইয়াছে? জন্ম-জন্মান্তর প্রার্থনা করিয়া রাণা-পদ পাইয়াছ, পদ কি সুখপ্রদ? আবার কি নূতন কামনা করিবে কর, পূর্ব্ব বাসনাব পরিণাম উপস্থিত।'

"আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি, আমি জন্ম-জন্মান্তরে এই অশান্তিপ্রদ রাণাপদের অভিলাষ করিয়াছিলাম? বাল্যকাল, যৌবন সমস্তই স্মৃতি-পথে উদয় হইতেছে। মনে হইতেছে—সকলই ফুরাইয়া আসিল। এখন কি চাই—বলিতে পার? তোমার সহিত পরিণয়ের পর তুমি বলিয়াছিলে, তোমার ব্রত উদ্‌যাপন না হইলে আমার সহিত আলাপ হইবে না। আমি এখন বুঝিয়াছি, তোমার ব্রত প্রাণাহুতি দানে উদ্‌যাপন করিতে হয়। তোমার প্রেমমাখা কবিতাগুলির অর্থ এখন অন্যরূপ বুঝিতেছি, তোমার প্রণয়ের পাত্র কে? আমি নয়—তা বুঝিয়াছি। তোমার কি তাহার সহিত দেখা হয়? তোমার প্রেমে কি প্রতিদান পাও? আমি রাজা, আমার ভোগের বস্তু অনেক ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি—প্রেমের বস্তু পাই নাই, কামনা ভিন্ন কেউ আমার উপাসনা করে নাই। ভৃত্য—ভয়ে, পারিষদ—প্রসাদ-আশায়, পরাজিত রাজবৃন্দ—রাজ্যের আশায়, বিলাসিনী বামাগণ—ধন-আশায়, পত্নীগণ—পাটরাণী হইবার আশায় আমার সেবা করিয়াছে। আমি সকলকেই ভালবাসিতাম, কিন্তু ভালবাসার পরিবর্ত্তে কখনো ভালবাসা পাই নাই। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে, যৌবন প্রভাবে, দর্পণে প্রতিফলিত কান্তি দর্শনে ভাবিতাম,—পৃথিবীর রমণী আমার দাসীর নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছে। কিন্তু ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন, কায়, মন, প্রাণ অর্পণে একজন সামান্যা রমণীর বিদ্বেষভাজন হইয়াছি, প্রণয়ে প্রতিদান পাই নাই। প্রেমে প্রতিদান কবিতায় পাঠ করিয়াছি, কল্পনায় অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি—তাহা মিথ্যা। এ সকল তোমায় বলিতেছি কেন জানি না। আমার মনে হয়, তুমি আমার সহিত কখনো প্রতারণা কর নাই! কখনো কখনো তোমার সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উঠিত। তোমার বৈষ্ণবসেবা রাজপুরের একটা কলঙ্ক। কতবার তোমায় শাসন করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার কাছে আসিয়া, নির্ম্মল মুখ দেখিয়া—সতেজ কথা শুনিয়া আমার ভাবান্তর জন্মিত! আমার মনে মনে ধারণা ছিল, তোমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তোমায় মার্জ্জনা করি, কিন্তু না; তুমি সামান্যা নারী কখনো নও। দেখ, আমার হৃদয় বড় অশান্ত, তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর।"

মীরা করযোড়ে উত্তর করিলেন, "মহারাজ, দাসীর কথা প্রত্যয় করুন।—প্রেমে প্রতিদান আছে।" রাণা নীরবে মীরার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণপরে বলিলেন, "বুঝিলাম, তোমার জীবন সার্থক। যাও, নিজ স্থানে নিজ কার্য্যে গমন কর, আমার আর অপর জিজ্ঞাস্য নাই।" মীরা বলিলেন, "কোথায় যাইব? আমি দাসী, আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলাম।" রাণা বলিলেন, "মীরা তুমি দাসী নও—তুমি দেবী—আমার শিক্ষাদাত্রী গুরু। তোমার কথায় আজ হৃদয়ে একটী নূতন ভাবের সঞ্চার হইতেছে। প্রেমরাজ্যের দ্বার খুলিয়াছে, প্রেম-রাজ্য সম্মুখে দেখিতেছি, আমার প্রেমহীন-হৃদয় দেখিতেছি! প্রেমে প্রতিদান চাই, কিন্তু প্রেম কখনো কাহাকে দিই নাই। প্রতিদান পাইব কি? আমি বুঝিতেছি, আমি স্বার্থপর, স্বার্থই আমার জীবন। দান, ধ্যান, স্বদেশ-বৎসলতা, পরোপকার, প্রণয়—সকলই স্বার্থের নিমিত্ত করিয়াছি। আমার স্বপ্ন সত্য—ভ্রম নয়! নূতন বাসনা পাইয়াছি; কিন্তু বোধ হয়, এ আধারে সে বাসনা পূর্ণ হইবে না। ভোগাকাঙ্ক্ষী—স্বার্থপর আধারে প্রেমাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। যাও মীরা, যাও।" মীরা বলিলেন,—"মহারাণার শ্রীচরণে যখন যে

প্রার্থনা করিয়াছি—তাহা মহারাণা পূর্ণ করিয়াছেন। দাসীকে বঞ্চিতা করিবেন না;—সেবায় নিযুক্ত রাখুন।” রাণা উত্তর করিলেন, “যদি তোমার সকল প্রার্থনাই স্বীকার করিয়া থাকি, আমার একটী প্রার্থনা রাখ। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার নিকট থাকিও না, অধিক অপরাধী করিও না! তুমি দেবী—জনপূজ্যা! তুমি দাসী বলিলে আমার অপরাধ হয়।” মীরা বুঝিলেন,—দারুণ মনোবেদনায় রাণা অধীর হইয়াছেন; সংসার তুচ্ছ হইয়াছে। রাণার ভাবান্তর জন্মিয়াছে—তাই নির্জ্জনে থাকিতে চান। অগত্যা ফিরিলেন।

কিশোরীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জন শৃঙ্গে বসিয়া, রাণার কল্যাণের নিমিত্ত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাণার অবস্থা দর্শনে মীরা চঞ্চল হইয়াছিলেন, যেন ভাবী বিপদের ছায়া সম্মুখে দেখিতেছেন। করযোড়ে বৈষ্ণবী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—“দীননাথ, দীনা দাসীর রক্ষকের প্রতি করুণা-কটাক্ষ করুন। আমি রাণার যত্নে পরম সুখে বৈষ্ণব-সেবায় সমর্থ হইয়াছি;—রাণার যত্নে রাণী হইয়াছি, রাণার যত্নে তোমার পাদপদ্ম অনুসরণে সাবকাশ পাইয়াছি,—রাণার যত্নে তোমার নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে রোদন করিয়াছি,—আমার জন্য রাণার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইয়াছে। আমি রাণার নিকট শত অপরাধে অপরাধিনী!—সমস্ত অপরাধ রাণা মার্জ্জনা করিয়াছেন, দয়াময়, দয়া কর, প্রেমময়—প্রেম-পিপাসিনীকে প্রেম দাও!—মীরার চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাণা দিন দিন রাজকার্য্যে উদাস হইলেন। ক্রিয়াবান জীবনে ঔদাস্যের আবির্ভাব অতি ক্লেশকর!—কোন কার্য্য নাই—কোন উৎসাহ নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই—একমাত্র পূর্ব্ব-জীবনের সমালোচনা। মানব-জন্মের, রাজ-জন্মের—কোন সার্থকতা দেখিতে পান না। সুখ-দুঃখ-বর্জ্জিত—যন্ত্রণাহীন জীবন—মহা ভার বোধ হইতে লাগিল। সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার নামই জীবন,—এই সকল বর্জ্জিত অবস্থার নাম জীবন্মৃত অবস্থা। কখনো কখনো ভাবেন, মীরার নিকট থাকিবেন, বৈষ্ণব-সেবায় রত হইবেন,—আবার মনে হয়, কি হইবে—এক রকমে জীবন ফুরাইয়া যাউক! মীরা রাজ-দর্শনে কখনো কখনো আসেন, ঐশ্বরিক উৎসাহ-বাক্য বলেন, রাণা শুষ্ক হাস্য হাসিয়া উত্তর করেন,—“তোমায় তো বলিয়াছি, এ আধার ও সকলের নিমিত্ত নয়,—স্বার্থময় জীবনে স্বার্থ পূর্ণ হয় নাই, অনর্থক দেহ-ভার বহন—ইহার পরিণাম।” সজল নয়নে মীরা ফিরিয়া যান। মীরা মনে করিতেন,—কিশোরীর বিরহে রাণার এরূপ অবস্থা। একদিন কিশোরী ও বীরেন্দ্রে—যাহা পিঙ্গলার বাড়ী ঘটিয়াছিল,—বীরেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া কিশোরী চলিয়া গিয়াছেন,—বলিয়াছেন—‘রাণাই তাঁহার স্বামী।’ সমস্ত বৃত্তান্ত মীরা বর্ণনা করিলেন। রাণা উত্তর করিলেন, “কতক—কতক আভাস পাইয়াছি। নারী-চরিত্রই ঐরূপ, কিছুই নিশ্চিত নাই। তবে তুমি প্রেমিকা—তুমি দেবী,—তোমার কথা স্বতন্ত্র!” মীরা সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—“মহারাণা, শুনুন,—কঠোর তপস্যায় জীব নরদেহ প্রাপ্ত হয়,—নরত্ব অতি দুর্লভ! দেবতারা ঈশ্বর-সাধন-মানসে নরদেহ ধরিয়া আসেন।* কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন, আপনার অশান্তি দূর হইবে। সকল আধারেই কৃষ্ণ-সেবা হয়। সাধনার কালাকাল নাই। কৃষ্ণের কৃপায় চরম সময়ে, এক মুহূর্ত্তে সাধনে মনুষ্য সিদ্ধ হয়। আপনি দাসীর কথা উপেক্ষা করিবেন না। আপনি পরম প্রেমিক—মোহের আবরণ দূর করিয়া দেখুন—প্রেমময় আপনার হৃদয়ে বিরাজমান!” রাণা কিছু উত্তর না করিয়া একখানি পত্র মীরার হাতে দিলেন। পত্রখানি বীরেন্দ্র সিংহের প্রেরিত। তাঁহারই হস্তাক্ষরে তিনি লিখিয়াছেন,—“সাবধান হউন,—আপনার পুত্র উদা আপনার প্রাণবধের উপক্রম করিতেছে। কথা মিথ্যা নয়—জানিবেন। আমি এত দিন আপনার শত্রু ছিলাম, কিন্তু আপনার মাহাত্ম্যে আমার অন্তর আপনার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। আমি প্রাণপণে মহারাণার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিব। মহারাণাও সতর্ক থাকুন।” মীরার পড়া সাঙ্গ হইলে রাণা বলিলেন, “পড়িলে?—এই আমার পরিণাম! ইহাতে কোন

সন্দেহ রাখিও না। এট রূপই হওয়া উচিত। আমার আর কোন বাসনা নাই। আমার এক-মাত্র শঙ্কা,—পাছে আমার অবর্ত্তমানে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে। মীরা, তোমার শ্রীকৃষ্ণ কেমন দেখি নাই—জানিনা। কিন্তু তোমায় দেখিলে আমার প্রাণে শান্তি আসে। বিদ্রোহী প্রাণ শান্তি চায় না, তাই তোমায় বিদায় দিই। যদি অন্তে আমার কোন শুভ হয়,—তাহা তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া,—আমার নিজ-গুণে নয়—এই ভরসা আমি মনে রাখি। —কিন্তু যত দিন শ্বাস বহিবে—শান্তি চাহি না। আমি রাজা,—দোষীর দণ্ড দেওয়া উচিত—আমার দণ্ড পাওয়া ন্যায়সঙ্গত। আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র অপরাধে অনেকের দণ্ডবিধান করিয়াছি। তবে শাস্তি ভোগ করিব না কেন? তুমি দুঃখিত হইও না,—তুমি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিও, তাহা হইলেই আমার পাপ মোচন হইবে! আমি কলুষিত-আত্মা, তোমার কৃষ্ণের নিকট যাইতে সাহস হয় না, যাইতে ইচ্ছাও নাই। আমার এই মাত্র অভিলাষ যে, নিরর্থ জীবনের সম্পূর্ণ পরিণাম দেখিয়া যাই, যেন আর ভোগ-বাসনা লইয়া না ফিরি! ভোগীর চরম সীমা আসুক,—তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন বাসনা আমার হৃদয়ে স্থান না পায়। স্বপ্নে যাহা শুনিয়াছি, তাহা আমার গুরু-বাক্য অনুভব হইতেছে। এ আধারে কৃষ্ণ-ভক্তি হইবে না। গুরু-বাক্য মিথ্যা নয়। তুমি আমায় কৃপা কর,—তোমার কৃপায় সাধন-উপযোগী আধার পাইব—ভরসা রাখি। মন ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কুড়াইবার শক্তি নাই। স্মৃতি অহরহ নানা কথা উত্থাপন করিতেছে, তাহা অনিবার্য্য—দমন হইবার নয়। যাও মীরা, —তোমার সহিত আমার শেষ দেখা। আমায় মনে রাখিও—এই প্রার্থনা। মীরা নীরবে কিয়ৎকাল রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন। রাণার অবস্থা দর্শনে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল, কৃষ্ণকে ডাকিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দস্যুত্রয়ের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, বীরেন্দ্র সিংহের মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। সহসা উৎসাহ জন্মিল, ভাবিলেন, যদি মহা কলুষিত জীবনে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে —আমার হইবে না কেন? যে রূপ একাগ্রতার সহিত কিশোরীর অনুসরণ করিয়াছিলাম, সেই একাগ্রতার সাহায্যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। কোনরূপ আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ হইব না। জীবন, ধন, মান বিসর্জ্জনে যদি অতি ক্ষুদ্র জীবের উপকার করিতে পারি, তাহা নিশ্চয় করিব। রাণা আমার পরম বন্ধু;—তাঁহার মাহাত্ম্যই আমার এই উচ্চ শিক্ষার কারণ। যে রূপে পারি, তাঁহার সাহায্য করিব। উদা'র উদ্যম যাহাতে বিফল হয়, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টায় রত রহিব। কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দুইখানি পত্র লিখিলেন। এক-খানিতে রাণাকে সতর্ক করিলেন, অপর পত্র দিল্লীশ্বর বিলোলী লোদীর নিকট পাঠাইলেন। আমরা বলিয়াছি, তৎকালে বিলোলী লোদী যুয়ানপুরের যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি, তিনি উদা'র কুৎসিত মন্তব্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে সমস্ত রাজপুতনা যুয়ান-পুরের সাহায্যে অস্ত্র ধরিবে।

পত্র পাঠাইয়া ভাবিলেন, অন্যান্য রাজপুত রাজার নিকট উদা'র কুৎসিত কামনার কথা প্রকাশ করিবেন। চোহানেরা রাণা-বিরোধী, তাহাদিগকে মন্দার হইতে বহিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইল,—মন্দারে ফিরিয়া গিয়া এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিল! রাণার দুর্দ্দম প্রতাপে অনেক রাজপুত রাজাই মনে মনে রাণার শত্রু ছিলেন। রাজপুতনার এ অবস্থা বিলোলী লোদী জানিতেন। পুত্র হইয়া পিতার প্রাণনাশ করিবে, ইহাতে প্রথমে লোদীর ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু ভয় প্রদর্শনে যবন-শোণিত উত্তেজিত হইল। তিনি উদাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। যবন-বেশে কয়েকজন যবন সৈন্যের সহিত উদা কুম্ভমীরে ফিরিয়া আসিল। পিতৃ-হত্যার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল. রাণার অবস্থা উদা কিছু মাত্র অবগত ছিল না। তাহার মনোভাব রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছে জানিয়া লুক্কাইত ভাবে অবস্থান করে —কোন সুযোগ পায় না।

মন্দার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চোহান-দলের সহিত ধন্নু আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। রাজমন্ত্রীর আদেশানুসারে অতি সতর্ক প্রহরী সর্ব্বদাই রাণার অজ্ঞাতসারে রাণার রক্ষণে নিযুক্ত থাকে। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সুদক্ষ দূতের দ্বারা উদা'র অনুসন্ধান করে। ধন্নুর নিকট উদা এ সকল কথা শুনিয়াছে। কার্য্যসিদ্ধির কোন উপায় নাই। এই রূপে কয়দিন অতিবাহিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিলোলী লোদীর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, রাণা কুম্ভ জীবিত থাকিলে রাজপুতনা বিজয় অতি কঠিন। কিন্তু রাণা অবর্ত্তমানে তাহা সহজেই করগত হইতে পারে। রাজপুতেরা বীর্য্যবান বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে পরস্পর একতা নাই। একজনের শাসনে যুদ্ধ-কার্য্য না হইলে, অতি বলশালী শত্রু সহজে পরাজিত হয়। ক্ষুদ্র রাজারা স্ব-স্ব প্রধান, কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না; কিন্তু চিতোর-পতাকার বশবর্ত্তী হইতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। রাণা কুম্ভকে সকল রাজাই সম্মান করিত, সেই নিমিত্ত রাণা কুম্ভকে বধ করিবার তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। তাঁহার গুপ্ত সৈন্য রাণার রাজ্যে উদা'র সাহায্যে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু সতর্ক ও শিক্ষিত সামন্তগণের প্রভাবে সহসা কোন কার্য্য করিতে সাহস করিল না। রাজপুতনায় রাষ্ট্র হইয়াছে—যবন আক্রমণ অনিবার্য্য! মন্ত্রীরা রাণার নিকট সংবাদ দেয়, কিন্তু রাণা উদাস—উদাস ভাবে উত্তর করেন, "যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা কর।" এইরূপ কৃত্রিম ঔদাস্য রাজপুতগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য রাণা দেখাইতেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, ইহাও তাই। বিশেষতঃ গুপ্তভাবে রাণা মাঝে মাঝে রক্ষক না লইয়া কোথায় চলিয়া যান,—ইহাতে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। রাণা পূর্ব্বেও ঐ রূপ অনেকবার করিয়াছেন। সকলে ভাবে—যবন-আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছেন, মন্ত্রণা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। এদিকে রাণা প্রায়ই নির্জ্জন স্থানে, বনমধ্যে, পর্ব্বত-গহ্বরে একাকী বসিয়া থাকেন। মীরাবাঈও তাঁহার দর্শন পান না।

একদা সন্ধ্যার প্রারম্ভে গগনমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকিতেছে,—বায়ু রুদ্ধ,—পাতাটিও নড়ে না। ভয়ঙ্কর প্রকৃতি-বিপ্লবের পূর্ব্ব লক্ষণ। জীবকুল সভয়ে নীরব। বৃক্ষশ্রেণী যেন বজ্র-ভয়ে স্তম্ভিত। এমন সময়ে ধীরপদে রাণা, পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিলেন, যেন কেহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যেন মৃদু স্বরে বলিতেছেন, "চল—কোথায় লইয়া যাইবে চল, তোমায় চিনিয়াছি, তোমায় আর আমি ভয় করি না, চল—চল।" ধীর পদে চলিতে লাগিলেন। উচ্চ শৃঙ্গ হইতে নিম্ন শৃঙ্গে অবতরণ করিয়া রাণা বলিলেন, "ওদিকে কোথা?" এই বলিয়া ফিরিলেন। এই সময়ে হঠাৎ চতুর্দ্দিক হইতে হত্যাকারীর ছুরি তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি জীবনরক্ষার নিমিত্ত একবারও অঙ্গুলী সঞ্চালন করিলেন না। বৃক্ষশ্রেণী যেরূপ নীরবে বারিধারা সহ্য করে—সেইরূপ স্থির হইয়া রহিলেন। ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিদ্যুৎ চমকিল, রাণা সেই বিদ্যুৎ-আলোকে দেখিলেন,—তাঁহার পুত্র উদা—তাঁহার বক্ষ হইতে আরক্ত ছুরিকা—তুলিয়া লইল। ঐ সময়ে কঠোর বজ্রনাদ হইতে লাগিল। বায়ু ঘোর শব্দে বহিল। মহাপ্লাবনের ন্যায় মেঘ-সকল বারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘ গর্জ্জন, বজ্রনাদ! সেই ঘোর শব্দ বিদীর্ণ করিয়া, দিগ্‌মণ্ডল ভেদ করিয়া বামা-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল—"রক্ষক, শীঘ্র আইস, নরঘাতী পিতৃঘাতী—রাণাকে বধ করিয়াছে!" আর্ত্তনাদ অনবরত হইতে লাগিল। ঘাতকেরা পলায়ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া দেখিল, দীনবেশা একটী রমণী মৃত রাণার মস্তক কোলে লইয়া উচ্চরব করিতেছে। নারীকে কেহ চিনিল না; সধবার চিহ্নস্বরূপ কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিয়াছে। সিন্দুর-বিন্দু প্রবল ধারায় ধৌত হইয়াছে। সকলেই ভাবিতে লাগিল, "কে এ রমণী?" রমণী বলিল, "সৎকারের উদ্যোগ কর,—আমি

সহমৃতা হইব। আমিই আমার স্বামী-বধের কারণ, ইহলোকে তাঁহার পদ-সেবা করি নাই। পরলোকে তাঁহার দাসীর দাসী হইতে চেষ্টা করিব। জানি না—প্রাণনাথ পায়ে রাখিবেন কি না? তাঁহার উদার চরিত্র—এই আমার ভরসা।

দুর্য্যোগ কমিয়াছে। রাজপুত-নিয়ম অনুসারে সৎকার ও অভিষেকের আয়োজন একত্রে হইতে লাগিল। রাণা চিতায় শয়ন করিলেন, উদা সিংহাসনে বসিল। কিন্তু সে বিলাসিনী রমণী কোথায় গিয়াছে। শ্মশান-ভূমে মীরা উপস্থিত। অবিরল রোদন-ধারা বহিতেছে। দূরে মীনা-পরিবেষ্টিত একটী রমণী আসিতে লাগিল। ইনিই রাণার মস্তক নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহার দীন হীন মলিন বেশ নাই। রক্ত-বস্ত্র-পরিহিতা বিচিত্র ভূষণে চতুর্দ্দিক আলোকিত, —কজ্জল-রেখায় চারুনেত্র পরিশোভিত, ললাটে সিন্দুরবিন্দু তরুণ অরুণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মীরাকে দেখিয়া যোড়-করে অভিবাদন করিলেন; বলিলেন,—"দেবি, পতির সহিত আমাকে বিদায় দাও, আশীর্ব্বাদ কর, যেন অনন্ত কাল তাঁহার পদে আমার মতি থাকে। রাণার চরণে প্রণাম করিয়া, ঝালোয়ার-দুহিতা চিতায় প্রবেশ করিলেন, মীরা স্বহস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইতেছে, অগ্নিকণা গগনমণ্ডলে উত্থিত হইয়া করাল জিহ্বা বিস্তার করিতে লাগিল। চিতা নির্ব্বাণ হইলে পর, অস্থি ও ভস্ম মীরা সুবর্ণ-পুটে সংগ্রহ করিলেন। পাত্র সুবর্ণ-ডালায় আবরিত হইল। সুবর্ণ-পুট ভূগর্ভে স্থিত হইয়া তদুপরি সমাধি-মন্দির উত্থিত হইল।

পরিশিষ্ট

এক

পিতৃহন্তা উদা সিংহাসন পাইলেন। যেন পিতৃশোকে বিহ্বল হইয়া পিতৃহন্তাদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন! রাজ্যের যে যে লোক তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল, প্রায় সকলকে ধৃত করিয়া, রাজঘাতী অপরাধে প্রাণদণ্ড দিল। কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক বাজিল, সকলেই নিশ্চিন্ত নাই,—যাহার উপর সন্দেহ হয়, তাহারই প্রাণবধ করে। রাজ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এদিকে মীরাবাঈ পূর্ব্ববৎ হরিনাম করিয়া বেড়ান, তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য, অদ্ভুত প্রতিভা—সকলের উপর তাঁহার প্রেমের আধিপত্য—উদা দিন দিন যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ে পাপ-বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সকলেরই যে, সে ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, উদা তাহা জানে। সদাই আশঙ্কা, কখন রাজ্যচ্যুত হইতে হয়, সদাই ঘাতকের ছুরি চতুষ্পার্শ্বে দেখে। রাণা কুম্ভের কোপে নির্ব্বাসিত উদা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্ল পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাবিপদ উপস্থিত। বিলোলী লোদী তাহার সাহায্য করিতে সাহস করিতেছে না। রাজপুত রাজারা তাঁহাকে রাজপুতনায় প্রবেশ করিতে দিবে না, অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। উদাও মনে মনে জানিত, যবন-হস্তে চিতোর পতিত হইবে, তাহাকে যবন-দাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ঘোর বিপদে উপায় কি? কলুষিত বুদ্ধি—কলুষিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। এ বিপদে একমাত্র উপায়—মীরাবাঈ। মীরা যদি তাঁর পক্ষ হন, মীরা যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলেন, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিবে। রাজপুতনায় মীরার অদ্ভুত প্রভাব! কিন্তু মীরাকে কি রূপে বশীভূত করিবে? পাপান্ধ-চিত্তে হিতাহিত জ্ঞান কিছুই থাকে না। সে যুবা পুরুষ, পূর্ণযৌবনা বিমাতা তাহার বশবর্ত্তিনী হইবে না কেন? কিন্তু নানা উপায়ে যখন সিদ্ধমনোরথ হইল না, তখন তাহার সাতিশয় বিদ্বেষ জন্মিল। রটাইবার চেষ্টা করিল—রাজ্যলোভে মীরা তাহার পতিকে বধ করিয়াছে। রটাইতে লাগিল—মীরা কুলটা, বৈষ্ণব সাজাইয়া পরপুরুষকে গৃহে স্থান দেয়। কুম্ভরাণা তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাওয়াতে মীরার রাণার উপর বিদ্বেষ জন্মে। মীবারের প্রধান দস্যুদ্বয়—অঙ্কা বঙ্কা মীরার বশবর্ত্তী, একবার রাণার বধ-মানসে মীরার সহিত অঙ্কা বঙ্কা রাণার মন্দিরের নিকট আসিয়াছিল, পরে প্রহরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এ সকল গুরুতর

অপরাধ কুম্ভরাণা মীরার অনুরোধে ও তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুশ্চরিত্রার মন পান নাই। দুষ্টা সতত তাহার দস্যুদল লইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিত। সুযোগ পাইয়া রাণাকে বধ করিয়াছে। এই সকল কল্পিত কথা সতর্ক সহচর দ্বারা হাটে বাজারে প্রকাশ করিতে লাগিল। কুজন কুৎসাপ্রিয় ব্যক্তির কাণে কথা প্রবেশ করিল, বাচালের মুখে গল্প রটিল।

ক্রমে রাজপুতনায় সকলেই শুনিল যে, মীরা পতিঘাতিনী। উদা'র পরামর্শে দীক্ষিত পারিষদ-মুখে এই সকল আন্দোলন চলিল। উদা এই সকল কথায় কোপাবিষ্ট হইয়া নিন্দুকদিগকে কারাগারে দিল। কিন্তু ক্রমে কথা এত রাষ্ট্র হইল যে, একটা বিচার না করিলে আর যথার্থ রাজ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। স্থির হইয়া মীরার বিচার করা আবশ্যক। উদা কপটতা সহকারে প্রকাশ করিল যে মীরা নির্দ্দোষী, তাহার আর সন্দেহ নাই। জগৎ সমীপে সেই নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিবে—এই নিমিত্তই বিচার। রাজপুতনায় সমস্ত রাজাদিগকে বিচার সময়ে প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন, এবং নানা স্থান হইতে রাজপ্রতিনিধিগণ আসিতে লাগিল। স্থির হইয়াছে, যে, মীরাবাঈয়ের পরীক্ষা হইবে।

কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণা, বিষ্ণুপ্রেমমগ্না, পরম বৈষ্ণবী মীরা এ সব কিছুই জানে না। যেমন উন্মাদিনীর ন্যায় হরিগুণ-গান করিয়া বেড়ান, সেই রূপ বেড়াইতেছেন। এমন সময়ে বীরেন্দ্র সিংহ আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। মীরা বীরেন্দ্র সিংহকে চিনিলেন, প্রণাম করিয়া বলিলেন—"বাবা, দাসীর নিকট কি প্রয়োজন?" বীরেন্দ্র সিংহ, বলিলেন, "মা পালান, নচেৎ পিতৃহন্তা উদা তোমার প্রাণবধ করিবে।" মীরা হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষতি কি, —যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমি কি রূপে নিবারণ করিব—কোথায় পলাইব—যমরাজের কোথায় অধিকার নাই? ও সকল চিন্তা ছাড়িয়া এস বাপ সব, হরিনাম করি।" পুনর্ব্বার মীরা উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিল। হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র সিংহ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। উদা'র ষড়যন্ত্র সমস্তই জানিয়াছেন, নিশ্চয় মীরার বিপদ, মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত। কেহ কেহ সাক্ষ্য দিবে,—তাহারা মীরার প্রণয়ভাজন; কেহ কেহ সাক্ষ্য দিবে,—মীরার অর্থ পাইয়া, তাহারা রাণাকে বধ করিয়াছে। মীরা কুলটা ও পতিঘাতিনী—ইহার প্রমাণ, উদা'র কলুষিত দরবারে অভাব হইবে না। বীরেন্দ্র সিংহ ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে মীরাকে রক্ষা করিবেন। মীরা যখন বলিয়াছেন, পলাইবেন না, সে কথা কোনরূপে লঙ্ঘন হইবে না, বৈষ্ণবীর দৃঢ়তা তিনি সম্পূর্ণ জানিতেন। একবার ভাবিলেন, অঙ্কা বঙ্কার সাহায্যে তাঁহাকে জোর করিয়া লইয়া পলাইবেন। পরক্ষণেই বুঝিলেন, মীরার সম্মুখে জোর চলিবে না। মীরা নিবারণ করিলে অঙ্কা বঙ্কা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আজ্ঞা পালন করিবে। কি উপায়? বীরেন্দ্র শতবার ভাবিতেছেন, কি উপায় করি? এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক গৈরিক বসন-পরিধানা, একটী শুক পাখীকে হরি নাম শিখাইতে শিখাইতে আসিতেছে। শুক পাখীও 'হরে কৃষ্ণ' নাম পড়িতেছে। বীরেন্দ্র সিংহ দেখিলেন, গৈরিক-বসন-পরিধানা তাঁহার আশ্রয়দাত্রী পিঙ্গলা। পিঙ্গলা হাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চিন্তা করিতেছ?" বীরেন্দ্র সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। পিঙ্গলা কহিল, "চিন্তা কি, আমি উপায় করিব।" বীরেন্দ্র সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া পিঙ্গলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুই

আমরা অনেকক্ষণ সুরদাসের কথা বলি নাই; সুরদাস বৃন্দাবনে গিয়াছেন। মীরাকে দেখিয়া সুরদাসের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কামনেত্রে পিঙ্গলাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু মীরার দেবী-মূর্ত্তি দর্শনে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যছবি তাঁহার চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়াছিল। বিমল সৌন্দর্য্যকিরণ তাহার অন্ধকার-চিত্ত আলোকিত করিল। দিন দিন সৌন্দর্য্য-ছবি যতই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল,—ততই তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিল। হৃদয়ে মাধুরী-স্রোত বহিল—বিমল স্রোতে কামাদি ধৌত

হইয়া গেল। পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়াছিল, এক্ষণে সে চিত্রপট অন্য ভাবে দেখিতে লাগিল। শুনিল—বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের বিহার-স্থান। সৌন্দর্য্যাকৃষ্ট চিত্ত বৃন্দাবনে ধাবিত হইল, কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণলীলা-ভূমির রজে গড়াগড়ি দেয়, যমুনার তীরে বসিয়া কাঁদে। একদিন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, সহসা একজন বৈষ্ণব আসিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিল। বৈষ্ণব-স্পর্শে তাহার দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে লাগিল। অভিভূত উন্মত্ত সুরদাস বিভোর হইয়া গেল। বৃন্দাবনবাসী সনাতন প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। সনাতন প্রভু বাঙ্গালার নবাবের রাজ-মন্ত্রী ছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে বিষয় বিসর্জ্জন করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। সনাতনপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়া সুরদাস তাঁহার সহিত ছায়ার ন্যায় ভ্রমণ করে। একদিন বৈষ্ণব চূড়ামণি বলিলেন, "বাবা, পতিতকে হরিনাম দিও, এই আমার প্রার্থনা।" কথা শুনিবা মাত্র সুরদাসের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিঙ্গলাকে মনে পড়িল। তাহার প্রতি দয়া হইতে লাগিল, —ভাবিল, আহা সে বড় অভাগিনী, তাহাকে আনিয়া বাবাজীর পদতলে ফেলিয়া দিব,—তাহা হইলে তাহার জন্ম সার্থক হইবে। সুরদাস রাজপুতনায় ফিরিয়া আসিল! পিঙ্গলার গৃহে আসিয়া দেখে—পিঙ্গলা গৃহে নাই। সে গৃহে এখন রাজ-অধিকারে। লোক-মুখে শুনিল, পিঙ্গলা মীরার আশ্রিতা। পিঙ্গলাকে খুঁজিতে যাইতেছে, পথিমধ্যে পিঙ্গলার সহিত সাক্ষাৎ। পিঙ্গলা সুরদাসের মুখে সনাতনপ্রভুর কথা শুনিল। সুরদাস পিঙ্গলার অবস্থার কথা শুনিল, এবং পিঙ্গলাও তাহার অবস্থার আদ্যোপান্ত পরিচয় দিল। সহসা পিঙ্গলা বলিল, "সুরদাস, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তুমি কি আমায় পূর্ব্ববৎ ভালবাস?" সুরদাস বলিল, "ঠিক জানি না,—ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহাও ঠিক বুঝি না, কুঞ্জে কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের নয়ন-ভাব দেখিয়া মনে হয়, যে ভালবাসা অনেক দূরের বস্তু, এ জন্মে পাব কি না জানি না। যদি কেহ ভালবাসা দেয়, তাহা হইলে পাওয়া যায়, নতুবা কোন উপায় নাই। ভালবাসা হৃদয়ে আছে বলিয়া বোধ নাই। কিন্তু ভালবাসা যে অদ্ভুত পদার্থ,—তাহা অনুভব হইয়াছে।" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "সত্য, তুমিই ঠিক বুঝিয়াছ, আমিও ক্রমে আভাসে বুঝিতে পারিতেছি, ভালবাসা অতি দুর্লভ পদার্থ, যদি কেহ পায়, তাহার আর কিছু প্রয়োজন হয় না। সুরদাস চলিয়া গেল, পিঙ্গলা বাধা দিল না।

পিঙ্গলা পাখী পড়াইতে পড়াইতে মীরা-বাঈয়ের নিকট যাইতেছিল। পথে বীরেন্দ্র সিংহের সহিত দেখা। বীরেন্দ্র সিংহের নিকট উদা'র দুরভিসন্ধি শুনিয়া দ্রুতপদে মীরা-বাঈয়ের নিকট আসিল। বলিল,—"মা, তুমি হেথায় হরিনাম করিতেছ? পরম বস্তু সনাতন-প্রভুকে দেখিতে যাইবে না?" এই কথা শুনিবা মাত্র মীরা উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"কোথায় কোথায়? চল চল। কোথায় তাঁহার দর্শন পাইব বল? শীঘ্র বলিয়া দাও, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে!" পিঙ্গলা বলিল,—"আমার সঙ্গে আইস।" গণিকা পথ-প্রদর্শিনী, —মীরা একবস্ত্রে বৃন্দাবনে চলিলেন।

তিন

নগরে রাষ্ট্র হইল, মীরা পলাইয়াছে। উদা'র আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ রাজ-দূত মীরার অনুসন্ধানে চলিল। বীরেন্দ্র সিংহ সমস্ত সংবাদ অবগত, মীরা ও পিঙ্গলাকে নগরের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছে, রাজদূত প্রেরিত হইবে—তাহাও অনুভব করিয়াছিল। অঙ্কা, বঙ্কা ও সুজন কসাইকে সমস্ত সংবাদ বলিল। মীরার রক্ষার্থে তাঁহারাও বৃন্দাবনাভিমুখে চলিল। বীরেন্দ্র কয়েকজন অস্ত্রধারী স্বদেশ হইতে আনাইয়াছিল। যাহাতে উদা'র দূত মীরার না সন্ধান পায়, প্রাণপণে সে চেষ্টায় রহিল। নিরাশ্রয় রমণীকে ধরিয়া আনিবার জন্য উদা বেশী লোক পাঠায় নাই। অঙ্কা, বঙ্কা প্রভৃতি সহজেই তাহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিল।

কিন্তু এবার শত শত অশ্বারোহী মীরার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। এ সৈন্য-স্রোত নিবারণে বীরেন্দ্র কোন উপায় পাইলেন না। মীরা যে ধৃত হইয়া রাজপুরে আনীত

হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। বীরেন্দ্র সভয়ে দেখিল, মীরা ও পিঙ্গলা যে পথে গিয়াছে—রাজ-অশ্বারোহীগণ সন্ধান পাইয়া সেই দিকে ছুটিতেছে;—বীরেন্দ্র ফিরিয়া দেখিতে লাগিল,—মীরাকে দেখা যায় কি না। অতি উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্য করিল—অদূরে একটী বৃক্ষতলে মীরা বসিয়া আছেন। অশ্বারোহীরা বায়ুবেগে আসিতেছে। যে বৃক্ষ-তলে মীরা উপবিষ্টা, রাজ-সৈন্য প্রায় সেই-স্থানে উপস্থিত, এমন সময় দেখিল, মীরা—উঠিয়া সেইস্থান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। অশ্বারোহীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান; কিন্তু মীরা তীরবেগে যাইতেছে, বিস্তার প্রান্তর, কিছুদূরে দেখে—আর একটী বৃক্ষ-তলে মীরা বসিয়া,—মীরা যেন ক্লান্ত হইয়া বসিল—এবার যেন অশ্বারোহীরা নিশ্চয় ধরিবে। 'ধর্ ধর্' শব্দ হইতেছে,—এমন সময়ে আবার মীরা ছুটিল, দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী ও মীরা অদৃশ্য হইল। পশ্চাতে আবার অশ্বপদ-ধ্বনি, সর্ব্বনাশ!—অদূরে বৃক্ষমূলে আবার মীরা উপবিষ্টা!—কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল? অশ্বারোহীরা 'ওই ওই' বলিয়া আসিতেছে। মীরার নিকটবর্তী হইল, মীরা ছুটিল। দেখিতে দেখিতে এ দল ও মীরা আর দৃষ্টি-গোচর রহিল না। বীরেন্দ্র ভাবিল, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। বীরেন্দ্র যদিচ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি অশ্ব-পদচিহ্ন অনুসরণে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া যেন 'হরিধ্বনি কর্ণ-কুহরে আসিল। মীরার কণ্ঠস্বর অনুভব হইল। কিন্তু যে দিকে মীরা ছুটিয়াছিল, সে দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে না। কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া মীরা ও পিঙ্গলা ধীরপদে চলিল। মীরা উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতেছেন, অঙ্কা, বঙ্কা ও সুজন তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। বীরেন্দ্র সিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

বীরেন্দ্র সিংহ ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। মীরাকে নিরাপদ দেখিয়া তাহার মন কতকটা স্থির হইল। একটু তন্দ্রা আসিল। স্বপ্নে—দেখে, কিশোরী তাঁহার নিকট আসিয়াছে। ব্যগ্র হইয়া বলিতেছে—"বীরেন্দ্র উঠ উঠ, মীরাকে বাঁচাও—এই অঙ্গুরী লও, দূরে পূর্ব্বদিকে ঐ যে একটী কুটীর দেখিতেছ—ঐখানে একজন মীনা বাস করে, তাহাকে এই অঙ্গুরী দেখাইলে, তুমি যাহা বলিবে—শুনিবে। মীরাকে রক্ষা করিতে বলিও। তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কোন রূপে রক্ষা করিতে পারিবে না। নিদ্রাভঙ্গে বীরেন্দ্র-সিংহ দেখিলেন, রাণাকুম্ভের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী তাঁহার হস্তে। কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া জড়ের ন্যায় ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

[অসম্পূর্ণ]

লীলা

[উপন্যাস]

প্রাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকালে একবার ক্রিশ্চান হইতে যান, আত্মীয়েরা মিসন হাউস হইতে ফিরাইয়া আনেন। তদবধি তাঁহারা একরূপ একঘরে হইয়াছিলেন। অবশ্য যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট গলবস্ত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া ভোজ দিয়া, ব্যক্তি-বিশেষকে ঋণ দিয়া চেষ্টা করা হইত, তাহাতে সম্ভবতঃ সমাজে ঠেলা থাকিতেন না। কিন্তু প্রাণকুমারের বাপের সেরূপ সঙ্গতিও ছিল না এবং সমাজে উঠিবার জন্য বিশেষ আগ্রহেরও অভাব ছিল। যাঁহারা প্রথমে ইংরাজী পড়িয়া Young Bengal বলিয়া পরিচিত হন, প্রাণকুমারের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুয়ানি রাখিতে হয়—রাখিতেন, পরিচয় ছিল হিন্দু কিন্তু অন্তরে সকল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম—কপটচারী ব্রাহ্মণের গঠিত, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়-রূপে অঙ্কিত হয়। পুত্র প্রাণকুমার একবার অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর পিতৃ-উপদেশ তিনিও বুঝিয়াছিলেন, মরিলেই ফুরায়, ঈশ্বর কল্পনা মাত্র। বিদ্যাচর্চ্চা করো, অর্থ উপার্জ্জন করো, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, এই মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃ-বিয়োগের পর তিনি যখন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে কার্য্য আরম্ভ হইল—যে অচিরে ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থের অধিকারী হন।

এখন আর পল্লীর লোক তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন না; কিন্তু সকলকে তিনি একপ্রকার একঘরে করিয়া রাখিলেন। যেরূপ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, রাজদরবারেও তাঁহার সেইরূপ সম্মান। রাজপুরুষদের ভোজ তাঁহার বাটীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া। সুতরাং অনেকেই তাঁহার প্রত্যাশাপন্ন হইল। তিনিও মধ্যে মধ্যে এর ওর চাকরী করিয়া দিলেন, কখনও বা কাহাকে কিছু সাহায্য করিতেন; ক্রমে তিনি সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেন। ইংরাজী বিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতেন; লেক্‌চারে তাঁহার বড় যশ। বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ রহিত, জাতিভেদ রহিত, স্ত্রীশিক্ষা—স্বাধীনতা—এই সমস্ত তাঁহার লেক্‌চারের বিষয় ছিল। কেবল লেক্‌চার দিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। উপর্য্যুপরি তাঁহার দুইটি কন্যা হয়, তাহাদের শিক্ষিত করিয়াছিলেন ও বায়ুসেবনের নিমিত্ত ফেটিনে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আনিতেন। কেবল তাঁহার গৃহিণী সভ্যা হইতে পারেন নাই,—কুসংস্কার যায় না ভাবিয়া—প্রাণকুমার ক্ষান্ত থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। দুইটি কন্যার পর নয় বৎসর আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই, নয় বৎসর পরে দৈবাধীন আর একটি কন্যা জন্মিল। এদিকে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার অবিবাহিতা অবস্থাতেই স্ত্রীচিহ্ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—গৃহিণীর নিতান্ত অনু-রোধে পাত্র খুঁজিতে বাধ্য হইলেন, নচেৎ এখনও বিবাহ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু কুৎসিত প্রথামত বিবাহ দেওয়া হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে বর-কণে পরস্পর পরিচিত হওয়া উচিত। বাপ-মা ধরিয়া বিবাহ দিলে যোগ্য পাত্রে যোগ্য স্ত্রী হয় না, যেমন তাঁহার হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ সভ্য, তাঁহার স্ত্রী সম্পূর্ণ অসভ্যা,—এই কুৎসিত প্রথানু-সারে অনেক সময়েই যোগ্যা রমণী উপযুক্ত স্বামী পায় না। বাপ-মা ধরিয়া বিবাহ দেয়, তাহাতে মনোনীত বর পছন্দ করিয়া লইবার অবকাশ পায় না, সুতরাং কোন হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া দুঃখ পায়। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের এরূপ যন্ত্রণা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। তিনি সেইজন্য কতকগুলি যুবা পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাত্রে একত্রে ভোজন করিতেন, কন্যাদ্বয়ও বাপের সঙ্গে বসিয়া টেবিলে খাইত। এইরূপে যুবতীদ্বয়

যুবকবৃন্দের সহিত একত্রে আলাপ করিবার সুযোগ পাইত। নানা বিষয় তর্কবিতর্ক হইত। যুবকবৃন্দ শিক্ষিত, যুবতীদ্বয়ও শিক্ষিতা, যে বর মনোনীত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে।

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত একটি যুবা প্রাণকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিমিত্ত মনোনীত হইল। যুবক অতি ধীর অতি শান্ত, কোনরূপ দোষের ছায়াও তাহাতে স্পর্শে নাই। যদিচ পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীতে পাশ হয় নাই, কিন্তু বিদ্যার প্রকৃত গভীরতা তাহাতে জন্মিয়াছে। সেই গভীরতাই নিম্নশ্রেণীতে পাশ হইবার কারণ। কেননা, এক প্রকার বুদ্ধিহীন পরীক্ষকেরা অন্যান্য ছাত্রের মৌলিকতাশূন্য উত্তর পুস্তকের সহিত মিলাইয়া অধিক নম্বর দেয়। এ যুবার প্রত্যেক উত্তরেই মৌলিকতা তাহা শিক্ষকের কঠিন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ক্রমে আনন্দের সহিত দেখিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যাও ঐ যুবার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়া কন্যারও তাঁহার মনোনীত পাত্রের প্রতি অনুরাগ দেখিলেন। ক্রমে যুবাদ্বয় কন্যাদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় ফিরিতে লাগিল। প্রেমের তো সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধুমধামের সহিত দুই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। উভয় প্রায় নিঃস্ব, তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, দুই জামাতার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক প্রদান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার অলঙ্কারও প্রায় বিশ হাজার টাকা। অবশ্য জামাতার সম্পত্তি নয়, কন্যার সম্পত্তি বলিয়া লেখা-পড়া করিয়া দিলেন।

প্রাণকুমার মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্তে কুসংস্কারের ভিত্তি উৎপাটিত হইবে। কিন্তু কুসংস্কার বড় দৃঢ়মূল, এ দৃষ্টান্তে তাহা উৎপাটিত না হইয়া মূলের দৃঢ়তার অধিকতর প্রমাণ করিল। তাঁহার সংস্কার যে ভিত্তিশূন্য, তাহা তিনি ধীরে ধীরে বুঝিতে লাগিলেন। অচিরে বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কন্যা-দ্বয়ও বুঝিতে পারিল যে, যে পাত্রেরা বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা চলিয়া গেলে বুক পাতিয়া দিতে পারিত, এখন তাহাদের সহিত গভীর রাত্রে একবার সাক্ষাৎ হয়, কোন দিন বা হয় না, অনেক দিন বন্ধুর বাড়ী ভোজে রাত্রি প্রভাত করিয়া আসেন। নিত্য টাকার প্রয়োজন, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যা যখন গর্ভবতী, স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে পিত্রালয়ে আসিতে বাধ্য হইল। প্রাণকুমারের গৃহিণী অবস্থা শুনিয়া বুঝিলেন যে, কোন প্রতারক প্রেমের ভাণে অর্থলোভে কন্যার মন ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বেস্যাসক্ত মাতাল, শিষ্ট-শান্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রাণকুমারের চক্ষু অন্ধ করিয়াছিল। হৃদিভঙ্গে সূতিকাগারে জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইল। ইহার পরও দ্বিতীয়া কন্যাও নিঃস্ব অবস্থায় উন্মাদরোগ প্রাপ্ত হইয়া পিত্রালয়ে স্থান পাইল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর তাহারও মৃত্যু হইল।

যে সময় উক্ত কন্যাদ্বয়ের কোর্টসিপ চলিতেছিল, তখন তৃতীয়া কন্যা লীলা বালিকা। তাহার ভগিনীদ্বয় দুইটি যুবার দ্বারা কিরূপে আরাধিত হইত, তাহা দেখিয়াছিল। পরে তাহাদের প্রতি অনাস্থা, হৃদিভঙ্গে উভয় ভগ্নীর মৃত্যু, লীলার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। এই সময়ে তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। একদিন সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, লীলাকে শয্যায় বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"লীলা, আমার মৃত্যু নিকট, এই মৃত্যুশয্যায় আমার নিকট একটি শপথ করো। তুমি কখনও বিবাহ করিও না।" লীলারও মনে বহুদিন হইতে সেই সঙ্কল্প উঠিতেছিল। পিতার নিকট শপথ করিল।

প্রাণকুমারের মৃত্যু হইল। সম্পত্তিতে তাঁহার স্ত্রীর জীবনসত্ত্ব, পরে সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার। তাঁহার স্ত্রী পরম পবিত্রা ছিলেন, হিন্দুর গৃহে যেরূপ থাকা উচিত, সেইরূপ। তিনি লীলার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করায় লীলা তাঁহার শপথের কথা বলিল। এবং ইহাও প্রকাশ করিল যে, যদি তিনি পিতার নিকট সত্যে বদ্ধ না থাকিতেন, তথাপি তিনি বিবাহ করিতেন না। পুরুষ অতি কপট, তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে। এই সংস্কার দূর করিবার জন্য তাঁহার মাতা বিশেষ বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন, সংসার প্রেমেই চলিতেছে, দুই একটি বিপরীত

দৃষ্টান্তে প্রেমহীন সংসার ধারণা করা অনুচিত। লতা যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, বনিতাও সেইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। সংসার প্রলোভনময়, বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মনষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যা কিছুতেই বোঝে না। শোকে তাপে লীলার মাতা জীর্ণা হইয়াছিলেন। কন্যার এরূপ দৃঢ়পণে ও নানা দুশ্চিন্তায় তিনিও মৃত্যুশয্যায় পতিতা। মুমূর্ষু অবস্থায় শুশ্রূষারত কন্যাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত শুশ্রূষা করো, কিন্তু যদি তুমি অবিবাহিতা অবস্থায় থাকো, মৃত্যুর পরও আমার যন্ত্রণা দূর হইবে না।" লীলা বলিলেন, "মা, আমি বিবাহ করিব।" দুই এক দিনেই লীলার জননী, যথায় কর্ত্তব্য-পরায়ণা সাধ্বীরা অবস্থান করেন, সেই লোকেই গমন করিলেন। শ্রাদ্ধাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল।

এখন লীলা স্বাধীনা। যেরূপ সুশিক্ষিতা বিষয়কর্ম্মেও সেইরূপ নিপুণা ছিলেন। সম্পত্তি রক্ষণেও সম্পূর্ণ পারক। কিন্তু এক প্রবল চিন্তা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পিতা ও মাতার নিকট তিনি বিপরীত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত। পিতৃবাক্য রক্ষা করার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। তিনি পুরুষকে ঘৃণা করেন। ভগ্নিদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি সকল পুরুষকেই কপট বলিয়া জানেন। এইরূপ কপটাচারিগণকে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্য হইল।

তিনি এক সুন্দর উপবন প্রস্তুত করিলেন, কৃত্রিম পর্ব্বত, কৃত্রিম নির্ঝর শোভিত দেশী-বিদেশী পুষ্প, শীতোষ্ণপ্রদেশ হইতে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি, নানাদেশ হইতে যে সকল ব্যক্তি উপবন প্রস্তুতে নিপুণ, তাহারা তাঁহার কার্য্য করিতে লাগিল। নাম 'নন্দন-কানন' রাখিলেন। আবার সেই উপবনে নানাবিধ পক্ষী, নানাবিধ জীবজন্তু পালিত হইতে লাগিল। মধ্যে সুন্দর অট্টালিকা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্যে শোভিত। যে বস্তু যথায় রাখিলে নয়নসুখকর হয়, কলাবিদ্যায় যতপ্রকার শোভা বর্দ্ধিত হইতে পারে, অট্টালিকা সেই শোভার আধার হইল। ভোগের নিমিত্ত যে যে বস্তুর প্রয়োজন, সকলই সেই ভবনে রহিল। অট্টালিকা সুন্দর, উপবন সুন্দর, লীলা সুন্দরী, সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা। নানা সুন্দর যানে সুসজ্জিতা হইয়া সহচরীর সঙ্গে নানা স্থানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন, যুবকবৃন্দের প্রাণ চমকিত। সতীশ, যতীশ, শিরীশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, গগন, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি যুবকবৃন্দ—সকলেরই মনে মনে কল্পনা, কিরূপে এ সুন্দরী আয়ত্তাধীন হইবে। লীলার সহিত আলাপ করিবার উপায় অতি সহজ, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অনায়াসে যাওয়া যায়, বেশভূষা করিয়া তথায় গেলে সুন্দরী পরিচারিকা আসিয়া অভ্যর্থনা করে। কখন লীলার সহিতও দেখা হয়। ক্রমে কোন কোন ধনাঢ্য যুবার সহিতও আলাপ হইল। লীলা গান করেন, যন্ত্র বাজান—তাহাও শুনিবার সুযোগ হইল। ধীরে ধীরে যেন এক-প্রকার হৃদ্যতা জন্মিল। হাস্য-পরিহাসও চলিতে লাগল। সতীশ নামে একজন যুবক প্রেমকথা কহিবারও সুযোগ পাইলেন। আকার-ইঙ্গিতে তিনি অনেক দিন মনের জ্বালা ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ একাকী পাইয়া কথায় তাহা প্রকাশ করিলেন। এদিক ওদিক, একথা সেকথার পর বলিলেন, "লীলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" লীলা উত্তর করিলেন, "বটে, এ আমার সৌভাগ্য। আমার তো আপনার কেহই নাই, আমার ভালবাসিবার তো জগতে কাহাকেও দেখি না। আপনার ন্যায় ব্যক্তি যে আমায় ভালবাসেন, ইহাতে আমি পরম বাধিত।" অতি মধুর স্বরে, মধুর ভঙ্গীতে উত্তর প্রদত্ত হইল, কিন্তু যে ভাবের উত্তর যুবক প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সে ভাবের উত্তর নয়। যুবা পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বিশ্বাস করো লীলা, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তুমি বিশ্বাস করো।"

লীলা। শপথের প্রয়োজন কি? আপনি ভদ্রলোক, কেন আমায় মিথ্যা বলিবেন?

সতীশ। তবে—

লীলা। তবে আর কি?

সতীশ। তুমি কি আমায় একটু ভাল-বাসিতে পারিবে?

লীলা। আমি তো মনে করি ভালবাসি, নচেৎ কেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব, কেন আপনার সহিত একত্রে বসিয়া কথোপ-কথন করিব?

সতীশ। তবে কি আমি আশা করিতে পারি, একদিন তুমি আমার হইবে? আমি কি পৃথিবীতে স্বর্গ পাইব?

লীলা। বুঝাইয়া বলুন, আপনার হইব কি? আপনার হওয়া কাকে বলে? আপনিই বা স্বর্গ পাইবেন কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সতীশ। লীলা, তুমি কি আমার প্রাণের আবেগ বুঝিতে পারিতেছ না?

লীলা। মনের আবেগ তো আপনি আমায় জানাইয়াছেন, আপনি আমায় ভালবাসেন।

সতীশ। তুমি কি সত্যই বুঝিয়াছ—আমি ভালবাসি?

লীলা। কেন বুঝিব না, এ তো বুঝা কঠিন নয়।

সতীশ। তবে তুমি আমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ করো, তুমি আমার হও।

লীলা। ভালবাসেন তো ভাল, এতে আবার অন্তর্জ্বালা কি?

সতীশ। লীলা, আমার প্রাণ রাখ, আমায় বিবাহ করো। এই বলিয়া সতীশ লীলাব চরণ ধরিতে আসিতেছিলেন, লীলা সত্বর সরিয়া গিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, 'এই জন্য শপথ করিয়া বলিতেছিলেন, 'ভালবাসি'! এই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, 'বিশ্বাস করো ভালবাসি'! এখন বুঝিলাম, আপনি ভাল-বাসেন না।"

সতীশ। কেন, কেন,—কি হইলে বুঝিবে —আমি ভালবাসি।

লীলা। আপনি যে ভালবাসেন না, আপনার কথাই তার প্রমাণ। আপনি ভালবাসেন না, বাঁদী করিতে চান। স্বাধীন আছি, আপনার অধীন করিতে চান। যদি সত্য ভালবাসিতেন, আমার ভালতেই আপনার ভাল হইত। আমি যাহাতে সুখী হই সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। আপনার ভালবাসা নয়—পাশবীয় পিপাসা!

লীলা প্রস্থান করিলেন, যুবা বাক্‌হীন হইয়া দণ্ডায়মান। লীলার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে ভাবিলেন, কেহ কি লীলাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী মৃত, তাঁহার ভালবাসার পাত্রী অপর স্থানে ছিল! তিনি স্বার্থপর, লীলাকে বিবাহ করিলে তাহার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, এই জন্য তাঁহার প্রেমের প্রস্তাব! লীলা ইহা কিরূপে বুঝিল। নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন, কতকটা উপেক্ষা সহ্য করিয়াও দুই এক দিন লীলার নিকট আসা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে লীলার ভাব দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

সকলে দেখিতে লাগিল, যদি লীলার কাহারও উপর টান থাকে তো ধীরেন্দ্রের উপর। ধীরেন্দ্র সুপুরুষ, সুরসিক, সঙ্গীতবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী ও ধনবান। সে যখন লীলার বাটীতে আসে, ধীরেন্দ্র ও লীলা একত্রে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছে দেখিতে পায়। উদ্যান ভ্রমণের সময় কখনও কখনও লীলার পশ্চাতে ধীরেন্দ্র, কখনও ধীরেন্দ্রের পশ্চাতে লীলা, যুবক-যুবতী যেন পবস্পর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চায় না। ধীরেন্দ্রের সৌভাগ্যে অনেক যুবাই ঈর্ষ্যান্বিত। ধীবেন্দ্রও মনে মনে গর্ব্বিত। ধীরেন্দ্র ভাবিতেন, আমি অগ্রে কোন কথা বলিব না, লীলা আরও অগ্রসর হোক। যাবে কোথা,—আজ না হয় কাল—লীলা তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইবে। দিন গেল, কিন্তু লীলা আর এক পদও অগ্রসর নয়। ধীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহা রমণীর সহজাত লজ্জা, তিনি প্রস্তাব করিবেন।

পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইয়াছে, পুষ্পগন্ধে উপবন আমোদিত, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীর তান উঠিতেছে। লীলার সহিত ধীরেন্দ্র কোন নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া আছেন। ধীরেন্দ্র যেন অন্যমন, লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এ ভাব কেন? স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়াছে না কি?" ধীরেন্দ্র যেন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি কি আমার হৃদয়াগ্নিতে

ঘৃতাহুতি দিবার নিমিত্ত এ কথা বলিলে?" লীলা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন, যদি আমার কথায় আঘাত পাইয়া থাকেন, মার্জ্জনা করুন। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি।" ধীরেন্দ্র উত্তর করিলেন,— "লীলা, তোমার কথায় আমার আরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি কি সত্যই আমার কি যন্ত্রণা জানো না? আমি যে অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারো নাই?"

লীলা। আমি কিরূপে জানিব, আপনি তো কখনও আমায় বলেন নাই? আপনি আসেন, আমোদ করেন, গানবাজনা করেন, আপনার যে কোন অসুখের কারণ আছে, তাহা কিরূপে জানিব?

ধীরেন্দ্র। লীলা, তুমি অতি কঠিনা!

লীলা। কেন মহাশয়! কি করিলাম, যদ্যপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করুন, আমি পুনরায় মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যাকুল ভাবে ধীরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,— "লীলা, লীলা, তুমি কি সত্যই জান না—যে তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্যে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যতক্ষণ তোমার নিকট থাকি, ততক্ষণ সমস্ত সংসার আলোকময়, তুমি নিকটে না থাকিলে ঘোর তমাচ্ছন্ন হই। ভাবিয়াছিলাম, তুমি একদিন আমার মনোভাব বুঝিবে। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহানুভূতি পাইব, তুমি আমায় দয়া করিবে। কিন্তু এত-দিনে যে তুমি আমার মনোভাব বুঝ নাই, এ অপেক্ষা আমার মনোবেদনার কারণ কি অধিক হইতে পারে।" লীলা গাত্রোত্থান করিয়া বলি-লেন, "ধীরেন্দ্রবাবু, এতদিনে আমার চক্ষু খুলিল, এত দিন আমার সহিত আপনার আলাপ, আমার প্রতি যত্ন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম। আপনার মনোবেদনা, আমি আপনার উপপত্নী হই নাই। আপনি প্রতারক, বিবাহিতা স্ত্রী আছেন, আমার সহিত প্রেমকথা কহিতে-ছেন। আপনি একজন অবলার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত নন, অপর একজনের সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন। আপনার সহিত আলাপ রাখিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া লীলা প্রস্থান করিল। যেরূপ রুষ্টস্বরে লীলা কথা কহিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরেন্দ্র আর লীলার বাটীতে যাইতে সাহস করিলেন না।

গগন নামে যুবা বিবাহ করেন নাই, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ফুলে ফুলে মধুপান করিবেন। খুব সৌখীন,—খুব রসিক, লীলাকে প্রেম জানাইয়া বলিলেন,—"একি দারুণ শৃঙ্খলে আমায় আবন্ধ করিয়াছ? আমি চিরজীবনের জন্য তোমার ক্রীতদাস। আমায় চরণে স্থান দাও।" যুবা লীলার কঠিন পায়ে স্থান পাইলেন না।

কেহ লীলাকে না পাইলে দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন, কেহ আত্মহত্যা করিবেন, কিন্তু স্বাধীন লীলা, যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার নিমিত্ত স্বাধীনতা দিলেন। দেশান্তরে যাইবার নিমিত্ত বা আত্মহত্যা করিতে বাধা প্রদান করিলেন না।

অনেক যুবাই পরীক্ষিত হইল। কিন্তু বেণীমাধব নামে এক যুবা, তাঁহার আজও পরীক্ষা হয় নাই। যুবা সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অতি সুপুরুষ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার অকৃত্রিম দয়ার প্রশংসা ঘরে ঘরে, তাঁহার সকল প্রকার সখ—গাওনা বাজনার সখ, কবিতার সখ, পাখীর সখ; ফুলের সখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লীলার সহিত লীলার উপবনে ফুল লইয়াই কথাবার্ত্তা হইত, কখনও কোন ফুলগাছে কলম করিয়া লইতে অনুমতি চাহিতেন, লীলার আপত্তি ছিল না। আবার তিনি এমন ফুলের চারা লীলাকে দিতেন যে, লীলার বহু অর্থে সংগৃহীত উপবনে সে ফুলের চারা নাই। তিনি অদ্ভুত বিদ্যাবলে এরূপ ফুল ফুটাইতেন যে, তাহা নূতন ফুল বলিয়া গণ্য হইত। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তিনি অসামান্য ব্যক্তি। কখনও কোন উৎকৃষ্ট গায়ক আসিলে, লীলার বাগানে আসিয়া লীলাকে গান শুনাইয়া যাইতেন। কবিতা বা রচনা করিলে, তাহাও শুনাইতেন। দরিদ্রের অবস্থা লইয়া লীলার সহিত কথাবার্ত্তা হইত। কিন্তু লীলা বিস্তর সুযোগ দিয়া দেখিলেন যে, আকার-ইঙ্গিতে বা কথায় বেণীমাধব প্রেম প্রকাশ করেন নাই; বরং একত্রে কিয়ৎক্ষণ বসিলেই বাহিরে আসিতে চাহিতেন, যেন লীলার সহিত এক-

সঙ্গে তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন না। বরং সুরো নামে লীলার একজন পরিচারিকা ছিল, তাহার সহিত বেণীমাধব গোপনে কখনও কখনও দু'একটা কথা কহিতেন। বেণীমাধবের ভাব লীলা কিছুই বুঝিতে পারেন না। বেণীমাধব অবিবাহিত, কিন্তু তাঁহার শত্রুর মুখেও কোন নিন্দা নাই। যত দিন যায়, বেণীমাধবের চরিত্রে লীলা ততই বিস্মিত।

সুরো লীলার বাল্যসখী। নাম সুরবালা, —আদর করিয়া লীলার মা সুরো বলিতেন। সুরোর ঠাকুরদাদা ও লীলার ঠাকুরদাদা জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভাই ছিলেন, কলিকাতায় এক পাড়ায় বাস। সুরোর পিতা সুরোর ঠাকুরদাদা জীবিত থাকিতেই পরলোকগত হন। কন্যার সমবয়সী দেখিয়া লীলার মাতা একপ্রকার সুরোকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুরোর দুই তিন-বার বিবাহের কথা উত্থাপিত হয়; কিন্তু এক-বার পিতৃবিয়োগ, একবার মাতৃবিয়োগ এবং একবার ঠাকুরদাদার গঙ্গালাভ হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। লীলার মাতার মৃত্যুসময়ে সুরোর ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। তদবধি লীলা সুরোকে ভগ্নীর ন্যায় আদর করিয়া নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলেন। লীলার দৃষ্টান্তে সুরোরও বিবাহে বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু লীলার ন্যায় বিদ্বেষ দৃঢ়মূল নয়। লীলা যখন পুরুষ-জাতিকে শঠ, কপট, লম্পট বলিয়া গালি দিতেন, সুরো কখনও কখনও তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত,—"সকল পুরুষ ওরূপ হইলে কি সংসার চলিত?" লীলা সুরোর মন পরীক্ষা করিতে বলিতেন,—"তবে তুমি কেন বিবাহ কর না?" সুরো বলিত,—"না দিদি, আমি তোমার ছোট ভগ্নী, তোমার চির-সঙ্গিনী, তোমার দাসী।" কথা শুনিয়া লীলা "তুমি আমার আদরের ভগ্নী!" বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন দিতেন।

লীলা দেখেন, দিন দিন বেণীমাধবের সহিত সুরোর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে। উভয়েই যেন উভয়কে অনুসন্ধান করে। বেণী-মাধবের মুখে সুরোর কথা, সুরোর মুখে বেণীমাধবের কথা অনেক সময়েই উত্থাপিত হয়। ক্রমে লীলার মনে ধারণা হইল যে, উহাদের পরস্পরের অনুরাগ জন্মিয়াছে। এক-দিন সুরোকে বিরলে লইয়া গিয়া একথা ওকথা তুলিয়া পরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরো, তুই আমায় প্রকাশ করিয়া বল্, তুই কি বেণীমাধবকে ভালবাসিস্?" সুরো বলিল,—"হ্যাঁ।" লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে?" এ কথা শুনিয়া সুরো উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিল,—"তোমার কি মনে ধারণা হইয়াছে যে, আমরা গোপনে প্রেমকথা কহি?" লীলা অকপটে বলিলেন,—"হ্যাঁ—আমার এই-রূপ ধারণা হইয়াছে বটে।" সুরো বলিল,—"তবে দেখিবে এসো, তোমার সংস্কার দূর হইবে।" সুরো লীলাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া একখানা ছবি হইতে কারুকার্য্যখচিত রেসমের আবরণ উন্মুক্ত করিল। লীলা দেখিলেন সে ছবি তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি, আমারই ছবি?" সুরো বলিল,—"হ্যাঁ।"

লীলা। ইহাতে আমি কি বুঝিব?

সুরো। আমার ছবি আঁকিবার বড় সখ।

লীলা। ভাল, তারপর?

সুরো। এইখানি আমার আদর্শ, এই দেখিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিতেছি।

লীলা। এ আদর্শ কোথায় পাইলে?

সুরো। বেণীবাবু দিয়াছেন।

লীলা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখি, তুমি কিরূপ আঁকিয়াছ?"

সুরো। এখন দেখাইব না।

লীলা। কেন?

সুরো। বেণীবাবু বলিলেন, এখনও ঠিক হয় নাই। বেণীবাবু যতদিন 'ঠিক হইয়াছে' না বলেন, ততদিন আমি কাহাকেও দেখাইব না।

লীলা। কতদিনে ঠিক হইবে?

সুরো। বেণীবাবু বলেন,— অনেকটা হইয়াছে, চোখের ভাব আনিতে পারিলেই ঠিক হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহা আনা কঠিন।

লীলা। আমার ছবি লইয়াই কি তোমরা বিরলে কথাবার্ত্তা কও?

সুরো। নচেৎ আমার সহিত গোপনে অন্যের আর কি কথাবার্ত্তা আছে?

লীলা। এ ছবি কে আঁকিয়াছে জান? বেণীবাবু কি?

সুরো। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বেণীবাবু বলেন, না, তাঁহার এক বন্ধু আঁকিয়াছেন।

লীলা আর কিছু বলিলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে নানা কথা উদয় হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, —কে এ ছবি আঁকিয়াছে? বেণীবাবু যে চিত্র-নিপুণ, তাহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ বেণীবাবুই আঁকিয়াছেন; কিন্তু কিরূপে আঁকিলেন, তাঁহার ফটোগ্রাফ নাই, প্রতিমূর্ত্তি নাই, কখনও ছবি আঁকিবেন বলিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধও করেন নাই। হঠাৎ মনে হইল, বেণীবাবু কি আমায় ভালবাসেন! সেদিন লীলা বেণীবাবুর কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বেণীবাবু বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু ছবি আঁকিয়াছেন, এ কি মিথ্যা কথা? যদি সত্য হয়—কে সে বন্ধু? সেদিন কিছুই মীমাংসা হইল না। ভাবিলেন, বেণীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিব।

পরদিন বেণীবাবু আসিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইল। সুরোকেই তত্ত্ব লইতে বলিলেন। সুরো যদিচ বেণীবাবুর নিকট শুনিয়াছিল, যে বেণীবাবুর বন্ধু আঁকিয়াছে, কিন্তু তাহার ধারণা অন্যমত। বেণীবাবু আঁকিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস। সুরো বলিল,—"জিজ্ঞাসা কি করিব? বেণীবাবুই ছবি আঁকিয়াছেন।" লীলা বলিলেন, —"কি রূপে আঁকিলেন?" সুরো উত্তর দিল, —"দিদি! তুমি এত জান, কিন্তু যে আঁকিতে জানে, সে তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি আঁকিতে পারে, ইহা জান না? তুমি কি এত দিনে বোঝ নাই যে, তুমি বেণীবাবুর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছ। যে মুখের ভাব আমি এত দিন তোমার নিকট থাকিয়া লক্ষ্য করি নাই, যে চক্ষের চাহনি আমি এত দিন বুঝি নাই, বেণীবাবু কয়দিন আসিয়া তাহা আমায় বুঝাইয়া দিলেন। বেণীবাবু তোমায় ভালবাসেন, একথা কেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না! আমার মনে হয়, তুমি চলিয়া গেলে বেণীবাবু তোমার পদচিহ্ন চুম্বন করিতে প্রয়াস পান।" লীলা বলিলেন,—"ও কথা রাখ্, তুই বড় বাচাল হইয়াছিস্।" কিন্তু সুরো অপেক্ষা তাঁহার মন অধিক বাচাল হইয়া উঠিল। বেণীবাবুর ব্যবহার তিনি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেণীবাবুর প্রতি কার্য্যে তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হইল। যাহা তাঁহার সন্তোষজনক, বেণীবাবু তাহা প্রাণপণে করেন। কি তাঁহার প্রিয় সকলই বেণীবাবু যত্ন করিয়া জানিয়াছেন। লীলা ভাবিলেন, এও কি পুরুষের কপটতা?

সেদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত লীলার নিদ্রা হইল না। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, বিবাহ করিবেন না। মাতার নিকট বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত, এই কথা পুনঃ পুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। নিদ্রা না হওয়ায় শয্যা ত্যাগ করিলেন; বাহিরে আসিলেন, বায়ু সেবনের নিমিত্ত বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের একদিকে গেলেন,—অকস্মাৎ তথায় কে? এ কি—বেণীবাবু যে! চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "এ কি, বেণীবাবু এখানে?" বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, আমি একটি সুন্দর ফুলের চারা আনিয়াছি,—তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোপণ করিতে হয় এবং অরুণোদয়ের পরই ছায়ায় রাখা প্রয়োজন, এই জন্য আমি কল্য রাত্রে যাইবার সময়ে দ্বারবানকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বহু প্রত্যুষে আসিব। দারোয়ান সেই মত ফাটক খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আপনি এ সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগানে আসিয়াছেন কেন?" লীলা বলিলেন, —"সে তো ভালই হইয়াছে, এ সময় আপনি তো আসেন না। আসুন না! অরুণ উদয় দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তা কহি।"

নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। প্রভাত-শোভা, ফুলের কথা, পাখীর গানের এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বেণীবাবু, আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?" বেণীবাবু বলিলেন,—"মার্জ্জনা করুন, ও কথা থাক।" লীলা বলিলেন,—"আপনাকে বলিতেই হইবে। আমি কেন বিবাহ করি নাই, আপনাকে বলিব।" বেণীবাবু বলিলেন,—"যদি নিতান্তই শুনিবেন, শুনুন,—আমার দুই ভাই ছিল, উভয়েই সুন্দরী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হইয়া হৃদিভঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।"

বেণীবাবু চুপ করিলেন। লীলা বলিলেন,—"আমি কেন বিবাহ করি নাই—শুনিবেন?"

বেণী। আপনি তো বলিতে প্রতিশ্রুত।

লীলা। আমি উভয় সংকটে পড়িয়াছি। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত, বিবাহ করিব না, মাতার নিকট বিবাহ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি। আমি ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিবা-রাত্র চিন্তা করি।

বেণী। কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই?

লীলা। না।

বেণী। চিন্তাই করিয়াছেন। স্থির করিবার চেষ্টা করিলে করিতে পারিতেন।

লীলা। কি রূপে?

বেণী। অবশ্যই কোন বিশেষ কারণবশতঃ আপনার পিতা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। বোধহয় স্বামীভাবে পুরুষের সহিত আলাপ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু আপনার মাতা সংসারের নিয়মানুসারে আপনাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় অনায়াসে উপায় করিতে পারেন।

লীলা। কিরূপ?

বেণী। সহজ উপায়। বিবাহ করিলে মাতৃআজ্ঞা পালন হইবে, কিন্তু এমন সর্ত্ত করিয়া কোন দীন ব্যক্তিকে বিবাহ করুন, যে সে বিবাহ করিয়া কিছু টাকা লইয়া যাইবে। লিখিয়া দিবে, আপনার সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলেই উভয় দিক বজায় রহিল।

লীলা হাসিয়া বলিলেন,—"এরূপ দীন ব্যক্তি কোথায় পাইব?"

বেণী। কেন, আমি ঘটককে বলিয়া এরূপ ব্যক্তি সহজেই জোগাড় করিয়া দিতে পারিব। কুলের কোনও কলঙ্ক হইবে না, সে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া চলিয়া যাইবে, আপনার পিতার কথাও রক্ষিত হইবে।

কথা শুনিয়া লীলা গম্ভীর হইলেন। সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিছু পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলেন। লীলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। বেণীবাবু বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময় সুরো আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। বেণীবাবু বলিলেন,—"কি সুরো?" সুরো বলিল,—"কে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকে আমায় দেখাইতে হইবে।" বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"আমার বাড়ী যাইও, দেখাইব।" সুরো বলিল,—"আমি দিদিকে বলিয়া আজই আপনার বাড়ীতে যাইব, আপনার বন্ধুকে থাকিতে বলিবেন।" "উত্তম"—এই বলিয়া বেণীবাবু চলিয়া গেলেন।

সুরো লীলার নিকট আসিল, দেখিল লীলা অতি বিষণ্ণ। সুরোকে দেখিবামাত্র লীলা বলিলেন,—"তুই না বলিয়াছিলি, বেণীবাবু আমায় ভালবাসেন? পুরুষের মন বুঝিবার তোর অনেক দেরী। বেণীবাবুর হৃদয়ে ভালবাসা স্পর্শ করে নাই। কলাবিদ্যাই তাঁহার জীবন, কলাবিদ্যা লইয়াই থাকেন। আমি এরূপ পুরুষ কখনও দেখি নাই—" এই বলিয়া লীলা নিস্তব্ধ হইলেন। সুরো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, প্রার্থনা করিল,—"দিদি, আজ আমি বেণীবাবুর বাড়ীতে যাইব। সমস্ত দিন সেইখানে থাকিব মনে করিয়াছি।" লীলা বলিলেন,—"আচ্ছা যাও।"

সুরো চলিয়া গেল। সেদিন আর লীলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মনোমধ্যে কি এক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিলেন, বেণীবাবু যে উপায় বলিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনই উচিত। সত্যই দুই দিক রক্ষা হইবে। তাহার পর তিনি—যেমন আছেন সেই-রূপ থাকিবেন। না—সেরূপ থাকা অসম্ভব। দিন একরকমেই কাটিতেছে, তাহা আর ভাল লাগে না। তরু, লতা, ফুল, পাখী কিছুরই আর সে ভাব নাই। অনেক পুরুষের সহিত ছল করিয়াছেন, সে খেলা আর ভাল লাগে না। নানা দেশ দেখিবেন, নূতন নূতন স্থান দেখিবেন, সে একরূপ নূতন হইবে। যাক্—যেরূপ হয় হইবে, আর ভাবা যায় না। ভাবনা ঝাড়িয়া ফেলিতে চান, ভাবনা ছাড়ে না।

সুরো বেণীবাবুর বাড়ী উপস্থিত।—"কই —আপনার বন্ধু কই দেখান?" বেণীবাবু বলিলেন,—"এই দেখ। আমি আসিতেছি, তোমরা কথাবার্ত্তা কও।" সুরো দেখিল, একটি শ্যামবর্ণ যুবাপুরুষ বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন। সুরোকে দেখিয়া যুবা জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া

উঠিলেন। যুবাকে যদিও সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু মুখের ভাব হৃদয়-আকর্ষণকারী। পরিচ্ছদ যদিচ বেণীবাবুর বন্ধুর যোগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে কোন যত্ন নাই, কেশবিন্যাস নাই। লীলার সঙ্গে থাকিয়া সুরোর পুরুষকে ভয় ছিল না। তাঁহার সহিত প্রথম সে-ই কথা আরম্ভ করিল,—"আপনি কি ছবি আঁকেন?" বন্ধু হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, কিছু উত্তর করিলেন না। সুরো ছাড়ে না, জামায় হাত দিয়া বলে,—"এ যে বেশ সিল্কের জামা। বোতাম খুলিয়া রাখিয়াছেন কেন? বোতাম দিন।" বন্ধু আরও জড়সড়। সুরো বোতাম পরাইয়া দিতে লাগিল। বন্ধুর ঘোর বিপদ, সেখানে চিরুণী—ব্রশ্ ছিল। সুরো বলিল,—"চুলগুলো ওরূপ তো ভাল দেখায় না।" জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া সিঁথি কাটিয়া দিল। বন্ধু যত জড়সড় হন, সুরোর ততই আমোদ বাড়ে। বন্ধু একটিমাত্র কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"আপনি কি করেন?" ঘাড় তুলিয়া দুই একবার সুরোকে দেখিয়াছেন, তাহার পর অধোবদনেই আছেন। মন্মথের আশ্চর্য্য নিয়ম, এই জড়ের ন্যায় ব্যক্তির সহিত রঙ্গ করিয়া সুরোর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক পুরুষ দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ সংসারজ্ঞানশূন্য সরলপ্রকৃতির লোক দেখে নাই। প্রকৃত বালকের ন্যায় ভাব। সুরোর মনে সাধ, যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, তাঁহাকে যত্ন করে। পুরুষ কপট আজন্ম শুনিতেছে, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া সে ভাব যেন একেবারে মুছিয়া গেল; ভাবিল যে, এ আধারে কপটতা একবারেই সম্ভব নয়; জিজ্ঞাসা করিল,—"নাম কি?" নাম কালীপদ, কিন্তু যুবক 'কা'—বলিয়াই চুপ করিল।

হঠাৎ বেণীবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একখানি পত্রহাতে, বলিলেন,—"সুরো! তোমার দিদির যে বিবাহ হইবে। আমায় তিনি পাত্র ঠিক করিতে বলিয়াছেন, পাত্র ঠিক হইয়াছে। কাল শুভদিন আছে, তিনি সম্মত হইলেই বিবাহ হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৃত্য আর একখানি পত্র লইয়া আসিল। বেণীবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"সুরো, কালই বিবাহ।" সুরো প্রথমে ভাবিল, উনি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু লীলাকে লইয়া উনি কখনও পরিহাস করেন না। বেণীমাধব বলিলেন,—"বিস্মিত হইতেছ কেন? সত্যই বিবাহ।"

পরদিন পুরোহিত, ঘটক, উকীল ও এক-জন কদাকার ব্রাহ্মণকুমার রজনীযোগে লীলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারের নাম উমাচরণ; এই উমাচরণই বর। বর ন্যাকা-ন্যাকা জড়ানো কথায় বলিল,—"শীগ্‌গির বে ক'রে আমায় টাকা দাও না, আমি খুড়ীর বাড়ী মদ খাব, আর নক্‌স খেলবো। আমি সই করতে জানি, কিসে সই করবো বল?" বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। বর উকীলের বাড়ী ফারখৎ সহি করিয়া দিল, লীলার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ রহিল না। বর বলিল,—"দাঁড়াও—আমি আসছি, এসে টাকা নেব।" বহুক্ষণ অতীত হইল, বর টাকা লইতে ফিরিল না। টাকা না লইয়া কোথায় গেল? কেহ কিছু সন্ধান পাইল না। এমন সময় বেণীমাধববাবু আসিলেন। লীলা বলিলেন,—"সে ব্যক্তি টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল?" বেণীবাবু বলিলেন,—"টাকা ফেলিয়া আর কোথায় যাইবে?" কিন্তু বর সত্যই কোথায় গিয়াছে! অসাবধানে পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে ভাবিয়া পরদিন জাল ফেলা হইল, কোনই সন্ধান নাই। দ্বারবান বাহিরে যাইতেও দেখে নাই। বহু সন্ধানে বরের তত্ত্ব কোথাও পাওয়া গেল না।

কালীপদ বেণীবাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। কালীপদর পিতার মৃত্যুর সময়ে বেণীবাবুকে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির এক্‌জিকিউটার করিয়া যান। বেণীবাবুর পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ছিল না, বিবাহ করেন নাই, কালীপদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কালীপদরও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। চিত্রবিদ্যায় কালীপদর অনুরাগ দেখিয়া বেণীবাবু স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই শিক্ষার সময় সুরোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সুরো কালীপদর নিকট প্রায়ই আসে যায়, রঙ্গ ভঙ্গ করে। যেদিন সুরো না আসে বেণীবাবুই কালীপদকে সঙ্গে করিয়া লীলার বাড়ীতে যান। যদিচ সুরোর

সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে না, তথাপি সুরোর আসিবার সময় তাহার প্রতীক্ষা করে, আসিতে বিলম্ব হইলে চঞ্চল হয়। যেদিন বেণীবাবু সঙ্গে লইয়া যান, বোবার মত নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়, এ-দিকে ও-দিকে দেখিতে থাকে—সুরো কোথায়। সুরোও হাসিয়া হাত ধরিয়া নিজগৃহে টানিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু সুরোর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুরো কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের সম্মুখে যায় না। লীলার সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে অসম্মত হয়। পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া বেণীবাবুর গৃহে যায়। দিন দিন সুরোর আচার ব্যবহার লজ্জাশীলা কুলস্ত্রীর ন্যায় হইয়া উঠিল। কোন পুরুষেই ক্রমে তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না, কিন্তু কালীপদর সহিত তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ লজ্জাহীনা, গায়-মাথায় কাপড় আছে কি না, দৃষ্টি রাখে না।

একদিন কালীপদকে আসিতে লিখিয়া সকাল হইতে দুই ছড়া মালা সুরো গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কালীপদ আসিবামাত্র তাহাকে টানিয়া ঘরে লইয়া চলিয়া গেল। কালীপদও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে গিয়াছে। সুরো একটি ক্লিয়োপেট্রা কৌচে কালীপদকে বসাইল, আর নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ঈশ্বর মানো?" কালীপদ এখন দুই একটি কথা কয়, বলিল,—"মানি।" সুরো বলিল,—"আমিও মানি। শুধু মানি না—তিনি এইখানে আছেন মানি। আমরা যাহা করিতেছি, তাহা তিনি দেখিতেছেন মানি!" কালীপদ অস্ফুটস্বরে "হুঁ" দিল। "তবে দেখ, আমি তোমার গলে মালা দিলুম।" কালীপদ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল,—"কেন?"

কলের পুতুলের ন্যায় কালীপদ তাহার আজ্ঞা পালন করিল, গলায় মালা দিল। সুরো বলিল,—"আমার গলা ধরিয়া চুম্বন কর।" কালীপদ স্পন্দহীন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে। সুরো বলিল,—দাঁড়াইয়া রহিলে যে? যাহা বলি কর।" কালীপদ তথাপি জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান। সুরো বলিল,—"তুমি জানো না, আমি তোমায় শিখাইয়া দিই।" এই বলিয়া গলা ধরিয়া চুম্বন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"সুরো, ও কি কর?"

সুরো। কেন, এই বোকাটাকে চুম্বন করিতে শিখাইতেছি।

লীলা। সুরো, তোমার এ কিরূপ আচরণ? তুমি ইদানীং ভাণ করো, যেন তুমি লজ্জাশীলা কুলকামিনী, পুরুষের মুখ দেখিতে কুণ্ঠিতা, কিন্তু তুমি ইহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা বারনারীও করে কি না সন্দেহ। তুমি কি তোমার এইরূপ আচরণের আবরণ স্বরূপ লজ্জাশীলতার ভাণ করো। আমি কয়দিন হইতে তোমার আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদূর বাড়াইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। এরূপ লজ্জার আবরণ দিতে তুমি কোথায় শিখিলে?

সুরো। কেন এই বাড়ীতে আসিয়া শিখিয়াছি।

লীলা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন,—"কি বলিস্? আমার নিকট শিখিয়াছিস?" সুরো বলিল,—"না, আমাদের স্বর্গগতা জননীর নিকট শিখিয়াছি। যতদিন কুমারী ছিলাম, ততদিন তোমার সহিত বেড়াইতাম, কাহাকেও লজ্জা করিতাম না। কিন্তু এখন আমি কুল-কামিনী, পতিকে লজ্জা করি না, আর সকলকে লজ্জা করি।" এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কালীপদ কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিল। সুরো একা, অন্য কেহ গৃহে নাই দেখিয়া অতি মধুরস্বরে লীলা বলিলেন,—"সুরো, তুমি আপনি আপনাকে প্রতারণা করিতেছ?" সুরো বলিল,—"না দিদি, আমি প্রতারিত হই নাই। আমি ক্ষণপূর্ব্বে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার প্রাণেশ্বরের গলে মালা প্রদান করিয়াছি।"

লীলা। মালা দেওয়া কি বিবাহ হইল? আজ যেন কালীপদ, তুমি যেরূপ মনে করো ভালমন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু ইহার পর কি তোমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে? গলায় মালা দিয়া গান্ধর্ব্ববিবাহ পুরাণে হইত,

এখনকার কপট পুরুষেরা শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবাহ করিয়াও পত্নীকে বর্জ্জন করে। কালীপদ বলিলেই হইল, 'আমি বিবাহ করি নাই'; তখন লোকে তোমায় কি বলিবে? যাহা বলিবে, ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়।

সুরো লীলার গলা ধরিয়া বলিল,—"দিদি, তুমি স্নেহবশতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেছ, সে আমার, আমি আমার প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিয়াছি। তাহার মুখ দেখিয়া, চোখ দেখিয়া, অঙ্গস্পর্শ করিয়া, অঙ্গস্পর্শে পুলকিত হইয়া, মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, চোখে চোখ মিশাইয়া, বিভোর হইয়া, সরল অন্তরে সরল অন্তরের ভাব বুঝিয়া জানিয়াছি যে, সে আমার। কায়মনোবাক্যে আমার—জীবনে আমার—মরণে আমার—অনন্ত কাল আমার,—আমারই প্রাণেশ্বর, অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।" বলিতে বলিতে সুরো এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। বদনে, নয়নে যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। লীলা নিস্তব্ধ—সুরো নিস্তব্ধ। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ বেণীবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বেণীবাবু বলিলেন,—"কি হইতেছে? শুনুন—আমি আবার ঘটকালী করিতে আসিয়াছি। সুরোর ঘটকালী—কালীপদর সহিত সুরোর বিবাহ দিন, এই প্রস্তাব করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।" লীলা একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"এ কাজ কতদিন আরম্ভ করিয়াছেন?" বেণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তা তো আপনি জানেন, এই আমার দ্বিতীয়বার ঘটকালী আর এই ঘটকালীই আমার শেষ।" লীলা তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"বেণীবাবু, আপনি কপট কি সরল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারিলাম না, বোধহয় আপনি কৌশল করিয়া পুরুষ-নারী একত্রে মিশাইয়া সরলা অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি, সুরো উন্মত্ত, যাহা হইবার হইয়াছে, আর উপায় নাই। ভাল, প্রকাশ্য বিবাহই হউক, কবে বিবাহ—দিন স্থির করুন।"

বেণী। বর ক'নে সম্মত, আপনি সম্মত হইলে আজই বিবাহ হয়।

লীলা। আমি তো বলিয়াছি, আমি সম্মত; ভাল, আজই বিবাহ হোক্। কিন্তু বেণীবাবু দায়িত্ব আপনার সম্পূর্ণ। বোধহয় কালীপদ আপনার শিক্ষামতো সুরোর মন ভুলাইবার জন্য জড়ের ন্যায় অবস্থান করিত। সুরো সত্যই বুঝিয়াছে, কালীপদ তাহাকে ভালবাসে। সুরো মজিয়াছে।

বেণী। সুরো মজিয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, সুরো আপনার শিক্ষিতা আপনি জানেন, কিন্তু ভালবাসার যে সব লক্ষণ কবি-বর্ণনায় পাঠ করিয়াছি, কালীপদতে সে সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। সুরো ধ্যান—সুরো জ্ঞান—শয়নে স্বপনে তার সুরো, স্বপনে সে সুরোর সহিত ক্রীড়া করে। সুবো তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে। একথা আপনি না বুঝিতে পারেন, আমি বুঝিয়াছি। ভাল, আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, আজই বিবাহ হোক্।

সেই রাত্রে সুরোর সহিত কালীপদর বিবাহ হইল। বিবাহে কোন ধুমধাম হইল না। বর-কন্যা, পুরোহিত আর বেণীবাবু বরযাত্র আর লীলা কন্যাযাত্রী। বিবাহের পর বেণীবাবু বাহির হইয়া যাইতেছেন, লীলা তাঁহাকে ডাকিলেন। বলিলেন,—"একটা কথা শুনুন।" বেণীবাবু বলিলেন,—"রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাল সকালে আসিয়া শুনিব।" লীলা বলিলেন, --"অধিক কথা নয়, আপনার সহিত আমার একরূপ কথা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ কথার জন্য কাল প্রাতে আসিবার প্রয়োজন নাই, এখনই কথা শেষ হইবে।" কোন উত্তর না দিয়া বেণীবাবু লীলার সহিত বসিবার গৃহে উপস্থিত হইলেন। লীলা বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিয়া বেণীবাবুকে বলিলেন,—"বসুন।" বেণীবাবু বলিলেন,—"বসিব না, আমারও হেথায় বসা শেষ হইয়াছে, কি বলিবেন বলুন।" লীলা বলিলেন,—"আর কিছুই নয়, বিবাহ তো দিলেন, জানিতাম সুরোর কিছুই নাই, আমার নিকটেই প্রতি-পালিত হইতেছিল, কালীপদর কি আছে না আছে জানি না, এখন উহারা কোথায় থাকিবে,

কিরূপ করিবে, তাহা কিছু স্থির করিয়াছেন?" বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"এ নিমিত্ত আপনার কোনও চিন্তা নাই, কালীপদ নিঃস্ব নয়, তাহার যা সম্পত্তি আমার নিকট আছে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে চলিবে। এক্ষণে সুরোও নিঃস্ব নয়, আমার যে বাগান-বাড়ী দেখিয়াছেন, সেই বাগান-বাড়ী সুরোকে যৌতুক দিব ভাবিয়া লেখা-পড়া করিয়া আনিয়াছি দেখুন। যৌতুক আমার হইয়াই আপনি দিবেন।" পকেট হইতে বেণীবাবু উকিলের বাড়ী হইতে লেখা-পড়া করা একখানি কাগজ লীলার হস্তে দিবার জন্য বাহির করিলেন। লীলা বলিলেন,—"কাগজ আপনার নিকট রাখুন, কিন্তু আপনার কোন্ বাগানের কথা বলিতেছেন?"

বেণী। এই লেখা-পড়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এ বাগানে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনেকবার গিয়াছেন।

লীলা। যে বাগান আপনার বড় সখের বাগান বলিতেছেন? সে বাগান কেন দিবেন?

বেণী। সখের জন্য।

লীলা। এ তো বহুমূল্য বাগান।

বেণী। হ্যাঁ, যখন সখে প্রস্তুত করিয়াছি, বহুমূল্য বটে।

লীলা। অন্ততঃ চারি লক্ষ টাকা ইহার মূল্য নিশ্চয়।

বেণী। ইহার মূল্য অর্থ নহে—ইহার মূল্য সখ। সখে প্রস্তুত হইয়াছে, সখে যৌতুক দিতেছি।

লীলা। কালীপদ আপনার কে?

বেণী। কেহই নয়, কেহ হইলে আর সখ কি? আমি কি সখে বাগান প্রস্তুত করিয়াছি জানেন না, তাই বুঝিতে পারিতেছেন না।

লীলা। যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, আমি সুরোর অভিভাবিকা, আমার শুনিবার অধিকার আছে।

বেণী। আমার বলিবার আপত্তি নাই, কিন্তু আপনার বিরক্তি জন্মিবে না তো?

লীলা। না, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বলুন।

বেণী। আমার সখ প্রেমিকের, যেরূপ গৃহ প্রস্তুত করিলে প্রেমিক-প্রেমিকার উপযোগী হইবে, সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়াছি। যেখানে যে বৃক্ষ, যে লতা, যে কুঞ্জ—প্রেমিকের সুখকর হইবে, সেই তরু, সেই লতা, সেই কুঞ্জ সেইখানে প্রস্তুত করিয়াছি। প্রাতঃকালে কোথায় বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা ঊষার ঘটা দেখিতে দেখিতে ক্রমে অন্তর-বাহ্য আলোকিত হইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিবে, সেইরূপ পুষ্পশোভিত কুঞ্জ প্রস্তুত আছে। মধ্যাহ্নে বিরাম স্থান, সায়ংকালে বেড়াইবার স্থান, শয়নের স্থান বাগানে আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ স্থান সুখকর, সেই ঋতুর উপযোগী সুখকর স্থান প্রস্তুত আছে।

লীলা। প্রেমিক-প্রেমিকা কিরূপে সুখী হইবে, আপনি কিরূপে জানিলেন?

বেণী। শিক্ষা করিয়াছি।

লীলা। কোথায় শিখিলেন?

বেণী। এ শিক্ষা অন্তরের, কাহারও নিকট কেহ শিখে না, চেষ্টা করিয়া কেহ শিখাইতে পারে না। যদি শিখা হয়, তাহা আপনা আপনি হয়।

লীলা। শিক্ষা হইয়াছে, ইহার পরীক্ষা কি?

বেণী। শিক্ষার ন্যায় সে পরীক্ষা অন্তরে অন্তরে। অন্তর আপনাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝে—তাহার প্রণয়ীই তাহার জগৎ, জগৎ আর স্বতন্ত্র নয়, তাহার নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। বুঝিতে পারে, সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্বধ্বংস হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের স্রোত দেখে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের জগৎ, প্রেম ভিন্ন পদার্থই নাই। এই প্রেমে অমৃতলহরী অহোরাত্রিই খেলিতেছে, প্রেমিক-হৃদয় সেই তরঙ্গে অহোরাত্রিই ভাসমান। বিরাম নাই—এক স্রোতেই দিবারাত্রি চলে।

লীলা। দেখিতেছি, আপনার স্মরণশক্তি অতি প্রখর। নটের ন্যায় কণ্ঠস্থ ভূমিকা অতি সুন্দর আবৃত্তি করিলেন।

বেণী। পরিহাস করিবেন না, হৃদয়ের শিক্ষা হৃদয় শিখাইয়াছে; যদি তাহা না হইত, যদি হৃদয়ের আভ্যন্তর ভাষা না শুনিতাম, সুরোর সহিত কালীপদর প্রেম বুঝিতাম

না সখের বাগানও সখ করিয়া যৌতুক দিতাম না।

বেণীবাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল লীলা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বসিয়া পড়িলেন, অবিরল নয়নধারা বহিতে লাগিল, যেন বুঝিলেন, বেণীবাবু গড়া কথা বলিয়া গেলেন না, যেন সত্য কথা; এ কথা যেন কোথায় শুনিয়াছেন, যেন স্বপ্নে কে তাঁহাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ভোর হইয়া গেল—দাস-দাসীর কলরবে লীলা চমকিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন,—কি মিছা ভাবিতেছি। সুরোর বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার দায়িত্ব কাটিল। উপস্থিত সুরোকে কিছু দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার আপনার কেহই নাই, বাল্যকাল হইতে তিনি সুরোকেই জানেন; ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, যাহা যখন ইচ্ছা করিবেন, অনেক সৎকার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, সে সকল কার্য্য করিয়া যাহা বাকী থাকিবে, মরিবার সময় সুরোকে দিয়া যাইবেন। উপস্থিত কালীপদকে তিনি লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন। সন্দিহানচিত্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে দুই ভগিনর প্রেম দেখিয়াছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম তাঁহার হৃদয়ে এখনো মলিন হয় নাই, ভাবিলেন—কে জানে সুরোর পরিণাম কি হইবে!

বিবাহের পর কিছুদিন গত হইল, বেণীবাবু আর আসেন না। লীলা শুনিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন। তাঁহারও কিছু ভাল লাগে না; ভাবিলেন, তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে যাইবেন। যাইবার দিন স্থির হইয়াছে, সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় তাঁহার একজন পরিচারিকা একখানি অদ্ভুত পত্র তাঁহার হস্তে দিল। পত্রের লেখক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গগনবাবু। পত্রের মর্ম্ম এই—যদিও লীলার তিনি প্রণয়ভাজন হইতে পারেন নাই, লীলার মূর্ত্তি দিবানিশি তাঁহার ধ্যান। লীলা ইহা বিশ্বাস না করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই। উপস্থিত পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, লীলাকে সতর্ক করা, লীলার বিপদ উপস্থিত। তাঁহার কোন এক বন্ধু-উকিলের নিকট একজন দীন কদাকার ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বলে যে, 'আমি লীলার স্বামী, স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার, লীলার উপর সেই অধিকার আমি প্রার্থী; লীলা সে অধিকার স্বীকার করে না, সেইজন্য আমি নালিশ করিব।' একথা শুনিয়া বন্ধু-উকিল অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সেই দীন ব্যক্তি হাজার টাকার খুচরা নোট উকিলের টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, এই আপনার খরচা নিন—আমার সহিত তাহার সত্য বিবাহ হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারিবেন। গগনবাবু পত্রের শেষে লিখিয়াছেন, অনেক কথা, সমস্ত বিবৃত করার স্থান পত্রে নাই, লীলা যদ্যপি তাঁহাকে দেখা করিতে অনুমতি দেন, সাক্ষাতে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিবেন।

লীলা প্রথমে ভাবিলেন, এ আবার কি কৌশল! তাহার পর মনে হইল যে তাঁহার বিবাহের কথা গগন কিরূপে জানিলেন—গোপনে বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর খোঁজ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে, একথা তো কেবল পুরোহিত, উকিল ও বেণীবাবু জানেন। যদি গগন সংবাদ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইঁহাদেরই একজনের নিকট পাইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রের উত্তরে গগনকে দেখা করিতে বলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গগনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের পারিপাট্য নাই, কেশের অবস্থায় বোধ হয় যেন চিরুণী বহুদিন স্পর্শিত হয় নাই, বদন মলিন—ওষ্ঠ তাম্বুলরাগহীন। লীলা বসিতে বলিলে অবনত মস্তকে বসিলেন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিবেন?" গগনবাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন যে, সেই দীন ব্রাহ্মণ এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছে। সে বলে, আপনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। উকিলের বাড়ী লেখাপড়া হইয়াছিল যে, সে পঁচিশ হাজার টাকা পাইবে, আপনার সহিত তাহার আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ থাকিবে না! সর্ত্তে সে সহি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে টাকা গ্রহণ করে নাই, বিবাহের পরেই চলিয়া আসিয়াছে। আপনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়া একজন

ব্রাহ্মণকুমারের তত্ত্ব দিলে পারিতোষিক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, আমার উকিল-বন্ধু বলেন, এ ব্রাহ্মণেরও আকার-প্রকার সেই-রূপ। আর এক কথা, আমার উকিল-বন্ধু বলিয়াছেন নাকি বেণীবাবুর মাতুল আপনার পিতার উকিল ছিলেন, তাঁহারই দ্বারা আপনার পিতা উইল প্রস্তুত করান ও আপনার নামে কি একখানি পত্র তাঁহার নিকট রাখেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহের সময় যে উকিল আপনার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বেণীবাবুর মাতুলের মৃত্যুর পর সেই উকিলই অফিসের অধিকারী হন। আপনার পিতা আপনার নামে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পত্র নাকি উকিল বেণীবাবুকে দিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য কথা, বেণীবাবুর উত্তেজনায়, বেণীবাবুর নিকট খরচা লইয়া ব্রাহ্মণ মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। আমার উকিল-বন্ধু আমারই কথা অনুসারে আপনাকে ব্রাহ্মণের পক্ষ লইয়া পত্র লিখিবেন। আমি বুঝিলাম, টাকা পাইলেই যে উকিলের কাছে ব্রাহ্মণ যাইবে, সে-ই একাজ করিবে। অন্য উকিলের দ্বারা কার্য্য হইলে আমি আর কোন সংবাদ পাইব না এবং যদি আমার দ্বারা আপনার কোনও কার্য্য হয়, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই তো অবস্থা, সত্য মিথ্যা আপনি বুঝুন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কথা কেন আপনি বলিতে আসিয়াছেন?" "কেন?" এই কথা বলিয়া হৃদয়াবেগে গগনবাবু যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"যদি আপনার সামান্য কার্য্যে প্রাণ দিতে পারি, আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আমার করজোড়ে এইমাত্র অনুরোধ, যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন।" গগনবাবু লীলাব উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। বাগানের বাহিরে গিয়াই দেখেন যে এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রে রেধো, বেণী কোথায়, কিছু সংবাদ পেলি?"

রেধো। না।

গগন। তোর মুনিবকে জিজ্ঞাসা করতে পারিস না?

রেধো। আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আমার জবাব হইয়াছে।

গগন। কি জন্য জবাব হইল?

রেধো। আমি এর ওর তার মকদ্দমার কাগজপত্র চুপি চুপি পড়িয়া বিপক্ষকে সংবাদ দিই এ কথা, আমি একদিন একটা বাক্সর চাবি খুলিয়া কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া বুঝিয়াছে।

গগন। তুই এখানে এসেছিস কেন?

রেধো। কথা আছে।

"চল" বলিয়া রেধোকে গাড়ীতে লইয়া গগনবাবু চলিয়া গেলেন। রাধুর পরিচয় পাঠক পশ্চাতে পাইবেন।

গগনের কথায় লীলা ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। একি, এ যে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদই জানে। মনে হইল,—বেণীই অনর্থের মূল। বেণীর মাতুল যে লীলার পিতার উকিল ছিলেন, তাহা লীলাও জানিতেন; গগন বলিয়াছে যে, বেণীর মাতুলের স্থানীয় উকিল বেণীকে লীলার নামে তাঁহার পিতৃলিখিত কি পত্র দিয়াছে, কথা কি সত্য? সুরোর টাকা তাঁহার পিতার কোনও শেষ কথা,—এরূপ অনেকেই লিখিয়া রাখিয়া যান। বেণীই তাঁহার শত্রু, কিন্তু বেণী তাঁহার শত্রু হইল কেন? বেণী তাঁহার শত্রু—সুরোর শত্রু—জগতের শত্রু—বেণী অতি মন্দ লোক,—তাহারই পরামর্শে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই-ই ব্রাহ্মণকুমারকে গোপনে বাগানের বাহির করিয়া দিয়া পরক্ষণে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই-ই পরামর্শ দিয়া নালিস করাইতেছে। আবার ভাবিলেন—না নালিস করা—মিথ্যা কথা। গগন কোনরূপে বিবাহের ঘটনা জানিয়াছে, পুরোহিত, উকিল বা বেণীর নিকট শুনুক; কিন্তু বিবাহের পর সে ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? কেন তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেল না? বেণীরই যদি ষড়যন্ত্র হয়, তবে এতদিন কেন বেণী মকদ্দমা করায় নাই? ঘোর চিন্তায় কিছু স্থির হইল না। এমন সময় উকিলের বাড়ীর চিঠি আসিল, যেরূপ চিঠি আসিবে, গগন আভাস দিয়াছিল, উকিলের চিঠির মর্ম্ম সেইরূপ।

উমাচরণের পক্ষ হইয়া উকিল লিখিতেছে যে, লীলা উমাচরণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হউন, নচেৎ আদালতের সাহায্যে উমাচরণ স্বামীর স্ত্রীর উপর যে অধিকার, তাহা লইবেন। তিন দিন সময় দেওয়া আছে, তিন দিনের মধ্যে লীলা সম্মত হন ভাল নচেৎ পুনর্ব্বার লীলাকে না জানাইয়া নালিস রুজু করিতে বাধ্য হইবেন। পত্রপাঠে লীলার মনে আর ইতস্ততঃ রহিল না, নিশ্চয় ধারণা জন্মিল,—বেণীই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল।

বেণীমাধব প্রদত্ত বাগানে সুরো একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে। লীলার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাগান বেণীবাবুর; অবশ্য তিনি সুরোকে যৌতুক দিয়াছেন,—সে বাগানে যাইবেন কিনা, লীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষে যাওয়াই স্থির হইল। সুরো ও কালীপদ কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। সুরো তাঁহার বাড়ীতে আসে, কিন্তু লীলা কখনও তাহাদের বাড়ী যান না। তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল, কালীপদ সুরোকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিবে। কালীপদর সুরোকে ভালবাসা প্রদর্শন, সুরোর মনহরণ—বেণীবাবুর কৌশলেই হইয়াছে। বেণীবাবুর কি কুটিল অভিসন্ধি, তাহা বোঝেন নাই; হয় তো লীলার যেমন পুরুষের মনে বেদনা দেওয়া অভ্যাস ছিল, বেণীবাবুরও সেইরূপ স্ত্রীলোকের মনে বেদনা দেওয়া সঙ্কল্প। কেননা, তিনি বেণীবাবুর নিকটেই শুনিয়াছিলেন যে, বেণীবাবুর দুই ভ্রাতা রমণী কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। বেণীবাবুর কুটিলতার কারণ এই। সুরো বেণীবাবুর কৌশলে নিশ্চয় মজিতে বসিয়াছে। তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এখন সুরোর সঙ্গে কালীপদ কিরূপ ব্যবহার করে। এক একবার তাহারা লীলার বাটীতে আসে, তাহাতে কিছু বোঝা যায় না। তাহাদের বাটীতে গিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিলে, তাহার অনুমান সত্য কিনা, বুঝিতে পারিবেন। অনুমান ঠিকই করিয়াছেন, তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন উচিত,—এখনো সুরোকে সতর্ক করিলেও করিতে পারেন। তিনি সুরোকে যাহা যৌতুক দিয়াছেন, বোধহয় তাহা খরচ হইয়া যায় নাই। গিয়া থাকে গিয়াছে, সুরোকে ফিরাইয়া আনিবেন; তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, তাহাতে সুরোকে স্থিতি করিতে পারিবেন। সুরোর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিলেন। কথা ছিল, সুরোর বাড়ী হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইবেন; তাঁহার কোচম্যান সুরোর বাড়ী জানিত। গাড়ী করিয়া গিয়া লীলা সুরোর বাড়ীর দোরে নামিলেন। সুরোর বাড়ী দেখিয়াই মনে করিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই,—গৃহস্থের ন্যায় ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী। যদিচ সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, কিন্তু তাহাতে সৌখিন ফুলের কেয়ারি নাই,—জবা, করবী, শেফালি, অপরাজিতা লতা, যূই, বেল, মল্লিকা, গোলাপ আছে, কিন্তু সকলই দেশী ফুল। তবে বাগানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাগানের ফটক হইতে সদর দোর পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্রপরিসর রাস্তা বাগানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রাস্তার দুইধারে রেল, সেই রেলে বিবিধ দেশী লতা প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজী ফ্যাসানের বাড়ী নয়, সদর মহল, অন্দর মহল আছে; সদরে তিন ফুকুরে পূজার দালান, আসবাবপত্র যদিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহস্থের মতই সমুদায়। তাঁহার একরূপ স্থির হইল যে, সুরোর টাকাকড়ি অনেক নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কালীপদ দোরে দাঁড়াইয়াছিল, অতি যত্নের সহিত বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইল। তিনি ভিতর বাড়ী যাইবামাত্র দেখেন, সুরোর চক্ষে ধোঁয়া লাগার চিহ্ন। রন্ধনগৃহ হইতে আসিয়া মহানন্দের সহিত তাঁহার সমাদর করিল। বলিল,—"দিদি আসিয়াছ, একটু জল খাও, বুঝিতে পারিবে—আমি কেমন স্বহস্তে রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। তোমার জল খাওয়া হইলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইব।" লীলা আশ্চর্য্য হইলেন। সুরো তাহার হীনাবস্থায় কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল,—"এই গৃহে আমরা শুই, এইখানে ওকে জল খাইতে দিই, এইখানে ও ছবি আঁকে—এইখানে পড়ে,—আমি নিচে বসিয়া শিল্পকার্য্য করি।" সুরোর আনন্দ ধরে না। সুরো যাহা জলখাবার দিল, সকলই একটু

একটু খাইয়া দেখেন, অতি সুস্বাদু। তাঁহার বহু বেতনের পাচক দ্বারা সেরূপ সুস্বাদু বস্তু কখনো প্রস্তুত হয় নাই। জল খাইবার সময় লীলা সুরোকে খাইতে বলিলেন। সুরো বলিল,—"না দিদি, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইবার পর আমি জল খাইব।" লীলা বলিলেন,—"কালীপদও কি ততক্ষণ উপবাসী থাকিবে?" সুরো বলিল,—"হ্যাঁ।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুরো, তুই কি রাঁধিস?" সুরো বলিল,—"হ্যাঁ দিদি, আমি রাঁধিলে ও ভাল করিয়া খায়।" লীলা সকল আসবাবই দেশী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু রান্নাঘরের আসবাব সমস্ত বিলাতীর মতন। সুরো দেখাইল,—"কালীপদ এই উনান প্রস্তুত করিয়াছে, ইহাতে রন্ধনের কোনও ক্লেশ নাই। অনেক দ্রব্যসামগ্রীই একেবারে প্রস্তুত করা যায় এবং অগ্নির উত্তাপও যে দ্রব্যে যে পরিমাণে আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণে উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি পাচক রাখিস না?" সুরো উত্তর করিল,—"এই ব্রাহ্মণের কন্যাটি পরিবেষণ করে। রন্ধনের নিমিত্ত ও নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু আমি রাঁধিতে দিই না, আমি নিজে হাতে সমস্ত করি, তবে মানুষটি সুবোধ, আমার দেখিয়া সকল রকমই শিখিয়াছে।" লীলা বুঝিলেন যে, সুরো আপনার জেদে রাঁধে, সুরোর শ্রম লাঘব হইবে বলিয়া কালীপদ উনান, রন্ধনের অন্যান্য আসবাবপত্র ও রন্ধনশালার সুব্যবস্থা করিয়াছে। কালীপদ এখন দু'একটি কথা কয়। লীলাকে বলিল,—"আপনি ওকে বলুন, এত খাটে কেন? বামুনঠাকরুণ তো এখন বেশ রাঁধিতে শিখিয়াছে।" সুরো বলিল,—"দিদি, ওকে বলো, ও এত খাটে কেন?" লীলা বুঝিলেন,—একি! এখনও তো পরস্পরের টান দেখিতেছি! তবে এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন কেন?

সকলে মিলিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে চলিলেন। লীলার গাড়ীতে কালীপদ ও সেই বামুনঠাকুরাণীর সঙ্গে অপর গাড়ীতে দোর বন্ধ করিয়া সুরো পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার স্থান—লীলার পরিচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বেণীবাবুর প্রদত্ত বাগান, সেই বাগানের প্রত্যেক স্থান পুষ্প-কুঞ্জের সহিত লীলার একটি না একটি স্মৃতি আছে। কোথাও বেণীবাবুর সহিত বসিয়া উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কথা হইয়াছে, কোথাও বসিয়া অনুবীক্ষণে দেখিয়াছেন যে দৃষ্টির অগোচরে প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছে। কোন পুষ্পবৃক্ষে সেই ফুলের রংএর প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে বসিতে দেখিয়াছেন, যেন তাহারা নিজের রংএর সহিত মিলাইয়া বসে। কোথা হইতে বা দূরবীক্ষণে সূর্য্যবক্ষে কৃষ্ণচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন কুঞ্জে বসিয়া কবিতার আলোচনা করিয়াছেন, কোন কুঞ্জ বা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। লীলার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সুরোর বাড়ীর অবস্থা গৃহস্থের মত, কিন্তু বাগানের অবস্থা বেণীবাবুর অধিকারে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা উন্নত। বিগ্রহ স্থাপনের জন্য স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। যে রাজ-অট্টালিকা-লাঞ্ছিত বৈঠকখানা বাড়ী ছিল তাহাতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি বিগ্রহ বসিয়াছে। কতকগুলি কিশোর বালক, কেহ পুষ্প চয়ন করিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সাজাইতেছে, কোন না কোন কার্য্য লইয়া সকলেই আছে, সকলেই উৎসাহ ও আনন্দ পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে বাগানে অন্দরবাটী ছিল না, সুন্দর অন্দরবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। লীলা ভ্রমণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সুরো অন্দরবাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, যেরূপ কুলকামিণীর কর্ত্তব্য। কালীপদ চতুর্দ্দিকে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে সুরোকে কি বলিয়া যাইতেছে। সুরো ও কালীপদ উভয়েরই আনন্দ।

লীলা দেখিলেন, কৃষ্ণমূর্ত্তি বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু রাধা নাই। প্রথমে ভাবিলেন, বুঝি রাধামূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া উঠে নাই, আবার ভাবিলেন, তবে বিগ্রহস্থাপনের এত তাড়া কেন? সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বিগ্রহস্থাপনের অভিপ্রায় কি?" সুরো বলিল,—"দিদি, এই বহুমূল্য বাগান বেণীবাবু স্নেহবশতঃ আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু আমরা গৃহস্থ, আমাদের এত বড় বাগানের প্রয়োজন কি? দেব-সেবায় নিযুক্ত হোক।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৃষ্ণমূর্ত্তি

নির্ম্মাণ করিয়াছ, রাধা নাই?" সুরো বলিল, —"না, মাধব রাধাকে আপনিই আনিবেন।"

লীলা। মাধব কি?

সুরো। উপস্থিত বিগ্রহের নাম 'মাধব' রাখিলাম। ঠাকুরবাড়ীর নাম মাধবের ঠাকুর-বাড়ী রহিল। মাধবের রাধা জুটিলে রাধা-মাধবের বাগান বলিব।

লীলা বুঝিলেন, বেণীমাধবের নিকট বাগান পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ—বিগ্রহের নাম 'মাধব'। কিন্তু "রাধা জুটিবে", ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাধা জুটিবে কি? রাধা কি প্রস্তুত করিতে দিয়াছ?" সুরো বলিল,—"কেন দিব? মাধবের গুমর না ভাঙ্গিলে, আমি রাধার সহিত সাক্ষাৎ করাইব না। দেখি না—কতদিন আর এক্‌লা থাকে।"

লীলা। বিগ্রহের গুমর ভাঙ্গিবে কি?

সুরো। তুমি জানো না দিদি, মাধব বড় গুমরে। ওঁর ইচ্ছা রাধা গায়েপড়া হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াক। রাধার এত গুমর সহ্য হইবে কেন? এক্‌লা কেঁদে কেঁদে গুমর ভাঙ্গুক, তারপর তো রাধা আসিবে?

লীলা। তুই কি বলিতেছিস?

সুরো। কি জানো দিদি, মাধব মনে করে, আমি তো রাধাকে ভালবাসি, রাধা কেন বোঝে না? বুঝিয়া কেন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না? আমি বলি, যদি ভালবাসে, সেধে পেড়ে কেন কাছে লয়ে এসো না? তা ওঁর যদি না গরজ থাকে, আমার কি অত দায়?

লীলা। কি পাগলের মতন বলছিস?

সুরো। দেখো দিদি, পাগলামো নয়, যা বলছি তা ঠিক।

লীলা। এ কিশোর বালকেরা কে?

সুরো। ওরা লীলাময়ী আশ্রমে থাকে।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম, তোমায় দেখাইতে পারি নাই। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ব্যারিকের মতন যে এক বাড়ী করিয়া দিয়াছি, তাহাতে ঐ বালকগণ বাস করে। উহারা সব বিদেশী। ঐখানে থাকিয়া পড়িতে যায়।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। ও বাড়ী যে তোমার টাকায়। তোমার টাকায় আশ্রম চলে, তাই তোমার নামে আশ্রমের নাম দিয়াছি।

লীলা। তোমাদের কিরূপে চলে? কালী-পদর পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে?

সুরো। না দিদি, তার সে টাকায় ফিননাথ আশ্রম চলে। আমার শ্বশুরের নাম ফিননাথ, সেই নামে আশ্রম।

লীলা বুঝিলেন, কালীপদর পিতার নাম দীননাথ।

লীলা। দীননাথ আশ্রমে কি হয়?

সুরো। যারা নিতান্ত উপায়হীন অশক্ত ব্যক্তি, তাহারা তথায় থাকিবার স্থান পায়।

লীলা। তবে তোমাদের কিরূপে চলে?

সুরো। কেন দিদি—তুমি তো জানো, ও যে ছবি আঁকে। ওর ছবি খুব দরে বিকোয়, তাতে আমাদের বেশ চলে।

লীলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন। মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ যদি সুখের সংসার না হয়, তাহা হইলে সুখের সংসার জগতে নাই। তাঁহার মাতা যে তাঁহাকে বুঝাইতেন যে, জগত প্রেমে সৃজিত, প্রেমে জগত চলিতেছে, সে কথা তো সত্য! এই তো প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত! হায়, আমি এ সুখে বঞ্চিত রহিলাম! বেণী-মাধবের সহিত আমার কি দারুণ শত্রুতা ছিল। আমি স্ত্রীলোক, আমার সহিত একটা পশুর বিবাহ দিয়াছিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ বলিলেন,—"সুরো, বেণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস, আমি তাঁহার এত শত্রু কিসে? আমি তাহার নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি, আমার সহিত একটা পশুর বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত নয়, আবার আমাকে জব্দ করিবার জন্য, সংসারে সকলের হাস্যাস্পদ করিবার জন্য, সেই পশুকে দিয়া আমার নামে নালিশ করাইতেছে?" লীলা অশ্রুসংবরণে চেষ্টা করিলেন, এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল। ব্যগ্র হইয়া সুরো জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি?" লীলা আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া সুরো কোন উত্তর দিল না; লীলাও আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার পর আরতি দেখিয়া লীলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শয্যা-গৃহে প্রবেশ করি-

লেন। পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "আমি শুইব, তোরা যা—উপস্থিত কোনো কাজ নাই।" কিন্তু তিনি শয্যায় যাইলেন না। তাঁহার মনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। বেণীবাবুর সহিত আলাপ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বেণীবাবুর ব্যবহার তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন—পুরুষ কত-দূর কপট হইতে পারে! প্রথম হইতে বেণী-বাবু যেন তাঁহার মন বুঝিয়া সামান্য অভি-প্রায়ও—ভৃত্য যেরূপ প্রতিপালন করে, সেইরূপ করিয়াছেন। তিনি কিসে সুখী হন, তাহা অনুসন্ধান করিতেন, প্রাণপণে সেই কার্য্য-সাধনে চেষ্টা ছিল। তাঁহার প্রতি যেরূপ যত্ন দেখাইতেন, এরূপ যত্ন কেহ কখনো করিতে পারে না। তবে এরূপ বিবাহ সংঘটন কেন করিল! আবার কেন তাহার দ্বারা নালিশ করাইতে যাইতেছে! বুদ্ধিভ্রমে বিবাহের উপদেশ দিতে পারে, তাহা মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু এ শত্রুতা কেন? সত্যই কি এ বেণীবাবুর শত্রুতা! নচেৎ আর কার? বিবাহের কথা অন্যে কি জানে? যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীবাবুর লোক। সমস্তই বেণীবাবুরই শত্রুতা! আবার কালীপদ ও সুরোর পরস্পরের ব্যবহার—স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,—দুইজনে এক প্রাণ—এক মন, কায়া মাত্র ভিন্ন! সুরোর আচরণেরই বা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সুরোকে তিনি তরলমতি জানিতেন, কিন্তু দেখিলেন, স্থির গম্ভীর প্রকৃতি, এরূপ চরিত্র কেবল তাঁহার মাতার দেখিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলাবা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, সুরো সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা, তাহার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মাতার কার্য্য মনে পড়িতে লাগিল। মনে করিলেন, তাঁহার পিতামাতার কখনো কলহ হয় নাই। তাঁহার মাতা কখনো তাঁহার পিতার অবাধ্য হন নাই। কেবল একদিন যেন তাঁহাদের একটা কথান্তর হইয়াছিল—স্মরণ হয়। তাঁহার পিতা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে তাঁহার মাতাকে বলেন, তিনি অস্বীকৃতা হন। তিনি বলেন,—"তুমি পরম গুরু সত্য, কিন্তু কুলাচার, লোকাচার—আমি তোমার কথায়ও পরিত্যাগ করিব না। বাল্যকাল হইতে অন্দরে বাস করিতে শিখিয়াছি, পরপুরুষের বাতাস পর্য্যন্ত অস্পর্শনীয়, তাহা ধারণা জন্মিয়াছে। মাতার দৃষ্টান্তে জানিয়াছি, পরিবর্ত্তন কিরূপে করিব।" সুরো যেন তাঁহার মাতার গঠনে গঠিত হইয়া তাঁহার মাতার সমপ্রকৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে লীলার চক্ষে আবার জল আসিল। মনে হইল, আমি কেন এরূপ হইলাম! পিতৃ-আজ্ঞা ছিল, বিবাহ নাই করিতাম। কুমারী অবস্থায় তো থাকে, আমিও কুমারী থাকিতাম। কুলকামিনীর ন্যায় থাকিলে বেণীর সহিত দেখা হইত না, এ অবস্থায় পতিত হইতাম না। চতুর্দ্দিকে দেখেন, সংসারে স্ত্রীলোকের কেহ না কেহ আপনার আছে। কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও স্বামী, কাহারও পুত্র অভি-ভাবকস্বরূপ আছে, কিন্তু তাহার কেহই নাই. লোকে তাঁহার কুলটা অপবাদ দেয় কি না জানেন না, কিন্তু সকলে যে তাঁহাকে ঘৃণা করেন, ইহা বুঝিতে পারেন। পরোক্ষে তাঁহার পরিচারিকারাও যে "বিবি বিবি" বলিয়া ব্যঙ্গ করে, তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। যে বৎসর প্লেগ হয়, তিনি দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও তাঁহার রাজমিস্ত্রীকে রাখিতে পারেন নাই, সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী যাইবে। টাকার প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া বলে,—"টাকা বড় না ইজ্জত বড়! এখানে থাকিলে আমার ঘরের আদমিকে বেইজ্জত করিবে, একটু অসুখ হ'লে হাস-পাতালে টানিয়া লইয়া যাইবে।" দরিদ্র ব্যক্তি-দেরও তাহাদের স্ত্রীর প্রতি এত যত্ন, তাহার স্ত্রীর আবরণের প্রতি এত লক্ষ্য। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জগতে তাঁহাকে আপনার বলিয়া যত্ন করিবার কেহই নাই। একবার মনে হইল, যে ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, সে যখন তাঁহাকে চায়, তাহাকে লইয়া ঘর করিতে দোষ কি? সে তো স্বামী বটে—এমন মূর্খ স্বামীও তো লোকের হয়। তাহার পর বলিলেন, ছিঃ পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এই বর্ব্বরকে লইয়া ঘর করিবেন; ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যাহাই ভাবেন, শেষ বেণীবাবুর কথাই উপস্থিত হয়, দুই একবার মনে হইল, যেন বেণীবাবু সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে,—

একবার যেন ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে—"পুরুষকে ঘৃণা করো!" ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোহাইল। বসিয়া রাত কাটিয়াছে, দাস-দাসীরা গৃহ-কার্য্যে বিব্রত, কলরব শুনা যাইতেছে; তাঁহার কাণে যেন প্রবেশ করিল যে, তাঁহার নিজের পরিচারিকা বলিতেছে,—"ঠাকুরুণ ঘুমাইতেছেন, এখন আমি পত্র দিতে পারিব না। কি পত্র, জানিতে লীলা বাহিরে গেলেন।

বেণীবাবু কোন দূরে তীর্থস্থানে অপরিচিত ভাবে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কালীপদ ও সুরো ভিন্ন কেহ তাহা জানে না। তিনি প্রাতঃকালে বায়ু সেবন করিয়া ফিরিতেছেন, ডাকওয়ালা পথে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রপাঠে বেণীবাবু অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আহারাদিরও বিলম্ব না করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। দুর্গম পথ, দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তবে ঘোড়া পাওয়া যায়, ঘোড়াতে বিশ ক্রোশ যাইতে হয়, তাহার পর টোঙ্গা পাওয়া যাইবে। পথে চাউল, ছাতু, আটা পাওয়া যায়। তিনি ছাতু খাইতে খাইতে চলিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রে সমস্ত রাত্রি ঘোড়সোয়ার হইয়া আসিয়া টোঙ্গার আড্ডায় পঁহুছিলেন,—রেলওয়ে ষ্টেশন তথা হইতে পনের ক্রোশ। এক্কাওয়ালাকে পাঁচ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা কবলাইয়া বলিলেন,—"যদি সন্ধ্যার রেল ধরাইয়া দিতে পারো, আরও দশ টাকা দিব।" সে অবাক্, বেণীবাবুর বিলম্ব সয় না, ঘোড়া আপনি বাহির করিলেন। রাত্রি দশটার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন, কিন্তু মালগাড়ী ভিন্ন সে রাত্রে কোন গাড়ী যাইবে না। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিলে মাল-গাড়ীতে ব্রেকভ্যানে যাওয়া যায়। ব্রেকভ্যানে কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইয়া জংসনে পৌঁছিয়া দেখিলেন, যাত্রীদের গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু আর টিকিট লইবার অবকাশ নাই। হুইসিল্ দিয়াছে, লম্ফ দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়িলেন। এবং দুই দিবস পরে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত দারোয়ানের হস্তে একখানি চিঠি দিলেন, চিঠি রেলগাড়িতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন দারোয়ান ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তিনি বৈঠকখানায় উঠিলেন। স্থির হইতে পারেন না, বসেন—বেড়ান, রাস্তার ধারে বারান্দায় যান, খানসামা কাপড় ছাড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলিলেন,—"এখন যাও, আমি ডাকিব।" বারান্দা হইতে দেখেন, দূরে এক-খানি ঠিকা গাড়ী আসিতেছে, কোচবাক্সে তাঁহার দারোয়ান। বৈঠকখানায় আসিয়া বসি-লেন। একটু পরে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, রাধুবাবু আসিয়াছেন। "আসতে বল" বলিয়া একখানা খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। রাধুবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাধু, যাহাকে পূর্ব্বে গগনবাবুর সহিত দেখিয়াছি। রাধু আসিবামাত্র বলিলেন,—"রাধু, তোমার দুই পথ আছে। এক জেলে যাওয়া, আর অপর কিছু টাকা রোজগার করা। অন্যের নিকট যাহা রোজগার করিবে, আমার নিকট তাহার দ্বিগুণ পাইবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরে আমার সহিত যদি তোমার ছলনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার দ্বীপান্তর! আমার সহিত যদি ঠিক ঠিক ব্যবহার কর, তুমি যে তোমার ভাজের বিরুদ্ধে জাল করিয়াছ, তাহা লইয়া গোল উঠিবে না। যদিচ জাল বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে ও অনায়াসেই প্রমাণ হইবে, কিন্তু সে জাল কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইলেই চুকিয়া যাইবে। বাহির করিয়া লইতেও কষ্ট পাইতে হইবে না। আর টাকা রোজগারের কথা তো বলিলাম।

জাল উইল কি, পাঠক জানেন না। রাধু তাহার ভাজকে একখানি ছোট বাড়ী ফাঁকি দিবার নিমিত্ত জাল উইল তৈয়ারী করিয়াছিল। ভাজকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, ভাজ বেণীবাবুকে আসিয়া ধরে। বেণীবাবু তাহার পক্ষ হইয়া উকিল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। উকিল বেণীবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, উইল নিশ্চয় জাল প্রমাণ হইবে। রাধু serving clerk-এর কাজ করিয়া তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল। ভাজের সহিত রফা করিতে যায়, উকিলের পরামর্শে রফা হয় নাই। ভাবিয়াছিল, কোনওরূপে রফা করিয়া লইবে। ভাজের যাহা কিছু ছিল, তাহা বাহির করিয়া মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে, কিন্তু মকর্দ্দমা চালাইবে কি করিয়া? রাধুর মকর্দ্দমা একটা

ছোট উকিলের দ্বারা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু তাহার ভাজ দুই একটা মৎফরেক্কা মকর্দ্দমা হইলেই নাতোয়ান হইয়া পড়িবে। এখন দেখে যে, বেণীবাবু বিপক্ষ, তবে তো ঘোর বিপদ! বেণীবাবুর পায়ে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"আমি আপনার গোলাম, আপনি যা বলিবেন, তাহাই করিব।" বেণী-বাবু বলিলেন,—"যেরূপ বলি, সেইরূপ করিলে তোমার কোন ভয় নাই।"

বেণীবাবু আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করি-তেছেন, এমন সময় আবার চাকর আসিয়া বলিল,—"রাধুবাবু আসিয়াছে।" রাধুর সহিত দেখা করিতে বৈঠকখানায় গেলেন।

লীলা যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র গগনবাবুর। গগনবাবু অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিতেছেন,—"আমার পরামর্শ আপনি গ্রহণ করিবেন কিনা, জানি না; কিন্তু আমার পরামর্শ, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে কোনওরূপে বশীভূত করা। টাকার লোভে মকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে। যদি যুক্তি বিবেচনা করেন, আমি তাহাকে আমাদের বাগানে ডাকাইব এবং সামনে টাকা ধরিয়া দিলে উপস্থিত টাকার লোভ ছাড়িবে না। তাহাকে একটু নেশা করিয়া দিয়া যেরূপ লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া, সেইরূপ লিখিয়া সহি করান যাইবে। পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদ্যপি আপনার এই সামান্য কার্য্য সাধন করিতে পারি, আমার এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আপনি দেবী, দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিয়া আমার অন্তরের মালিন্য ঘুচিয়াছে, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

পত্র পাঠ করিয়া লীলা বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে উত্তর পাঠাইলেন। উত্তরের উত্তর আসিল। সন্ধ্যার পর লীলা গাড়ী করিয়া বাহির হইলেন।

গগনবাবু বাগানবাটীতে বসিয়া আছেন, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সতীশ, যতীশ, গিরিশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি লীলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা সকলেই উপস্থিত। একটু একটু মদও চলিতেছে, এমন সময় গাড়ীবারান্ডায় লীলার জুড়ি আসিয়া লাগিল। গগন ব্যতীত সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া গেল। গগন যে বেশবিহীন মূর্ত্তিতে লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই বেশহীন অবস্থায় গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এমন সময়ে এক জন ভৃত্য লীলাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লীলাকে দেখিয়া সাগ্রহে গগনবাবু উঠিলেন। সাগ্রহে লীলাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সম্মুখে উকিলের বাড়ীর লেখা কাগজ ছিল;—লীলাকে বলিলেন,—"দেখুন দেখি, বোধ হয় এ কাগজে সহি করাইয়া লইলে আর কোনও উৎপাত থাকিবে না। সেই দীন ব্রাহ্মণ উকিলেব বাড়ী আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া উকিল এখনি আসিবেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,- "কত টাকা দিতে হইবে? পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছি।" গগন বলিলেন,—"দুই এক হাজার টাকা দিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। তবে পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা আছে, তাহাই দিন, আর অধিক কেন?—আপনার টাকায় সংসারের অনেক উপকার হইবে। কাগজ পড়িয়া দেখুন।" লীলা একমনে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল, ক্লোরাফর্ম্মে ভিজান রুমাল নাকের গোড়ায় দিল, লীলা চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, চীৎকার আসিল না। সংজ্ঞা লোপ হয় প্রায়, এমন সময় যেন অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—তাহার পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

সুরোর শয্যাগৃহে লীলা শায়িত, পার্শ্বে সুরো। লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আমি কিরূপে হেথায় আসিলাম?" সুরো বলিল,—"দিদি, স্থির হও, এখন ওসব কথা নয়, ডাক্তার মানা করিয়াছেন।" লীলা বলিলেন,—"তুমি বলো, ডাক্তার মানা করুন, আমি না শুনিলে স্থির হইতে পারিব না।" যদিও ডাক্তার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরোর মনের ধারণা, যতদূর সুরো জানে, সমস্ত বলা উচিত। লীলা তাহার গৃহে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া কখনও "রক্ষা করো

—রক্ষা করো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, কখনও কেন এতক্ষণ মৃত্যু হইতেছে না, এজন্য চঞ্চল হইয়াছেন। সুরো ডাক্তারের মানা উপেক্ষা করিয়া বলিল যে,—"আমি ইতিপূর্ব্বে কি হইয়াছে জানি না, সপ্তাহ পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছি, এমন সময়ে সদর দোরে আঘাত শুনিলাম, ও (অর্থাৎ কালীপদ) ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল এবং "শীঘ্র আইস" বলিয়া আমায় ডাকিল। আমি নীচে গিয়া দেখি, একটা টেবিলের উপরের তক্তা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার উপর শয্যা, শয্যায় তুমি অচৈতন্য অবস্থায় পতিতা। দুই জন শিক্ষিত দাই তোমার নিকটে; দাইয়ের নিকট শুনিলাম যে গগনবাবুর বাগানবাড়ীতে তুমি মূর্চ্ছিতা হও, সেইখানেই ডাক্তার আনীত হয় ও তাহারাও আইসে, তথায় বাবুরা ছিলেন, দাই তাহাদের চেনে না, সেই বাবুদের যত্নে তুমি হেথায় আনীত হইয়াছ। কিন্তু আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম, সেই বাবুরা ছিলেন না। তাঁহারা আমাদের দুয়ার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তোমায় ধরাধরি করিয়া আমার বিছানায় আনিয়াছি, তোমায় আমার বিছানায় শোয়াইলাম, এমন সময় ডাক্তার নিতাইবাবু ঔষধপত্র ও দুইজন দাই সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তোমার শুশ্রূষার জন্য চারিজন দাই নিযুক্ত করিয়া দিলেন, দুইজন দিবসে, দুইজন রাত্রে তোমার শুশ্রূষার নিমিত্ত থাকিবে।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহাদের খরচপত্র কে দিলেন?" সুরো বলিল,—"আমি নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাদের রোজ কিরূপ লাগিবে? নিতাইবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, সে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, নিতাইবাবু কিরূপে জানিলেন?" সুরো বলিল,—"আমি তাহা নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুনিলাম, তোমার প্রতি অত্যাচার হইবে, এ সংবাদ পুলিস পায়, পুলিস তোমার রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হয়। যাহারা তোমার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারা পলায়ন করিল, পুলিস কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। তাহার পর নিতাইবাবু সংবাদ পান এবং শিক্ষিত দাইদের লইয়া আসেন। তথায় তোমার চৈতন্য করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তোমার চৈতন্য হয় নাই। তাহার পর কতকগুলি ডাক্তারী শিক্ষার্থী ছাত্র লইয়া আমাদের বাড়ীতে তোমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিতাইবাবু কাহার নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে?"

সুরো উত্তর করিল,—"ঐটিই বিস্ময়কর ঘটনা, একজন কুরূপ কদাকার ব্রাহ্মণ, তাহার নাম উমাচরণ।" এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। নিতাইবাবু সুরোকে কতক তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"আপনি ইঁহাকে কি বলিতেছেন?" সুরো বলিল,—"আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা।"

নিতাই। আমি আপনাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম।

সুরো। হ্যাঁ, আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সপ্তাহই উহার কাণে কাণে বলিতাম, 'দিদি, তোমার ভয় নাই, তুমি আমার বাড়ীতে আছ, তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই, অত্যাচারীরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।' এই সমস্ত আমি নিত্যই বলিতাম, আর সেই সময় এত জ্বরের তাড়না, তথাপি কিঞ্চিৎ চৈতন্যের সঞ্চার দেখিতাম।

নিতাই। আপনি ভাল করেন নাই, এখন আপনি যান, আর অধিক উৎসাহিত করিবেন না।

সুরো করযোড়ে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনার ন্যায় সুযোগ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার দ্বিতীয় নাই; কিন্তু আপনি স্ত্রীলোকের মন জানেন না, দৈহিক আঘাতই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক আঘাত বোঝেন নাই। অজ্ঞান অবস্থায় বিহ্বল থাকিয়া যাহা বকিয়াছেন, তাহা আপনি কিছুই বোঝেন নাই,—যদিচ দিদি স্বাধীনা, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের সহিত মিশিতেন, কিন্তু পুরুষের অপবিত্র ভাবের স্পর্শ যে অঙ্গারবৎ, তাহা হিন্দুরমণীর হৃদয় হইতে দূর হওয়া কোনওরূপে সম্ভব নয়। দস্যুরা তাঁহাকে

স্পর্শ করিয়াছে, এই চিন্তায় সপ্তাহকাল তাঁহার চৈতন্য হয় নাই; মন হইতে এ চিন্তা দূর না হইলে দিদিকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন না। এই নিমিত্ত আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ, আপনি যাহা যাহা জানেন—সমস্ত বলুন, কোনও বিষয় গোপন রাখিবেন না।" নিতাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন।" লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন, আপনাকে ক্লোরাফর্ম্মের রুমাল মুখে দিয়া মূর্চ্ছিতা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে পুলিস যাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুলিস তাদের চালান দিল না কেন?" নিতাইবাবু বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় পুলিস অতি সদ্যুক্তির কার্য্য করিয়াছে, পুলিস রিপোর্ট লিখিয়াছেন বটে, তাহারা পলাইয়াছিল, গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এখনই তাহাদের গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু সেরূপ কার্য্য যুক্তিযুক্ত নয়।

লীলা বলিলেন,—"কেন?"

নিতাই। দুর্জ্জনেরা নানাপ্রকার রটনা করিবে, আদালতে নানান কথা উঠিবে, সংবাদপত্রে বাহির হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

লীলা। আপনি একটা কথা বলুন, পুলিস কিরূপে সংবাদ পাইল?

নিতাই। তাহা আমি জানি না, পুলিসের নিকট তত্ত্ব লইয়াছি, উমাচরণ নামে একজন ব্রাহ্মণযুবা তাহার সংবাদদাতা।

লীলা। শুনিলাম, আপনাকেও কোন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়াছিল?

নিতাই। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণই বটে।

লীলা। তাহার কিরূপ বেশ?

নিতাই। তাহার সামান্য দরিদ্রের ন্যায় বেশ।

লীলা। তাহার কথায় আপনি আসিলেন কেন?

নিতাই। আমাদের যে ডাকে, তাহার কথাতেই আসি। আসিয়া দেখিলাম, যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল তাহা সত্য।

লীলা। আপনার ফি কে দিল?

নিতাই। আপনি আমার অপরিচিত নন, আপনার নিকট এত ফি পাইয়াছি যে, সে সময় আপনাকে রক্ষা ভিন্ন ফি-র কথা আমার মনে উঠে নাই। এখনও উঠিত না, আপনি স্মরণ করিয়া দেওয়াতে উঠিল। আপনি আরাম হোন, ফি-র বিল পাঠাইব।

ডাক্তারবাবু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার বর্ণনা লীলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। লীলা ভাবিলেন, কে আমার নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল, —ব্রাহ্মণ-যুবা—তাহার নাম যেন স্মরণ হইতেছে—উমাচরণ; তবে কি আমার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল—সেই; আমার বিপদ সংবাদ কিরূপে পাইল? গগন যাহা বলিয়াছিল, তাহা কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ কি উকিলের বাড়ী ছিল? উকিলের সহিত আসিয়া আমার বিপদ দর্শনে এইরূপ সাহায্য করিয়াছে? না গগনের সমস্তই ছল। লীলা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যে আমার এরূপ উপকারী, সে কেন আমায় অপদস্থ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যই কি সে আমায় চায়? তবে টাকা পাইলে মিটাইবে কেন বলিয়াছিল? এতই যদি তাহার টাকার লোভ, বিবাহের রাত্রে কি নিমিত্ত পঁচিশ হাজার টাকা ত্যাগ করিয়া গেল? সে কি জীবিত আছে? তবে সে রাত্রে কোথায় পলাইল,—কেন কেহ তাহার সন্ধান পাইল না? এইরূপ নানা চিন্তায় লীলার মন অধীর হইল। হয় তো বেণীমাধব তাহার সন্ধান জানিতে পারে, অবশ্যই পারে! কিন্তু বেণী তো তাহার শত্রু, সেই তো তাহাকে মজাইয়াছে। তাহার সমস্ত আপদের কারণই তো বেণী! কি আশ্চর্য্য! অমন সরল মূর্ত্তি, অন্তরে দানবীয় কূটীলতা নিহিত। নানাপ্রকার চিন্তায় কিছুই স্থির হইল না।

নিতাইবাবু স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে সময় লীলার প্রতি আক্রমণ হয়, লীলা মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে যে অনেক লোকের দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়াছিলেন, তাহা পুলিস কর্ম্মচারিগণের। তাহারা লীলাকে উদ্ধার করিল। লীলার প্রতি যাহারা অত্যাচার করে,

পুলিস তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই পুলিসের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে;—স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার জন্য পুলিসের ব্যস্ততা বশতঃই হোক বা অভ্যস্থ পথে অত্যাচারীগণের পল্যইবার সুযোগ থাকা প্রযুক্তই হোক, যে কারণেই হোক, একজনও গ্রেপ্তার হয় নাই। এখন তাহারা সেই গৃহে বসিয়া ভাবিতেছে, একি হইল! কিরূপে পুলিসে সংবাদ পাইল! তাহাদের বহু দিনের মন্ত্রণা বিফল কে করিল! সর্ব্বাপেক্ষা না কি রাধুর প্রতি প্রহার অধিক হইয়াছিল,—সে ফটকের কাছে চৌকি দিতেছিল! পুলিসের কোপ তাহার প্রতিই বিশেষ পড়ে! কে সংবাদ দিল, ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, কিন্তু সতীশের কুটীল মস্তিষ্ক হইতে লীলাকে জব্দ করিবার একটি উপায় আবিষ্কৃত হইল। পুলিস যে তাহাদের ধরিতে পারিত না, এরূপ নহে। যেই সংবাদদাতা হোক, অবশ্যই পুলিসের প্রতি উপদেশ ছিল, যেন কাহাকেও না ধরে। তাহার কারণ লীলার প্রতি এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা আদালতে প্রকাশ পাইলে, লীলার কলঙ্ক রটিবে, এই জন্যই পুলিস কাহাকেও ধরে নাই। এখন লীলার নামে তাহাদের নালিস করিলে হয় না? তাহাই বা কিরূপে হয়, লীলাব নামে নালিস করিতে হইলে পুলিসের নামে নালিস করিতে হয়।

বিফলমনোরথ ঈর্ষ্যায় বিদগ্ধ অবিবেকী যুবকবৃন্দ ভাবিতে লাগিল, পুলিসের নামেই চার্জ্জ দিব, তাহাতে দোষ কি? পুলিস বিরূপ হওয়ায় তাহাদের যে ক্ষতি হয় হোক, লীলাব তো অপবাদ হইবে। মকদ্দমা এইরূপে সাজান যাইতে পারে,—গগনের সহিত লীলার আস্নাই ছিল, গগন অন্য রমণীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় লীলা ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার বাগানে আসিয়াছিল, তাহারই লোক পুলিসকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই শিক্ষিত লোক তাহার নাকে ক্লোরফর্ম্ম ধরিয়াছিল। এইরূপ মকদ্দমা চলিলে লীলার অপবাদে সহর ভরিয়া যাইবে। এইরূপ করাই স্থির হইল। উকিল আসিল, কিন্তু উকিল তিন দিন পরে তাহাদের জানাইলেন যে, যেরূপ পুলিসের রিপোর্ট, তাহাতে পুলিস ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ধরিয়া চালান দিতে পারে। লীলার অপবাদ হইবে, এই আশঙ্কায় তাহাদের ধরে নাই, তবে যদি কেবল অপবাদ রটানই তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা এক সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাহায্যে অনায়াসেই হইতে পারে। এমন সংবাদপত্র অনেক আছে যে, কুৎসা প্রকাশ করাই তাহাদের কাজ। সেই সংবাদপত্রের স্তম্ভে লীলার কুৎসা প্রকাশ হইলেই লীলার নিন্দা সহরে ঘরে ঘরেই হইবে। কিন্তু তাহার কেবল নিন্দাতে যুবাবৃন্দের কি তৃপ্তি হইবে? বেণীমাধবের সহিত তো অনেক নিন্দাই রটিয়াছে। লীলার চাকর-দাসী পর্য্যন্ত নিন্দা করে, তাহাতে আর অধিক কি হইবে? তবে প্রতিহিংসা তৃপ্তির এক উপায় আছে। নিশ্চয় বেণীর প্রেমে লীলা আবন্ধ। সেই জন্য সকলের ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছে। সুচতুর বেণী বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া একটা আবরণ দিয়াছে। যদি গর্ভ হয়, তাহাতে লীলার কলঙ্ক হইবে না, এই অভিপ্রায়। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীর পেটোয়া কোন ব্যক্তি। বেণীর অনিষ্ট করিতে পারিলে লীলার উপেক্ষার প্রতিশোধ হয়। হাঁ, হাঁ—বেণী। কি অনিষ্ট করা যায়, সকলেই এক কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু গগন গম্ভীর হইল, সে কোন কথাই বলিল না। শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শুইতে গেল। এদিকে যুবাবৃন্দের দলে মদ চলিতে লাগিল। মদের স্তরে স্তরে যেরূপ বিকৃত হইতে হয়, সেইরূপ হইতে লাগিল। অনেকেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

কিন্তু শয্যাগৃহে আসিয়া গগন নিদ্রিত হইল না। লীলার রূপ তাহার মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, বিফল মনোরথ হওয়ায় হুতাশনে ঘৃত পড়িয়াছে! বেণী,—বেণীর মূর্ত্তি তাহার মনে পড়িতে লাগিল; বেণীর অপরূপ কান্তি তাহাকে বিষবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল, বেণীর অমৃতোপম হাব-ভাব ঈর্ষ্যানল উদ্দীপিত করিল,—ঈর্ষ্যায় দেখিতে লাগিল, বেণীর ওষ্ঠে লীলার ওষ্ঠ মিলিত, বেণীর বাহুদ্বয়ে লীলা বেষ্টিতা, লীলার বাহুবন্ধনে বেণী। মদনোন্মত্ত যুবা অধীর হইয়া উঠিল। বেণী কোথায়—কিরূপে তাহাকে

পাইবে—নিশ্চয় তাহার প্রাণবধ করিবে। শুনিয়াছি, বেণী বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু লীলাকে ছাড়িয়া কতদিন থাকিবে, অবশ্য আসিবে। বেণীমাধবের প্রাণবধ করা গগনের দৃঢ়সংকল্প হইল।

সুরোর অক্লান্ত শুশ্রূষায় লীলা এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার উকিলের পত্রে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর তাঁহার নামে নালিস করিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেণীবাবুর সহিত দেখা করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। সে ব্রাহ্মণকুমার আর কে —তাঁহারই স্বামী। বেণী ব্যতীত তাঁহার সন্ধান কিরূপে পাওয়া যায়? কিন্তু সে ব্রাহ্মণ তাঁহার হিতৈষী হইলেও যুবাবৃন্দের কুটীল ষড়যন্ত্র কিরূপে ভেদ করিয়াছিল। গগনের বাড়ী যাইবার সম্বন্ধে আভাস কি সুরোকে জানাইয়াছিলাম!—কিছুই তো স্মরণ নাই। এখন লীলা নিজ বাড়ীতে আসিয়াছেন। সুরোকে ডাকাইলেন। সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কিছু জানিস্—এ ঘোর বিপদে কে আমায় উদ্ধার করিল?"

সুরো। না দিদি।

লীলা। তোর কি মনে হয়?

সুরো। কি মনে করিব, কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

লীলা। কালীপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি?

সুরো। করিয়াছিলাম।

লীলা। সে কি বলে?

সুরো। দিদি, আমি কি বলিব, তাহার বেণীবাবুর উপর অসীম ভক্তি—সে সমস্ত কার্য্যই বেণীবাবুর দেখে।

লীলা। তাহার ভ্রম, বেণী আমার শত্রু। আমার বোধ হয় কালীপদ কোনরূপে জানিয়া আমায় উদ্ধার করিয়াছে।

সুরো। না দিদি, সে আমার নিকট কদাচ মিথ্যা বলিত না। আর যদি সে হইত, তবে কেন গোপন করিবে?

লীলা। বেণী এখন কোথায় জানিস্ কি?

সুরো। আমি তাঁহাকে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় জানি না।

সুরো সত্যই জানে না। বেণীবাবু একদিন মাত্র নিজগৃহে আসিয়াছিলেন; তাহার পর যে কোথায় আছেন,—সুরো, কালীপদ তাহা জানে না। তিনিও কোনও পত্র দেন না। তবে এইমাত্র কালীপদর প্রতি আদেশ আছে, যদি তাঁহাকে পত্র লিখিবার আবশ্যক হয়, পোষ্টমাষ্টারের নিকট পত্র দিলে তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে।

লীলা। তুই পত্র লেখ, আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সুরো পত্র লিখিল।

গগনও বেণীর কোনও সন্ধান পায় নাই। লীলাকে জব্দ করিবার আর এক উপায় তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইল। লীলার চাকর, দাসী, সহিস, কোচোয়ান—সকলকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করিবে। লীলা যদি বেড়াইতে যায়, কোচোয়ান তাহার শিক্ষামত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে লীলাকে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। দাসদাসীকে অর্থ দিবার প্রয়োজন এই যে, লীলার শয্যাগৃহে কোনরূপে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কিরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়! কোন ইয়ার বন্ধুর সহিত পরামর্শ করা হইবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করায় লীলা উদ্ধারলাভ করিয়াছে। গগন এখন কাহারও সহিত মেশে না। গগন কোথায় থাকে, কেহ সন্ধান পায় না। বাড়ী থাকিলেও চাকর-বাকরদের প্রতি আদেশ—বাড়ী নাই বলিয়া বিদায় দিবে। ইয়ার বন্ধুরা যদি নিষেধ না মানিয়া বইসে, চুপি চুপি অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া যায়। গগনের দিবা-রাত্র চিন্তা—লীলা ও বেণী। গগন ভাবিল, বেণী যেখানেই থাকুক, যদি সংবাদপত্রে বেণী ইন্‌সল্‌ভেন্টে যাইতেছে প্রকাশ হয়, বেণীকে আসিতেই হইবে। সংবাদপত্রে ছাপিবে কেন? আমি স্বয়ং নাম দিব। বেণীর দেখা পাইলে খুন করিব। যাহা হইবার হইবে, সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাই। আর কি হইবে, তাহার নামে ড্যামেজ আসিতে পারে—এই পর্য্যন্ত; সে দেখা যাইবে। কিন্তু লীলা,—লীলাকে কিরূপে পাই। লীলার মূর্ত্তি মনে হইলে তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ধাবিত হইতে থাকে, চক্ষুকর্ণ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ বাহির হয়, নিদ্রা হয় না,

সমস্ত রাত্রি পায়চারী করিয়া যায়। লীলাকে কি উপায়ে নষ্ট করিবে! এক উপায় আছে, লীলার দাসীকে যদি বশীভূত করিয়া লীলার শয়নগৃহে লুকাইয়া থাকিতে পারে, রজনী-যোগে আক্রমণ করিবে। তাহাতেও যদি বিফল মনোরথ হয়, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া মুখকান্তি বিকৃত করিয়া দিবে, তাহাতে কতক হৃদয়-তাপ দূর হইবে।

সংবাদপত্রে অর্থের দ্বারা অনুরোধ করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিল; সম্পাদককে বলিল,—"যদি ড্যামেজ সুট আসে, আমার নাম ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পার, অথবা যে কুৎসা প্রকাশ করিবে, তাহাতে মকদ্দমা বাধিলে তোমার কাগজের গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। কি কারণে বেণীবাবুকে ইন্‌সল্‌ভেন্টে যাইতে হইবে, সংবাদপত্রে তাহা বর্ণিত আছে। কোনও এক স্বাধীনা রমণীর প্রেমে পড়িয়া, যে স্বাধীনাকে সকলেই জানে, যে স্বাধীনা জুড়ি চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়, যুবাবৃন্দকে গৃহে আনিয়া তাহাদের সহিত আমোদ করে, সেই কুলটার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বেণীবাবুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে।" কুটীল গগন বুঝাইয়া দিল, এবং কুৎসা-ব্যবসায়ী সম্পাদকও বুঝিল যে, নালিস হওয়া দূরে যাক, সংবাদ মিথ্যা, ইহা লিখিবার জন্য অর্থলাভেরই সম্ভব।

গগনের এক কাজ তো হইল। এখন লীলার দাসীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ করিবে—এই জন্য লীলার বাগানবাড়ীর নিকট সর্ব্বদাই ভ্রমণ করে, কেহই সন্ধান পাইল না, কিন্তু রাধু বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিল—গগন কি করে—কোথায় যায়। সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচারের পরই রাধু বিশেষরূপে গগনের তত্ত্ব করিয়া গগনের গতিবিধি সমস্তই জানিল।

বেণীমাধব বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, লীলা সংবাদ পাইবামাত্র তথায় উপস্থিত হইল। বেণীমাধব মহাসমাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা বসিলেন না, বেণীমাধব দণ্ডায়মান—লীলাও দণ্ডায়মান। লীলা বলিতে লাগিলেন,—"বেণীবাবু, আমার সর্ব্বনাশ কেন করিয়াছ? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কি ইষ্টসাধন হইয়াছে? এত কুটীলতা কিরূপে আবরণ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলে? সকলে তোমার সুখ্যাতি করে, কিন্তু তুমি এরূপ কপট, এরূপ নীচ প্রকৃতি! একজন অবলাকে মজাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না?"

বেণী। আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছি?

লীলা। কি নিমিত্ত আমায় ভুলাইয়া বিবাহ দিয়াছ? কাহার সহিত বিবাহ দিয়াছ? সে কোথায়?

বেণীবাবু এ সকল কথার উত্তর না দিয়া নিকটে একটি বাক্স হইতে শীলমোহরকরা একখানি পত্র বাহির করিয়া লীলার হাতে দিলেন। বেণীমাধব বলিতে লাগিলেন,—"এই পত্র পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার পিতা আপনার বিবাহ দিতে আমায় অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ ছিল, যদি আপনাকে কেউ ভালবাসে, আমি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সহিত যেন আমি আপনার বিবাহ সংঘটন করি। এ সমস্ত কথা পত্রেই ব্যক্ত আছে, পাঠ করিয়া দেখুন। পত্র খুলিবার অগ্রে দেখুন, আপনার পিতার শীলমোহর কিনা, শিরোনামা তাঁহার হস্তাক্ষরে কিনা দেখুন,--তাহার পর পত্রে দেখিতে পাইবেন তাঁহার হস্তাক্ষর, তাঁহার স্বাক্ষরও চিনিতে পারিবেন।" লীলা দেখিলেন, তাঁহার পিতার শীলকরা পত্র বটে। সমস্ত পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, তাঁহার পিতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পত্র—লীলাকেই সম্বোধন করিয়া। পত্রে লেখা, —"লীলা, আমি তোমায় বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিলাম। সেই জন্য আমার পুত্রস্থানীয় বেণীমাধবকে অনুরোধ করিয়াছি যে, বেণী যদি তোমার প্রতি কাহারও যথার্থ অনুরাগ দেখিতে পায়, তাহার সহিত যেন তোমার বিবাহ দেয়। বেণীকে আমার পুত্রস্থানীয় জানি, সেই জন্য তাহার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিলাম। বেণীর নির্ব্বাচিত পাত্রকে তুমি বিবাহ করিলে তোমার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে না। তোমার স্নেহময় পিতা।"

লীলা বহু চেষ্টা করিলেন, চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বেণীর প্রতি

আরও রোষ বৃদ্ধি হইল। বলিলেন,—"বেণী-বাবু, যিনি আপনাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, তাঁহার আদেশ কি আপনি এইরূপে পালন করিয়াছেন?"

বেণী। আমার কি ত্রুটী দেখিলেন?

লীলা। একজন চরিত্রহীন, দীনদরিদ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

বেণী। আপনার পিতার আদেশ, যে আপনার প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাহার সহিত বিবাহ দিব।

লীলা। ভাল, যা হবার হইয়াছে, সে কোথায় জানেন কি? যদি সে আমার প্রতি অনুরাগী, আমার সহিত সাক্ষাৎ করে না কেন?

বেণী। সে এখন সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। সে আমায় জানাইয়াছে, যেদিন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার প্রতি তাহার কিরূপ ভালবাসা, সেই দিন আপনার নিকট আসিবে। আপনি তাহাকে গ্রহণ না করেন, তাহাতে সে ক্ষুব্ধ হইবে না। সে যে আপনাকে ভালবাসে, ইহা আপনার হৃদয়ে ধারণা জন্মে, এই মাত্র তাহার আকিঞ্চন।

লীলা কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছু পরে বেণীবাবুর সহিত রাধুর সাক্ষাৎ হইল. বেণীবাবু বাটীর বাহির হইলেন।

অনেক চেষ্টায় লীলার পরিচারিকার সহিত গগন সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একটি নিভৃত বট-বৃক্ষতলে উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে. তথায় কেহই নাই. কেবল একজন ভিখারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তথায় আসিল। ভিখারী যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন গগন পঞ্চাশ টাকা পরিচারিকাকে দিয়াছে। গগন দ্রুতপদে চলিয়া গেল, টাকা ঠিক কি না. পরিচারিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, এমন সময় ভিখারী আসিয়া কিছু চাহিল. পরিচারিকা দূর করিয়া দিতে চায়, ভিখারী বলে. "কিছু না দাও. আমার নিকট কিছু লও।" পরিচারিকা ভাবিল—পাগল না কি? ভিখারী বলিল,—"যাহা পাইয়াছ, তাহার দ্বিগুণ পাইবে, আর যদি আমার অবাধ্য হও, ঐ জমাদার পাহারাওয়ালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনই তোমায় ধরাইয়া দিব। তোমার কর্ত্রীর বাড়িতে রাত্রে চোর আনিবে, তাহার পরামর্শ করিয়াছ, পুলিস এখনি তোমায় বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। চোরের নিকট টাকা লইয়াছ, টাকা শুদ্ধ ধরা পড়িবে।" পরিচারিকা সভয়ে বলিল,—"না বাবা—না বাবা—চোর নয় বাবা!" ভিখারী বলিল,—"ও তোমায় কি বলিয়াছে, সমস্ত বল।" পরিচারিকা বলিতে লাগিল,—"এ রাত্রে দীনবেশে এই বাবুটি আসিবেন, আমি আমার ভাই বলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিব, তাহার পর চুপি চুপি কর্ত্রীর শয়ন ঘরে লইয়া যাইব। তিনি আমায় পাঁচশত টাকা দিবেন, আমি দেশে চলিয়া যাইব।" ভিখারী বলিল,—"আমি তোমায় হাজার টাকা দিব, যদি আমি যে রূপ বলি, সেইরূপ করো; কিন্তু যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো. তাহা হইলে তোমায় বাঁধাইয়া দিব।" পরিচারিকা ভিখারীর কার্য্য করিতে সম্মত হইল।

সুরোর সহিত কালীপদর বড় বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। সুরো বলে,—"ব্রাহ্মণকুমার আর কে—বেণীবাবু।" কালীপদ বলে,—"তুমি পাগল, বেণীবাবু পরিহাস করিয়াও মিথ্যা কথা কহেন না।" সুরো বলে,—"তুমি তুলি পেশো. তুমি অরসিক, প্রেমের কথা কি বুঝিবে? বেণীবাবু অভিমানী, অভিমান বুঝিতে পারো না? দিদি কেন তাঁহার পায়ে গড়াইয়া পড়ে না. এই তাঁহার অভিমান।" কালীপদ ঈষৎ রাগিয়া বলিল,—"ঐ তোমার এক কথা। সকলের সামনে উমাচরণের সঙ্গে তার বিবাহ হইল।"

সুরো। বিবাহ তো হইল, তারপর টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল?

কালী। নেশাখোর, নেশার ঝোঁকে কোথায় চলিয়া গেল।

সুরো। তবে আর দেখা পাওয়া গেল না কেন?

কালী। মরিয়া গিয়াছে না কি হইয়াছে, কে জানে?

সুরো। যাও, আহাম্মকের সঙ্গে বকাবকি করিতে পারি না। এ কথা কি তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না যে, বেণীবাবু নিয়ত দিদিকে

রক্ষা করিতেছেন? ব্রাহ্মণকুমার তো মরিয়া গিয়াছে, তবে দিদির ঘোর সংকটে তাহাকে কে রক্ষা করিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার পুলিসে খবর দিয়াছিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার ডাক্তার-বাবুকে খবর দিয়াছিল? তুমি ছবির গাছ, ছবির মানুষ আঁকিতে জানো, প্রকৃত মানুষ চেনো না।

কালীপদর গোল বাধিল; এমন সময় এক-খানি পত্র ও একখানি সংবাদপত্র লইয়া চাকর আসিল। পত্র বেণীবাবু সুরোকে লিখিয়াছেন: সংবাদপত্রের নাম 'জগদানন্দ পত্রিকা'। তাহার একস্থানে লাল কালীর দাগ দেওয়া। সেই স্থান পড়িতে গিয়া কালীপদর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কালীপদ অস্থির হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। সুরো কালীপদর ভাব দেখে নাই, সুরোও বেণীবাবুর পত্র পড়িয়া দাসীকে পাল্‌কি আনিতে বলিল। পত্রে বেণীবাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যে উপায়ে হোক, সেদিন রাত্রে যেন লীলাকে সুরোর বাড়ীতে হোক, বাগানে হোক, ঠাকুর বাড়ীতে মাধব-উদ্যানে হোক আনিয়া রাখে, কোনওরূপে তাহার গৃহে থাকিতে না দেয়, গৃহে থাকিলে তাহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। পাল্‌কি আনিতে বলিয়া সুরো কালীপদকে খুঁজিল, কালীপদ বাড়ী নাই। লীলাশ্রমের বালকগণকে পত্র লিখিল যে, বাগানে প্রথম রাত্রে হরিসংকীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার পর সর্বাপেক্ষা উত্তম কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়া মাধবকে কীর্ত্তন শুনাইবে।

পাল্‌কি আসিলে সুরো লীলার বাড়ীতে গেল। সুরো লীলাকে বলিল,—"দিদি তোমাকে আজ মাধবের বাগানে গিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইবে। না বলিলে শুনিব না, চলো।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ হঠাৎ এরূপ আয়োজন কেন?"

সুরো বলিল,—"তাহার গুরুদেবের আদেশে।" লীলা সম্মত হইলেন।

'জগদানন্দ পত্রিকা'র সম্পাদক বসিয়া আছেন, সহসা তথায় কালীপদ যাইয়া উপস্থিত। কালীপদ সংবাদপত্রে লাল কালী চিহ্নিত স্থান দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহা আপনার লেখা?" সম্পাদক দম্ভ করিয়া উত্তর করিল,—"হ্যাঁ, আমারই লেখা, আপনারা ইচ্ছা করেন, আমার নামে নালিশ করিতে পারেন।" কালীপদ বলিল,—"না, আমরা নালিশ করিব না, আপনাকেই পুলিসে নালিশ করিতে হইবে। কারণ যত লাইন লেখা,"—হাতের বেত দেখাইয়া বলিলেন, "তত ঘা এই বেত্রাঘাত আপনাকে করিব।" সম্পাদক পলাইতে চায়, কালীপদ বামহস্তে দৃঢ়মুষ্ঠিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল। সভয়ে সম্পাদক বলিল,—"বাবু রক্ষা করো—বাবু রক্ষা করো।" কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"কত কাগজ বিলি করিয়াছ?"

সম্পাদক। এখনও বিলি করি নাই। দুই-খানি মাত্র কাগজ ডাকে পাঠাইয়াছি; একখানি আপনাকে, একখানি বেণীবাবুকে।

কালী। বিলি করো নাই কেন?

সম্পাদক। ভাবিয়াছিলাম, আপনারাই সমস্ত কাগজ কিনিয়া লইবেন এবং যাহাতে ইহা আর বিলি না করি, তজ্জন্য টাকা দিবেন।

কালী। এরূপ লিখিয়াছিলে কেন?

সম্পাদক। গগনবাবুর কথায়।

গগনবাবুর সহিত যাহা যাহা হইয়াছিল, সম্পাদক অকপটে বলিল।

কালী। গগনবাবু যে এরূপ বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?

সম্পাদক গগনবাবুর চিঠি দেখাইল, চিঠিতে গগনবাবু কুৎসা-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কুৎসা-প্রচারের জন্য পত্রের সহিত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

কালীপদ বলিল,—"তোমার সমস্ত সংবাদ-পত্র এখনই পুড়াইয়া ফেল। গগনবাবুর পত্রখানি আমায় দাও।" সভয়ে সম্পাদক সেই-রূপই করিল। কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"কত টাকা চাও?" সম্পাদক ভয়ে ভয়ে একশত টাকা চাহিল। কালীপদ দুইশত টাকা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। গগন লীলার বাড়ীর দোরে আসিয়া উপস্থিত। দাসী একখানি কাপড় দিয়া বলিল,—"এই কাপড় মেয়েমানুষের মত পরিয়া আপনি বাগানে প্রবেশ করুন। এই গিন্নীর শোবার ঘরের চাবি নেন।" গগন জিজ্ঞাসা করিল,—"গিন্নী

কোথায়?" দাসী উত্তর করিল,—"বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।" গগন উদ্যানে প্রবেশ করিল, কেহ নিষেধ করিল না, লীলার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে লুকাইল,—সঙ্গে সুরা ছিল, একটু একটু পান করিতে লাগিল, ক্রমে নেশার ভরে অভিভূত হইয়া পড়িল। যখন নেশার ঘোর ভাঙ্গিল, দেখে ভোর হয়। এমন সময়ে সহসা দরোয়ান আসিয়া "শালা চোট্টা" বলিয়া স্ত্রী-বেশী গগনকে ধরিল। গগনেব নিকট ছোরা ছিল, দরোয়ানকে আঘাত করিল। "খুন কিয়া —খুন কিয়া" বলিযা দরোয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই-তিনজন দরোয়ান আসিয়া পড়িল। গগনের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল এবং গগনকে নির্ম্মম প্রহাব করিল। গগন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

সুরো বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং কালীপদ, ও লীলার সহিত লীলার বাগানে আসিয়া পঁহুছিল। নিতাইবাবুর নিকট সংবাদ গিয়াছে, নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার নিতাইবাবু দেখিলেন, গগনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, বহু যত্নে গগনের চৈতন্য হইল। কিন্তু তথাপি তাহার সংকট অবস্থা। অষ্টাহের পর গগনের জীবনের আশা হইল।

গগনের জীবনের আশা হইয়াছে, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?" সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া লীলাকে দেখিতে চাহিল। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে লীলা তথায় উপস্থিত হইলেন। লীলাকে দেখিয়া গগন মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,— "আসিয়াছ—এসো—তোমার কার্য্য দেখ। প্রথম যখন তোমার সহিত আমাব দেখা হয়, হয় তো স্মরণ হইতে পারে, আর এখন দেখ, তখনও চরিত্রবান ছিলাম না, যৌবনে অনেকেই থাকে না, এখনও নই। কিন্তু তখন আসিয়াছিলাম, তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, তোমার মন যোগাইয়া তোমায় বশীভূত করিব, এই আশায়। তুমি আমার হইবে, এই ধ্যানে উন্মত্ত ছিলাম, তোমার সহিত কত আনন্দ কল্পনা করিয়াছিলাম। অবশ্য সে প্রেম নয়—আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু সংসারে প্রেম কোথায়—প্রেম কল্পনামাত্র। যদি সত্যই প্রেম থাকে তো এই বৃহৎ পৃথিবীতে দুই একটা। আমার ধারণা, প্রেম কবি-কল্পনা, বাতুলের কল্পনা, কিন্তু দৈহিক আকর্ষণই সংসারে দেখিতে পাই। আমিও সেই আকর্ষণে তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। সেই আকর্ষণে আজ আমি মৃত্যুশয্যায় তোমারই গৃহে আবদ্ধ। তুমিই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, তোমায় শাস্তি দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। এক শাস্তি দিতে এখনো পারিলে পারিতে পারি। দেখি, যদি তুমি নিতান্ত প্রস্তরে গঠিতা না হও, তোমার অন্তরে বিঁধিলে বিঁধিতে পারে। শাস্তি এই—তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইলে ইহাতে তোমার উল্লাস হয় হোক,—তোমার সহিত কথা শেষ হইয়াছে—যাও।"

লীলা বলিলেন,—"গগনবাবু, আমার অপরাধ কি?"

তখন গগন তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমার অপরাধ কি? অপরাধ কাকে বলে? গল্পে পড়িয়াছিলাম, সমুদ্রবক্ষ হইতে মায়াদ্বীপ সৃজন করিয়া নিশাচরীরা তথায় সুবেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করে, বংশী-রব করে, অসতর্ক মানব মায়ামুগ্ধ হইয়া অতল সমুদ্রে মজ্জমান হয়। তুমি সেই নিশাচরীর প্রধানা।"

লীলা অতি কাতর স্বরে বলিলেন,— "গগনবাবু, আমায় তিরস্কার করিবেন না, আমি বড় দুঃখিনী, আমায় মার্জ্জনা করুন।"

গগন আরও রুক্ষস্বরে বলিল,—"তোমায় মার্জ্জনা, তোমার মার্জ্জনা নাই, জ্ঞানকৃত পাপের মার্জ্জনা হয় না। আমরা বাঙ্গালী, গৃহমধ্যে মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী-আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়াছি, যে সকল স্ত্রীলোকের তাঁহাদের মত আচরণ, সেই স্ত্রীলোকগণকে কুলস্ত্রী জ্ঞান করি। আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতাই নাই, বিলাতের ন্যায় স্বাধীনা রমণী দেখিতে পাই না। স্বাধীনা দেখিলে কুলটা মনে হয়। তোমার স্বাধীনতা দেখিয়া, হাবভাব দেখিয়া, তোমায় কুলটা হইতে প্রভেদ করিতে পারি নাই, এখনও তুমি কুলটা কিনা জানি না,—তোমার প্রণয়পাত্র কেহ আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে,

তুমি কুলটা অপেক্ষা ভীষণা। তুমি আলু-লায়িত কেশে, অর্দ্ধ আবরিত বক্ষে, কখনও অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যুবাবৃন্দের সহিত আলাপ করিতে,—যে অবস্থা দর্শনে অতি ধৈর্য্যমানও বিচলিত হয়। কখনও বেণীবন্ধন-পূর্ব্বক সুবেশী হইয়া, হাস্যপরিহাস সহকারে প্রেমকথার তরঙ্গ তুলিতে, গান করিতে করিতে কটাক্ষপাত করিতে,—যুবাহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিত। কোন্ পরিচ্ছদে তোমার রূপের অধিক বিকাশ হয়, তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে জানো,—সেইরূপ নিত্য নানা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হাবভাব দেখাইতে, আমায়ও দেখাইয়াছ। আমি যে উন্মত্ত হইয়াছিলাম, ইহা আমার দোষ নয়—তোমারই দোষ,—আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ এবং এরূপ যে শত শত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার স্মৃতিই তোমার শাস্তি হোক।"—বলিতে বলিতে গগন আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এমন সময় তথায় নিতাই-বাবু উপস্থিত। গগনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। লীলাকে বলিলেন,—"আপনি সরিয়া যান।"

লীলা গৃহের বাহিরে যাইতেছেন, এক অপরিচিতা রমণী তাঁহার পথরোধ করিল। রমণী অকথ্য কথায় লীলাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। যে সকল কথা একজন কুলটা অপর কুলটাকে প্রয়োগ করে, সেই সকল কথা। বক্ষে করাঘাত করে আর বলে,—"কুলটা, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনকে হত্যা করিতে বলিয়াছিস।" —বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া গগনের পদ-প্রান্তে পতিতা হইল। নিতাইবাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী জোড়করে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,—"বাবু, আমায় তাড়াইয়া দিবেন না। আমার সর্ব্বস্ব হেথায়, আমায় তাড়াইবেন না। কুলটা লীলা প্রতারণা দ্বারা আমার বক্ষ ছিন্ন করিয়া আমার হৃদয়মণি অপ-হরণ করিয়াছে। আমায় তাড়াইবেন না—আমায় তাড়াইবেন না। ও যদি মরে, আমি এখনই মরিব। এই কুলটার ছলে আমার নিকট যায় না, আমার মুখদর্শন করে না, আমি নিকটে যাইলে বিরক্ত হয়। তথাপি আমি ওর চরণের দাসী, ওর জীবনে আমার জীবন। ডাক্তারবাবু আমাকে তাড়াইবেন না।"

এমন সময় গগনের চৈতন্য হইল। গগন বলিল,—"কে, চারুবালা? মৃত্যুকালে আমায় মার্জ্জনা করো।"

এ ঘটনা লীলা দুয়ারের পার্শ্ব হইতে সমস্ত অবগত হইলেন। বেণীবাবু গৃহে আছেন জানিতেন। বেণীবাবুর গৃহে চলিলেন।

যে ভিখারী, গগনের সহিত লীলার দাসীর কথা শেষ হইলে দাসীকে ভয় দেখাইয়া গগনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলে, সে ভিখারী নয়—ছদ্মবেশী রাধু। সেই সন্ধান করিত-গগন কি করিয়া বেড়ায়। দাসীকে রাধুই উপদেশ দিয়া-ছিল, যেন গগনকে সে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া দেয়। দ্বিপ্রহরে এই ঘটনা হইয়াছে, রাধু বেণীবাবুকে এই সংবাদ দিতে যায়, বেণীবাবু গৃহে ছিলেন না, পত্র লিখিয়া আসে। বৈকালে পত্র পাইয়া, বেণীবাবু মহা উদ্বিগ্ন, লীলার দারোয়ানেরা বেণীবাবুর বিশেষ সম্মান করিত; অর্থ দিয়া বেণীবাবু তাহাদের বলিয়া আসেন যে, আজ যদি শান্তি ঝি তাহার ভাইকে বাড়ীতে আনে, কদাচ প্রবেশ করিতে না দেয়। দারোয়ানও শান্তি ঝিকে বলে,—"আজ তোমরা ভাইকে মৎ আনো, ঘুসনে নেহি দেগা।" দাসী সেই জন্য স্ত্রী-বেশে গগনকে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর বেণীবাবু যখন মারামারির কথা শুনিলেন, তাঁহার বড়ই উদ্বেগ জন্মাইল; মহা অনিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার আত্ম-তিরস্কার আসিল। কেন তিনি রাধুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গগনের ষড়যন্ত্র লীলাকে প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেই হইত। কিন্তু রাধু ব্যতীত কে তাহাকে ষড়যন্ত্রের সন্ধান দিত! যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, তাঁহার দিবারাত্র চিন্তা লীলাকে কিরূপে নিরাপদ করিবেন। কিছুই স্থির করিতে পারেন না। রাধু আসে যায়, রাধু এক মিথ্যা সংবাদ আনিল। সংবাদ এই যে, গগনের বন্ধুরা লীলার নামে নালিশ করিবে যে, লীলা গগনকে দারোয়ান দিয়া নির্দ্দয় করিয়া মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। বেণীবাবু বুঝিলেন,

সংবাদ মিথ্যা। রাধুকে বলিলেন,—"রাধু, তুমি যাও, তোমায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে আমার বুদ্ধিভ্রম। বুঝিতে পারিয়াছি, কুটিল পথাবলম্বনে কখনও কাহারও শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। তুমি যাও, আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। তোমার পুরস্কার আমি তোমার বাসায় পাঠাইয়া দিব। ।

রাধু চলিয়া গেল, পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে যে লোকাপবাদ সত্য, বেণী লীলার জন্য মরে। বেণীর নিকট বেশ দুই পয়সা আদায় হইতেছিল, তাহা তো বন্ধ হইয়া গেল। এখন কি উপায়! রাধু ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

বেণীবাবু গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় উন্মাদিনীর ন্যায় লীলা তথায় উপস্থিত। লীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার পিতা তোমায় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তুমি বক্ষে হস্ত দিয়া কি বলিতে পারো—তুমি পুত্রের কার্য্য করিয়াছ?"

বেণীবাবু বলিলেন,—"হইতে পারে, আমি অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু যাহাতে তোমার মঙ্গল আমার অনুমান হইয়াছিল, তাহা আমি প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছি।"

লীলা। প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছ? আমি অবলা স্ত্রীলোক, কুবুদ্ধিবশতঃ যুবাবৃন্দকে প্রতারিত করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা দিবার জন্য, কুলনারীর অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়া হাবভাব দেখাইতাম, যদি তুমি আমার ভাই হতে, তাহা হইলে কি সহ্য করিতে? আমি কুলাঙ্গনা, কুলাঙ্গনার আচারে থাকিলে আমার কি বিপদ ঘটিত? তোমারই বা কেন প্রাণপণে আমার মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এ কথার তুমি কি উত্তর দাও? তুমি কি আমার পিতার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ?

বেণী। আপনি যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা সত্য। আপনার ভাই হইলে আমি অবশ্যই আপনাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতাম! কিন্তু আমি ভাই নই,—স্মরণ করিয়া দেখুন, আমি যত স্নেহ দেখাইয়াছি, আপনি স্নেহ না বুঝিয়া অন্য যুবার সহিত যেরূপ আচরণ করিতেন, সেইরূপ করিয়াছেন। অন্য যুবারা যেরূপ আপনার সহিত প্রেম-প্রস্তাব করিত, সেইরূপ প্রেম-প্রস্তাব করিবার সাবকাশ আমায় দিতেন। কিন্তু আমি যতদূর বুঝাইয়া বলিতে পারি—বলিতাম যে আপনার সহিত এরূপ একত্রে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। তাহাতে আপনারও বুঝা উচিত ছিল যে, আপনারও ওরূপ করা ভাল নয়। আমায় তিরস্কার করিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, আমি বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া বলিতে পারি কি যে, আমি আপনার পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি? আপনিও বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া বলুন যে, আমি যদি নিবারণ করিতাম, আপনি শুনিতেন কি?

বেণীবাবু নীরব হইলেন। লীলাও নীরবে বাড়ী ফিরিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া লীলার প্রথম কার্য্য বেশভূষা পরিত্যাগ করা। ভাবিয়াছিলেন—দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলিবেন, কিন্তু শুনিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, কখনও সীমন্তে সিন্দুর পরেন নাই, সিঁতায় সিন্দুর পরিলেন। আভরণ পরিত্যাগ করিয়া এক গাছি লোহা আনিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় সেই ব্রাহ্মণকুমার! সে কি জীবিত আছে? বেণী বলিয়াছে যে, আমি যেদিন তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিব, সেই দিন আমায় দেখা দিবে। বেণী নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণকুমার আমায় ঘোর বিপদে রক্ষা করিল, কে নিতাইবাবুকে ডাকিয়া দিল! নিতাইবাবু বলেন একজন ব্রাহ্মণকুমার। নিতাইবাবু কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কহিবেন! তবে কি বেণী? না, বেণী নয়। বেণী হইলে প্রকাশ করিবার কি দোষ ছিল! বেণী বলে প্রাণপণে আমার মঙ্গল কামনা নিয়ত করে। একি ঘোর মনোদ্বন্দ্ব—কিছু বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে। যদি সে ব্রাহ্মণকুমারের দেখা পাই, তাহাকে গৃহে লইয়া আসি। সে কি আমার যত্নে ভুলিবে না! আমি কি যত্নের দ্বারা তাহার কুসংস্কার দূর করিতে পারিব না? সুরা পান করে করুক, আমি সুরা ঢালিয়া দিব। সে পাগল নচেৎ টাকা ছাড়িয়া যাইবে কেন? মরিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও দ্বাদশবর্ষ অতীত হয় নাই, দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে আমি বৈধব্য আচরণ করিব। কিছুই বুঝিতে পারি না, ভাবিয়া কি উপায় হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা হইবার

হইবে, আর ভাবিব না,—গৃহে থাকা অসম্ভব, তীর্থ-পর্য্যটনে যাই, দেখি যদি অশান্ত মন কোনরূপে শান্ত হয়। বিষয়-আশয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য সুরো ও কালীপদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

গগনের শরীর দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু মস্তিষ্ক-বৈকল্যের লক্ষণ দিন দিন লক্ষিত হইল। লীলা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। নিত্য নিতাইবাবু আসেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিকল মস্তিষ্কের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন গভীরা রজনী, চারুবালা আসা অবধি শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। গগন বলিল,—"চারুবালা, আমায় কারাগার হইতে উদ্ধার করো। ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, চিরকারারুদ্ধ রাখিবে। বুঝিতেছ না, ঔষধ দিয়া পাগল করিবার জন্য নিত্য ডাক্তার আসে। গগন যাহা বলে, চারু-বালার তাহা ধ্রুবজ্ঞান। দাস-দাসীরা সকলে নিদ্রাগত, কর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গৃহের অবস্থা বিশৃঙ্খল, দারোয়ানেরা অসতর্কভাবে আছে, চারুবালা গগনকে লইয়া উদ্যানের বাহিরে আসিল। একজন দারোয়ান নিদ্রাবস্থায় বলিল, —"কোন্ হ্যায় ?"

চারুবালা বলিল,—"আমি।" উহাতে দারো-য়ান আবার নাক ডাকাইয়া দিল।

উদ্যানের বাহিরে আসিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক গগন ভাবিল, লীলা বেণীর বাড়ী আছে; লীলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার এই উদ্দেশ্য চারুবালাকে বুঝিতে দেয় নাই, কোথায় যাইতেছে স্থির নাই; গগন যাইতে লাগিল, চারুবালাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন নিতাইবাবু আসিয়া দেখেন, রোগী নাই, কোথায় গেল—দাস-দাসীদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। কথা প্রচার হইল, গগন নিরুদ্দেশ। দুষ্ট রাধু স্থির করিল, বেণীকে জব্দ করিবার উপায় পাইয়াছে। উপেক্ষিত যুবকবৃন্দ যথায় সুরাপান করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"এসো, লীলাকে জব্দ করা যাউক। লীলা গগনকে খুন করিয়াছে, পুলিসে এই সংবাদ দেওয়া হউক।" মত্ততা বশতঃ সকলেই বলিল,—"ক্ষতি কি?"

সতীশ নামে একজন যুবা বলিল,—"আমিই পুলিসে খবর দিব।" যাহাতে লীলার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, উকিলের দ্বারা তাহার তদ্বির হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় ম্যাজিস্ট্রেট দুই তিন দিন বিলম্ব করিয়া ওয়ারেণ্ট দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই আবেদনের কথা বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

লীলা তীর্থভ্রমণ করিতেছেন। প্রত্যেক তীর্থে দীনদরিদ্রের সাহায্যার্থে আশ্রম করিয়া দিবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু দেখেন যে, তথায় বেণীবাবু একটি ক্ষুদ্র আশ্রম করিয়াছেন,—যথায় কোন জনহিতকর কার্য্য, সেই স্থানেই বেণীবাবুর নাম। ইহাতে বেণীবাবুর উপর লীলার বিরক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লীলা ভাবেন, যেখানে যাই, সেইখানেই বেণীর নাম, সেইখানেই বেণীর সুখ্যাতি। প্রয়াগে পাণ্ডার বাড়ী লীলা বসিয়া আছেন, হঠাৎ একদিকে পুলিস ইনস্পেক্‌টার ও অপর দিক হইতে বেণী উপস্থিত। পুলিস ইনস্পেক্‌টার লীলাকে ওয়ারেণ্ট ধরাইতে যাইতেছেন, এমন সময় কালীপদ গগনকে লইয়া তথায় আসিল। ইনস্পেক্‌টার বাঙ্গালী, কলিকাতায় থাকিতেন, গগনকে চিনিতেন। তথাচ বেণীবাবু বলিলেন, —"ইনস্পেক্‌টার সাহেব, মিথ্যা করিয়া শত্রুরা এই কুলস্ত্রীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে। ইনিই গগনবাবু। ওয়ারেণ্ট ধরাইবার জন্য সতীশ তথায় গোপনে ছিল; হঠাৎ তাহার মনোরথ বিফল হইবার উপক্রম দেখিয়া সে বলিল,—"ইনস্পেক্‌টার, তুমি আসামীকে ধরো, এ গগন নয়।"

গগন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সতীশ, কেন মিথ্যা বলিতেছ? আমি সেই গগন। এই মনোমোহিনী রাক্ষসী আমায় পাগল করিয়াছে, আমি উহারই তত্ত্বে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আমি উহাকে দেখিব বলিয়া হেথায় আসিয়াছি।"

সতীশ এখনও বলে,—"ধরো, সমস্ত বেণী সাজাইয়া আনিয়াছে।"

এমন সময়, একজন সোয়ার আসিয়া ইনস্পেক্‌টার সাহেবের হাতে একখানি চিঠি

দিল,—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লিখিতেছেন,—তিনি তারের দ্বারা সংবাদ পাইয়াছেন—অভিযোগ সমস্ত মিথ্যা. কুলকামিনীর না অপমান হয়। সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ চারুবালা আসিয়া গগনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, তাহারও উন্মাদিনীর বেশ। অঙ্গে অলঙ্কার ছিল, তাহা বেচিয়া পথে গগনকে খাওয়াইয়াছে। এখন রুক্ষকেশা মলিন-বেশা পাগলিনী। গগন যাইতে চাহে না, জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। লীলাকেও যার পর নাই গালিগালাজ করিল। কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল,—বেণীবাবুও চলিয়া যাইতেছেন, লীলা বলিলেন, -"বেণীবাবু, দাঁড়াও। শোন—দোষ তোমার কি আমার—এ কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এখন আমার আত্মঘাতিনী হওয়া ব্যতীত আর শান্তি নাই।"

বেণীবাবু চলিয়া গেলেন।

লীলা মির্জ্জাপুরে বিন্ধ্যবাসিনীব এক পাণ্ডার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাইবেন। কালীপদকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো. সুরোকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। সুরোকে বলিবে. আমি অতি অভাগিনী. আমাকে যেন সে কখনও কখনও মনে করে।"

কালীপদ মিনতি করিয়া বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে বাড়ী চলুন, সে (অর্থাৎ সুরো) আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল।"

লীলা বলিলেন,—"আমি বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাইব।" লীলা তখনই বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়া লীলা পাণ্ডাকে বিদায় দিলেন। পাণ্ডা বলিল,—"এসো মা, আমার বাসায়।" লীলা বলিলেন,—"তুমি যাও, আমি পাহাড়ে একবার বেড়াইব।" পাণ্ডা আরও কিছু পাইবার আশায় সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু লীল বিরক্ত হওয়ায় পাণ্ডা নিজকার্য্যে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, —"সাবধানে চলিবেন. মাঝে মাঝে ঝরণা বাহিব হইয়াছে. তথায় পড়িয়া গেলে নিস্তার নাই, সম্প্রতি একজন মারা পড়িয়াছিল।" লীলা বলিলেন,—"যান, চিন্তা করিবেন না।"

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, পাহাড় উচ্চ নয়, প্রশস্ত দীঘিব পাড়ের মতন দেখায়—বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। লীলা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে মনে কল্পনা, তিনি পাহাড় হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কিন্তু কেহ না তাহার মৃতদেহ দেখে। পাহাড় তো বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, এমন কোনও স্থান যথায় জনাগম নাই, তথা হইতে গভীর রাত্রে গড়াইয়া পড়িব। যেখান হইতে ঝরণা নির্গত হইতেছে, সেই স্থানে পড়িবেন স্থির করিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, ফিরিয়া দেখেন, মলিনবেশী কে এক ব্যক্তি আসিতেছেন। ক্রমে সে নিকটে আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?" ন্যাকা ন্যাকা স্বরে উত্তর শুনিলেন. "আমি সেই উমাচরণ, তোমার সঙ্গে আমার বে' হয়েছিল।"

লীলা। তুমি হেথায় কেন?

উমা। তোমার সঙ্গে মরবো বলে।

লীলা। আমার সঙ্গে মরবে কি?

উমা। তুমি যে মরতে এসেছ, আমি তোমার সঙ্গে মরবো।

লীলা। যদি মরতেই এসে থাকি, তুমি আমার সঙ্গে মরবে কেন?

উমা। আমি যে তোমায় ভালবাসি।

লীলা। তুমি আমায় ভালবাস? তবে আমাব কাছে এসো নাই কেন?

উমা। তুমি যে আমায় ঘেন্না করবে!

লীলা। তোমায় ঘৃণা করিব কিরূপে জানিলে?

উমা। তুমি যে সকল পুরুষ মানুষকে ঘেন্না করো, তুমি যে মনে করো, পুরুষ মানুষের ভালবাসা নাই!

লীলা। তুমি কি আমায় গগনের উদ্যান-বাটীতে উদ্ধার করিয়াছিলে?

উমা। হ্যাঁ।

লীলা। তুমি ঐরূপ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করিয়া আমার নিকট আইস নাই কেন?

উমা। কেন আসি নাই জান?—বেণী জানে।

লীলা। কি জানে?

উমা। আমি তোমায় কত ভালবাসি।

পুলিশে খবর দিয়েছিলুম, তাতে তুমি কি জানবে—আমি তোমায় কত ভালবাসি। এখন তোমার সঙ্গে মরতে এসেছি, এখন তুমি হয় তো বুঝবে, আমি কত ভালবাসি।

লীলা। কে তুমি?

উমা। কে আমি, এতদিনে তুমি চেনো নাই?

লীলা। কেমন করে চিনবো, আমি তো তোমার কিছুই পরিচয় জানি না।

উমা। সম্পূর্ণ জানো, দেখ আমি কে?

আর সে ন্যাকা কথা নাই মস্তক হইতে পরচুলা ও দাড়ী ফেলিয়া দিল। লীলা দেখিলেন—দেবমূর্ত্তি বেণীবাবু তাঁহার সম্মুখে। লীলার মস্তক ঘুরিয়া গেল, টলিয়া পড়েন—বেণীবাবু আলিঙ্গন করিলেন। লীলা বেণীমাধবের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নয়নজলে তাঁহার গাত্র সিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"কেন তুমি আমায় এত দুঃখ দিয়াছ? আমি তোমার ভালবাসা বুঝিব না—এই তোমার আশঙ্কা? কিন্তু তুমিই আমার ভালবাসা বোঝ নাই। যেদিন প্রভাতে তুমি আমার উদ্যানে আইস, তাহার আগে রাত্রি আমি তোমার ধ্যানে কাটাইয়াছিলাম, একবারও নিদ্রা যাই নাই। পিতামাতার নিকট বিরোধী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, সে কথা তোমায় কাতর হইয়া জানাই। আমি তোমার ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া তোমায় অন্তরের কথা বলি, তুমি নিষ্ঠুর উত্তর দিলে। মিথ্যা বলিয়া বুঝাইলে-স্ত্রীলোকের উপর তোমার ঘৃণা। তখন কেন তুমি আমায় আমার পিতার পত্র দেখাইলে না? কেন তুমি আমায় বলিলে না যে, তুমি আমার ভালবাসা বুঝিয়াছ, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম- পুরুষের ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র, আমি কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মত কঠিন হওয়া রমণীর সাধ্য নয়।"

বেণীবাবু বলিলেন,—"আমায় মার্জ্জনা করো।" চন্দ্রতারকাশোভিত নীল গগনতলে মুখে মুখে নীরবে লীলা মার্জ্জনা জানাইলেন।

কয়েক দিন পরে মাধবের বাগানে ধুম পড়িয়া গিয়াছে: সুরো কালীপদর গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, -"বোকারাম, ব্রাহ্মণকুমার কে চিনিলে কি? আর যদি তুমি আমার সঙ্গে কোনো বিষয় লইয়া তর্ক করো, আমি তোমার নাক মলিয়া দিব।"

কালীপদ বলিল,--"নাক মলা, কাণ মলা উভয়ই আমি আপনার হাতে খাইয়াছি।"

মহা ধুমধাম চলিতেছে, মাধবের সোণার রাধা আসিয়াছে। রাধা প্রতিষ্ঠা হইবে। বাগানের নাম "মাধবের" বাগান নয়—"রাধা-মাধবের" বাগান। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে একখানি শ্বেত প্রস্তরে খোদিত লীলার নাম। লীলার অনুরোধে প্রস্তরখানি সিঁড়ির নীচে স্থাপিত। লীলা বলেন, "আমি যে আচারভ্রষ্টা হইয়াছিলাম, তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই, হিন্দুকুলকামিনীরা সেই প্রস্তর মাড়াইয়া 'রাধা-মাধব' দর্শন করিবে, তাহাতে 'রাধা-মাধব' আমায় মার্জ্জনা করিবেন।"

সমাপ্ত

ছোট গল্প

হাবা

ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে বিশ্বনাথ গোল্‌পাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। গৃহিণী বল্‌লেন,—"না ভিজ্‌লে নয়?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"স্ত্রীলোকটি মারা যায়।"

গৃ। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্য্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বি। কি জান, পরোপকার পরম ধর্ম্ম। শিশু সন্তানটি জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, তুমি যে বাইরে গেলে, আমার পূজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমাকে দাও।" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল "আমি, অভাগা, পরোপকারক! আমার উপকার কৈ?"

বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" আগন্তুক উত্তর করিল—"হরমণির চরম কাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"যাও, যাচ্চি," কিন্তু গেলেন না। পূজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটিকে জুতা দিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান্‌ হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই ক্ষোভ হইল। তেমন বয়স নয় যে পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে সংসার নির্ব্বাহ হয়—মোটা ভাত মোটা কাপড়; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ডাক হইল,—"বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কি সম্বাদ?" আগন্তুকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,—"মহাশয়ের কৃপায় যে চাক্‌রী-টুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশ জনের কথায় রায় বাহাদুর আমায় চোর ঠাওরাইয়াছেন। বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমি কি করিব?"

কে। দুই এক কথা আমার হ'য়ে বলিয়া দিবেন।

বি। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। "লাভ" এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই; সুতরাং, উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে?" বিশ্বনাথ বলিলেন—"আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,—"তাই ত তাই ত।" কেনারামের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন,—"পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই? কেহ লাট সাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্য দশা কে দেখে?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি, বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পর পীড়ন করিব? ক্ষতি কি?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা, রহিল না; সাব্যস্ত হইল পরপীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন ঘনঘটাবৃত রজনী, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে

দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবে না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন, কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর চরম কাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেন্দ্র বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্র বাবুর রুগ্ণ শয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্র বাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটি রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সৌদামিনীকে পূর্ণ যৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্প বয়সে দুটি সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে "জল চাই, বা বাতাস চাই," কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই। এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ, এইরূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেমন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন; কার্য্য সমান হইল কিন্তু সে ভাব নাই, সৌদামিনীকে বলিলেন,—"আমি শিয়রে বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর। ক্ষুধার অনুরোধে যত হ'ক, বা না হ'ক বিশ্বনাথের কথার অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন, সকলকে বলিলেন—"ডাক্তারবাবু আমায় বলিয়াছেন এত লোক সমাগম ভাল নয়।" সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন—"দেবেন্দ্র বাবু, দুটি ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"বিশ্বনাথ বাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে আমি বাঁচিব?" বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন,—"আমি তা' বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—"বুঝিলাম, কিন্তু সৌদামিনী যেন এ কথা না শুনে।"

বিশ্বনাথ বলিলেন,—"শুনা আবশ্যক; কারণ তিনি ব্যতীত অছি হইবার অন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"কেন, মহাশয়, অছি হউন না?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমার ইচ্ছা বটে কিন্তু ভয় পাই, পাঁচ জনে কি বলিবে?"

দে। পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে, সৌদামিনী ছেলে মানুষ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না।

বি। ভাল, ঝঞ্ঝাট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটি একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল, সৌদামিনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"আমার নীরদ কোথা?" নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস দাসীর অভাব নাই তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—"মা গো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম, তুমি তিন দিন আহার কর নাই।

শোক কর, শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু এক এক বার ছেলেগুলিরে না দেখিলে ত নয়? মা, চিনির পানা আনিয়াছি একটু, মুখে দাও।"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,—"উঠ, স্নান কর। রাধামণি দুটি প্রসাদ আনিয়াছে, তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, "কাঁদিব" ভাবিল, "কিন্তু মরিব না।" উঠিল, রাধামণির প্রসাদও স্পর্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,—"মা, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটি গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী নহি, এ বিষম কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখি, সে কার্য্য করে তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুইবার আসিতে হইল। কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে আমি তাই ভাবিতেছি।"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন,—"বাবা, তুমি না আসিলে কে ছেলে দুটিকে দেখ্‌বে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে?"

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সৌদামিনীর মুখে সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয়, কিন্তু ঘনমালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি সহজ জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ বাড়ী কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই; বিশ্বনাথ বলেন আবশ্যক, সুতরাং স্বাক্ষর দেন; কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। বিশ্বনাথের আর দৈন্য দশা নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখ ছিল, তাহা আর বিশ্বনাথের নাই।

'পরোপকার পরম ধর্ম্ম' এই কথাই প্রচার, তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপসত্ত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটিকে মনে করুন, যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা। সে নোট কাটে, সৈরভকে রাখিয়াছে, পুজাতে সৈরভের মাকে বারাণসীর সাটী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয়, ইহাতে যদি সুখ থাকে থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সৌদামিনী কাঁদে না; বলে,—"মা গো, হাবাকে আমি মানুষ করে তুল্‌ব, আর আমি কি মোট বইতেও পারিব না?" সেই সময়ে নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সমবয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল—এখন তাহার আবশ্যক নাই। স্নানচীর, রুক্ষকেশ, চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ যেন ধরে না? এ কি রূপ? একি সন্ন্যাসিনী? না, তা ত নয়। নীরদ ও হাবা দুটি ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদামিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সে রূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশুসন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদামিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, কি জানি, যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? "নীরদ নীরদের ন্যায় গম্ভীর। সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক দিন

সৌদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।”

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী বলি বলি করিয়াছে যে, তুমি দুরাত্মা, কিন্তু বলে নাই। বন্ধশ্বাস বশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ, তাহা প্রেমে নয়, যে লজ্জা দেখিতেছ তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধিমতী সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে বলে—“কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর।” কিন্তু অবলা ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে। এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত, বিশেষ কার্য্য। দাসী সৌদামিনীর শয়নগৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিলেন কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সৌদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—“আমায় দয়া কর।” সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না, নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক্ বিপরীত হইল। এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন। আমরা নীরদের কাছে যাই।

পর-চর্চ্চা-প্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন? ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“মা এত রাত্রে বিশ্বনাথ বাবু কেন আসিয়াছিলেন?”

সৌ। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, এ কি মা?

সৌ। এ কি? আর বলিব না। নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন। হাবা নিদ্রিত। সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল—“মা, তুমি ত আমায় এক্‌লা শুয়াও; আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।”

সৌদামিনী বলিলেন,—“হাবা ওঠ, আমার বিপদ্, স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব?”

হাবা বোকা ছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশু সন্তানের চাহনীতে বহু দিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

“মা, তুমি দাদাকে ব’ল না, দাদার গায়ে বেশী জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই; চল মা, আমরা পালাই।” সৌদামিনীর মনের দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু সন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়; কিন্তু ছেলেটি বলিল পালাই। কেন পালাইব? হাবা বলিয়াছে পালাই, পালাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আমায় বলিল,—“মা চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে দেখায় দরকার নাই। আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ্ নাই, সে এক এক বার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় মর্‌তে বলে।”

হাবা হাবা নয়, হাবা যেন উন্মাদ।

সৌ। হাবা, ঘুমো।

হা। না মা, চল, আমরা দুজনে পালাই, দাদা যায় যাবে, নয় চল, আমরা দুজনে পালাই।

পূর্ব্ব দিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল ‘মা’ বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—“মা, কৈ চল।”

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল জানি না; কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়, কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না কিন্তু সেটি সত্য। সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষ মাত্রেই জানেন যে তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। “কি এত স্পর্দ্ধা! আমাকে বিমুখ করে!” তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনীর সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—“এখন মা, চল।”

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারী ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল,—"মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পার্‌বি? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাব।"

সৌ। কোথায় যাবি হাবা?

হা। কুটিরে।

সৌদামিনী অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিতে ছিলেন, হাবা বলিল,—"কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই।"

সেই দিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সৌদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—"দাদা আমাদের সঙ্গে যাইবেন না।" সাত দিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ সম্ভাবনা বলিয়াছে। সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল কহিল,—"তুই কে রে—কে রে?" হাবা বলিল, —"আমি দেবেন্দ্র বাবুর ছেলে।"

মা। তোর সঙ্গের মাগীটা কেরে?

হা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদপ্রান্তে ঢিপ্‌ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ত্রুটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া, তাহাকে ডাকিতে লাগিল,—"আয়, এ দিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই চ'।" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল,—"মা চল, এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক, বিশ্বাস করুন। মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ত্রুটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইবেন তার স্থির নাই: ইহাতে মাতাল কি, পুরাতন গল্পের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন।

বহির্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল,—সৌদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল, মাতাল কহিল,—"এই নাও।"

গৃহিণী "কি লব?" না বুঝিয়া দুই জনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। সেই দিন গৃহিণীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পর দিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিত চক্ষু মাতাল, সৌদামিনীকে বলিল,—"মা, এ ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুরের, তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিয়ে এসেছিল। বাড়ীর লোকের, বালাই বিদায় স্নান হ'ল। মা বাপ ছেল না, এক কাকা বাবু। তিনি ছেলেটাকে পাওয়া যায় না বলে পার পেলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্কুলে দিয়া আমায় উকিল করেছেন। বেশ দু টাকা পাই। মা, আমার মনে হচ্চে, তুমিও ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্চ। এখন ধরে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল; সেই স্থানেই রহিলেন। এক দিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে, সৌদামিনী জানেন না, সৌদামিনী আপ্তি করিয়া বলিতে গেলেন,—"বাবা, তুমি আমার ছেলে।" মাতাল উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" সৌদামিনী ভাবিলেন,—"একি উত্তর!" কিন্তু ভয় হইল না, মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে, তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে। মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে সেই নীরদ ইঁহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন করে তাহাকে বাঁচাই; তাই উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ, বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিবে। কিন্তু কে জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল—খুন করিবার নিমিত্ত নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকিল, যে কথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী যাইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল

ভাবিতেছিল,—"দূর হ'ক, বলিয়া কাজ নাই, কাল আপিল করিব। দীপে দীপ নির্ব্বাণের ন্যায়, হৃদি বেদনায় হৃদি বেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী, রমণীর নিকট হৃদয় ভাব ব্যক্ত করে। সেই দিন ফাঁসীর দিন প্রমদা (মাতালের স্ত্রী) বলিল,—"মাগো, আজ তোমার নীরদের ফাঁসী। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।"

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন—রহিলেন না। হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্ নির্ণয় নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে, সেই দিকে চলিতেছেন। কোমল পদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। রুক্ষকেশ আকাশে দুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল; তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসী-দর্শনেচ্ছু নির্দ্দয় হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল! সকলে স্থান দিতে লাগিল। ঠিক্ ফাঁসীর সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত। কহিলেন,- "নীরদ, আমি অসতী নহি।"

নীরদ ফাঁসিতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর কথা কাণে গেল কি না জানি না। উন্মাদিনী সেই *খানেই মরিলেন।*

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়ীতে লইয়া আসিল।

যথা নিয়মে সৌদামিনীর সৎকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকিলের কৌশলে পিতৃ-অর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত,—"মা আমায় এইরূপ চুম্বন করিতেন।"

বাচের বাজী

[ইংরাজীর অনুকরণ]

মোহিনী একাকী কন্যা লইয়া বড়ই ব্যতি-ব্যস্ত। মোহিনীর বড়ই কষ্ট। একখানি মাত্র ছোট বাড়ী আছে। নিজের একখানি ঘর রাখিয়া সমস্ত বাড়ীটি ভাড়া দিয়া তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কায়ক্লেশে গুজরান্ হইয়া থাকে। আজকালের রকমে কন্যার বিবাহ দিবার কোনও উপায় নাই। কি হবে? কন্যার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া তের হইল। জাত যায়, উপায় কি? যেন কিছু সুবিধা লাগিল।

বীরেশ্বর ঘোষের এক বৎসর হইল, গৃহ-শূন্য হইয়াছে। মোহিনীর কন্যা সারদা,—তার ভারি পছন্দ। ঘটক আসিয়া বলিল, এমন কি বরযাত্রীর ও কন্যাযাত্রীর খাইখরচ দিয়া সে বিবাহ করিবে। মোহিনী আহ্লাদে গদগদ, শ্মশানেশ্বরের মাথায় তিন ঘটি জল ঢালিত, এখন নয় ঘটি ঢালে। বিবাহের দিন স্থির হইল। গাত্রহরিদ্রার সামগ্রী আসিল। বর দোজ-পক্ষের—চেহারা একটু খারাপ; তাতে কি এসে গেল, জাতরক্ষা ত হইল। বিশেষ বীরেশ্বরের যেরূপ ব্যবহার, কেবল এক জনের জাতরক্ষা করিবার জন্যই সে বিবাহ করিতেছে। এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিলে কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই। পাত্র সুপাত্র। মহাদেবকেও দোজপক্ষে কন্যাদান হইয়াছিল। ভূতীর মার দোজপক্ষের জামাই এনে সুখের সীমা নাই। সকলই বিধা-তার ফের। গাত্রহরিদ্রার সামগ্রী আসিল, প্রতি-বাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না, মোহিনীর চক্ষে এক বিন্দু জল পড়িল। সন্ধ্যার পর খবর আসিল, বরের মনে একটু দুঃখ হইয়াছে, বিবাহ করিয়া তো কন্যা আনিবেন, কিন্তু শাশুড়ীর দশা কি হইবে। একে বিধবা স্ত্রীলোক—তেমন অধিক বয়স নয়, তিনি কন্যাকে ঘরে আনিলে—তারপর লোকে

নিন্দা করিবে; অতএব যৌতুকস্বরূপ বাড়ীখানি দেওয়া হউক—তিনি শাশুড়ীকে বাড়ী আনিয়া মায়ের ন্যায় সেবা করিবেন।

সকলের মন সমান নয়,—বীরেশ্বর বাবুর যেমন সরল অন্তঃকরণের প্রস্তাব—মোহিনীর একজন দুঃখী মাসতুতো ভাই—নামটি বড় ভাল নয়,—সেবারাম বা হোড়দোং বলিয়া লোকে ডাকে, কুরুটে লোক কি না—প্রস্তাবটি বড় ভাল বুঝিল না; বলে, "মোহিনী, তুমি সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছ? তুমি নাকি বীরেশ্বরকে বাড়ী লিখে দিতেছ!" মোহিনী বলিল, "না, জামাই একটা কথার কথা বলেছেন —ভালই বলেছেন। তুই ভাই দোকান লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাই বলেন বাড়ী লিখিয়া দাও, আমি ভরণ-পোষণ করিব। আমি কি তোমার মত না নিয়ে কোন কাজ করি? তুমি বলেছ, বীরেশ্বর মন্দ পাত্র নয়, তাই বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছি।"

হোড়দোং বলিল,—"আমি ভাল বুঝি নাই. বীরেশ্বরের মতলব ভাল না।" মোহিনী বলিল, "উপায়? গাত্রহরিদ্রা হইয়াছে, বিবাহ না হইলে জাত যাবে।" এইরূপে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বীরেশ্বর বাবুর নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল, যদি বাড়ী না লিখিয়া দেওয়া হয়, তিনি বিবাহ করিবেন না। তিনি ত আর একবার বর নয় যে গাত্রহরিদ্রা হইয়াছে বলিয়া জাতি যা'বে। না হয় আর নাই বিবাহ কর্‌বেন, তাই ব'লে কি যুবতী শাশুড়ী একা বাড়ীতে থাকিবে, তাঁহার কি নিন্দার ভয় নাই? ক্রমে স্থির হইল, বাড়ী না লিখিয়া দিলে বিবাহ হইবে না। কি হবে, জাতি যায়! জামাই বাড়ী লইয়া ফাঁকি দেয়, দিক্, মোহিনী না হয় রাঁধুনী-বৃত্তি করিয়া খাইবে। কিন্তু হোড়দোং জেদ করিল, কদাচ হইতে পারে না।

হোড়দোং স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিল, মোহিনী যুবতী নয়, কন্যার বিবাহান্তে বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া হোড়দোং এক পরিবারস্থ হইবে; মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, কোন নিন্দার কারণ নাই। মোহিনীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র; সাত আটটি সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়া এই কন্যাটি মাত্র বাঁচিয়া আছে; শোকসন্তাপিতা বয়স্থা বিধবার জন্য নিভৃত-চিন্তার কোন কারণ নাই।

বর মহাশয় উচ্চচরিত্র,—কোন রকমেই এ সকল বুঝিলেন না। স্ত্রীলোক কোন কালেই বিশ্বাসের পাত্র নয়, তা সভ্য সমাজমাত্রেই স্থির করিয়াছেন; বয়স অধিক হইলে কি হয়? বেশী কথান্তরে কাজ নাই,—বাড়ী লিখিয়া দেন, বীরেশ্বর বিবাহ করিবেন, নচেৎ নয়। মোহিনী প্রায় সম্মতা, হোড়দোং অকূল পাথারে ভাসিতেছে; এমন সময় হোড়দোংপুত্র আসিয়া বলিল, —"বাবা, বিবাহ না কি ভেঙ্গে যাচ্চে?" হোড়দোং বলিল,—"যায় ত কি হবে?" পুত্র উত্তর করিল,—"হেমচন্দ্র বসু নামে আমার একটি সুহৃৎ সম্প্রতি স্টুডেন্টশিপ পাশ করিয়াছে, তার পিতা মাতা কেহই নাই; পৈতৃক একখানি বাড়ী,—সম্পত্তির মধ্যে বিদ্যা। সে পত্র করিতে আসিয়া সারদাকে দেখিয়াছে। এ বে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, হেমচন্দ্র সারদাকে বে করিতে প্রস্তুত। হোড়দোং স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। হেমের সহিত সারদার বিবাহ হইল। বীরেশ্বরের রাগের সীমা রহিল না।

বীরেশ্বর লোকের কাছে বলেন,—ভাল হইয়াছে, হেম তার আত্মীয়, হেম সারদার যোগ্যপাত্র; তাঁর বিবাহ করিবার মত ছিল না; কেবল জাত যায়, এই নিমিত্ত সম্মত হইয়াছিলেন; হেমের সহিত যাতে বিবাহ হয়, এই তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা। বাড়ী লিখিয়া দিবার প্রস্তাব তাঁর ছল মাত্র, সম্বন্ধ না ভাঙ্গিলে হেমের সহিত বিবাহ হইবে না, এ সকল কথা হেমের সহিত বিবাহ হইবার পর শুনা যাইতে লাগিল; কিন্তু হেমের সহিত শুভ-বিবাহ হইবার অগ্রে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি কন্‌ট্রাক্ট ভঙ্গের নালিশ করিবেন। শুনা যায়, এই রকম নাকি সভ্য ইংরেজদিগের মধ্যে আছে।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। দৈবের ঘটনায় হেমের পৈতৃক বাটী বীরেশ্বরের বাটীর সংলগ্ন। যে ঘরে হেম শয়ন করে, বীরেশ্বরের বাটী হইতে যদি কোন লোক সেই ঘরে যাইতে ইচ্ছা করে, সহজে পারে। ইট বেরুনো পুজোর দালান—সেই পাশে ঘর হইবার সম্ভাবনা ছিল,

সেই জন্য ইট বেরুনো আছে। ইট ধরিয়া উঠিয়া যাইলে চিলের ঘরে পড়ে। তারপর সিঁড়িতে নামিলেই ডাইনে সারদার শোবার ঘর। সারদার শোবার ঘরে গিয়া বীরেশ্বরের কোন প্রকার পোষাক রাখিয়া আসিতে পারিলে এবং তাহা কোন প্রকারে প্রকাশ করিতে পারিলে, লোকের মনে একটি সন্দেহ জন্মাইতে পারে।

৯ই বৈশাখ হেমচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিবাসী স্ত্রীলোকদিগের ভোজ, এ সংবাদ বীরেশ্বরবাবু তাঁহার মাসীর নিকট শুনিয়াছেন। সারদার এক দাসী ছিল। বীরেশ্বর তাহাকে টাকা কবলাইলে, তাহাতে সে রাজী হয় নাই। দিন দুই তিন পরে একবার পঞ্চাশ টাকা কবলাইলে—ক্ষুদ্রমতি দাসী রাজী হইল। বীরেশ্বর মনে করিয়াছিল, সেই ঘরে পরিচ্ছদ ধরা পড়িলেই যথেষ্ট; কিন্তু তাহা অপেক্ষা যদি তিনি স্বয়ং সেই ঘরে ধরা পড়েন এবং তাঁহাকে মার না খাইতে হয়, তাহা হইলে হেমের আর অপমানের সীমা থাকে না।

সুযোগও উপস্থিত। বীরেশ্বর সংবাদ পাইয়াছেন, ৮ই তারিখে হেমের মনিবের বারাকপুরের বাগানে ইংরাজদের বল ও সাপার; তাহাকে সেইখানে থাকিতে হইবে। শুভসংবাদ দাসী আনিয়া দিল। দাসী মুচকে মুচকে হাসিয়া বলিল, "মহাশয়, ভারি সুযোগ! বাবু তো বাড়ী থাকিবে না,—দুটো বিছানা—সকাল সকাল খেয়ে বাবুর বিছানায় আপনি শুয়ে থাক্‌লেই—মা ঠাকুরুণ দোর দিয়া শোবার পর—কিন্তু মহাশয়, যে কাজে আমি হাত দিচ্চি, ছ ভরির অনন্ত আমার চাই।" কথা শুনিয়া বীরেশ্বর উন্মত্ত, দাসীকে অনন্ত, হার ইত্যাদি যা মুখে আসিল, তা দিতে স্বীকাব করিল। কি চমৎকার সুযোগ! সারদা বড় হাতছাড়া হইয়াছিল; এইবার—বুদ্ধি থাকিলেই কি না হয়? যাক্ এদিকে তো সব ঠিক, সারদার যতদূর সর্ব্বনাশ কল্পনা করিয়াছিলাম, কাজে তাহা অপেক্ষা শতগুণ হইল। তিনি আপনি ঢাক বাজাইয়া বেড়াইবেন। কিন্তু হেমের ঘোরতর লজ্জা ভিন্ন অন্য কোন সাজা হইল না। সে ষ্টুডেন্টশিপ্ পাশ করিয়াছে, ১০,০০০্ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছে, কোন মহাত্মা ঠাকুরবাড়ীতে চাকুরি লাভ করিয়াছে। ঠাকুরের মেজাজ বড় উচ্চ, দশ বিশ হাজার গ্রাহ্য করেন না—হেমের বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—হেম এম.এ. পাশ, অন্ততঃ এ বিবাহে ৫০০০ টাকা পাইত। এক বাল্‌তির মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, নতুবা বাল্‌তির জাত যাইত, এই সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর তাহাকে তিন শত টাকা বেতনে প্রাইভেট সেক্রেটরীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং দশ হাজার টাকা তার স্বার্থত্যাগের পুরস্কার দিতে সম্মত হইয়াছেন। বীরেশ্বর ভাবিল; এ টাকা কিরূপে হস্তগত হয়? হেম বড় কথার মানুষ, একটা বাজি রাখলে হয় না?

বীরেশ্বর বাবু বাচ খেলেন। বাচ উল্‌টা রথের দিন হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ হরেন্দ্র মজুমদার জমিদারীতে যাইবেন, তন্নিমিত্ত ৯ই বৈশাখ দিন স্থির হইল। বাচে বাদী প্রতিবাদীর বাজী হইয়া থাকে, অন্য অন্য বাবুরা—কে হারিবে, কে জিতিবে, এই বাদানুবাদ করিয়া বাজী রাখেন।

বীরেশ্বর বাবু ভাবিলেন, যে দলে হেম বসেন, সেই দলে উপস্থিত হইব। হেমচন্দ্র একটু একরোকা, রাগাইয়া দিলে সব করে, যদি একটু রাগাইয়া বাজী রাখিতে পারি। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী হেমচন্দ্র বসিয়া আছেন, খাওয়া দাওয়া হইবে; বীরেশ্বর গিয়া গালে হাত দিয়া বসিল; বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!" কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন কি বৃত্তান্ত?" বীরেশ্বর বলিল,—"আমি তো বাচ খেলিব, হরেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বাচখেলা—বাজীও অল্প নয়, দশ হাজার টাকা; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই হারিব, যে মাঝিকে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাকে পাই নাই।" হেমচন্দ্র বীরেশ্বরের কথা একটিও প্রত্যয় করিতেন না। কি জানি, কি কুক্ষণে বলিলেন,—"মহাশয় যখন বলিতেছেন হারিবেন, তখন নিশ্চয় জিতিবেন।" বীরেশ্বর বলিলেন, "কি, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বল!" হেমচন্দ্র বলিলেন, "আপনার এইরূপ স্বভাব।" কথায় কথায় উচ্চ কথা উঠিতে লাগিল। হেমচন্দ্র জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই জিতিবেন।" বিশ হাজার টাকা বাজী হইল। হোড়দোং সেই দলে ছিল, মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল, বাজী স্থির। বীরেশ্বর মজা পাইয়াছে, হেমচন্দ্র বাটী

থাকিবে না, সারদার ঘর হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইবে। দৌড়িয়া বাহির হইলে সারদার কলঙ্কের এক শেষ, তার উপর তিনি এরূপ মাঝিমাল্লা ঠিক করিয়াছেন যে, বাচে নিশ্চয়ই হার হইবে। হরেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কোন বাজী হয় নাই; কেবল যে হারিবে, সে গার্ডেন পার্টি দিবে! মাঝিকে বলিলেই হইবে যে, তোমরা হারিয়া যাও। তিনি হারিলে তো হেমচন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। সকল দিকেই বীরেশ্বর বাবুর সুবিধা; একটি গার্ডেন পার্টি হারিবে; সারদার কলঙ্ক—হেমচন্দ্র বিশ হাজার টাকা হারিল। হেমচন্দ্র ঠিক কথার মানুষ, কথার খেলাপ করিবে না। মোহিনী বাড়ী লইয়া থাকুক, ক্রমে বাড়ীও পাওয়া যাইবে। কলে কৌশলে কি না হয়? আগে হেমচন্দ্র ও সারদার সর্ব্বনাশ হউক।

৮ই তারিখে হেমের ভগিনী ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করিল। তার আর অভিভাবক নাই, প্রাতঃকাল হইতে বীরেশ্বর বাবুর মাসী এবং তার দলের যে সকল স্ত্রীলোক তাহারা যাইয়া উজ্জুক-সুজ্জুক করিবে।

বাচখেলাও ৯ই, বীরেশ্বরের কপালের উপর কপাল। বাচখেলা ত বৈকালে; মাঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহাকে হুকুম দিতে পারে নাই। মাঝি তারকেশ্বর গিয়াছে, ৯ই বেলা ৮টার সময় সে যেখানে থাকুক আসিবে। হুকুম দিবার সময় অনেক আছে, সকালে সারদার ঘরে ধরা পড়িবে, তার পর মাঝিকে হারিতে বলিবে, বাচে হারিলে বিশ হাজার টাকা! আর এদিকে সারদার কলঙ্ক, সারদার ঘরে ধরা পড়িলে মার খাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, সুবিধার উপর সুবিধা। দাসীর সাহায্যে বীরেশ্বরবাবু সারদার ঘরে প্রবেশ করিল। দাসী বলিয়া দিল,—'হেমচন্দ্র একটী ছোট বিছানায় থাকে, দুজনে একত্র শোয় না। সেই বিছানায় মশারি ফেলে তার ভিতর থাকিলে, কোন উৎপাত নাই। পরদিন প্রাতে যাহা হইবার হইবে।' বীরেশ্বরের মাসী ত তেমন নয়, গলাবাজীতে পাড়া ফাটাইয়া দিবে, বড় সুযোগ; হেমচন্দ্র ও সারদার সর্ব্বনাশ! মাঝিকে বলিলেই হইবে, তুমি হারিয়া যাও, তাহা হইলেও হেমচন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। এক কথার মানুষ হেমচন্দ্র। কিন্তু তখন বাজী ঠিক নাই। অদ্য ৮ই তারিখ হোড়দোং আসিয়া বাজী স্থির করিবে। হেমচন্দ্র যে বাজীতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, ৮ই তারিখে হেমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া হোড়দোং উপস্থিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই—"যদি বীরেশ্বর বাবু হারেন, তাহা হইলে হেমচন্দ্র বিশহাজার টাকা দিবে।" হোড়দোং চলিয়া গেল।

কিছু পরে দাসী আসিল। বলিল—"মহাশয়, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র আসুন। ছোট বিছানায় শুইয়া থাকুন, কিন্তু আমার যে পঞ্চাশ টাকা দিবার কথা আছে, তা এখন দিন; তা না দিলে আমি এ কাজে হাত দিব না। কার্য্য সিদ্ধি হউক, যা বক্‌সিস দিবেন বলিয়াছেন, তা দিবেন।"

বীরেশ্বর দাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত দালানের ইট ধরিয়া উঠিতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হইল, কিন্তু তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তখন দাসী বলিল—"ও মা! আজ ছোট বিছানা করে নাই, আমি এখনি করিয়া দিতেছি।" বিছানা করিতেছে, এমন সময় বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, এই আলমারীর পেছুতে লুকুন, কে আসিতেছে।" দাসীর কথা সত্য, হেমচন্দ্র ও হোড়দোং আসিয়া উপস্থিত, বীরেশ্বর বাবু বহুকষ্টে আলমারীর পেছুনে ঢুকিলেন। কেবলমাত্র আলমারীর পেছুনে দাঁড়াইবার স্থান আছে। আল্‌মারীর পেছুনে নাকে লাগিল, তিনি যে বহু কষ্টে আলমারীর পেছুনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা হেমচন্দ্র ও হোড়দোং দেখিতে পাইলেন না, ইহাই তাঁহার সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট।

সর্ব্বনাশ! হেমচন্দ্র বলিল, "মামা! আমার পিস্তল আনিয়া রাখ, কয়েক দিন হইতে এই ঘরে চোরের আমদানী হইতেছে, আর পাল্‌কি আন, সারদাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাও। আমি এই ঘরে শুইব। বীরেশ্বরের হৃৎকম্প হইতে লাগিল! তিনি তাঁহার কামিজ চাদর আল্‌নায় রাখিয়াছেন, রাত্রে যদি ভুলক্রমে হেমচন্দ্র তাহা না লক্ষ্য করেন, সকালেই তাঁহার মাসী আসিয়া বাহির করিবে; তাহাতে সারদার কলঙ্ক হউক অন্ন না হউক, তাঁর প্রাণ যাইবে, তার আর সন্দেহ নাই। হোড়দোংএর সহিত

হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র —"মামা! মেয়ে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছি; কি জানি, বাজীতে হার হয় কি জিত হয়, বাজীতে বীরেশ্বর বাবুর হার হলে ত আমার সর্ব্বনাশ!" বীরেশ্বর বাবুর মন আশ্বাসিত হইল। হেম খুব সকালে উঠে, উঠিয়া গেলে তিনি বাহির হইতে পারিবেন; তিনি বাহির হইয়া মাঝিকে হারিতে বলিবেন। সারদার কলঙ্ক হউক আর নাই হউক, হেমের ত সর্ব্বনাশ হইবে। হেম বলিতে লাগিল, "মামা, রিভল্ভার রাখিয়া দাও, যদি ঘরের ভিতর কাহাকে দেখি, গুলী করিব।" বীরেশ্বরের হৃৎকম্প। মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল, "ভয়ে আপাততঃ বড় কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু কাল তোমার সর্ব্বনাশ করিব। তুমি সত্যবাদী; বাজী হারিলে দিতে হইবে! ৬টার সময় উঠিয়া যাইব, আমি মাঝিকে যাইয়া বলিব, তোমরা হারিয়া যাইও।"

আলমারীর পশ্চাতে বীরেশ্বরের নাক চাপিয়া যাইতেছে! পা নাড়িবার জায়গা নাই, তথাচ মনে মনে স্ফূর্ত্তি! আজ কষ্ট, সারদার কলঙ্ক হইল না! না হউক, কিন্তু হেমের সর্ব্বনাশেই সারদার সর্ব্বনাশ। হেম জেলে যাইবে, তবু মিথ্যা কথা কহিবে না, ইন্‌সল্‌ভেন্ট লইবে না। হেমকে জেলে পুর্‌তে পার্‌লেও কি সারদা বশ হবে না। যদি না হয়, তা হ'লে হাবাতেরা যা বলে তা সত্য: ধর্ম্মের জয়! হোড়দোং চলিয়া গেল। হেম এই শোয়, রাত ১১টা বাজিয়াছে, আর কতক্ষণ দেরী করিয়া বসিবে। দুপুর ১।২।৩টা বইপড়া আর হয় না! সাম্‌নে রিভল্‌ভার, নড়িলেই প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। কি সর্ব্বনাশ! এদিকে পিট গেল, পা গেল, আর তো দাঁড়ান যায় না। তার উপর মশার যন্ত্রণায় অস্থির। তিনটে, চারটে পাঁচটা, ছয়টা ঘড়ীতে বাজিতেছে, তবু আবেগে হেমচন্দ্র পড়া ছাড়ে না। বেলা ৮টার সময় হেমচন্দ্র বলিল—"এইবার শুই।" বীরেশ্বর ভাবিতেছে—প্রাণ তো যায়! কিন্তু ৮টার সময় শুইতেছে, এখন নিদ্রা যাইবে, তাহা হইলে পালাইব। পালান নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণ যায়, সে বড় কথা নয়, কিন্তু মাঝিকে বলিয়া দিয়াছি, জিতিতেই হইবে; এত চিন্তার কারণ কি? এখনি নিদ্রা যাইবে। পোড়া হেমের চক্ষে নিদ্রা নাই, একবার উঠে একবার বসে, রিভল্‌ভারের ঘোড়া তোলে, আর আস্তে আস্তে নামায়; এমনকি, ইন্দুর নড়িলে, আওয়াজ করিবে। সময় থাকে না; ক্রমে ৮টা, ৯টা, ১০টা, ১১টা ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে বাজিতেছে। বরং গুলী খাইয়া মরা ভাল। হেম রিভল্‌ভার হাতে বিছানায় বসিয়া আছে, কি হবে। বেলা সাড়ে পাঁচটা এমন সময় একজন আসিয়া বলিল— "বাচে, বীরেশ্বরবাবুর জিত হইয়াছে।" বীরেশ্বরবাবু ভাবিল,—মৃত্যু ভাল; বিশ হাজার টাকা লোকসান্‌! মধ্যস্থের কাছে বিশ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছে। •

তারপর হেমচন্দ্র উঠিয়া গেল। বীরেশ্বর উঠিয়া বাহিরে আসিল, চলিবার শক্তি নাই! কোন প্রকারে চলিয়া আসিল, সুবিধা—বাটীতে কেহই নাই; একেবারে তিনি রেলওয়ে, চুঁচুড়ার বাগান-বাটী যাইয়া উপস্থিত। সেখানে একখানি পত্র পরদিন ডাকযোগে আসিল। পত্রে হোড়দোংএর স্বাক্ষর। মর্ম্ম এই—"মহাশয়! আপনার বাচে জয় হওয়ায় হেমচন্দ্র বিশ হাজার টাকা পাইয়াছে, কিন্তু আপনি যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা সারদার ঝিকে দিয়াছিলেন, তাহা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইব।"

বীরেশ্বরবাবু বুঝিল,—দাসী সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছে, মাঝির জিতিবার কথা ছিল, বাচে জিতিয়াছে; গার্ডেন পার্টি তাঁহাকে দিতে হইবে না। কিন্তু বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ইন্‌ডোর্স আছে, তাহা হেমচন্দ্র পাইবে, সারদার কলঙ্ক হইল না! মোহিনীর বাড়ী গেল না! হেমচন্দ্র বাজীর টাকা লউন বা না লউন সকলই প্রকাশ হইয়াছে, অপমানের একশেষ! বীরেশ্বরের এই দশা! সকলেরই অধর্ম্মে এই দশা হয়। অধর্ম্মে কেহ কখন বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু হে পাঠক! যদি তাহার মনের অবস্থা দেখেন ত বিশেষ অর্থ প্রয়োজন হইলেও আপনার এরূপ অর্থ উপার্জ্জনের লালসা হইবে না।

বাঙ্গাল

হরেন্দ্র ও রাধাকান্ত স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত। রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ,—স্কুলে 'বাঙ্গাল' বলিত। হরেন্দ্র দাঙ্গাবাজ, চট্‌পটে, বড়মানুষের ছেলে, জুড়ী গাড়ী চড়িয়া আসে, স্কুলে সকলে ভয় করে, এমন কি, মাষ্টার পর্য্যন্ত তটস্থ। রাধাকান্তের চক্ষে হরেন্দ্র দেবতা, রাধাকান্ত মনে করিত যে, হরেন্দ্রের মত হইলে জীবনে আর কিছু বাকী রহিল না।

স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়েই সংসারে। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাধাকান্ত হরেন্দ্রকে ভুলে নাই। পথে ছাতা ঘাড়ে করিয়া যাইতেছে, দেখে—হরেন্দ্র তীরবেগে টম্‌টম হাঁকাইয়া চলিল। চৌঘুড়ীর ভেঁপু শুনিয়া ফিরিয়া দেখে—হরেন্দ্র হাঁকাইতেছে! —ঘোড়সওয়ারে ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইতেছে। যেখান দিয়া হরেন্দ্র যায়,—এসেন্সের গন্ধে আমোদ করিয়া যায়। বেশের পারিপাট্য সৌখিন লোকের আদর্শ! হরেন্দ্র যেখানে যায়, সেইখানেই পাঁচজন চাহিয়া দেখে।

একদিন রাধাকান্ত একটী থিয়েটারে আট আনার টিকিট কিনিয়াছে, থিয়েটারের দোর খোলে নাই—সে জন্য সামনে বেড়াইতেছে। এমন সময় হরেন্দ্রের জুড়ী আসিয়া লাগিল। হঠাৎ রাধাকান্তের প্রতি নজর পড়িল,—অমনি পূর্ব্বপরিচিত স্বরে, "কি রে বাঙ্গাল" বলিয়া হাত ধরিল। রাধাকান্তের একেবারে মুন্ডু ঘুরিয়া গেল। তখন সে স্বর্গে কি মর্ত্তে, তাহার হুঁস রহিল না। হরেন্দ্র বলিল, "কি রে বাঙ্গাল, থিয়েটার দেখ্‌বি?" রাধাকান্তের উত্তর সরিতেছে না। 'চল্' বলিয়া উপরে লইয়া গেল। দ্বার-রক্ষকেরা সসম্ভ্রমে হরেন্দ্রকে সেলাম দিল। ম্যানেজার তটস্থ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; স্বয়ং বক্‌সের চাবি খুলিয়া দিয়া হরেন্দ্রকে বসিতে অনুরোধ করিল। থিয়েটারে ধূমপান নিষেধ, কিন্তু হরেন্দ্র থিয়েটারের ম্যানেজারের সামনে সুন্দর সিগারকেস হইতে সিগার বাহির করিয়া, রুপার কৌটা হইতে মোমের দেশেলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। যাহারা হরেন্দ্রের সঙ্গে ইয়ার বক্‌সি ছিল, তাহারাও হরেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া লাটের মত চুরুট মুখে দিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাধাকান্ত অবাক্! হরেন্দ্র রাধাকান্তকে চুরুট দিল, কিন্তু রাধাকান্ত পান করিতে সাহস করিল না। একটী সুন্দর ছোট শিশি বাহির করিয়া হরেন্দ্র রাধাকান্তের গায়ে এসেন্স ছড়াইয়া দিল। রাধাকান্ত ভাবিল, -এ অ্যারে-বিয়ান নাইটের গল্প চলিতেছে। রাধাকান্ত থিয়েটার দেখিবে কি হরেন্দ্রকেই দেখে। "ড্রপসিন" পড়িল। বিশেষ খাতির করিয়া ম্যানেজার হরেন্দ্রকে "গ্রিন রুমে" লইয়া গেল। রাধাকান্তের হাত বগলে লইয়া হরেন্দ্র চলিল। সঙ্গীরাও সঙ্গে রহিয়াছে। 'গ্রিনরুমে' রাধাকান্ত দেখে যে, 'অ্যাক্‌ট্রেস' সকলেই হরেন্দ্রকে চেনে ও বড় খাতির করে। 'এক্‌টার' সকলেও বিশেষ অনুগত। একজন হরকরার কাছে কতকগুলি ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছিল,—হরেন্দ্র 'অ্যাক্‌ট্রেস' মহলে বিতরণ করিল। খড়ি মাখা, চোখ আঁকা, পরচুল পরা সুন্দরীরাও বিশেষ যত্নের সহিত হরেন্দ্রের দান গ্রহণ করিল। রাধাকান্ত অবাক্! হরেন্দ্র রাধা-কান্তকে বলিল, "চল্ বাঙ্গাল, এখানে আর নয়। তুই কোথায় থাকিস? চল্—তোর বাসা দেখে যাই।" রাধাকান্তের মাথা ঘুরিয়া গেল —একটা ছোট হোটেলে থাকে, বাপ্ রে, কি ক'রে হরেন্দ্রকে লইয়া সেথা যায়! মাথা চুল-কাইতেছে। হরেন্দ্র বলিল, 'কেন রে, তুই ত মেসে থাকিস; চল্ না, কোথা থাকিস, দেখে যাই।" রাধাকান্ত মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিল, "সে বড় ভাল জায়গা নয়—সে বড় ভাল জায়গা নয়।" হরেন্দ্র বলিল, "তবে আয়, আমার বাড়ীতে আয়।" সঙ্গীদের পশ্চাৎ রাখিয়া, 'তোমরা সেকেন্‌ক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিও' বলিয়া, রাধাকান্তকে জুড়ীতে লইয়া হরেন্দ্র নিজ বাড়ীতে আসিল।

রাধাকান্ত দেখে,—ইন্দ্রালয়! বৈঠকখানায় সুন্দর কার্পেট পাতা দেখিয়া রাধাকান্ত জুতা

খুলিতে যায়। হরেন্দ্র বলিল, 'দূর বাঙ্গাল! চল্—জুতা পায়ে দিয়েই চল্।' 'ভিক্টোরিয়া কোচে' রাধাকান্তকে বসাইয়া হরেন্দ্রও বসিল। গোলাপজলে ফেরান গুড়গুড়িতে অম্বুরী তামাক সাজিয়া শুভ্র-পরিচ্ছদ খানসামায় আনিয়া দিল। রূপার পাত মোড়া পানের খিলি, পরিপুষ্ট ছোট এলাচ, স্বর্ণ পাত্রে একটী টিপাই সরাইয়া ভৃত্য তাহার উপর রাখিল। সোণার গ্লাসে বরফ দেওয়া সরবত আনিয়া দিল। হরেন্দ্র বলিল, "বাঙ্গাল, খা।" রাধাকান্ত এক চুমুক পান করিয়াই ভাবিল—ইহাই অমৃত! পরে—'কেমন আছিস্?' 'কি করিস্'?—এই সমস্ত খবর হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। রাধাকান্ত সদাগরের বাড়ীতে বিল সরকারী করে, মেসে হোটেলে থাকে, ২৫্ টাকা বেতন পায়, কোনরূপ কায়ক্লেশে চলে। এ কথা ও কথার পর হরেন্দ্র হুকুম দিল, "বাবুকে গাড়ী করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আয়।" রাধাকান্ত পথের মাঝেই নামিতে চায়,—কেন না রাজ-সদৃশ পরিচ্ছদভূষিত সহিস-কোচ-ম্যানকে তাহার হোটেল দেখাইতে নারাজ। নামিতে চাহিল,—সহিস দোর খুলিয়া দিল; কিন্তু উৎপাত থামিল না। পেছনে পেছনে চোপদার রাধাকান্তের বাসা দেখিতে চলিল। নিত্য রাধাকান্ত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায়, সেদিন আর নিদ্রা নাই।

পর দিন প্রাতে রাধাকান্তকে একজন চোপদার খুঁজিতেছে। হোটেলের দোরে মস্ত জুড়ি। চোপদার রাধাকান্তকে সেলাম করিয়া 'বাবু সেলাম দিয়াছে'—জানাইল। রাধাকান্ত মুখে জল দিয়া, পূর্ব্বপরিচ্ছদ পরিধানে জুড়ীতে হরেন্দ্রের বাটী আসিল। যে ঘরে হরেন্দ্র শুইয়া আছে, সে ঘরে টেবিল-চেয়ার নাই, গদী পাতা ঢালা বিছানা। হরেন্দ্র শুইয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছে। রাধাকান্ত যাইবামাত্র, হরেন্দ্র বলিল,—"চল্, নাইবি চল্।" রাধাকান্ত ভাবিতেছিল যে, চৌবাচ্চায় নাইতে যাইব। তাহা নহে, দো'তালা ঘরের ভিতর দিয়া চলিল। দো'তালা ঘরের ভিতর নাইবার ঘর। চারিদিকে সারসি আঁটা। টব সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ,—সুগন্ধ তৈল ও সাবান। আজ্নোয় পরিচ্ছদ, তোয়ালে ও গামছা রহিয়াছে। দুইটী জলের নল। একটীতে গরম জল,—একটীতে শীতল জল। দুইজন চাকরে রাধাকান্তকে স্নান করাইল। স্নান সমাপ্ত হইল। সুন্দর বসন, সুন্দর জামা,—তাহার ছেঁড়া জুতার পরিবর্ত্তে একটী সুন্দর কার্পেটের শ্লিপার রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ। জলযোগের পর রাধাকান্ত আফিসে যাইতে ব্যস্ত হইল। হরেন্দ্র বলিল, "আজ আর আফিসে যাস্নি।" সর্ব্বনাশ—মাহিনা কাটিবে!—কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। আহারাদি সমাপ্ত হইল। উত্তম শয্যায় রাধাকান্ত নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গে হরেন্দ্র বলিল, "তুই আর সে বাসায় যাস্নি। তোর হিসাবপত্তর চুকাইয়া দিয়াছি। আমার বাড়ীর সাম্নে বৈঠকখানা বাড়ীতে তুই থাক—আর খরচার জন্য এই টাকা নে।"—দশ টাকার করিয়া পাঁচশো টাকার নোট দিল। নোট হাতে দিয়া বলিল, "আপাতত খরচ কর্, আর আফিসে যাস্নি।" রাধাকান্তের পিতাও এত টাকা একসঙ্গে দেখে নাই। ভাবিতে লাগিল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি! একসপ্তাহ এইরূপে যাইবার পর একদিন হরেন্দ্র বলিল, "চল্—তোদের দেশে যাব।"

রাধাকান্তের হৃৎকম্প হইল, কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্যা হরেন্দ্রকে দেশে লইয়া যাইতে হইল। হরেন্দ্র একাই রাধাকান্তের সহিত চলিল। চাকর বাকর সঙ্গে লইল না। পথে রাধাকান্ত কতই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দা-কাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল, রাধাকান্তের কতক চিন্তা দূর হইল। রাধাকান্তের মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত যত্ন করিয়া চিঁড়েভাজা, চালভাজা, তেলনুন মাখিয়া জল খাইতে দিল, তখন রাধাকান্ত আড়ষ্ট! কিন্তু হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটালী খাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে এরূপ ভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইয়ের ডাল, সজিনা খাড়া চচ্চড়ি, আধ-পোড়া পোনামাছভাজা, উত্তম ঘৃত, দুগ্ধ—পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত—

তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা মাগী ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল,—"বাবা, আর দুটী ভাত ভাঙ্গিয়া নাও। আহা বাবা—এ খেয়ে জোয়ান বয়সে কি করে থাকবে?" এই সকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল। বালিসের ওড় বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া ভাবিতেছিল, হরেন্দ্রের নিকট শয়ন করিবে। হরেন্দ্র জেদ করিয়া বাড়ীর ভিতর শুইতে পাঠাইল। পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর,—রাখাল, মাহিন্দর ও অন্যান্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিকা টানিতে টানিতে হরেন্দ্রকে আদব করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"হ্যাঁগা বাবু, তোমার বাড়ী কি নিজ কল্‌কাতায়?" চোখ টিপিয়া রাধাকান্ত বারণ করে, তাহারাও মানে না, হরেন্দ্রও শোনে না। রাধাকান্তেব বাপ বাড়ী ছিল না। মাঠে কৃষাণদের জলখাবার লইয়া যাইতে লোকের অভাব হইতেছিল। বাধাকান্ত সভয়ে শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিতেছে, "মা, আমাকে দাও, আমি জলখাবার লইয়া যাই।" মা মাগীরও আক্কেল নাই।—এক ধামা মুড়ি ও খানিকটা গুড় দিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা যাও, কর্ত্তা বাড়ী নাই, দু'জনে গিয়ে দিয়ে এস।" মাগীর একদিনেই হরেন্দ্রকে ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রাধাকান্তের বাপ ফিরিয়া আসিয়া হরেন্দ্রকে যথেষ্ট যত্ন করিল। আপনি তামাক সাজিয়া, দু' এক টান টানিয়া হুঁকা রাখিয়া যায়। হরেন্দ্রের ব্যবহারেও রাধাকান্তের পিতা পরম পরিতৃপ্ত হইল। হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষকদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়, —এক সঙ্গে ছোটে,—কখনও বা তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়ায়। এই সকল দেখিয়া রাধাকান্তের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।—"এ কে?—এ কি আমার সত্যকার আপনার ভাই!"

এইরূপে কয়েক দিন যায়। একদিন কলিকাতা হইতে হঠাৎ এক পত্র আসিল,—হরেন্দ্রের নামে পুলিস হইতে ওয়ারিণ বাহির হইয়াছে। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "কে ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে জানিস্?—আমার মা!" রাধাকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দেখিল, সত্যই তাহার মা ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে। দিন দিন রাধাকান্ত বুঝিতে লাগিল,—যে হরেন্দ্রের এ কি সংসার! মাব সহিত নানান্ মকদ্দমা চলিতেছে। মাগী, পুত্রের কথা না শুনিয়া দেওয়ানের কথায় ওঠে বসে।—সে যা বলে, তাই শোনে। শুনিতে পাইল, স্ত্রীও খোরাকের নালিস করিয়া পুলিস হইতে খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছে। সমান চালই চলে। রাধাকান্ত হরেন্দ্রের বাজার সরকার, হরেন্দ্রের কার্য্যাধ্যক্ষ। যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন, সকলই আনে,--তাহার কমিশনে বিশেষ লাভ। সাহেব সুবো, উকীল মোক্তার, দোকানদার, দালাল--সকলে সভয়ে বশীভূত,—রাধাকান্তের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল।

রাধাকান্ত হরেন্দ্রের প্রিয় বন্ধু, সকলেই জানিয়াছে; কিন্তু বাগান পার্টিতে রাধাকান্তকে কেহ দেখে না। একদিন মহাসমারোহের বাগান পার্টি। হরেন্দ্র যাইতেছে। রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাইবে?' হরেন্দ্র বলিল, 'বাগানে।' রাধাকান্তের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল, তাহার যাইতে নেহাৎ ইচ্ছা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবি?" রাধাকান্ত কিছু বলে না হরেন্দ্র আপনিই বলিল, "চল্, ঘরের সুখ দেখেছিস্, বাহিরের সুখ দেখ্‌বি।"

বাগান যেন অমরাবতী,—তাহে সমারোহের নিমিত্ত সুসজ্জিত। চারিদিকে নাচ, গান—বাদ্য, স্যাম্পেনের ফোয়ারা চলিতেছে। ক্রমে যেন দৈত্যের কৌশলে আনন্দস্থান নিরানন্দময় হইল। ঝগড়া — মারামারি — কান্না — কলহ! মন্দিরের ন্যায় গড়াগড়ি—মল, মূত্র, বমন! স্থান অতি কুৎসিত হইল। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "দেখ্‌লি? এখন আর এক কীর্ত্তি দেখ্‌বি চল্।" হরেন্দ্রের জুড়ী—সোণাগাছির এক বড় বাড়ীর দোরে আসিয়া লাগিল।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি পাল্কীগাড়ী আসিয়াও পৌঁছিল। এ গাড়ীর সোয়ারী চারিটী স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক

গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর ভিতর গিয়া, সিঁড়িতে উঠিতে না উঠিতে হরেন্দ্রকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল। হরেন্দ্র কিছু না বলিয়া রাধাকান্তকে বলিল, "দেখ্‌চিস্‌ বাঙ্গাল—দেখচিস্‌!" এ কথায় স্ত্রীলোকটীর আরও তর্জ্জন-গর্জ্জন বাড়িল। কিল, চড় চলিতে লাগিল। হঠাৎ কর্ণকুহর ভেদিয়া একটী শিশের ধ্বনি হইল। রমণী চমকিল, হরেন্দ্র বলিল, "রাধাকান্ত, শ্যামের বাঁশী বেজেছে, শুনতে পেয়েছিস্‌? এ'র প্রিয় উপপতি শিশ্‌ দিয়া ইসারা করিতেছেন।" যুবতী উত্তরে কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকলে কর্ণপাত না করিয়া রাধাকান্তের সহিত হরেন্দ্র জুড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে রাধাকান্ত পরিচয় পাইল যে, স্ত্রীলোকটী এক থিয়েটারের 'অ্যাক্‌ট্রেস্‌।' হরেন্দ্র তাহার রূপ-মোহে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার একজন প্রিয় উপপতি, অতি কদর্য্য হীন ব্যক্তি। হরেন্দ্র যে সময় না থাকে, সে সময় তাহার অধিকার। জানিয়া শুনিয়াও হরেন্দ্র তাহার রূপমোহ কাটাইতে পারে না। হরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথা সমাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "কেমন সুখে আছি দেখ্‌ছিস্‌?" তোর সখ হ'য়েছিল—দেখাইলাম। আর এরূপ স্থানে আস্‌বার ইচ্ছা করিস্‌ না।"

হরেন্দ্র উপদেশ দিল বটে, কিন্তু রাধাকান্তের চক্ষে একজন তয়ফাওয়ালীর নয়নবাণ বিদ্ধ হইয়াছে। পাপচিত্র দর্শন করিয়া যিনি মনে করেন—পাপ-লিপ্সা দূর হয়, তিনি তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে কখনও পাপের ছবি দেখেন নাই। পাপের অতি অদ্ভুত আকর্ষণ! যিনি পাপ-দৃশ্য কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাগ না করিয়াছেন, তিনি জীবনে পাপসহচর হইবেন—সন্দেহ নাই। এই দাসত্ব-মুক্তির সদ্‌-গুরুর চরণ ব্যতীত অনন্যোপায়! দুঃখের তাড়নাতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। রোগে—শোকে মনোমোহনকারী চিত্র, হৃদয় হইতে ছিন্ন করিতে পারে না। যদি কাহারও কখন হয়, তিনি অতি ভাগ্যধর।

পাপ-বাসনা উদ্দীপ্ত। হাতে যথেষ্ট অর্থ—সময়, সুযোগও—সহকারী, রাধাকান্তের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। রোজগারে কুলায় না, চারিদিকে দেনা, ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। রাধাকান্ত ঋণ-জালে জড়িত হইল। হরেন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা হয় না। হরেন্দ্র নির্জ্জনেই থাকে। বাজারে রাষ্ট্র, হরেন্দ্রের সর্ব্বস্ব গিয়াছে; কিন্তু গাড়ী জুড়ী, লোক লস্কর, আসবাব, পোষাক,—তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারে না। রাধাকান্তের দেনদারেরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরেন্দ্রের খাতিরে যে সকল স্থানে তাহার খাতির ছিল ও যথায় যথায় অর্থোপায় হইত, তাহা সমস্তই বন্ধ হইয়াছে। দেনা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। এ অবস্থায় কি করে। একদিন কোনওক্রমে হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিল ও আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সাহায্য চাহিল। হরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বলিল, "এখন যা।"

দিন দুই পরে সহরে রাষ্ট্র হয়, হরেন্দ্রের এক খুড়ীর কাশীলাভ হইয়াছে। বিস্তর বিষয়—হরেন্দ্র তাহার অধিকারী। ইহার দুই চারিদিন পরেই একদিন রাত্রে হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ডাকাইল। রাধাকান্ত বাড়ী ঢুকিবে, এমন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাটী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল। রাধাকান্ত তাহাকে চেনে এবং অনেকবার তাহার নিকট টাকাও কর্জ্জ করিয়াছে। হরেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া আছে,—এমন সময়ে রাধাকান্ত পৌঁছিল। হরেন্দ্র বলিল,—"বাঙ্গাল, আমার কথা শুনিস্‌ নাই, আপনার সর্ব্বনাশ করেছিস্‌। যা, এবার তোর ঋণ মুক্ত করিয়া দিতেছি।—এই ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করিস্‌, আর এই দশ হাজার টাকা নে,—ইহা লইয়া দেশে গিয়া থাক্‌। যদি ভাল হইয়া না চলিস্‌, তা হলে তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোকে আমি এখনও ভালবাসি। এবার যদি বুঝিয়া না চলিস্‌, তা'হলে আমার মন হ'তে দূর হবি।" হরেন্দ্র আবার বলিতে লাগিল, 'তোরে কেন ভালবাসি জানিস্‌? বোধ হয় জানিস্‌ না। মা আমার নয় জানিস্‌—স্ত্রী আমার নয় জানিস্‌,—যে কাঠকুড়ানীকে রাজরাণী করিয়াছি, সে আমার নয় জানিস্‌,—যে সকল পথের ভিখারীরা

আমার ধনে অট্টালিকায় 'বাবু' হইয়া বসিয়াছে,—তাহারা আমায় উপহাস করে জানিস,—পারিষদেরা, যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয়, তাহাও জানিস্।—দাসদাসীরা অর্থের উপাসনা করে—আমার নয়। কিন্তু সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার ধারণা, তুই সেই স্কুল হইতে আমাকে, আমার নিমিত্ত ভালবাসিস্। স্কুলে তোর মাথায় চাঁটি মারিয়াছি, 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহাস করিয়াছি,—কিন্তু তত্রাচ তুই আমার অতিক্ষুদ্র উপকার করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে ক'র্‌তিস্। চুরি করিবার যত সুযোগ দিতে হয়, দিয়াছিলাম,—ইহাতে তুই ধনকুবের হইতে পার্‌তিস্, কিন্তু আমার টাকা তোর দেহের শোণিত জ্ঞান করিয়াছিস্। কাহাকে কখনও বলি নাই, আজ তোকে বলি—আমার জীবন দুঃখময়। কবে সুখী হইয়াছি জানিস্?—যে কয়দিন তোদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোর মাকে মা বলিয়া, তোর বাপের চরণ বন্দনা করিয়া, তোর চাকরদের সঙ্গে খেলিয়া, প্রিয়তমা ভগ্নী অপেক্ষা তোর পরিবারের আদর পাইয়া, মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কয়েকদিন শীতল বারি পড়িয়াছিল। যা, এখন যা,—আমি শোব।"

রাধাকান্ত টাকা লইয়া বাটী হইতে বাহির না হইতে হইতে গাড়ী তৈয়ার করিবার হুকুম শুনিল। একজন ভৃত্য ছুটিতেছে, তাহার নিকট সংবাদ পাইল, বোট-মাঝীকে তলপ। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া, হরেন্দ্রের নিমিত্ত তাহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, আবার তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে, যেরূপে তাহাকে সুখী করিতে পারে, সেইরূপ করিবে।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্ত একখানি চিঠি পাইল,—হরেন্দ্রের হস্তাক্ষর—পড়িয়া রাধাকান্তের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আমার খুড়ী কোন কালে কেহ ছিল না। জাল করিয়া তোকে টাকা দিয়াছি। আমার যদি কোন উপকার করিতে চাস্—তাহা হইলে শোধ্‌রা। কুসঙ্গ ছাড়িয়া, আমার সংসর্গে মিশিবার অগ্রে যেরূপ ছিলি, সেইরূপ থাকিবি,—তা'হলে জানিবি, আমি পরম শান্তিতে থাকিব। পৃথিবীতে আর কেহ কখনও আমার দেখা পাইবে না। কখনও কখনও আমায় মনে করিস্।" পত্র পাঠ করিয়া রাধাকান্ত উন্মত্তের ন্যায় হরেন্দ্রের বাটী ছুটিল। শুনিল, বাবু বোটে করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, মাঝ-গঙ্গায় জালিবোট করিয়া মাঝীমাল্লাদিগকে কূলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কূলে উঠিয়া মাঝীরা সভয়ে দেখিতে পাইল, বোটখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর আর হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই।

রাধাকান্ত বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যে টাকা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছিল, সঙ্গে লইল। দ্রুতগমনে যে পূর্ব্বদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে গত রাত্রিতে হরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট চলিল। ধনাঢ্যের নিকট দলিল দেখিয়া বুঝিল যে, হরেন্দ্র খুড়ীর বিষয় মর্টগেজ করিয়া টাকা লইয়াছে। সমস্ত টাকা ফেরত দিয়া ও পত্রখানি দেখাইয়া দলিল পুড়াইয়া ফেলিল। ধনী আশ্চর্য্য হইল। রাধাকান্তের সততায় ভাবিল, ইহার ন্যায় কর্ম্মচারী পাইলে, আমার কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। রাধাকান্তের দেনদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বৃহৎ পাটের কারবারের বখরাদার করিল। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ঋণ রাধাকান্তের হিস্যা হইতে পরিশোধ হইল, এবং অল্প দিনে কিছু ধনসঞ্চয় করিয়া, কার্য্যে অবসর লইয়া রাধাকান্ত স্বদেশে গেল।

নিত্য সন্ধ্যার সময় বন্ধুর জন্য ভাবে। একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিল,—হরেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা ধুমধামে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। মধুর হাসি হাসিয়া বলিতেছে,—"বাঙ্গাল, তুই আমার জন্য আর ভাবিস্ নি, আমি তোর ভালবাসায় পরম শান্তিলাভ করিয়াছি।"

গোবরা

তারিণী চাটুজ্যে সদাগর অফিসে সদর মেটের কাজ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে পরম সুখ্যাতির সহিত কার্য্যে অবসর লইয়া অফিস হইতে পেন্‌সন পান। সাহেবরা এখনও বড় আদর করে; তারিণীর মাথাটী ধরিলে বড় সাহেব আপনার ফ্যামিলি ডাক্তার পাঠান। স্বয়ং সাহেবেরা দেখিতে আসিয়া কালা রুগীর শয্যাপার্শ্বে বসেন। তারিণীর প্রতি তাঁহাদের বড় স্নেহ। তারিণী চাটুজ্যে সদ্ব্যয়ী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, নির্ব্বিরোধী। অবসর পাইয়া আপনার পুজাদি লইয়া থাকেন। চাটুজ্যের পরিবার অতি পবিত্রা; নাম অন্নদা—কার্য্যেও অন্নদা। "আহা, যেন—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" এ কথা সমবয়স্থা নারীগণ ঈর্ষ্যা ভুলিয়া বলে। বামুনীকে দেখিলে, তাহার স্নেহবাক্য শুনিলেই, আপনা হইতে মাতৃ বাক্য আইসে। বামুনের মেয়ে পাড়াশুদ্ধ লোকের মা। কিন্তু মা বলিবার গর্ভের সন্তান নাই। সুখের সংসারে ভগবান এই দাগা দিয়াছেন। বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, সন্তান হইবার আর সম্ভাবনা নাই; চাটুজ্যে ভাবিতেন, যাহা আছে—দেবসেবায় দান করিবেন। এ অবস্থায় ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী একজন পাড়াপড়সী ব্রাহ্মণী কোথা হইতে চণ্ডীর ঔষধ আনিয়া বলিল,- -"অন্নদা, এই চণ্ডীর ঔষধ খা, তোর ছেলে হবে।"

বৃদ্ধ বয়সে চাটুজ্যে একটী পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। জন্মদিনে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা নাই। বাজনা-বাদ্যি—হিজড়েরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিল। বড় সাহেবও রিটায়ার হইবার সময়, তারিণীর ছেলে হইয়াছে শুনিয়া লাখ টাকা ছেলের নামে দিয়াছে। চাটুজ্যের মহা আনন্দ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিষাদ! শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। জ্যোতিষপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন, সন্তান হইতে বংশের মর্য্যাদা থাকিবে। তর্পণে পিতৃলোক তৃপ্তিলাভ করিবে। ব্রাহ্মণের পরম আনন্দের বিষয়—পুৎনামক নরক হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সন্তান উৎপাদনে পিতৃ-কার্য্য করিয়াছে।

কিন্তু গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ। ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনি পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী—মণি তাহার নাম। ডাফ্‌রিন হস্‌পিটালে প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে, ছেলেটা দুই ঘণ্টা কাঁদিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব শিশুর মাইদিউনী হইল। মাতৃস্তন আর শিশুর ভাগ্যে ঘটিল না। বাগ্দিনীই প্রতিপালন করে। দুইমাস কাল শয্যাশায়ী হইয়া অন্নদাদেবী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু ছেলেটি বাগ্দিনীর কাছেই থাকে। মণি বাগ্দিনী বড় দজ্জাল,—নষ্ট, দুষ্ট, খাণ্ডা যত নাম আছে—মণি বাগ্দিনীকে দিলে কুলায় না, কিন্তু সন্তান প্রতিপালনে মণি বাগ্দিনী সাক্ষাৎ জননীরূপ ধারণ করিয়াছে। যাহার সহিত মণি বাগ্দিনী কোন্দল করে, সে যদি ভয় দেখায়, যে ছেলে ঘুমাইলে চীৎকার করিবে, —বাগ্দিনী অতি শান্ত, পায়ে ধরিয়া কোন্দল মিটায়, মণি বাগ্দিনী আর সে বাগ্দিনী নাই! যেখানে দেবদেবী দেখে—মাথা খোঁড়ে—'ছেলে যেন অন্নদা বামুনীর না বশ হয়।' অষ্টপ্রহর ভাবে, বড় হয়ে গোবরা আমায় "মা" ব'লবে কি? ছেলের নাম মাগী গোবরা রাখিয়াছে। গোবরার গল্প শুনাইয়া—'গোবরা এমন হেসেছে' 'গোবরা এমন হাত নেড়েছে'—মাগীর কাছে যা চাও দিবে। ছেলে কোলে করিয়া চাটুজ্যে যেখানে বসে, সেই খানে যায়। কিন্তু অন্নদাদেবী 'দিদি' সম্বোধন করিয়া মিষ্ট কথায় ছেলে কাছে আনিতে বলিলে—বলিত, "রাখ গো রাখ, তোমার রস রাখ, ছেলে এখন ঘুমুবে।" একটা না একটা ওজর করিয়া প্রায়ই ছেলে কাছে লইয়া যাইত না। অন্নদাদেবী হাসিতেন। সে হাসি দেখিয়াও মাগী রাগিত। বলে—"হাস্‌বে না কেন? ওর ছেলে, ও হাস্‌বে না কেন? আমি তো পেটে ধরি নাই।" বিস্তর চেষ্টায়

বাম্‌নী তার অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিতে পারিল না।

ছেলের নামকরণ হইল "উমাচরণ"—কিন্তু বাগ্দিনী 'গোবরা' বলে,—নামেরও উপর দ্বেষ। এ সকল প্রথম প্রথম মিষ্টি ছিল, এখনও যে মিষ্ট নয় তা নয়,—কিন্তু ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ছেলে লইয়া যার তার সঙ্গে ঝগড়া হয়। চাকর ভাল দুদ আনে নাই,—দাসী উনোনে আগুন দেয় নাই—দুদ ভাল জ্বাল দেওয়া হয় নাই,—ও পোড়ারমুখো ছেলের দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে গেল, ও মাগী নিশ্বেস ফেলে গেল! একে দেখে ছেলে লুকোয়, ওকে দেখে ছেলে লুকোয়, মানা সত্ত্বে ছোট-লোক পাড়ায় ছেলে লইয়া যায়। আবার অকথা কুকথা শুনিয়া ছেলে আধ আধ ভাষায় সেই সকল বলিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ছেলে যত বড় হইতে লাগিল,—বাগ্দিনীকে লইয়া ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। লেখাপড়া করিতে যাইতে দিবে না। গেঁড়ি, গুগ্‌লি, ঝিনুক, ভদ্রলোকের অখাদ্য মৎস্য—বাগ্দিনী ভাল বাসিত। সেই সকল দ্রব্য বাগ্দীপাড়ায় রন্ধন করিয়া গোপনে ছেলেকে খাইতে দিত। ছেলে যদি একবার কাঁদিয়া থাকে, সেদিন ত কাহারও ত্রিভুবনে নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে ছেলে যত বড় হইতে লাগিল, বাগ্দিনী ততই অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনয়নের পর শূদ্রের মুখ দেখিতে নাই,—মাগী নাকি বাধা না মানিয়া উঁকি মারিয়া দেখিত। উপনয়নের পর মাগী 'ভিক্ষা মা' হইল। এবার ভাবিল, বামুন মাগীর যা অধিকার ছিল, সে অধিকার তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদিন চাটুজ্যে মহাশয়কে মানিত, এখন আর তাহাও নহে। আবার বাগ্দী-পাড়ার কে নাকি বলিয়াছে,—"ছেলে এখন তোর।"

লিখ্‌তে দেবে না, পড়্‌তে দেবে না—কেন, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবে। হাজার মানা করুক, আমি লুকিয়ে রেঁধে খাওয়াব। কিন্তু আবার ভয়ও পায়,—বামুনের ছেলে কি হ'তে কি হবে! গালমন্দ সহ্য করিয়াও বাগ্দিনীর এ-পর্য্যন্ত জবাব হয় নাই। কিন্তু কুপুত্র হইলে, পিতৃলোকের অধোগতি হইবে। বাগ্দিনী কোনমতেই শোনে না। কুপুত্র শত পুত্র ত্যাজ্য, ব্রাহ্মণের এ মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা। ক্রিয়াহীন পূর্ব্বপুরুষের অকর্ম্মণ্য পুত্র বলিয়া মনে মনে আপনাকে জ্ঞান,—বাগ্দিনীর কাছে রাখিলে সন্তান কুসন্তান হইবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য নিজ শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। বাগ্দিনীকে জবাব দিলেন।

বাগ্দিনী কিছু বলিল না—কাঁদিল না—চলিয়া গেল। সকলে আশ্চর্য্য হইল। কিঞ্চিৎ দূরে একটী কুটীর লইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, সময় মত ফল বেচিয়া ও অন্যান্য লোকের ফায়-ফর্‌মাস খাটিয়া দিন গুজরাণ করিতে লাগিল। উমাচরণের আর খোঁজও লয় না। অন্নদাদেবী সন্তানের কল্যাণ-কামনায় কত স্তব-স্তুতি করিয়া পাঠান—বাটীতে আসিতে বলেন, উত্তম সামগ্রী তৃপ্তির নিমিত্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু বাগ্দিনী আসেও না, দ্রব্যগুলিও ব্যবহার করে না। ভিকারী-নাগারীকে দেয়। মাগীর কোনও নিয়ম নাই। এক নিয়ম—অতি নিভৃতে বসিয়া আহার করে। সে সময়ে দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়, কাহাকেও আসিতে দেয় না—দেখিতে দেয় না। যাহা রন্ধন করে, তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পাত্রে রাখে, পরে কাককে খাওয়ায়।

এদিকে উমাচরণ দিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিখিতে পারে বটে, কিন্তু মাষ্টার, পণ্ডিতকে ঘুষ দিয়া বশ করিয়াছে। পণ্ডিত, মাষ্টার পড়াইতে আসিলে পান আনাইয়া, তামাক আনাইয়া—দাবা খেলিতে বসায়। আর সৃষ্টির অকার্য্য কুকার্য্য যত পাড়ার ছেলেয় করে—তার সর্দ্দার উমাচরণ। কুসংসর্গের ভয়ে চাটুজ্যে মহাশয় স্কুলে দেন নাই—সে স্কুলের ছেলের পক্ষে মঙ্গল। স্কুলে গেলে সকলকে বয়াটে করিত। কখন কখন বাগ্দিনী মণি মার কাছে যায়। বাগ্দিনী দূর দূর করে। যা কিছু ফলটল পায়—তুলিয়া লয়। বাগ্দিনী অবাচ্য গালি দেয়, তবু মাঝে মাঝে যায়। বাগ্দিনী পলাইল।

উমাচরণের মাতৃ-বিয়োগ হইল। পৃথিবীতে যদি উমাচরণ কাহাকেও ভয় করিত—তাহা মাকে। তাড়না ভিন্ন তিনি উমাচরণকে কখনও মিষ্ট বাক্য বলেন নাই। কুকার্য্য করিলে প্রহার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। উমাচরণ ভয় করিত, কিন্তু মনে মনে ক্ষোভ ছিল, সৃষ্টির

ছেলেপুলেকে যত্ন করেন, চাকর-দাসীকেও যত্ন করেন, কিন্তু আমায় ভাল বাসেন না। মাতার প্রতি কোপ না হইয়া কিসে মায়ের প্রিয়পাত্র হইবে, এই চেষ্টা উমাচরণের বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু তাহার মাতার রুষ্ট ভাব দূর করিতে পারিল না। পীড়ার সময় সেবা করিতে যাইলে, তাহার মাতা তাড়াইয়া দিতেন। বলিতেন,—"দূর হ, তুই আমার কাছে আসিস্ না, মুখে আগুন দিবার সময়—আগুন দিস্।" উমাচরণ কাঁদিত, গৃহের বাহিরে বসিয়া থাকিত। বাহিরের জলটা দেওয়া—ফাইফরমাস খাটিত। রুগ্‌ণশয্যায় একদিন গৃহিণী সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কর্ত্তাকে ডাকিলেন। গিন্নী ধীরে ধীরে বলিতেছেন,—উমাচরণ দোরের পাশে বসিয়া শুনিল।—গিন্নী কর্ত্তাকে বলিতেছেন,—"তোমার পদসেবা করিয়া আমার কোনও অভাব নাই। একটী কথা আমার রেখো—পেটের কাঁটা, ফোটে কি করিবে। তুমি জান, উমো বড় অভাগা। একদিন স্তন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান—পাছে অকল্যাণ হয়,—এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই,—কখনও আদর করি নাই। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম। কিন্তু বাছা সকলের কাছেই দূরন্ত—শুনিতে পাই। আমার তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র—কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্রস্নেহ আমি তোমায় দিয়ে গেলাম।" উমাচরণ শুনিল, "মা মা"রবে উচ্চ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দিনেই ব্রাহ্মণীর গঙ্গা লাভ হয়।—অতি যত্ন সহকারে শোক ভুলিয়া উমাচরণ সৎকার করিল। পাছে কোনও রকম অনিয়ম হয়,—সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঠিক হইয়াছে কি না?" পরে অতি কঠোর নিয়ম পালনপূর্ব্বক অশৌচ অতিক্রম করিল। অতি শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল, শ্রাদ্ধ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য।

এতদিন বাপ্পিনীর কোনও সংবাদ ছিল না। কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বরাবর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দিন দিন সংবাদ লইয়াছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর, উমাচরণ সরবত পান করিয়াছে শুনিয়া—তবে পাড়া হইতে চলিয়া গেল। উমাচরণের ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—আমার সুসন্তান।

সকলেই সেইরূপ ভাবিয়াছিল—বুঝি মাতৃ-বিয়োগে পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু দিন দিন সম্পূর্ণরূপ বিপরীত। কু-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ শাসন করিতে গিয়া, স্ত্রীর শেষ কথা মনে পড়ে, আর কঠোর শাসন করিতে পারেন না;—পারিবেনও না—উমাচরণ জানে। উকীল আনিয়া ভয় দেখান—ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। উমাচরণ ভ্রূক্ষেপও করে না। ভালর মধ্যে এক সখ আছে,—ইংরাজী কথা কহিব, ইংরাজী বক্তৃতা করিব। একজন সাহেব রাখিয়া পড়ে। সাহেব কিছু দিনেই বুঝিল, উমাচরণের পড়াশুনায় যত্ন নাই,—বই পড়িয়া কিছু শিখিবে না। সুবিজ্ঞ সাহেব নানা ছলে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন; শিকার করিতে লইয়া যান। সেখানে পক্ষী, জীব-জন্তুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া শুনান—নানাবিধ পক্ষী প্রভৃতির ছবি দেখান। কথায় ইতিহাস বলেন,—কবিতা পাঠ করিয়া শুনান, —দূরবীক্ষণ দিয়া তারা দেখান,—ফটোগ্রাফ্ তুলিতে শেখান। "সাহেব হইব"—এই লোভে লোভে কথা কহিবার ছলে উমাচরণ শেখে। আর এরূপ দৃঢ় করিয়া সাহেব শিক্ষা দেন যে, ভোলে না। বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিজ্ঞানে রুচি হইল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে সাহেব যত শিখাইতে পারিলেন,—তত শিখাইলেন। সাহেব দেশে গেলেন।

কিছুদিন পরে চাটুজ্যে মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পুত্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু যৌবনে বিষয়-প্রাপ্তির ফলও ফলিতে লাগিল। ইংরাজ-সহবাসে ইংরাজ-প্রিয় আমোদে সখ,—তোষামোদ-সহবাসে নীচ প্রবৃত্তিও তেম্‌নি প্রবল। একদিন বড়লোকের ছেলেরা সখে ঘোড়-দৌড় করিবেন,—উমাচরণ একজন সোয়ার। সেখানে দূরে দর্শকগণের ভিতর উমাচরণ যেন বাপ্পিনীকে দেখিল। ঘোড়-দৌড়ে জিতিয়া সঙ্গীদের সহিত 'বারে' মদ্যপান করিয়া টম্ টম্ হাঁকাইয়া উমাচরণ ফিরিল। হঠাৎ টম্ টম্ উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। সংজ্ঞাহীন। রাস্তার লোক তামাসা দেখিতেছে। এমন সময় এক মাগী ছুটিয়া

আসিয়া কোলে করিয়া বসিল,—"ওগো জল ল'য়ে এস, জল ল'য়ে এস!" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পথিপার্শ্বস্থ দোকানীরা জল আনিল ও উমাচরণের মুখে দিতে লাগিল। উমাচরণ চক্ষু চাহিল। উমাচরণকে সকলেই চিনিল। চিনিবার পর আর মাগীর সেবার প্রয়োজন রহিল না। মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া শত শত আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত।

সাংঘাতিক আঘাতে উমাচরণকে একমাস শয্যাগত থাকিতে হইল। পাঁচ ছয় দিন একরূপ সংজ্ঞাহীন ছিল। পাঁচ ছয় দিন মণি বাগ্দিনী শিয়রে বসিয়া রহিল। পাঠক চিনিয়াছেন,—রাস্তার সেই মাগী—মণি বাগ্দিনী। এ কয় দিন সে জলস্পর্শও করিল না—কেহ তাহাকে উঠাইতেও পারিল না। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে উঠিয়া গেল। যতদিন রুগ্ণ অবস্থা ততদিন সংবাদ লইয়া—বাগ্দিনী আবার অদৃশ্য হইল।

ইংরাজী চালে বদমাইসি আরম্ভ করিলে—গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্য করিলে, কথায় কথায় বিবাদ করিলে,—কুবেরের সম্পত্তিও থাকে না। নানারূপে তো ব্যয় হইয়াছে, তারপর পারিষদের ছলে এক সাজান গৃহস্থের কুমারীর প্রতি বল প্রকাশের নালিস হওয়ায বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু অর্থব্যয়েও নিষ্কৃতি হইল না; ঘুষঘাষ, অর্দ্ধেক বিষয় ব্যয়েও জেলের হাতে এড়ান পাইলেন না!—বল প্রকাশ প্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু ব্যভিচারের সাজা—দুই মাস কারাবাস ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা হইল। কষ্টে দুইমাস কাটিল। মুক্তির দিন গাড়ীতে উঠিতেছে, দেখিল—দূরে বাগ্দিনী দাঁড়াইয়া।

এক বারকার রোগী আর বারকার রোজা হয়। উমাচরণ নাবালক ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন। বেশ্যালয় আছে, মদ আছে, বরফ জল, পাখা, ফুলের মালা,—তাহার মাঝে বসিয়া ধনীর সন্তানেরা একশো টাকা লইয়া হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া যায়। দিন কতক কাজটা এক প্রকার চলিল। এবার মিথ্যা সাক্ষীতে ধরা পড়িয়াছে। জজসাহেব পারজারীর সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন—যে ছেলেকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার একজিকিউটারেরা পুলিসে ওয়ারিন বাহির করিবে। একজিকিউটার ছেলের খুড়ো—বড় কড়া লোক। ভাবিয়াছিল—পর দিনেই ওয়ারিন বাহির করিবে। হঠাৎ তাহার স্ত্রী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বাড়ীতে আত্মীয় লোক বেশী নাই। কন্যা, পুত্রবধূ নাই, দুরন্ত রোগের ভয়ে দাসদাসীরা কাছে ঘেঁসে না,—এমন সময় একটী চাকরাণী পাওয়া গেল, চাকরাণী আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিতে লাগিল। তাহার যত্নে একজিকিউটারের স্ত্রী জীবিতা হইলেন। দাসীর প্রতি গৃহস্বামী পরম সন্তুষ্ট। যাহা চায়, দিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। দাসীও বাড়ী যাইব বলিতেছে। গৃহিণীকে বলিলেন, "ও কি চায়?" গৃহিণী বড় অদ্ভুত উত্তর দিলেন,—"ও কিছুই চায় না; তুমি কি কারুর নামে পুলিসে নালিস করিয়াছ?" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" গৃহিণী বলিলেন, "মাগী বলে, ওর যা দোষ—মার্জ্জনা কর।" কর্ত্তা মাগীকে ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোর কে? তুই কেন মার্জ্জনা চাস্?" মাগী কেবল "মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল, আমি মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ও তো ঐরূপ কার্য্যই করিয়া বেড়াইবে—তার উপায় কি করিবি?" মাগী বলিল,—"আপনি এবার মার্জ্জনা করুন, আমি তার উপায় করিব।"

সহরে ধূম পড়িয়াছে—বড় জুয়াচ্চুরী মকদ্দমা! যে বাড়ীতে খবরের কাগজ নেয়—সে বাড়ীতে ভিড়! পারজারীর দাবিতে উমাচরণের নামে মকদ্দমা চলিতেছে, জামিন নেয় নাই,—নিশ্চয় সেসান হইবে;—আর সাত বৎসর কেহই ছাড়ায় নাই। তারিণী চাটুজ্যের অনুরোধে অনেকেই একজিকিউটারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেকে এবার মার্জ্জনা করুন।" একজিকিউটার কাহারও কথা শুনে নাই।

মকদ্দমার শেষ দিন। ম্যাজিস্ট্রেট সেসান সুপারোদ্দ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আসামীকে হাজত হইতে আনা হইয়াছে।

বাদী উপস্থিত নাই। সেদিন মকদ্দমা স্থগিত রাখিলেন। ভাবিলেন, মহারাণীর উকীলের দ্বারা মকদ্দমা চালাইবেন। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবার গাড়ীতে আসিয়াছেন, তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিয়া, চিঠি না লিখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মেমের গাড়ীতে উঠিলেন। সে সময় মেম আসিবার কথা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন সময় কেন?" মেম উত্তর করিল, "নিত্য আমায় কে একটী ফুলের তোড়া দিয়া যায়। চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করি, 'কে?' বলে—একটী স্ত্রীলোক। কিছু বলে না—বলে 'মেম সাহেবকে দিও। বুঝিতে পারিবে।' আজ আমি তাহাকে ডাকাইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করায় আমি বুঝিতে পারিলাম, সে কোন বড় মানুষের আয়া ছিল; যে বাবুকে মানুষ করিয়াছিল, তাহার এক্ষণে তোমা দ্বারা সাজা হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমার উপাসনা করা। তাহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল।" ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন,—'আশ্চর্য্য!' পরদিন প্রাতে আসিয়া বাদীর অভাবে মকদ্দমা ডিসমিস্ করিলেন।

উমাচরণের প্রায় আর কিছুই নাই। সর্ব্বস্ব আধা দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা করিতে পারিলে কিছু সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়। মকদ্দমাও রুজু হইয়াছে,—জিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু আর দুই তিন হাজার টাকা ব্যতীত খরচা চলে না। টাকাও কোথাও যোগাড় নাই। উকীলও টাকা দিতে চায় না। অনেক "out of pocket" খরচা সে নিজ হইতে দিয়াছে, —মকদ্দমা যে জিত হইবে—সে এরূপ বুঝিতেছে না। একরূপ সঙ্কল্পই করিয়াছে, যে, টাকা না পাইলে আর মকদ্দমা চালাইবে না। কোনও উপায় নাই—সর্ব্বদিক শূন্য! মুদীখানায় ধারে দ্রব্য দেয় না—এইরূপ অবস্থা! হঠাৎ মণি বাগ্দিনী আসিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়া গেল। বলিয়া গেল, —"গোবরা, আর একবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ঠিক দেখিয়াছি—মকদ্দমা জিতিবি —কিন্তু বুঝিয়া চলিস্। জের ঠেঙ্গে কখনও কিছু চাই নেই—আর একদিন আসিয়া একটী জিনিষ চাইব। আমি তোরে মানুষ করিয়াছি আমায় দিস্।"

মকদ্দমা জিত হইল। সব দিক সচ্ছল। কিন্তু এবার মণি বাগ্দিনী একটী দৃঢ় ছাপ তাহার হৃদয়ে দিয়াছে। এ দুঃখিনী বাগ্দিনী, —টাকা কোথা পাইল? ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গোপনে শুনিয়াছিল, যে কোনও এক স্ত্রীলোকের অনুরোধে সে বাঁচিয়াছে। একজিকিউটাবেরও অদ্ভুত ব্যাপার! ইহাও শুনিল যে, তাহার স্ত্রীর বসন্ত রোগে একটী রমণী শুশ্রূষা করিয়াছে, রাস্তায় গাড়ী হইতে পড়িয়াছিল—বাগ্দিনী তথায়! মহা দুর্দ্দিনে টাকা আনিয়া দিল। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতে লাগিল! মাতার মৃত্যু-শয্যার কথা—পিতার যন্ত্রণা—আপনার চরিত্র—স্মৃতিপথে উঠিতে লাগিল। যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, দেব-সেবায় পিতা তাঁহার সম্পত্তি দিয়া যাবেন সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন। তাহার জন্মে তাঁহার সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল। সেই দেব-উৎসর্গ অর্ঘ্য—বেশ্যা, শুঁড়ী, বদমাইসে খাইয়াছে! অকলঙ্ক কুলে প্রতারণার দাগ পড়িয়াছে। ক্রমে তীব্র হইয়া স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। সুদিন-সহচরেরা ফিরিল, কিন্তু আর স্থান পাইল না। পরিবার মরিয়াছে—বেশ্যার প্রেমে আর দার পরিগ্রহ করে নাই; সুতরাং আপনার বলিবার আর কেহই ছিল না।

সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বসে। একদিন দেখিল-- বাগ্দিনী! বাগ্দিনী কাঁপিতেছে—অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে!—বাগ্দিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"গোবরা, আজ আমি মরিব। তোর নিকট সেই জিনিষ চাইতে আসিয়াছি; ভয় নাই—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—তোকে আমি সৎকার করিতে বলিব না। আমি আপনি মায়ের গর্ভে গিয়া মরিতে পারিব। তারপর আমার আর ভয় কি? তোর মনে আছে—তোর বাপ আমায় তাড়াইয়া দেয়। আমি কাঁদি নাই, —তোকে দেখিবার সাধ করি নাই। তুই কাছে গেলে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। কেন জানিস?—আমায় কে দেবতা বলিয়া দিল যে, ব্রাহ্মণ তোর ভালর নিমিত্ত আমাকে তাড়াতে চায়—তাই চলিয়া গেলাম। তোর ভাল হবে— এই ধারণায়, তোর অকল্যাণ হবে এই ভয়ে

চক্ষের জল ফেলি নাই। পাছে তুই স্নেহে প'ড়ে আমার কাছে আসিস্—তাই দূরছাই করিতাম। তোর মা যে সামগ্রী পাঠাইত, তাহা ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে দিয়া তোর কল্যাণ চাহিতাম। কিন্তু আমার খাবার সময় বড় কষ্ট হইত। আমি মনে মনে তোকে কাছে বসাইয়া—তোকে খাওয়াইয়া—খাইতাম। ক্রমে তুই আমার কাছে আসিতিস্, তুই জানিস নে—তুই আসিতিস্। তুই কোথা যাইবি, কি করিবি, আমায় বলিয়া যাইতিস্! তোর বিপদ হবে—এ কথা কে আমাকে বলিয়া দিত। আমি সেইদিন তোর সঙ্গে থাকিতাম। আমি তোর নিমিত্ত আত্ম-বঞ্চনা করিয়া সোণাদানা যা তোদের বাড়ীতে পাইয়াছিলাম, তাহা পোদ্দারকে দিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, শ্রম করিয়া—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলাম। তোর শতসহস্র দোষ। তথাচ আমি নিরাশ হই নাই। দেখিয়াছি—তোর পিতামাতার প্রতি অচলা ভক্তি। তাহাদের শ্রাদ্ধাদি অতি শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছিলি, আমিও তোর মা—শাস্ত্রমত মা—ভিক্ষা মা। আমারও তোর উপর অধিকার আছে। আমার একটী কার্য্য কর—আর কুপথে চলিস্ না। যে বংশে জন্মিয়াছিস,—সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল কর। তা'হলে তোর পিতামাতার নিকট গিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিব, 'দ্যাখ্, তোরা পারিস নি, আমি তোদের ছেলে শুধ্-রাইয়া দিয়াছি'। উমাচরণ কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমি শুধ্রাইব।" "তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়"—বলিয়া বাগ্দিনী ধীরে ধীরে গঙ্গা-অভিমুখে চলিল।

অতি কষ্টে চলে। উমাচরণ ধরিতে যায়। বাগ্দিনী নিষেধ করিল,—উমাচরণ সভয়ে নিষেধ মানিল। সম্মুখে তেজস্বিনী দেবী দেখিতেছে—ধীরে ধীরে সঙ্গে চলিল।

বাগ্দিনী অর্দ্ধ গঙ্গা-জলে—অর্দ্ধ স্থলে শয়ন করিয়া বলিল, "গোবরা, আমায় নাম শোনা।" উমাচরণ হরি নাম শুনাইল। বাগ্দিনী হরিনাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বৈষ্ণব ডাকাইয়া উমাচরণ চন্দনকাষ্ঠে শব দাহ করাইল ও চিতা পরিবেষ্টন করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিল। চিতায় জল ঢালিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল।

বাগ্দিনীর উদ্দেশে অকাতরে দান-ধ্যান করিয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া গঙ্গার ঘাট ও শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। সাহেবের উপদেশে নানাবিধ কার্য্য শিখিয়াছিলেন, স্বয়ং রোজকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আপনার মত রাখিয়া দুঃখীদিগকে দান করেন। ক্রমে সমস্ত সৎকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যথায় হয়—কিঞ্চিৎ আহার হইলেই হয়। এইরূপে অতি সৎকার্য্যে উমাচরণের জাহ্নবী-তীরে কার্য্যের অবসান হইল। সকলে বলিল,—"কুল-তিলক জন্মিয়াছিল।"

বড় বউ

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়-কর্ম্ম শিখিতে-ছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন-পরিশ্রমে তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় তিনটি নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কি না?—তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়; লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর মান মর্য্যাদা রক্ষা করে, এই সকল চিন্তা দিবা-নিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়ীতে দুইটি বিধবা ভগ্নীও আছে। এই দুইটি তাঁহার সহোদরা। তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। সেও এক চিন্তা বটে, কিন্তু তাহাদের ভার

তিনি স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাহাদের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ হইলে আর কোনও আপত্তি থাকিবে না। ভগিনী দুইটি চতুর্থী করিবে, সেই কথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা, তাহাও খুলিয়া বলিলেন, বলিলেন—"মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল। পিতা আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনাব আর তিনটি সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর। কেন না, আমাদের পিতা নেই।" বিমাতা উত্তর করিলেন,—"কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে।" কিন্তু এ কথা শুনিয়াও গোপী-মোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন, "মা, সংসারে চক্রী লোকের অভাব নেই; অর্থ বড় বিষাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা।" আরও বলিতে যান, কিন্তু সরল-প্রকৃতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় করিও না, যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি। যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন—'তুমি আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ব্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে—করুক, তুমি কিছু দেখিও না। এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এই রূপ বুঝিয়া চল—আমি স্বামী—আমার কথায় ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে।' অশৌচ-অবস্থায় দেবকার্য্যে অধিকার নাই; অশৌচান্তে আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য্য করিব। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার।" গোপী-মোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নী-সন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসার-ধর্ম্ম করেন। ভাই-গুলিও বশ, কথা মত চলে, স্কুলে যায়; বাড়ীতে যখন মাষ্টার পড়াইতে আসে, গোপী-মোহন সেইখানেই বসেন। স্কুলের মাষ্টারদের সহিত আলাপ করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে কখনও নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান এবং ভাইগুলির কথা বারংবার বলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা—কিশোরীমোহন, রাধামোহন —এক রকম লেখাপড়া শিখিতে লাগিল; কিন্তু ছোট প্যারীমোহন কিছুই শিখিতে পারে না। মাষ্টারেরা বলিতে লাগিল, 'ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না।' ইহাতে গোপীমোহন সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া, দশমবর্ষীয় প্যারী-মোহনকে প্রথমভাগ শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহন সম্বন্ধে একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "ওর ত কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা, কি করিবে বল? আর পীড়নে কোন ফল নেই, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়; ছোট ঠাকুরুণ দেব-সেবা করেন, প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্য্যে সহকারী হউক—ফুল তুলুক, বিল্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক।" গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শ্বাশুড়ীর নিকট এ কথা প্রস্তাব করিলেন; শ্বাশুড়ী বলিলেন, "মা! আর কেন আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও?" কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া, যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন, তাহারই দু'একটা কার্য্য করিতে বলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য্য মন্ত্র

হইল। যে প্যারীমোহন—পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছাঁব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই তিন দিনে—ললিতাদেবী যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন—তাহা সে বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু'একদিনেই বাজার-সরকার বুঝিতে পারিল যে, আবাগীর বেটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে; এ পাগলকে ঠকাইয়া দু'পয়সা রোজগার করিবার যো নাই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারীমোহন কোন কথা বলে না, যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু দস্তুরী-বাটার সমস্ত কথা বড় ভা'জকে আসিয়া খবর দেয়। ভা'জের কাছেই আব্দার—আর কারও কাছে বড় কথা-বার্ত্তা কহে না। ভাজকে বলিল, "আমি বাজার করিতে পারি।" ললিতাদেবীও, দু-দশ-টাকার বাজারে, তাহাকে গাড়ী করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য, সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য্য করে। ভাজের সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি বলিল—"বউ দিদি, দাদাকে বলিও, মেজদাদা ও সেজদাদাকে আরও ভাল কাপড় দিতে।" ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আর কিছু উত্তর দিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটি বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না, গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী। কেন? আমি ত আমাদের অবস্থানুযায়ী বস্ত্রাদি দিই। তবে খোস-পোষাকী হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা। যদি উঁহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে—ছেলেমানুষ—পাঁচজনকে সাজগোজ করিতে দেখে—

গোপী। কা'কে দেখে? কার সহিত মিশিতে দিই? নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বকাটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উঁহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উঁহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দিই। তুমি ও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন?

ললিতা। নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পাবে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিযা বলিলেন, "তোমাদের আদবেই ত গেল।" এ কথা বাড়িল না। অন্য আর একদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার কাজ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না?" গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চহাস্য করিলেন; বলিলেন, "তোমার দেখ্‌ছি, দেওরের উপর সমস্ত ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক'এ আঁক্‌ড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম্ম শেখাব? এ তোমার কুট্‌নো কোটা, বাটনা বাটা নয়।" ললিতাদেবীর উত্তর—গোপীমোহন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়ীতে যে সব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী যদিচ পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালী দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়। হিসাবপত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু' পাঁচখানা ইংরাজী বই কিনিয়াছে; কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু' একখানা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এ সকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন, কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন, "বা! বেশ কালিদাস!" সে দিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, "তোমার হিসাবী মুহুরীকে দিয়া

এগুলি ঠিক দেওয়াও দিকি।" সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশমত স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার খাতার ভুল আমার কালিদাস ধরিয়াছে। ২১॥৴০ খরচ পড়িয়াছে, তাহার জমা নাই।" এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমাখরচ বোধ থাকা আবশ্যক। প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন, "ভাল, তোমার এরূপ কাজ যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ।" পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতাপত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব করিতে দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহুরীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়। কেন না, একটী—জমা-খরচ গোপীমোহন কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কাজকর্ম্ম ত দেবেন সংকল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন ত তাঁকে যম দেখে! তাহার উপায়? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও।" গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমায় দেওয়ানজীর নিকট গিয়া জমীদারীর কাজকর্ম্ম শিখিতে হইবে, কাল হইতেই কাজে যাইও।" দিন কতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন, "দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমীদারীর কাজকর্ম্ম করিতে পারে। সে কি বলে, আমি বুঝিতে পারি না।" এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিতা! কেন না, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বামী যে কার্য্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিয়া কিরূপে অল্পদিনের মধ্যে শিখিল? কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারীমোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ভয় করে! দেওয়ানজী দু'একটা প্যারীমোহনের নামে নালিস করিয়াছিল, "ছোট বাবু ছেলেমানুষ, এসব বোঝেন না, এমনি সব আল্‌গা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব?" সেই সব নালিস শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিতেন যে, প্যারীমোহন ছাঁকা-জালে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, সেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়। তাহার মনের সন্দেহ, সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে।" গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্য্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেন না, কলিকাতার জায়গা-জমী, বাড়ী-ঘর-দোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলেমানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা-ফ্যাঁসাদ করিবে! দুই একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে তালুকে কোন ভয়ের কারণ নাই, সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিন কতক তাহাকে জমীদারীতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটী চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমীদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে। প্যারীমোহনের বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এ সকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয়-বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি, বালক কি ফ্যাঁসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পৌঁছিতে যত দিন, প্রায় তত দিনে স্বয়ং পৌঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি

রওনা হইলেন। পৌঁছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ-পক্ষে শত শত লাঠিয়াল সড়কি-ওয়ালা চর দখল করিতে জমায়েৎ হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে,—'মার!' এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ ছুটিল। ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষ-পক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন, "কি করিতেছিস্?" অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পূর্ব্ববৎ জড় হইয়া গেল। ওদিকে বিপক্ষদলের আরও লোক জমায়েৎ হইল। তাহারা আক্রমণের উদযোগ করিতেছে। লাঠিয়ালেরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল, "হুজুর, হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দিই!" হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষদল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালেরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষদল হইতে একটী সড়কী আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায় দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কী বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোপীমোহন অতিশয় কাহিল, প্যারীমোহন অতি সন্তর্পণে বাড়ী আনিলেন।

আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন পক্ষাঘাত পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন এল-এ, দুইবার ফেল ও আর একজন এণ্ট্রান্স দুইবার ফেল হইয়া পড়া-শুনা বন্ধ করিয়াছে: এখন গান-বাদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতাদেবীকে বলিল, "মেজ দাদা ও সেজ দাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে। আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না।" ললিতাদেবী বলিলেন, "কেন, চাইলেই তুই দিবি কেন? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ও'র নাম ক'র্বি যে, উনি মানা করিয়াছেন।" প্যারীমোহন বলিল, "দাদাকেও মান্বে না।"

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান্ ধরণের লোক মেজো বাবুর ও সেজো বাবুর নিকট যাওয়া-আসা করে। সময় নাই, অসময় নাই, বাবুদিগের জরুরী হুকুম হয়। এ সকল কথা গোপীমোহনের কাণে গিয়াছে। ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুদ্বয় ইয়ার-বক্সি লইয়া সর্ব্বদাই বলেন যে, তাহার বড় দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছেন এবং তাহাদেরও খেতে-পর্‌তে না দিয়া পিঁজরায় পুরিয়া রাখিয়া একরকম উল্লুক বানাইয়াছেন। ইয়ার-বক্সির উত্তর, "এরূপ বেরসিক ভাইও কারও দেখি নাই!" মোসাহেব ও কতক কতক কর্ম্মচারীরাও পরামর্শ দেয়– "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে, হুজুর সাবালক হ'য়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল।" এইরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা-সংযোগে যেরূপ হয়, হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিত ধূম-ধাম হয়, হইতে লাগিল। গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন,- চক্ষে জল পড়ে! ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন শুনিলেন, যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মল-মূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগীর হাড়গোড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল্ করিয়া উপস্থিত হইল: খুব ব্যাজার ভাব। গোপীমোহন গাঙাইয়া গাঙাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃলোকে উপস্থিত হইল। পিতৃস্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন।

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিসন সুটের নালিস করিয়া দিলেন। তাঁহার উকীলকে বিশেষ উপদেশ, যেন পার্টিসনে পূজার বাড়ী তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন, "বউদিদি! আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম।" ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে প'র্‌তে দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে।" প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন, আর বুঝাইতে

পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে। আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়। তোর থাকিলে ঠাকুর-সেবা চলিবে; ওরা ত শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দিবে।"

প্যারী।—বউদিদি, তার যো নেই। বাবার উইলে পূজার খরচ দিতেই হবে। বড় দাদার উপর ঠাকুর-সেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে।

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন, সত্য কথা। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর চলিবে কিসে?"

প্যারী।—তাহার ভাবনা নাই।

ললিতা।—কিসে?

প্যারী।—তোমার মনে আছে? আমি এক-দিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ও নুড়িটে কি?" তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

ললিতা।—না।

অনেক দিনের কথা, সত্যই তাঁহার স্মরণ ছিল না।

প্যারী।—তুমি বলিয়াছিলে—"ঠাকুর। ইনি সকলের কর্ত্তা। ইনি সব করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁ'র হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটিও নড়ে না।" অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর।

ললিতা। ঠাকুর ত তোকে আব হাতে ক'রে এনে খেতে দেবে না।

প্যারী।—দেবে।

ললিতাদেবী কণ্টকিত-কলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানিলি?"

প্যারী।—আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কাজ-কর্ম্ম শেখালে কে?

ললিতা।—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যারী।—হ্যাঁ। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম, "ঠাকুর, আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ ক'রে দেবে?" এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন। আমার যা যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর ঠাকুর সব ব'লে দেন; ঠাকুর আমায় ব'লেছেন, আমায় খেতে দেবেন।

ললিতা।—তুই কি ঠাকুরকে ব'লেছিলি, "ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও।"

প্যারী।—তা কেন ব'লবো? তোমায় কি কখন বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি ত আপনি দাও। ঠাকুর আমাদের কুলদেবতা, ঠাকুরই ত খেতে দিচ্ছে।

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন,—"তোর টাকা, তুই যাকে খুসী দিবি, সৎকার্য্য করিবি।"

প্যারী।—কে করে বল? খবরের কাগজে পড়েছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপকে গুলি করিয়াছে। চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বধ হইল। আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এই সব কাজই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি, ঠাকুর হাসে।

ললিতা। কেন, তুই বে কর্‌বিনে? ঘর-সংসার কর্‌বিনে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ ক'র্‌বি।

প্যারী।—বউদিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদারাই ভাল ক'র্‌বেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশটা বিয়ে ক'র্‌লে মেরে ফেল্‌বেন। ঠাকুর ব'লেছেন, ও সব ঠাকুরের কাজ। আমি ও সব ক'র্‌বো না।

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে। আর মকদ্দমা চলিলে কিশোরীমোহন ও রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন; কিন্তু বড় বউয়ের ধনুকভাঙ্গা পণ,—শাশুড়ীর বাক্যে অটল রহিলেন। শেষে পুত্র-স্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারী-মোহন ভাজকে বলিল, "দাদাদের ছেড়ে দাও।" ললিতা দেবী উত্তর করিলেন,—"তুই ভাবিস্‌ নি, আমার দ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনও অনিষ্ট হ'বে না। আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি।" শেষ দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্দ্ধেক সম্পত্তি বউয়ের নামে লিখিয়া

দিয়া জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউয়ের জীবনস্বত্ব বই ত নয়। যখন দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই, আমরাই ত পুনর্ব্বার পাইব।

বড়, ভা'জের আনুগত্য করিতে আসে। ললিতাদেবী দূর দূর করিয়া তাড়ান। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎকর্ম্মে খরচ করেন। বিধবা ননদ দুটিকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। সুলোকে বলে, যে বাড়ীতে বিপদ্‌—সে বাড়ীতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সমীহ করেন না, সকলের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কন; ইহাতে কুলোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয়-কার্য্য প্যারীমোহনই করেন। এই সময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবন লাভ হইল। ললিতাদেবী দুইটি ননদকে দিয়া সমারোহে চতুর্থী করাইলেন। কিশোরীমোহন-রাধামোহনও শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে, যেন করে। প্যারীমোহনের কাজে লোকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

যে খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নাই, যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না,—এমন কি, দুই এক দিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে! এ সময়েও অর্থ-সাহায্য চাহিতে গেলে ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাহার মহানিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কি না সন্দেহ। আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দ পুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতার জেল হইল। ছুটলি জোচ্চরীর দাবীও দুই একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া* উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন; বলিলেন, "চুপ কর। তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়োচ্চুরী করিয়াছ, তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে যে সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে,—নচেৎ নয় এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যত দিন প্যারীমোহন বর্তমান থাকিবে, সেই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিবে, সেই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র-সন্তানেরা মানুষ হইলে তাহারা সে ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোন সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। আপাততঃ তিন শত টাকা করিয়া তোমাদের মাসহারা দিব।" অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থে যাইবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন,--সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল, "কি সম্বল লইয়া যাইবে?"

ললিতা। আমার ত কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব।

প্যারী। তোমার চলিবে কিসে?

ললিতা। ভাই! তুমি ত শিখাইয়া দিয়াছ ঠাকুর দিবেন।

প্যারী। ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আর এককথা, তুমি কুলদেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ, কায়, মন, জীবন অর্পণ কর নাই; তুমি কুলনারী, একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার ত নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি আর তীর্থে যাইব না।"

প্যারী। সেই ভাল। তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবা-কার্য্য ভাল হইবে না।

ললিতা। বুঝেছি, ঠাকুর যে দিন কাজে জবাব দিবেন, সেই দিন যাইব, নচেৎ আমার যাইবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম

করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুল-দেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে, "মেজদাদা! উকীল বলে, দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়। তুমি কি বল?"

কিশোরী। ও কথা মুখে আনিও না, উকীলের কথাতেই জালের সাজা হইত, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসি যাইতে হইবে। আমি এখন বুঝিতেছি, বউ আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলে-পিলে মানুষ হবে—মান-সম্ভ্রম থাক্‌বে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা ত দুইদিনে ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব।

রাধা। তবে যাউক।

কিশোরী। রেধো! কুকর্ম্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিস্ নি?

রাধা। কাজেই বুঝিতে হইবে।

কালে রাধামোহনও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়। প্যারীমোহন ঠাকুরবাড়ীতেই থাকিয়া ঠাকুরের কর্ম্ম করেন। ঠাকুরবাড়ীতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া সমস্ত অতিথি-সেবার পর যাহা বাকী থাকে, তাহাই খান। আদর্শ-চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে লাগিল, প্যারী-মোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটী শ্লোক আওড়াইয়া প্রণাম করিতেন,—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"
যাহার কৃপায় সরে মূকের বচন।
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া চলে,
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন॥

দুইটি ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা শ্লোকটি শিখিয়াছিল ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাঁড়ুয্যে-বংশের কুলদেবতার-পূজা বহুদিন থাকিবে।

সেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না

[ভূতির বিয়ে]

হারান সরকার কন্যাভারগ্রস্ত; কন্যাটীও বড় হইয়াছে। কয় বৎসর বেকার, বাড়ীখানিও বেকার অবস্থায় বন্ধক পড়িয়াছে। মেয়েটিও তেমন সুশ্রী নয়। সুশ্রী নয় কেন—কুশ্রী বলিলেও হয়। যাহারা আপনার লোক, তাহারাই রকম রকম করিয়া বলেন,—"মন্দ নয়, গড়ন পেটন ভাল।" কেউ বা বলেন,—"ভদ্রলোকের ঘরে ঐ রকম চেহারাই লক্ষণযুক্ত।" কিন্তু আত্মীয়ের অনেক চেষ্টাতেও মেয়েটী সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয় না। তার উপর দুঃখের দশা। দুঃখের দশায় পরমা সুন্দরীও কুৎসিতা বলিয়া গণ্যা হয়। মেয়েটি পার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। হারাণের পরিবার ক্ষেত্র-মণি কাঁদেকাটে। পাড়া-প্রতিবেশীরা বোঝায়—"যখন মেয়ে জম্মেছে—তখন অবশ্যই বর জম্মেছে।" কিন্তু সান্ত্বনা-বাক্যে ক্ষেত্রমণির তৃপ্তি জম্মায় না।

ক্রমে কন্যাটির যুবতীর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তার পর মেয়েটীর একটু বাহচাল্লিও আছে, দুঃখের খাতিরে কলে জল আনিতে যাইতে হয়, মুদীর দোকানে যাইতে হয়। কিন্তু এমন দিন নাই যে, একজন না এক-জনের সহিত ঝগড়া করিয়া আসে। কাহারও ছেলেকে আঁচড়াইয়াছে, কাহারও মেয়ের চুল ধরিয়া টানিয়াছে, কাহারও দাসীকে গালি দিয়াছে, কাহারও বাড়ীর ঘুঁটে দেবার গোবর লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কাজেই পড়সীর মুখে,—"দিগ্‌জয় মেয়ে"—"রাক্ষুসী মেয়ে"—"দস্যি মেয়ে" প্রভৃতি বিশেষণ তাহার প্রতি ব্যবহার হইত। যদিচ সখের নাম তরঙ্গিণী ছিল,

রূপের চোটে "ভূতি" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইল। ভূতির মারে লজ্জা নাই—গালাগালে লজ্জা নাই,—এখনকার মেয়েরা একটু লেখাপড়া, কারপেট বোনা প্রভৃতি সকলই শেখে, কিন্তু ভূতির যদিও ক্রিশ্চিয়ান গুরুমা স্কুলে লইয়া গিয়াছিল, ভূতির তাহা ভাল লাগে নাই, সুতরাং কিছু শেখেও নাই। শেখ্‌বার মধ্যে শিখিয়াছিল যে, ক্রিশ্চিয়ান হইবার কিছু আছে। ভূতির মা ধমক-ধামক দিলে বা ভাতে মাছ কম হইলে—মাকে শাসাইয়া বলিত যে, সে ক্রিশ্চিয়ান হইবে। ক্রিশ্চিয়ান গুরুমাও পাঁচ মেয়ের মুখে ভূতির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির কথা শুনিয়াছিল। অতএব ভূতি যদিচ স্কুলে যাইত না, তত্রাচ গুরুমা ভূতির উপর একটু নজর রাখিতেন। কখনও ভূতিকে দেখিতে পাইলে কমলা লেবু ও কলা প্রভৃতি সওগাত দিতেন।

কিন্তু হারাণ এক দিনের জন্য ভূতির নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত নয়। যদি ক্ষেত্রমণি কখনও ভূতির বে'র কথা বলিত, হারাণ বলিত,—'দ্যাখ্‌ না ক্ষেপি, ভূতির বিয়ে দেব আর দেনা শোধ কর্‌ব'। পাড়া-প্রতিবেশী যদি সে কথার উল্লেখ করিত,—হারাণ বলিত যে, মাসীমা বৃন্দাবন হ'তে আসিয়া ভূতির বিবাহ দিবেন। কিন্তু তাহার মাসী যে কে, তাহা কেহ জানিত না। কাজের মধ্যে হারাণ সকালে দত্তবাবুদের বাড়ী গিয়া একখানি ইংরাজী কাগজ পড়িত, দুই এক মিনিট দেখিলেই তাহার কাগজ পড়া হইত। হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে মকদ্দমার লিষ্টি হারাণ দেখিত মাত্র। দিন কতক আর দত্তবাড়ী হারাণ যায় না। সকাল সকাল দুটী খাইয়াই আদালত পানে ছোটে। এ উকীল বাড়ী, সে উকীল বাড়ী,—হারাণকে লোকে হামাসা দেখিতে পায়। জিজ্ঞাসা করিলে হারাণ ঘাড় নাড়ে, কিছু বলে না। তবে যাহাদের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা, তাহাদের নিকটই পেটের কথা ভাঙ্গে, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া বারণ ক'রে দেয়। হারাণের যাহারা সুহৃদ্‌-বন্ধু যাহাদের বিশ্বাস করিয়া হারাণ কথা বলে, তাহারা প্রায়ই সকলে খোসগল্পে; এবং অনেকেই তাহাদের মধ্যে এক একটা সংবাদপত্র; অনেকেই তাহাদের ভিতর—লাট সাহেব কি দিয়া খান, ছোটলাটের মেয়ের' কাহার সহিত সম্বন্ধ হইতেছে, কমাণ্ড্যার-ইন-চিফ্‌ কাহার বাড়ী খাইতে যাইবেন, লর্ড বিশপের মেয়ের কাহার সহিত আস্‌নাই—সমস্তই তাহারা অবগত। এ সওয়ায় —কোন্‌ জমীদারের কত আয়,—তাহা আনা পাই-এর সহিত তিনি বলিতে পারেন। গৃহস্থ-লোকের কাহার কত মাহিনা, কে কত জমাইয়াছে, তাহার তালিকাও নিত্য পান। এইরূপ তো হারাণের একদল বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁহাদের বিশ্বস্ত বন্ধুদিগকে চুপি চুপি এ সকল সংবাদ দেন। এপাশ ওপাশ হইতে সেই সকল চুপি চুপি সংবাদ দুই একজন শোনে। কেউ শুনিল লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর, কেউ শুনিল কমাণ্ড্যার-ইন্‌-চিফ্‌, কেউ শুনিল লর্ড বিশপ;—কিন্তু ঐ সকল চলিত-সংবাদপত্রকে বিশেষরূপ জিজ্ঞাসা করিলে একটু মুচকি হাসিয়া "ও একটা প্রাইভেট কথা" বলিয়া বিশেষ কোনও সংবাদ দেন না। কিন্তু এমনও হয়, যে আজ যার কাণে কাণে কথা বলিয়াছেন, অন্য দিন তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, আজ যাহাকে বিশ্বাস করেন নাই, তাহাকে সেই সংবাদ বলেন। এইরূপে হারাণের বিশ্বস্ত বন্ধুর ও বিশ্বস্ত বন্ধুর বন্ধুর সংখ্যা কম নয়। হারাণের অপর আর একদল বিশ্বস্ত বন্ধু—তাহারা অমন চুপিসাড়ে কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহারা নিমন্ত্রণের মজ্‌লিসে বসিয়া গলাবাজী করিয়া সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। ইহাদের জিহ্বা-সংবাদপত্রে ছোটলাট, বড়লাট, কমাণ্ড্যার-ইন্‌-চিফ্‌ প্রভৃতির সংবাদপত্র-স্তম্ভ ছিল না বটে, —কিন্তু ক্ষুদ্র গৃহস্থের বউয়ের হাঁড়ী হইতে মাছ খাওয়া অবধি, জমীদারের বিধবা পরি-বারের দাওয়ানজীর সঙ্গে কথোপকথন পর্য্যন্ত কিছুই চাপা ছিল না। হারাণের গুপ্ত-সংবাদ উভয় প্রকৃতি বন্ধুবর্গের জিহ্বায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে সকলেই শুনিল, যে হারাণের মাসীর বৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। আর সম্পত্তি সমস্তই হারাণকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সকল সম্পত্তি মকদ্দমা ভিন্ন হারাণ দখল পাইবে না। কে নাকি একটা আইনের ফ্যাঙ্‌ড়া বাহির করিয়া হাইকোর্টে কি একটা আপত্তি করিয়া

তুলিয়াছে। কেহ বলে আপত্তিকার—হারাণের মাসীর পিস্‌তুতো দেওর, কেহ বলেন—হারাণের মাসীর সতীনপোর শালা, কেহ বলেন কে আর একজন বোনপো। বাদী যদিচ নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় না, কিন্তু হারাণ যে সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

হাইকোর্টেরও অরিজিন্যাল বোর্ডে দেখা যায়, "বিনোদবিহারী সেন ভার্সাস হারাণচন্দ্র সরকার"—এই আখ্যায় একটী মকদ্দমা চলিতেছে। কিন্তু শীঘ্র সে মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত সংবাদদাতার মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে হারাণ মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য তাহাকে কিছু দিতে হইয়াছে, তবু সে অতুল সম্পত্তির অধিকারী। বিষয় পাইবে নিশ্চয়। তবে তাঁর মাসীর উইলে আছে, যে,—মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের সেবক হইলে, তবে বিষয় পাইবে। সম্পত্তি পাইল বটে, কিন্তু পৈতৃক ভিটার মমতা, হারাণ কোনও রকমে ত্যাগ করিতে পারে না। পাড়ার সকলের স্বারস্থ হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল যে, কি করিব,—ভিটে ছেড়ে যাইবার একেবারেই ইচ্ছা নাই—তবে কার্য্যবশতঃ সকলকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। পৈতৃক ভিটাখানি রহিল, কখনও কলিকাতায় আসিয়া এ ভিটায় দুই এক দিন বাস করিবেন। তবে তাকে মেদিনীপুরে মাসীর বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।

পৈতৃক ভিটাখানি পাড়ায় দত্তবাবুর নিকটেই বাঁধা ছিল। তাঁহার কাছেও গেলেন। তাঁহার সুদে আসলে কত হইয়াছে, হিসাব করিতে বলিলেন। এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার ঐ বাড়ীখানি বাঁধা রাখিতে চায়,—কম সুদে কিছু বেশী টাকা দিবে। তার পর মাসীর বিষয় আদালত হইতে বা'র কর্‌তে পার্‌লেই সব শোধ। তবে কি না, আপাততঃ টাকার কিছু প্রয়োজন, মাসীর টাকা বাহির করিয়া লইতে কিছু খরচ পত্র চাই,—উকীলকেও কিছু দেওয়া চাই। দত্তবাবু বাড়ীখানি বাঁধা রাখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। পাড়ার ভিতর হারাণের ভিতরের বাড়ী পাইলে, তাঁহার দপ্তরখানা করিবার সুবিধা হয়। তালুকের লোকজনও আসিয়া থাকিতে পারিবে। দত্তবাবু নিশ্চয় জানিতেন,—হারাণ বাড়ী খালাস করিতে পারিবে না। এখন হারাণ অপরের কাছে টাকা লইয়া তাহার বাড়ীর টাকা শোধ করিবে,—এ তো বড় ভাল কথা নয়। যদিও ইতিপূর্ব্বে টাকার নিমিত্ত বিশেষ তাগাদা করিয়াছিলেন,—কিন্তু হারাণের প্রস্তাব শুনে তাঁহার মত ফিরিল। তিনি বলিলেন, "কেন, কেন এত টাকার দরকার কেন? কিছু অভাব হয়—কিছু ল'য়ে যাও। তবে কি না বাপু,—বাড়ীখানি আমায় বেচ্‌তে হবে, আমার সম্পত্তি হয় না। তুমি যে মাসীর বিষয় পাইয়াছ, শুনিতেছি, তাতে ইংরেজটোলায় বাড়ী করিতে পারিবে,—এ পচা পাতকুয়ো বাড়ীখানি আমায় ছাড়িয়া দিয়া যাও।" হারাণ বলিল,—"আমি তো ম'শায় আপনার কথা ঠেল্‌তে পারি না,—তবে একটু প্যাঁচ এই যে, মহাজনের কাছে তিন শত টাকা লইযাছি।" দত্তজা বলিল,—"সে টাকা আমার নিকট ল'য়ে শোধ ক'রে দিয়ে এসো না।" হারাণ বড় বাধ্য লোক—স্বীকার পাইল। দত্তজা মহাশয় টাকা গুণিয়া দিয়া রসিদ লইতে চান, —হারাণ বলিল—"মহাশয়, মহাজনের নিকট রসিদ লিখিয়া না আনিয়া আমি রসিদ দিতে পারিব না। এক সম্পত্তি দুই জায়গায় বাঁধা রাখিব বলিয়া টাকা লইয়াছি, শেষে কি জুয়াচোরের দলে প'ড়্‌বো।" দত্তজা বলিলেন, 'তবে একটা সাদা রসিদ লিখিয়া দাও।' হারাণ বলিল, 'না ম'শায়, মাপ করুন। এ মহাজন বড় ফ্যাঁসাদে লোক। আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে ম'শায়। অনেক লোকের সাম্‌নে কথা হ'ল কার মুখে কি আছে—জানি না। তবে মহাজনের কাছে রসিদ ফিরিয়া আনিয়া মহাশয়কে প্রার্থনা করিব স্বীকার পাইতেছি।' যত বুঝাইবার চেষ্টা হইল, হারাণ কিছুতেই বুঝিল না। শেষ হারাণ টাকা না লইয়া চলিয়া যায়। দত্তজা ভাবিলেন, টাকাটা দিই—কেমন মাথা গুলিয়ে গেছে—বুঝতে পাচ্ছিনে, আমার টাকা যাবে কোথায়—এই খাতায় লেখা রহিল। আর এই আমলার সাম্‌নে নোট দিলাম,—তিন কেতা নম্বরি নোট। হারাণ টাকা লইয়া খাজাঞ্চিখানায় চলিল; খাজাঞ্চিকে বলিল, "ম'শায়, শীঘ্র তিন শত টাকার খুচরো নোট ও টাকা দিন।" খাজাঞ্চি—বাবুর নামে নোট বদলির

জমা খরচ করিয়া খুচরা নোট ও টাকা দিলেন।

হারাণের মেয়ের বে'র ধুম প'ড়ে গেল। সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে,—খিদিরপুরের নীলমণি বসু মল্লিক মহাশয়ের মেজো ছেলে। নীলমণিবাবুর বড় ছেলের কুলকর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। বেয়াইএর নিকট বড় কিছু বাগাইতে পারেন নাই। মেজো ছেলেটীর বিবাহে মতলব—বিশেষ বাগাইবেন। লোহার সিন্দুকের চাবিতে তেল দিয়া বসিয়া আছেন। নীলমণিবাবু বড় হিন্দু, তাঁর আলাদা হুঁকো, অন্য কারও বাড়ী তামাক খান না, যাঁরা একটু ইংরিজি ধরণে চলে, তাঁদের উপর বড় ঘেন্না দলাদলির উপর বিশেষ আস্থা, তবে কাল খারাপ পড়িয়াছে, তেমন সুবিধা হয় না। ঘটক যখন সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিল, নীলমণিবাবু বিশেষ চাপ দিলেন, কিন্তু মাসীর ধনে ধনাঢ্য হারাণ সবই স্বীকার পাইল, তবে নগদ টাকা দিবেন না। এদিকে জড়োয়া এক সুট, সোণার এক সুট ও ইংরিজি ধরণের একসুট গহনা—প্রায় ত্রিশহাজার টাকার মূল্যের—দিতে প্রস্তুত। এ সওয়ায় ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি, খাট-বিছানা, রুপার বাসন—এও কোন্ না দশ হাজার টাকার হইবে। বিবাহের দিন স্থির হইল, কন্যার বাড়ীতে গাত্র-হরিদ্রার সামগ্রী আসিল,—সে প্রায় হাজার টাকার হইবে। তাহার কারণ, সেই অনুসারে ফুলশয্যা দিতে হইবে কি না? নীলমণিবাবু ফুলশয্যার দামটা ছাড়েন কেন—এ কারণ ধুমধাম করিয়া ফুলশয্যার সামগ্রী পাঠাইতে হয়।

বিবাহের দিন উপস্থিত। নীলমণিবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, হারাণ সমস্ত স্বীকার পাইয়াছে। তবে এখন তাঁর বিশেষ অনুরোধ, বরযাত্র অনেক সঙ্গে না আনেন, তাহার কারণ, তাঁর মাসীর বিষয় পাওয়াতে পাড়ার লোক অনেকে হিংসা করিতেছে। তিনি একক, সমস্ত আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিবেন না। প্রতিবেশীরা সাহায্য করা দূরে থাকুক, যাহাতে কর্ম্ম ভণ্ডুল হয়, তাহাই করিবে। পাড়ার লোকের এত দৌরাত্ম্য যে, কলিকাতা সহরে এক রকম ব্রাহ্মণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। লুচি-ভাজা বামুন পাওয়া ভার—কাহাকেও পাড়ায় প্রবেশ করিতে দেবে না। বিবাহের পরই তিনি স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবেন। তবু বৈবাহিকের এই অনুরোধে নীলমণিবাবু অধিক লোক সঙ্গে নিলেন না। অধিক লোক না লওয়াও তাঁহার ইচ্ছা, কারণ অনেক দূর হইতে বর আসিবে, গাড়ীভাড়া বিস্তর পড়িবে।

কয়জন আত্মীয় মাত্র লইয়া নীলমণিবাবু বিবাহ দিতে আসিলেন। জড়োয়া গহনা দুই সুট, এক সুট ইংরিজি, এক সুট বাঙ্গালা ধরণে—কন্যাটী সোণার গহনায় ভূষিতা, সে সবও নূতন ফ্যাসানের। হীরা, পান্না, চুনী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরের—বরের জন্য দশ আঙ্গুলে দশটা আংটী। ক্রনোমিটার ওয়াচ, হীরের ঘড়ীব চেন, হ্যামিল্‌টনের ঘড়ী, রুপার দানসামগ্রী, উৎকৃষ্ট খাট-পালঙ্ক।—নীলমণিবাবুর ভাবি দাঁও। তবে কন্যাকর্ত্তা হায় হায় করিতেছেন,—বেনারস হইতে চেলীর জোড় আসিয়া পৌঁছায় নাই। সেই রাত্রেই লোক পাঠাইয়া যেমন তেমন এক জোড়া চেলীর কাপড় দিয়া তো বিবাহ হইল। তারপর বরযাত্রী খাওয়ান হোক, হারাণ বাবুর কপাল বড়ই মন্দ —পাড়ার লোক দই ক্ষীর আসিতে দেয় নাই। বড়বাজারেব মেওয়ার ঝাঁকা পথিমধ্যে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সুতরাং বাজার থেকে ববযাত্রীর জন্য জলখাবার আনিতে হইল। বেয়াইএর দুঃখে নীলমণিবাবু বড়ই দুঃখিত। চক্ষে দর দর ধারায় জল ঝরিতেছে। নীলমণিবাবুর নিকট শেষ স্বীকার করিয়া লইলেন যে, বউ-ভাতের দিন নীলমণিবাবুর বাড়ীতে যাহাতে পাড়ার সমস্ত লোক নিমন্ত্রিত হয়, তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচা সমস্ত তিনি বহন করিবেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ—প্রত্যেক পাতখানা যেন পাঁচ টাকার কম না হয়। নীলমণিবাবু স্বীকার পাইলেন। পরদিন বর-ক'নে বিদায় হইল। গহনার বাক্‌সগুলি ক'নের পাল্‌কীতে চলিল। কন্যার গাত্রে গহনা পরাইতে সাহস হয় নাই। কন্যাটী বিবাহের রাত্রে গহনার গন্ধীতে ভিড়মি গিয়াছিল।

বর-ক'নে নীলমণিবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল। তিন সুট গহনা দেখিতে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই জড় হইল। বাক্‌স খুলিয়া কন্যাকর্ত্রী সকলকে গহনা দেখাইতে লাগিলেন—অনেকে,

দুটো বাক্স খালি,—আর একটী বাক্সে দু'গাছি রুলি। কন্যার গায়ে যে দুই একখানি গহনা ছিল—তাহাও গিল্টির। কন্যাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নীলমণিবাবু বাড়ীর ভিতর তত্ত্ব করিতে আসিয়া তাঁহারও বুকে দমা ধরিল। কালবিলম্ব না করিয়া হারাণের বাড়ীতে উপস্থিত। হারাণ 'আস্তে আজ্ঞা হোক, আস্তে আজ্ঞা হোক', বলিয়া বেয়াইকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু নীলমণিবাবু তাহাতে ভুলিলেন না। হারাণকে জোচ্চোর বাটপাড় ইত্যাদি বলিয়া যৎপরোনাস্তি গালাগালি করিতে লাগিল। হারাণ সে সব কথা গায়ে মাখে না। বেয়াই হ'ন, দু'কথা ব'ল্তে পারেন। নীলমণিবাবু বলেন, "গহনা দাও, জুচ্চুরি!" হারাণ উত্তর করিলেন,—"বেয়াই ম'শায়, বুঝুন, সে সব গহনা আর পাব কোথায়? ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলাম বৈ ত নয়।" এরূপ সাফ উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু অজ্ঞান! ব'ল্লেন—"তোমার জুচ্চুরি, আমি পুলিশে নালিস ক'র্বো।" হারাণ উত্তর দিলেন—"পুলিশে যাইতে চান—যাবেন—কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হইবে। কেন না—তাহাতে কলিকাতা সহরে প্রচার হইবে যে, নীলমণিবাবু ব্রহ্মজ্ঞানীর মেয়ের সহিত ছেলের বিবাহ দিয়াছেন। বিবেচনা করুন না, পাড়ার কি একজন লোকও আসিত না। বিবাহের আগের দিন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়াছেন। এ কথা তিনি প্রকাশ করিতে চান না। তবে আটশো টাকার দত্ত-বাবুর বাড়ীতে তাঁহার বাড়ীখানি বন্ধক আছে। সেটুকু নীলমণিবাবুকে উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে। তবে যে বিনা রসিদে দত্তবাবুর কাছে আর তিনশ' টাকা আনিয়াছেন, তাহার ভার আর নীলমণিবাবুকে লইতে হইবে না। যেরূপে হয়— তিনিই পরিশোধ করিবেন। নীলমণি-বাবু বলিলেন,—"এ্যাঁ—এ্যাঁ!"—হারাণ বলিলেন—"বেহাই ম'শায়, আর এ্যাঁ—এ্যাঁ ক'চ্চেন কে'ন? বাড়ী যান,—একথা কারও নিকট প্রকাশ ক'ববেন না। আস্তে আস্তে আটশো টাকা পাঠাইয়া দেন।" "সেয়ান ঠক্লে বাপ্কে বলে না" নীলমণিবাবু বুঝিলেন, বলিলেন; "বেহাই ম'শায়, বেশ ব'লেছ।"

সই

—

ধরণীধর মুখোপাধ্যায় সিমলায় চাকরী লইয়া যান। বিষয়ের মধ্যে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ছিল। যখন তিনি সিমলা যান, তখন তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও একটী বালিকা কন্যা ছিল। পরিবারের নাম মনোমোহিনী, কন্যাটীর নাম জ্ঞানদা। চাকরীস্থানে যাইবার সময় পরিবার সঙ্গে লইতে পারেন নাই। প্রথম যাইতেছেন, কিরূপ স্থানে কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই; মাহিনাও তেমন বেশী নয়; সুতরাং অভিভাবকশূন্য হইলেও একটী পুরাতন দাসীর হস্তে গৃহ-রক্ষার ভার সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদেশযাত্রা করিতে হইয়াছিল।

বিদেশ হইতে মাসে মাসে পনেরোটী টাকা পাঠান, তাহাতে কোনপ্রকারে চলে। তিন চারি মাস পরে দশ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। পুরাতন দাসী বিন্দি পাড়ায় শুনিয়া আসিল, ধরণীধরকে সাহেবেরা খুব ভালবাসেন—তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে কেন পাঁচ টাকা কম পাঠাইতেছেন? ক্রমে দশ টাকাও প্রতি মাসে আসে না। কখনও দু'মাস অন্তর কুড়ি টাকা, তাহার পর দু'মাস অন্তর অন্তর ষোল টাকা, ক্রমে কমিয়া অব-শেষে টাকা আসা বন্ধ হইল।

অর্থাভাবে সংসার চলে না। মনোমোহিনী পত্র লিখিয়াও জবাব পান না। তাঁহার মনে নানা প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। যাহারা সিমলা হইতে শীতকালে বাড়ী ফেরে, তাহা-দের নিকট হইতে দাসী সংবাদ আনিল যে, ধরণীধর শারীরিক কুশলে আছেন; বেতন

বৃদ্ধি হইয়াছে, সিমলার মধ্যে তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি। দাসী—লোকের মুখে এ কথাও শুনিয়া আসিল যে, তিনি আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং যে বেতনে সিমলা যাত্রা করেন, যদিও তাহার তিনগুণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি তাঁহার কুলায় না।

এদিকে সংসারে অত্যন্ত অর্থকষ্ট। মনোমোহিনী পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। অধিকাংশ পত্রের জবাব নাই; কখনও কিছু টাকা পাঠান। মেয়েটী লইয়া মনোমোহিনী বিশেষ কষ্টে পড়িলেন। অসুখের অবস্থা হইতে কষ্টে পড়িয়া জ্ঞানদা দিনদিন মলিন হইতে লাগিল। মনোমোহিনী ভাবিলেন, হয় ত মেয়ের কোন পীড়া হইয়াছে; পাড়ার একজন ডাক্তারের কাছে ঝি লইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, —"রোগ কিছু নয়, ভাল করিয়া খাইতে দাও; সারিয়া যাইবে।" হাতে টাকা নাই, মনোমোহিনী কি করিবে, প্রতিবেশীর পরামর্শে একটী ঘর নিজের জন্যে রাখিয়া বাড়ীটি ভাড়া দিলেন। পুরাতন দাসীটিকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দাসী মায়ায় পড়িয়াছিল, যাইতে পারিল না; দেশে তাহারও কেহ আপনার ছিল না, এদিকে ওদিকে কাজকর্ম্ম করিত, ঘুঁটে বেচিত, রাত্রিকালে মনোমোহিনীর ঘরে আসিয়া শুইত। অপরকে যে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, এ সংবাদও ধরণীধরের নিকট গেল। সংবাদ পাইয়া ধরণীধরের রাগের সীমা রহিল না, তাঁহার সঙ্কল্প হইল, তিনি দেশে আসিবেন না। স্ত্রী হইয়া এত অপমান করে—যাহা জানে করুক্। কত মিনতি করিয়া মনোমোহিনী পত্র লিখিলেন;—লিখিলেন, "চলে না, কি করি—তোমারই কন্যার জীবনরক্ষার নিমিত্ত এই কাজ করিয়াছি।" কিন্তু কোন ফল ফলিল না। ধরণীর রাগ পড়িল না। ইহার পরও ধরণী পত্র পাইলেন যে, তাঁহার কন্যাটী মৃত্যুমুখে পতিতা, আহারাভাবে মারা যাইতেছে। তাহার উত্তরে পাঁচটী টাকা আসিল। যখন টাকা পৌঁছিল, তখন কন্যাটী আর নাই। সেই টাকায় তাহার সৎকার হইল। মনের ঘৃণায় মনোমোহিনী কোথায় চলিয়া গেল—কেহ জানে না। দাসী পাগলের মত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—"কেন, মা গঙ্গার কোলে গিয়েছে।" যাহাই হউক, মনোমোহিনী নিরুদ্দেশ।

কিছুদিন পরে ধরণীধরের চাকরী গেল। গবর্ণমেন্টের টাকা তাঁহার নিকট জমা ছিল, তাহার হিসাব দুরুস্ত করিতে পারেন নাই; এ অপরাধে ফৌজদারী হইত, কিন্তু কোন এক সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ হইল।

ধরণীধর দেশে আসিলেন। বৃদ্ধা দাসী তখনও জীবিত ছিল। কখনও হাসিয়া, কখনও কাঁদিয়া বা গালি দিয়া সে জ্ঞানদার অকালমৃত্যুর কথা, মনোমোহিনীর নিরুদ্দেশের কথা জানাইল। শেষে সে ধরণীধরের গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সে পাড়ায় আর রহিল না, পাছে ধরণীধরের মুখ দেখিতে হয়। বুড়ী এক রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি জ্ঞানদার প্রতি তাহার স্নেহ দূর হয় নাই। শ্মশানে যে স্থানে জ্ঞানদার শবদাহ হইয়াছিল, সেইখানে মাসে মাসে গিয়া দুধ ঢালিয়া দিত। দুধ ঢালিতে দু'চোখে জলধারা পড়িত; বলিত,—"আহা! বাছা, খা,—না খাইয়া মরিয়াছিস্ মা!"

বুড়ীর কথা শুনিয়া ধরণীধরের মনে বিশেষ অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল। হাতে কিছু ছিল না—বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। সেই টাকায় ব্যবসা করিয়া কিছুদিনমধ্যে আর্থিক উন্নতি হইল। তখন পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। এপক্ষেও একটী কন্যা হইল, কন্যার নাম—স্থিরদামিনী। কন্যাটী ভূমিষ্ট হইবার পর, কারবারে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ধরণীধর বিষয়-আশয় বিস্তর কিনিলেন। এবার ধরণীধরের স্ত্রীকন্যার প্রতি অত্যন্ত যত্ন দেখা গেল। কন্যাটি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা; ক্রমে সে ছয় বৎসর অতিক্রম করিল, কিন্তু বাল্যসুলভ চঞ্চলতা তাহাতে নাই। স্থিরনেত্রে কি দেখে, অদৃশ্যে যেন কাহার সহিত কথা বলে,—কাহাকে ডাকে—হাসে!—জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না। ধরণীধরের ইংরাজী ফ্যাসানের বাড়ী, চারিদিকে ইংরাজী ফ্যাসানের বাগান। বাগানের মাঝে লতাকুঞ্জ আছে। সেই কুঞ্জের মধ্যে স্থিরদামিনী প্রায়ই বসিয়া থাকে। কুঞ্জ হইতে কখনও উচ্চ হাসি শোনা যায়;—যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে বোধ হয়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে

কিছু বলে না। এই সময়ে ধরণীধরের দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইল। তখন কন্যাটীর প্রতি তাঁহার আরও স্নেহের বৃদ্ধি হইল। কন্যার পাছে অযত্ন হয়, এই নিমিত্ত ব্যবসাবাণিজ্য যতটুকু না দেখিলে নয়, তাহাই দেখিতেন। বিপুল সম্পত্তি হইয়াছে, না দেখিলেও নয়, সুতরাং অনেক সময়েই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। সেই সময়ে স্থিরদামিনী লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিত।

মাতৃবিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই স্থিরদামিনীর খাওয়া-দাওয়া কমিয়া আসিতেছিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে তাহার আহারে বিদ্বেষ জন্মিল। কবিরাজ, ডাক্তার দেখিয়া বলেন, "কোন রোগ নাই, আদরে আদরে এমন হইয়াছে। জোর করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলেই রোগ সারিয়া যাইবে।" কিন্তু নানাপ্রকার চেষ্টাতেও কন্যাটীর আহারে রুচি জন্মিল না। জোর করিয়া ধমক দিয়া খাওয়াইলে তাহার বমন হইয়া যায়। ধরণীধর ভাবিলেন, কন্যাটীর কি পীড়া হইয়াছে, চিকিৎসকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। পরে একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে ডাকা হইল। কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,—কন্যাটী যেন অন্যমনে থাকে, যেন কি দেখিতেছে, কাহারও সহিত কথা কহিতেছে—এরূপ বোধ হয়। কথাগুলি শুনিয়া কবিরাজ যেন কেমন হইয়া গেলেন; কি যেন বলি বলি করিয়া বলেন না—শেষ অনেক পীড়াপীড়িতে কবিরাজ বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুর নিকট এরূপ ব্যাধির কথা শুনিয়াছিলেন। এ ব্যাধি যদি আপনি আরোগ্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল,—নচেৎ অন্য উপায় নাই; ইহা চিকিৎসার অতীত।

ধরণী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাধি—ইহার নিদান কি?" কবিরাজ উত্তর করিলেন—"এ ব্যাধির কথা শুনিয়াছি, কিন্তু রোগ শাস্ত্রে দেখি নাই। তবে আমার যা বিশ্বাস, তাহা আমি কাহাকেও বলিব না। প্রথমতঃ বলার কোনও ফল নাই; দ্বিতীয়তঃ প্রমাণাভাব—লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না; কিন্তু প্রধান ঔষধ—স্থান-পরিবর্ত্তন। এ দেশে কদাচ কন্যাটীকে লইয়া আসিবেন না। কিন্তু তাহাতেই যে কি ফল হইবে, বলিতে পারি না।" কন্যার মমতায় কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া, কলিকাতার সম্পত্তি বেচিয়া, ধরণীধর কর্ণাট অঞ্চলে সমুদ্রতীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন কিছু সুফল দেখা গেল। কন্যাটী আর সেরূপ প্রলাপ বকে না, সেরূপ শূন্যদৃষ্টিতে আর চাহিয়া থাকে না। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই সমস্ত লক্ষণ আসিয়া জুটিল। তখন ধরণী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিলেন। স্থান-পরিবর্ত্তনে কয়েকদিন উপকার বোধ হয় বটে, শেষে আর তাহা থাকে না। এদিকে কন্যাটী দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু যত শীর্ণ হয়, ততই দিন দিন রূপ যেন ফাটিয়া পড়ে; দেখিলে বোধ হয় যেন, গোধূলি-আলোকে দেহ নির্ম্মিত। ক্রমে কন্যাটী শয্যাগত হইল, আর বড় কোথাও যাইতে পারে না। একদিন গভীর রাত্রে ধরণীধর শুনিলেন, মেয়ে কোন অদৃশ্য ব্যক্তিকে বিছানায় বসাইয়া যেন তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ধরণীধর গৃহপ্রবেশ মাত্র শুনিলেন,—"আচ্ছা আবার কাল এসো।" ধরণীধর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাকে কাল আসিতে বলিলে?" কন্যা উত্তর করিল,—"কেন, আমার সইকে।"

ধরণী। তোমার সই কে?

কন্যা। সই নাম বলে না, বলে, একদিন বলিব।

ধরণী। কোথায় থাকে?

কন্যা। অতি সুন্দর জায়গায়, সেখানে সই আমায় লইয়া যাইবে।

ধরণী। অতি সুন্দর স্থান কিরূপে জানিলে?

কন্যা। কেন, সই আমায় বলে, তাহার ছবি দেখায়। সেথায় কত রকম ফুল ফোটে, কত রকমের ঝরণা খেলা করে, কত রকমের পাখী গান গায়। সে সকল পাখী এখানে আসিতে পারে না, সে সকল ফুল এখানে আনিতে গেলে ঝরিয়া যায়, সে সকল স্থানের জল এখানকার তাপে শুকাইয়া যায়। সে স্থানে আমাকে একদিন লইয়া যাইবে। আমাকে লইয়া যাইবার পথ করিতেছে। পথ প্রায় হইয়াছে, দু'একদিনেই শেষ হইবে।

ধরণীধর এ সকল কথা প্রলাপবাক্য বলিয়া বুঝিলেন; কিন্তু কোন চিকিৎসকই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এদিকে স্থিরদামিনীর

আর কিছুমাত্র আহার নাই, দিনে এক পোয়া দুধ উদরস্থ হয় না। শয্যার সহিত সে দিন দিন মিশাইয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে, ধরণীধর কন্যার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, স্থিরদামিনী ধীরে ধীরে বলিল,—“বাবা, আজ আমার পথ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রাতঃকালে যাইব। সই আসিয়া লইয়া যাইবে।”

রাত্রি প্রভাত হইল; অরুণোদয়ে পৃথিবী ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। স্থিরদামিনী ধীরে ধীবে বলিতে লাগিল, “আমার সই আসিতেছে। ঐ দেখ, সই আসিয়াছে। যে স্থানে যাইতেছি, তথায় অনাহারে যাইতে হয়। সইও তথায় অনাহারে গিয়াছে। শোন—শোন—আমার সই নয় —আমার দিদি; আমার দিদির নাম জ্ঞানদা। বাবা, তবে যাই।” বলিয়া স্থিরদামিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ধরণীধরের মনে পড়িল, তাঁহার পূর্ব্বকন্যার নাম জ্ঞানদা। দাসীর নিকট শুনিয়াছিলেন,—জ্ঞানদা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু স্থিরদামিনী জ্ঞানদার কথা কিছুই জানিত না। তবে এ প্রলাপ! বিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়াছিলেন, —“এ রোগ শাস্ত্রে নাই।”—তবে এ কি রোগ? তিনি উন্মাদের ন্যায় যত শীঘ্র পারিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া সেই কবিরাজের তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। কলিকাতায় সেই কবিরাজের বাসায় তিনি যখন উপস্থিত, তখন কবিরাজ ছাত্রের সহিত ঐ রোগ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। কবিরাজ বলিতেছিলেন, “সম্ভব নয় কেন,—সম্পূর্ণ সম্ভব। অনুতপ্ত মনের অবস্থা সন্তানে প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, পাপের বিভীষিকার পূর্ণ ছবি সন্তানকে স্পর্শ করিতে পারে। সেই বিভীষিকা-রোগগ্রস্ত অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ভাব সন্তানে গিয়া বর্ত্তে; সুতরাং পৈতৃক পাপের কথা সন্তান অজ্ঞাতসারে জানিতে পারে। মনে মনে এই বিচিত্র সম্বন্ধ আছে। ইহার কারণ কি জানি না; কিন্তু বাপু হে—তুমিও আমার মত পক্ককেশ হইলে বুঝিতে পারিবে যে, পাপই পাপের দণ্ড দান করে—অন্য বাহ্যিক দণ্ডের প্রয়োজন হয় না। আর পিতা-পুত্রের মনে যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে, স্থূল-দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকারণ নির্ণয় না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।” ধরণীধরের বৈদ্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন রহিল না, তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত